

www.maktabatulabrar.com





তাফসীরে

বুরহানুল কুরআন

(২য় খণ্ড)

[সূরা ইউনুস-সূরা আনকাবূত]

তত্ত্বাবধানে

হযরত মাওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ

মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

গ্রন্থকার, "আহকামে যিন্দেগী", "ফাযায়েলে যিন্দেগী",

"বয়ান ও খুতবা", "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ"

ও "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" প্রভৃতি।

www.maktabatulabrar.com

প্রকাশনায়

আল-কুরআন পাবলিকেশন্স

কিতাব মার্কেট, মাদরাসা রোড

(যাত্রাবাড়ি মাদরাসা সংলগ্ন)

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

মোবা: 01764-185654

আরও পাওয়া যায়

মাকতাবাতুল আবরার

ইসলামী টাওয়ার

১১/১ বাংলাবাজার,

ঢাকা-১১০০

মোবা: 01712-306364



তাফসীরে বুরহানুল কুরআন

প্রথম প্রকাশ
রমজান, ১৪৩৩ হিজরী
জুলাই, ২০১২ ইংরেজি
শ্রাবণ, ১৪১৯ বাংলা
(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

২য় সংস্করণ
রমজান, ১৪৪১ হিজরী
জুন, ২০২০ ইংরেজি
(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য: ৭১০.০০ (সাতশত দশ টাকা)

www.maktabatulabrar.com

সূচিপত্র

❑ পারা- ১১
* সূরা ইউনুস ৫
* সূরা হূদ ৫৫
❑ পারা- ১২ ..... ৫৮
* সূরা ইউসুফ ১০৪
❑ পারা- ১৩ ..... ১৩১
* সূরা রা'দ ১৫৯
* সূরা ইবরাহীম ১৮৩
* সূরা হিজ্‌র ২০৩
❑ পারা- ১৪ ..... ২০৫
* সূরা নাহ্‌ল ২২৯
❑ পারা- ১৫ ..... ২৮৫
* সূরা বানী ইসরাঈল ২৮৫
* সূরা কাহ্‌ফ ৩৩০
❑ পারা-১৬ ..... ৩৫৯
* সূরা মারইয়াম ৩৭৩
* সূরা ত্বা-হা ৪০৬
❑ পারা- ১৭ ..... ৪৫১
* সূরা আম্বিয়া ৪৫১
* সূরা হজ্জ ৪৮৮
❑ পারা-১৮ ..... ৫১৯
* সূরা মু'মিনূন ৫১৯
* সূরা নূর ৫৫২
* সূরা ফুরক্বান ৫৯৯
❑ পারা- ১৯ ..... ৬০৭
* সূরা শুআরা ৬২৫
* সূরা নাম্‌ল ৬৫৪
❑ পারা- ২০ ..... ৬৭১
* সূরা ক্বাসাস ৬৮১
* সূরা আনকাবূত ৭০৯
❑ পারা- ২১ ..... ৭২৪

তাফসীরে বুরহানুল কুরআন ২য় খণ্ড প্রসঙ্গ

আল-হামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আল-হামদু লিল্লাহ!! তাফসীরে বুরহানুল কুরআনের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হল। ইতিপূর্বে তাফসীরখানার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ৪র্থ খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে। এই তাফসীরের রচনা, প্রকাশনা ও অন্যান্য কাজে যাদের যেভাবে সহযোগিতা ও অবদান রয়েছে তার বিবরণ প্রথম খণ্ডের শুরুতে প্রদান করা হয়েছে। তবুও এখানে বিশেষভাবে যার নাম উল্লেখ করতেই হয়, তিনি হলেন চট্টগ্রাম নিবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব জনাব চৌধুরী মোহাম্মাদ মহসীন সাহেব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী মোহাম্মাদ মহসীন ফাউণ্ডেশন ফর হিউমান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট"-এর বিশেষ আর্থিক সহায়তা ১ম ও ৪র্থ খণ্ডের ন্যায় এই ২য় খণ্ড প্রকাশের বেলায়ও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম প্রতিদান এনায়েত করুন।

প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা তওবা-র শেষ পর্যন্ত অংশটুকুর তাফসীর সম্পন্ন হয়েছে। চতুর্থ খন্ড ছিল শুধু ৩০ নং পারার তাফসীর সম্বলিত। আর এই ২য় খণ্ডে রয়েছে সূরা ইউনুস থেকে সূরা আনকাবূত-এর তর্জমা ও তাফসীর । ইনশাআলা অচিরেই অবশিষ্ট পারাগুলির সমন্বয়ে ৩য় খণ্ডও প্রকাশিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে কামনা করি বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমান নর-নারীর জন্য এই তাফসীর গ্রন্থখানা যেন কুরআনে কারীমের শিক্ষা গ্রহণ ও আমলের উৎস হয়ে থাকে। আমীন!

তাং
১৫/৮/১৪৩৩ হিজরী
০৬/০৭/২০১২ ঈসায়ী

বিনীত
(মাওলানা) মাহমূদুল হাসান
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম
মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

www.maktabatulabrar.com

(১০) সূরা ইউনুস, মক্কী
১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আলাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

(১) আলিফ-লাম-রা। এগুলো[১] হিকমতপূর্ণ কিতাবের কয়েকটি আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

(২) মানুষের জন্য কি এটা আশ্চর্যের বিষয় হল যে,[২] আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদের-ই মধ্য থেকে একজন ব্যক্তির কাছে এ মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে সত্যিকারের পদমর্যাদা[৩]। কাফেররা বলে, নিশ্চয় এ-তো সুস্পষ্ট যাদুকর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

সূরার নামকরণ প্রসঙ্গ : এই সূরার একস্থানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম এবং তাঁর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে সূরার নাম করণ করা হয়েছে 'ইউনুস'। এই সূরার আলোচ্য বিষয় হল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করা, উপদেশ ও ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা সতর্ক করা এবং মুশরিকদের যুক্তি খন্ডন করা। (জালালাইন-এর টীকা, মাআরিফুল কুরআন)

(১) এগুলো অর্থাৎ, সামনে যে আয়াতগুলো বর্ণনা করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন মনে করেছিল যে, তাদের কাছে কোন নবী এলে সে ফেরেশতা হবে, মানুষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাদের এই ধারণার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার সারকথা হল, মানুষকে সতর্ক করা এবং সুসংবাদ দেয়ার জন্য মানুষ পাঠানোই তো স্বাভাবিক। এতে আশ্চর্যের কী আছে? এর বিপরীত হলেই বরং আশ্চর্যের বিষয় হত। (সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এখানে قدم শব্দটি রূপকভাবে মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আখেরাতের মর্যাদা সত্য পথে থাকার কারণে বা ঈমান বিষয়ক সত্যায়নের কারণে অর্জিত হবে বিধায় মর্যাদা কথাটির সাথে সত্য (صدق) কথাটি উলেখ করা হয়েছে, কিংবা এ মর্যাদা অর্জন নিশ্চিত বিধায় এরূপ বলা হয়েছে। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

- ১নং আয়াত

কুরআন একটি হেকমতপূর্ণ অর্থাৎ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞান সমৃদ্ধ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব।

● ২নং আয়াত :

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণিত হয়। কেননা, তাঁর নিকট ওহী প্রেরণের কথা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যিনি রসূল হবেন তিনি মানুষ-ই হবেন। কাজেই এক শ্রেণীর লোক যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নূরের অংশ বা অন্য কিছু ধারণা করেন, তারা ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী এবং তাদের এ জাতীয় বিশ্বাস কাফেরদের ধারণার-ই অনুরূপ।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তাহল, মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করা এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা।

৪. মুমিনদের জন্য পরকালে রয়েছে মর্যাদা।

৫. যারা দ্বীনের দাওয়াত দিবে তাদের সামনে যাদুকর, পাগল ইত্যাদি অপবাদ শোনার পরিস্থিতি আসতে পারে, এ জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৬. কাফেররা মিথ্যাচার করে থাকে।

(৩) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আলাহ-ই, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে[১] সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন।[২] তিনি সববিষয় পরিচালনা করেন। কোন সুপারিশকারী নেই তবে তাঁর অনুমতির পর।[৩] এ-ই আলাহই হলেন তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?	اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝۳
(৪) তোমাদের সকলের ফিরে যাওয়ার স্থান হল তাঁর-ই কাছে। আলাহ সত্য ওয়াদাই করে রেখেছেন। তিনি-ই প্রথম সৃষ্টি করেন। পুনরায় সৃষ্টিও তিনি-ই করবেন; যাতে ইনসাফ মত পুরস্কার দিতে পারেন তাদেরকে, যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে। আর যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় এবং বেদনাদায়ক শাস্তি। এ কারণে যে, তারা কুফ্‌রী করত।	اِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِیْمٌۢ بِمَا كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ ۝۴

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ ছয়দিনের সমপরিমাণ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। কারণ, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তো চাঁদ-সূর্যও ছিল না। কাজেই দিন-রাত্রির অস্তিত্বও ছিল না। সুতরাং এখানে ছয়দিন দ্বারা সমপরিমাণ সময়কে বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন, বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

www.maktabatulabrar.com

(২) আল্লাহর তো কোন দেহ নেই, আকৃতি নেই, তাহলে তিনি আরশের উপর সমাসীন হন কীভাবে? এর উত্তর হল, আল্লাহর জন্য যেভাবে সমাসীন হওয়া সাজে সেভাবেই সমাসীন হন।

(৩) অর্থাৎ, তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ করার অধিকার নেই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩ নং আয়াত :

১. আল্লাহ আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা।

২. "আসমানসমূহ" শব্দটির বহুবচন থেকে আকাশের সংখ্যা একাধিক বলে প্রমাণিত হয়।

৩. যেকোন কাজ ধীরে সুস্থে চিন্তা-ভাবনা পূর্বক করা ভাল। কারণ, আল্লাহ তাআলা এক মুহূর্তেই সবকিছু সৃষ্টি করতে পারতেন। এ সত্ত্বেও তিনি ছয়দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

৪. আল্লাহর আরশ প্রমাণিত।

৫. বিশ্ব জগতের সব কিছু পরিচালনা আল্লাহর হাতে, এ কাজে তার কোন শরীক নেই।

৬. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। কাজেই হিন্দুদের জন্য মূর্তিরা সুপারিশ করবে, কিংবা বেদআতী পীরদের অনুসারীদের ধারণা মতে তাদের জন্য তাদের ভণ্ড পীর বাবারা সুপারিশ করবে ইত্যাদি একান্ত ভ্রান্ত ধারণা মাত্র।

৭. ইবাদতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৮. সৃষ্টি জগতের নিদর্শনাদি থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ৪নং আয়াত :

১. পুনরুত্থানের আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণিত হয়।

২. পরকালে পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নেক্‌কার লোকদেরকে পুরস্কার দেয়া এবং নাফরমানদেরকে আযাব দেয়া।

৩. আল্লাহর বিচার হবে ইনসাফপূর্ণ। পুরস্কার প্রদানে কমি করা হবে না।

৪. কুফরীর কারণে কাফেরদের শাস্তি হবে কঠিন।

(৫) তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় এবং তার মনযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন[১]। যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার।[২] আল্লাহ এগুলো অযথা সৃষ্টি করেননি। তিনি এসব নিদর্শনাবলীকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِیْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝۵
(৬) নিশ্চয়, রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং আল্লাহ যা কিছু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে অনেক নিদর্শন মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।	اِنَّ فِی اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَّقُوْنَ ۝۶

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) চাঁদের মনযিল অর্থ হল তার পরিভ্রমণ ও পরিক্রমণের স্থান। যে মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনে হয়, সে মাসে চাঁদ ২৮ মনযিল অতিক্রম করে এবং দু'রাত গোপন থাকে, আর ২৯ দিনে মাস হলে একরাত গোপন থাকে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, সূর্য এবং চন্দ্র থাকার ফলেই দিন-রাত-মাস-বছর ইত্যাদি গণনা করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন রকম হিসাব-নিকাশ চন্দ্র-সূর্যের সাথে জড়িত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

অহকাম ও শিক্ষা

● ৫নং আয়াত :

১. চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা এবং সবকিছু আল্লাহ তাআলা এমনিতেই সৃষ্টি করেননি। বরং এগুলো সৃষ্টির পেছনে রয়েছে অসংখ্য হিকমত।

২. মানব-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাববিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর) ৩. আল্লাহর কোন সৃষ্টি অহেতুক নয়।

৪. জ্ঞানীরাই সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলী থেকে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

৫. ইল্‌ম তথা জ্ঞানের ফযীলত প্রমাণিত হয়।

● ৬নং আয়াত :

১. সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহকে চেনার ও জানার অনেক নিদর্শন আছে।

২. আল্লাহকে চেনার ও জানার নিদর্শনগুলো কেবলমাত্র প্রকৃত মুত্তাকী ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ, তারাই এর দ্বারা লাভবান হতে পারে।

৩. তাকওয়ার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

(৭) নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না[১] এবং পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। এবং তা নিয়েই নিশ্চিন্ত রয়েছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল।[২]	إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ⑦
(৮) তাদের ঠিকানা হল একমাত্র জাহান্নাম সে সবের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করে আসছে।	أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧
(৯) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলাদি করেছে তাদের ঈমানের বিনিময়ে[৩] তাদেরকে তাদের প্রতিপালক মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছাবেন[৪] (অর্থাৎ) নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨
(১০) সেখানে তাদের বাক্য হবে হে আল্লাহ সকল দোষ ত্রুটি থেকে তুমি পবিত্র। আর তাদের শুভেচ্ছা বাক্য হবে "সালাম" এবং তাদের শেষ কথা হবে আল্‌হামদু লিলাহি রব্বিল আলামীন।[৫]	دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ হাশরের দিবসে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এরূপ চিন্তা–ভাবনাও তারা কখনো করে না।

(২) অর্থাৎ, আমাকে চেনার যেসব প্রমাণাদি রয়েছে সেগুলো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে না।

(৩) এখানে ঈমান বলতে এমন ঈমানকে বুঝানো হয়েছে, যার সাথে নেক আমলও রয়েছে। কারণ, ইতিপূর্বেই ঈমান এবং নেক আমলের বিষয় পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) হিদায়াত শব্দের অর্থ যেমনিভাবে "পথ দেখানো" তেমনিভাবে "মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছানো"ও। এখানে দ্বিতীয় অর্থ-ই উদ্দেশ্য। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) আয়াতে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের ধারাবাহিকতা হল এরূপ যে, জান্নাতী ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশের পর প্রথম বাক্যই হবে আল্লাহর প্রশংসা সূচক বাক্য "সুবহানাল্লাহ"। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে। এর ফলে তারা আল্‌-হামদু লিল্লাহ পড়বে। (রূহুল মাআনী) কিংবা ধারাবাহিকতা এরূপ হতে পারে যে, জান্নাতে প্রবেশের পর সবকিছু দেখে বিস্ময়ে "সুবহানাল্লাহ" বলবে, তারপর একে অপরকে দেখে সালাম বিনিময় হবে, তারপর এধারার শেষ কথা হবে আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭-৮নং আয়াতদ্বয় :

১. দুনিয়ার আরাম-আয়েশ নিয়ে ব্যস্ত এবং সন্তুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

২. আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে যারা গাফেল রয়েছে তাদের শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

● ৯নং আয়াত :

১. ঈমান এবং নেক আমল হল জান্নাতের চাবি এবং হেদায়াতের উপায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১০নং আয়াত :

১. "সুবহানাল্লাহ", "সালাম" এবং "আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ"- এগুলো জান্নাতী বাক্য।

২. দুআ প্রার্থনাকারীর পক্ষে দুআ শেষে واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين বলা মুস্তাহাব। তবে এ সঙ্গে সূরা-সাফফাতের শেষ তিন আয়াত পড়ে নেয়া উত্তম। (মাআরিফুল কুরআন)

(১১) আর যদি আলাহ মানুষের জন্য ক্ষতিকে ত্বরান্বিত করতেন (যেভাবে তারা) কল্যাণ কে ত্বরান্বিত করতে চায়[১], তবে তো তাদের মেয়াদ সম্পন্ন করেই দেয়া হত।[২] তাই যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দেই।[৩]	وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾	(১২) এবং (কতক) মানুষকে যখন কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে।[৪] অতঃপর যখন তার কষ্ট তার থেকে দূর করে দেই, তখন সে (পূর্ববৎ) এমনভাবে চলতে থাকে যেন তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে সীমালংঘনকারীদের কাছে সুসজ্জিত করা হয়েছে তাদের কৃত আমলসমূহ।
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾	(১৩) আর নিঃসন্দেহে তোমাদের পূর্বেকার বহু মানব গোষ্টিকে আমি ধ্বংস করেছি, যখন তারা অবিচার৫ করেছে, অথচ তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এভাবেই বদলা (শাস্তি) দিয়ে থাকি।
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾	(১৪) অনন্তর তাদের পরে তোমাদেরকে আমি পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি যেন (বাহ্যিকভাবেও) আমি দেখে নেই তোমরা কিরূপ আমল কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

শানে নুযুল : হযরত রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে ভয় দেখাতেন তখন কাফেররা বলত, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে এখনই আযাব নিয়ে আস। তাদের এ ধরনের কথাবার্তা প্রসঙ্গেই আলোচ্য ১১ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(১) এবং আল্লাহও মানুষের কল্যাণ তাড়াতাড়ি দান করেন, ঠিক সেভাবে তাড়াতাড়ি অকল্যাণ ঘটিয়ে দিলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত।

(২) বাক্যটির শাব্দিক অর্থ করলে এরূপ দাঁড়ায় "তবে তো তাদের নির্ধারিত সময় অর্থাৎ, আযাবের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ সম্পন্ন হয়ে যেত" তথা তাদের মৃত্যু বা ধ্বংস ঘটে যেত। (আবুস সুউদ)

(৩) অর্থাৎ, তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয় যেন কিছুদিন তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকতে পারে। পরে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

(৪) অর্থাৎ, সে সময়ে তাদের তথাকথিত মাবূদগণের কথা মনে আসে না।

(৫) "অবিচার" বলে কুফর, শিরক, অবাধ্যতা, নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১নং আয়াত :

১. কল্যাণ সম্পর্কে দুআ করলে আল্লাহর রীতি হল এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি শীঘ্রই সেগুলো কবূল করে ফেলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মূর্খরা নিজেদের জন্য অকল্যাণ কামনা করলে আল্লাহর রীতি হল তিনি সাথে সাথে কবূল করেন না, যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এবং চিন্তা-ভাবনা করে। (প্রাগুক্ত)

● ১২নং আয়াত :

১. মানুষের অকৃতজ্ঞতার বিষয়টি জানা যায়, বিশেষ করে কাফেরদের চরম অকৃতজ্ঞতার বিষয়টি জানা যায়। তাহল বিপদে পড়লে তারা আল্লাহকে ডাকে আর উদ্ধার পেলেই আল্লাহকে ভুলে যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অকৃতজ্ঞতার নিন্দা করা হয়েছে।

৩. পাপীদের কাছে তাদের পাপকর্ম পছন্দনীয় মনে হয়। (এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা।)

● ১৩নং আয়াত :

১. মানুষের সীমালংঘনের এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ধ্বংস নেমে আসে। যদিও আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীর ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের সবাইকে একসঙ্গে আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসা অসম্ভব নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করার কথা উল্লেখ করে এই উম্মতকেও সতর্ক করা হয়েছে, যেন তারা ধ্বংসের উপকরণ গ্রহণ না করে।

৩. পূর্ববর্তী নবীগণকে দলীল-প্রমাণ সহ প্রেরণ করা হয়েছিল। সেই দলীল-প্রমাণের দাবী অমান্য করায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

৪. অপরাধীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

● ১৪নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন তাদের আমলকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এতে বোঝা যায়, পৃথিবীর সাম্রাজ্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন গর্ব অহংকারের বিষয় নয় বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহ তাআলা দেখতে চান কারা কিরূপ আমল করে, সেমতে তিনি তাদেরকে শাস্তি বা পুরস্কার দান করবেন।

www.maktabatulabrar.com

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾

(১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, এটি ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো অথবা এতেই পরিবর্তন আন।[১] তুমি বলে দাও, আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এতে পরিবর্তন আনব। আমি কেবল তার-ই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহীরূপে পাঠানো হয়। যদি আমি নিজ প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তবে নিশ্চিতই আমি এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা রাখি।

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

(১৬) তুমি বলে দাও আল্লাহ (এরূপ) চাইলে আমি তোমাদের কাছে এটি তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে জানাতেন না।[২] কেননা, এর পূর্বেও তো আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি।[৩] তবুও কি তোমরা বুঝনা?

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾

(১৭) বস্তুত তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রটায় কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে[৪] মিথ্যা বলে। নিশ্চয় এরূপ অপরাধীরা সফলকাম হবে না।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

(১৮) আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর[৫] ইবাদত করে যা না তাদের ক্ষতি করতে পারে আর না তাদের উপকার করতে পারে। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আকাশমন্ডলীতে আর না পৃথিবীতে?[৬] তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরীক করছে তার থেকে তিনি উর্ধ্বে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এমন একটি কুরআন আন যাতে আমাদের মূর্তিপূজা এবং অন্যান্য আচারাদির বিরুদ্ধে বক্তব্য না থাকে কিংবা এই কুরআনের মধ্যেই কিছু পরিবর্তন করে আমাদের মূর্তিপূজার বিপরীত কথাগুলো বাদ দিয়ে দাও। কাফেররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই দাবী করেছিল এবং তাদের ধারণা ছিল এই কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই রচিত। কাজেই তিনি ইচ্ছা করলেই তা পরিবর্তন করতে পারেন। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ এই কালাম আল্লাহ তাআলার। তার নির্দেশেই আমি তোমাদের কাছে তেলাওয়াত করেছি এবং তিনিই তোমাদেরকে কুরআন সম্পর্কে জানিয়েছেন। কুরআন আমার রচিতও নয় এবং এতে হস্তক্ষেপের কোন অধিকারও আমার নেই।

(৩) এই বাক্যের উদ্দেশ্য হল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চাচ্ছেন আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীতই যদি এই কুরআন নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতাম, তাহলে তো আরও পূর্বেও তা করতে পারতাম, আমি তো দীর্ঘ জীবন তোমাদের মধ্যেই কাটাচ্ছি। (আবুস সুউদ) অথবা উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বলছেন, আমি তো ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। আমি কারো কাছে পড়াশোনা করিনি। তাহলে হঠাৎ করে এই জ্ঞান-গর্ভ, সাহিত্য ও অলংকার সমৃদ্ধ বিশাল গ্রন্থ কীভাবে আমার পক্ষে রচনা করা সম্ভব হতে পারে? (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, কুরআনকে। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, মূর্তির।

(৬) অর্থাৎ, মূর্তি যদি আল্লাহর শরীক বা সুপারিশকারী হত তবে তো আল্লাহ অবশ্যই এ সম্পর্কে জানতেন। কারণ, আসমান যমীনের সব-ই তো আল্লাহ জানেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫নং আয়াত :

১. অতীতের বাতিল পন্থীরা কুরআন থেকে নিজেদের অপছন্দের বিষয়গুলো বাতিলের দাবী তুলেছিল। বর্তমান সময়ে অনেক বাতিল শক্তি কুরআন-হাদীছের কিছু নিজেদের মনমত না হলে পরিবর্তনের দাবী তোলে। সব যুগের বাতিলের চরিত্র প্রায়ই এক।

২. আসমানী কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটানোর অধিকার স্বয়ং নবী রসূলেরও নেই, অন্য কারও তা থাকার প্রশ্নই আসেনা।

৩. নবী রসূলগণ একমাত্র ওহীরই অনুসরণ করে থাকেন।

৪. কিতাবে পরিবর্তন ঘটানো মহা পাপ। এরূপ করলে পরকালে কঠিন শাস্তি হবে।

● ১৬নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ চল্লিশ বছর বয়স অতিক্রান্ত করার সময় শিক্ষা ও সাহিত্যে তাঁর কোন পরিচিতি ছিল না। হঠাৎ করে তাঁর কাছে এই বিশাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সাহিত্য সমৃদ্ধ কুরআন এসে গেল। এতেই বোঝা যায়, এই কুরআন ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনই তাঁর সত্য হওয়ার এক মহা দলীল।

৩. আকল–বুদ্ধি প্রয়োগ করে সত্য অনুধাবনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ১৭নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী যেমনি বড় জালেম, তেমনি কুরআনকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারাও বড় জালেম এবং কাফের। উভয়ের কুফ্‌রী সমান। (জালালাইন-এর টীকা)

২. জালেমরা সফলকাম হবে না।

● ১৮নং আয়াত :

১. কারও উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা মূর্তির নেই।

২. মূর্তিকে সুপারিশকারী মনে করে তার ইবাদত করা কুফ্‌রী এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। পূর্ব যুগে মক্কার কাফেররা যেমন এ কাজ করেছে বর্তমান যুগে হিন্দু সম্প্রদায়ও এ ধরনের অন্যায় ও অযৌক্তিক কাজে লিপ্ত রয়েছে।

৩. কোন পীর বা দরবেশ আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে এ ধারণা পোষণ করে তার কবর পূজা কিংবা জীবিতাবস্থায় তাকে সাজদা করা এবং অন্যান্য ইবাদত করা কুফ্‌রী ছাড়া কিছুই নয়।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) আর (প্রথমে) সকল মানুষ এক উম্মত-ই ছিল।[১] অতঃপর তারা মতবিরোধে লিপ্ত হল।[২] যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি কথা (তথা ঘোষণা) পূর্বে না হয়ে থাকত[৩] তবে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা হয়ে যেত।

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

(২০) আর তারা বলে, তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন[৪] কেন নাযেল করা হল না? তাহলে তুমি বলে দাও, গায়ব (-এর খবর) একমাত্র আলাহর-ই রয়েছে।[৫] সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয়, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা– কারীদের মধ্যে একজন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে এক আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল। হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত সমস্ত মানুষ এক উম্মত অর্থাৎ, তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। অত:পর মানুষের মধ্যে শিরক অনুপ্রবেশ করে এবং মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়। (মাআরিফুল কুরআন, বয়ানুল কুরআন)

(২) ফলে তারা ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

(৩) সে ঘোষণাটি হল এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাল-মন্দের বিনিময় আখেরাতে দান করবেন। (জালালাইন)

(৪) নিদর্শন দ্বারা মুজিযা বুঝানো হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

(৫) অর্থাৎ, নিদর্শন বা মু'জেযা নাযেল হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ গায়বের ব্যাপার। আর গায়ব-এর ইল্‌ম তো একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯নং আয়াত :

১. তাওহীদ-ই হল আসল। শিরক পরবর্তীতে সৃষ্ট।

২. দ্বীন এবং আকীদা বিশ্বাস-ই হল উম্মত হওয়ার তথা জাতীয়তার মূল উপাদান। বর্ণ, ভাষা এবং স্থান নয়। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত মানুষের বর্ণ, রাষ্ট্র এবং ভাষা বিভিন্ন রকম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে বিভিন্ন উম্মত বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। যেহেতু তাদের দ্বীন এক ছিল। এতে বোঝা যায়, বর্ণ, ভাষা, গোত্র এবং অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইসলামে সমর্থিত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাল-মন্দের বিনিময় আখেরাতে দান করবেন বিধায় দুনিয়াতে কুফ্‌র শিরকের শাস্তি প্রদান করেন না। (সতর্ক করার জন্য এবং অন্যদের শিক্ষার জন্য যৎ সামান্য যা কিছু শাস্তি প্রদান করেন তা এর ব্যতিক্রম।)

● ২০নং আয়াত :

১. গায়ব-এর ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে। আর কারো নেই। এমনকি সাইয়্যেদুল মুরসালীন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরও গায়ব-এর ইল্‌ম ছিল না। তবে যা কিছু গায়েবের খবর আল্লাহ নবীদেরকে অবহিত করেন।

২. মুজিযা ঘটানোর ক্ষেত্রে নবী রসূলের ইচ্ছার কোন দখল নেই। তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন।

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِىْٓ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾

(২১) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ উপভোগ করাই সেই কষ্টের পর যা তাদেরকে স্পর্শ করেছে[১] তখনই তারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে মহা দুরভিসন্ধি[২]করতে থাকে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ আরও দ্রুত কোন দুরভিসন্ধি করতে পারেন[৩]। নিশ্চয় তোমরা যে দুরভিসন্ধি করছ আমার ফেরেশতাগণ[৪] তা লিখে রাখছে।

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ

(২২) তিনিই এমন সত্তা, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানসমূহে অবস্থান কর এবং সেগুলো তাদেরকে (আরোহীদেরকে) নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে আর এতে তারা আনন্দিত হয়, তখন (হঠাৎ) সেই অনুকূল

عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾	বায়ুর উপর এসে পড়ে প্রচণ্ড বাতাস এবং সবদিক হতে ঢেউ তাদের দিকে ধেয়ে আসে আর তারা মনে করে যে, তারা তো পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা আলাহর জন্য দ্বীনকে একান্ত করে[৩] তাকেই ডাকতে থাকে যে, (হে আলাহ! তোমার) কসম[৬] যদি তুমি আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার কর, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব।
فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে মানুষ, তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তো তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে হচ্ছে। (এর দ্বারা) পার্থিব জীবনের সুখ-সামগ্রী ভোগ করে নিচ্ছ।[৭] অতঃপর আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব সে সব বিষয় যা তোমরা করতে।[৮]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল : "নিদর্শন কেন নাযেল হয় না?" কাফেরদের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। কেননা, ইতিপূর্বে সত্তর বছর কাফেরদেরকে আল্লাহ তাআলা দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন। এরপর যখন তা উঠিয়ে নেয়া হয় তখন তারা বলতে থাকে যে, দুর্ভিক্ষ আমাদের গোনাহের কারণে হলে তা দূর হতনা। কেননা, আমরা তো তওবা করিনি? তাদের এরূপ আচরণের দ্বারা বোঝা যায়, তারা নিদর্শন পেলেও ঈমান আনবে না। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন -এর টিকা)

(২) এখানে مكر শব্দটি দুরভিসন্ধি বা বিদ্রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন, আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, দুরভিসন্ধির শাস্তি দিতে পারেন।

(৪) এখানে رسل অর্থ ফেরেশতা।

(৫) অর্থাৎ, খাঁটি মনে দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে এবং শিরক মুক্ত হয়ে।

(৬) এখানে لام বর্ণ কসম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (আবুস সুউদ ও জালালাইন-এর টীকা)

(৭) এখানে "ভোগ করে নিচ্ছ" কথাটুকু تتمتعون উহ্য ক্রিয়ার অর্থ। (আবুস সুউদ)

(৮) সেগুলো জানিয়ে দিব এবং তার শাস্তি দিব। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১নং আয়াত :

১. অনুগ্রহ লাভের পর তা ভুলে যাওয়া এবং অস্বীকার করা কাফেরদের নিকৃষ্টতম স্বভাব।

২. দুরভিসন্ধির শাস্তি প্রদানের হুমকী দেয়া হয়েছে।

৩. নির্ধারিত ফেরেশতা দুরভিসন্ধি সহ সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

● ২২নং আয়াত :

১. মুশরিকরা বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকত, যদিও পরক্ষণেই কুফরী করত। কিন্তু বর্তমান জাহেল মুসলমানদের অবস্থা এতই খারাপ যে, তারা শান্তিতে এবং বিপদের মুহূর্তে সর্বদাই শিরক করতে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৩নং আয়াত :

১. বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকা আর বিপদ কেটে গেলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং তার অবাধ্য হওয়া-এরূপ কর্মের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

২. আল্লাহর অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহাচরণের কারণে নিজের-ই বিপদ ঘটে থাকে। এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়। হাদীছে বর্ণিত আছে, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে যার অশুভ পরিণতি তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তাহল– জুলুম, ওয়াদা খেলাফ করা এবং প্রতারণা করা। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।

৪. পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৫. আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। তখন ভাল-মন্দ সব কৃতকর্মের পরিণাম জানা যাবে।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾	(২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ তো এরকম, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। অতঃপর তার দ্বারা যমীনের উদ্ভিদগুলো –যা থেকে মানুষ এবং গবাদি পশু আহার করে থাকে– খুব ঘন-মিলিত হয়ে উৎপন্ন হল। এরপর যমীন যখন নিজের পূর্ণ সৌন্দর্য ধারণ করল এবং সুশোভিত হয়ে উঠল আর তার মালিকেরা মনে করল যে, (এখন) নিশ্চিত তারা এগুলো (আয়ত্ব করা)-এর উপর সক্ষম।[১] তখন তাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ল[২] রাতে কিংবা দিনে। অতঃপর সেগুলোকে আমি এমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলাম[৩] যেন গতকাল এর অস্তিত্ব-ই ছিল না। এভাবেই আমি আয়াত– গুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ফসল কেটে ঘরে তুলতে সক্ষম। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, আমার আযাব বা ফয়সালা। (জালালাইন)

(৩) حصيد শব্দের অর্থ কর্তিত ফসল। ফসল কেটে ফেলার দরুন যেমন ফসলের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনিভাবে ধ্বংসের ফলে আর ফসলের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪নং আয়াত :

১. দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য এবং দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কাজেই দুনিয়ার এসব বিষয়ের প্রতি পুরোপুরি মন বসানো বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

২. দ্বীন এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. বক্তব্যকে বিকশিত ও প্রজ্জ্বল করার জন্য উদাহরণ পেশ করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

(২৫) আর আল্লাহ শান্তির বাসস্থানের[১] দিকে ডাকেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) যারা উত্তম কাজ[২] করোর জন্য রয়েছে উত্তম পরিণাম এবং অতিরিক্ত[৩] আরও। আর তাদের মুখমন্ডলকে না আচ্ছন্ন করবে মলিনতা আর না অপমান। তারা হল জান্নাতবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাসকারী হবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) আর যারা মন্দ কাজ[৪] করেছে, তাদের[৫] মন্দকাজের বদলা হবে তার (মন্দকাজের) সমান।[৬] এবং তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিবে লাঞ্ছনা। আল্লাহ (-র আযাব) থেকে তাদের কেউ রক্ষাকারী নেই। মনে হবে যেন ওদের মুখমন্ডলকে ঢেকে দেয়া হয়েছে অন্ধকার রাতের পরতসমূহ[৭] দিয়ে। ওরা হল জাহান্নামবাসী। সেখানে ওরা অনন্তকাল বসবাসকারী হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "দারুস সালাম" অর্থাৎ, জান্নাত। জান্নাতকে দারুস সালাম (শান্তি-নিরাপত্তার আবাস বা সালামের আবাস) বলার কারণ হল, এখানে প্রত্যেকেই সর্বপ্রকার শান্তি এবং নিরাপত্তা লাভ করবে। অথবা এর কারণ হল, জান্নাতে সবসময় আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম পৌছাতে থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে "উত্তম কাজ" বলে ঈমান আনয়নকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৩) এখানে "উত্তম পরিণাম" বলে জান্নাত এবং "অতিরিক্ত" বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে দেখার সৌভাগ্য অর্জনকে বুঝানো হয়েছে। কিংবা অতিরিক্ত বলে দশগুণ ছওয়াব বা আল্লাহর ক্ষমাকে বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন, জালালাইন, সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আবুস সুউদ)

(৪) অর্থাৎ, কুফ্‌র এবং শির্‌ক করেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) "তাদের" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, তাদের মন্দকাজের অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে, অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া হবে না।

(৭) এখানে مظلما বা অন্ধকার শব্দটি حال হয়েছে ليل তথা রাত্রি শব্দের। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫নং আয়াত :

১. বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া এবং মমতার বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি দারুস সালাম বা জান্নাতের দিকে মানুষকে ডাকছেন।

২. জান্নাতকে "দারুস সালাম" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, দুনিয়ার কোন ঘরের নাম "দারুস সালাম" রাখা সমীচীন নয়। যেমন জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৬নং আয়াত :

১. নেক আমলের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

২. আখেরাতে ঈমানদারের শান্তি এবং সফলতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

৩. আল্লাহর দীদারকে অতিরিক্ত পুরস্কার আখ্যায়িত করার দ্বারা বুঝা যায়, আখেরাতের সমস্ত নেয়ামতের তুলনায় দীদার হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। (বয়ানুল কুরআন)

৪. নেককার লোকেরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে।

● ২৭নং আয়াত :

১. কাফের মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানা যায়।

২. এটাও জানা যায় যে, আল্লাহ তাদের মন্দ কাজের অতিরিক্ত শাস্তি তাদেরকে দিবেন না।

৩. কাফের মুশরিকরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২৮) আর স্মরণ রেখ[১] যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব। অতঃপর যারা শরীক বানিয়েছিল তাদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমাদের স্থিরকৃত শরীকরা[২] নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর[৩]। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিব[৪] এবং তাদের শরীকরা বলবে "তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না"।[৫]

www.maktabatulabrar.com

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) বস্তুত আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ-ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে আমরা অবশ্যই অনবহিত ছিলাম।[৬]

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

(৩০) সেখানে (বা সে সময়ে) প্রত্যেকেই যাচাই করে নিতে পারবে[৭] যা সে পূর্বে করেছে। আর তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে আল্লাহর কাছে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর তারা যেসব মিথ্যা রটনা করত সেগুলো তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।[৮]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তোমরা যাদেরকে শরীক বলে মনে করেছ। কারণ প্রকৃত অর্থে তো আল্লাহর কোন শরীক নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "অবস্থান কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, উপাস্য ও উপাসকের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিব।

(৫) অর্থাৎ, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে না বরং নিজেদের নফ্স এবং শয়তানের ইবাদত করতে। (জালালাইন-এর টীকা)

(৬) অর্থাৎ, অসন্তুষ্ট ছিলাম। (আবুস সুউদ)

(৭) অর্থাৎ, সে কোন্ কাজ ভাল করেছে আর কোন্ কাজ মন্দ করেছে তা সে ভালভাবেই বুঝতে পারবে। (জালালাইন-এর টীকা)

(৮) তাদের যাবতীয় মিথ্যা রটনা যেমন মূর্তিকে মাবূদ মনে করা ইত্যাদি সেদিন তাদের কোন কাজে আসবেনা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮নং আয়াত :

১. আখেরাতে মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়া এবং বিচারের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মুশরিকরা পৃথিবীতে মূর্তি, জীব-জন্তু, গাছপালা যাকেই শরীক বানাক না কেন আখেরাতে সবাই তা অস্বীকার করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৯নং আয়াত :

১. যাদেরকে মানুষ আল্লাহ তাআলার শরীক স্থাপন করে তাদের অনেকে এই শরিকানায় সন্তুষ্ট নয়। যেমন ফেরেশতাদেরকে অনেকে শরীক করে, তাঁরা এতে সন্তুষ্ট নন। (অবশ্য শয়তান এর ব্যতিক্রম।)

www.maktabatulabrar.com

● ৩০নং আয়াত :

১. আখেরাতে মানুষ তার ভাল-মন্দ আমলের মূল্য বুঝতে পারবে। কিন্তু তাতে কোন ফায়দা হবে কি? এজন্য দুনিয়াতে জীবিত থাকতেই বুঝা উচিত।

২. আল্লাহর নিকট প্রত্যানীত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. মানুষের যাবতীয় মিথ্যা রটনা যেমন মূর্তিকে মাবূদ মনে করা ইত্যাদি সেদিন তাদের কোন কাজে আসবে না।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) তুমি বল, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক সরবরাহ করেন[১] কিংবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? এবং কে জীবিতকে প্রাণহীন থেকে বের করেন ও প্রাণহীনকে জীবিত থেকে বের করেন[২] আর কে যাবতীয়[৩] বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করেন? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে "আল্লাহ"। তখন তুমি বল, তবুও কেন তোমরা আত্মরক্ষা কর না।

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) বস্তুত তিনি-ই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। তাহলে সত্য (স্পষ্ট হওয়া)-এর পর গোমরাহী ছাড়া আর কী (অবশিষ্ট) থাকে[৪]? অতএব তোমরা (সত্য ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাবে?[৫]

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) এমনিভাবে যারা অবাধ্যতার নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের (অনাদি) বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে, নিশ্চিতই তারা ঈমান আনবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যমীন থেকে উদ্ভিদ জন্ম দেন এবং তা থেকে তোমরা রিযিক গ্রহণ কর। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যেমন, ডিম এবং বীর্য থেকে প্রাণী বের হয় আবার প্রাণী থেকে এগুলো বের হয়।

(৩) الامر শব্দের ال বর্ণ استغراق -এর জন্য হওয়ায় অনুবাদে "যাবতীয়" শব্দ যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ-ই যে একমাত্র পালনকর্তা তাতো সত্য বলে প্রমাণিত হল। এখন এই সত্য পরিত্যাগ করলে এবং অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক করলে গোমরাহী ছাড়া আর কিছু লাভ হতে পারে কি?

(৫) অর্থাৎ, তাওহীদের এরূপ স্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তোমরা কিভাবে অন্য কিছুর ইবাদতের দিকে ফিরে যাবে? (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১নং আয়াত :

১. আল্লাহ মানুষের জীবন-জীবিকার সব ব্যবস্থাপনা করেন, অতএব তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

২. মুশরিকরা আল্লাহকে রব বা পালনকর্তা বলে স্বীকার করত, কিন্তু তাঁকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য বলে মানত না। বরং অন্য কিছুরও ইবাদত করত। কিন্তু এরূপ স্বীকৃতির দ্বারা নাজাত সম্ভব নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. শিরক ও আযাব থেকে আত্মরক্ষা গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ৩২ নং আয়াত :

১. যিনি পূর্বের আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদির অধিকারী, তিনিই আল্লাহ, তিনিই প্রকৃত প্রতিপালক। তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।

২. সত্য এবং মিথ্যার একত্রে মিলন হতে পারে না। এমন কোন বস্তু নেই যেটি সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। আবার দুটি বিপরীত ধর্মী বিষয়ও সত্য হতে পারে না। এই নীতি সমস্ত আকায়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে নয়। এবং ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে গোমরাহ বলা যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর অসত্যের দিকে যাওয়ার অবকাশ কোথায়?

● ৩৩নং আয়াত :

১. অবাধ্যতার নীতি গ্রহণকারী শ্রেণীর লোক কখনোই ঈমান আনবে না- আল্লাহর এই অনাদি বাণী সত্য।

২. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, এ শ্রেণীর লোকদের ঈমান না আনায় তুমি দুঃখীত হয়ো না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣٤	(৩৪) তুমি বল (জিজ্ঞেস কর), তোমাদের শরীকদের মাঝে এমন কেউ আছে কি? যে প্রথমবার(ও) সৃষ্টিরাজিকে অস্তিত্ব দান করে, অনন্তর (তাদের মৃত্যুর পর) পুনরায়(ও) তাদেরকে অস্তিত্ব দান করবে[১]? তুমি বলে দাও, আল্লাহ-ই সৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন। অনন্তর (তাদের মৃত্যুর পর) পুনরায়ও তাদেরকে অস্তিত্ব দান করবেন। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ২ ?

www.maktabatulabrar.com

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّىْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝٣٥ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝٣٦	(৩৫) তুমি বল (জিজ্ঞেস কর), তোমাদের স্থিরকৃত শরীকদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে সত্যের দিকে পথ দেখায়? তুমি বলে দাও, আল্লাহ-ই সত্যের দিকে পথ দেখান। (তুমি বল,) তাহলে যিনি সত্যের দিকে পথ দেখান তিনি আনুগত্যের বেশী হকদার, না যাকে পথ দেখানো ব্যতীত পথ-ই খুঁজে পায়না সে (আনুগত্যের বেশী হকদার)? তাহলে তোমাদের কী হল? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর[৩]? (৩৬) আর তাদের অধিকাংশ লোক কেবল অনুমানের[৪] পেছনে চলে। এটা তো নিশ্চিত যে, অনুমান সত্যের ব্যাপারে কোনও কাজে আসে না। নিশ্চয় তারা যা করছে সে বিষয়ে আল্লাহ ভাল করে জানেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামতের পর হাশরের মাঠে পুনরায় সৃষ্টি করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, সত্যকে জানা এবং মুখে স্বীকার করার পরও তোমরা কীভাবে সত্য পথ ছেড়ে মিথ্যা, শিরক ইত্যাদির দিকে ফিরে যাচ্ছ। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, তাওহীদকে পরিত্যাগ করে শিরক গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তোমরা কীভাবে নাও? সত্যিই এটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

(৪) তাদের অনুমান ছিল এই যে, তাদের পিতৃ-পুরুষরা যেহেতু মূর্তি পূজা করেছে কাজেই এটাই হল ইবাদত এবং এটাই সত্য। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪নং আয়াত :

১. আল্লাহর তাওহীদ এবং একক ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

২. এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা-ই কেবলমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত।

৩. আল্লাহর তাওহীদ এবং একক ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর শিরকের দিকে ফিরে যাওয়ার অবকাশ কোথায়?

● ৩৫নং আয়াত :

১. আল্লাহ-ই কেবলমাত্র সত্য পথে পরিচালিত করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

২. সুতরাং একমাত্র তাঁর-ই আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য।

● ৩৬নং আয়াত :

১. যেখানে নিশ্চিত ইল্‌মের প্রয়োজন সেখানে ظن তথা অনুমান ও ধারণা কোন কাজে আসে না।

যেমন, তাওহীদ, রিসালাত ইত্যাদি আকায়েদের বিষয়াবলী। কাজেই এই আয়াতকে খবরে ওয়াহেদ এবং কিয়াসকে অস্বীকারকারীদের দলীল রূপে ব্যবহার করা সহীহ্ হবে না। (জালালাইন-এর টীকা)

২. দলীল ব্যতীত নিছক ধারণার ভিত্তিতে কোন কিছু বলা বা করা ঠিক নয়।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) এবং এই কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া (অন্য কারো দ্বারা) তা রচিত হবে। তবে (এটি) তার সম্মুখস্থ কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী[১] এবং লিখিত বিধানসমূহের[২] বিশদ বর্ণনা দানকারী। এতে সন্দেহের কিছু নেই। এটি নাযেল হয়েছে[৩] জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।
اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾	(৩৮) তারা কি বলে যে, সে[৪] এটি রচনা করেছে? তুমি বলে দাও, তাহলে তোমরা এর মত একটি সূরা-ই (রচনা করে) নিয়ে আস[৫]। আর আল্লাহ ছাড়া যাকে তোমরা পার ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।
بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾	(৩৯) বরং (আসল কথা হচ্ছে) তারা মিথ্যা আরোপ করেছে এমন জিনিসের প্রতি যার জ্ঞান তারা আয়ত্ত করতে পারেনি৬ এবং এখনও তার পরিণাম[৭] তাদের কাছে আসেনি। এমনিভাবে তাদের আগের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতএব লক্ষ্য করে দেখ, সে জালেমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে تصديق এবং পরে تفصيل মাছদার দুটি اسم فاعل অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন-এর টীকা)

(২) এখানে কিতাব অর্থ হল কিতাবে যা লিখিত আছে তা। আর তাহল আহকাম বা বিধান। অনাদিকালে লওহে মাহফূজে আল্লাহ তাআলা যেসব সৃজন ও বিধানগত বিষয় লিখে রেখেছেন তার মধ্যে মানুষের জন্য যা প্রয়োজনীয় কুরআনে কারীমে তার বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) এখানে "এটি নাযেল হয়েছে" বাক্যটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, কুরআন যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রচনা করে থাকে তবে তোমরা

www.maktabatulabrar.com

পুরো কুরআন না হোক একটি ক্ষুদ্র সূরা রচনা করে দেখাও। তোমরা তো বড় সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত। বরং প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে যত পার সহযোগিতা নাও।

(৬) অর্থাৎ, কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করেই তারা কুরআনকে মিথ্যা বলছে।

(৭) এখানে تاويل অর্থ পরিণাম বা আযাব। অর্থাৎ, কুরআনকে মিথ্যা বলার পরিণাম বা শাস্তি তারা পায়নি বলেই এরূপ দুঃসাহস তারা করছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭নং আয়াত :

১. কুরআন হল আল্লাহর কালাম, অন্য কারও রচিত নয়।

২. কুরআন পূর্ববর্তী প্রেরিত কিতাবসমূহের সমর্থক। কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কুরআন সত্য হওয়ার একটি প্রমাণ এও যে, এ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সাথে কুরআনের বর্ণনার মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এটা প্রমাণ করে যে, এসব কিতাবই একই উৎস থেকে উৎসারিত; এক-ই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। (প্রাগুক্ত)

৩. কুরআনে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের বিবরণ রয়েছে।

৪. কুরআনে প্রকৃতপক্ষে সন্দেহের কিছু নেই।

৫. আল্লাহ তাআলা জগতসমূহের প্রতিপালক। এই কুরআন দ্বারা মানুষের নৈতিক প্রতিপালন সাধিত হয়েছে।

● ৩৮নং আয়াত :

১. এ আয়াত দ্বারাও কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তৎকালীন আরবের সমস্ত পণ্ডিত সাহিত্যিকদেরকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু তারা এতে পরাজিত হয়েছে।

২. তারা এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে না পারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের এই বক্তব্য মিথ্যা যে, কুরআন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক রচিত। এটিও একটি প্রমাণ যে, কুরআন আল্লাহর কালাম।

● ৩৯নং আয়াত :

১. যারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল, তারা কুরআনের জ্ঞান রাখত না বলেই এরূপ বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে কেউ কুরআনের সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হলে সে কখনও কুরআনকে অস্বীকার করতে পারে না।

২. কোন বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন না করেই তাকে অস্বীকার করা সবযুগের কাফেরদের অভ্যাস।

৩. কাফের মুশরিকদের হটকারিতার একটি কারণ এও যে, তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে না। শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে ঠিকই ঈমান আনয়ন করত। কিন্তু সেরূপ ঈমান দ্বারা কোন ফায়দা হয় না। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. মিথ্যাচারীদের পরিণাম দেখে সতর্ক হতে বলা হয়েছে।

(৪০) আর তাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে না। আর তোমার প্রতিপালক অনাচারীদের সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝٤٠
(৪১) আর তারা যদি (এতসব দলীল সত্ত্বেও) তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে যেতে থাকে, তাহলে (চূড়ান্ত কথা হিসেবে) বলে দিও, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য[১], আমি যে আমল করি সে ব্যাপারে তোমরা দায়ী নও এবং তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আমিও দায়ী নই।	وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٤١
(৪২) আর তাদের মধ্যে কতক এমন(ও) আছে, যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে[২]। (কিন্তু অন্তরে সত্য শোনার সদিচ্ছা না থাকার ফলে তারা বধিরতুল্য।) অনন্তর তুমি কি বধিরদেরকে শোনাবে যদিও তারা বোধশক্তি না রাখে?	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤٢
(৪৩) আবার তাদের মধ্যে কতক এমন(ও) আছে যারা তোমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাখে। (কিন্তু অন্তরে সত্য পথ দেখার ইচ্ছা না থাকার ফলে তারা অন্ধতুল্য।) অনন্তর তুমি কি অন্ধদেরকে পথ দেখাতে চাও যদিও তারা অন্তর্দৃষ্টি না রাখে[৩]?	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٤٣
(৪৪) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। পরন্ত মানুষ নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে।	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٤٤

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই আয়াত রহিত হয়ে গেছে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই সংক্রান্ত আয়াতের দ্বারা। কারণ, সেখানে এদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ যদি এভাবে করা হয় যে, একজনের আমলের জন্য অন্যজন জবাবদিহি করবে না।" তবে এ আয়াতকে "রহিত" বলার প্রয়োজন পড়ে না। (জালালাইন-এর টীকা)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, মক্কার কাফেরদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন তিলাওয়াতকালে কান পেতে শোনার ভান করত। কিন্তু হেদায়াত লাভের নিয়তে তা শুনত না। এদেরকে বধিরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বধির তো শুনতেই পায় না। আর এরা শুনেও বধিরের মত আচরণ করে।

(৩) অর্থাৎ, তারা চেয়ে থাকে বটে কিন্তু যেহেতু সত্য গ্রহণের ইচ্ছা তাদের নেই, সেহেতু সত্য পথ তারা দেখতে পায় না। তারা অন্ধের সমতুল্য।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪০নং আয়াত :

১. কুরআন কিছু ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে।

২. ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অনাচারীদের ব্যাপারে হুমকি রয়েছে।

- ৪১নং আয়াত :

১. সত্যের পক্ষে সব রকম দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক তা অস্বীকার করে থাকে।

২. যথাসাধ্য চেষ্টা করার পর কাউকে সুপথে আনতে না পারলে তার জন্য দাওয়াত দানকারী দায়ী নয়। যদিও পরবর্তী অন্য আয়াতে এদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ এসেছে। তবে সেটি ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত।

৩. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরুদ্ধবাদীদের একটি শ্রেণীর সাথে কি নীতি গ্রহণ করতে হবে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

- ৪২-৪৩নং আয়াতদ্বয় ঃ

হেদায়াতের জন্য অন্তরের তলব বা ইচ্ছা একান্ত প্রয়োজন। অন্তরের ইচ্ছা না থাকলে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে কালামে পাক শোনা এবং তাঁকে দেখাও হেদায়াত লাভের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

- ৪৪নং আয়াত :

১. আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমও করেন না।

২. মানুষের উপর দুনিয়াতে এবং আখেরাতে যে বিপদ-মুসীবত আসে তার জন্য মানুষের আমল-ই দায়ী। মানুষই নিজের প্রতি নিজে জুলুম বা অবিচার করে।

(৪৫) আর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও[১] সেদিন (যেদিন) তাদেরকে তিনি এমন অবস্থায়[২] একত্র করবেন যেন তারা দিনের সামান্য সময় মাত্র অবস্থান করেছিল[৩]। তারা একজন অপরজনকে চিনতে পারবে[৪]। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব লোক যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছে এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝٤٥

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) এবং আমি তাদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছি তার কিছু অংশ যদি বাস্তবেই তোমাকে (জীবদ্দশায়) দেখাই অথবা (তার আগে) তোমাকে ওফাত দিয়ে দেই[১], তাহলে (সর্বাবস্থায়) তাদের ফিরে আসার জায়গা তো আমার কাছেই। অনন্তর (সকলের জানা আছে) তারা যা করছে সে ব্যাপারে আলাহ সম্যক প্রত্যক্ষকারী আছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (আবুস সুউদ)

(২) كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا বাক্যটি حال হওয়ার কারণে "এমন অবস্থায়" বলে অর্থ করা হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(৩) হাশর বা একত্র করার দিনটি এত লম্বা এবং কঠোর হবে যে, দুনিয়া এবং কবরে অবস্থানের সময়কে নিতান্ত স্বল্প মনে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) কিন্তু চেনা সত্ত্বেও একে অপরের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। এতে তাদের দুঃখ কষ্ট আরও বেড়ে যাবে।

(৫) অর্থাৎ, তোমার জীবদ্দশায় যদি তাদেরকে শাস্তি দেই অথবা তোমার ওফাতের পর দেই সর্বাবস্থায় তারা তো অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসবে। তখনই তাদেরকে আমার ওয়াদাকৃত শাস্তি দিব।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫নং আয়াত :

১. হাশরের মাঠের ভয়াবহতা প্রমাণিত হয়।

২. হাশরের ময়দানে কাফের মুশরিকরা একে অপরকে চেনা সত্ত্বেও একে অপরের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। যা তাদের দুঃখ-কষ্টকে আরও বৃদ্ধি করে দিবে।

৩. যারা হেদায়াত কবূল করেনি এবং হাশর ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার কথাও জানা যায়।

● ৪৬নং আয়াত :

১. দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে শাস্তি দিতেও পারেন, আবার না-ও দিতে পারেন। তবে আখেরাতে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে। কাজেই দুনিয়াতে তাদের দাপট দেখে মুমিনদের বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই।

২. আল্লাহ তাআলার কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। এর মধ্যে হাশর-নশরের আকীদা প্রমাণিত হয়।

৩. আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু সম্যক প্রত্যক্ষ করেন।

www.maktabatulabrar.com

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۗ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৭) আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে একজন রসূল[২]। সুতরাং তাদের রসূল যখন এসে পড়ে, তখন তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করা হয়[৩] এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হয় না।

(৪৮) আর তারা বলে, "এই ওয়াদা কবে (পূর্ণ) হবে"? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক[৩]।

(৪৯) তুমি বলে দাও, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমি আমার নিজের(ও) কোন অপকার করার এখতিয়ার রাখিনা এবং উপকার করারও না। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে[৪]। যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা (তা থেকে) এক মুহূর্ত না পেছনে যেতে পারে আর না আগে যেতে পারে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে উম্মত বা জাতিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আহকামের অনুগত বানাতে চান তাদের কাছে অবশ্যই একজন আহকাম প্রচারকারী বা রসূল পাঠান। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের কাছেও এরূপ পাঠানো হয়েছিল। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন থেকে আরম্ভ করে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের রসূল হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(২) অর্থাৎ, রসূল আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা হয় না। রসূল আসার পর তাঁকে না মানলে তাদের ব্যাপারে মীমাংসা করা হয়। আর সেই মীমাংসা হল অমান্যকারীদেরকে অনন্ত শাস্তিতে ফেলানো হয়।

(৩) অর্থাৎ, হে নবী এবং মুসলমানরা, তোমরা সত্যবাদী হলে শাস্তি দেখাও যার ওয়াদা তোমরা করছ।

(৪) অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতিকে শাস্তি দেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে -দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে- সেই নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী শাস্তি আসবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭নং আয়াত :

১. প্রত্যেক উম্মতের কাছেই নবী বা রাসূল এসেছিলেন।

২. রসূল আসার পূর্ব পর্যন্ত কাউকে বিচারের সম্মুখীন করা হয় না। রসূল আসার পর রসূলকে অমান্য করলেই তার শাস্তির ফয়সালা হয়।

৩. আল্লাহর ফয়সালা হয় ইনসাফের সাথে।

৪. আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

● ৪৮নং আয়াত :

আয়াতে কাফেরদের অহেতুক প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে।

● ৪৯নং আয়াত :

১. অন্যের ভাল মন্দ সাধন করা দূরের কথা নিজের ভাল মন্দ সাধন করার সাধ্যও মানুষের নেই। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও তা ছিল না। কাজেই যারা মৃত কিংবা জীবিত পীরের দরবারে নিজের ভাল মন্দের প্রার্থনা করেন তারা নিঃসন্দেহে শিরক কাজে লিপ্ত রয়েছেন।

২. আযাব আনয়ন করা রসূলের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়।

৩. প্রত্যেক জাতিকে শাস্তি দেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে –দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে– সেই নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী শাস্তি আসবে।

৪. শাস্তি এসে পড়লে তাকে আগ–পিছ করা বা প্রতিহত করা যায় না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾	(৫০) তুমি (তাদেরকে) বল, তোমরা বলতো দেখি, যদি তাঁর আযাব তোমাদের উপর রাতে কিংবা দিনে এসে পড়ে, তবে তার (আযাবের) মধ্যে এমন কী আছে যা অপরাধীরা তাড়াতাড়ি কামনা করছে?
اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾	(৫১) তবে কি যখন তা ঘটেই যাবে তখন তাতে ঈমান আনবে? (তখন তো তাদেরকে) বলা হবে,[১] এখন ঈমান আনলে[২]? অথচ এটাইতো তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে।
ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٢﴾	(৫২) অতঃপর যারা জুলুম করেছে৩ তাদেরকে বলা হবে "চিরস্থায়ী আযাবের মজা ভোগ করতে থাক"। তোমরা যা অর্জন করতে তার-ই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২)"ঈমান আনলে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, যারা শিরক করেছে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০নং আয়াত :

নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আযাব অবশ্যই আসবে।

● ৫১নং আয়াত :

আযাব এসে যাওয়ার পর আর তওবা ঈমান কবুল হয় না। চাই তা মৃত্যুর মাধ্যমে হোক কিংবা ধ্বংস আকারে হোক। কাজেই আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই তওবা করে নিতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫২নং আয়াত :

১. কাফের মুশরিকদের শাস্তি হবে অনন্তকালীন।

২. মানুষকে তারই কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করা হবে।

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٣﴾	(৫৩) আর তারা তোমার কাছে জানতে চায় "এটা[১] কি সত্যই?" বলে দাও, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের কসম, এটা তো অবশ্যই সত্য। আর তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।
وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾	(৫৪) বস্তুত শিরক করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যদি পৃথিবীতে যা আছে সব হয়ে যায়, তবুও সে অবশ্যই নিজের মুক্তির বিনিময়ে তা দিতে চাইবে। এবং তারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন অনুতাপ[২] গোপন রাখবে। আর তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হবে ইনসাফের সাথে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।
اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾	(৫৫) শুনে রাখ, নিঃসন্দেহে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহর-ই। (আরও) শুনে রাখ, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক-ই একীন করে না।
هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾	(৫৬) তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত শাস্তি, কেয়ামত এবং বিচার দিবসের যে ওয়াদা আমাদের সাথে করা হচ্ছে তা কি সত্য ? (জালালাইন ও আবুস সুউদ)

(২) অর্থাৎ, তারা অধিক লজ্জিত এবং অপমানিত হওয়ার ভয়ে কথা বা কাজের মাধ্যমে কোনভাবে অনুতাপ প্রকাশ করবে না, চেপে রাখবে। তবে বিভীষিকার এক পর্যায়ে এই বাঁধও ভেঙ্গে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরাতের সত্যতার কথা কসম খেয়ে বলতে শিক্ষা দিয়েছেন। পুরো কুরআনে কারীমের মোট তিন জায়গায় এরূপ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় সত্য বিষয়কে আল্লাহর নামের কসম করে ব্যক্ত করা জায়েয আছে।

২. আখেরাতের আযাবের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

৩. কেউ আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করতে সক্ষম নয়।

● ৫৪নং আয়াত :

১. আখেরাতে কাফেরদের শাস্তির ভয়াবহতার কথা জানা যায়। শাস্তির ভয়াবহতা এতো প্রচণ্ড হবে যে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তাদের থাকলেও তারা মুক্তির বিনিময়ে তা দিতে চাইবে।

২. কাফের মুশরিকরা প্রথমদিকে অধিক লজ্জিত এবং অপমানিত হওয়ার ভয়ে কথা বা কাজের মাধ্যমে কোনভাবে অনুতাপ প্রকাশ করবে না, চেপে রাখবে।

৩. আল্লাহর ফয়সালা হবে ইনসাফপূর্ণ, কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

● ৫৫নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা-ই হচ্ছেন আসমান, যমীন এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আল্লাহর প্রতিপালকত্ব উর্ধজগত ও অধঃজগত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

২. আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি সত্য।

● ৫৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা–ই একমাত্র জীবন ও মৃত্যুর মালিক।

২. সকলকে আল্লাহ তাআলার কাছেই ফিরে যেতে হবে। এতে পরকালের ধারণা পেশ করা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

(৫৭) হে মানুষ, তোমাদের কাছে তো এসেছে উপদেশ,[১] যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (এসেছে) এবং (যা) অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম[২] আর মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

(৫৮) তুমি বলে দাও, আল্লাহর (এই) মেহেরবানী ও তাঁর রহমতের[৩] প্রতি তারা যেন আনন্দিত হয়।[৪] বস্তুত এর প্রতিই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা সঞ্চয় করছে[৫] তার চেয়ে এটা অধিক শ্রেষ্ঠ।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কুরআন যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অপূর্ব উপদেশ।

(২) صدور শব্দটি বহুবচন। যার অর্থ সিনা। এখানে অন্তরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যাদের অন্তরে কুফর, শিরক বা কোন রকম সন্দেহের রোগ আছে, তাদের সেই রোগ সারানোর জন্য কুরআন হল চিকিৎসা স্বরূপ।

(৩) এখানে "মেহেরবানী" বলে ইসলাম এবং "রহমত" বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৪) "তারা যেন আনন্দিত হয়" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। পরবর্তী কথা (فبذلك فليفرحوا/এর প্রতিই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত) পূর্বের কথারই তাকীদ (تأكيد)। (আবুস সুউদ)

(৫) অর্থাৎ, দুনিয়ার সম্পদ। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৭নং আয়াত :

আয়াতে কুরআনে কারীমের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ কুরআন আল্লাহ পাকের উপদেশ। সুতরাং এটি মানুষের সর্বপ্রকার কামিয়াবী এবং মুক্তির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ হবে এতে কোনই সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ কুরআন হল মানুষের জন্য উপশম। এটি যেমনিভাবে অন্তরের রোগের জন্য উপশম ও চিকিৎসা, তেমনিভাবে হাদীছের বর্ণনা ও অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মত অনুযায়ী দৈহিক রোগের জন্যও মহৌষধ এবং শেফা হল কুরআনে কারীম। তৃতীয়তঃ এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত এবং অশেষ রহমত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৫৮ নং আয়াত :

১. কুরআন এবং ইসলাম হল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার উপর সবচেয়ে বড় নেয়ামত। কাজেই কুরআন ও ইসলামকে বড় নেয়ামত মনে করে তার উপর সকলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

২. দুনিয়ার সম্পদের চেয়ে কুরআন ও ইসলাম শ্রেষ্ঠ। কেননা, দুনিয়ার ফায়দা ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে কুরআন ও ইসলামের ফায়দা চিরস্থায়ী। (বয়ানুল কুরআন)

৩. দ্বীনের বিষয়ে আনন্দ বোধ একটি উত্তম বিষয়। পক্ষান্তরে দুনিয়ার বিষয়ে আনন্দ বোধ একটি মাকরূহ বিষয়। (আইসারুত্তাফাসীর)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾

(৫৯) তুমি জিজ্ঞেস কর, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাযিল করেছেন, অনন্তর তোমরা তার কিছু অংশ হারাম[১] এবং কিছু অংশ হালাল সাব্যস্ত করেছ। তুমি জিজ্ঞেস কর, আল্লাহই কি তোমাদেরকে (এর) অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ?

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

(৬০) আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, কেয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারনা[১]? আল্লাহ তো মানুষের উপর খুবই অনুগ্রহপরায়ণ[২] কিন্তু তাদের অধিকাংশই শোকর আদায় করে না।

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

(৬১) আর (হে নবী!) তুমি যে কোন অবস্থায় থাক –এবং সে অবস্থার অন্তর্গত এও যে, তুমি কুরআন থেকে যা–ই তেলাওয়াত কর–, আর তোমরা (অন্যরা) যে কাজই কর, তোমরা যখন তাতে লিপ্ত থাক, তখন আমি তোমাদের কাছেই উপস্থিত থাকি। এবং অণু পরিমাণ জিনিসও তোমার প্রতিপালকের কাছে গোপন থাকে না– না পৃথিবীতে আর না আকাশে। এবং তার[৪]চেয়ে ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে[৫] (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফের সম্প্রদায় বাহীরা, সাইবা, হাম ইত্যাদি প্রাণীকে নিজেদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছিল। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, তারা কি মনে করে যে, কেয়ামত আসবে না? কিংবা আসলেও তাদেরকে কোন জবাব-দিহী করতে হবে না। তাই এমন নির্ভয়ে এসব অপকর্ম করে যাচ্ছে!

(৩) অনুগ্রহপরায়ণ বিধায় তিনি মানুষকে অপরাধ করার সাথে সাথে অপরাধের শাস্তি দেন না। বরং তাকে তওবা করার সুযোগ দেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এর চেয়ে অর্থাৎ, অণু পরিমাণের চেয়ে।

(৫) "সুস্পষ্ট কিতাব" অর্থাৎ, লওহে মাহফূজ। (জালালাইন)

অহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯ নং আয়াত :

১. কোন বস্তু বা কাজকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।

২. নিজের মনগড়া কোন কিছুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার কারো নেই।

● ৬০ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহপরায়ণ হওয়ার ফলে তাদেরকে গোনাহ করার সাথে সাথেই শাস্তি দেন না বরং তওবা করার সুযোগ দেন। কিন্তু মানুষ এটাকে দুর্বলতা ভেবে আল্লাহর আযাবকে-ই অস্বীকার করে বসে।

www.maktabatulabrar.com

২. কেয়ামত দিবসের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. অকৃজ্ঞতার নিন্দা করা হয়েছে।

● ৬১ নং আয়াত :

১. পৃথিবীর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার অজানা নেই।

২. আল্লাহ সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। কাজেই আমলের ক্ষেত্রে মানুষের সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

২. ক্ষুদ্র–বৃহৎ সবকিছুই লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(৬২) মনে রেখো, বাস্তবিক-ই আল্লাহর বন্ধুদের না কোন ভয় থাকবে, আর না তারা দুঃখিত হবে[১]।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

(৬৩) তারা হল[২] সেসব লোক যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতে থাকে।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(৬৪) তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে[৩]। আল্লাহর বাণী–সমূহের কোন পরিবর্তন নেই[৪]। এটাই হল মহা সফলতা।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ؕ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(৬৫) আর তাদের কথা[৫] তোমাকে যেন দুঃখিত না করে। সমস্ত শক্তি তো আল্লাহরই জন্য। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহর বন্ধুদের আখেরাতে কোন ভয় থাকবে না। এমনকি দুনিয়াতেও আরাম-আয়েশ এবং সম্পদ-সম্মান পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তা দুঃখ থাকবে না।

(২) এখানে "তারা হল" কথাটি উহ্য আছে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) দুনিয়ার জীবনে সুসংবাদ হল, তাদের মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ এসে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে এবং চিন্তা করতে নিষেধ করবে। আর আখেরাতের সুসংবাদ হবে হাশরের ময়দানে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, উল্লেখিত সুসংবাদ হল আল্লাহর বাণী বা ওয়াদা। কাজেই এতে কোন রকম পরিবর্তন হবে না।

(৫) অর্থাৎ, কাফেরদের এই কথা যে, "আপনি তো রসূল নন।" (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২ নং আয়াত :

১. প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহর ওলী তথা আল্লাহর বন্ধু হতে পারবে তাদের কোন ভয় এবং দুঃখ থাকবে না।

২. অতএব দুনিয়াতে যে কোন পেরেশানী আসলে পরকালের কথা স্মরণ করে তারা যেন সান্ত্বনা লাভ করে।

● ৬৩ নং আয়াত :

১. "ওলীদের" পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। তা হল, যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত তারাই হল আল্লাহর ওলী তথা আল্লাহর বন্ধু।

২. আয়াতে ঈমান এবং তাকওয়াকে "ওলী" হওয়ার শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, কাফের ও ফাসেক ফাজের কখনও আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

৩. আয়াতে ঈমান এবং তাকওয়াকে "ওলী" হওয়ার শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, ওলী হওয়ার জন্য "কারামাত" প্রকাশ পাওয়া জরুরী নয়। (বয়ানুল কুরআন) বরং এমন ওলী আছেন যাদের থেকে কোন "কারামাত" প্রকাশ পায়নি। পক্ষান্তরে এমন বহু কাফের এবং শয়তান প্রকৃতির লোক আছে যাদের থেকে বহু অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক কাজ-কর্ম প্রকাশ পেয়ে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. ঈমান ও তাকওয়ার ফযীলত বুঝে আসল যে, এর দ্বারা আল্লাহর ওলী হওয়া যায়।

● ৬৪ নং আয়াত :

১. আল্লাহর বন্ধুদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ রয়েছে। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. আল্লাহর কথা ও ওয়াদার কোন ব্যত্যয় ঘটেনা।

● ৬৫ নং আয়াত :

১. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। (আবুস সুউদ)

২. দাওয়াত দানকারীর জন্য উচিত নয় বাতিলপন্থীদের বিভিন্ন রকম মন্তব্যে দুঃখিত হওয়া। কেননা, সমস্ত শক্তিতো আল্লাহর। আল্লাহই সবকিছু করনেওয়ালা। অতএব তাদের এরূপ মন্তব্যে কী আসে যায়? (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. সমস্ত শক্তি একমাত্র আল্লাহর। তবে অন্যান্য মাখলূকের মধ্যে যে শক্তি দেখা যায় তা আল্লাহ তাআলার বিপুল শক্তির সামান্য প্রকাশ মাত্র। যেমন, আলোর উৎস হল সূর্য। তবে পৃথিবীর সাথে কিছুটা সম্পর্কের দরুন পৃথিবীতে সূর্যের আলো প্রকাশ পায়। (বয়ানুল কুরআন)

৪. আল্লাহ তাআলা সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। অতএব কথা ও কাজ সব ব্যাপারেই সাবধান থাকা উচিত।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾	(৬৬) শুনে রেখো, নিশ্চয়-ই যারা আসমানসমূহে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে[১] তারা আল্লাহর-ই। আর যারা আল্লাহ ব্যতীত শরীকদেরকে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু (অবাস্তব) ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমানপ্রসূত কথা বলে।

www.maktabatulabrar.com

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾	(৬৭) তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার, আর দিন (বানিয়েছেন) দেখার উপযোগী। নিঃসন্দেহে তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শ্রবণ করে[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আসমানসমূহে আছে বলতে "ফেরেশতাগণকে" এবং পৃথিবীতে আছে বলতে "মানব এবং জ্বিন"কে বোঝানো হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, মন দিয়ে শোনে এবং চিন্তা-ভাবনা করে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলার তাওহীদ এবং তাঁর সর্বময় মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রমাণিত হয়।

২. শির্ক এবং কুফর নিছক অনুমান ও অবাস্তব ধারণার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এর পেছনে কোন বাস্তবতা ও সত্য নেই।

● ৬৭ নং আয়াত :

১. রাত এবং দিন সৃষ্টির হেকমত ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

২. বিশ্রামের উত্তম সময় হল রাত। আর দিন হল দেখে দেখে জীবিকা অর্জন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন[১]। সুবহানাল্লাহ,[২] তিনি মুখাপেক্ষী নন[৩]। আসমান-সমূহে এবং পৃথিবীতে যা আছে তা তাঁর-ই। তোমাদের কাছে এর কোন দলীলও নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যে ব্যাপারে তোমরা জ্ঞান রাখ না।
قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾	(৬৯) তুমি বলে দাও, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে নিশ্চিত যে, তারা সফল হবে না।
مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) তাদের জন্য[৪] পৃথিবীতে রয়েছে সামান্য[৫] ভোগ। অতঃপর তাদের ফিরে আসার জায়গা তো আমার কাছেই। তারপর তাদেরকে কঠিন শাস্তির মজা ভোগ করাব এ কারণে যে, তারা কুফরী করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেমন মুশরিকরা বলত, ফেরেশতাগণ হল আল্লাহর কন্যা সন্তান। ইয়াহুদীরা হযরত উযাইর (আ.) কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পুত্র সন্তান বলত। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তিনি সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র।

(৩) কেননা সন্তানের মুখাপেক্ষী যে হয় সে-ই তো সন্তান কামনা করে বা গ্রহণ করে। আল্লাহ তো কিছুর-ই মুখাপেক্ষী নন। (জালালাইন)

(৪) "তাদের জন্য" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৫) এখানে অর্থের মধ্যে "সামান্য" উল্লেখ করার কারণ হল, متاع এর মধ্যে যে তানবীন এসেছে সেটি সামান্য বা কম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৮ নং আয়াত :

১. খৃষ্টানদের উক্তি যে, "ঈসা আল্লাহর পুত্র" মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

২. আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। সন্তানেরও মুখাপেক্ষী নন।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তাঁর। অতএব তিনি কার মুখাপেক্ষী হবেন?

৪. আল্লাহর সন্তান আছে– এ কথার কোন দলীল–প্রমাণ নেই।

৫. যে কোন বিষয়ে বিশেষ করে আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর ব্যাপারে আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা জায়েয নয়। অথচ অনেক সূফী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে এ সম্পর্কে বেশী আলোচনা করতে দেখা যায়। (বয়ানুল কুরআন)

● ৬৯ নং আয়াত :

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে নিশ্চিত যে, তারা সফল হবে না।

● ৭০ নং আয়াত :

১. কাফের মুশরিক এবং বাতিলপন্থীদের শক্তি-সম্পদ এবং চাকচিক্য দেখে মুমিনদের ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। কারণ, এগুলো খুবই সামান্য, ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পরকালের প্রমাণ রয়েছে যে, সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

৩. কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তি হবে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ

(৭১) আর তাদের কাছে তুমি নূহের ঘটনা পড়ে শোনাও। যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সাহায্যে আমার উপদেশ তোমাদের কাছে যদি ভারী মনে হয়[১] তাহলে আল্লাহর উপর-ই আমি ভরসা করেছি। সুতরাং তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে সাথে নিয়ে (আমার বিরুদ্ধে) নিজেদের সংকল্প স্থির করে নাও[২]। তারপর তোমাদের সংকল্প যেন

www.maktabatulabrar.com

لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝٧١

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝٧٢

তোমাদের কাছে অস্পষ্ট না থাকে৩। অনন্তর আমার ব্যাপারে (সে সংকল্প) কার্যকর করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

(৭২) তারপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক তাহলে থাকতে পার৪। আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনি। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি অনুগত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা যদি তা সহ্য করতে না পার।

(২) اجمعوا শব্দের উৎপত্তি اجماع থেকে। অর্থ হল সংকল্প করা, কর্তব্য স্থির করা। অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা মিলে আমাকে যা খুশী করতে পার। (জালালাইন -এর টীকা ও আবুস সুউদ)

(৩) غمة শব্দের মূল অর্থ হল, গোপনে কিছু করা। বুঝানো হয়েছে তোমাদের সংকল্প তোমরা গোপন রেখ না বরং স্পষ্ট করে দাও, আমার তাতে কোন পরওয়া নেই। (আবুস সুউদ)

(৪) "থাকতে পার" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১ নং আয়াত :

১. অতীতের ইতিহাস শুনিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেয়ার নীতি প্রমাণিত হয়। অতএব ইতিহাসের গুরুত্ব বুঝে আসল।

২. কাফের এবং বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে দাওয়াতদানকারীর ভূমিকা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাহল আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

৩. আয়াত থেকে আল্লাহর উপর পুরোপুরি ভরসা, বীরত্ব এবং কারো প্রতি পরওয়া না করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

● ৭২ নং আয়াত :

১. দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে বেশী প্রয়োজন হলে নেয়া যেতে পারে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দ্বীনের দায়ী আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তাও দাওয়াতের যথাযথ পারিশ্রমিক লাভ করবে। অতএব তার দাওয়াতে কেউ সাড়া না দিলেও তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, তার পারিশ্রমিক সে আল্লাহ তাআলা থেকে লাভ করবে।

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

(৭৩) তারপরও তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে যেতে থাকল। অনন্তর তাঁকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে (কাফেরদের) স্থলাভিষিক্ত বানালাম[১]। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম। অতএব, ভেবে দেখ,[২] যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) অনন্তর তাঁর পরে আমি বহু রসূলকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই। আর তারা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিল। কিন্তু তারা ইতিপূর্বে যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তা আর মেনে নেয়ার ছিল না। এমনিভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের হৃদয়-মনে মোহর এঁটে দেই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ডুবন্ত লোকদের পর পৃথিবীতে তাদেরকে কর্তৃত্ব দিলাম।

(২) এখানে সবাইকে সম্বোধন করে ভাবতে বলা হয়েছে। যাতে যারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে তারা নিজেদের পরিণতি আন্দাজ করে নিতে পারে। এজন্য نظر শব্দের স্বাভাবিক অর্থ চোখের দেখা এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না। বরং তার অর্থ ভেবে দেখা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত :

১. সে সব সম্প্রদায়ের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানা যায় যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও তারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত রয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে প্রথমে নাজাত দানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং "ডুবিয়ে দেয়া"র বিষয়টি পরে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে এ কথার প্রতি যে, আল্লাহর রহমত তাঁর গযবের থেকে আগে আসে। (জালালাইন -এর টীকা)

৩. আযাবপ্রাপ্ত কওমের অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

● ৭৪ নং আয়াত :

১. হযরত নূহ (আ.)-এর পর বহু নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

২. একবার মিথ্যাচারিতা পুনর্বার মিথ্যাচারিতায় উদ্বুদ্ধ করে।

৩. মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার স্বাভাবিক নীতি হল, মানুষ অবাধ্যতায় বেশী করে লিপ্ত হলে আপনা-আপনি তাদের অন্তরে মোহর পড়ে যায় এবং পরিণতিতে ঈমান এবং হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) অনন্তর তাঁদের পর আমি মূসা ও হারুনকে আমার নিদর্শনাবলী[১] সহ পাঠিয়েছি ফেরাউন ও তাঁর অমাত্যদের[২] কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করল (মানার চিন্তাও করল না)। আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

(৭৬) আর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য[৩] আসল তখন তারা বলল, নিশ্চয়, এতো সুস্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

(৭৭) মূসা বলল, সত্য যখন তোমাদের কাছে আসল তখন তোমরা তা সম্পর্কে এরূপ কথা[৪] বলছ? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো সফলকাম হয় না।[৫]

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

(৭৮) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যেন ফিরিয়ে দিতে পার আমাদেরকে সেই রীতি-নীতি থেকে যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা পেয়েছি এবং যেন এ দেশে[৬] তোমাদের দুজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়? আমরা তোমাদের কথা মানবার নই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই "নিদর্শনাবলী" দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি ও উজ্জ্বল হাত। (আবুস সুউদ)

(২) ملا শব্দ দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে সরদার ও অমাত্যবর্গ। যদিও তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন গোটা ফেরআউনী সম্প্রদায়ের কাছেও, কিন্তু বিশেষভাবে সরদার ও অমাত্যবর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তারাই তো হল গোটা সম্প্রদায়ের মূল পরিচালিকা। (আবুস সুউদ)

(৩) এখানে "সত্য" বলতে সেই নয়টি মু'জেযাকে বোঝানো হয়েছে যেগুলো আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.) কে দান করেছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৪) "এরূপ কথা" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, যাদুকরদের ধোকা এবং ভোজভাজি কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তারা সফলকাম হয় না।

(৬) "এ দেশ" বলে ফেরআউনের শাসিত দেশ মিসরকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৫ নং আয়াত :

১. হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর আগমন ঘটে হযরত নূহ (আ.)-এর পরে।

২. হযরত মূসা ও হারূন (আ.) ফেরআউনের যুগে প্রেরিত হন।

৩. অহংকার এতই মন্দ এবং নিকৃষ্ট কাজ যে, কুফর, শিরক এবং বহু জঘন্য অপরাধ অহংকারের দরুন সংঘঠিত হয়ে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭৬ নং আয়াত :

১. ফেরআউন ও তার অমাত্যবর্গ মুজিযাকে যাদু বলে মন্তব্য করেছিল।

২. হক এবং সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম ভিত্তিহীন মন্তব্য করা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত অভ্যাস।

● ৭৭ নং আয়াত :

১. মু'জেযা এবং কারামাত যাদুর অনুরূপ হলেও এগুলো যাদু নয়।

২. যাদুকর কখনও সফলকাম হতে পারে না।

● ৭৮ নং আয়াত :

১. মুমিনদের প্রতি এবং হকপন্থীদের প্রতি বাতিলপন্থীদের বিভিন্ন রকম কাল্পনিক অভিযোগ এবং অপবাদ আরোপের চিরাচরিত অভ্যাসের বিষয়টি জানা যায়।

২. ফেরআউন ও ফেরআউনী সম্প্রদায়ের গুমরাহির পেছনে একটি কারণ ছিল পূর্বসূরীদের রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾	(৭৯) আর ফেরাউন বলল, তোমরা সমস্ত দক্ষ যাদুকরদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস।
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾	(৮০) অতঃপর যখন যাদুকররা আসল[১] তখন মূসা তাদেরকে বলল, তোমরা যা নিক্ষেপ করবে তা নিক্ষেপ কর।
فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾	(৮১) তারপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল, তোমরা যা এনেছ তা-ই[২] হল যাদু। আল্লাহ তো অচিরেই একে বানচাল করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এরূপ ফ্যাসাদকারীদের কাজ সার্থক করেন না।
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾	(৮২) আর আল্লাহ নিজ বাণী অনুসারে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা (তা) অপছন্দ করে।

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۖ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾	(৮৩) অতঃপর (এই ঘটল যে,) মূসার প্রতি তাঁর সম্প্রদায়েরই অল্প সংখ্যক লোক ঈমান আনল[৩] ফেরআউন ও তার শাসকদের[৪] পক্ষ থেকে এই ভয় সত্ত্বেও যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করবে। আর ফেরআউন তো সে দেশে খুব পরাক্রমশালী ছিল[৫]। আর কোন-ই সন্দেহ নেই যে, সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এবং মূসা (আ.)-এর মুখোমুখি হল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে الف لام এর কারণে حصر অর্থাৎ "তা-ই" বলে অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা যা এনেছ তা-ই হল যাদু। আর ফেরআউন যে মূসা (আ.)-এর মু'জেযাকে যাদু বলে আখ্যায়িত করছে তা যাদু নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) ফেরআউনের অত্যাচারে জর্জরিত বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে-প্রাণে একজন মুক্তিদাতা পয়গম্বরের আগমন কামনা করছিল। সেই কামনা অনুযায়ী তাদের নিজ বংশ থেকে মূসা (আ.)-এর অভ্যুদয় তাদের জন্য ছিল আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ফেরআউনী অত্যাচারের ভয়ে খুব কম সংখ্যক যুবক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। অবশ্য পরবর্তীতে সবাই দলে দলে তার প্রতি ঈমান আনে। আলোচ্য আয়াতে সেই প্রথম অবস্থার কথা বলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এখানে "তার শাসকদের" বলতে ফেরাউনের আমলা-কর্মচারী হিসেবে যে সব বনী ইসরাঈলী নিয়োজিত ছিল তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) এখানে আরও উল্লেখ্য যে, هم শব্দে هم ملائهم -এর مرجع হল ফেরআউন। বহুবচনের সর্বনাম (هم) আনা হয়েছে কারণ وهو المعتاد في ضمائر العظماء (আবুস সুঊদ)

(৫) এখানে তাদের ভয়ের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৯-৮০নং আয়াতদ্বয় :

১. ফেরআউন যাদু দিয়ে মুজিযার মোকাবেলা করতে চেয়েছিল।

২. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিঃসন্দেহে যাদুর অস্তিত্ব আছে। তবে যাদু শেখা এবং এর ব্যবহার করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. হককে প্রতিষ্ঠিত ও বাতিলকে পর্যুদস্ত করার জন্য মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার নীতি প্রমাণিত হয়। যেমন হযরত মূসা (আ.) তা করেছিলেন।

● ৮১ নং আয়াত :

১. নবীদের মু'জেযা এবং বেঈমান লোকদের অলৌকিক কিছু ঘটানো এবং যাদু এক জিনিস নয়। যাদুর ক্রিয়া অচিরেই খতম হয়ে যায়। আর যাদুকরেরা কিছুতেই সফল হবে না।

www.maktabatulabrar.com

২. আয়াতে যাদুকরদেরকে "ফ্যাসাদকারী" আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ফ্যাসাদের শাস্তি হত্যাদণ্ড। তাই যাদুকরদের শাস্তি হল হত্যাদণ্ড। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮২ নং আয়াত :

১. সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও হক্বপন্থীদের ভাবনার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা হক্বের বিজয় দান করেন এবং হক্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা তাঁর ওয়াদা।

২. হকের প্রতিষ্ঠাকে বাতিলপন্থীরা কখনই খুশী মনে মেনে নেয়না।

● ৮৩ নং আয়াত :

১. সত্যের আহবানে প্রথম অবস্থায় কম লোকই সাড়া দেয়। যেমন হযরত মূসা (আ.) কে বহুসংখ্যক মু'জেযা দান করা সত্ত্বেও প্রথমে তাঁর প্রতি অল্প লোক-ই ঈমান এনেছে।

২. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾	(৮৪) আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক তবে তাঁর উপর-ই ভরসা কর, যদি তোমরা আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।
فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর-ই উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জালেম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের পাত্র বানিও না।
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾	(৮৬) এবং নিজ রহমতে আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায় থেকে নাজাত দাও।
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾	(৮৭) আর আমি মূসা ও তাঁর ভাইয়ের প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়িগুলো বহাল রাখ[১]। আর তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থানরূপে গণ্য কর[২] এবং নামায আদায় করতে থাক। আর মুমিনদেরকে দাও সুসংবাদ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বনী ইসরাঈলীরা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনে মসজিদসমূহে ইবাদত করলে ফেরআউন মসজিদগুলোকে ধ্বংস করে তাদেরকে নামায আদায় করতে নিষেধ করে দিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে নিষেধ করলেন এবং তাদের বসবাসের ঘরগুলোকেই নামায আদায়ের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে "কিবলা" অর্থ নামাযের স্থান। অর্থাৎ, ভয়ে মসজিদে যেতে সক্ষম না হলে ঘরে-ই নামায আদায় করে নাও। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪ নং আয়াত :

১. একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর সকল সময় তাওয়াক্কুল করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২. ঈমানের দাবী হল তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা করা।

● ৮৫ নং আয়াত :

১. শত্রুর নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২. দুআ করার পূর্বে তাওয়াক্কুলের কথা উল্লেখ করা থেকে বুঝা যায় দায়ীর উচিত তাওয়াক্কুলের উপর তার দুআকে ভিত্তিশীল বানানো। (আবুস সুউদ)

৩. আল্লাহর নামের ওছীলায় দুআ চাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলার রহমতের ওছীলায় দুআ চাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

● ৮৭ নং আয়াত :

১. বনী ইসরাঈলকে প্রথমদিকে হিজরত করতে নিষেধ করা হয়েছিল।

২. বনী ইসরাঈলের জন্যও স্বাভাবিকভাবে মসজিদে নামায আদায় করার বিধান ছিল।

৩. রাস্তায় অসুবিধা বা অন্য কোন ভয়-ভীতি থাকলে ঘরে নামায আদায় করা জায়েয আছে। তবে বিনা ওযরে জায়েয নেই।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾	(৮৮) আর মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো ফেরআউন এবং তার অমাত্যদেরকে দুনিয়ার জীবনে শোভা এবং নানা রকম সম্পদ দিয়েছ। হে আমাদের প্রতিপালক, তার ফল এই হচ্ছে যে, তারা তোমার পথ থেকে (মানুষকে) গোমরাহ করছে। হে আমাদের প্রতিপালকা, তাদের ধন-সম্পদকে তুমি নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং তাদের অন্তর–মন কঠিন করে দাও, যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে নেয়[১]।
قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾	(৮৯) তিনি বললেন, তোমাদের[২] দুআ কবূল করা হল। অতএব তোমরা অটল থাক[৩] এবং কখনো এমন লোকদের পথ অনুসরণ কর না, যারা জ্ঞান রাখে না[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আর আযাবকে যখন দেখবে তখন তো তাদের ঈমান মোটেও কবূল হবে না। অর্থাৎ, তারা কাফের অবস্থায়-ই মৃত্যুবরণ করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে হযরত মূসা (আ.) দুআ করেছেন এবং হযরত হারুন (আ.) আমীন বলেছেন। এজন্য উভয়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি আমীন বলে সে-ও দুআকারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, তোমরা দাওয়াত পৌছানোর কাজে অটল থাক। তারা হেদায়াত কবূল করুক বা না করুক। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, বে-ইল্‌ম লোকেরা দুআর ফলাফল সাথে সাথে কামনা করে। তুমি এদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। কথিত আছে যে, এই দুআ কবূল হওয়ার পরও ফেরআউন চল্লিশ বছর জীবিত ছিল। (জালালাইন ও আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৮ নং আয়াত :

১. পার্থিব জীবনের ধন–সম্পদের ব্যাপারে সাবধান থাকা চাই। কারণ, এটা গোমরাহির উৎস হতে পারে।

২. কাফের মুশরিকদের ধ্বংসের জন্য বদ দুআ করা জায়েয আছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান কবূল হয় না।

বিঃ দ্রঃ আয়াত থেকে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.) পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন মানুষের হেদায়াতের জন্য। তাহলে তিনি বদ দুআ করলেন কেমন করে? এর উত্তর এই যে, হেদায়াতের অর্থ হল সঠিক পথের দিকে আহবান করা। আর হযরত মূসা (আ.) বদ দুআ করার পরও তাদেরকে সঠিক পথের দিকে আহবান অব্যাহত রেখেছেন। তবে তিনি ওহী মারফত যখন জানতে পেরেছেন যে, তারা হেদায়াত কবূল করবে না, তখন তাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করেছেন। এতে কোন বিরোধ নেই। (বয়ানুল কুরআন)

● ৮৯ নং আয়াত :

১. দাওয়াত কর্মে অটল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. দুআ কবূল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা নিয়ম নয়। আল্লাহ পাক তাঁর হেকমত অনুযায়ী যথাসময়ে দুআ কবূল করবেন।

৩. জাহেল, অজ্ঞ এবং গোমরাহ লোকদের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ	(৯০) এবং আমি বনী ইস্‌রাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম[১]। অতঃপর ফেরআউন ও তার সেনাদল জুলুম এবং সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। অবশেষে যখন বেষ্টন করে নিল তাকে নিমজ্জন, তখন সে বলে উঠল,

قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝٩٠	আমি ঈমান আনলাম যে, বনী ইস্‌রাঈল যাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমিও আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٩١	(৯১) (উত্তর দেয়া হল) এখন[২]? অথচ ইতিপূর্বে তুমি নাফরমানী করেছ। আর তুমি ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝٩٢	(৯২) যাহোক আজ আমি তোমাকে উদ্ধার করব (সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুধু) তোমার দেহসমেত (আত্মাসমেত নয়), যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক[৩]। আর অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শনাবলী থেকে গাফেল।
وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٩٣	(৯৩) আর আমি অবশ্যই বনী ইস্‌রাঈলকে উত্তম স্থানে[৪] বসবাস করালাম এবং তাদেরকে উত্তম বস্তু রিযিক দিলাম। অতঃপর তাদের কাছে ইল্‌ম[৫] আসা মাত্র তারা মতবিরোধ করল। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মূসা ও হারুন (আ.) বনী ইস্‌রাঈলকে নিয়ে মিসর ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে লোহিত সাগর তীরে উপস্থিত হলেন। অতঃপর মূসা (আ.) তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলে সেখানে বারোটি রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। তারা সে রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিলেন। এদিকে ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনী পেছনে ধাওয়া করে সেখানে এসে যখনই উক্ত রাস্তাগুলোতে নেমে পড়ল, তখনই দু'দিকের পানি এসে মিলে গেল এবং রাস্তাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিল আর ফেরআউন তার দলবলসহ ডুবে মরল।

(২) অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় ঈমান আনলে? অথচ ঈমান আনার সময় তো পার হয়ে গেছে।

(৩) ফেরআউন নিহত হওয়ার সংবাদ যখন প্রচারিত হল, তখন বনী ইস্‌রাঈল সম্প্রদায়ের অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চাইল না। তখন আল্লাহ তাআলা ঢেউয়ের আঘাতে ফেরাউনের লাশকে তীরে ঠেকালেন। এতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত হল এবং এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। পরে এ লাশের পরিণতি কি হয়েছে তা জানা যায় না। একথা প্রচারিত আছে যে, ফেরআউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় মিসরের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তবে এটি সেই ফেরাউনের লাশ কি-না তা

www.maktabatulabrar.com

নিশ্চিত করে বলা যায় না। আবার অসম্ভব ব্যাপারও নয়। (মাআরিফুল কুরআন) তবে আধুনিক কালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সময় যে ফেরআউন ("ফেরআউন" হল সে যুগের মিসরের নৃপতিদের উপাধি।) ছিল সে হল ২য় রেমেসিস। মিসরের এক পিরামিড খুঁড়ে তার লাশ উদ্ধার করা হয় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা–নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পানিতে ডুবেই তার মৃত্যু হয়েছিল। মিসরের যাদুঘরে রয়্যাল মমিজ কক্ষে তার লাশ সংরক্ষিত আছে।

(৪) এখানে "উত্তম স্থান" বলতে মিসর ও শাম দেশকে বোঝানো হয়েছে। এসব ভূখণ্ডে আল্লাহ তাআলা তাদেরে আধিপত্য দান করেছিলেন। মিসরে আধিপত্য লাভ হয় তখনি। আর পরবর্তীতে আমালেকা গোত্রকে পরাজিত করে তারা বায়তুল মুকাদ্দাস সহ শামে আধিপত্য লাভ করে। তখন মিসর ছিল বাগান ও ঝর্ণা সমৃদ্ধ দেশ আর শাম তো হল কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী বরকতময় অঞ্চল। এ হিসেবেই এ অঞ্চলগুলোকে "উত্তম স্থান" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(৫) অর্থাৎ, তাওরাত-ইঞ্জীলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সংবাদ এবং তাঁর যাবতীয় আলামত বর্ণিত ছিল। বনী ইস্‌রাইলের এ সম্পর্কে ইল্‌ম ছিল, বিশ্বাস ছিল। তারা একথা প্রচার করত এবং তাঁর ওসীলা করে দুআ চাইত। কিন্তু সেই "ইল্‌ম" যখন বাস্তবে এসে গেল অর্থাৎ, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁকে অস্বীকার করল এবং মতবিরোধ করল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯০-৯১ নং আয়াতদ্বয় :

১. বনী ইসরাঈল অলৌকিকভাবে সমুদ্র পার হয়ে যায়। এতে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজিযা প্রমাণিত হয়।

২. মৃত্যু যখন উপস্থিত হয়ে যায় এবং শাস্তি সামনে এসে পড়ে তখন তওবা ও ঈমান কবূল হয় না। এজন্যই ফেরাউনের ঈমান কবূল হয়নি।

৩. ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ফেরআউন জীবনভর নাফরমানী করার পরও মৃত্যুকালে সে ইসলামে দাখিল হওয়ার চেষ্টা করেছে। তারও বিশ্বাস হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কোনই মাবূদ নেই।

● ৯২ নং আয়াত :

১. ফেরআউনের লাশ সংরক্ষিত আছে এবং সেটি এক জ্বলন্ত শিক্ষা।

২. অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তাআলার বিধান এবং আহকামকে ছেড়ে পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য্য নিয়ে গাফেল অবস্থায় আছে। অথচ তাকে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখীন হতেই হবে।

● ৯৩ নং আয়াত :

১. বনী ইস্‌রাঈলের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমত বর্ষণের কথা জানা যায়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তাদের নাফরমানী বন্ধ হয়নি।

২. দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন সব মতবিরোধ এবং এখতেলাফ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় যেগুলো মানুষকে মূল দ্বীন থেকেই দূরে সরিয়ে নেয়।

www.maktabatulabrar.com

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ	(৯৪) তারপর (হে নবী!) আমি তোমার কাছে যা নাযিল করেছি তাতে যদি তুমি সন্দেহে থাক[১]
الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ	তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্বের (আসমানী) কিতাব পাঠ করে। নিঃসন্দেহে
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾	তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার কাছে সত্য-ই এসেছে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।
وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ	(৯৫) এবং ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾	করেছে। তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে যাবে।
إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا	(৯৬) নিঃসন্দেহে যাদের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত[২] স্থির হয়ে গেছে তারা
يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾	ঈমান আনবে না।
وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ	(৯৭) যদিও তাদের কাছে সকল নিদর্শন পৌঁছে যায় যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে যন্ত্রণাদায়ক
الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾	শাস্তি[৩]।
فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيْمَانُهَآ إِلَّا	(৯৮) সেমতে কোন জনপদবাসী এমন হয়নি যে,[৪] তারা ঈমান এনেছে আর তাদের ঈমান
قَوْمَ يُوْنُسَ ۭ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ	তাদের জন্য লাভজনক হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ইউনুসের সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। তারা
الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ إِلٰى	(ইউনুসের সম্প্রদায়) যখন ঈমান আনল তখন আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের থেকে লাঞ্ছনাকর
حِيْنٍ ﴿٩٨﴾	শাস্তি সরিয়ে দিলাম[৫] এবং তাদেরকে এক নির্ধারিত সময়[৬] পর্যন্ত জীবন উপভোগ করালাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হলেও প্রকৃত অর্থে সাধারণ মুমিনদেরকে-ই সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ তাআলার বাক্য বা সিদ্ধান্ত হল, "তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে"। তো যাদের ব্যাপারে এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে তারা কখনোই ঈমান আনবেনা। (জালালাইন -এর টীকা)

(৩) কিন্তু তখন ঈমান আনার দ্বারা কোন-ই ফায়েদা হবে না।

(৪) অর্থাৎ, যে সব সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে তারা সময় থাকতে ঈমান আনেনি, কাজেই তাদের ঈমান কাজে আসেনি। যেমন ফেরাউন আযাবে নিপতিত হওয়ার পর ঈমান এনেছে। অথচ এ সময় ঈমান কবূল হওয়ার নয়। এখানে لولا শব্দটি مجازا নেতিবাচক (نفی) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে تحضيض বা উদ্বুদ্ধ করণ অর্থে নয়। কেননা যারা অতীত হয়ে গেছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার কোন অর্থ হয়না। (بيان القرآن نقلا عن الدر)

(৫) হযরত ইউনুস (আ.) নীনাওয়া অধিবাসীদের জন্য প্রেরিত হন। তাদেরকে তিনি দীর্ঘ দিন দাওয়াত দানের পরও তারা হেদায়াত কবূল না করলে আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস (আ.)কে জানিয়ে দিলেন যে, চল্লিশ দিন পর আযাব আসবে। নির্দিষ্ট দিনে তিনি এলাকার বাইরে চলে গেলেন। আযাব যখন আকাশ কালো করে আসার উপক্রম হল, তখন নীনাওয়াবাসী আযাবের লক্ষণ দেখেই আযাব আসন্ন বুঝে নিল এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে তওবা করে নিল এবং ঈমান আনয়ন করল। আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবূল করে আযাব সরিয়ে নিলেন।

(৬) অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪ নং আয়াত :

১. প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নেয়ার বিষয়ে জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. কুরআন সত্য।

৩. কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে বারণ করা হয়েছে।

● ৯৫ নং আয়াত :

১. যারা কুরআনের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে বারণ করা হয়েছে।

২. কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তথা প্রত্যাখ্যান করা কুফ্‌রী এবং যারা এরূপ করে তারা নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত।

● ৯৬-৯৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. তাকদীর-এর বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ যাদের ভাগ্যে হেদায়াত রাখেননি তারা হেদায়াত কবূল করবে না।

২. যাদের ভাগ্যে হেদায়াত নেই, শত প্রমাণেও তাদের হেদায়াত জোটে না।

৩. শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় প্রত্যেকেরই বিশ্বাস এসে যাবে, কিন্তু সেই বিশ্বাসে কোনই ফায়দা হবে না।

● ৯৮ নং আয়াত :

১. আযাব আসার পূর্বেই তওবা করতে হবে। আযাব আসার পর তওবা করলে তা কবূল হবে না।

২. আযাবের লক্ষণ উপলব্ধি করে তওবা করলেও তা কবূল হবে। যেমন হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় সেরূপ করেছিল।

www.maktabatulabrar.com

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾	(৯৯) আর তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তো ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সকলেই ঈমান আনত।[১] সুতরাং তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে, যেন তারা মুমিন হয়ে যায়?
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾	(১০০) অথচ আল্লাহর এজেন ব্যতীত কারও পক্ষে ঈমান আনা হয়ে ওঠে না। আর যারা বুদ্ধি কাজে লাগায় না, তাদের উপর তিনি কলুষ[২] স্থাপন করে দেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ জবরদস্তি সকলকে মুমিন বানাতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়া পরীক্ষার স্থল বিধায় সকলে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ঈমান আনুক এটাই আল্লাহ নীতি রেখেছেন। তাই জবরদস্তি সকলকে মুমিন বানাননি।

(২) অর্থাৎ, কুফ্‌রী। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৯ নং আয়াত :

১. আল্লাহ জবরদস্তি কাউকে মুমিন বানান না। মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে ঈমান আনুক এটাই আল্লাহর কাম্য।

২. চাপ প্রয়োগ করে কাউকে মুমিন বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

● ১০০ নং আয়াত :

১. যাদের ভাগ্য এবং নসীবে ঈমান লেখা হয়েছে তারাই কেবলমাত্র ঈমান আনয়ন করবে। কাজেই দাওয়াত-এর মাধ্যমে কেউ ঈমান না আনলে দাওয়াত দানকারীর হতাশ হওয়ার কারণ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যারা বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগিয়ে ঈমান আনতে চেষ্টা করে না তাদের ঈমান আনার তাওফীক হয় না।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾	(১০১) তুমি বল, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ আকাশমন্ডলীতে ও এবং পৃথিবীতে কি কি আছে?[১] আর যে সম্প্রদায় ঈমান আনার নয়, তাদের জন্য নিদর্শনাবলী এবং সতর্ককারীগণ[২] কোনও কাজে আসে না।
فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ	(১০২) বস্তুত (তাদের হটকারিতা থেকে বাহ্যত মনে হচ্ছে) তারা সেসব লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর-ই[৩] অপেক্ষা করছে কি যারা

خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾	এদের পূর্বে চলে গেছে? তুমি বল, তাহলে তোমরা অপেক্ষায় থাক। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের মধ্যে রইলাম।
ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾	(১০৩) অতঃপর আমি (সেই আযাব থেকে) আমার রসূলদেরকে এবং মুমিনদেরকে রক্ষা করতাম[৬]। এভাবে আমি মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি। এটা আমার দায়িত্ব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এগুলোকে ভালভাবে অন্তর খুলে দেখ। কেননা এগুলো আল্লাহর একত্ববাদের উপর আলামত বটে।

(২) অর্থাৎ, এখানে রাসূলগণ উদ্দেশ্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর উপর যেরূপ আযাব এসেছে বর্তমান মুশরিকরাও মনে হয় সেরূপ আযাব আসার অপেক্ষায় আছে। এখানে ايام শব্দটির ভাবার্থ ঘটনাবলী। (আবুস সুউদ)

(৪) অর্থাৎ, কুফরীর কারণে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করলেও নবী এবং মুমিনদেরকে আমি রক্ষা করতাম। (জালালাইন-এর টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াত :

১. আল্লাহর কুদরত ও তাওহীদের প্রমাণের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করতে বলা হয়েছে।

২. যারা ঈমান না আনার ব্যাপারে হটকারিতা করে, কোন নিদর্শন ও কোন সতর্ককারী বা কোন ধমক তাদের কোন উপকারে আসে না।

● ১০২ নং আয়াত :

১. এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের সামনে ইসলামের সত্যতার সকল দলীল-প্রমাণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও গোয়ার্তুমী করে ঈমান আনে না। তাদের জন্য আযাবের অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

২. পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে।

● ১০৩ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা নবী এবং মুমিনদেরকে আখেরাতের আযাব থেকে তো রক্ষা করবেন-ই এমনকি দুনিয়াতেও সকল আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তবে মুমিনরা কখনো যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হয় সেটা আযাব হিসেবে নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. নবী ও মু'মিনদেরকে হেফাজত করার বিষয়টি আল্লাহ তাআলা নিজ যিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾	(১০৪) তুমি বলে দাও, হে লোক সকল, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহে থাক তবে (জেনে রেখো)[১] আল্লাহকে ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না বরং আমি ইবাদত করি সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমাকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾	(১০৫) এবং (আমাকে বলা হয়েছে[২] যে,) তুমি একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের দিকে নিজের অভিমুখিতা কায়েম রাখ। আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।
وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾	(১০৬) আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডেকোনা[৩], যে তোমার না উপকার করতে পারে, আর না তোমার ক্ষতি করতে পারে। অনন্তর যদি তুমি (এরূপ)[৪] কর তাহলে তখন তুমি নিশ্চয় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۭ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾	(১০৭) আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টের ছোয়া লাগান, তবে তা দূর করবার কেউ নেই একমাত্র তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন তবে তাঁর অনুগ্রহ রদকারী কেউ নেই। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন এটি (অনুগ্রহ) দান করেন। বস্তুত তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "জেনে রেখো" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "আমাকে বলা হয়েছে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, এমন কিছুর ইবাদত করো না। যেমন মনগড়া মাবূদ ইত্যাদি।

(৪) এখানে "এরূপ" শব্দটি উহ্য আছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৪ নং আয়াত :

১. মুমিনের জন্য ওয়াজিব দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকা। কাফের মুশরিক বা নাস্তিকরা যা-ই বলুক এবং যত-ই সন্দেহ করুক না কেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আরবের মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হও। অথচ তারা তো শুধু সন্দেহ-ই করত না বরং দ্বীনকে অস্বীকার করত। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ করাও জায়েয হবে না, অস্বীকার তো অনেক দূরের কথা। (বয়ানুল কুরআন)

৩. গায়রুল্লাহকে বর্জনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

● ১০৫ নং আয়াত :

১. দ্বীনের উপর অটল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. শিরক পরিত্যাগের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ১০৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা জায়েয নেই। কাউকে হাজত পূরণ করার জন্য ডাকাও শিরক। যেমন, কোন কোন লোক পীরকে ডাকে এবং তার কাছে নিজের হাজত পেশ করে।

২. মনগড়া মাবূদদের লাভ বা ক্ষতি কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।

● ১০৭ নং আয়াত :

১. মানুষের ভাল-মন্দ এবং কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

২. আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্যোগকে কেউ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না।

৩. আল্লাহর আসমায়ে হুসনার মধ্য হতে দুটো গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

(১০৮) তুমি বলে দাও, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য[১] এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করবে সে নিজের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে গোমরাহ হবে সে নিজের অকল্যাণের জন্যই গোমরাহ হবে। আর আমি তোমাদের উপর যিম্মাদার নই[২]।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

(১০৯) আর তোমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয় তুমি তার অনুসরণ কর। এবং ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ মীমাংসা করে দেন[৩]। আর তিনি উত্তম মীমাংসাকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কুরআন ও দ্বীনে ইসলাম। (বয়ানুল কুরআন ও আবূস সুউদ)

(২) অর্থাৎ, তোমাদেরকে জবরদস্তি ইসলামে দাখিল করার দায়িত্ব এবং যিম্মাদারী আমার নেই। আমার কাজ শুধু দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। মানা না–মানা তোমাদের কাজ।

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা হয়তো দুনিয়াতে কাফেরদেরকে শাস্তি দানের মাধ্যমে মীমাংসা করবেন অথবা আখেরাতে। যা-ই হোক তুমি ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দিতে থাক। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৮ নং আয়াত :

১. কুরআন ও দ্বীনে ইসলাম সত্য।

২. মানুষ ভাল-মন্দ যে কাজ-ই করুক না কেন, তার ফলাফল সে নিজেই ভোগ করবে।

৩. রসূলের কাজ শুধু দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। কেউ না মানলে সেজন্য রসূলকে জবাবদিহী করতে হবে না।

● ১০৯ নং আয়াত :

১. ওহীর অনুসরণ করা ফরয।

২. দাওয়াত দানকারীর কর্তব্য হল অবিরাম ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দিতে থাকা। মীমাংসা করার মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

৩. আল্লাহ তাআলা উত্তম ফয়সালাকারী, তাঁর ফয়সালাতে কোন ভুল ও বে-ইনসাফীর সম্ভাবনা নেই।

(১১) সূরা হূদ,[১] মক্কী
১২৩ আয়াত, ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓرٰ ۗ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿١﴾

(১) আলিফ – লাম – রা[২]। এটি[৩] এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করা হয়েছে[৪] অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা হেকমতের অধিকারী, মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে (এসেছে)।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ﴿٢﴾

(২) যাতে[৫] তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করো। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা।

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۗ

(৩) আর তোমরা আপন প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অনন্তর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক। তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়[৬] পর্যন্ত উত্তম সামগ্রী ভোগ করাবেন এবং প্রত্যেক বেশী

আমলকারীকে তার বেশী আমল (-এর বিনিময়) দিবেন[৭]। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর এক মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি।	وَّاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝٣
(৪) আল্লাহর কাছেই তোমাদের ফিরে যাওয়া (হবে)। আর তিনি সব কিছুর উপর মহা ক্ষমতাবান।	اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤
(৫) দেখ, তারা (কাফেররা) তো নিজেদের বক্ষকে দুই ভাঁজ করে[৮] যেন তাঁর (আল্লাহর) থেকে লুকাতে পারে। জেনে রাখ, যখন তারা নিজেদের কাপড়কে জড়ায় তখন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তা তিনি জানেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথা সম্বন্ধে(ও) সম্যক অবগত।[৯]	اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ۭ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরা হূদ মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরার মধ্যে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আল্লাহর গযব এবং কেয়ামতের ঘটনাবলী, পুরস্কার ও শাস্তির বিবরণ বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এজন্যই হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এর অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

(৩) এখানে "এটি" কথাটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, অন্যান্য আসমানী কিতাব যেভাবে রহিত হয়ে গেছে কুরআন তেমন নয়। বরং এর আয়াতগুলো মযবূত, সুদৃঢ়। এটা রহিত হওয়ার মত নয়। (মাআরিফুল কুরআন) কিংবা উদ্দেশ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা এর আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) "যাতে" শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, لا تعبدوا বাক্যটি مفعول لـ। এর ل বর্ণটি حذف করে দেয়া হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(৬) নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ, মৃত্যু।

(৭) অর্থাৎ, আখেরাতে। (জালালাইন)

(৮) অর্থাৎ, যেমনিভাবে কাপড়কে দুই ভাঁজ করে তার মধ্যখানে কিছু লুকাতে চেষ্টা করা হয়, তেমনিভাবে কাফেররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কথা বলত তা বলার সময় বুক দুই ভাঁজ করে নিত এবং উপর থেকে শরীরের উপর কাপড় জড়িয়ে নিত। তারা মনে করত এভাবে তারা আল্লাহ থেকে লুকাতে সক্ষম হয়েছে। নবীকে দেখলেও তারা এরূপ করত।

www.maktabatulabrar.com

(৯) অর্থাৎ, তারা শত্রুতা এবং বিদ্বেষভাব গোপন করতে চেষ্টা করলেও আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় সব কিছুই জানেন। মনের গোপন কথাও তিনি অবগত।

আহকাম ও শিক্ষা

ষ ১ নং আয়াত :

১. কুরআনে কারীম দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়কৃত।

২. অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় কুরআনে কারীম কখনও রহিত হবে না।

৩. কুরআনে কারীমে বিধানাবলী পরিষ্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা হেকমতের অধিকারী মহাজ্ঞানী।

ষ ২-৩ নং আয়াতদ্বয় :

১. গায়রুল্লাহর ইবাদত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি গুণ "নাযীর" (সতর্ককারী) ও "বাশীর" (সুসংবাদদাতা) বর্ণিত হয়েছে।

৩. তওবা ইস্তিগফার করা ওয়াজিব।

৪. আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে উত্তম সামগ্রী এবং জীবন দান করবেন। এর অর্থ হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি'র মাধ্যমে শান্তিময় এবং উত্তম জীবন। কাজেই এই আয়াতের সাথে "দুনিয়া মুমিনের কারাগার" জাতীয় হাদীছের কোন বিরোধ নেই। কারণ, সেই কষ্ট হল আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পক্ষ থেকে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৫. আল্লাহ তাআলা নেক আমলের বদলা দান করেন।

৬. তাওহীদ ও তওবা ইস্তিগফার বর্জন করলে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

ষ ৪ নং আয়াত :

১. কেয়ামত এবং হাশরের সত্যতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দরবারে সবাইকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে।

২. আল্লাহর শক্তিমত্তার বর্ণনা রয়েছে।

ষ ৫ নং আয়াত :

১. কাফেরদের আল্লাহ ও নবী থেকে লুকানোর ছেলেমী প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা গোপন এবং প্রকাশ্য সব কিছুর সংবাদ রাখেন। কাজেই বান্দার উচিত গোপন- প্রকাশ্য সব রকমের নাফরমানী থেকেই পরহেয করা।

৩. আল্লাহ তাআলা মনের গোপন কথারও খবর রাখেন।

১১ নং পারা সমাপ্ত

পারা-১২

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦

(৬) আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং তিনি তাদের অল্প অবস্থানের জায়গা ও দীর্ঘ অবস্থানের জায়গা[১] সম্বন্ধে অবহিত। সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে২ রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

(৭) এবং তিনি এমন যে, ছয় দিনে[৩] আসমান সমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন যখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। উদ্দেশ্য– তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। আর যদি তুমি বল, নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তাহলে যারা কাফের তারা অবশ্যই বলবে, এটা তো[৪] স্পষ্ট যাদু মাত্র।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরা আনআম ৯৮ নং আয়াত ও তার টীকা দ্রঃ।
(২) অর্থাৎ, লওহে মাহফূজে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)
(৩) রবিবার থেকে শুক্রবার এই ছয় দিন। (জালালাইন)
(৪) পুনরুত্থান বিষয়ে খবরদানকারী কুরআন। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহ কর্তৃক অনুগ্রহপূর্বক সকলের রিযিক পৌছানোর দায়িত্ব গ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে।
২. আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে।
৩. লওহে মাহফূজের আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

● ৭ নং আয়াত :

১. আল্লাহ কর্তৃক জগৎ সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে।
২. জগৎ সৃষ্টির সময় ৬ দিন।
৩. "যখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর" কথা থেকে বুঝা যায় আসমান-যমীন সৃষ্টি করার আগেই আরশ সৃষ্টি করা হয়েছিল।
৪. জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। তাহল মানুষকে পরীক্ষা করা।
৫. পরীক্ষার বিষয় হল কে নেক আমল করে তা দেখা।
৬. পুনরুত্থানের আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨

(৮) আর যদি কিছু কালের জন্য তাদের থেকে আযাবকে স্থগিত রাখি, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে কীসে সেটাকে (আযাবকে) আঁটকে রাখছে? স্মরণ রাখ, যেদিন তাদের উপর তা এসে পড়বে, সেদিন তাদের নিকট থেকে তা নিবৃত্ত করা হবে না এবং যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে।

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۝٩

(৯) আর যদি আমি মানুষকে আমার নিকট থেকে রহমত[১] আস্বাদন করাই তারপর তার থেকে তা ছিনিয়ে নেই, তাহলে তো সে প্রচণ্ড হতাশ (ও) অকৃতজ্ঞ (হয়ে পড়ে)।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝١٠

(১০) আর যদি কোন কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে কোন নেয়ামত আস্বাদন করাই তাহলে তো বলতে থাকে আমার (উপর) থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে। সে তো আনন্দে আত্মহারা, অহমিকা প্রদর্শনকারী (হয়ে পড়ে)।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١١

(১১) তবে যারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেক আমলাদি করে (তারা এরূপ হয় না) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সুস্থতা, নিরাপত্তা, সম্পদ ইত্যাদি। (আবুস সুউদ)
(২) অর্থাৎ, জান্নাত। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮ নং আয়াত :

১. আল্লাহর আযাব আসতে বিলম্ব দেখে পাপীদের পক্ষে এটা ভাবা ঠিক নয় যে, আযাব আদৌ আসবে না। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে সতর্ক হওয়া উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)
২. আল্লাহর আযাব বিষয়ে উপহাস করা মহাপাপ।

● ৯-১১ নং আয়াতসমূহ :

১. হতাশা, অকৃতজ্ঞতা, পার্থিব বিষয়ে আনন্দে আত্মহারা হওয়া এবং অহমিকা প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয়ের নিন্দা করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)
২. ধৈর্য ও নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ ক্ষমা ও জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ। (প্রাগুক্ত)

২. মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্যকলাপের সমালোচনা পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।
৩. ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই এবং
৪. নবীর সাথে ফেরেশতা প্রেরণ হেকমত পরিপন্থী।
৫. নবীর কাজ সতর্ক করে যাওয়া। আবদার অনুসারে মুজিযা আনয়ন নবীর কাজ নয়।

● ১৩-১৪নং আয়াতদ্বয় :

১. যারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে স্বীকার করত না তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া হয় কিন্তু তারা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে অপারগ হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় কুরআন মানবীয় রচনা ক্ষমতার উর্ধে, এটা মানব রচিত নয় বরং আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী।

২. তাওহীদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

৩. মুসলমান হওয়ার প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾

(১৫) যারা (কেবল) পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলি (-র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে দেই এবং সেখানে[১] তাদের প্রতি কমতি করা হয় না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

(১৬) এরাই হল সে সব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। আর যা কিছু তারা করেছে তা সেখানে[২] অকেজো হবে এবং যা তারা করে থাকে তা নিরর্থক।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۣ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾

(১৭) তবে কি যারা[৩] তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের[৪] উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার সাথে রয়েছে এক সাক্ষী[৫] তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে। তার পূর্বে মূসার কিতাব (-ও সাক্ষী) যা ছিল পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ (তারা কি কুরআন অস্বীকারকারীদের সমতুল্য? অবশ্যই না, বরং) তারা এর প্রতি ঈমান রাখে (তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত)। আর অন্যান্য দলের যে তা অস্বীকার করবে, দোযখ হল তার প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব তুমি তার[৬] ব্যাপারে কোন সন্দেহে পতিত হয়ো না। নিঃসন্দেহে তা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَاۗىِٕقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاۗءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ۭ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٢﴾

(১২) তবে হয়ত তুমি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট যা প্রেরিত হয় তার অংশবিশেষ বর্জন করবে। এবং তোমার মন এ কারণে সংকুচিত হচ্ছে যে, তারা বলে, তার নিকট কোন ধন-ভাণ্ডার কেন প্রেরিত হয় না অথবা তার সঙ্গে কোন ফেরেশতা কেন আসল না? তুমি তো কেবল সতর্ককারী আর আল্লাহ হচ্ছেন সব কিছুর উপর পূর্ণ অধিকারী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٣﴾

(১৩) তারা কি বলে, "সে[১] এটা[২] নিজের তরফ থেকে রচনা করেছে"? তুমি বল, তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ রচিত করা দশটি সূরা[৩] আনয়ন কর এবং আল্লাহকে ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) এরপরও তারা যদি তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ এটি আল্লাহর ইল্ম থেকে অবতীর্ণ এবং এ-ও যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বূদ নেই। তবে কি তোমরা (এখন) মুসলমান হবে?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১২ নং আয়াতের শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকরা অন্যায় আবদার করে বলত, কুরআনে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করা হয়েছে- এটা পরিত্যাগ না করলে আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না, কিংবা বলত, আপনি নবুয়তের মহান দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকলে রাজা বাদশাহদের মত কোন ধন-ভাণ্ডার আপনার আয়ত্বে নেই কেন, কিংবা কোন ফেরেশতা আপনার সাথে থাকে না কেন? এ কথা সমর্থন করার জন্য যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রসূল।

(১) অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(২) অর্থাৎ, কুরআন।

(৩) অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের অপারগতা প্রমাণিত হওয়ার পর সূরা বাকারা ও ইউনুসের আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ করা হয় কিন্তু তারা এসব প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হলনা। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২নং আয়াত :

১. মুশরিকদের অন্যায় আবদার ও হঠকারিতা উল্লেখ পূর্বক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দান ও তাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আখেরাতে ও পরকালে। (জালালাইন)

(৩) "যারা" অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ। (জালালাইন)

(৪)"স্পষ্ট প্রমাণ" বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৫) এখানে "সাক্ষী" দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী হযরত জিব্‌রাঈল (আ:) বা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কুরআনের অলৌকিকত্বকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন, বয়ানুল কুরআন ও আল কুরআনুল কারীম)

(৬) অর্থাৎ, কুরআনের। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫–১৬ নং আয়াতদ্বয় :

আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফেররা শুধু পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সৎকর্ম দান-খয়রাত জনসেবা প্রভৃতি যা কিছু করে এর বিনিময়ে পরকালে তারা কোন ছওয়াব লাভ করবে না। তবে এর বিনিময়ে তাদেরকে দুনিয়াতে সুনাম সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি পার্থিব কল্যাণ দান করা হবে। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

● ১৭নং আয়াত :

১. মুসলমানগণ ধর্মের ব্যাপারে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং অন্ধকার মূর্খতা ও ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ইয়াহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক, আরব-আযম, ইউরোপ-এশিয়া যে কোন ধর্ম, যে কোন দল বা যে কোন রাষ্ট্রের যারাই কুরআনকে অমান্য করবে তাদের মুক্তি হবে না, জাহান্নাম হবে তাদের ঠিকানা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

৩. মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়ম হল অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ﴿۱۸﴾ اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۹﴾	(১৮) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাদের চেয়ে অধিক জালেম আর কে? ওরা এমন লোক, ওদেরকে ওদের প্রতিপালকের সামনে (মিথ্যা আরোপকারী হিসেবে) পেশ করা হবে এবং সাক্ষীগণ[১] বলবে এরা ঐ লোক যারা তাদের রবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রাখ, এমন জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত। (১৯) যারা আল্লাহর পথ থেকে (অন্যদেরকে) নিবৃত্ত রাখে এবং তাতে বক্রতা তালাশ করে[২] এবং তারাই আখেরাতকে অমান্যকারী।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "সাক্ষীগণ" বলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা রসূলদের পক্ষে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার এবং কাফেরদের বিপক্ষে আমান্য করার সাক্ষ্য প্রদান করবে। (জালালাইন)

(২) সত্য দ্বীন সম্পর্কে নানা কুট প্রশ্ন তুলে তাকে বাঁকা করে দেখানোর অপচেষ্টা করে। অথবা মানুষকে সত্য পথ হতে বাঁকা পথে নেয়ার অপচেষ্টা করে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮ নং আয়াত :

১. আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ যেমন আল্লাহর কালামকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না করা বা আল্লাহর কালাম নয় এরূপ কিছুকে আল্লাহর কালাম বলা ইত্যাদি মহাপাপ।

২. কেয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ কাফেরদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে বরং বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী নবীগণ, নেককার লোক এমনকি স্বয়ং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অনুরূপ সাক্ষ্য দিবে।

● ১৯ নং আয়াত :

১. আল্লাহর পথ থেকে (অন্যদেরকে) নিবৃত্ত রাখা মহাপাপ।

২. আল্লাহর পথে বক্রতা তালাশ করা তথা সত্য দ্বীন সম্পর্কে কুট প্রশ্ন তুলে তাকে বাঁকা করে দেখানোর অপচেষ্টা মহাপাপ।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ؕ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿۲۰﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۱﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿۲۲﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۳﴾ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۴﴾	(২০) তারা ভূ-পৃষ্ঠে (আল্লাহকে) অপারগ করতে পারত না। আর না আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সহায়ক ছিল। তাদের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে[১]। তারা না শুনতে পারছিল আর না তারা দেখছিল[২]। (২১) ওরা এমন লোক যারা (নিজেরা) নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং যা কিছু মিথ্যা রচনা করছিল তা তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। (২২) নিশ্চয় আখেরাতে ওরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (২৩) নিশ্চয়, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমলাদি করেছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিনত হয়েছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। (২৪) এ দল দুটির উপমা হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। উভয়ের অবস্থা কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এক শাস্তি তাদের নিজেদের কাফের হওয়ার দরুন, আর দ্বিতীয় শাস্তি অন্য লোকদেরকে কুফ্‌রীর পথে আনয়নের অপচেষ্টার দরুন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, হকের প্রতি তাদের এতই অনিহা ছিল যে, তা শুনতে বা দেখতেও পেতনা। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০নং আয়াত :

১. আল্লাহ যাকে শাস্তি দিবেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

২. নিজের পাপের কারণে যেমন শাস্তি হবে অন্যকে পাপের পথ দেখানোর কারণেও শাস্তি হবে।

৩. কেউ কোন কথা বা ব্যক্তিকে অপছন্দ করলে তা শুনতেও পারে না, তাকে দেখতেও পারে না।

● ২১নং আয়াত :

১. যারা আল্লাহর পথ থেকে (অন্যদেরকে) নিবৃত্ত রাখে এবং তাতে বক্রতা তালাশ করে এবং আখেরাতকে অমান্য করে তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২. আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, পরকালে তারা কোনই উপকারে আসবে না, সবই হারিয়ে যাবে। কুফ্‌রী পথে থেকে কৃত সমস্ত শ্রম নিষ্ফল হবে।

● ২৩নং আয়াত :

১. ঈমান, নেক আমল ও তাওয়াজুর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, তার ফলে জান্নাত লাভ হবে।

২. মু'মিনগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে।

● ২৪নং আয়াত :

১. কাফেরকে অন্ধ ও বধির ব্যক্তির সাথে এবং মু'মিনকে চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। অন্ধ ও বধির ব্যক্তি যেমন কোন কিছু দেখতে ও শুনতে পায়না ফলে তাকে কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করানো সহজ হয় না, কাফেরদের অবস্থাও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে যেমন কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করানো সহজ মু'মিনের অবস্থাও তদ্রূপ।

২. উপমার মাধ্যমে কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করানোর বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

৩. পেশকৃত উপমা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা পূর্বক তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۙ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢٥

(২৫) আর নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠালাম। সে বলল,[১] অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝٢٦

(২৬) যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত কর না। আমি অবশ্যই তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের আশংকা করছি।

www.maktabatulabrar.com

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝٢٧

(২৭) অনন্তর তাঁর সম্প্রদায়ের যে সমস্ত প্রধানরা কুফরী অবলম্বন করেছিল তারা বলতে লাগল, আমরা তোমাকে আমাদেরই মতই মানুষ দেখতে পাচ্ছি (এর বেশী কিছু নয়)। আর আমরা তোমাকে দেখছি না যে, আমাদের মধ্যে যারা নীচু তারা ছাড়া (আর কেউ) তোমার অনুসরণ করেছে (তাও আবার) স্থূল জ্ঞানে[২] এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝٢٨

(২৮) সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা আমাকে বল,[৩] আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলীলের[৪] উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি নিজ সন্নিধান থেকে আমাকে অনুগ্রহ[৫] দান করে থাকেন, তারপরও তা তোমাদের দৃষ্টি গোচর না হয়[৬], তাহলে আমরা কি তোমাদের উপর তা চাপিয়ে দিতে পারি, যখন তোমরা তা অপছন্দ কর?

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝٢٩

(২৯) হে আমার কওম! আমি তোমাদের নিকট তার[৭] জন্য কোনও সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহর যিম্মায়। আর আমি এই মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না[৮]। তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ আমি তোমাদেরকে দেখছি এমন এক সম্প্রদায় যে মূর্খামি করছ।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣٠

(৩০) হে আমার কওম, আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তাহলে কে আমাকে আল্লাহ (-র পাকড়াও) থেকে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

(৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর সকল ভাণ্ডার রয়েছে। আর না আমি সমস্ত গায়েবের কথা জানি এবং আমি এ-ও বলি না যে, আমিতো ফেরেশতা। আর তোমাদের দৃষ্টি যাদেরকে হেয় মনে করে তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ কখনই তাদেরকে কল্যাণ দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে ভালভাবেই অবগত আছেন। তদবস্থায় (অর্থাৎ, এরূপ বললে) আমি তো অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।	وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "সে বলল" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। (প্রাগুক্ত)

(৩) ارايتم -এর শাব্দিক অর্থ তোমরা দেখেছো কি? কিংবা ভেবে দেখেছো কি? এখানে ভাবার্থ করা হয়েছে।

(৪) এখানে দলীল অর্থ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ইল্‌ম ও মু'জিযা ইত্যাদি (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(৫) "রহমত" বা অনুগ্রহ বলে নবুয়তকে বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ, তোমাদের উপলব্ধিতে না আসে।

(৭) অর্থাৎ, দাওয়াত ও তাবলীগ তথা ধর্ম প্রচার। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) কাফেররা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসেবে দ্বীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে দরবার থেকে বের করে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করলে তার জওয়াবে একথা বলা হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭নং আয়াত :

১. গরীব এবং দূর্বল শ্রেণীর লোকেরাই অধিক হারে নবীদের অনুসারী হয়ে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

২. ধনী ও অহংকারী বিরুদ্ধবাদীগণ মুমিনদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে থাকে। (প্রাগুক্ত)

● ২৮নং আয়াত :

১. অন্তরের চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায় তখন নবুয়তের প্রমাণ এবং হক ও হক্কানিয়াতের দলীল প্রভৃতি দৃষ্টি গোচর হয় না বা-তা বোধগম্য হয় না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

২. নবুয়ত আল্লাহর খাস দান, এটা সাধনা বলে অর্জিত হওয়ার মত বিষয় নয়।

www.maktabatulabrar.com

৩. নবীদের মাধ্যমে আগত আল্লাহর রহমত জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। অর্থাৎ, জোর জবরদস্তি কাউকে মু'মিন বা মুসলমান বানানো বৈধ নয়। এটা কোন নবীর যুগেই অনুমোদিত ছিল না। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

● ২৯–৩০ নং আয়াতদ্বয় :

১. নবীগণ খেদমত ও তা'লীম তাবলীগের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না।

২. ইসলামে ধনী কিংবা দরিদ্র হওয়া মান ও অপমানের মাপকাঠি নয়।

৩. অমুসলিমদের কাছে দ্বীনের বক্তব্য প্রচার করতে হবে, তবে তার জন্য অনুগামী মুসলমানদেরকে উপেক্ষা করা বা তাদের শিক্ষা ও সংশোধনকে পেছনে ফেলা অনুচিত।

৪. অনুগামী মুসলমানদেরকে উপেক্ষা করা বা তাদের শিক্ষা ও সংশোধনকে পেছনে ফেললে তার জন্য শাস্তির ইংগিত রয়েছে।

● ৩১নং আয়াত :

১. আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ধন-সম্পদের ভাণ্ডার এবং গায়েবের সংবাদ স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আয়ত্তে নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না। কাজেই কোন ওলী-বুযুর্গের কাছে ধন-সম্পদ চাওয়া এবং গায়েব সম্পর্কে জানতে চাওয়া নি:সন্দেহে কুফ্‌রী ছাড়া কিছুই নয়।

২. কাফেররা মুমিনদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখলে তাতে মুমিনদের মর্যাদা কমে না।

৩. আল্লাহ সকলের মনের কথা অবগত আছেন। কেউ মনে মনে মুমিনদেরকে তুচ্ছ ভাবলে সেটাও আল্লাহর অবগতির বাইরে নয়, সেমতে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩২) তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করে ফেলেছ, আবার আমাদের সাথে বিতর্ক অনেক বেশীই করে ফেলেছ। সুতরাং যে সম্বন্ধে[১] তুমি আমাদেরকে হুমকি দিচ্ছ তা আমাদের সম্মুখে আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।	قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٣٢
(৩৩) সে বলল, তা তো আল্লাহই তোমাদের সম্মুখে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন। এবং তোমরা (তাঁকে) অপারগ করতে পারবে না।	قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝٣٣
(৩৪) আর তোমাদেরকে আমি উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।	وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٣٤

(৩৫) তারা[২] কি বলে যে, সে[৩] এটা[৪] রচনা করেছে? তুমি বলে দাও, যদি আমি (নিজে) তা রচনা করে থাকি তবে আমার উপর বর্তাবে আমার অপরাধ। আর তোমরা যে অপরাধ কর[৫] তা থেকে আমি নির্দায়।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿۳۵﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আযাব।

(২) মক্কার কাফেররা। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(৪) অর্থাৎ, কুরআন।

(৫) মুহাম্মাদের প্রতি কুরআন রচনার অমূলক অভিযোগ আরোপ করে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২নং আয়াত :

১. হক প্রতিষ্ঠা ও বাতিলকে প্রতিহত করার জন্য নবীগণ বিতর্ক করেছেন। এটা বৈধ যদি তা উত্তম পন্থায় হয়।

২. হযরত নূহ (আ:)-এর সম্প্রদায় শাস্তির হুমকিকে অবিশ্বাস করেছিল।

● ৩৩নং আয়াত :

১. যে কোন কিছু ঘটার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা পূর্বশর্ত। দুনিয়াতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তি আসার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

২. আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু ঘটবে সেটা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

● ৩৪নং আয়াত :

১. আল্লাহর মর্জি না হওয়া পর্যন্ত কোন উপদেশ কাজে আসে না।

২. হঠকারিতা, অহংকার প্রভৃতির কারণে কাউকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে গেলে তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না।

৩. পুনরুত্থান ও পুনরুত্থানের পর আল্লাহর নিকট হিসাব প্রদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

● ৩৫নং আয়াত :

১. আরবের কাফেররা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন রচনার যে অমূলক অভিযোগ আরোপ করত, তা একটা বিশেষ ভংগিতে খণ্ডন করা হয়েছে।

২. প্রত্যেকের অপরাধের শাস্তি তার নিজেকেই ভোগ করতে হবে; কেউ অন্যের পাপের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

৩. আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন মানব রচিত নয় বরং এটা কাফেরদের অমূলক অভিযোগ যা মারাত্মক অপরাধ। (আইছারুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩৬) আর নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হল যে, যারা (ইতিমধ্যে) ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের আর কেউ আদৌ ঈমান আনবে না। অতএব তারা যা করছে তাতে তুমি দুঃখ কর না।[১]	وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾
(৩৭) এবং তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী মোতাবেক নৌকা তৈরি করে নাও এবং জালেমদের[২] সম্বন্ধে আমার নিকট কোন কথা বলবে না[৩]। তাদেরকে তো ডুবানো হবে।	وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۳۷﴾
(৩৮) আর সে নৌকা বানাতে শুরু করল। এবং যখনই তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর নিকট দিয়ে যেত তখনই তাঁকে উপহাস করত। সে বলত, তোমরা যদি আমাদেরকে নিয়ে উপহাস কর তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদেরকে নিয়ে উপহাস করছি[৪]।	وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿۳۸﴾
(৩৯) অনন্তর সত্বরই জানতে পারবে কার উপর আসবে এমন শাস্তি যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং তার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।	فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۳۹﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত নূহ (আ:) প্রায় এক হাজার বৎসরের দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্য ধর্মের দিকে দাওয়াত দেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত আর সকলেই হঠকারিতা বশত ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে এবং নূহ (আ:) কে লাঞ্ছিত করতে থাকে। অবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর কওমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানান। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা জানান এবং তাঁর কওমের উপর আশু আযাব আগমনের বার্তা প্রেরণ করেন।

(২) অর্থাৎ, কাফেরদের। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তাদের জন্য নাজাতের সুপারিশ করবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, আযাব এত নিকটবর্তী তবুও তোমরা উপহাসে লিপ্ত, তোমাদের এই নির্বোধ সুলভ আচরণে আমাদের হাসি পাচ্ছে। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬নং আয়াত :

১. আয়াতে হযরত নূহ (আ:)কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী শোনানো হয়েছে।

قَالَ سَاٰوِیْۤ اِلٰی جَبَلٍ یَّعْصِمُنِیْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِیْنَ ﴿۴۳﴾ وَقِیْلَ یٰۤاَرْضُ ابْلَعِیْ مَآءَكِ وَیٰسَمَآءُ اَقْلِعِیْ وَغِیْضَ الْمَآءُ وَقُضِیَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَقِیْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۴۴﴾

(৪৩) সে বলল, আমি এখনই কোন পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সে[৬] বলল, আজ আল্লাহর বিধান[৭]থেকে কেউই রক্ষাকারী নেই, যাকে আল্লাহ রহম করেন সে ব্যতীত। আর একটা তরঙ্গ তাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেল। ব্যস, সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

(৪৪) আর বলা হল[৮] হে ভূমি! তুমি তোমার পানি গিলে ফেল। আর হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস পেল এবং কার্য[৯] পরিসমাপ্ত হল। আর জূদী[১০] পর্বতে সেটি (নৌকাটি) স্থির হল এবং বলা হল, দূর হোক জালেম সম্প্রদায়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাদেরকে ধ্বংস করার নির্দেশ কার্যকরী করার সময়।

(২) وفار التنور -এখানে تنور শব্দটি দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে হযরত নূহ (আ:)-এর রুটি পাকানোর চুলাকে বোঝানো হয়েছে। জমহূরের মতও এটাই। এই চুলা থেকে পানি উথলে উঠাকে প্লাবণ শুরু হওয়ার আলামত স্থির করা হয়েছিল। কারও কারও মতে তান্নুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠেছিল। এক মতে "উনুন উথলে উঠা" কথাটি বাগধারা হিসেবে আযাব প্রকাশ পাওয়া বা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। (আবুস সুউদ, জালালাইন, মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা:)-এর বর্ণনা মতে নৌকায় আরোহণকারী মু'মিনদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট আশি (৮০) জন। (ইবনে কাছীর)।

(৪) "তাদের থেকে" কথাটি আরবী-তে উহ্য আছে।

(৫) يابنى -এর মধ্যে تصغير স্নেহবাচক অর্থে হওয়ায় "প্রিয়" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন) এই পুত্রের নাম ছিল কেন্‌আন। সে তখনো ঈমান আনেনি। হযরত নূহ (আ:) তাকে নৌকায় আরোহণের কথা বলে মূলত: ঈমান আনয়নেরই দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিংবা তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নূহ (আ:) নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন না বলেই তাকে নৌকায় আরোহণ করতে বলেন।

(৬) অর্থাৎ, নূহ (আ:)।

(৭) এখানে "আল্লাহর বিধান" বলে আল্লাহর আযাব বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন ও আবুস সুউদ)

(৮) অর্থাৎ, আল্লাহর নির্দেশ এল।

(৯) নূহ সম্প্রদায়কে ধ্বংস সাধনের কার্য। (জালালাইন)

২. কাফের মুশরিক যাদের থেকে বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুর আশা করা যায় না, যাদের থেকে উপহাস টিকা টিপ্পনী পাওয়াই স্বাভাবিক, তাদের সে সব আচরণের জন্য দু:খ করা অনর্থক।

● ৩৭নং আয়াত :

১. হযরত নূহ (আ:)কে ওহীর মাধ্যমে নৌকা বানানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত করানো হয়েছিল।

২. কাফেরদের নাজাতের জন্য কোন সুপারিশ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

● ৩৮নং আয়াত :

১. আহলে হকের সাথে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কাফেরদের চিরাচরিত নীতি। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. খুব সুক্ষ্মভাবে কাফেরদের উপহাসের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আযাব এত নিকটবর্তী তবুও তোমরা উপহাসে লিপ্ত, তোমাদের এই নির্বোধ সুলভ আচরণে আমাদের হাসি পাচ্ছে।

● ৩৯নং আয়াত :

আয়াতে নূহ সম্প্রদায়কে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে স্থায়ী আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে।

حَتّٰۤی اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِیْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِیْلٌ ﴿۴۰﴾

(৪০) অবশেষে যখন আসল আমার নির্দেশ[১] এবং উনুন উথলে[২] উঠতে লাগল, আমি বললাম, তাতে তুলে নাও সব শ্রেণী (-র প্রাণী) থেকে যুগল অর্থাৎ, দু'টি করে এবং যাদের ব্যাপারে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে (যে, কুফরীর কারণে তারা নিমজ্জিত হবে) তাদেরকে বাদ দিয়ে তোমার পরিবারবর্গকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর অল্প সংখ্যকই[৩] তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِیْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۴۱﴾

(৪১) আর সে বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। এর চলা ও থামা আল্লাহরই নামে। আমার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَهِیَ تَجْرِیْ بِهِمْ فِیْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰی نُوْحُ ِۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِیْ مَعْزِلٍ یّٰبُنَیَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۴۲﴾

(৪২) আর সে নৌকা তাদেরকে নিয়ে পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে বয়ে চলতে লাগল এবং নূহ তাঁর পুত্র -যে তাদের থেকে[৪] পৃথক স্থানে ছিল- তাকে আহ্বান করে বলল, হে আমার প্রিয়[৫] পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং কাফেরদের সাথে থেক না।

www.maktabatulabrar.com

(১০) জূদী' তুরস্কের জাযীরায়ে ইবনে উমার থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে অবস্থিত আরারাত পর্বতমালার একটি চূড়া বিশেষের নাম।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত :

১. আয়াতে নৌযান ইত্যাদিতে আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ ... বলার নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. নৌযান ইত্যাদিতে আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ ... পাঠ করলে আল্লাহর দয়ায় দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে।

● ৪২নং আয়াত :

১. সন্তান যতই অবাধ্য হোক না কেন পিতৃস্নেহ শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানের কল্যাণ কামনায় যেন উদ্বেলিত থাকে। এটাই নবীদের আদর্শ।

২. "কাফেরদের সাথে থেক না" বাক্য থেকে বুঝা যায় হযরত নূহ (আ:)-এর এ পুত্রটি কাফের ছিল।

● ৪৩নং আয়াত :

১. অনুমোদিত আসবাব বা উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল-এর পরিপন্থী নয়। যেমন হযরত নূহ (আ:) তুফান থেকে আত্মরক্ষার জন্য নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে অনুমোদিত নয় এমন আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল-এর পরিপন্থী ও নিষিদ্ধ। যেমন-কেন্আন কর্তৃক পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ। (বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহর দয়া না হলে কোন আসবাব বা কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না।

৩. হযরত নূহ (আ:)-এর এতসব নসীহত ও কল্যাণ কামনা সত্ত্বেও তাঁর পুত্র শেষ পর্যন্ত কাফের অবস্থায়ই ডুবে মরল। এ থেকে ঐসব পিতার সান্ত্বনা লাভ করার রয়েছে, যারা হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তানকে ভাল পথে আনতে পারেন না এবং মর্ম যাতনায় পীড়িত হন।

● ৪৪নং আয়াত :

১. আসমান, যমীন এমনিভাবে সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে চলে। আল্লাহর নির্দেশ ও কুদরত সব সৃষ্টিতেই পরিব্যাপ্ত।

২. প্লাবন শেষে হযরত নূহ (আ:)-এর নৌকা জূদী নামক পর্বত চূড়ায় (১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।) থেমেছিল।

(৪৫) আর নূহ তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (আর তুমি আমার পরিবারকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ) এবং তোমার প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে সত্য। আর তুমি আহকামুল হাকিমীন।[১]	وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾

www.maktabatulabrar.com

(৪৬) তিনি বললেন, হে নূহ! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে তো সাক্ষাৎ অসৎকর্ম। অতএব আমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করনা, যে সম্বন্ধে তোমার জানা নেই। যারা নাদানী করে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে আমি অবশ্যই তোমাকে নসীহত করছি[১]।	قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾
(৪৭) সে বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে পানাহ চাই, যে বিষয়ে আমার জানা নেই। আর যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।	قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আহকামুল-হাকিমীন অর্থ সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

(২) অর্থাৎ, নসীহত করছি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬নং আয়াত :

১. রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমান ও তাকওয়ার সম্পর্কই অর্থবহ। এই দ্বিতীয় সম্পর্ক না থাকার কারণেই কেন্আনকে হযরত নূহ (আ:)-এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়নি। অতএব মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে যতই আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকুক না কেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি কোনই লক্ষ্য করা যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বংশীয় আভিজাত্যে ও কোন নবী বা ওলী বুযুর্গের সাথে আত্মীয়তার ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ধারিত হবে না। বরং মর্যাদা নির্ধারিত হবে ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. কারও নিকট কোন বিষয়ে আবেদন করার পূর্বে তার মর্জি জেনে সে মোতাবেক আবেদন করা উচিৎ। এর বিপরীত করা নাদানী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৪. কোন বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া বৈধ নয় যতক্ষণ না সে বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ কি তা জানা হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৭নং আয়াত :

১. হযরত নূহ (আ:) কর্তৃক আল্লাহর নির্দেশ মান্য করার উল্লেখ।

২. হযরত নূহ (আ:) কর্তৃক আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা কামনার উল্লেখ।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৮) বলা হল, হে নূহ! তোমার প্রতি এবং তোমার সঙ্গে যে দলসমূহ রয়েছে তাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে শান্তি[১] ও বরকত নিয়ে অবতরণ কর। আর এমনও অনেক দল হবে[২] যাদেরকে অবশ্যই আমি (দুনিয়াতে) জীবন উপভোগ করতে দিব। পরে আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।

(৪৯) এগুলো অদৃশ্য বিষয়ক খবরসমূহের অন্তর্ভুক্ত, ওহী যোগে তোমাকে আমি তা অবহিত করছি। এর পূর্বে[৩] না তুমি সেটা জানতে, আর না তোমার সম্প্রদায়। অতএব ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) سلام শব্দের অর্থ "সালাম" ও হতে পারে। বয়ানুল কুরআনে সেটাই গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) পূর্বে তখনকার সকল মুসলমানের জন্য শান্তি ও বরকতের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে ঐ মুসলমানের বংশে যারা কাফের হবে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, কুরআন নাযেল হওয়ার পূর্বে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮নং আয়াত :

১. উল্লেখিত সালাম বা শান্তি ও বরকত শব্দ থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানব জাতির উপর ব্যাপক হারে এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ আর সংঘটিত হবে না। তবে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর উপর শাস্তি আসা এর পরিপন্থী নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

২. আয়াত থেকে বুঝা যায় জূদী পর্বত থেকে অবতরণের সময় হযরত নূহ (আ:)-এর সঙ্গী সকলেই মুসলমান ছিলেন, পরবর্তীতে তাদের বংশে কাফের হওয়ার ইংগিত করা হয়েছে।

৩. কাফেররা দুনিয়াতে ভোগ বিলাস পেলেও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

● ৪৯নং আয়াত :

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাচনিক অতীত কালের এ সব ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর নিকট ওহী নাযেল হওয়ার কথা ও তার নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

২. দাওয়াত ও তাবলীগের কষ্ট এবং কাফের থেকে প্রাপ্ত কষ্ট সহ্য করলে পরকালে শুভ পরিণামের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

(৫০) আর আমি আদ[১] জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের (অন্য) কোন মা'বূদ নেই। তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।

(৫১) হে আমার সম্প্রদায়, আমি তার[২] পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক রয়েছে তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবু কেন তোমরা বুঝনা?

(৫২) আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (ঈমান আনার মাধ্যমে কুফর শিরক থেকে) ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর (ইবাদতের মাধ্যমে) তাঁর দিকে রুজু করতে থাক। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের শক্তির সাথে (আরও শক্তি) যোগ করে তোমাদের শক্তিকে[৩] বর্দ্ধিত করে দিবেন। আর অপরাধের উপর হঠকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আদ" জাতি বর্তমান সৌদি আরবের দক্ষিণ অঞ্চলে আহকাফ নামক স্থানে বাস করত।

(২) অর্থাৎ, দাওয়াত ও তাবলীগের পরিবর্তে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে "শক্তি" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধনবল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০ নং আয়াত :

১. হযরত হূদ (আ:) আদ জাতির নিকট নবী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।

২. তিনি তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। বস্তুত সমস্ত নবীর দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন। আর তা হল এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি দাওয়াত।

● ৫১ নং আয়াত :

১. ওয়াজ-নসীহত ও দ্বীনী দাওয়াতের পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই নবীগণের তরীকা।

২. এতে করে আরও বুঝা গেল যে, পারিশ্রমিক বা কোন প্রকার স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা পরিহার করত: সম্পূর্ণ ইখলাসের সাথে দাওয়াত প্রদান ও ওয়াজ-নসীহত করা ওয়াজিব।

৩. নবী কর্তৃক নিজের নি:স্বার্থতা ও নির্লোভ হওয়ার ঘোষণা দ্বারা এ-ও বোঝা যায়, দাওয়াত দাতার প্রতি যেন কেউ অপবাদ দিতে না পারে এভাবে নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখা শ্রেয়।

● ৫২ নং আয়াত :

১. ঈমান আনয়ন করলে ক্ষমা লাভ হয়।

২. ঈমান আনার সাথে সাথে ইবাদতের উপরও অটল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. ঈমান আমলের দ্বারা উপকারী বৃষ্টি লাভ হয়, যারা দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়।

৪. ঈমান আমল দ্বারা দৈহিক শক্তিও বৃদ্ধি পায় এবং জানে মালে বরকত ও শক্তি লাভ হয়।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

(৫৩) তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করনি।[১] আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করবার নই এবং তোমার প্রতি আমরা ঈমান আনয়নকারীও নই।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۭ قَالَ اِنِّىْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

(৫৪) আমরা তো এ ছাড়া আর কিছু বলি না যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমার অনিষ্ট ঘটিয়েছে[২]। সে বলল, আমি অবশ্যই আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাকে (আল্লাহর) শরীক স্থাপন কর, তার থেকে অবশ্যই আমি সম্পর্কহীন–

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

(৫৫) আল্লাহ ব্যতীত। সুতরাং তোমরা সকলে আমার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র কর। তারপর আমাকে অবকাশ দিও না।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ۭ مَا مِنْ دَاۗبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

(৫৬) আমি তো ভরসা করেছি আল্লাহর উপর, যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। (পৃথিবীতে) যত বিচরণকারী (জীবজন্তু) আছে, সকলের ঝুটিই তার মুষ্টিতে আবদ্ধ[৩] নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾

(৫৭) অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তোমাদের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার রব তোমাদের ভিন্ন (অন্য) কোন জাতিকে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত করবেন[৪] তখন তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার রব সমস্ত কিছুর নেগরানী করে থাকেন।[৫]

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাদের ফরমায়েশ মত মুজিযা না দেখানোতে তারা এক কথায় সকল মুজিযাকে অস্বীকার করে বলে যে, তুমি তো কোনই প্রমাণ দেখাওনি।

(২) অর্থাৎ, যেহেতু তুমি তাদের অবমাননা করেছ, সে জন্য তাদের কেউ তোমার মস্তিস্ক বিগড়ে দিয়েছে। যার ফলে তুমি এসব আবোল তাবোল বলছ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, সকলেই তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন। (কাশশাফ)

(৪) অর্থাৎ, তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করবেন।

(৫) সেমতে এ সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কে কি করে তার খবর আল্লাহ রাখেন কি?

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩নং আয়াত :

১. কাফের ও মুশরিক কর্তৃক হঠকারিতা প্রদর্শনের রীতি অতি পুরাতন বিষয়। যেমন হযরত হূদ (আ:) কে তার সম্প্রদায় বলল, তুমি আমাদেরকে কোনই মু'জিযা দেখালে না। অথচ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী সব নবীকেই পর্যাপ্ত মু'জিযা ও নিদর্শন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেমতে হযরত হূদ (আ:) কেও মু'জিযা দেয়া হয়েছিল। তারপরও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক সেটা অস্বীকার করা ছিল হঠকারিতা মাত্র।

২. হযরদ হূদ (আ:) তাদের ফরমায়েশ মত মুজিযা প্রদর্শন করেননি। এ থেকে বুঝা গেল মানুষের ইচ্ছামত মু'জিযা দেখানো নবীর কাজ নয়।

● ৫৪–৫৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত হূদ (আ:) কর্তৃক শিরক থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা।

২. হযরত হূদ (আ:) কর্তৃক দেবতা ও তাদের অনুসারীদের মোকাবিলায় এমন নির্ভীক ঘোষণা (সকলে মিলে ষড়যন্ত্র কর) থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেব-দেবীর কোন ক্ষমতা নেই। অন্যথায় এতবড় কথা বলার পর দেব-দেবীরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

● ৫৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহর উপর ভরসার বর্ণনা।

২. সকল সৃষ্টিই আল্লাহর পূর্ণ আয়ত্তাধীন।

৩. "আল্লাহ সরল পথে রয়েছেন" বলে বোঝানো হয়েছে, যে সরল পথে থাকবে সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহর সাহায্য পেলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

● ৫৭ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোন জাতি বা গোষ্টি বিশেষের মুখাপেক্ষী নন। এক জাতি কুফরী করলে তিনি তাদের স্থলে অন্য ভিন্ন জাতি আনয়ন করবেন।

২. কেউ আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়।

৩. আল্লাহ সবকিছুর নেগরানী করে থাকেন বলে বোঝানো হয়েছে যে, এ সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কে কি করে তার খবর আল্লাহ রাখেন কি?

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾

(৫৮) আর যখন আমার নির্দেশ আসল,[১] তখন আমি হূদ ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং কঠিন শাস্তি[২] থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম।

وَتِلْكَ عَادٌ �fs جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾

(৫৯) আর ঐ ছিল আদ সম্প্রদায়, যারা নিজেদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে[৩] অস্বীকার করেছিল, তাঁর রসূলগণকে অমান্য করেছিল এবং অনুসরণ করেছিল সব উদ্ধত হঠকারীদের[৪] নির্দেশ।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾

(৬০) আর এই দুনিয়াতেও অভিশাপকে তাদের অনুগামী করে দেয়া হল এবং কেয়ামতের দিনও। জেনে রাখ অবশ্যই আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরী করেছিল। আরও জেনে রাখ অভিসম্পাত হূদের সম্প্রদায় আদের[৫] জন্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যারা হযরত হূদ (আ:)-কে অমান্য করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করার নির্দেশ।

(২) যে শাস্তি আদ সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল, একাধারে সাতদিন আট রাত প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। (দ্র: ২৯ পারা সূরা আল-হাক্কাহ)

(৩) অর্থাৎ, মু'জিযা এবং আহকামসমূহ। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) উদ্ধত হঠকারী বলে কাফের নেতৃবৃন্দকে বোঝানো হয়েছে।

(৫) "হূদের সম্প্রদায়-আদ" বলে প্রথম আদ-কে বোঝানো হয়েছে। যারা হযরত হূদ (আ:)-এর উম্মত ছিল। আর দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায় –যারা "আদে ইরাম" নামে পরিচিত– তারা ছামূদ সম্প্রদায়ের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৮নং আয়াত :

১. হূদ সম্প্রদায়কে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

২. হযরত হূদ (আ:)–এর সাথে ঈমান আনয়নাকারীগণ শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

৩. হূদ সম্প্রদায়ের প্রতি যে শাস্তি এসেছিল তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। একাধারে সাতদিন আট রাত প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

● ৫৯নং আয়াত :

১. আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার ও রসূলকে অমান্য করাই ছিল শাস্তির কারণ।

২. "রাসূলগণকে অমান্য করেছিল" বলা হয়েছে। অথচ তাদের একমাত্র নবী হযরত হূদ (আ:) ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় একজন রসূলকেও অমান্য করা সব রসূলকে অমান্য করার শামিল।

৩. আয়াত থেকে আরও বুঝা যায় উদ্ধত হঠকারী লোকদের অনুসরণ ধ্বংসই ডেকে আনে।

● ৬০নং আয়াত :

১. আদ সম্প্রদায়ের জন্য অভিশম্পাতকে স্থায়ী করে দেয়া হয়েছিল।

২. উপরোক্ত অভিশম্পাতের কারণ ছিল আল্লাহর সাথে কুফরী করা।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

(৬১) আর ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে (প্রেরণ করেছিলাম) সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের (অন্য) কোন উপাস্য নেই। তিনিই তোমাদেরকে ভূমি[১] থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। অতএব তাঁর নিকট ইস্তেগফার কর[২]। অতঃপর তাঁর দিকে আত্মনিবিষ্ট[৩] থাক। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী, আহ্বানে সাড়া দানকারী।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

(৬২) তারা বলল, হে সালেহ! তুমি তো ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা ভরসার স্থল ছিলে! তুমি কি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ, যাদের উপাসনা করত আমাদের পিতৃপুরুষেরা? তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ অবশ্যই তৎসম্বন্ধে আমরা এমন বড় সন্দেহে রয়েছি যা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রাখছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত আদম (আ:)কে সরাসরি ভূমি অর্থাৎ, মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অন্যদেরকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্ট বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, শিরক ও কুফর থেকে তওবা করত ঈমান আনয়ন কর।

(৩) অর্থাৎ, তাঁর ইবাদতে মনোনিবেশ কর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬১নং আয়াত :

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. ছামূদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে সৃষ্টি ও পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখার নেয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾	(৬৭) আর ঐ জালেমদেরকে পাকড়াও করল এক প্রচণ্ড ধ্বনি[৭]। ফলে নিজ নিজ গৃহে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকল।
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) যেন তারা সেখানে (কখনও) বসবাসই করেনি। জেনে রাখ ছামূদ সম্প্রদায় অবশ্যই তাদের রবের সাথে কুফ্‌রী করেছিল। জেনে রাখ! অভিসম্পাত ছামূদ সম্প্রদায়ের জন্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাওহীদের দলীল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, নবুয়ত। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৩) দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ মানলে ক্ষতিই বৃদ্ধি পাবে।

(৪) কাফেররা হযরত সালেহ (আ.)-এর নিকট নবুয়ত প্রমাণিত করার জন্য মুজিযা দেখাতে ফরমায়েশ করলে পাহাড় ফেটে একটি উটনী বের হয়ে আসে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র: ৭:৭৭)

(৫) কুদার নামক এক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। (রূহুল মাআনী)

(৬) এখানে মূল ইবারতটি ছিল غير مكذوب فيه। এ থেকে فيه (যাতে) শব্দটি حذف করে দেয়া হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(৭) এ ধ্বনি ছিল হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর গর্জন যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর। এ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই তাদের মৃত্যু ঘটে। সূরা আ'রাফের এক আয়াতে বলা হয়েছে "ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল"। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩নং আয়াত :

১. হযরত সালেহ (আ.) নবুয়তের পর্যাপ্ত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

২. নবুয়ত আল্লাহর নিছক অনুগ্রহ প্রদত্ত বিষয়, কেউ সাধনাবলে তা অর্জন করতে পারে না।

৩. আল্লাহর নাফরমানী করলে যে শাস্তি আসবে সে শাস্তি থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না।

৪. দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে বিরত থাকলে ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

● ৬৪নং আয়াত :

১. সামূদ সম্প্রদায়ের ফরমায়েশ অনুযায়ী একটি মুজিযা দেখানো হয়।

২. মুজিযা স্বরূপ প্রদত্ত উটনীটির সাথে দুর্ব্যবহার করতে বারণ করা হয়েছিল। অন্যথায় আসন্ন শাস্তির হুকমি প্রদান করা হয়।

www.maktabatulabrar.com

৩. আল্লাহকে ডাকলে তিনি সেই ডাকে সাড়া দেন।

● ৬২নং আয়াত :

১. আয়াত থেকে নবুয়তের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে হযরত সালেহ (আ:) তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রিয়ভাজন ছিলেন। নবুয়তের ঘোষণা প্রদানের পর তিনি তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েন। দ্বীনের পথে আহবানকারীদের অবস্থা সব যুগেই এমনটি দেখা যায়।

২. হক পথ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের অনুসরণের দোহাই দেয়া অনেক পুরাতন রীতি। সেই সালেহ (আ:)-এর যুগে যেমন ছিল এখনও তদ্রূপ রয়েছে। কিন্তু এরূপ দোহাই কোন কাজে আসবে না।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ؕ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾	(৬৩) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছ আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলীলের উপর[১] (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ[২] দান করে থাকেন; অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি, তাহলে এমন কে আছে যে আমাকে তাঁর (আযাব) থেকে রক্ষা করবে? বস্তুত তোমরা আমার ক্ষতিছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করছ না[৩]।
وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾	(৬৪) আর হে আমার সম্প্রদায়! এটা হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী[৪] তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও এবং মন্দভাবে তার গায়ে ছোঁয়াও দিবে না। পাছে আশু শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করে।
فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾	(৬৫) অনন্তর তারা (উটনীটির) পা কেটে দিয়ে তাকে বধ করল[৫] তখন সে বলল, তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন জীবন উপভোগ করে নাও। (অতঃপর শাস্তি আসবে।) এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাতে[৬] মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়নি।
فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾	(৬৬) অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসল, তখন সালেহ ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং (সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করলাম) সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে। তোমার প্রতিপালক তো মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।

● ৬৫-৬৬নং আয়াতদ্বয় :

১. কোন সম্প্রদায়ের ফরমায়েশ অনুসারে নিদর্শন প্রদান করা হলেই তারা ঈমান আনয়ন করবে- এমন নিশ্চয়তা নেই। যেমন সামূদ সম্প্রদায় ঈমান আনেনি।

২. শাস্তি প্রদানের পূর্বে তাদেরকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া হয়।

৩. উক্ত শাস্তি থেকে সালেহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করা হয়।

● ৬৭-৬৮নং আয়াতদ্বয় :

১. ৬৭ নং আয়াত থেকে জানা যায় সামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয় প্রচণ্ড ধ্বনি দ্বারা। ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. আয়াতদ্বয়ে তাদের ধ্বংসের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

(৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ[১] ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আসল। তারা সালাম বলল এবং সে-ও বলল সালাম; অনন্তর অবিলম্বে সে একটি ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল।	وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾
(৭০) অতঃপর যখন সে দেখল তাদের হাত সে (খাদ্যের) দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন তাদের ব্যাপারে তার খটকা লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকা বোধ করতে লাগল[২]। তারা বলল, ভয় করবেন না। আমরা তো লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾
(৭১) আর তাঁর স্ত্রী[৩] (নিকটেই) দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে হেসে দিল[৪]। অতঃপর আমি তাঁকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।	وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾
(৭২) সে বলল, হায় আমার কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়েও। আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ[৫]! বাস্তবিকই এটাতো এক তাজ্জব ব্যাপার।	قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾
(৭৩) তারা বলল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? (হে) এই পরিবারের লোকগণ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ। নিশ্চয় তিনি প্রশংসার্হ, মহিমান্বিত।	قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.), হযরত মীকাঈল (আ.) ও হযরত ইস্‌রাফীল (আ.) হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর নিকট তার স্ত্রী সারা-র গর্ভে হযরত ইসহাক (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ দিতে এসেছিলেন। এই ফেরেশতাগণই হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদানের জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন।

(২) তৎকালে দস্তুর ছিল কেউ কারও ক্ষতি করার ইচ্ছা করলে তার খাদ্য গ্রহণ করত না। তাতেই গৃহস্বামী আগন্তুকের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ত।

(৩) হযরত সারা।

(৪) পুত্রের সুসংবাদ শুনে হেসেছেন। এমন হতে পারে যে, যখন বুঝেছেন আগন্তুকগণ ফেরেশতা অতএব ভয়ের কিছু নেই তখনই খুশিতে হেসেছেন। কিংবা বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংস হবে শুনে খুশিতে হেসেছেন।

(৫) তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ছিল একশত বিশ বৎসর এবং তাঁর-স্ত্রী সারা-র বয়স ছিল নিরানব্বই বৎসর। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৯নং আয়াত:

ফেরেশতাগণ মানুষের আকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে চিনতে পারেননি। এ থেকে বোঝা গেল-

১. আল্লাহ না জানিয়ে দিলে নবী রসূলগণের পক্ষে গায়েবের বিষয় জানা সম্ভব হয় না।

২. এ আয়াত থেকে আরও বুঝা যায় মু'মিনের জন্য কল্যাণজনক বিষয় হলে তাকে তার সুসংবাদ জানানো উত্তম।

৩. পারস্পরিক সাক্ষাৎ মোলাকাতের সময় সালাম করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

৪. আগন্তুক প্রথমে সালাম দিবে অন্যরা তার জবাব দেবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

৫. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অতিথিপরায়ণতা প্রমাণিত হয়।

● ৭০নং আয়াত:

১. ফেরেশতাগণ পানাহার করেন না।

২. নবী রসূলগণও স্বভাবগত ভয়-ভীতির উর্ধ্বে নন।

৩. কারও থেকে কেউ অহেতুক আশংকা বোধ করলে সে আশংকা দূর করে দেয়া চাই।

৪. উক্ত ফেরেশতাগণের আগমনের একটি উদ্দেশ্য ছিল লূত সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করা। আর একটি উদ্দেশ্য পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাহল হযরত ইব্রাহীম দম্পতিকে সন্তানের স-সংবাদ প্রদান করা।

● ৭১-৭৩ নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত ইব্রাহীম দম্পতিকে সন্তানের স-সংবাদ প্রদানের আলোচনা।

২. ইব্রাহীম দম্পতির উপর রহমত ও বরকতের আলোচনা।

৩. ইব্রাহীম দম্পতির মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾	(৭৪) অতঃপর যখন ইবরাহীমের সে ভয় দূর হয়ে গেল এবং তাঁর নিকট সুসংবাদ এল, তখন সে আমার সাথে লূত-সম্প্রদায় সম্বন্ধে বাদানুবাদ[১] করতে আরম্ভ করে দিল।
اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾	(৭৫) বাস্তবিক ইবরাহীম অত্যন্ত সহিষ্ণু (প্রকৃতির)[২], অতি উহ্ আহ্ কারী[৩] (এবং আল্লাহর দিকে) রুজুকারী।
يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾	(৭৬) হে ইবরাহীম! এ বিষয় থেকে বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের ফরমান তো এসেই গেছে। আর অবশ্যই তাদের উপর আসছে এমন এক আযাব যা টলবার নয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, জোর সুপারিশ। হযরত ইবরাহীম (আ.) লূত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন যে, এক সময় হয়তো তারা ভাল হয়ে যাবে। এ আশায় তিনি আল্লাহর কাছে আব্দারের ভঙ্গিতে বারংবার সুপারিশ করেছিলেন। প্রীতি সম্ভাষণের রীতিতে এরূপ সুপারিশকেই আয়াতে "বাদানুবাদ" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

(২) এ স্বভাবের ফলেই তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের চেতনায় তাড়াহুড়ো করা হতে বিরত থাকতেন।

(৩) অর্থাৎ, গোনাহের জন্য উহ আহ কারী তথা তওবাকারী এবং মানুষের জন্য উহ আহ কারী তথা মানুষের জন্য আফসোসকারী। (আবুস সুউদ) এটাকে "কোমল স্বভাব" বলে ব্যক্ত করা যেতে পারে। এ স্বভাবের ফলেই লূত সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর আফসোস হয়েছিল। এবং তিনি আল্লাহর নিকট তাদেরকে আরও কিছু দিন অবকাশ দেয়ার জন্য জোর সুপারিশ করেছিলেন।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭৪ নং আয়াত :

১. কাংখিত কল্যাণের নিমিত্তে বিতর্ক ও সুপারিশ করার নীতি প্রমাণিত হয়।

২. বর্ণনাভঙ্গি থেকে প্রমাণিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর অতি প্রিয় নবী ছিলেন।

ষ ৭৫ নং আয়াত:

১. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কতিপয় উত্তম গুণের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

২. ধৈর্য–সহিষ্ণুতা, কোমল স্বভাব ও আল্লাহমুখিতার গুণাবলী প্রশংসনীয়।

- ৭৬ নং আয়াত :

১. হযরত ইবরাহীম (আ.)কে লূত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সুপারিশ করতে বারণ করা হয়েছিল।

২. আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই কার্যকরী হয়।

www.maktabatulabrar.com

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾	(৭৭) আর যখন আমার ফেরেশতাগণ লূত-এর কাছে উপস্থিত হল তখন সে তাদের (আগমনের) কারণে চিন্তিত[১] হয়ে পড়ল এবং তাদেরকে রক্ষায় (নিজেকে) অসমর্থ মনে করল এবং সে বলতে লাগল, এটি একটি কঠিন দিন[২]।
وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾	(৭৮) এবং তার সম্প্রদায় তার কাছে হুড়মুড় করে ছুটে আসতে[৩] লাগল। আর তারা পূর্ব থেকেই কুকর্মসমূহ করে বেড়াত। সে (লূত) বলল, হে আমার সম্প্রদায়, এইতো আমার কন্যারা[৪] আছে। এরা তোমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না[৫]। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই?
قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾	(৭৯) তারা বলল, তুমি তো অবশ্যই জান যে, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই[৬]। আর আমরা যা চাই তা-ও তো তুমি নিশ্চয় জান।
قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾	(৮০) সে বলল, হায়, যদি তোমাদের উপর আমার শক্তি থাকত অথবা কোন মজবূত খুঁটির আশ্রয় নিতে পারতাম[৭]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত লূত (আ.)-এর চিন্তিত হওয়ার কারণ হল, ফেরেশতাগণ সুন্দর বালকের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন। আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে ঘৃণ্য সমকামিতার প্রচলন ছিল। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) عصيب শব্দের অর্থ কঠিন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) يهرعون শব্দটি اهراع থেকে এসেছে। অর্থ: একে অপরের গায়ে পড়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে ছুটে আসা। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে "কন্যা" বলতে হযরত লূত (আ.) তাদের স্ত্রীদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা তাদের ঘরে বিদ্যমান আছে। এদেরকে "আমার কন্যা" বলার কারণ হল প্রত্যেক নবী-ই তার উম্মতের জন্য আধ্যাত্মিক পিতা বলে গণ্য হন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) অর্থাৎ, মেহমানদেরকে অপমান করা আর আমাকে অপমান করা সমান। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) حق শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজন। অর্থাৎ, নারীদের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৭) এখানে "খুঁটি" দ্বারা উদ্দেশ্য হল শক্তিশালী গোত্র বা দল। অর্থাৎ, শক্তি থাকলে আমি নিজেই বাধা দিতাম অথবা আমার শক্তিশালী গোত্র থাকলে তারা আমার সাহায্য করত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৭নং আয়াত :

১. মেহমানের মর্যাদা রক্ষা করা এবং বিপদ থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭৮নং আয়াত :

১. নবীগণ উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা।

২. তাকওয়া তথা আল্লাহ তা'আলার ভয় অন্তরে আসলে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

৩. কারো মেহমানকে অপমান করলে পক্ষান্তরে তাকেই অপমান করা হয়।

৪. সাধ্যমত মেহমানদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করা চাই।

● ৭৯নং আয়াত :

১. যিনাকার ও সমকামীদের চরম নির্লজ্জতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

● ৮০নং আয়াত :

১. অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য শারীরিক, দলীয় ও গোত্রীয় শক্তি কামনা করা প্রশংসনীয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾	(৮১) তারা বলল, হে লূত! আমরা তো আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনোই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং রাতের কোন অংশে আপনি আপনার পরিবারবর্গ নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আর আপনাদের কেউ যেন পেছনে ফিরেও না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী[১] ব্যতীত। নিশ্চয় তার উপরও সেই (আযাব) আসবে যা তাদের উপর আসবে। নিঃসন্দেহে ভোর বেলাই হল এদের নির্ধারিত সময়। ভোর কি খুব নিকটে নয় ?

www.maktabatulabrar.com

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٣﴾	(৮২) অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি তার (জনপদের) উপরের ভাগকে তার নীচের ভাগে পরিণত করলাম[২] এবং তার উপর আমি লাগাতার[৩] ঝামা পাথর বর্ষণ করলাম। (৮৩) যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত[৪] ছিল। আর সে জনপদ এই জালেমদের[৫] থেকে বেশী দূরে নয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আপনার স্ত্রী যেহেতু কাফের সেহেতু সে পেছনে ফিরে তাকাবে এবং তাকেও আযাব গ্রাস করবে। অবশেষে তা-ই হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) গোটা এলাকাটি উল্টিয়ে দিলেন। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) منضود শব্দের অর্থ "লাগাতার" বা একের পর এক। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, প্রতিটি পাথরের গায়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। যে পাথর দিয়ে যাকে ধ্বংস করা হবে তার নাম উক্ত পাথরের গায়ে লিখিত ছিল। (জালালাইন)

(৫) এখানে "জালেম" বলে মক্কার কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন) কওমে লূতের ধ্বংসপ্রাপ্ত এ অঞ্চলটি আরবের কাছেই ফিলিস্তিনে অবস্থিত। এ এলাকাটি একটি সমুদ্রে পরিণত হয়েছে যা "মৃত সাগর" নামে পরিচিত। এতে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮১ নং আয়াত :

১. নাফরমান নবী-পরিবারের সদস্য হলেও তার মুক্তি হবে না।

২. রাতের বেলা সফর করা উত্তম। হযরত লূত (আ.)কে রাতের বেলায় সফরের কথা বলা হয়েছে। রাতের বেলা সফরে বরকত হয়, অল্প সময়ে এবং অল্প কষ্টে সফর সম্পন্ন হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. জালেমদের ধ্বংস দেখে আফসোস করা উচিত নয়। হযরত লূত (আ.) এর স্ত্রী কওমে লূত-এর ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে আফসোস করা মাত্র সে ধ্বংস হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত)

● ৮২ নং আয়াত :

আল্লাহ পাকের অসীম শক্তি এবং অপরাধীদের প্রতি শাস্তি দানের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তিনি মুহূর্তের মাঝে অপরাধীদের ঘাটি তথা কওমে লূত-এর এলাকাকে উল্টিয়ে দিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮৩নং আয়াত :

অপরাধীদেরকে ইতিহাস ও পার্শ্ববর্তী ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾	(৮৪) আর আমি মাদইয়ানবাসীদের[১] কাছে তাদের ভাই[২] শুআইবকে পাঠালাম[৩]। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিওনা। আমি তো তোমাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি[৪]। আর নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক দিনের[৫] শাস্তির আশঙ্কা করছি যা হবে পরিবেষ্টন-কারী।
وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) আর হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা মাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরো কর এবং লোকদেরকে তাদের মালামাল কম দিওনা। আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী রূপে সীমালংঘন করো না।
بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿٨٦﴾	(৮৬) আল্লাহর দেয়া অবশিষ্ট অংশই তোমাদের জন্য উত্তম[৬] যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই[৭]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "মাদইয়ান" একটি শহরের নাম। এটি শাম দেশের (বর্তমানে জর্দানের) "মা'আন" নামক স্থানে অবস্থিত বলে ধারণা করা হয়। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিল মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম। এই শহরের বাসিন্দাদেরকে "মাদইয়ানবাসী" না বলে শুধু "মাদইয়ান" বলা হত। এদের একটি মারাত্মক অপরাধ ছিল এরা ওজনে কম দিত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হযরত শুআইব (আ.) কে তাদের ভাই বলার কারণ হল, তিনি উক্ত গোত্রের-ই একজন সদস্য ছিলেন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) "পাঠালাম" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) "মাদইয়ানবাসী" যথেষ্ট ধনী ছিল। সুতরাং পরিমাপ ও ওজনে কম দেয়ার বাহ্যিক কোন কারণ বা প্রয়োজনও ছিল না। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, যে দিনের শাস্তি থেকে কোন অপরাধী রেহাই পাবে না। এই দিনের শাস্তি সবাইকে বেষ্টন করে নিবে। এখানে কেয়ামতের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) অর্থাৎ, মানুষের সম্পদ সঠিকভাবে মেপে দেয়ার পর যে লাভ হবে তা-ই উত্তম। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

(৭) অর্থাৎ, আমার শুধু বলে দেয়াই দায়িত্ব। জোরপূর্বক তোমাদেরকে হেদায়াত করা আমার কাজ নয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪নং আয়াত :

১. হযরত শুআইব (আ.) মাদইয়ানবাসীদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন।

২. নবীগণ প্রথমে তাওহীদ তথা আল্লাহে বিশ্বাস ও তার আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দিয়ে কুফর ও শিরক থেকে উদ্ধার করেন। এরপর অন্যান্য আদেশ নিষেধসমূহ প্রচার করেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. তখন মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে মাপ ও ওজনে কম দেয়ার প্রবণতা ছিল।

৪. মাপ ও ওজনে কম করলে শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৮৫ নং আয়াত :

১. মাপ এবং ওজনে কম দেয়া সম্পূর্ণ রূপে হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মাপ ও ওজনে কম দেয়া অন্যের হক নষ্ট করা বিধায় এটা ফ্যাসাদের অন্তর্ভুক্ত। এই ফ্যাসাদ সহ সব ধরনের ফ্যাসাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

● ৮৬ নং আয়াত:

১. হালাল ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ অল্প হলেও তা উত্তম। কেননা, এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বরকত নাযেল হয়। অপরদিকে হারাম উপার্জন দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসের কারণ হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়াই নবী রসূলগণের দায়িত্ব। জোরপূর্বক মানুষকে হেদায়াত করা তাঁদের কাজ নয়।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾	(৮৭) তারা বলল, হে শুআইব, তোমার নামায কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করত তাদেরকে আমরা পরিত্যাগ করি[১]। অথবা আমরা নিজেদের ধন-সম্পদে যা ইচ্ছা তা করা[২]-ও (পরিত্যাগ করি)? সত্যিই তুমি বড় বুদ্ধিমান এবং সৎপথের পথিক বটে (!)[৩]
قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ	(৮৮) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বলতো, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক[৪] দান করে থাকেন (তবে কী করে আমি দাওয়াত থেকে বিরত থাকব ?)[৫] আর তোমাদেরকে যে কাজ থেকে আমি নিষেধ

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৭নং আয়াত :

১. পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ গোমরাহীর কারণ ঘটে।

২. যারা দ্বীনের দাওয়াত দেন তাদের ভাল কাজ নিয়েও কটাক্ষ করা হয়।

● ৮৮নং আয়াত :

১. নবী রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অন্যের কথায় তারা বিচলিত হন না। নবীর উত্তরসূরীগণকেও একথা স্মরণে রেখে চলতে হবে।

২. অপরকে কোন ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করে নিজে তা থেকে বিরত থাকা অথবা অপরকে কোন কাজ থেকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করা কিছুতেই উচিত নয়। দ্বীন প্রচারকের জন্য এটা একেবারেই শোভনীয় নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. নবীগণের কাজই ছিল সাধ্যমত মানুষকে সংশোধন করা।

৪. আল্লাহর উপর ভরসা ও তাঁরই দিকে রুজু হওয়ার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

● ৮৯নং আয়াত :

১. কারো প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা'র সৃষ্টি করে। এজন্যেই হযরত শুআইব (আ.) নিজ কওমকে বলেছেন, আমার প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অপরাধী না করে। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

২. অতীত জাতিসমূহ থেকে বিশেষত: নিকট অতীতের এবং নিকটবর্তী ভূমির জাতিসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ৯০নং আয়াত :

১. ক্ষমা প্রার্থনা ও ইবাদতের প্রতি বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর দুটি আসমায়ে হুসনা "রহীম" ও "ওয়াদূদ" বর্ণিত হয়েছে।

(৯১) তারা বলল, হে শুআইব! তুমি যা বল তার অধিকাংশই আমরা বুঝিনা[১]। আর আমরা তো আমাদের মাঝে তোমাকে দেখছি দুর্বল। আর তোমার আত্মীয়-স্বজন[২] না থাকলে অবশ্যই আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। আর তুমি আমাদের কাছে কোন মর্যাদাশীল ব্যক্তি নও।	قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾
(৯২) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার আত্মীয়-স্বজন কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? অথচ তোমরা তাঁকেই তোমাদের পেছনে ফেলে রেখেছ[৪]। তোমরা যা করছ আমার প্রতিপালক অবশ্যই সেসব পরিবেষ্টনকারী।	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾

করছি সে কাজ আমি তোমাদের বিপরীতে করি তা-ও আমি চাইনা[৬]। আমি তো কেবল আমার সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই। আর আমার যা কিছু তাওফীক হয় তা তো কেবল আল্লাহ'র সাহায্যেই হয়ে থাকে। আমি তার-ই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁর-ই কাছে ফিরে যাব।	اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾
(৮৯) আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন তোমাদেরকে এমন অপরাধ কখনোই না করায় যাতে তোমাদের উপরও সে ধরনের বিপদ এসে পড়ে যা এসেছিল নূহের সম্প্রদায়, হূদ-এর সম্প্রদায় এবং সালেহ-এর সম্প্রদায়ের উপর। আর লূত-এর সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশী দূরের নয়[৭]।	وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾
(৯০) আর তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর[৮]। অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু। অত্যন্ত প্রেমময়।	وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত শুআইব (আ.) অত্যন্ত নামাযী ছিলেন। এজন্য তারা তাঁর নামাযের প্রতি কটাক্ষ করে একথা বলেছিল। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, ওজনে কম দেয়া। তারা এটাকে কোন অপরাধ মনে করত না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এ বাক্যটিও কটাক্ষমূলক। (জালালাইন)

(৪) এখানে "উত্তম রিযিক" বলে "নবুয়ত"কে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৫) "তবে কী করে আমি দাওয়াত থেকে বিরত থাকব" এ বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) অর্থাৎ, আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করেই সত্যের দিকে ডাকছি। আর যে কাজ তোমাদেরকে করতে বলছি সে কাজ আমি নিজেও করছি এবং তোমাদেরকে যে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছি সে কাজ থেকে আমি নিজেও বিরত থাকছি। এমনতো নয় যে, কোন কাজ আমি নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে নিজে করছি আর তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছি। তাহলে কী করে তোমরা আমার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন করতে পার? (বয়ানুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ নূহ, হূদ ও সালেহ-এর কওমের পরিণতির কথা বহুদিন পূর্বে অতিবাহিত হওয়ার ফলে যদি তোমরা ভুলে গিয়ে থাক তবে লূত-এর কওমকে শাস্তি দানের ঘটনা তো বেশী দিন আগের নয়। এটাতো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) এখানে ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলে ঈমান আনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

وَ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۹۳﴾	(৯৩) আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও। আমিও কাজ করছি। অচিরেই জানতে পারবে কে সেই ব্যক্তি যার উপর আসবে এমন আযাব যা তাকে করবে অপমানিত, আর কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা অপেক্ষায় থাক[৫] আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারী হিসেবে আছি।
وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۹۴﴾	(৯৪) এবং (পরিশেষে) আমার নির্দেশ যখন এসে গেল, তখন শুআইব ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে তাদেরকে আমি নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর সেই জালেমদেরকে পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ। ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল[৬]।
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿۹۵﴾	(৯৫) যেন তারা এগুলোতে বসবাস-ই করেনি। জেনে রেখো, (রহমত থেকে) দূরে সরে পড়ল মাদইয়ান। যেভাবে দূরে সরে পড়েছিল ছামূদ সম্প্রদায়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তারা একথা হযরত শুআইব (আ.) কে বিদ্রূপ করে বলেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) رهط শব্দের অর্থ গোত্রের লোক, আত্মীয়-স্বজন। অর্থাৎ, তোমার যে সব আত্মীয়-স্বজন আমাদের ধর্ম মতে আছে তারা না থাকলে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, আমাকে মেরে ফেলা থেকে তোমরা বিরত রয়েছ কেবল আমার আত্মীয়-স্বজনের কারণে? আল্লাহ পাকের ভয় ও সম্মানে নয়? তবে কি তোমাদের কাছে আমার আত্মীয়-স্বজন আল্লাহ পাকের চেয়েও বড় ও সম্মানের পাত্র হয়ে গেল? (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছ না। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, শাস্তি আসে কি-না সেটা দেখার অপেক্ষা। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, মরে পড়ে রইল। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯১নং আয়াত :

১. আয়াতে দ্বীনের প্রতি আহবানকারীদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। হযরত শুআইব (আ.)-এর মত নবীকেও বাতিল সম্প্রদায় দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার অপরাধে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার হুমকি দিয়েছে, কটাক্ষ করে বলেছে যে, আমরা তোমার কথা বুঝি না।

www.maktabatulabrar.com

২. বাতিল সম্প্রদায় হকপন্থীদেরকে দুর্বল মনে করে থাকে। অথচ পরিণামে হকপন্থীগণই বিজয়ী হয়ে থাকেন।

● ৯২ নং আয়াত :

১. বাতিলপন্থীদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার শক্তি, দাপটই সবকিছু। আল্লহ'র শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে তারা বেখবর।

২. আল্লাহ তাআলা সকলের সব আমল সম্বন্ধে খবর রাখেন সেমতে বাতিলপন্থীরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে না।

● ৯৩নং আয়াত :

১. কাফের ও নাফরমানদের সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য সময় ও অপেক্ষার প্রয়োজন। যথা সময়ে তাদের ভুল অবশ্যই ভেঙ্গে যাবে এবং সত্যকে উপলব্ধি করবে। কিন্তু তখন শোধরানোর সুযোগ না-ও থাকতে পারে।

২. হকপন্থীদেরকে প্রতিকূলতা কাটার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

● ৯৪-৯৫নং আয়াতদ্বয় :

১. কাফের, নাফরমান ও বাতিলপন্থীদের শক্তি, দাপট ও বাড়াবাড়ি সাময়িকভাবে যতই অধিক হোক না কেন, পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা হকপন্থীদেরকেই রক্ষা করেন। আর বাতিলপন্থীদেরকে করে দেন নিশ্চিহ্ন। হযরত শুআইব (আ.)-এর কওমের ঘটনা তার-ই উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে।

২. আল্লাহর ওয়াদা কখনও লঙ্ঘন হয়না।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۶﴾	(৯৬) আর আমি তো অবশ্যই মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ[১] পাঠিয়েছিলাম।
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿۹۷﴾	(৯৭) ফেরআউন ও তার অমাত্যদের কাছে। এরপরও তারা[২] ফেরআউনের নির্দেশই পালন করে যেতে থাকল। অথচ ফেরআউনের নির্দেশ (মোটেই) ন্যায়সংগত ছিল না।
يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۸﴾	(৯৮) কেয়ামতের দিন সে তার সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে জাহান্নামে নামাবে। আর সেটা কত নিকৃষ্ট ঘাট, যেখানে তাদেরকে নামানো হবে।
وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿۹۹﴾	(৯৯) বস্তুত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে লানত এখানেও (দুনিয়াতে)[৩] এবং কেয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট এই পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, লাঠি এবং উজ্জ্বল হাত ইত্যাদি মু'জেযা। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) তারা অর্থাৎ, ফেরআউনের পরিষদবর্গ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) দুনিয়াতে লানত তথা অভিশাপ এভাবে যে, তাদের পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত সকল জাতি তাদের উপর অভিশাপ দেয়। (আবুস সুউদ)

(৪) رِفْد শব্দের অর্থ সাহায্য বা পুরস্কার। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৬-৯৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. কেবলমাত্র দলীল–প্রমাণ ও অলৌকিক বিষয় দেখালেই মানুষ ঈমান গ্রহণ করবে এটা ঠিক নয়। হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক বিভিন্ন শক্তিশালী মু'জেযা দেখানোর পরও ফেরআউন ও তার সঙ্গীরা ঈমান গ্রহণ করেনি। এখানে আল্লাহ পাকের তাওফীক প্রয়োজন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. স্পষ্টত: বলা হয়েছে যে, ফেরআউনের কর্মকাণ্ড সঠিক ছিল না।

● ৯৮নং আয়াত :

১. দুনিয়াতে বাতিলপন্থীদের নেতৃত্ব মেনে নিলে আখেরাতেও তারা নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ফেরআউন যখন ঐ জাহান্নামীদের অগ্রভাগে থাকবে, তখন অবশ্যই সেও জাহান্নামী।

● ৯৯নং আয়াত :

নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির ফয়সালা করা হয়েছে।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾

(১০০) এগুলো হল সে সব জনপদের কিছু কিছু ঘটনা যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। এ(জনপদ)গুলোর মধ্যে কোন কোনটি (এখনো) বহাল আছে[১]। আর (কোন কোনটি) কর্তিত ফসল (-এর মত নিশ্চিহ্ন) হয়ে গেছে[২]।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾

(১০১) আর আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি[৩]। কিন্তু তারাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে[৪]। ফলে যখন তোমার প্রতিপালকের হুকুম এসে গেল তখন আল্লাহকে ছেড়ে যেসব মা'বূদকে তারা ডাকতো তারা তাদের কোনই কাজে আসল না। এবং তারা তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করল না[৫]।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾

(১০২)আর বস্তুত তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এমন-ই হয়; যখন তিনি জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন এমন অবস্থায় যে, তারা জুলুমে লিপ্ত। নিশ্চয়, তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেমন মিসর। এটি এখনো জনপদ হিসেবে টিকে আছে। যদিও এই জনপদে ফেরআউনকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) حصيد শব্দের অর্থ কর্তিত ফসল। ফসল কেটে ফেলায় যেভাবে ফসলের অস্তিত্ব থাকে না তেমনি কিছু কিছু শহর আযাবের কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন কওমে আদ-এর জনপদ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, বিনা অপরাধে জুলুম করে তাদেরকে আযাব দেইনি। (জালালাইন)

(৪) কুফর, নাফরমানী ইত্যাদির মাধ্যমে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) تتبيب শব্দের অর্থ ধ্বংস, ক্ষতি। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০০নং আয়াত :

১. পূর্ববর্তীদের ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে এসব বর্ণনা করেছেন।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী হওয়া সত্ত্বেও এসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটা তাঁর নবুয়তের প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

● ১০১নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা অন্যায়ভাবে কাউকে শাস্তি দেন না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ মানুষকে সাহায্য করতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

৩. ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে তাদের দেবতারা রক্ষা করতে পারেনি। এটা তাদের দেবতাদের অসারতার স্পষ্ট প্রমাণ।

৪. তাদের দেবতারা তাদেরকে রক্ষা করা নয় বরং তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।

● ১০২নং আয়াত :

১. জালেমদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন বলে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

(১০৩) আখেরাতের শাস্তিকে যে ভয় করে তার জন্যে এসবের[১] মাঝে রয়েছে অবশ্যই বড় নিদর্শন। এটা (আখেরাত) এমন দিন, যেদিন সকল মানুষকে একত্র করা হবে এবং এটি হল (সকলের) উপস্থিতির দিন।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾

(১০৪) আর আমি সেটাকে সামান্য একটি মেয়াদ[২] নাগাদ বিলম্বিত রাখছি মাত্র।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾

(১০৫) যখন সেদিন আসবে তখন তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউ কথাও বলতে পারবে না[৩]। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য, আর (কেউ হবে) ভাগ্যবান।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾	(১০৬) অতঃপর যারা হতভাগা হয়েছে[৪]তারা থাকবে জাহান্নামে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিৎকার ও আর্তনাদ[৫]।
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾	(১০৭) সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বর্তমান থাকবে[৬]। তবে তোমার প্রতিপালক কিছু ইচ্ছা করলে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা পুরোপুরি করেন।
وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾	(১০৮) আর যাদেরকে সৌভাগ্যশীল করা হবে তারা থাকবে জান্নাতে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা[৭]। (এটা) এমন দান, যা ছিন্ন হবার নয়।
فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾	(১০৯) সুতরাং তারা যার (প্রতিমার) ইবাদত করে সে ব্যাপারে তুমি কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়ো না[৮]। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা ইতিপূর্বে যেরূপ ইবাদত করত, তারাও সেরূপ ইবাদত-ই করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদের (শাস্তির) অংশ তাদেরকে কিছুমাত্র না কমিয়ে পুরোপুরি-ই দেব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, উল্লেখিত ঘটনাবলীর মাঝে। (জালালাইন)

(২) اجل معدود শব্দের অর্থ গোনা-গুণতি মেয়াদ তথা সামান্য ও নির্দিষ্ট মেয়াদ।

(৩) তবে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিলে অথবা প্রশ্নের উত্তরে তারা কথা বলার সুযোগ লাভ করবে। কাজেই যেসব আয়াতে হাশরের মাঠে মানুষের বিভিন্ন ধরনের কথা বলার বিষয়টি উল্লেখ আছে সেসব আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের অর্থের কোন বৈপরিত্য নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে এবং আলোচ্য আয়াতসমূহে "হতভাগ্য" বলে কাফের এবং "ভাগ্যবান" বলে মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন) আবার কেউ কেউ হতভাগ্য বলে বদকার এবং ভাগ্যবান দ্বারা নেককার সাব্যস্ত করেছেন –মুমিন হোক অথবা কাফের–। কেউ কেউ পৃথিবীতে হতভাগ্যদের আলামত বর্ণনা করেছেন ৫টি। যথা: অন্তর কঠোর হওয়া, চোখে অশ্রু না আসা, দুনিয়ার

www.maktabatulabrar.com

লোভ, দীর্ঘ বাসনা এবং নির্লজ্জতা। আর এর বিপরীত গুণাবলী-ই হচ্ছে ভাগ্যবানদের আলামত। (জালালাইন-টীকা)

(৫) زفير অর্থ জোরে চিৎকার করা। شهيق অর্থ নিম্নস্বরে আর্তনাদ করা। (জালালাইন)

(৬) "যতদিন আসমানসমূহ এবং পৃথিবী বর্তমান থাকবে" এটি একটি বাগধারা। এর দ্বারা "অনন্তকাল" বোঝানোই উদ্দেশ্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে জান্নাত থেকে বের করে দিতে পারেন। তবে তিনি কখনো এমনটি করবেন না। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, কাফেররা গায়রুল্লা'হর যে ইবাদত করছে সে ইবাদতের পরিণতিতে তারা জাহান্নামে যাবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, তাদের পূর্ববর্তীরা একই ধরনের কাজ করে জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৩ নং আয়াত :

১. অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার রয়েছে।

২. এসব ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ তাদের পক্ষেই হয়ে ওঠে, যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে।

৩. আয়াত দ্বারা হিসাব–নিকাশ ও বিচারের বিষয় প্রমাণিত হয়। পরকালে হিসাব গ্রহণ ও বিচারের জন্যই সকলকে একত্র করা হবে।

● ১০৪ নং আয়াত :

১. কেয়ামত দিবস খুব দূরে নয়। নির্দিষ্ট সামান্য মেয়াদ পার হওয়ার পরই তা সংঘটিত হবে।

২. এই সামান্য মেয়াদ বিলম্বিত রাখার মধ্যেও হেকমত রয়েছে। হেকমতওয়ালা আল্লাহর পক্ষ হতেই এটাকে বিলম্বিত রাখা হয়েছে।

● ১০৫ নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন সুপারিশ বা উপকারের কোন কথা বলার ক্ষমতা কারও থাকবে না।

২. আয়াত দ্বারা তাকদীরের বিষয় প্রমাণিত হয়।

● ১০৬–১০৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. জাহান্নামীদের করুণ অবস্থা এবং তাদের শাস্তির কথা জানা যায়।

২. কাফেররা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

৩. আল্লাহ আআলা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ইচ্ছা ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে জাহান্নামী কাফেরকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, তবে তিনি করবেন সেটাই, যা তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ পাকের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে, তিনি কাফেরদেরকে মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা করবেন না। ফলে কাফেররাও জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ করবে না। (বয়ানুল কুরআন ও আইসারুত্তাফাসীর)

● ১০৮নং আয়াত :

১. সৌভাগ্যশালী অর্থাৎ, নেককার মুমিনদের পরকালীন পুরস্কারের বিষয়টি জানা যায়।

২. এ আয়াতে আরো লক্ষণীয় বিষয় যে, এখানে "যাদেরকে সৌভাগ্যশালী করা হবে" তথা فعل مجهول ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে হতভাগাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে "যারা হতভাগা হয়েছে" فعل معروف এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভাল কাজের সম্পর্ক আল্লাহ্ পাকের দিকে করা উচিত এবং খারাপ কাজের সম্পর্ক নিজের ও শয়তানের দিকে করা-ই নিয়ম। (বয়ানুল কুরআন)

৩. মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশের পর অনন্তকাল তাবে অবস্থান করবে।

৪. আল্লাহ আআলা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ইচ্ছা ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে মুমিনকেও জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, তবে তিনি করবেন সেটাই, যা তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। আর তা হল মুমিনগণ চিরকাল জান্নাতে থাকবে। (আইসারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

৫. জান্নাতের নেয়ামত হল অফুরন্ত ও চিরস্থায়ী।

● ১০৯নং আয়াত :

১. কাফেররা গায়রুল্লা'হর যে ইবাদত করছে সে ইবাদতের পরিণতিতে তারা জাহান্নামে যাবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

২. যাদের আমল বাতিলপন্থী ও জাহান্নামীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তাদের পরিণতিও হবে একই ধরনের। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۱۰﴾

(১১০) আর আমি তো-অবশ্যই মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। অতঃপর তাতেও মতভেদ করা হল[১]। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি কথা আগেই (স্থিরকৃত) না হয়ে থাকত, তাহলে তাদের মাঝে অবশ্যই মীমাংসা হয়ে যেত[২]। আর তারা তো অবশ্যই এ ব্যাপারে[৩] এমন মহা সন্দেহে রয়েছে যা (তাদেরকে) দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রাখছে।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱۱﴾

(১১১) আর নিশ্চয় সকলেই এমন[৪] যে, তোমার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের আমলসমূহ (-এর প্রতিদান) অবশ্যই পুরোপুরি দিবেন। তারা যা করছে সে ব্যাপারে তিনি অবশ্যই পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۲﴾

(১১২) অতএব, তুমি অটল থাক[৫] যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তোমার সাথী যারা ঈমান এনেছে[৬] তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না[৭]। তোমরা যা করছ সেদিকে তিনি অবশ্যই পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

(১১৩) আর যারা সীমালংঘন করেছে তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়ো না[৮]। তাহলে তোমাদেরকেও আগুন স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধুও নেই। অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)কে তাওরাত দেয়ার পর সে সময়ের লোকেরা কেউ কেউ এটাকে সত্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করেছে। আবার কেউ এটাকে মিথ্যা বলেছে। এভাবে তাওরাত নিয়েও মতভেদ করেছিল মানুষেরা। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, "আখেরাতেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের প্রতিফল পূর্ণরূপে দেয়া হবে" একথা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকলে এই মতভেদকারীদের আযাব দুনিয়াতেই দেয়া হত। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত শাস্তি না হওয়ার ব্যাপারে কিংবা কুরআনের ব্যাপারে। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৪) এখানে لما শব্দটি'র প্রকৃত রূপ لمن ما ছিল। ما এখানে অতিরিক্ত। পরবর্তীতে এখানে ইদগাম হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) ইস্তেকামাত শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন দিকে না ঝুঁকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আকায়েদ, ইবাদাত, লেন-দেন তথা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁর নির্দেশ মত চলা। কোন ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি কিংবা গড়িমসি না করা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এখানে تاب শব্দের অর্থ যারা শিরক থেকে তওবা করেছে অর্থাৎ, ঈমান এনেছে। (জালালাইন)

(৭) لا تطغوا (তোমরা সীমালংঘন করো না) এখানে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সীমালংঘনের ব্যাপারে উম্মতদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে। অথচ ইস্তেকামাতের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে-ই সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সীমালংঘন প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে বালাগাত নিহিত আছে। (মাআরিফুল কুরআন, বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৮) ركون শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া। সীমালংঘনকারী বা কাফেরদের প্রতি ঝুঁকবে না– এর অর্থ হল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথা মত চলবে না, তাদের লেবাস-পোষাক, চাল-চলন অনুসরণ করবে না ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১০নং আয়াত :

১. আয়াতের দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়াও আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য এ মর্মে যে, কাফেররা শুধু কুরআনকে-ই নয় বরং ইতিপূর্বে তাওরাতকে নিয়েও মতভেদ সৃষ্টি করেছে। এটাই তাদের স্বভাব।

২. দুনিয়াতে কাফের ও অপরাধীদের পরিপূর্ণ শাস্তি না হওয়ার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিপূর্ণ আযাবের জন্য আখেরাতকে নির্ধারণ করেছেন।

● ১১১নং আয়াত :

১. দুনিয়াতে নয় বরং আখেরাতেই আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তাআলা সকলের সব আমলের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

● ১১২নং আয়াত :

১. দ্বীনের উপর ইস্তেকামাত তথা অটল ও স্থির থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূরা হুদ-এর ইস্তেকামাত সংক্রান্ত এ আয়াত আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও গড়িমসি না করা অত্যন্ত জরুরী।

৩. আল্লাহ সব ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।

● ১১৩নং আয়াত :

১. কাফের ও নাফরমানদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তাদের চাল-চলন অনুসরণ করা সম্পূর্ণ হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. জাহান্নামের কাজ করলে কেউ রক্ষা করার থাকবেনা।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

(১১৪) আর তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে[১] এবং রাতের প্রথম ভাগে[২]। নিঃসন্দেহে নেক কাজসমূহ[৩] গোনাহসমূহকে[৪] মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ[৫]।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

(১১৫) আর তুমি ধৈর্যধারণ কর। কারণ, আল্লাহ কখনোই নেককারদের প্রতিদানকে বিনষ্ট করেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) দিনের দুই প্রান্ত বলে একদিকে ফজরের নামায এবং অপর দিকে যোহর ও আসরের নামাযকে বোঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে, এর দ্বারা শুধু ফজর ও আসরের নামায-ই উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে যোহরের নামায এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হবে না। বরং اقم الصلوة لدلوك الشمس আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) زلف শব্দটি زلفة -এর বহুবচন। রাতের প্রথম অংশকে زلفة বলা হয়। রাতের প্রথম ভাগের নামায দ্বারা মাগরিব ও ইশা উদ্দেশ্য। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আবুস সুউদ)

(৩) এখনে নেক কাজ বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও অন্যান্য নেক আমলও উদ্দেশ্য। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৪) অর্থাৎ, সগীরা গোনাহ। (জালালাইন)

(৫) কেননা এর দ্বারা নেক আমলের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৪নং আয়াত :

১. আয়াত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের সময় জানা যায়। দিবসের দুই প্রান্তে ফজর, যোহর ও আসর এবং রাতের প্রথম ভাগে মাগরিব ও ইশা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, নেক আমল বিশেষ করে নামাযের দ্বারা সগীরা গোনাহ-সমূহ মাফ হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত)

● ১১৫নং আয়াত :

১. বিরুদ্ধবাদীদের আচরণে সবর করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. সবর তথা ধৈর্যের নির্দেশ প্রদানের পর নেককারদের প্রতিদান বিনষ্ট না করার উল্লেখ থেকে বুঝা যায় সবরও একটি বড় নেককাজ। এর দ্বারা সবর বা ধৈর্যের ফযীলত জানা গেল।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

(১১৬) বস্তুত তোমাদের পূর্বে[১] যেসব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান[২] লোক ছিল না যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে বাধা দিত। তবে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতিক্রম যাদেরকে তাদের মধ্য থেকে আমি রক্ষা করেছি। আর সীমালংঘনকারীরা যে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত ছিল তার পেছনেই পড়ে রইল এবং তারা ছিল অপরাধী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

(১১৭) আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহকে কুফরের কারণে ধ্বংস করে দিবেন এ অবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী[৩]।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

(১১৮) আর তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই সকল মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করতেন[৪]। কিন্তু তারা সর্বদাই মতভেদকারী রূপে থাকবে[৫]।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

(১১৯) তবে সে ব্যতীত যার প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন। আর তিনি এজন্যেই[৬] তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার প্রতিপালকের একথাও পূর্ণ হবেই যে, "অবশ্যই আমি জাহান্নামকে মানুষ[৭] ও জ্বিন উভয়ের দ্বারা পূর্ণ করব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে لولا শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র نفي বা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। (বয়ানুল কুরআন)

(২) بقية অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। এখানে بقيه শব্দের দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি এবং اولوا بقية বলে বুদ্ধিমান লোককে বোঝানো হয়েছে। মানুষ সাধারণতঃ প্রিয়, শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান বস্তুকেই অবশিষ্ট রাখে। বিবেক ও বুদ্ধি যেহেতু সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, সেজন্যই এটাকে بقية বা অবশিষ্ট বলে নাম রাখা হয়েছে। (আবুস সুউদ ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) নিজের আমলকে সংশোধনকারী এবং অপরের বদ আমলকেও সংশোধনের চেষ্টায় রত। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, সবাইকে নবীগণের শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তিনি মানুষকে ভাল-মন্দ গ্রহণের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, এক শ্রেণীর মানুষ সর্বদাই সত্যের বিরোধিতা করে যাবে।

(৬) যারা সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করে তাদের জন্য দু:খ করে কোন লাভ নেই। কারণ, তাদেরকে এ কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) এরা হল এই শ্রেণীর-ই মতভেদকারী মানুষ। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৬-১১৭নং আয়াতদ্বয় :

১. যারা নিজেরা সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে না এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ফ্যাসাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, তারাই হল আল্লাহ পাকের কাছে বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

২. যে সমাজে জুলুম-নির্যাতন ফিতনা-ফ্যাসাদ বিনা বাধায় চলতে থাকে, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। যারা সত্যের আহবান জানায় এবং মিথ্যা থেকে মানুষকে বিরত রাখে তাদের উপস্থিতির কারণে আল্লাহ তা'আলা সমাজকে ধ্বংস থেকে মুক্ত রাখেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ভোগ-বিলাসের উপকরণ প্রায়শ:ই মানুষকে অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। (প্রাগুক্ত)

৪. শুধু কুফরীর কারণে আল্লাহ কোন জাতিকে দুনিয়াতে ধ্বংস করেন না। যদি কুফরীর সাথে অন্য ফ্যাসাদ যোগ না হয়, পরস্পরের হক আদায় করে, একে অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করে, ("অধিবাসী-রা সংশোধনকারী" বলে যে দিকে ইংগিত করা হয়েছে।) তাহলে তারা রক্ষা পেয়ে যায়। (আবুস সুউদ অবলম্বনে)

● ১১৮নং আয়াত :

যারা নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করে, তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তারা জাহান্নামী। তবে উলামায়ে দ্বীন ও মুজতাহিদ আলেমগণের মাঝে যে মতভেদ সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে তা নিন্দনীয় নয় এবং এই আয়াতের দ্বারা সে ধরনের মতভেদের নিন্দা করা হয়নি। (বয়ানুল কুরআন)

● ১১৯নং আয়াত :

১. যাদের প্রতি আল্লাহর দয়া হয়, তারাই সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

২. দ্বীনের বিরোধিতাকারী এক শ্রেণীর লোক যুগে যুগে থাকবে। এদের জন্য দু:খ করে লাভ নেই। এদের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন।

www.maktabatulabrar.com

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

(১২০) আর রসূলগণের ঐসব ঘটনাবলী –যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি– সেগুলো এমন যে, এর দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে মজবূত[১] করি। আর এসবের মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য, এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও সতর্কবাণী[২]।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾

(১২১) আর যারা ঈমান আনে না তাদেরকে তুমি বলে দাও, তোমরা তোমাদের জায়গায় আমল করতে থাক[৩]। আমরাও আমল করছি।

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) এবং তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক। আমরাও অপেক্ষাকারী হিসেবে রইলাম[৪]।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

(১২৩) আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয় (-এর জ্ঞান) তো আল্লাহর-ই জন্যে। আর তাঁরই কাছে সকল কিছু ফিরিয়ে নেয়া হবে। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ। আর তোমরা যা কর সে ব্যাপারে তোমার প্রতিপালক বে-খবর নন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এসব অতীত ঘটনাবলীর দ্বারা তোমার অন্তর মজবুত হয় সান্ত্বনা লাভ করে। কেননা, এর দ্বারা তুমি পূর্ববর্তী নবীগণের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা জানতে পারবে এবং তাদের মতো তুমিও ধৈর্যধারণ করবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) যেহেতু একমাত্র মুমিনরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন করে, সেহেতু এখানে মুমিনদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্যথায় কুরআন তো মুমিন ও কাফের সকলের জন্যই উপদেশ ও সতর্কবাণী। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) এর দ্বারা কাফেরদের আচরণ ও অবাধ্যতার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। সন্তুষ্ট হয়ে অনুমতি দেয়া নয়। (জালালাইন) কাজেই এ জাতীয় আয়াতসমূহের দ্বারা ধর্ম নিরপেক্ষতা'র প্রমাণ পেশ করা চূড়ান্ত মূর্খতা।

(৪) অর্থাৎ, তোমাদের আমলের পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষায় থাক। অচিরেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২০নং আয়াত :

১. নবী-রসূল, সাহাবা ও আওলিয়ায়ে কেরাম তথা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের জীবনী ও ইতিহাস পাঠের দ্বারা অন্তর মজবূত হয়। সত্যের পথে টিকে থাকার সাহস ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. মুমিনগণই কুরআনে কারীম থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

● ১২১-১২২নং আয়াতদ্বয় :

১. আয়াতে কাফেরদের আচরণ ও অবাধ্যতার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

২. নাফরমান ও অবাধ্য লোকেরা অচিরেই তাদের মন্দ পরিণতি ভোগ করবে। শুধুমাত্র কিছুটা অপেক্ষার প্রয়োজন।

● ১২৩নং আয়াত :

১. গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না।

২. সব কিছু আল্লাহর নিকট প্রত্যানীত হবে।

৩. সকলের উচিত একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা এবং তার-ই উপর ভরসা স্থাপন করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. আল্লাহ তাআলা কোন কিছুর ব্যাপারে বে-খবর নন, অতএব অপরাধ করার ব্যাপারে সাবধান থাকা চাই।

(১১) সূরা ইউসুফ[১], মক্কী
১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓرٰ ۗ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١

(১) আলিফ-লাম-রা, এগুলো ওই কিতাবের আয়াতসমূহ যা সত্যকে পরিস্ফুটকারী।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٢

(২) নিশ্চয়, আমি এটা নাযিল করেছি কুরআন রূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার[২]।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٣

(৩) আমি তোমার কাছে এই কুরআনকে ওহীরূপে পাঠিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি উৎকৃষ্টতম একটি ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর নিশ্চয় তুমি ইতিপূর্বে (এ ঘটনা সম্পর্কে) অনবহিত ছিলে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল ও প্রসঙ্গ কথা : সূরা ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল পুরো সূরাতেই তাঁর কাহিনী বিদ্যমান এবং কুরআনে কারীমের অন্য কোথাও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামান্যতম আলোচনাও নেই। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাকে "সর্বোত্তম ঘটনা" বলে অভিহিত করেছেন। এই সূরার

www.maktabatulabrar.com

শানে নুযূল হল– একবার কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বলেছিল, যদি আপনি সত্যিই আল্লাহ'র নবী হন, তবে বলুন ইয়াকূব পরিবার শাম থেকে মিসরে কেন এসেছিল এবং ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা কি ছিল? এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এবং নিজে বুঝে অপরের কাছে পৌছাতে পার। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত :

কুরআনে কারীম মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

● ২নং আয়াত :

১. যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে আরব দেশে নাযিল করেছিলেন সেহেতু সেখানকার লোকের মাতৃভাষায় নাযিল করেছিলেন। যাতে তারা নিজেরা বুঝতে পারে এবং অপরকে বুঝাতে পারে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এতে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।

● ৩নং আয়াত :

১. ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা সর্বোত্তম একটি ঘটনা। কারণ, এর মাঝে মানুষের তাকদীর, স্বপ্ন, হিংসা, বিচ্ছেদ-মিলন, প্রেম, ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি বহু বিষয়ে দিক নির্দেশনা আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় বর্ণিত হয়েছে।

২. "তুমি ইতিপূর্বে (এ ঘটনা সম্পর্কে) অনবহিত ছিলে।" এ বক্তব্য দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার একটি প্রমাণ দাঁড় করানো হয়েছে। তা এভাবে যে, তুমি ইতিপূর্বে (এ ঘটনা সম্পর্কে) অনবহিত ছিলে, অতঃপর ওহীর মাধ্যমেই তুমি সে সম্বন্ধে অবহিত হয়েছো।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝٤

(৪) স্মরণ কর, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা! আমি তো (স্বপ্নে) দেখেছি এগারটি তারকা, এবং সূর্য ও চাঁদকে; সেগুলোকে দেখেছি আমার প্রতি সাজদারত অবস্থায়[১]।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٥

(৫) সে (পিতা) বলল, হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমার স্বপ্নের বিষয় তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা কর না। পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে। নিশ্চয়, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন[২]।

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦

(৬) আর এমনিভাবে[৩] তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবীরূপে) মনোনীত করবেন, তোমাকে শেখাবেন স্বপ্নসমূহের ব্যাখ্যা[৪]। এবং তিনি তোমার উপর ও ইয়াকূব বংশধরের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন[৫] যেভাবে তিনি ইতিপূর্বে তোমার পিতৃদ্বয়– ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর তা পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়, তোমার প্রতিপালক মহাজ্ঞানী, মহা হিকমতওয়ালা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে এগার তারকা'র দ্বারা ইঙ্গিত ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এগার ভাইয়ের প্রতি এবং সূর্যের দ্বারা পিতা ও চন্দ্রের দ্বারা মাতা'র প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আর সাজদা করা'র দ্বারা আনুগত্য প্রকাশের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ, একদিন এরা সবাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। উল্লেখ্য, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়া বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে দশ পুত্র জন্ম লাভ করে। তার ইন্তেকালের পর হযরত ইয়াকূব (আ.) তারই বোন রাহীলকে বিয়ে করলে তার গর্ভ থেকে হযরত ইউসুফ (আ.) ও বিনয়ামীন জন্ম লাভ করেন। বিনয়ামীনের জন্মের পরই রাহীল মারা যান। হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন পিতার সবচেয়ে আদরের সন্তান। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, শয়তান দুশমনী করে তোমার ভাইদের মনে তোমার সম্পর্কে উঁচু ধারণা'র সৃষ্টি করতে পারে। ফলে তারা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। এখানে বৈমাত্রেয় দশ ভাইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, যেভাবে তুমি স্বপ্নের মাধ্যমে অবহিত হয়েছ। (জালালাইন)

(৪) حديث শব্দটি حديث –এর বহুবচন। অর্থ: কথা, এখানে উদ্দেশ্য স্বপ্ন। কেননা, স্বপ্ন সত্য হলে সেটা হয় ফেরেশতার কথা আর মিথ্যা হলে সেটা হয় মনের কথা বা শয়তানের কথা। বস্তুত: স্বপ্ন তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে, মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য। এ প্রকার স্বপ্নের স্বরূপ হল, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি আলমে-মিছাল তথা উপমা জগতে বিদ্যমান থাকে। মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় কখনো কখনো সেগুলো দেখতে পায়। তবে এগুলোর ভেতরে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝামেলা মিশ্রিত থাকার দরুন এগুলোর ব্যাখ্যা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু নবীগণের স্বপ্ন সব ধরনের ঝামেলা মুক্ত হওয়ার কারণে নবীগণের স্বপ্ন সত্য এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী বলে সাব্যস্ত হয়। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনা থাকায় তা কারো জন্য প্রমাণ বলে গণ্য হয় না। (মাআরিফুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৫) এখানে "অনুগ্রহ" বলে নবুওয়ত দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪নং আয়াত :

১. অনেক স্বপ্ন-ই সত্যে পরিণত হয়। কেননা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছিল চল্লিশ বছর পর। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরী নয়।

● ৫নং আয়াত :

১. হিতাকাঙ্খী নয় কিংবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয় এমন ব্যক্তির কাছে স্বপ্ন ব্যক্ত করা উচিত নয়। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) ইউসুফ (আ.)কে ভাইদের কাছে স্বপ্ন বলতে নিষেধ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কাউকে অপরের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের দোষের কথা তার অগোচরে বলা জায়েয। এটা গীবত নয়। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) ইউসুফ (আ.)কে ভাইদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। (প্রাগুক্ত)

৩. সম্ভাব্য সতর্কতা গ্রহণ করা শরীয়তের একটি বিধিবদ্ধ বিষয়।

৪. "পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে।" এ কথা বলার পর বলা হয়েছে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। এভাবে বোঝানো হয়েছে যে, কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেতনা শয়তানের উস্কানীতে হয়ে থাকে।

● ৬নং আয়াত :

১. স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি পৃথক শাস্ত্র। যা আল্লাহ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.)কে এর জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. হযরত ইয়াকূব (আ.)ও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা-ই হয়েছিল।

৩. নবুয়ত আল্লাহর এক অনুগ্রহনির্ভর বিষয়, এটা সাধনা নির্ভর বিষয় নয়।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবারের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তার পরিবারে পিতা, পুত্র, নাতি পরম্পরায় অনেকে নবুয়ত লাভ করেছেন। (আইসারুত্তাফাসীর)

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝٧

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٨

(৭) অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনা'র[১] মাঝে তো রয়েছে বহু নিদর্শন যারা (এ ঘটনা সম্বন্ধে তোমার কাছে) জিজ্ঞাসা করছে তাদের জন্য[২]।

(৮) স্মরণ কর[৩]। তারা[৪] যখন (নিজেদের মাঝে) বলাবলি করল, অবশ্যই আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই[৫] হল আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি পরিপূর্ণ দল[৬]। আমাদের পিতা তো অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মাঝে আছেন।

(৯) (হয়তো) ইউসুফকে মেরে ফেল[৭] অথবা তাকে (দূরবর্তী) কোন স্থানে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার মনোযোগ তোমাদের জন্যই একান্ড় হয়ে যাবে এবং এরপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে[৮]।	اِقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝٩
(১০) তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বক্তা[৯] বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর না। বরং যদি (কিছু) করতেই চাও তবে তাকে কোন গভীর কূপে[১০] ফেলে দাও, যাতে পথিকদের কেউ তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়[১১]।	قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ঘটনা "শব্দ"টি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, সেসব ইয়াহুদীদের জন্য যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছিল। আর নিদর্শন হল যে, আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.) কে অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে রাজত্ব দান করেছিলেন। এই ঘটনা তাওরাতে যেভাবে বর্ণিত আছে তার চেয়ে উত্তমভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন। এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যনবী বলে স্বীকার করার নিদর্শন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। (জালালাইন-টীকা)

(৩) স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) তারা অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ (আ.) এর বৈমাত্রেয় দশ ভাই। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, বিনয়ামীন। (জালালাইন)

(৬) عصبه দশ বা দশের অধিক সংখ্যক লোকের দলকে বলা হয়। (আবুস সুউদ ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর) অর্থাৎ, আমরা শক্তিশালী হওয়ার দরুন আমরাই তো যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করি। ইউসুফ ও বিনয়ামীন তো তা পারে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দশ ভাইয়ের এরূপ চক্রান্তের কারণ হল, তারা যে কোনভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয় জানতে পেরেছিল।

(৮) অর্থাৎ, ইউসুফকে সরিয়ে দিতে পারলেই তোমাদের প্রতি পিতার মনোযোগ আকৃষ্ট হবে এবং তোমাদের শক্তি ও যোগ্যতাকে তিনি মূল্যায়ন করবেন। এভাবে তোমরা পিতার কাছে ভাল তথা যোগ্য দল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। অথবা এখানে صلحين শব্দের অর্থ "তওবা করে ভাল হয়ে যাওয়া"ও হতে পারে। বয়ানুল কুরআনে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) তিনি ছিলেন দশ ভাইয়ের মধ্যে সকলের বড়। নাম তার ইয়াহুদা। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.) এর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(১০) غيبت শব্দের অর্থ অদৃশ্য। এখানে গভীর কূপকে বোঝানো হয়েছে। কেননা গভীর কূপের তলদেশ দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায়। ইয়াহুদা'র উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফকে বাঁচিয়ে রাখা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(১১) অর্থাৎ, এক্ষেত্রে হত্যা'র গোনাহও হলনা, আবার পিতার নজর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়াও সম্ভব পর হল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭নং আয়াত :

কোন কোন ঘটনায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় থাকে, যা মানুষের বিভিন্ন উপকার সাধন করে থাকে। হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় এরূপ বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

● ৮নং আয়াত :

১. পিতা কর্তৃক পুত্রদের মধ্যে বিশেষ কাউকে অধিক ভালবাসা'র ফলে ভাইদের মাঝে পরস্পরে হাসাদ বা হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। যদিও কারো কারো প্রতি বিশেষ করে ছোট সন্তানদের প্রতি বিশেষ স্নেহ অতি স্বাভাবিক এবং এটা অপরাধ কিছু নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হযরত ইউসুফ (আ.)–এর ভাইয়েরা শক্ত সমর্থ দল হওয়ায় পিতার অধিক ভালবাসা পাওয়ার দাবীদার ছিল। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা। ভালবাসা অন্তরের এক বিশেষ আকর্ষণ থেকে হয়ে থাকে। এটা কারও শক্তি সামর্থের ভিত্তিতে হয় না।

● ৯নং আয়াত :

১. হাসাদ বা হিংসা মানুষকে অনেক জঘন্য কাজেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

২. হযরত ইয়াকুব (আ.)–এর উক্ত দশ ছেলে নবুওয়ত প্রাপ্ত ছিল না। কেননা, তারা একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার চক্রান্ত করে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। নবীর পক্ষে কখনোই তা সম্ভব নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১০নং আয়াত :

১. ইয়াহুদা দুটি অন্যায়ের মধ্যে হাল্কা ও লঘু অন্যায়ের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন। এতে করে দেখা গেল দুটি অন্যায়ের মধ্যে হাল্কা অন্যায়কে গ্রহণ করার নীতি পূর্বের যুগেও বিদ্যমান ছিল। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১১) তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আপনার কী হল যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না[১]? অথচ আমরা অবশ্যই তার হিতাকাংখী।	قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝١١
(১২) আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান[২]। সে খুব খাবে-দাবে[৩] এবং খেলাধুলা করবে। আর বিশ্বাস করুন আমরা অবশ্যই তার হিফাযত করব।	اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝١٢

قَالَ اِنِّیْ لَیَحْزُنُنِیْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ یَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳﴾	(১৩) সে (ইয়াকূব) বলল, তাকে তোমাদের নিয়ে যাওয়াটা অবশ্যই আমাকে পেরেশান করে তুলবে এবং আমার এই আশঙ্কাও হয় যে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে, যখন তোমরা থাকবে তার প্রতি অসতর্ক[৪]।
قَالُوْا لَىِٕنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۱۴﴾	(১৪) তারা বলল, আমরা একটি পরিপূর্ণ দল[৫] থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘ তাঁকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরা অবশ্যই হব ক্ষতিগ্রস্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাদের এরূপ আবেদন থেকে বুঝা যায়, তারা ইতিপূর্বেও ইউসুফ (আ.) কে নিজেদের সাথে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পিতা রাজি হননি। তাই এবার ভালভাবে পরামর্শ করে অত্যন্ত জোরের সাথে আবেদন করেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কিংবা জঙ্গলে শিকারের উদ্দেশ্যে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(৩) يرتع শব্দটি এসেছে رتع থেকে। অভিধানে চতুষ্পদ জন্তুর খাওয়াকে رتع বলা হয়। পরবর্তীতে এটি মানুষের অধিক পরিমাণ ও তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, হযরত ইয়াকূব (আ.) ইউসুফ (আ.)কে তাদের সাথে না দেয়ার জন্য দু'টি ওজর পেশ করলেন। (এক) ইউসুফ আমার চোখের সামনে না থাকলে আমার কষ্ট হয়। (দুই)। তোমাদের অসত-র্কতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে। কেননা, সেখানে প্রচুর বাঘের আনাগোনা ছিল। কিংবা এখানে বাঘ বলে দশভাইয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, আমরা এত লোক থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাওয়াই আমাদের উপযুক্ত পাওনা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১নং আয়াত :

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, চমৎকার কথার আড়ালেও দুষ্ট কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে।

● ১২নং আয়াত :

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, শরীয়তের সীমা'র ভেতরে থেকে আনন্দ ভ্রমণ ও খেলাধুলা নিষেধ নয়। বিশেষ করে শিশুদের মন আনন্দিত করার জন্য তাদেরকে খেলাধুলায় লিপ্ত রাখা দোষের কিছু নয়। কেননা এ আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)–এর কাছে খেলাধুলা ও আনন্দ ভ্রমণের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

● ১৩–১৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে চিন্তিত বা পেরেশান হওয়া না জায়েয বা তাওয়াক্কুল-এর খেলাফ নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

২. হযরত ইয়াকূব (আ.) পুত্রদেরকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে ইংগিত করেছেন।

৩. সতর্কতা অবলম্বন করা নীতিসিদ্ধ। হযরত ইয়াকূব (আ.) ইউসুফকে রক্ষার ব্যাপারে সম্ভাব্য সব সতর্কতা অবলম্বনও করেছেন, কিন্তু সতর্কতা তাকদীরকে টলাতে পারে না।

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْۤا اَنْ یَّجْعَلُوْهُ فِیْ غَیٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَیْنَاۤ اِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵﴾	(১৫) অতঃপর তারা যখন তাঁকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কোন কূপে ফেলে দিতে একমত হল[১] তখন আমি তার কাছে এ মর্মে ওহী[২] পাঠালাম যে, তুমি অবশ্যই (একদিন) তাদেরকে তাদের এ কাজের ব্যাপারে জানাবে আর তারা বুঝতেই পারবে না[৩] (যে, তুমি কে)।
وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً یَّبْكُوْنَ ﴿۱۶﴾	(১৬) আর রাতের বেলায় তারা তাদের পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এল।
قَالُوْا یٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا یُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِیْنَ ﴿۱۷﴾	(১৭) তারা বলতে লাগল, হে আমাদের পিতা! আমরা তো দৌড় প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলাম আর ইউসুফ কে আমাদের মাল-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, এরপর বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে[৪]। আর আপনি তো আমাদের প্রতি বিশ্বাসী হবেন না, যদিও আমরা হই সত্যবাদী।
وَجَآءُوْ عَلٰی قَمِیْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۸﴾	(১৮) আর তারা তার জামার উপর মিছামিছি রক্ত লাগিয়ে আনল[৫]। সে বলল, (না,) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয় (কথা) সাজিয়ে দিয়েছে[৬]। সুতরাং আমার কাজ হল[৭], অভিযোগ না করে ধৈর্যধারণ[৮] করা। আর তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহ-ই হলেন এমন যার কাছে সাহায্য চাওয়া যায়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এবং সে অনুযায়ী ইউসুফকে একটি গভীর কূপে ফেলেও দিল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এটা নবুওয়তের ওহী ছিল না। বরং ইউসুফ (আ.)কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার কাছে এ ধরনের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। এটাকে ওহী শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হযরত ইউসুফ (আ.) কে কূপে ফেলার ফলে তাঁর কোন কষ্ট হয়নি। পানিতে পড়ার সাথে সাথে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে নিকটস্থ একটি পাথরের উপর বসিয়ে দিলেন। আর বড় ভাই ইয়াহুদা নিয়মিত গোপনে এসে তাঁকে বালতির সাহায্যে খাবার দিয়ে যেতে লাগল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) পরবর্তীতে এটা বাস্তবে সংঘঠিত হয়েছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) নি:সন্দেহে তাদের পুরো বিবরণ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৫) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ একটি ছাগল যবাই করে তার রক্ত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামায় মেখে পিতার কাছে এল এবং বলল, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এই দেখুন, তার জামায় রক্ত লেগে আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) হযরত ইয়াকূব (আ.) লক্ষ্য করলেন যে, জামা'র কোন অংশ ছেড়া নেই। তখন তিনি বললেন, এটা কেমন বুদ্ধিমান বাঘ যে, ইউসুফকে খেয়েছে অথচ তার জামা একটুও ছিড়েনি। তোমরা মিথ্যা কথা সাজিয়ে এনেছ। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(৭) এখানে "আমার কাজ হল" বাক্যটি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৮) جميل শব্দের অর্থ কোন অভিযোগ না করে বিপদে সবর করা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নবীগণ ছাড়া অন্যদের কাছে পাঠানো সংবাদকেও কোন কোন ক্ষেত্রে ওহী শব্দের দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়। হযরত ইউসুফ (আ.)–এর কাছে পাঠানো সান্ত্বনা বাণীকে ওহী বলা হয়েছে। অথচ তখনও তিনি নবুওয়ত প্রাপ্ত হননি।

২. কুয়ায় নিক্ষেপের সময় হযরত ইউসুফ (আ.)কে জানানো হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে তুমি তোমার ভাইদেরকে এ বিষয়ে জানাবে। এতে ইংগিত করা হয়েছিল যে, এখন তোমার জীবন বিপন্ন হবে না।

● ১৬নং আয়াত :

১. মিথ্যা ওজর ও কথার জন্য মিথ্যাবাদীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাত্রকেই বেছে নেয়। কেননা, এক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে চক্ষু-লজ্জাকে কিছুটা হলেও ঢাকা দেয়া যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কোন পক্ষ কেঁদে কেঁদে কিছু বললেই এটা বোঝায় না যে, সত্য তাদের পক্ষে। কাঁদার মধ্যেও প্রতারণা থাকতে পারে।

● ১৭নং আয়াত :

পারস্পরিক দৌড় প্রতিযোগিতা শরীয়ত অনুমোদন করে এবং এটি একটি উত্তম খেলা। এটি জিহাদের ক্ষেত্রেও কাজে আসে। ঘোড় দৌড়, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদিও বৈধ। তবে জুয়ার মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৮নং আয়াত :

১. বিচারকের উচিত উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি শোনার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা। হযরত ইয়াকূব (আ.) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ছেলেদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

উল্লেখ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামা'র সাথে তিনটি বিরাট ঘটনা জড়িত রয়েছে। (১) জামাতে রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দেয়া এবং জামা'র দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া। (২) যুলায়খার মিথ্যা অপবাদের ক্ষেত্রেও জামা-ই সাক্ষী হয়েছিল। (৩) তাঁর জামার স্পর্শেই হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

২. সবরে জামীল (অভিযোগ ও শেকায়েতমুক্ত ধৈর্যধারণ)-এর ফযীলত প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার নীতি প্রমাণিত হয়।

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ⑲

(১৯) (এরপর) একটি কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাল। অতঃপর সে নিজ বালতি ফেলল[১]। (এর পর) সে বলে উঠল, হে সুখবর! এ যে একটি কিশোর! আর তারা[২] পণ্যদ্রব্য গণ্য করে তাকে লুকিয়ে ফেলল। বস্তুত তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ⑳

(২০) আর তারা বিক্রয় করে দিল তাকে সামান্য মূল্যে হাতে গোনা কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে। আর তারা তার ব্যাপারে ছিল অনাগ্রহী।

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۙ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ㉑

(২১) এবং মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনে নিল সে তার স্ত্রীকে বলল, সম্মানজনকভাবে তার থাকার ব্যবস্থা কর[৩]। হতে পারে সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা তাকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহণ করব। আর এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম[৪] এবং এজন্যে যে, আমি তাকে স্বপ্নরাজি'র ব্যাখ্যা শেখাব। আর আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল যদিও অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বালতি ফেললে হযরত ইউসুফ (আ.) তাতে উঠে বসলেন।

(২) এখানে তারা অর্থাৎ, ইউসুফের ভাইয়েরা। তারা আশেপাশেই ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া, মেরে ফেলা নয়। এজন্য তারা চাইছিল কোন কাফেলা তাকে দূর দেশে নিয়ে যাক। এক্ষণে কাফেলার দখলে ইউসুফকে দেখে তারা ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য অর্থাৎ, পলাতক গোলাম বলে দায়ী করে নিজেদের কাছে নিল এবং পরক্ষণেই অতি সামান্য মূল্যে অর্থাৎ, ১৭ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিল এই শর্তে যে, তারা ইউসুফকে দূরের কোন দেশে নিয়ে যাবে এবং আশেপাশে কোথাও রাখবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) কাফেলার লোকেরা হযরত ইউসুফ (আ.) কে মিসরে নিয়ে বিক্রয়ের ঘোষণা দিল। তাঁর প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ লক্ষ্য করে তারা দাম স্থির করল ইউসুফ (আ.)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী কাপড়। অবশেষে আযীযে মিসর অর্থাৎ, মিসরের অর্থমন্ত্রী (কিতফী-

র/ইতফীর) তাকে কিনে নিলেন। তিনি নি:সন্তান ছিলেন বিধায় নিজ স্ত্রী যুলায়খাকে নির্দেশ দিলেন পুত্রের মত লালন-পালন করতে। (আবুস সুউদ ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এখানে সুসংবাদ রয়েছে যে, অচিরেই ইউসুফ (আ.) রাজত্ব লাভ করবেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯নং আয়াত :

১. জীবন রক্ষার স্বার্থে কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে চুপ থাকা জায়েয আছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁকে পলাতক গোলাম বলে দাবী করেছিল। এটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) এক্ষেত্রে প্রতিবাদ না করে চুপ ছিলেন। কেননা, তিনি ভাইদের পক্ষ থেকে জীবন নাশের আশঙ্কা করছিলেন। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের এই মিথ্যা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তারা নবী ছিলেননা।

৩. আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন বলে বোঝানো হয়েছে এটা অন্যায়, তিনি এই অন্যায়ের বিচার করবেন।

● ২০নং আয়াত :

১. আয়াত থেকে জানা যায়, شراء শব্দের অর্থ যেভাবে "ক্রয় করা" আসে তেমনি "বিক্রয় করা" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অতি মূল্যবান বস্তু কিংবা দামী ব্যক্তিও কারো কাছে মূল্যহীন মনে হতে পারে তার রুচি ও চাহিদার কারণে।

● ২১নং আয়াত :

১. পূর্বের শরীয়তে নারীদের জন্য গায়র মাহরাম ছেলেকে পুত্রের মত লালন-পালন করা এবং দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি জায়েয ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মে কাউকে পুত্র বলে ডাকলেই সে পুত্র হয়ে যায় না এবং সে বালেগ হলে তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয হবে না অর্থাৎ, পূর্বেকার এই বিধান ইসলাম "নস্‌খ" বা বাতিল করে দিয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যাকে আল্লাহ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেন এটা তার জন্য একটা সম্মানের বিষয়। (প্রাগুক্ত)

(২২) আর যখন সে নিজ যৌবনে উপনীত হল তখন তাকে আমি হিকমত ও ইল্‌ম[১] দান করলাম। আর এভাবেই আমি নেককারদেরকে প্রতিদান দেই।	وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيۡنٰهُ حُكۡمًا وَّعِلۡمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۲۲﴾
(২৩) আর যেই (মহিলার)[২] ঘরে সে অবস্থান করছিল সেই (মহিলা) তার কাছ থেকে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাকোফুসলাতে লাগল[৩] এবং সকল দরজা বন্ধ করে দিল। আর বলল, আস তোমাকে (বলছি)[৪]। সে (ইউসুফ) বলল, আল্লাহ রক্ষা করুন। তিনি তো আমার রব[৫] তিনি কত উত্তমভাবে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন[৬]। নিঃসন্দেহে এমন সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।	وَرَاوَدَتۡهُ الَّتِىۡ هُوَ فِىۡ بَيۡتِهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ وَغَلَّقَتِ الۡاَبۡوَابَ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىۡۤ اَحۡسَنَ مَثۡوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۳﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে হিকমত ও ইল্‌ম অর্থ নবুয়ত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী যুলায়খা। এখানে "যুলায়খা"-র নাম উল্লেখ না করে "যার ঘরে ছিল" বলার দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিজেকে বাঁচানো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য অধিক কঠিন ছিল। কেননা, তিনি উক্ত মহিলার ঘরে থাকতেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) المراودة শব্দের অর্থ নম্রতার সাথে কিছু চাওয়া باب مفاعلة-এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে অর্থ হবে উভয় পক্ষ থেকে চাওয়া বা ফুসলানো। হযরত ইউসুফ (আ.) যদিও এ কাজ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র কিন্তু তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্যের কারণেই যুলায়খা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এদিকে ইঙ্গিত করেই এমন শব্দ আনা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

(৪) "বলছি" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল। অত:পর বাড়ীর মোট সাতটি দরজা একে একে বন্ধ করে হযরত ইউসুফ (আ.) কে অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য আহবান করতে লাগল। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

(৫) তিনি অর্থাৎ, তোমার স্বামী আমার রব। রব অর্থ পালনকর্তা, লালন-পালনকারী। কোন মানুষের জন্য "রব" শব্দের প্রয়োগ ইসলামে জায়েয নেই। পূর্বে জায়েয ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) কাজেই তার সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। তোমার প্রতি তার অবদান যেহেতু আরো বেশী, কাজেই তুমিও কিছুতেই তাঁর সাথে বেঈমানী করতে পার না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে বালেগ হওয়ার পরই নবুয়ত দান করেছেন এর আগে নয়। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

২. যে কেউ নেককার হবে তাকেই আল্লাহ তা'আলা নিজ পুরস্কার দান করবেন।

৩. নেককারদের পুরস্কার দানের বিষয় বিবৃত হয়েছে।

● ২৩নং আয়াত :

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি নিজের পবিত্রতা রক্ষা করেন। ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. গোনাহ্ থেকে বাঁচার জন্যে প্রথম কাজ হল স্বয়ং আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এজন্যে হযরত ইউসুফ (আ.) যুলায়খার মন্দ প্রস্তাবের জবাবে প্রথমেই বলেছেন, আল্লাহ রক্ষা করুন। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

৩. অনুগ্রহকারী যদি কাফেরও হয় তবুও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ, হযরত ইউসুফ (আ.) অমুসলিম আযীযে মিসর-এর অবদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

৪. সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।

৫. ইংগিত করা হয়েছে যে, যেনা একটি সীমালংঘনের কর্ম। অতএব এটা গোনাহে কবীরা তথা বড় ধরনের গোনাহ।

(২৪) আর সে (মহিলা) তো তার ব্যাপারে দৃঢ় কামনা পোষণ করেছিল। আর সেও (ইউসুফ) তার ব্যাপারে কল্পনা করেছিল[১] যদি সে তার প্রতিপালকের দলীল[২] না দেখত, তবে (কামনা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল না[৩]।) এভাবেই (তাকে আমি দলীল দেখালাম) যাতে মন্দ ও অশ্লীল[৪] কাজকে আমি তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখি[৫]। নিশ্চয়, সে তো ছিল আমার মনোনীত বান্দাগণের একজন[৬]।	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝
(২৫) তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং সে (মহিলা) তার জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলল। এরপর উভয়ে তার (মহিলার) স্বামীকে পেল দরজার কাছে। সে (মহিলা) বলে উঠল, যে লোক তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজ করতে চায়, তার জন্য কারাগারে পাঠানো কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে।[৭]	وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) الهم শব্দটি দৃঢ় ইচ্ছা বা কামনা'র অর্থে যেমনি ব্যবহৃত হয়, তেমনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে মনের মাঝে কল্পনা উদয় হওয়া'র অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যুলায়খা'র ক্ষেত্রে هم শব্দের অর্থ হবে দৃঢ় ইচ্ছা করা। আর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত هم শব্দের অর্থ হবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কল্পনা করা। কেননা, এটা প্রমাণিত যে, নবীগণ হলেন মা'সূম তথা নিষ্পাপ। তাঁরা কখনো অন্যায় কাজের দৃঢ় ইচ্ছা মনে পোষণ করতে পারেন না। তবে মানুষ হিসেবে অনিচ্ছায় কোন মন্দ বিষয়ের কল্পনা মনে জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং গোনাহও নয়। যেমন, গরমের দিনে চরম তৃষ্ণার সময় কোন রোযাদার ব্যক্তির পানি'র কথা মনে উদিত হওয়া কোন অন্যায় নয়। বরং কার্যকর করা হল অন্যায়। কেউ কেউ আয়াতের এ অংশকে পরবর্তী অংশের সাথে যুক্ত করে তরজমা এভাবে করেছেন যে, "যদি সে তাঁর পালনকর্তার দলীল না দেখত তবে তাঁর মনেও কল্পনার সৃষ্টি হত"। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) দলীল কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। কেউ বলেছেন যে, সেই নির্জন রুমে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ছবি তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়। তিনি মুখে আঙ্গুল চাপিয়ে তাকে হুশিয়ার করছিলেন। কেউ বলেছেন আযীযে মিসরের ছবি। আবার কারো মতে, কুরআনের وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى (তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না)– এ আয়াত। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৩) "কামনা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল না" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। অসম্ভব ছিল না, কারণ, কামনা সৃষ্টি হওয়া'র সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান ছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে "মন্দ" বলে সগীরা গোনাহ এবং "অশ্লীল" বলে কবীরা গোনাহকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, ইউসুফ তো গোনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন-ই। এমনকি যে গোনাহ তার দিকে এগিয়ে আসতে চেয়েছিল তাকেও দূর করে দিয়েছি। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) মনোনীত অর্থাৎ, নবুয়ত প্রাপ্ত বান্দাগণের একজন। (মাআরিফুল কুরআন, বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৭) ঘটনার বিবরণ এই যে, যুলায়খা যেনার উদ্দেশ্যে বাড়ীর সবগুলো দরজা তালাবদ্ধ করে হযরত ইউসুফ (আ.) কে আহবান করল। হযরত ইউসুফ (আ.) নিজেকে রক্ষা করার জন্য দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বের হওয়ার জন্য সেদিকে দৌড় দিলেন। কুদরতীভাবে দরজাগুলো খুলে যেতে লাগল। শেষ দরজার কাছে পৌছার পূর্বক্ষণে যুলায়খা পেছন দিক থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)–এর জামা টেনে ধরলেও হযরত ইউসুফ (আ.) দৌড়াতে লাগলেন। ফলে পেছন দিক থেকে জামা ছিড়ে গেল। উভয়ে শেষ দরজা অতিক্রম করা মাত্রই আযীযে মিসরকে সামনে দেখতে পেলেন। তখন ধরা পড়ে গিয়ে যুলায়খা তার স্বামীর কাছে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার চেষ্টা চালাল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪নং আয়াত :

১. নবীগণ কখনোই গোনাহ করেন না। কখনো অন্য কেউ গোনাহ চাপিয়ে দিতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা "দলীল" পেশ করে কিংবা যে কোনভাবে তাঁদেরকে গোনাহ থেকে রক্ষা করেন। বিশেষ করে যুলায়খা'র ঘটনায় হযরত ইউসুফ (আ.) যে সম্পূর্ণরূপে গোনাহমুক্ত ছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আমি মন্দ ও অশ্লীলতা তথা সগীরা ও কবীরা গোনাহকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। (মাআরিফুল কুরআন)

২. অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোন গোনাহের চিন্তা মনে আসলে তাতে গোনাহ নেই। বরং হাদীছের বর্ণনানুসারে গোনাহের চিন্তা করে আল্লাহ'র ভয়ে তা পরিত্যাগ করলে একটি নেকী লেখা হয়। আর গোনাহ যদি করেই ফেলে তবে মাত্র একটি গোনাহ লেখা হয়। পক্ষান্তরে কেউ কোন নেকী'র ইচ্ছা করা মাত্র একটি নেকী লেখা হয় আর সেই নেক কাজ করলে কমপক্ষে দশটি ছওয়াব লেখা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৫নং আয়াত :

আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনে মানুষের কর্তব্য হল সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। মানুষ যখন তার নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা সাফল্যও দান করেন। এজন্যেই দরজা তালাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.) সেদিকে দৌড়ে গিয়েছেন। কেননা, এতটুকু তো তাঁর সাধ্যের ভেতরে ছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) সে (ইউসুফ) বলল, সে-ই আমার কাছ থেকে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমাকে ফুসলিয়েছে। আর তার (মহিলার) পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য[১] দিল যে, যদি তার (ইউসুফ) জামা সামনের দিক থেকে ছেড়া হয়ে থাকে তবে সে (মহিলা) সত্য বলেছে, আর তিনি মিথ্যাবাদী।
وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেড়া হয়ে থাকে তাহলে সে (মহিলা) মিথ্যাবাদী এবং তিনি সত্যবাদী[২]।
فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾	(২৮) অতঃপর সে (মহিলার স্বামী) যখন দেখল, তার জামাটি পেছন দিক থেকে ছেড়া হয়েছে, তখন বলল, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের (নারী জাতির) চক্রান্ত; নিঃসন্দেহে তোমাদের (নারীদের) চক্রান্ত খুবই মারাত্মক।
يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۫ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) ইউসুফ! তুমি এ প্রসঙ্গটা ছেড়ে দাও[৩]। আর (হে নারী!) তুমি নিজ গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর[৪]। নিঃসন্দেহে তুমিই তো হলে অপরাধী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই সাক্ষী হল একটি শিশু। সে যুলায়খা'র চাচাতো কিংবা মামাতো ভাই ছিল। সে দোলনার মাঝে ছিল। আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে তার মুখ থেকে কথা বের করে দেন। (জালালাইন-টীকা ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) কেননা, তখন এ ছাড়া আর কোন সম্ভাবনাই নেই যে, ইউসুফ পলায়নরত ছিলেন, আর যুলায়খা তাকে পলায়ন করতে বাধা দিচ্ছিল।

(৩) অর্থাৎ, তোমার সাথে এ ধরনের একটি দু:খজনক আচরণের কথা তুমি ভুলে যাও। এটাকে মনে রেখো না বা বলাবলি করো না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এখানে استغفار শব্দের দ্বারা আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা অথবা নিজের স্বামী কিংবা ইউসুফ (আ.) এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কথাও বলা হতে পারে। কোন মাখলূকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্যও استغفار শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত :

১. শত্রু কিংবা অপর কারো গোপন দোষের কথা সেক্ষেত্রে প্রকাশ করা যায়, যেক্ষেত্রে প্রকাশ না করলে নিজের ঘাড়েই দোষ চাপানোর আশঙ্কা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে অপরের দোষ প্রকাশ করে দেয়া

www.maktabatulabrar.com

উত্তম চরিত্রের খেলাফ নয়। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) যুলায়খার দোষের কথা বলে দিয়েছিলেন তার স্বামীর কাছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. অলৌকিকভাবে একটি শিশুর জবান খুলে গিয়ে আল্লাহর নবীর পক্ষে সাক্ষ বের হয়ে আসে।

● ২৬-২৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে রক্ষা'র জন্য প্রয়োজন বোধে শিশুদেরকেও বাকশক্তি দান করেন। এ ধরনের চারটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষেত্রে, মরিয়াম (আ.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা'র জন্য শিশু ঈসাকে বাকশক্তি দান, হযরত মূসা (আ.) কে রক্ষা করার জন্য এবং বনী ইসরাঈল-এর জুরায়েয নামক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।(মাআরিফুল কুরআন)

২. বিচারের ক্ষেত্রে আলামতকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি প্রমাণিত হয়।

● ২৮নং আয়াত :

নারীদের চক্রান্ত ও ছলনা অত্যন্ত মারাত্মক। অবশ্য এখানে সব নারীদের কথা বলা হয়নি। কোন কোন নারীর চক্রান্ত শয়তানের চক্রান্তের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা নিসা) আর নারীদের ব্যাপারে অত্র আয়াতে বলেছেন যে, "তোমাদের চক্রান্ত খুবই মারাত্মক"। (মাআরিফুল কুরআন, জালালাইন-টীকা ও আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৯নং আয়াত :

১. গোনাহ ও অশ্লীলতা'র কথা মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়ানো উচিত নয়। এরূপ করা থেকে বিরত থাকা উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আযীযে মিসরের বক্তব্য থেকেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষ হওয়া স্বীকৃত। কারণ তিনি স্ত্রী যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলেছেন, (হে নারী) তুমি নিজ গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নি:সন্দেহে তুমিই তো হলে অপরাধী।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾	(৩০) আর শহরের কিছু নারী বলাবলি করল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসকে ফুসলায় তার থেকে (উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য)[১]। সেই যুবকের প্রেম তাঁর হৃদয়ের পর্দা বিদীর্ণ করে ভেতরে প্রবেশ করেছে।[২] আমরা তো তাকে দেখছি প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মাঝে।
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ	(৩১) অতঃপর যখন সে তাদের চক্রান্তের[৩] কথা শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য তাকিয়া-বিশিষ্ট আসন প্রস্তুত রাখল। এরপর তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল[৪] এবং (ইউসুফকে) বলল, তুমি

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣١﴾	তুমি এদের সামনে বেরিয়ে আস। অতঃপর যখন তারা তাকে দেখল, তখন তাকে মহান মনে করল আর নিজেদের হাত কেটে ফেললো এবং বলে উঠল, আল্লাহ পানাহ! এ তো কোন মানুষ নয়। এ তো কোন সম্মানিত ফেরেশতা[৮]।
قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) সে (আযীযের স্ত্রী) বলল, বস্তুত এ-ই হল সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে দোষারোপ করেছ। আর অবশ্যই আমি তার থেকে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাকে ফুসলিয়েছি। কিন্তু সে পবিত্র থেকেছে। আর (ভবিষ্যতে) আমি তাকে যে আদেশ করব তা যদি সে পালন না করে তাহলে অবশ্যই তাকে কারারুদ্ধ[৭] করা হবে এবং অবশ্যই সে লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) সে (ইউসুফ) বলল, হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে[৮] তার তুলনায় কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর তুমি যদি এদের চক্রান্তকে আমার কাছ থেকে না হটাও তবে তাদের প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব[৯]এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।
فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾	(৩৪) এরপর তার প্রতিপালক তার দুআ কবূল করলেন এবং তিনি তার থেকে এদের চক্রান্ত হটিয়ে দিলেন। নিশ্চয়, তিনিই তো মহাশ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে যুলায়খা'র আচরণের কথা লোকজনের মাঝে কিছুটা প্রচার হয়ে গেলে এলাকার নারীরা বলাবলি করতে লাগল যে, যুলায়খা কত নীচে নেমে গেছে। সে তার ক্রীতদাসের সাথে অসৎকর্মে লিপ্ত হতে চায়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) قد شغفها حبا বাক্যের অর্থ হল شق حبه شغاف قلبها (আবুস সুউদ) এর শাব্দিক অর্থ হল সেই যুবকের প্রেম তাঁর হৃদয়ের পর্দা বিদীর্ণ করে ভেতরে প্রবেশ করেছে। আর ভাবার্থ হল যুবকের ভালবাসা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

www.maktabatulabrar.com

(৩) এখানে নারীদের কানা ঘুষাকেই "চক্রান্ত" বলা হয়েছে। যদিও তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে কুৎসা রটনা করেছে সেহেতু এটাকে চক্রান্ত বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, যুলায়খা মহিলাদেরকে দাওয়াত করে এনে তাকিয়াযুক্ত আসনে বসতে দিল। এরপর বিভিন্ন ফলমূল সামনে দিয়ে তা কেটে খাওয়ার জন্য প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিল। এতে তার বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য্য দেখে এক নজরে তাকিয়ে রইল এবং স্বাভাবিক হুশ হারিয়ে ফেলল। ফলে অমনোযোগী হয়ে ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ-ই কেবল এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) এ কথার দ্বারা পরোক্ষভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) কে ধমক দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) দাওয়াতে উপস্থিত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলতে লাগল, তুমি যুলায়খা'র কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছা পূরণ করা উচিত। এ পরিস্থিতিতে হযরত ইউসুফ (আ.) উক্ত দুআ করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৯) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্যে যে পবিত্রতা বা ইসমত জরুরী তার খেলাফ নয়। কেননা, নবীগণের দৃষ্টি থাকে আল্লাহ পাকের শক্তি ও ক্ষমতার দিকে। এজন্য নিজেদের পবিত্রতা'র উপর ভরসা না করে তারা আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০নং আয়াত :

১. মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হল সে অপরের গোপন বিষয় নিয়ে কানাঘুষা করে আনন্দ পায়। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে তা অন্যায় ও গীবত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "আমরা তো তাকে দেখছি প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মাঝে" এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় তথাকথিত প্রেম-ভালবাসাকে সে যুগেও নিন্দনীয় মনে করা হত।

● ৩১নং আয়াত :

১. মানুষের সৌন্দর্যের এতটুকু প্রভাব যে, তা দেখে অন্য মানুষ হুশ হারিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে হাত কেটে ফেলে। কাজেই মানুষের স্রষ্টা তথা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম, সৌন্দর্য দেখে যদি কোন বুযুর্গ অস্বাভাবিক আচরণ করে ফেলে তবে তার সমালোচনা করা উচিত নয়।

২. আয়াতটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অস্বাভাবিক রূপ সৌন্দর্যের প্রমাণ বহন করে।

● ৩২নং আয়াত:

১. সত্য গোপন থাকে না। যুলায়খা প্রথমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করলেও এক পর্যায়ে সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা ও নির্দোষ হওয়ার কথা নিজ মুখেই স্বীকার করেছে।

২. হযরত ইউসুফ (আ.) শাসানির সম্মুখীন হয়েছেন।

● ৩৩নং আয়াত :

১. সত্যের উপর অটল থাকতে হলে কখনো জেল-জুলুমকেও বরণ করে নিতে হয়। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য জেলকে বরণ করে নেয়া ছিল আযীমত পর্যায়ের বিষয়।

২. আল্লাহ'র সাহায্য ছাড়া কেউ গোনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনা করা চাই।

৩. সব ধরনের পাপই অজ্ঞতাসুলভ কাজ।

৪. আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) বন্দী জীবনকে যেনার চাইতে প্রিয় বলায় এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছিলেন যে, তুমি নিজেই তোমাকে জেলে নিক্ষেপ করেছ। তুমি নিরাপত্তা চাইলে আমি এমনিতেই তোমাকে নিরাপত্তা দিতাম। এ থেকে বুঝা গেল, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য "ছোট বিপদকে পছন্দ করি" বলে দুআ করা উচিত নয়। বরং সকল অবস্থায় নিরাপত্তার জন্য দুআ করা উচিত। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সবরের দুআ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হল, বিপদ আসার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহ'র কাছে সবরের দুআর পরিবর্তে নিরাপত্তার দুআ করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৪-৩৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দুআ ও আকাঙ্খা পূরণ করেন, এমন পদ্ধতিতে যা বাহ্যিকভাবে শাস্তি বলে মনে হয়। অথচ এর মাঝেই রয়েছে কল্যাণ ও চাহিদা পূরণ।

২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর থেকে নারীদের চক্রান্ত হটিয়ে দিলেন।

৩. আল্লাহর আসমায়ে হুসনার দুটি প্রমাণিত হয়– তিনি মহাশ্রবণকারী, তিনি মহাজ্ঞানী।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

(৩৫) অনন্তর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী[১] দেখার পর তাদের (সমীচীন) মনে হল, কিছুকালের জন্যে অবশ্যই তাকে কারাগারে আটক রাখা হোক।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর তার (ইউসুফের) সাথে কারাগারে (আরও) দু'জন দাস প্রবেশ[২] করল। (একদিন) তাদের একজন (ইউসুফকে) বলল, আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখি যে, আমি মদ[৩] নিংড়াচ্ছি। আর অপরজন বলল,[৪] আমি নিজেকে দেখি যে, আমার মাথার উপর রুটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছি, এমতাবস্থায় যে, পাখি সেখান থেকে খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা তো আপনাকে একজন ভাল মানুষ দেখতে পাচ্ছি।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

সে বলল, যে খাদ্য তোমাদের কাছে আসে –যা তোমাদেরকে রিযিক স্বরূপ দেয়া হয়– তা তোমাদের কাছে আসার[৫] পূর্বেই আমি তার ব্যাখ্যা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। এটা[৬] সেই (জ্ঞানের কল্যাণে) যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন। যে সম্প্রদায় আল্লাহ'র প্রতি ঈমান রাখে না এবং যারা আখেরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী তাদের ধর্মকে আমি পরিত্যাগ করেছি।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আর আমি আমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের দ্বীনকে অনুসরণ করেছি। আল্লাহ'র সাথে অন্য কিছুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা[৭] তো আমাদের ও অন্যান্য লোকদের উপর আল্লাহ'র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই শোকর আদায় করে না।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

(৩৯) হে (আমার) কারাগারের সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রতিপালক উত্তম, না মহা শক্তিধর এক আল্লাহ?

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

(৪০) তোমরা তো তাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে কতগুলো নামের[৮] পূজা করছ, যে নামগুলো তোমাদের বাপ-দাদারা এবং তোমরা রেখে নিয়েছ। আল্লাহ তো এগুলোর ব্যাপারে কোনই প্রমাণ নাযেল করেননি। হুকুম (দেয়ার অধিকার) তো একমাত্র আল্লাহ'র। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত তোমরা কর না। এটাই হল সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিভিন্ন ঘটনাবলী দেখে আযীযে মিসর ও তার বন্ধুদের মনে পূর্ণ বিশ্বাস জমল যে, ইউসুফ (আ.) একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি। কিন্তু মানুষের কানাঘুষা বন্ধ করার জন্য তারা ইউসুফ (আ.) কে কিছুদিন জেলে আটক রাখা উত্তম বিবেচনা করল। যাতে এর দ্বারা নিজেদের ঘরও রক্ষা পায়, আর লোকজনের মাঝে কানাঘুষাও বন্ধ হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এদের একজন বাদশাহকে মদ পান করাত, অন্যজন ছিল বাবুর্চি। বাদশাহ'র খাদ্যে বিষ মেশানোর অভিযোগ ছিল এদের বিরুদ্ধে। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে এদেরকে কারাগারে একই সময় আটক করে রাখা হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এখানে মদ নিংড়াচ্ছি উদ্দেশ্য হল আঙ্গুর নিংড়াচ্ছি। কেননা, আঙ্গুর নিংড়িয়ে মদ তৈরি করা হয়।

(৪) অপরজন অর্থাৎ, বাবুর্চি। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, কারাগারে দৈনন্দিন যে খাবার আসে, আজ তা আসার পূর্বেই ব্যাখ্যা বলে দেব। কিংবা উদ্দেশ্য হল সেই খাবার আসার পূর্বেই বলে দিব কি খাবার আসছে। অথবা উদ্দেশ্য হল তোমরা স্বপ্নের মাঝে আঙ্গুর নিংড়ানো ও রুটি বহন করা ইত্যাদি যে সব খাদ্যদ্রব্যের দৃশ্য দেখ তার ব্যাখ্যা বাস্তবে ঘটার পূর্বেই আমি বলে দেব। হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের এরূপ জ্ঞানের কথা বলেছিলেন যাতে তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি সৃষ্টি হয়, ফলে তার কথা তারা মনোযোগ দিয়ে ও ভক্তি সহকারে শোনে (জালালাইন, বয়ানুল কুরআন ও আইসারুত্তাফাসীর প্রভৃতি)

(৬) অর্থাৎ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেয়া। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) এটা অর্থাৎ, আল্লাহ'র একত্ববাদে বিশ্বাস করা ও তার সাথে শরীক না করা। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, কতগুলো মূর্তি বা কিছু জড় বস্তুর নাম নির্ধারণ করে সেগুলোর পূজা করছ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫ নং আয়াত :

১. হযরত ইউসুফ (আ.) যে নির্দোষ ও তাঁর চরিত্র নিষ্কলুষ ছিল তার বহু প্রমাণ তাদের সামনে ছিল।

২. নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে। এতে করে বুঝা গেল কেউ জীবনে কখনও কারাভোগ করে থাকলেই এটা তার দোষের শক্ত কোন প্রমাণ নয়।

● ৩৬ নং আয়াত :

১. "আমরা তো আপনাকে একজন ভাল মানুষ দেখতে পাচ্ছি।" বক্তব্য থেকে বুঝা যায় কারাগারের ভেতরেও হযরত ইউসুফ (আ.) নিজ আমল, চরিত্র, ব্যবহার ও কয়েদীদের সেবার দ্বারা সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। ফলে তারা নির্ভরযোগ্য মনে করে তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে এবং তিনিও দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

● ৩৭-৩৯ নং আয়াতসমূহ :

১. কোন দ্বীনদার আলেম বা বুযুর্গ ব্যক্তি যদি নিজের গুণাবলী ও যোগ্যতার কথা এ উদ্দেশ্যে বলে যে, লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হবে, তবে এতে দোষের কিছু নেই। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের গুণ ও যোগ্যতার কথা বলেছেন তার প্রতি তাদের ভক্তি সৃষ্টির জন্য যাতে তার কথা তারা মনোযোগ দিয়ে ও ভক্তি সহকারে শোনে। (বয়ানুল কুরআন)

২. দাওয়াতের অন্যতম কৌশল হচ্ছে বিভিন্ন কথা-বার্তার ফাকে তাওহীদ ও আখেরাতের কথা বলে এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহরাজির কথা বলে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করা। হযরত ইউসুফ (আ.) এই কৌশলই অবলম্বন করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

৩. আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে।

৪. পূর্বসূরীদের বরাতে শিরকমুক্ত তাওহীদের শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

৫. তাওহীদের আকীদা সকলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহেরই অংশ। এর জন্য মানুষের শোকর আদায় করা তথা এক আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া উচিত।

● ৪০ নং আয়াত :

১. মূর্তিপূজা'র বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মানুষের মনগড়া বিষয়। এর কোনই ভিত্তি নেই।

২. বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ্ পাকের বিধানের বিপরীত কোন বিধান-ই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৩. শিরকমুক্ত ধর্মই সঠিক ধর্ম। এটাই সরল সোজা পথ।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾

(৪১) হে (আমার) কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্পর্কে কথা হল, সে তার মনিবকে শরাব পান করাবে[১] এবং অপরজন সম্পর্কে কথা হল, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর পাখী তার মাথা থেকে (ঠুকরে ঠুকরে) খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে চাচ্ছ তার সিদ্ধান্ত (এভাবে) হয়ে গেছে[২]।

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) আর তাদের দু'জনের মধ্যে যার ব্যাপারে সে (ইউসুফ) ধারণা করেছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে সে বলল, তুমি আপন মনিবের কাছে আমার কথা বল[৩]। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে তার (ইউসুফের) কথা বলার ব্যাপারটি ভুলিয়ে দিল[৪]। ফলে (আরো) কয়েক বৎসর সে কারাগারে থাকল।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সে মুক্তিলাভ করবে এবং পুরাতন চাকুরি ফিরে পাবে। এর দ্বারা শরাব পরিবেশনকারী ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যে নিজেকে আঙ্গুর নিংড়াতে দেখেছে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

(২) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার পর তারা বলে উঠল, আমরা তো কোন স্বপ্ন দেখিনি। উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, স্বপ্ন না দেখলেও তোমাদের জন্য এর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, বাদশাহ'র কাছে বলবে যে, ইউসুফ নামের নিরীহ লোকটি বিনা অপরাধে কারাগারে পড়ে আছে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটি হযরত ইউসুফ (আ.)–এর কথা বাদশাহ'র কাছে বলতে ভুলে গেল।

(৫) অধিকাংশ মুফাসসিরের মত হল তিনি সাত বৎসর কারাগারে থাকেন। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত :

১. কারো অনিবার্য বিপদের কথা জানলে তাকে স্পষ্টত: সেটা শুনিয়ে চিন্তায় ফেলে দেয়া উচিত নয়। এজন্যই হযরত ইউসুফ (আ.) কাকে শূলে চড়ানো হবে, আর কে মুক্তি পাবে তা নির্দিষ্টভাবে জেনেও নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি। (মাআরিফুল কুরআন)

২. হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে জানতেন।

● ৪২ নং আয়াত :

১. বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য কারো কাছে বিশেষ করে তার কাছ থেকে উপকৃত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়াতে কোন দোষ নেই। এটা উপকারের বিনিময় নয়। বরং কারো উপকার করার ফলে তার সাথে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তিতে তার কাছে সাহায্য চাওয়া। (বয়ানুল কুরআন)

২. পূর্বের যুগে মনিবের জন্য "রব" শব্দের ব্যবহার রীতিসিদ্ধ ছিল।

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) আর বাদশাহ[১] বলল, আমি তো (স্বপ্নে) দেখি যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী যেগুলোকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ আর অপরগুলো (সাতটি) শুকনো[২]। হে দরবারের লোকেরা। যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়ে থাক, তবে আমার স্বপ্নের ব্যাপারে আমাকে সমাধান দাও।
قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾	(৪৪) তারা বলল, (এটা) মিশ্র স্বপ্ন[৩]। আর আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মিসরের বদশাহ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, সাতটি তাজা সবুজ ফসলের শীষ, আর অপর সাতটি শীষ শুকনো ফসলহীন। আর শুকনো সাতটি শীষ তাজা শীষগুলোকে জড়িয়ে সেগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৩) اضغاث শব্দটি ضغث এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুটলি যাতে নানা প্রকার ময়লা ও খড়কুটো জমা থাকে। এখানে উদ্দেশ্য হল, স্বপ্নটি কল্পনা ইত্যাদির দ্বারা মিশ্রিত। স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের । احلام

www.maktabatulabrar.com

শব্দটি حلم এর বহুবচন। এর অর্থ স্বপ্ন। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর) বাদশাহ'র দরবারী লোকজন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী ছিল না। এটা তারা স্বীকার করলেও প্রথমে তারা বাদশাহকে নির্ভয় দেয়ার জন্য বলেছে যে, এটাতো একটা কাল্পনিক ব্যাপার। এর কোন বাস্তবতা নেই। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩ নং আয়াত :

১. সত্য ও তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন ফাসেক এবং কাফেরও দেখতে পারে। কেননা, মিসরের বাদশাহ মুসলমান ছিল না। অথচ তার দেখা স্বপ্ন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়ে থাক" কথাটি থেকে বুঝা যায় যারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়, তাদের পক্ষে ব্যাখ্যা প্রদানে ব্রতী হওয়া ঠিক নয়।

● ৪৪ নং আয়াত :

১. সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয় না।

২. দরবারীরা স্বপ্ন বিদ্যায় তাদের পারদর্শিতা না থাকার কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। বস্তুত: কোন বিদ্যায় পারদর্শিতা না থাকলে অকপটে তা স্বীকার করে নেয়াই উত্তম।

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾	(৪৫) আর সেই (বন্দী) দু'জনের মধ্য থেকে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর তার স্মরণ হয়েছিল,[১] সে বলল, আমিই আপনাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিব। কাজেই আমাকে আপনারা (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠান[২]।
يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) (অতঃপর সে গিয়ে বলল[৩],) ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী যেগুলোকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি শীষ সবুজ আর অপরগুলো (সাতটি) শুকনো। (এ স্বপ্নের ব্যাপারে) আপনি আমাদেরকে ফয়সালা দিন। যাতে আমি সেই লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি (এবং তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি) যাতে তারাও অবগত হতে পারে[৪]।
قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) সে বলল, তোমরা সাত বছর লাগাতার শস্য উৎপন্ন কর[৫]। অতঃপর যে ফসল তোমরা কাটবে সেগুলোকে তার শীষ সহ রেখে দিবে[৬] সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা খাবে।

(৪৮) অনন্তর তারপরে এমন সাতটি কঠিন বছর আসবে যা খেয়ে ফেলবে সেই ফসল যা তোমরা এর (এই বছরগুলোর) জন্য পূর্বেই জমা করেছিলে[৭] তবে সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা (বীজের জন্য) হেফাযত করবে।	ثُمَّ يَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿۴۸﴾
(৪৯) অনন্তর তারপরে আসবে এমন একটি বছর যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টি পাত হবে এবং যে বছর তারা রস নিংড়াবে[৮]।	ثُمَّ يَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿۴۹﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) তাকে বলেছিলেন যে, তুমি তোমার মুনিবের কাছে আমার কথা বল। কিন্তু সে বলতে ভুলে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে সে বাদশাহ'র দরবারে উপস্থিত ছিল। স্বপ্নের কথা আলোচনা হতেই তার মনে পড়ে গেল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা। (বয়ানুল কুরআন)

(২) সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলী ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার কথা বাদশাহ'র কাছে উল্লেখ করে বাদশাহ'র স্বপ্নের ব্যাখ্যা তার কাছে গিয়ে জেনে আসার ব্যাপারে অনুমতি চাইল এবং অনুমতি পেল।

(৩) অত:পর সে গিয়ে বলল, বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, বাদশাহ ও তার দরবারের লোকেরা যাতে আপনার মাধ্যমে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পারে এবং এর ফলে আপনার মুক্তিরও কোন ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) এখানে تزرعون শব্দটি امر বা নির্দেশবাচক হিসেবে এসেছে (জালালাইন)। আর دأب শব্দের অর্থ ধারাবাহিক বা লাগাতার। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) এজন্য যে, ফসল শীষ সহকারে রাখা হলে সহসা নষ্ট হয় না। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৭) এটাই হল সাতটি শীর্ণকায় গাভী কর্তৃক সাতটি তাজা গাভী খেয়ে ফেলার ব্যাখ্যা। আর কঠিন বছরগুলো খেয়ে ফেলবে অর্থ হল, এই বছরগুলোতে মানুষ পূর্বেকার সঞ্চিত ফসল খেয়ে ফেলবে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(৮) রস নিংড়াবে অর্থ হল, ফল বেশী পরিমাণে ফলবে। যার কারণে মানুষ ফল নিংড়ে খাবে এবং এর দ্বারা শরাব তৈরী করবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫–৪৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. ভুলে যাওয়া মানুষের-ই স্বভাব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ'র নবীদের চরিত্র-মাধুর্য ও সততা এতই বলিষ্ঠ হয় যে, কাফেররা পর্যন্ত এর স্বীকার না করে পারে না। এজন্যই শরাব পরিবেশনকারী আগেকার সেই বন্দী লোকটি হযরত ইউসুফ (আ.) কে সত্যবাদী বলে আহবান করেছে। অতীতে লোকটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা সত্যে পরিণত হতে দেখেছে– এটাও সত্যবাদী (তথা যার কথা সত্যে পরিণত হয়) বলে আখ্যা দেয়ার কারণ হতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

● ৪৭ নং আয়াত :

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষমা ও উদারতা প্রমাণিত হয়। লোকটি জিজ্ঞেস করা মাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে লাগলেন। কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করলেন না যে, আমার কথা তোমার মনিবের কাছে বলার অনুরোধ করেছিলাম। কেন তুমি বললে না। এমনই হওয়া উচিত মুমিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য। (বয়ানুল কুরআন)

২. প্রমাণিত হয় যে, শীষ সহকারে ফসলকে সংরক্ষণ করলে সহসা তা নষ্ট হয় না। (বয়ানুল কুরআন)

● ৪৮-৪৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক জ্ঞান তথা সম্পদের সংরক্ষণ ও বন্টনের পদ্ধতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন।

২. দু:খ ও অভাবের পর সুখ ও স্বচ্ছলতা আসে। এ থেকেই হযরত ইউসুফ (আ.) বুঝেছিলেন যে, দ্বিতীয় সাত বৎসরের পর আবার স্বচ্ছলতা আসবে।

(৫০) আর বাদশাহ বলল, তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এস[১]। অতঃপর যখন দূত তার কাছে এল, তখন সে বলল, তুমি নিজ মুনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর সেই নারীদের কী অবস্থা যারা নিজেদের হাতসমূহকে কেটে ফেলেছিল[২]। আমার প্রতিপালক তো এদের চক্রান্ত সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِیْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿۵۰﴾
(৫১) (বাদশাহ) বলল,[৩] (হে নারীরা!) যখন তোমরা ইউসুফকে ফুসলিয়েছ তার কাছ থেকে অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তখন তোমাদের কী অবস্থা ছিল? তারা বলল, আল্লাহ পবিত্র, আমরা তার ব্যাপারে সামান্য দোষের কথাও জানি না। আযীযের স্ত্রী বলে উঠল, এখন তো সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে[৪]। আমিই তার থেকে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাকে ফুসলিয়েছিলাম। আর নিঃসন্দেহে সেই তো সত্যবাদী।	قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۵۱﴾
(৫২) ইউসুফ বলল, এটা[৫] এ কারণে যে, যাতে সে (আযীয) জেনে নেয়, অবশ্যই আমি অগোচরে তার খেয়ানত করিনি[৬]। আর নিশ্চয় আল্লাহ খেয়ানতকারীদের চক্রান্ত সফল করেন না[৭]।	ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِیْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۲﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ঐ লোকটি যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ'র কাছে এসে বর্ণনা করল, তখন বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অপূর্ব জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থা, হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগার থেকে বের হতে অস্বীকার করলেন এবং যে সব নারীদের কারণে তিনি আটক হয়েছেন তাদের ব্যাপারে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য বাদশাহ'কে অনুরোধ জানালেন। যাতে প্রমানণ হয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বিনা অপরাধে কারাবরণ করেছেন এবং তিনি নির্দোষ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) বাদশাহ যুলায়খাসহ যেসব নারীরা হযরত ইউসুফ (আ.) কে দেখে হাত কেটে ফেলেছিল এবং কু পরামর্শ দিয়েছিল তাদেরকে ডেকে প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলেন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) حصحص শব্দের অর্থ প্রকাশ পেয়ে গেছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) এটা অর্থাৎ, বাদশাহ'র দূতকে ফিরিয়ে দেয়া এবং আমার নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রমাণের চেষ্টা করার কারণ। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ, আমি আযীযের ঘরে লালিত–পালিত হয়ে তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে তার খেয়ানত করিনি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৭) যেমন যুলায়খা তার স্বামীর খেয়ানত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যুলায়খা'র চক্রান্ত সফল হতে দেননি। তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০ নং আয়াত :

১. নিজের প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদ দূর করার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ সঙ্গত কাজ। হযরত ইউসুফ (আ.) সেটাই করেছিলেন। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

২. উপকারকারীর কৃতজ্ঞতাবোধ মনে থাকা উচিত। এজন্যই হযরত ইউসুফ (আ.) প্রকৃত অপরাধী যুলায়খা'র নাম উল্লেখ না করে যারা হাত কেটেছে তাদের কথা বলেছেন। এর দ্বারা সরাসরি যুলায়খা'র প্রতি দোষারোপ না করে তাকে অপমান থেকে বাঁচানো হয়েছে। কেননা, এক সময় যুলায়খা তার মুনিবা ছিল। আর তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য তো বের হবেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ধৈর্য ও ধীর-স্থিরতা বিশেষ উপকারী গুণ। হযরত ইউসুফ (আ.) তাড়াহুড়া করে জেল থেকে বেরিয়ে আসেননি। বরং সত্য প্রমাণের স্বার্থে ধৈর্য ধারণ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৪. সত্যের ফলাফল সর্বদাই শুভ হয়। যদিও তা সাময়িকভাবে নিজের বিরুদ্ধে যায়।

● ৫১ নং আয়াত :

যুলায়খা সত্য স্বীকার করেছে। ফলে সে আযীযের মৃত্যুর পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্ত্রী হিসেবে গণ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫২ নং আয়াত :

কখনো কোন হিকমত বা কারণে নিজের নির্দোষিতা বা পবিত্রতা বর্ণনা'র প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যাতে কারো মনে তার প্রতি খারাপ ধারণার সৃষ্টি না হয়। (বয়ানুল কুরআন) এরূপ প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকেই হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, এটা এ কারণে যে, যাতে সে (আযীয) জেনে নেয়, অবশ্যই আমি অগোচরে তার খেয়ানত করিনি।

১২ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–১৩

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾

(৫৩) আর আমি আমার নফ্সকে নির্দোষ বলি না। নফ্সতো অবশ্যই মন্দ কাজের প্ররোচক, তবে সেই নফ্স ব্যতিক্রম যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾

(৫৪) আর বাদশাহ বলল, তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আস, আমি তাকে আমার নিজের জন্য একান্ত (সহচর) করে রাখব। অতঃপর যখন সে (বাদশাহ) তার সাথে কথা বলল তখন বলল, নিশ্চয় আজ (থেকে) তুমি আমাদের কাছে বড় মর্যাদাশালী, আস্থাভাজন[২]।

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

(৫৫) সে (ইউসুফ) বলল, আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আমি সুরক্ষক, সুবিজ্ঞ[৩]।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

(৫৬) আর এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে এমন ক্ষমতাবান করে দিলাম যে, সে দেশের যেখানে ইচ্ছা সে বসবাস করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা আমার রহমত দান করি এবং আমি নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না[৪]।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

(৫৭) এবং অবশ্যই আখেরাতের প্রতিদান তাদের জন্য উত্তম, যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইউসুফ (আ.) যেহেতু তার নির্দোষতা প্রমাণের ব্যাপারে অত্যাধিক জোর দিয়েছেন, তাই এতে কোন অর্বাচীনের এ ধারণা করার অবকাশ ছিল যে, তাঁর কথায় অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে তিনি আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যে তাঁর নির্দোষতার তাৎপর্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন যে, আমি আমার বক্তব্যে কোন রকম বুযুর্গী প্রদর্শন করছি না এবং আমার এও দাবি নয় যে, আমি আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আমার নফ্সের উপর ভরসা করতে পারি। কেবল আল্লাহ তা'আলার রহমতেই কোন মানুষ মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে। এ বিশেষ রহমতই নবীগণের নিষ্পাপতার রক্ষাকবচ। অন্যথায় মানুষের নফ্স তো মানুষকে সাধারণত মন্দ কাজের প্রতিই প্ররোচিত করে।

আল্লাহর বিশেষ তৌফীক ও সাহায্য না থাকলে আমার নফ্সও অন্য সাধারণ মানুষের মতই হত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শর্ত মোতাবেক বাদশাহ মহিলাদেরকে ডেকে তদন্ত করার পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষতার ব্যাপারে পূর্ণ সংশয়মুক্ত হয়ে গেলেন, তখন বাদশাহ দরবারের কর্মচারীদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাকে আমার একান্ত উপদেষ্টা হিসেবে রাখব। নির্দেশ মোতাবেক লোকেরা যখন তাকে বাদশাহর দরবারে নিয়ে এল, তখন বাদশাহ তার সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর তার জ্ঞানের গভীরতা আচ করতে পেরে বললেন, আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে বড় মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসী। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, আলোচনার এক পর্যায়ে বাদশাহর সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কথাবার্তা হল, এবং বাদশাহ সেই ব্যাখ্যা মোতাবেক দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর গুরু দায়িত্বভার কারও উপর অর্পণ করার ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আমি একজন সুরক্ষক ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি। (বয়ানুল কুরআন)

(৪ ও ৫) অর্থাৎ, আমি ইউসুফ (আ.) কে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়ার পর তাকে সেই মিসরে প্রতিষ্ঠিত করে দিলাম। যাতে সে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারে, কারাগারের বদ্ধ প্রকোষ্টে বন্দী থাকতে না হয়। এ সবই আমার রহমত। আমি যাকে ইচ্ছা আমার রহমত দান করি। কেউ আমার রহমত দানে বাধা দিতে পারে না এবং আমি নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না। সেমতেই আমি আমার রহমতের একটি অংশ হিসেবে ইউসুফ (আ.) কে পার্থিব ক্ষমতা দান করেছি। তবে একজন ঈমানদার ও মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য পরকালের পুরস্কার এর চেয়ে অনেক উত্তম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩ নং আয়াত :

১. কোন বিষয়ে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও গর্ব ও অহংকার না করে নিজেকে বিনয়ীসুলভ ছোট মনে করাই শ্রেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কোন দোষ ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার গৌরবকে নিজের কৃতিত্ব মনে না করে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও তৌফীক মনে করা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. দোষমুক্ত থাকা নফ্সের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটা আল্লাহ প্রদত্ত মহৎ গুণ। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫৪ নং আয়াত :

১. কথা থেকে কখনও মানুষের সুপ্ত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৫নং আয়াত :

১. যে কোন পদের জন্য বিশেষত অর্থ বিষয়ক দায়িত্বশীলের মধ্যে বিশেষ দুটি গুণ থাকতে হয়– (১) সংরক্ষণ তথা আমানতদারী (২) বিজ্ঞতা।

২. কোন কাজের যোগ্যতা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখলে জনসেবার উদ্দেশ্যে সেই পদের জন্য আবেদন করা জায়েয। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

৩. এরূপ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের যোগত্যতার কথা ব্যক্ত করা জায়েয, সেটা নিজের গুণ গাওয়ার দোষে অভিযুক্ত হবেনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৬ নং আয়াত :

১. পার্থিব ক্ষমতা ও স্বচ্ছলতা সবই আল্লাহর দান। অতএব ক্ষমতা পাওয়ার পর কেউ যেন আল্লাহকে ভুলে না যায়।

২. নেক আমল তথা কথা, কাজ ও বিশ্বাসে ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৭ নং আয়াত :

১. ঈমান ও তাক্ওয়া অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. যারা দুনিয়ার ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার ক্ষমতা ও সম্মানের কারণে যেন আখেরাতের প্রতিদান বরবাদ না হয়। আখেরাতের প্রতিদান তো দুনিয়ার প্রাপ্তির চেয়ে অনেক বড়। (প্রাগুক্ত)

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾	(৫৮) আর (দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর) ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে গমন করল[১], তখন সে (ইউসুফ) তাদেরকে চিনে ফেলল অথচ তারা ছিল তার সম্পর্কে পরিচয় জ্ঞানহীন।
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْٓ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾	(৫৯) এবং যখন সে (ইউসুফ) তাদেরকে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন বলল[২], তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো, তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই? এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণও বটে?
فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦٠﴾	(৬০) কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন মাপ (বরাদ্দ-শস্য) থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকট আসবে না[৩]।
قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾	(৬১) তারা বলল, আমরা অবশ্যই তার পিতার কাছে তার ব্যাপারে চাইব এবং নিশ্চয় আমরা (একাজ) করবই[৪]।

(৬২) এবং সে (ইউসুফ) তাঁর কর্মচারীদেরকে বলে দিল যে, তাদের পুঁজি তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দিও, যাতে তারা তা চিনতে পারে যখন তারা তাদের পরিবারে ফিরে যাবে, হয়ত তারা (এ দেখে) পুনরায় আসবে[৫]।	وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٦٢

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মোটকথা, হযরত ইউসুফ (আ.) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ফসল উৎপাদন ও সঞ্চয় করতে শুরু করেন। সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। তখন মিসর সরকারের পক্ষ থেকে রেশনে খাদ্য শস্য সরবরাহের সংবাদ পেয়ে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ খাদ্য সংগ্রহের জন্য আসতে শুরু করে। এ সময় কেনআনেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় বিনয়ামীন ব্যতীত ইউসুফ (আ.)-এর অন্যান্য ভাইয়েরা খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিসরে আগমন করে। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের দেখে চিনে ফেলেন, কিন্তু তারা তাঁকে তখনো চিনতে পারেনি। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যখন হযরত ইউসুফ (আ.) বাহ্যত তাদের আলাপ-আলোচনা থেকে তাদের বৈমাত্রেয় ভাই তথা স্বীয় সহোদর বিনয়ামীনের অনুপস্থিতির কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাদেরকে খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর বললেন যে, আগামীবার আসার সময় তোমাদের সেই বৈমাত্রেয় ভাইকেও নিয়ে আসবে। তাহলে তার অংশও পাবে এবং আদর-যত্নও কম হবে না।

(৩) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাদের বৈমাত্রেয় ভাই বিনয়ামীনের অনুপস্থিতিতে তার খাদ্যের জন্যও আবেদন করেছিল। উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, এটা আইন বহির্ভূত। যদি তার অংশ নিতে চাও, তবে তাকেও সাথে নিয়ে আসবে। যদি তাকে না আনতে পার, তবে আমি মনে করব যে, তোমরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে তার নামে খাদ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছ। আসলে তোমাদের অন্য কোন ভাই নেই। সুতরাং তার সাজা স্বরূপ তোমাদের নামের সকল বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) উত্তরে তারা বলল, দেখুন, আমরা যথাসম্ভব তাকে আনার ব্যাপারে আমাদের পিতাকে বুঝাতে চেষ্টা করব এবং অবশ্যই আমরা এ দায়িত্ব পালন করব, কিন্তু দেয়া না দেয়া আমাদের পিতার ইচ্ছার ব্যাপার। (প্রাগুক্ত)

(৫) তাদের পুনরায় আসার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) গোপনে এ ব্যবস্থা নিলেন যে, তাদের আনীত পণ্যমূল্য তাদের রসদপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্য দরবারের কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। যেন তার বদান্যতা প্রকাশ পায় এবং তারা পুনরায় আসতে আগ্রহান্বিত হয়। অথচ মূলধনের অভাবে তাদের আসার ব্যাপারে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) সরকারী কোষাগারের পণ্যমূল্য তার ভাইদের রসদপত্রের মধ্যে ফেরত দিলেন কেন? এর উত্তরে ইবনে কাছীর বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। (এক) হয়ত ইউসুফ (আ.) অনুমান করেছিলেন যে, আনীত পণ্যমূল্য ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন অর্থ-কড়ি নেই। সুতরাং তারা পুনরায় খাদ্য সংগ্রহের জন্য আসতে পারবে না। (তাই তাদের খাদ্যকে রিলিফ হিসাবে প্রদান করে তাদের আনীত মূল্য ফেরত দিয়েছেন) (দুই) নিজ পরিবারের কাছ থেকে খাদ্যের দাম নেয়া পছন্দ করেননি। তাই সরকারী

www.maktabatulabrar.com

কোষাগারে নিজের পক্ষ থেকে অর্থ জমা দিয়ে তাদের মূল্য ফেরত দিয়েছেন। (তিন) এমনও হতে পারে, তিনি জানতেন যে, এ রসদপত্রের সাথে যখন তাদের আনীত অর্থ ফেরত যাবে, তখন তার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হবেন। তিনি যেহেতু আল্লাহর রসূল, তাই ফেরত মূল্য মিসরীয় কোষাগারের আমানত মনে করে পুনরায় পাঠিয়ে দেবেন। এতে তার ভাইদের পুনরায় আগমন নিশ্চিত হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৮ নং আয়াত :

১. মন্ত্রিত্ব লাভের পরও দুস্থ ও অভাবী মানুষের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দ্বার ছিল অবারিত। বর্তমান যুগের শাসকদের মত দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন না।

২. আল্লাহর কুদরত– যে দশ ভাই হযরত ইউসুফ (আ.)কে শৈশবকালে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল, আজ তারাই সেই ইউসুফের কাছে রেশন নিতে হাজির।

● ৫৯ নং আয়াত :

১. দানে মুক্তহস্ত, মাপ জোকে সৎ এবং আতিথেয়তায় উদার ও অতিথিবৎসল হওয়া মহৎ গুণ।

২. বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারীভাবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ।

● ৬০ নং আয়াত :

১. কোন মহৎ উদ্দেশ্যে কোন সুকৌশল অবলম্বন করা দোষণীয় নয়, যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) তার পিতা-মাতাকে মিসরে আনার জন্য তার ভাইদের সাথে উক্ত তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৬১ নং আয়াত :

১. নিজের চেয়ে বড় কাউকে কোন ব্যাপারে সম্মত করার জন্য তাকে কেবল বোঝানো যেতে পারে, তার উপর প্রভাব খাটানো বেয়াদবী।

২. কেবল নিজের কর্মের ব্যাপারে কাউকে প্রতিশ্রুতি দেয়া যায়, অন্যের এখতিয়ারের ব্যাপারে কাউকে প্রতিশ্রুতি দেয়া চলে না।

● ৬২ নং আয়াত :

১. সরকার প্রজার অবস্থা অনুপাতে বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনের ব্যবস্থা করতে পারে।

(৬৩) অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে গেল, তখন তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য মাপ (বরাদ্দ শস্য) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। যাতে আমরা মাপ পেতে পারি আর নিশ্চিত থাকুন আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকব।[১]	فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٦٣

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) সে (ইয়াকূব) বলল, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের উপর সে রকম নির্ভর করব, যেমন তার ভাইয়ের ব্যাপারে ইতঃপূর্বে তোমাদের উপর নির্ভর করেছিলাম? যাহোক আল্লাহ সর্বোত্তম রক্ষক এবং তিনিই সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু[২]।

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

(৬৫) আর যখন তারা তাদের মাল-পত্র খুলল, তখন তারা তাদের পণ্যমূল্য দেখতে পেল, যা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের আর কী চাই! এই যে আমাদের পণ্যমূল্যও আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। (এবার আমরা ভাইকে নিয়ে যাব) এবং আমাদের পরিবারের জন্য (আরও) খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসব। আর আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আরও এক উটের বোঝা শস্য অতিরিক্ত আনব। এ তো সামান্য পরিমাণ[৩]।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

(৬৬) সে (ইয়াকূব) বলল, আমি কখনও তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর কসম করে আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তবে তোমরা আপারগ হয়ে পড়লে তার কথা ভিন্ন। অতঃপর যখন তারা তাঁকে তাদের প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি বললেন, আমরা যা বলছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক[৪]।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) আর সে (ইয়াকূব) বলল, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিছু তোমাদের থেকে টলাতে পারি না। হুকুম তো কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত[৫]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাদের পিতার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে পুরো অবস্থা জানাল যে, বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি আমাদের যথেষ্ট সম্মান ও আতিথেয়তা করেছেন। হযরত ইয়াকূব (আ.) বিবরণ শুনে খুশী হলেন এবং বাদশাহর জন্য দুআ করলেন। এরপর তারা তাদের পিতাকে জানাল যে, আগামীর জন্য আমাদের রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই বিনয়ামীনকে না নিয়ে গেলে আমাদের রসদ দেয়া হবে না। সুতরাং আপনি আমাদের ভাই বিনয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। যাতে আমরা পুনরায় রসদ আনতে পারি। আমরা তার পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করব। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বিনয়ামীনকে মিসরে খাদ্যের জন্য নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পিতার কাছে আবেদন করার ও তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য তাকীদের সাথে কথা বলার পর হযরত ইয়াকূব (আ.) উত্তরে বললেন, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার সময়ও আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য এরূপ তাকীদের সাথে কথা বলেছিলে। তখন কি আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম? তবে যেহেতু বিনয়ামীনকে খাদ্যের জন্য যেতেই হবে তাই তাকে আল্লাহর উপরই সোপর্দ করছি। তিনিই সর্বোত্তম রক্ষক এবং তিনিই সকল দয়ালুর চেয়ে বড় দয়ালু। কাজেই তিনি আমাকে একত্রে দু'পুত্রের শোক দেবেন না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, আমরা যে শস্য এনেছি, তা তো পরিমাণে অল্প, যা প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়। সুতরাং বিনয়ামীনকে যেভাবে হোক আমাদের সাথে যেতে দিন, তাহলে আমরা আরও এক উটের বোঝা শস্য বেশি পাব। ভিন্ন অর্থে كيل يسير মানে সহজ পরিমাপ। অর্থাৎ, এক উটের বোঝাই শস্য মিসর সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সহজ লভ্য বিষয়। অতএব, এ সহজলভ্য বস্তু ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। যেভাবে হোক বিনয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কোন বিপদে আক্রান্ত হয়ে যাও, যা থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ না থাকে তবে তোমরা অক্ষম বলে বিবেচিত হবে। তবে শক্তি ও প্রাণ থাকতে বিনয়ামীনের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করবে না। এই দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নেয়ার পর অধিক তাকীদ স্বরূপ বললেন, আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ, আমাদের এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি সবই আল্লাহর উপর সমর্পিত। যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির খেলাপ করবে তিনিই তাকে শাস্তি দেবেন। অথবা এজন্য বলেছেন যে, এসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি তো নিজেদের শক্তি অনুপাতে করা হচ্ছে। এসব কিছুর প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর তত্ত্বাবধানেই পূর্ণ হতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সমস্ত কলা–কৌশলই অনর্থক। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে যাবতীয় উপায় উপকরণের অনুকূলতার পরও ভরসা আল্লাহর উপরই রাখা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) হযরত ইয়াকূব (আ.) বদ নজর অথবা হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির আশংকায় পুত্রগণকে এ উপদেশ দিলেন যে, তোমরা সবাই একই সাথে এক দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবে না। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। উপদেশের পর এ কথাটিও বললেন যে, এসব তদবীর কিন্তু তকদীরের লেখা খণ্ডন করতে পারবে না। এ শুধু বাহ্যিক উপায় অবলম্বন। কাজেই আমি আল্লাহর কোন হুকুমকে

টলাতে পারি না। কেবল তাঁরই হুকুম চলে। তবে মানুষকে বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, তাই তোমাদেরকে এ উপদেশ দেয়া হল। কিন্তু এর উপর আমার ভরসা নয়, ভরসা কেবল আল্লাহরই উপর এবং সকলের উচিত তাঁরই উপর ভরসা করা। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩–৬৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. কাউকে নিজের কর্ম সম্পর্কে আশ্বস্ত করার জন্য তাকীদের সাথে কথা বলতে হয়। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য তাকীদের সাথে কথা বলেছেন।

২. যে ব্যক্তি একবার বিশ্বাস নষ্ট করেছে, তার প্রতি পুনরায় আস্থা স্থাপনে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

৩. বিপদে-আপদে কোন মাখলূককে রক্ষক না ভেবে একমাত্র আল্লহকেই রক্ষক ভাবা উচিত। যেমন ইয়াকূব (আ.) করেছেন।

৪. যে কোন মাখলূকের প্রতি মাখলূকের দয়ার চেয়ে বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া অনেক অনেক বেশি।

● ৬৫ নং আয়াত :

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আতিথেয়তায় এটা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, রসদপত্রের মধ্যে গোপনে দিয়ে দেয়া পণ্যমূল্য ভুলবশত ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই তারা ফিরে আসা পণ্যমূল্য দেখে আনন্দিত হয়েছেন এবং হযরত ইয়াকূব (আ.)ও তাদের বর্ণনা থেকে এটাই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তারা কেউ মিসর সরকারের আমানত হিসাবে উক্ত পণ্যমূল্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।

● ৬৬ নং আয়াত :

১. বিশেষ কোন কাজে কারবারে সন্তানের মত আপন লোকদের নিকট থেকেও কসম ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া জায়েয। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাউকে তার শক্তি সামর্থের বাইরে কসম দেওয়া উচিত নয়। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে সামর্থ্য সাপেক্ষে আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. কোন লোককে হাজির করার জন্য অপর কোন ব্যক্তি যামিন হতে পারে। যাকে ফিকাহর পরিভাষায় كفالة بالنفس বলা হয়। (প্রাগুক্ত)

● ৬৭ নং আয়াত :

১. জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাহ্যিক উপায় উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।

২. বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করবে, তবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা উপায়-উপকরণের প্রতি নয় বরং আল্লাহর উপর রাখতে হবে।

৩. বদ নজরের ক্রিয়া ও প্রভাব বাস্তব এবং সত্য। এর প্রভাবকে বিশ্বাস করা কুসংস্কার নয়। বহু হাদীছে এর বাস্তবতার কথা বর্ণিত হয়েছে। সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণও এতে একমত। বর্তমান কালের মেসমেরিজম থেকেও তার বাস্তবতার সমর্থন পাওয়া যায়।

www.maktabatulabrar.com

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) এবং যখন তারা তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করল তখন তা (সে কৌশল) আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিছু তাদের থেকে টলাতে পারেনি, তবে ইয়াকূবের মনে একটি অভিপ্রায় ছিল, যা সে পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল এ কারণে যে, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[১]।
وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾	(৬৯) আর যখন তারা ইউসুফের কাছে গেল তখন সে তার (সহোদর) ভাইকে নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল যে, আমিই তোমার ভাই (ইউসুফ), সুতরাং তারা যা করত তজ্জন্য দুঃখ করো না[২]।
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) অতঃপর সে (ইউসুফ) যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তাঁর (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখে দিল। অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে যাত্রীদল! নিশ্চয়ই তোমরা চোর[৩]।
قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾	(৭১) তারা ওদের দিকে ফিরে বলল, তোমরা কী হারিয়েছ?
قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾	(৭২) তারা বলল, আমরা বাদশাহর পানপাত্র উধাও দেখছি এবং যে ব্যক্তি তা এনে দেবে তার জন্য রয়েছে এক উটের বোঝা (পুরস্কার) এবং আমি তার যামিন[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পিতা তাদেরকে যেভাবে শহরে প্রবেশ করতে বলেছেন তারা সেভাবেই প্রবেশ করলেন। এতে তারা যদিও বদ নজর কিংবা কোন রকম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হননি। কিন্তু ভাগ্যের লেখা ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিনয়ামীনকে চুরির অভিযোগে আটক করা হয়েছে। অদৃষ্টের খণ্ডন হয়নি। তবে যাদের ইল্‌ম ও জ্ঞান রয়েছে তারা তাকদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আসবাবের অবলম্বন দু'টোই গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে যার ইল্‌ম ও জ্ঞান নেই তার কাছে একটা থাকলে অন্যটা থাকে না। হয়ত আসবাবের উপর ভরসা করে তাকদীরকে অস্বীকার করে বসে অথবা তাকদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আসবাবকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে বসে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং বিনয়ামীনকে হাজির করল তখন হযরত ইউসুফ (আ.) তার দুই দুই ভাইকে এক এক জায়গায় থাকতে দিলেন। বিনয়ামীন একা থেকে যাওয়ায় হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং তাকে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার কি কোন সহোদর ভাই আছে? উত্তরে বিনয়ামীন বললেন, এক ভাই ছিল, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমি তোমার সেই সহোদর ভাই ইউসুফ। আমি মৃত্যুবরণ করিনি। আজ আমরা একত্র হয়েছি। সুতরাং তাদের দুর্ব্যবহারের জন্য তুমি দুঃখ করো না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নিজেই পাত্রটি বিনয়ামীনের আসবাবের মধ্যে রেখে দেন এবং দরবারের লোকেরাই পেয়ালা না পেয়ে তাদেরকে চোর বলেছিল। (প্রাগুক্ত)

(৪) এ ঘোষণা সম্ভবতঃ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অনুমতিক্রমে হয়েছিল। এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, স্বয়ং চোরও যদি দ্রব্যটি এনে উপস্থিত করে তবে তাকে চুরির অপরাধ ক্ষমা করার পর পুরস্কারও দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, "আমি তার যামিন" একথাটি ঘোষণাকারী ব্যক্তির উক্তি। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৮ নং আয়াত :

১. এ আয়াতে ইল্‌ম ও ইল্‌মসম্পন্ন লোকদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লহর হুকুম মান্য করা। এরপরও তাওয়াক্কুল ও ভরসা আল্লাহর উপরই রাখতে হবে। (প্রাগুক্ত)

৩. ইল্‌মে ওহীই একমাত্র পূর্ণ জ্ঞান। এ জ্ঞানের অধিকারী লোকের সংখ্যা কম। অধিকাংশ লোক এ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। (প্রাগুক্ত)

● ৬৯ নং আয়াত :

সুখ লাভের পর অতীতের কষ্টের জন্য দুঃখ করতে নেই।

● ৭০ নং আয়াত :

কোন বৈধ উদ্দেশ্যে "হীলা" (حِيلَة) তথা কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

● ৭১ নং আয়াত :

কারও সাথে কথা বলার সময় তার প্রতি অভিমুখী হয়ে কথা বলা উচিত। এরূপ না করলে শ্রোতা এই ভেবে মনে কষ্ট পেতে পারে যে, আমার কথার প্রতি তেমন একটা মনযোগ প্রদান করা হলনা।

● ৭২ নং আয়াত :

১. কোন কর্মের বিনিময়ে পুরস্কার দেওয়া বৈধ। (আইসারুত্তাফাসীর)

২. কারও মালের যামিন হওয়া জায়েয। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝٧٣	(৭৩) তারা বলল, আল্লাহর কসম, তোমরা অবশ্যই জান আমরা এদেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই[১]।
قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝٧٤	(৭৪) তারা বলল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার (চোরের) শাস্তি কি[২]?
قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝٧٥	(৭৫) তারা বলল, তার শাস্তি হল যার মালপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে-ই তার বিনিময়। এভাবেই আমরা অনাচারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি[৩]।
فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝٧٦	(৭৬) অতঃপর সে (ইউসুফ) তাঁর ভাইয়ের থলি (তল্লাশি)-র পূর্বে তাদের থলি তল্লাশি শুরু করল, পরে তা তাঁর ভাইয়ের থলি থেকে বের করে আনল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে সে তার ভাইকে সেই বাদশাহর আইনানুসারে রাখতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা বহু মর্যাদায় উন্নীত করি এবং সমস্ত জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক জন সর্বজ্ঞ[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা ভালভাবে জান যে, আমরা কেবল দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি, আমরা এখানে কোন রকম অন্যায়-অপকর্ম করতে কিংবা চুরি করতে আসিনি। "তোমরা ভালভাবে জান" এ কথাটি বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা মিসরে প্রবেশ করার সময় তাদের বাহন জন্তুগুলোর মুখ বেঁধে দিয়েছিল, যাতে কারও কোন শস্যে মুখ না দেয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, পাত্র খোজকারীরা বলল, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও তবে চোরের শাস্তি কি হবে? হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জানা থাকায় তিনি কথাটি এভাবে জিজ্ঞেস করলেন, যাতে তারা তাদেরই স্বীকারোক্তি মোতাবেক বিনয়ামীনকে রেখে যেতে বাধ্য হয় এবং এতে তাদের কোন রকম আপত্তি না থাকে।

(৩) উত্তরে তারা বলল, যে, আমাদের শরীয়তে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, যার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া যাবে তাকে মালের মালিক গোলাম হিসেবে রেখে দেবে। আমরা চোরদেরকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৪) কাফেলার লোকদের সন্দেহের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য প্রথমে অন্যান্যদের থলি তল্লাশি করা হল, অবশেষে বিনয়ামীনের থলি তল্লাশি করে বাদশাহর পানপাত্র বের করা হল। অতঃপর ইয়াকূব (আ.)-এর শরীয়ত অনুযায়ী বিনয়ামীনকে আটক করে রাখা হল। অন্যথায় তৎকালীন মিসর সরকারের

আইনানুসারে তাকে আটক রাখার কোন সুযোগ ছিল না। তখন মিসরের সরকারী আইনে চোরের শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত ও জরিমানা। তাই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কৌশলে ইয়াকূব (আ.)-এর শরীয়ত অনুযায়ী বিনয়ামীনকে রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং ইউসুফ (আ.)-কে তার অন্যান্য ভাইদের চেয়ে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী আল্লাহ। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত :

১. প্রয়োজনে কসম করা ও নিজের নির্দোষতা প্রমাণের জন্য অপবাদ নিরসন করা বৈধ। (প্রাগুক্ত)

● ৭৪ নং আয়াত :

১. যদি অপরাধী থেকে তার অপরাধ ও অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার স্বীকারোক্তি নেয়া যায় তবে সেটাই শ্রেয়, অন্যথায় আইন তার স্বগতিতে চলবে।

● ৭৫ নং আয়াত :

১. হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি ছিল চোর মালিকের গোলামে পরিণত হওয়া। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭৬ নং আয়াত :

১. লোকদের সন্দেহের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য কৌশল অবলম্বনের নীতি প্রমাণিত হল।

২. একের তুলনায় অপরের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ হচ্ছে ইল্‌ম তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান।

৩. ইল্‌ম ও জ্ঞান নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা, সর্বজ্ঞানীর উপর একজন জ্ঞানী রয়েছেন। যিনি হচ্ছেন আল্লাহ।

(৭৭) তারা বলল, যদি সে চুরি করে থাকে তবে (আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা,) তার এক ভাইও ইতঃপূর্বে চুরি করেছিল,[১] তখন ইউসুফ এ কথাটি তার অন্তরে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে তা প্রকাশ করল না। সে (মনে মনে) বলল, তোমাদের অবস্থা তো অধিকতর মন্দ এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্পর্কে আলাহ সবিশেষ অবহিত[২]।	قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾
(৭৮) তারা বলল, হে আযীয! এর এক অতিশয় বৃদ্ধ পিতা আছেন, সুতরাং তার স্থলে আমাদের যে কাউকে রেখে দিন, নিশ্চয় আমরা আপনাকে দেখছি সদয় আচরণকারীদের অন্যতম[৩]।	قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

www.maktabatulabrar.com

(৭৯) সে (ইউসুফ) বলল, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি সে ব্যতীত অন্য কাউকে রাখা (-র অপরাধ) থেকে আমরা আলাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। নিশ্চয়ই আমরা তখন অবিচারকারী হব[৪]।	قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ভাই বলে এখানে ইউসুফ (আ.)কে বোঝানো হয়েছে। তবে তাঁর চুরি করার কথাটি অবশ্য ঠিক নয়। তবে এ সম্পর্কে তার বাল্যকালের একটি ঘটনা কথিত আছে যে, তিনি তার এক ফুফুর কাছে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ.) কিছুকাল পরে তাকে নিয়ে যেতে চাইলে ফুফু তাতে দুঃখিত হন এবং চক্রান্ত করে তাঁর কাপড়ের নিচে কোমরে একটি পেটি বেঁধে দেন এবং প্রকাশ করেন যে, আমার একটি পেটি হারিয়ে গিয়েছে। পরে তা ইউসুফের কোমর থেকে বের হলে তৎকালীন শরীয়ত অনুসারে তাঁকে ফুফুর কাছেই ফুফুর মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, প্রকৃত চোর তো তোমরা। কেননা, তোমরা ছেলেকে পিতার কাছ থেকে এনে বিক্রি করে দিয়েছ এবং তোমরা যে চুরির অপবাদ দিচ্ছ সে সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন, তা কতটুকু সত্য।

(৩) অর্থাৎ, তাকে রেখে দিলে তার অতিশয় বৃদ্ধ পিতা অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। তিনি তাকে ও তার ভাই ইউসুফকে খুব বেশি ভালবাসতেন। ইউসুফের পর এখন তাকেই সান্ত্বনার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন, তাহলে আপনার অনুগ্রহ হবে। আপনি যেহেতু সবার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। সুতরাং আমাদের একান্ত প্রত্যাশা যে, আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, যার কাছে মাল পাওয়া গেছে তার পরিবর্তে যদি আমরা অন্য কাউকে রাখি, তবে এটা তোমাদের শরীয়ত অনুযায়ী অবিচার বলে গণ্য হবে। হযরত ইউসুফ (আ.) যেহেতু আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে বিনয়ামীনকে রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাই তার বক্তব্যের অর্থ হল এই যে, যদি আমি ওহীর খেলাফ করি, তবে আমি জালেম হিসাবে গণ্য হব।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৭ নং আয়াত :

১. মানুষ কখনও নিজেকে অপমানিত বোধ করলে তখন নিজের লজ্জাকে ধামা-চাপা দেয়ার জন্য অন্যের উপর অসত্য কথা চাপিয়ে দিয়ে থাকে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা করেছেন। অথচ এটা মোটেই ঠিক নয়।

২. কখনও সময়ের অনুপযোগিতার কারণে এমন সত্য কথাটিও মনে চেপে রাখতে হয়, যা পরে এমনিতেই উদঘাটিত হয়ে যাবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) করেছেন।

● ৭৮ নং আয়াত :

১. বার্ধক্যের কারণে সহন ক্ষমতা লোপ পায়। এজন্যেই বার্ধক্যের দোহাই দিয়ে তারা অনুগ্রহ

পাওয়ার আবেদন করেছে। বুঝা গেল পিতা-মাতা, গুরুজন যত বেশী বৃদ্ধ হন ততই তাদের কষ্ট না হয় সেদিকে বেশী খেয়াল করা চাই।

২. কারও কাছে দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় আবেদন করা বৈধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. "নিশ্চয় আমরা আপনাকে দেখছি সদয় আচরণকারীদের অন্যতম"-এ বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি এত জুলুম করা সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছেন, যা তাদের বাচনিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

● ৭৯ নং আয়াত :

১. অপরাধীকে ছেড়ে দিয়ে তার বদলে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা জুলুম তথা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾

(৮০) অনন্তর যখন তারা তার (ইউসুফ) নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা চুপিসারে পরামর্শ করার জন্য নিভৃতে মিলিত হল। তাদের মধ্য থেকে বড়জন বলল, তোমরা কি জান না যে, অবশ্যই তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর কসম নিয়ে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন এবং ইতঃপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে যে ত্রুটি করেছিলে (তাও তো সবাই জান)। সুতরাং আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহই আমার জন্য কোন ফয়সালা করে দেন। আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী[১]।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾

(৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও অতঃপর বল যে, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্রতো চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি কেবল তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর আমরা অদৃশ্যের ব্যাপারে অবহিত ছিলাম না[২]।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

(৮২) আর আপনি সেই জনপদের অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন যেখানে আমরা ছিলাম এবং সেই যাত্রীদলকেও, যাদের সাথে হয়ে আমরা এসেছি। আর অবশ্যই আমরা পূর্ণ সত্যবাদী[৩]।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۳﴾

(৮৩) সে (ইয়াকূব) বলল, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয় সাজিয়ে দিয়েছে।[৪] সুতরাং অনুযোগবিহীন ধৈর্যই আমার উপায়। হয়তো আলাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۸۴﴾

(৮৪) এবং সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আর বলল, হায় আফসোস! ইউসুফের জন্য।[৫] আর শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত সে (ছিল) পূর্ণ বিষণ্ন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পরামর্শে অধিকাংশের রায় হল যে, এমতাবস্থায় বিনয়ামীনকে রেখে দেশে ফিরে যাওয়া চাই। তখন তাদের মধ্যে যিনি বয়স অথবা জ্ঞান-বুদ্ধিতে বড় ছিলেন তিনি বললেন, তোমাদের কি পিতার প্রতিশ্রুতি নেয়ার কথা স্মরণ নেই? ইতঃপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে পিতাকে প্রতারিত করেছ। সে পুরানো লজ্জা রাখার স্থান নেই। আবার নতুন লজ্জার বোঝা মাথায় নিয়ে কীভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে? সুতরাং আমি পিতার অনুমতি কিংবা আল্লাহর ফয়সালা ব্যতীত এদেশ থেকে যাব না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) পরামর্শের পর যখন অধিকাংশের রায় দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে স্থির হল, তখন ভাইদের মধ্যে বড়জন অন্যদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের পিতার কাছে যাও এবং তাকে গিয়ে বল যে, আপনার পুত্র চুরি করেছে। আমরা যতটুকু জানি, তাই বললাম। আমরা যে পূর্বে তাকে ফিরে আনার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা ছিল আমাদের বাহ্যিক জ্ঞানের পরিমণ্ডল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা অদৃশ্যের ব্যাপারে অবহিত ছিলাম না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, যদি আমাদের কথায় আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে কোন নির্ভরযোগ্য লোক পাঠিয়ে দিয়ে সেই জনপদবাসীদের থেকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখুন, যেখানে আমরা উক্ত ঘটনার সময় ছিলাম এবং সেই কাফেলার লোকদেরকেও জিজ্ঞেস করুন, যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমাদের বক্তব্যের সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। (প্রাগুক্ত)

(৪) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবার কারণে দ্বিতীয়বারও হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদের কথা বিশ্বাস করেননি। অথচ দ্বিতীয়বার বাহ্যতঃ তাদের বক্তব্য ঠিক ছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দ্বিতীয়বারের বক্তব্য সঠিক হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইয়াকূব (আ.) এবারও তাদের বক্তব্যকে সাজানো কথা বলে উড়িয়ে দিলেন কেন? উত্তর এই যে, তাদের উপর আস্থাশীল না থাকায় তাদের পূর্বের কর্মের উপর অনুমান করেই তিনি এরকম বলেছেন। কারণ, নবীগণ তো গায়েব জানেন না। অথবা এ উত্তর দেয়া যায় যে, তোমরা বিনয়ামীনকে রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে গেছ। অথচ তার মালপত্রে সরকারী পানপাত্র পাওয়া যাওয়ার পর

তাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কোন চেষ্টা করনি। বরং মিসর সম্রাটকে শরীয়তে ইবরাহীমীর ফতওয়া জানিয়ে দিয়ে তাকে আটকিয়ে রেখে এসেছ। এটা তোমাদেরই সাজানো কাহিনী বৈ কি? (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৫) বিনয়ামীনের নতুন বিচ্ছেদ ব্যাথায় ইউসুফের পুরানো বিরহ ব্যাথা চাঙ্গা হয়ে উঠায় হযরত ইয়াকূব (আ.) বলে উঠলেন, হায়রে ইউসুফের জন্য আফসোস। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০ নং আয়াত :

১. কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একান্তে পরামর্শ করা বৈধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাউকে তার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা বৈধ। (প্রাগুক্ত)

৩. কখনও লজ্জা মু'মিনের অনেক কল্যাণকর কাজের পথে অন্তরায় হয়। (প্রাগুক্ত)

● ৮১ নং আয়াত :

১. যেকোন কাজ-কারবার ও প্রতিশ্রুতি বাহ্যিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হলে সে বিষয়ে তার জ্ঞান থাকতে হবে, চাই সে জ্ঞান যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন। তবে যেভাবে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তা বলে দিতে হবে। (প্রাগুক্ত)

● ৮২ নং আয়াত :

১. কেউ সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও তার উপর কোন রকম সন্দেহ সৃষ্টি হলে তার অপনোদন করে দেয়া উচিত। (প্রাগুক্ত)

● ৮৩ নং আয়াত :

১. বিপদ-আপদে অনুযোগবিহীন ধৈর্যই দুঃখ লাঘবের একমাত্র উপায়।

২. ধৈর্য অত্যন্ত তিক্ত হলেও ফল তার অতি সুমিষ্ট।

(৮৫) তারা বলল, আল্লাহর কসম, আপনি তো সর্বদা ইউসুফকে স্মরণ করতে থাকবেন, যে পর্যন্ত না আপনি মুমূর্ষ হয়ে পড়বেন কিংবা মরেই যাবেন।	قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾
(৮৬) সে বলল, আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর নিকট পেশ করছি এবং আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সব বিষয়[১] জানি, যা তোমরা জান না।	قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾
(৮৭) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, অনন্তর ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কেউ নিরাশ হয় না[২]।	يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে ইউসুফের কথা স্মরণ করতে দেখে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্যান্য ভাইয়েরা বলে উঠল যে, আল্লাহর কসম, আপনি তো মৃত্যু মুখে পতিত না হওয়া কিংবা একেবারে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবেন। উত্তরে পিতা বললেন, আমি আমার দুঃখ বেদনা কেবল আল্লাহর কাছে পেশ করছি। তোমরা কি আমাকে ধৈর্য শিখাচ্ছ? ধৈর্যহীন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া দুঃখ–বেদনার অভিযোগ মানুষের কাছে করে বেড়ায়। আমি তো তাঁর কাছেই আমার দুঃখ–বেদনার কথা পেশ করছি, যিনি দুঃখ-বেদনা দিয়েছেন এবং আমি জানি যে, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে এখনও মৃত্যুবরণ করেনি। কেননা, এখনও তার স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। আমি আশা করি ইউসুফের সাথে আমার সাক্ষাত হবে এবং সে যে স্বপ্ন দেখেছে তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হবে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী) এখানে "সে সব বিষয়" বলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে তার জীবিত থাকার বিষয় জানা কিংবা আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ বা ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে ইউসুফের জীবিত থাকা সম্বন্ধে জানা ইত্যাদি উদ্দেশ্য। (আবুস সুউদ)

(২) আল্লাহ তা'আলার পরিব্যাপ্ত রহমত ও পরিপূর্ণ কুদরত সম্পর্কে যেহেতু কাফের সম্প্রদায়ের সঠিক ধারণা নেই, তাই তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। কিন্তু একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কখনই নিরাশ হয় না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৫ নং আয়াত :

১. হযরত ইয়াকূব (আ.) ইউসুফের কথা ভুলে যাননি, বরং তিনি সর্বদা তার আলোচনা করতেন।

২. অতি দুঃখ মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় অথবা জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহর কাছেই দুঃখ-বেদনার অভিযোগ পেশ করা উচিত। অন্য কারও কাছে দুঃখ-বেদনার অভিযোগ করা সমীচীন নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যায় হযরত ইয়াকূব (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে প্রত্যয়ী ছিলেন।

৩. নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

● ৮৭ নং আয়াত :

১. হযরত ইয়াকূব (আ.) অন্য পুত্রদেরকে ইউসুফকে তালাশ করতে বলেন। এ থেকে বুঝা যায় এই অন্য পুত্ররাই যে, ইউসুফকে সরানোয় ভূমিকা রেখেছিলেন সে ব্যাপারে ইয়াকূব (আ.) নিশ্চিত ছিলেন না। নতুবা তাদেরকে এই তালাশ করার দায়িত্ব দিতেন না।

২. পর্বত সমান বিপদেও আল্লাহর রহমতের আশা রাখা উচিত। কষ্টের সময় স্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিরাশ হওয়া এবং আযাবের সময় রহমত থেকে নিরাশ হওয়া হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا

وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى

الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾

(৮৮) অতঃপর যখন তারা তার (ইউসুফের) নিকট উপস্থিত হল তখন তারা বলল, হে আযীয! আমাদের ও আমাদের পরিবারের উপর সংকট আপতিত হয়েছে এবং আমরা এ সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।[১] নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ

اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾

(৮৯) সে (ইউসুফ) বলল, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে যে ব্যবহার করেছ তা কি তোমরা জান, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ[২]?

قَالُوْٓاءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ

وَهٰذَآ اَخِىْ ۫ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ

يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

(৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, বস্তুত আল্লাহ এরূপ নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا

لَخٰطِئِيْنَ ﴿٩١﴾

(৯১) তারা বলল, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম অপরাধী[৩]।

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫

وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

(৯২) সে (ইউসুফ) বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু[৪]।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ

يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও অতঃপর তোমরা এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবেন এবং তোমরা তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।[৫]

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "অনুগ্রহ করুন" কথাটার দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে (১) ভাইকে ফেরত দিয়ে অনুগ্রহ করুন। অথবা (২) পুঁজি অল্প হওয়া সত্ত্বেও পণ্য পুরো দিয়ে অনুগ্রহ করুন। পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য প্রথমোক্ত অর্থের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ। (আবুস সুউদ)

(২) হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের ও পিতার পরিবারের অভাব-অনটনের কথা শুনে দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে নিজেকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ভাইদেরকে সম্বোধন করে বলেন, যখন তোমরা অজ্ঞতার শিকার ছিলে তখন তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে যে ব্যবহার করেছ তা কি তোমাদের মনে আছে? প্রশ্নের ধরন দেখে সম্ভবতঃ তারা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে, আযীযে মিসরের সাথে ইউসুফের কি-বা সম্পর্ক? তবে কি এই লোকই সেই ইউসুফ যাকে আমরা মিসরীয় কাফেলার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম? তাই তারা বলে উঠল যে, তবে কি তুমিই ইউসুফ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমাদের বিরহের পর মিলন, লাঞ্ছনার পর সম্মান, দুঃখের পর সুখ এবং সংকটের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩ ও ৪) পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আল্লাহ সে সকল নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করেন না, যারা তাকওয়া ও ধৈর্য অবলম্বন করে। উত্তরে ভাইয়েরা বলল, সত্যিই তুমি যে তাকওয়া, ধৈর্য অবলম্বন করেছ, তার বদৌলতে আল্লাহ তোমাকে আমাদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং আমাদের হিংসা ও জিঘাংসার মনোভাব ছিল ভুল ও অপরাধ। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, যাহোক আজ সেসব আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমার নেই এবং তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। এটুকু কেবল ধৈর্য ও তাকওয়ার পুরস্কার তুলে ধরার জন্যই বলা হয়েছে। আমি তোমাদের ক্ষমার জন্য দুআ করছি।

(৫) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর গায়ের জামাটি পিতার জন্য পাঠালেন এবং জামার ওসীলায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সুসংবাদ দিলেন। এটা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মু'জিযা। উল্লেখ্য যে, এতদিন পর্যন্ত হযরত ইউসুফ (আ.) নিজেকে আল্লাহর নির্দেশেই গোপন রেখেছিলেন এবং পিতাকে কোন সংবাদ পর্যন্ত দেননি। এতে আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল দুঃখ-মুসীবতের পরীক্ষার মাধ্যমে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মর্যাদা বুলন্দ করা। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৮ নং আয়াত :

১. সংশোধন অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজের দুঃখ–কষ্টের কথা অন্যকে বলা জায়েয। (আইছারুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. অনুগ্রহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

● ৮৯ নং আয়াত :

১. আল্লাহর বিধি-বিধান, ওয়াদা ও শাসন সম্পর্কে অজ্ঞতাই হচ্ছে অন্যায়-অপরাধ ও গুনাহের অন্যতম কারণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এবার নিজেকে তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি তাদের ভাইদের কৃত আচরণের দিকে ইংগিত দিলেন। তবে তাদেরকে লজ্জা দেয়া উদ্দেশ্য ছিলনা বিধায় বললেন, এসব আচরণ করার সময় তোমরা তো ছিলে অজ্ঞ।

● ৯০ নং আয়াত :

১. হযরত ইউসুফ (আ.) "এ আমার ভাই"– এ কথা বলার পর বললেন, "আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" একথা বলে তিনি ইংগিত করলেন যে, দুঃখের পর সুখ ও বিরহের পর মিলন আল্লাহর অনুগ্রহ। অতএব এরূপ মুহূর্তে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধকে জাগ্রত করা চাই।

২. তাকওয়া ও ধৈর্যের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

● ৯১ নং আয়াত :

১. আয়াতে ইংগিত রয়েছে যে, তাকওয়া ও ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২. অন্যায়ের ব্যাপারে চৈতন্য ফিরে আসার পর অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া কর্তব্য।

● ৯২ নং আয়াত :

১. অপরাধীর প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন একটি মহৎ গুণ।

২. ভাইদের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

● ৯৩ নং আয়াত :

১. জামা দ্বারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চেহারায় ছোয়া লাগানোতে তার চোখের দৃষ্টি ফিরে আসা– এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুজিযা।

২. পরিবারের সকলকে তিনি মিসরে আসার দাওয়াত দিলেন। (উল্লেখ্য, এই সুদীর্ঘকাল হযরত ইউসুফ (আ.) পিতাকে নিজের সম্বন্ধে জানানো থেকে বিরত ছিলেন কেন? জানালে তো পিতা ইয়াকূব (আ.) মনে সান্ত্বনা পেতেন। এর সোজা উত্তর হল– আল্লাহর হুকুম হয়নি তাই। ওদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সবরের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾	(৯৪) আর যখন কাফেলা (মিসর থেকে) বের হয়ে পড়ল, তখন (কিনআনে) তাদের পিতা (পাশে উপস্থিত লোকদেরকে) বলল, যদি তোমরা বার্ধক্যের কারণে আমার মতিবিভ্রম ঘটেছে না বল, তবে (বলি) আমি অবশ্যই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।
قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾	(৯৫) তারা বলল, আল্লাহর কসম, আপনি তো আপনার পুরানো ভ্রমেই রয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾	(৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক আসল (এবং) সে তার চেহারার উপর তা (জামাটি) রাখল, তখন সে পূর্ববৎ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আলাহর পক্ষ থেকে সে সব বিষয় জানি, যা তোমরা জান না[১]?
قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾	(৯৭) তারা (ছেলেরা) বলল, হে আমাদের পিতা! আপনি আমাদের জন্য আমাদের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরা ছিলাম অপরাধী[২]।
قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾	(৯৮) সে (ইয়াকূব) বলল, আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য আমার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনিতো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমি এ কারণেই তার অনুসন্ধানের জন্য তোমাদেরকে পাঠিয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আশা পূর্ণ করলেন এবং তোমরা ইউসুফের সংবাদ নিয়ে এসেছ। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, প্রথমতঃ আপনি ক্ষমা করে দিন, তারপর খোলা মনে আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা, যে নিজে মাফ না করে সে অন্যের কাছে কীভাবে মাফের জন্য আবেদন করতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, দুআ কবূলের সময় আসুক, তখন পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের জন্য হাত তুলব। বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমুআর রাত অথবা তাহাজ্জুদের সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪ নং আয়াত :

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে যে, বায়ুর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গায়ের ঘ্রাণ হযরত ইয়াকূব (আ.) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। উল্লেখ্য যে, এতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মু'জেযাও প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হযরত ইয়াকূব (আ.) দূরের থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘ্রাণ পেলেন, অথচ কিনআনে কূপের মধ্যে থাকা অবস্থায় কাছে থাকা সত্ত্বেও তার ঘ্রাণ পেলেন না। এতে করে বুঝা গেল মুজিযা বা কাশ্‌ফ ইল্‌হাম জাতীয় বিষয় কারও নিজের ইচ্ছা বা ক্ষমতার অধীন নয়।

● ৯৫ নং আয়াত :

তারা বলল, আল্লাহর কসম, "আপনি তো আপনার পুরানো ভ্রমেই রয়েছেন।" অথচ এটা ভ্রম

ছিলনা বরং ছিল বাস্তব সত্য। এতে করে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, কারও উক্তিকে সব সময় এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়।

● ৯৬ নং আয়াত :

১. ইউসুফ (আ.)-এর গায়ের জামার মাধ্যমে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি খুলে যাওয়ার ঘটনায় আরেকটি মু'জিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৯৭ নং আয়াত :

১. মুরব্বীদের কাছে দুআ চাওয়ার নীতি প্রমাণিত হল।

২. ভাইয়েরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল। এতে বুঝা যায় তাদের ক্ষমার জন্য দুআ চাওয়া নিছক কোন লৌকিকতা ছিল না।

● ৯৮ নং আয়াত :

১. কেউ দুআ চাইলে সাথে সাথেই তার জন্য দুআ করা জরূরী নয়।

২. দুআ কবূল হওয়ার মুহূর্তের জন্য দুআ চাওয়াকে বিলম্বিত করা যায়।

৩. হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মহানুভবতা প্রমাণিত হয় যে, এত কিছুর পরও তিনি পুত্রদেরকে তিরস্কার না করে বরং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাজি হয়ে গেলেন। এবং বোঝা যায় নিজেও তিনি মন থেকে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۭ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

(৯৯) তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে তাঁর পিতা-মাতাকে[১] তাঁর কাছে স্থান দিল এবং বলল, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন[২]।

(১০০) এবং সে (ইউসুফ) তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল এবং তারা তাঁর সম্মানে সাজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ল[৩] এবং সে (ইউসুফ) বলল, হে আমার পিতা! এটাই অবশ্যই আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। আর নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রামাঞ্চল থেকে (এখানে) নিয়ে এলেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তার (বাস্তবায়নের) জন্য নিপুণ কৌশলী। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, অতি প্রজ্ঞাময়।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "মাতা" বলে তাঁর খালাকে বোঝানো হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(২) একদিকে হযরত ইয়াকূব (আ.) পুত্রের সাথে সাক্ষাতের জন্য মিসর রওয়ানা হয়েছেন, অপরদিকে হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে মিসরের উপকণ্ঠে এসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, মিসরে আসার পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উন্নত অবস্থা ও উচ্চ মর্যাদা দেখে সবার মনে তাঁর মর্যাদা সৃষ্টি হল এবং সবাই তাঁর সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। এ সাজদা ছিল কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্য। তখনকার শরীয়তে এটা জায়েয ছিল। তিনি যেহেতু স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এ সাজদা আল্লাহর ইচ্ছায়, সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা-মাতাকে সাজদা করতে নিষেধ করেননি। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৯ নং আয়াত :

১. "আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন" কথা থেকে বুঝা যায় হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের বাইরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, সম্মানী ব্যক্তির অভ্যর্থনার জন্য শহরের উপকণ্ঠে বা বাইরে যাওয়া বৈধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নিরাপত্তার বিষয়ে কেউ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারেনা। এজন্যই হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে এভাবে বলেছেন, "আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।"

● ১০০ নং আয়াত :

১. আরবীতে খালাকে বোঝানোর জন্য উম্ম তথা মাতা শব্দ ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ খালা মায়ের মতই।

২. পিতা-মাতা কর্তৃক সাজদা প্রদানের বর্ণনা থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হল। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আয়াত থেকে আরও বুঝা যায় যে, স্বপ্ন সত্য হলেও তার বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটতে পারে। কখনও কখনও বহু বছর পরও স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন চল্লিশ বছর পর বাস্তবায়িত হয়েছে।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

(১০১) হে আমার প্রতিপালক,অবশ্যই আপনি আমাকে রাজত্বের কিছুটা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই দুনিয়াতে ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিমরূপে মৃত্যু দিন এবং আপনি আমাকে বিশিষ্ট নেকবান্দাদের সাথে শামিল করুন[১]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইয়াকূব (আ.) মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ২৪ বছর সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন। মৃত্যুর সময় হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ ওসিয়ত করেন যে, মৃত্যুর পর যেন তার লাশ শামে নিয়ে তার পিতার কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়। ওসিয়ত মোতাবেক হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় পিতাকে শামে দাফন করেন। এরপর তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আখেরাতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত দুআ করেন। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতের ওসীলায় দুআ করা বৈধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দুনিয়া ও দুনিয়ার ক্ষমতা অর্জিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি অনুরাগ ও বিমুখতা প্রদর্শন বৈধ। (প্রাগুক্ত)

৩. আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত ও পরকালে নেককারদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ ও বাসনা রাখা প্রশংসনীয়। (প্রাগুক্ত)

৪. আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের বাসনায় অথবা অন্য কোন নেক উদ্দেশ্যে মৃত্যুর জন্য দুআ করা জায়েয। তবে কোন দুঃখ-কষ্টে অস্থির হয়ে মৃত্যু কামনা করা নাজায়েয। একাধিক হাদীছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾	(১০২) এটা অদৃশ্যলোকের একটি সংবাদ, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করছি। আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা তাদের ইচ্ছা সুদৃঢ় করেছিল এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল[১]।
وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾	(১০৩) আর অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়, যদিও তুমি আকাংখা কর না কেন[২]।
وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾	(১০৪) এবং তুমি তাদের কাছে এর (কুরআনের) উপর কোন বিনিময় চাচ্ছ না। এটা জগতবাসীর (সকলের) জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।
وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾	(১০৫) আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে তারা চলাচল করে থাকে। অথচ তারা সেগুলো থেকে উদাসীন[৩]।

www.maktabatulabrar.com

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾	(১০৬) আর তাদের অধিকাংশ এ অবস্থায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, তারা (তাঁর সাথে) শরীকও করে[৪]।
اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾	(১০৭) তবে কি তারা এ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আল্লাহর কোন সর্বগ্রাসী আযাব এসে পড়বে। কিংবা তাদের উপর অকস্মাৎ কেয়ামত এসে পড়বে অথচ তাদের খবরও থাকবে না[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ ও ২) এ সূরাটি সেসব প্রশ্নকারীর জওয়াবে অবতীর্ণ হয়, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল। পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করার পর সূরার শেষ ভাগে বলা হচ্ছে যে, এ কাহিনীটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের দলীল। কেননা, ইউসুফ (আ.)-এর এ কাহিনী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে বর্ণনা করা অদৃশ্য লোকের একটি সংবাদ, যা আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। কারণ, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আ.)কে কূপে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করেছিল, তখন তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে ছিলেন না এবং কারও কাছে শোনেনওনি। এতে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমেই এ ঘটনা জেনেছেন। তাহলে তিনি ওহীপ্রাপ্ত নবী। কিন্তু এরপরও অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, তারা যেভাবে কুরআনের বাণী শুনে আপনার প্রতি ঈমান আনে না, ঠিক তেমনি তারা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখেও তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করে না। মূলতঃ তাদের শোনা ও দেখা কেবল ভাসা-ভাসা। যদি তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত তবে কিছুটা উপকার হত, যখন তারা চিন্তাই করে না, তখন ঈমান কীভাবে অর্জিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) বাক্যটি وهم مشركون তারকীবে حال হয়েছে। সে হিসেবেই তরজমা করা হয়েছে। আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখলেই চলবে না, তাওহীদকেও স্বীকার করতে হবে। তাওহীদপূর্ণ ঈমান চাই, আল্লাহর সাথে শিরক করে আবার তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখার কোনই মূল্য নেই।

(৫) মোটকথা, কুফরীর কারণে তাদের আযাব ভোগ করা অনিবার্য। এ আযাব দুনিয়াতেও দেখা দিতে পারে। আখেরাতে তো অবধারিত আছেই। সুতরাং তাদের ভীত হওয়া ও কুফরী ছেড়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০২ নং আয়াত :

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করা তাঁর নবুয়ত-এর এক প্রমাণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন তাকে কুয়ায় ফেলে দেয়ার চক্রান্ত করে তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এতে করে বুঝা গেল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব স্থানে হাজির-নাজির নন।

৩. "চক্রান্ত" কথাটি থেকে বুঝা গেল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা নবী ছিলেন না। কেননা, কারও বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা কবীরা গোনাহ। আর নবীগণ (নবুয়ত লাভের আগে ও পরে) গোনাহ থেকে মা'সূম তথা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন।

● ১০৩ নং আয়াত :

১. দলীল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। সুতরাং দায়ীর দুঃখ বোধ করার কোন কারণ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "যদিও তুমি আকাংখা কর না কেন" কথা থেকে প্রমাণিত হয় উম্মতের হেদায়েতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনের ব্যাকুলতা ছিল অনেক বেশী।

● ১০৪ নং আয়াত :

১. মানুষের কাছে বিনিময় ব্যতিরেকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া উচিত। দায়ীর প্রতিদান দেবেন আল্লাহ তা'আলা। (প্রাগুক্ত)

২. কুরআন হচ্ছে জগৎবাসীর জন্য উপদেশ।

● ১০৫ নং আয়াত :

১. আমাদের আশে-পাশেও আল্লাহর সৃষ্টিতে বহু নিদর্শন রয়েছে যা থেকে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরত অনুধাবন করতে পারি।

২. আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করা অনুচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১০৬ নং আয়াত :

১. ঈমান হতে হবে শিরক মুক্ত। অন্যথায় সে ঈমান মূল্যহীন।

২. তখনকার অনেকের ঈমানের সাথে শিরকের সংমিশ্রণ ছিল।

● ১০৭ নং আয়াত :

১. কুফর শিরকের আযাব আসবেই। দুনিয়াতেও আসতে পারে, কেয়ামতের পর তো অবশ্যই আসবে।

২. উক্ত আযাবের ব্যাপারে সর্বদা শংকিত থাকা কর্তব্য।

৩. আয়াতে কেয়ামত আগমনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

৪. কেয়ামত আসবে অকস্মাৎ অর্থাৎ, কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময়-ক্ষণ কারও জানা নেই। কুরআন হাদীছে কেয়ামতের আলামাত বর্ণিত হয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট করে সময় বলা হয়নি।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

(১০৮) তুমি বলে দাও, এই আমার পথ,[১] আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে এবং আমার অনুসারীরাও। আর আল্লাহ (শিরক থেকে) পবিত্র। এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

(১০৯) আর আমি তোমার পূর্বে জনপদ সমূহের অধিবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ মানুষগণ ব্যতীত –যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম– কাউকে রসূলরূপে প্রেরণ করিনি।[২] তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? আর অবশ্যই আখেরাতের বাসস্থান তাদের জন্য অতি উত্তম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তবুও কি তোমরা বুঝ না?

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

(১১০) অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেল এবং লোকেরা ধারণা করল যে, রসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল। অতঃপর আমার যাকে ইচ্ছা সে রক্ষা পেল। আর অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার আযাব টলানো যায় না[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতার ব্যাপারে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেটাই আমার পথ। যার সারকথা এই যে, আমি মানুষকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহবান করছি এবং আল্লাহর তাওহীদ ও আমি আল্লাহর পথে আহবানকারী হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং আমার অনুসারীরাও সে দলীল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি প্রমাণহীন কোন কথার দিকে কাউকে আহবান করছি না। সারকথা, আমার পথ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ এক এবং আমি হলাম দায়ী। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, পূর্বেও আমি আকাশের ফেরেশতাদেরকে নবী বানিয়ে পাঠাইনি। পূর্ববর্তী নবীগণও জনপদের অধিবাসী পুরুষ মানুষই ছিলেন। এরপর দেখ তাদেরকে যারা অস্বীকার করেছিল, দুনিয়াতে তাদের কী পরিণতি হয়েছে। অথচ অনেক সময় কাফেররাও দুনিয়াতে সুখী-সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তো কেবল তাদেরই জন্য যারা কুফরী ও শিরক থেকে বেঁচে থাকে। এতে মক্কার কাফেরদেরকে পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আযাব আসতে বিলম্ব ঘটার কারণে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কেও অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, আযাব আসতে এতই বিলম্ব হয়েছিল যে, অস্বীকারকারীরা আগে থেকে বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। এ অবস্থা দেখে তাদের ঈমানের ব্যাপারে নবী-রসূলদের বাহ্যতঃ কোন আশা রইল না। অপরদিকে তাদের উপর দীর্ঘদিন যাবৎ আযাব আসতে বিলম্ব হওয়ায় তারা এ ধারণা করে বসেছিল যে, নবীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সাহায্য করার এবং অপরাধীদেরকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা সবই মিথ্যা। এরপর তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছল এবং আমার যাকে রক্ষা করার ইচ্ছা ছিল, সে রক্ষা পেল। আর যাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা ছিল সে ধ্বংস হল। (ফাওয়ায়েদ উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৮ নং আয়াত :

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী প্রত্যেক মু'মিনের উপর আল্লাহর পথে আহবান করা অপরিহার্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর পথে আহবানকারী ব্যক্তির জন্য আস্থাপূর্ণ ইল্‌ম থাকা আবশ্যক, যাকে কুরআন "বাসীরত" শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৩. আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাতের একত্ববাদকে স্বীকার করা ওয়াজিব।

● ১০৯নং আয়াত :

১. কোন মহিলা ও যাযাবর প্রকৃতির মানুষ নবী-রসূল হিসাবে প্রেরিত হননি। এটা পুরুষ ও জনপদবাসীদের উপরই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. তাওহীদ ও তাকওয়া অবলম্বনের ফল হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের শুভ পরিণাম। (প্রাগুক্ত)

● ১১০নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সাহায্য করতে অনেক সময় বিলম্ব করে থাকেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অপরাধীদের অপরাধের শাস্তি অনিবার্য। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কখনও তাতে বিলম্ব দেখা যায়। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

৩. আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফ্‌রী। তবে বাহ্যিক উপায় উপকরণের দিক থেকে আশাহত হওয়া কুফ্‌রী নয়। আয়াতে বর্ণিত নবীগণের নিরাশা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নবীগণ আল্লহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারেন না। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝١١١

(১১১) অবশ্যই তাদের কাহিনীসমূহে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষা[১]। এটা (কুরআন) এমন বাণী নয়, যা মনগড়াভাবে রচনা করা হয়। বরং এটা তো সেই গ্রন্থের সত্যায়ন, যা তার সন্মুখে রয়েছে[২], সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত[৩]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাহিনীসমূহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আনুগত্যের ফল কি এবং অপরাধের পরিণতি কি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে সে শিক্ষা রয়েছে। এ শিক্ষা তারাই গ্রহণ করতে পারে, যাদের বিবেক ও বুদ্ধি আছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ।

(৩) অর্থাৎ, কুরআন পাক যার মধ্যে এসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা কোন রকম মনগড়াভাবে রচিত নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী সমস্ত সত্যের সমর্থক, যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষক। এ কুরআন দ্বারা যেহেতু কেবল মু'মিনরাই উপকৃত হয়, তাই কেবল তাদের জন্যই এটা হেদায়েত ও রহমত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১১নং আয়াত :

১. পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতদের ঘটনায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

২. কুরআনে কারীম মনগড়া রচনা নয়।

৩. কুরআনে কারীম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।

৪. কুরআনে কারীমে প্রয়োজনীয় দ্বীনী সব বিষয়ের দিক নির্দেশনা রয়েছে।

৫. মুমিনরাই কুরআনের হেদায়েত ও রহমত থেকে উপকৃত হতে পারে।

(১১) সূরা রা'দ[১], মক্কী
৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা,[২] এগুলো কিতাবের আয়াতরাজি। আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্যই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতে) বিশ্বাস করে না[৩]।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ

(২) আল্লাহ তিনিই, যিনি আসমানসমূহকে খুঁটি ব্যতীত উর্ধ্বস্থিত করেছেন, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ।[৪] এরপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন[৫] এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে বাধ্যগত করলেন। প্রত্যেকটা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলবে[৬]। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝٢	তিনি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার[৭]।
وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣	(৩) আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে স্থিত পর্বতমালা ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল থেকে দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন[৮]।
وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٤	(৪) আর পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন অনেক ভূখণ্ড, বহু আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং একাধিক কাণ্ড বিশিষ্ট ও এক কাণ্ড বিশিষ্ট খেজুর গাছ, সেগুলো সিঞ্চিত হয় একই পানি দ্বারা। অথচ আমি স্বাদে তার কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন[৯]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ সূরাটি মক্কী, মতান্তরে মাদানী। এ সূরার ১৩নং আয়াতে রা'দ (অর্থাৎ, বজ্রধ্বনি, মতান্তরে মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা)-এর আলোচনা থাকায় এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা রা'দ। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এর যোগসূত্র এই যে, পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা ছিল। সূরার শেষ ভাগে ১০৫নং আয়াত থেকে সংক্ষেপে আল্লাহর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল। কাজেই এ সূরার সূচনাও কুরআনের সত্যতার আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে। এরপর কিছুটা বিস্তারিতভাবে আল্লাহর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর পুনরুত্থান ও নবুয়ত অস্বীকারকারীদের কিছু প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) এই বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য আল্লহ তা'আলাই অবগত আছেন। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, এ সূরার বক্তব্য মহান গ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াত এবং আপনার উপর অবতীর্ণ এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সঠিক ও সত্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন সুস্পষ্ট কথাটি অনেকে বিশ্বাস করে না। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, দুনিয়ার এ মহাকাশ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে

এই যে, তাতে কোন খুঁটি নেই। কেবল আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতেই উর্ধ্বে স্থির রয়েছে। বস্তুগত আকর্ষণের মতবাদ সঠিক হলেও আয়াতের বক্তব্যের সাথে তার কোন বিরোধ নেই। কেননা, আকর্ষণকে পরিভাষায় খুঁটি বলা হয় না। যদি তাকে খুঁটি বলাও হয়, তবে তা দেখা যায় না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, তিনি শাহী আসনে এভাবে সমাসীন হয়েছেন যেমন তার জন্যই সাজে। এই সমাসীন হওয়ার ধরন বুঝা বা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল এর প্রতি বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, সূর্য এক বছরে এবং চন্দ্র এক মাসে তার নির্ধারিত কক্ষপথ অতিক্রম করে অথবা উদ্দেশ্য এই যে, চন্দ্র-সূর্য এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস করতে পার। কেননা, যিনি এ বিশাল জগৎ তৈরি করেছেন তিনি মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৮) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উর্ধ্বাকাশের বিভিন্ন বিষয়াদির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও প্রভুত্বের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। এ আয়াতে নিম্ন জগৎ তথা ভূমণ্ডলের বিভিন্ন বিষয়াদি ও দিবস-রজনীর আবর্তন দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, ভূমিকে এত সম্প্রসারিত করা হয়েছে, যাতে তার উপর অগণিত মাখলূক বিচরণ করতে পারে এবং ভূমণ্ডলে অবস্থানকারী সমস্ত মাখলূকের রিযিক ও জীবনোপকরণ তাতে সন্নিহিত রেখেছেন, পৃথিবীর কিলক স্বরূপ পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, মাখলূকের পানীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন, দিবসের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবস আবর্তিত করেন। এসব কিছুতে আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত ও কুদরতকে জানার জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের কাছে এসব নিদর্শন উদ্ভাসিত হয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৯) পূর্ববর্তী আয়াতে উর্ধ্বাকাশের আলোচনার পর তার বিপরীতে নিম্ন জগৎ তথা পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে। আকাশের আলোচনার সাথে চন্দ্র-সূর্যের আলোচনা করা হয়েছিল। এখানে তার বিপরীতে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা ও তার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, একই ধরনের ভূমি, একই ধরনের পানি, একই রকমের বায়ু। এতদসত্ত্বেও ফলমূলের স্বাদ ও আকার-আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। বলা বাহুল্য যে, এসব বিষয় এমনিতেই হয়ে যায়নি এবং একথাও ঠিক নয় যে, এটা প্রকৃতিগত। কেননা, প্রকৃতির ইচ্ছা ও এখতিয়ার নামক কিছু নেই। বরং এসব কিছুই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বুঝা গেল যে, যাদের বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে তাদের জন্য এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহর মা'রেফাত লাভের বহু উপাদান রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত :

১. পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ। এটা সন্দেহাতীত সত্য।

www.maktabatulabrar.com

● ২নং আয়াত :

১. জগতের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তা'আলারই কুদরতের অধীন। মানুষের চেষ্টা-তদবীর কেবল বাহ্যিক উপায় মাত্র। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা অত্যন্ত সহজ।

● ৩নং আয়াত :

১. সব ধরনের ফলের জোড়া রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা গেছে যে, সব রকম উদ্ভিদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের যুগলীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত ও কুদরত সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি লাভ করতে হলে তাঁরই কুদরতের নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

● ৪নং আয়াত :

১. সৃষ্টির বহু বিষয় তুলে ধরে স্রষ্টাকে চেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. সত্যকে জানা ও সত্যকে অনুসরণ করার জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। (আইছারুত্তাফাসীর) উল্লেখ্য যে, কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি থাকাই যথেষ্ট নয়। সে জ্ঞান-বুদ্ধিকে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তার তাৎপর্য উদঘাটনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে সত্যকে জানা ও সত্যের অনুমান করা সহজ হবে।

(৫) আর যদি তুমি বিস্ময় বোধ কর, তবে বিস্ময়করই তাদের (এই) কথা– যখন আমরা মাটি হয়ে যাব, তখন কি সত্যিই আমরা (আবার) নতুন সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করব[১]? ওরাই সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে। আর ওদেরই ঘাড়ে থাকবে শিকল এবং ওরাই হবে জাহান্নামী, ওরা সেখানে অনন্তকাল থাকবে[২]।	وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
(৬) আর তারা ভাল অবস্থার (কাল শেষ হওয়ার) পূর্বে তোমাকে মন্দ অবস্থা ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ তাদের পূর্বে (আযাবের) বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর[৩]।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি যদি তাদের পুনরুত্থান অস্বীকারের উক্তিতে আশ্চর্যবোধ করে থাকো তবে তোমার আশ্চর্যবোধ সম্পূর্ণ যথার্থ। কেননা, এর চেয়ে আশ্চর্যজনক উক্তি আর কী হবে যে, যিনি প্রথমে একবার সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কাজেই তাদের এরূপ উক্তি সত্যিই বিস্ময়কর। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

উল্লেখ্য যে, এখান থেকে পর পর তিন আয়াতে কাফেরদের তিনটি সংশয়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রথম সংশয় ছিল যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান কীভাবে সম্ভব? আলোচ্য আয়াতে তার অপনোদন করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। সুতরাং আল্লাহর এরূপ বিরুদ্ধাচারীদের শাস্তি হবে হাতে ও গলায় কড়া পরিয়ে চিরস্থায়ী কারাগার জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেওয়া, যা তৈরি করা হয়েছে এমনই অপরাধীদের জন্য। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৩) কাফেরদের দ্বিতীয় সংশয় ছিল এই যে, যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই নবী হয়ে থাকেন, তবে নবীর বিরুদ্ধাচরণের জন্য তিনি যে আযাবের ভয় দেখান, তা কেন আসে না। তাদের এ সংশয়ের জওয়াব এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা ভাল অবস্থা তথা শাস্তির কাল শেষ হওয়ার পূর্বে তোমার কাছে আযাব অবতারণের দাবি করে বলে, যদি আপনি প্রকৃতই নবী হয়ে থাকেন, তবে তাৎক্ষণিক আযাব ডেকে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আযাব অবতরণকে সুদূর পরাহত কিংবা অসম্ভব মনে করে। অথচ ইতঃপূর্বে বহু কাফের সম্প্রদায়ের উপর আযাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা সবাই প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং তাদের উপর আযাব আসা অসম্ভব কোথায়? তবে কথা এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ ক্ষমার গুণে যেকোন ছোট বড় গুনাহর জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও করেন না। তবে আযাব এসে গেলে তা থেকে রেহাইয়ের আর কোন সুযোগ থাকে না। (মাআরিফুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫নং আয়াত :

১. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য। এ বিষয়টা যুক্তিগ্রাহ্য ও নিশ্চিত। এটা অসম্ভব– এমন কিছু নয়।

২. পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা কুফরী।

৩. কাফেরদেরকে হাতে গলায় বেড়ি পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪. তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

● ৬নং আয়াত :

১. কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদানের বহু নমুনা রয়েছে। কাফেরদের তা দেখেই সতর্ক হওয়া চাই।

২. আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাশীলতার গুণের কারণে অপরাধের শাস্তি দানে বিলম্ব হলেও কুফরীর শাস্তি অনিবার্য।

৩. আল্লাহর শাস্তি অনেক কঠিন।

(৭) আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (বিশেষ) কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একজন পথপ্রদর্শক[১]।	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧
(৮) প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও যা বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তা জানেন। আর সবকিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে[২]।	اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨
(৯) তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য (সবকিছু) সম্পর্কে অবগত, তিনি সবচেয়ে বড়, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝٩
(১০) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা গোপন রাখে, যে ব্যক্তি তা প্রকাশ করে, এবং যে ব্যক্তি রাত্রে আত্মগোপনকারী ও দিবসে বিচরণকারী (এ সবই আল্লাহর জ্ঞানে)	سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেরদের তৃতীয় সংশয় ছিল এই যে, যদিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু মু'জিযা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু আমরা যে বিশেষ বিশেষ মু'জিযার দাবি করেছি, তা কেন তিনি প্রকাশ করছেন না? আলোচ্য আয়াতে তাদের এ সংশয়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারকথা এই যে, মু'জেযা প্রকাশ করা নবী-রসূলের ইচ্ছা ও এখতিয়ারাধীন নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার কাজ। তিনি নবীর প্রত্যয়নের জন্য যে সময় যেমন মু'জিযা প্রয়োজন মনে করেন তখন সেটা প্রকাশ করেন। তিনি কারও দাবি ও আবদার রক্ষা করতে বাধ্য নন। নবী-রসূলের কাজ কেবল আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করা। দাবি অনুযায়ী মু'জিযা দেখানো তাঁদের কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা যেমন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন, তেমনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একজন পথ প্রদর্শক মাত্র। মানুষকে আল্লাহর পথ দেখানোই তার কাজ। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে কি মেয়ে, সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, ভাল কি মন্দ– সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন এবং সবকিছুর পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে তিনিই জানেন। তার চেয়ে বেশি বা কম হওয়া সম্ভব নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী ইল্‌মের সামনে যে ব্যক্তি কথা গোপন রাখে অথবা আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি প্রকাশ করে অথবা জোরে কথা বলে, আর যে ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকারে বিচরণ করে অথবা রাত্রে গোপন কাজ করে এবং যে ব্যক্তি দিনের বেলায় খোলা পথে হাটে অথবা দিবসে কোন কাজ করে সবই আল্লাহর জ্ঞানে সমান। এতে কোন ভেদাভেদ নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭নং আয়াত :

১. প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ অবশ্যই একজন পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। চাই তিনি নবী হোন অথবা নবীর প্রতিনিধিত্বকারী অন্য কোন লোক হোন। যেমন সূরা ইয়াসীনে নবীর প্রতিনিধিত্বকারী তিনজন সহযোগীর কথা বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. নবীর কাজ সতর্ক করা, ফরমায়েশী মু'জিযা প্রদর্শন নবীর কাজ নয়।

● ৮নং আয়াত :

১. আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. ভাগ্য ও অদৃষ্টের আকীদা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৯-১০নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর আসমায়ে হুসনার দুটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি আল-কাবীর (যার সত্তা সবচেয়ে বড়), আল-মুতা'আলী (সর্বোচ্চ মর্যাদাবান)।

(১১) তার[১] জন্য রয়েছে তার সামনে ও তার পেছনে পালাক্রমে আগমনকারী (বহু প্রহরী ফেরেশতা) যারা আল্লাহর আদেশে তার হেফাযত করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তখন তা প্রতিহত করবার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই[২]।	لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١١
(১২) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ চমক দেখান ভয় ও আশা স্বরূপ এবং তিনি ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন[৩]।	هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢
(১৩) আর রা'দ[৪] (ফেরেশতা) তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং (অন্যান্য) ফেরেশতাগণও তার ভয়ে (পবিত্রতা বর্ণনা করে)। আর তিনি প্রেরণ করেন বজ্রসমূহ এবং যাকে ইচ্ছা তদ্বারা আঘাত করেন। আর তারা (কাফেররা) আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তিনি শক্তি-সামর্থ্যে কঠোর।	وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝١٣

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তার" বলতে পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত– যে ব্যক্তি কথা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে এবং যে ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকারে বিচরণ করে অথবা দিনের বেলায় মুক্ত রাজ পথে চলে সবার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতার দল নিযুক্ত রয়েছে। তারা মানুষের সামনে ও পেছনে পরিবেষ্টন করে প্রহরার দায়িত্ব পালন করে এবং দায়িত্বে নিয়োজিত দলের পরিবর্তন হতে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হেফাযতের জন্য ফেরেশতারা প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, কিন্তু যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর নেয়ামতের শুকর ও তার আনুগত্য ছেড়ে অপকর্ম ও বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে, তখন আল্লাহও তার প্রহরীদেরকে তুলে নেন এবং তাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব অবতীর্ণ হয়, যা থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকে না। উল্লেখ্য যে, "কোন জাতির মধ্যে শুভ বিপ্লবের সূচনা হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা করে"– কথাটি মূলত এক পর্যায়ে সত্য হলেও আলোচ্য আয়াতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (প্রাগুক্ত)

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথমে মানুষের হেফাযতের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর অন্যায়-অপকর্মের কারণে যে বিপদ-মুসীবত আসে তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার ও শাস্তি দু'টোই দিতে পারেন। এ প্রসঙ্গেই এখানে কুদরতের কিছু নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে একই সাথে আশা নিরাশা দু'টোই রয়েছে। যেমন বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন একদিকে যেমন বৃষ্টির আশা সঞ্চারিত হয়, তেমনি বজ্রপাতের আশংকাও দেখা দেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) রা'দ শব্দের অর্থ বজ্রধ্বনি, মতান্তরে মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। এখানে শব্দটি মালাইকা (অর্থাৎ ফেরেশতা)-এর পাশাপাশি উল্লেখিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, এখানে শব্দটি দ্বিতীয় অর্থ তথা ফেরেশতার নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১নং আয়াত :

১. হেফাজতকারী ফেরেশতা থাকার বর্ণনা।

২. তারা পালাক্রমে এসে থাকে।

৩. পাপ ও অপরাধের কারণেই আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত তুলে নেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. আল্লাহ কোন বিপদ ঘটাতে চাইলে তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

● ১২–১৩নং আয়াতদ্বয় :

১. তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যিনি বিপদের ঘনঘটার মাঝে আশার আলো দেখান। যেমন বিদ্যুতের চমকানির মাঝে বজ্রপাতের আশংকার পাশাপাশি রহমতের বারি বর্ষণের আশাও লুকিয়ে থাকে।

২. রা'দ-এর হাম্দ ও তাসবীহ জ্ঞাপনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾

(১৪) সত্য ডাক তাঁরই জন্য। আর যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে ডাকে, ওরা তাদের ডাকে কোনই সাড়া দিতে পারে না। হ্যাঁ কেবল পানির প্রতি আপন হস্তযুগল সম্প্রসারণকারী (তৃষ্ণার্ত) ব্যক্তির (ডাকে পানির সাড়া দেওয়ার) মত, যাতে পানি তার মুখে এসে পৌছয়। অথচ তা (নিজে নিজে) তার কাছে পৌছবার নয়। আর কাফেরদের ডাক তো নিষ্ফলতায় পর্যবসিত ব্যতীত কিছু নয়[১]।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾ السجدة

(১৫) আর আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয় যা কিছু রয়েছে আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীতে (কেউ তো) স্বেচ্ছায়, (কেউ তো) অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও (সাজদাবনত হয়) সকাল সন্ধ্যায়।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

(১৬) তুমি বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? তুমি বলে দাও আল্লাহই। তুমি বল, তবে কি তোমরা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজেদেরই কোন লাভ ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখে না[২]? তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হতে পারে[৩]? নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন কিছু স্থির করেছে, যারা তার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, ফলে (উভয়) সৃষ্টি তাদের কাছে এক রকম মনে হয়েছে! তুমি বল, আল্লাহই সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই একক, মহাপরাক্রান্ত[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ডাকার উপযুক্ত আল্লাহই। কেননা তিনিই বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়ার ও দুআ কবূল করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে কাফেররা নিজেদের প্রয়োজন ও মুসীবতের সময় ডাকে তাদের যেহেতু কোন শক্তি নেই তাই ওরা তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন কূপের কিনারায় দাঁড়িয়ে কূপের গভীরে পড়ে থাকা পানির প্রতি হাত বাড়িয়ে তার পিপাসা নিবারণের জন্য কাকুতি-মিনতি করলে পানি নিজে নিজে কূপের তলদেশ থেকে উঠে এসে তার পিপাসা নিবারণ করতে পারে না, তেমনি দেব-দেবীদের সামনে বিপদ-মুসীবত দূর করার জন্য কাফেরদের

কাকুতি-মিনতির জওয়াবে দেব-দেবীরাও কোন সাড়া দিতে পারে না। সুতরাং কাফেরদের এহেন আহবান নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়।

(২) অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালকরূপে স্বীকার করে নিয়েছে, তখন তার পরিবর্তে অন্যান্য দেব-দেবীকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করেছে, যারা অনুপরিমাণ লাভ ক্ষতির স্বতন্ত্র কোন অধিকার রাখে না? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তাওহীদের অনুসারী ও মুশরিকের পার্থক্য হচ্ছে চক্ষুষ্মান ও অন্ধের মত এবং তাওহীদ ও শির্কের তুলনা হচ্ছে আলো বনাম অন্ধকারের সাথে। সুতরাং একজন অন্ধ মুশ্‌রিক যে শির্কের অন্ধকারে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কি কখনো এমন স্থানে পৌছতে সক্ষম হবে, যেখানে একজন তাওহীদের অনুসারী চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ঈমানের উজ্জ্বল আলোতে পথ অতিক্রম করে পৌছতে পারে? কখনো এক স্থানে পৌছতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যেমন মাখলূকাত পয়দা করেছেন, তোমাদের নেতারাও কি তদ্রূপ কোন কিছু সৃষ্টি করেছেন, যা দেখে তাদের প্রভুত্বের ভ্রম হয়? (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪নং আয়াত :

১. ডাকার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহই। কেননা তিনিই বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়ার ও দুআ কবূল করার ক্ষমতা রাখেন।

২. আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে কাফেররা নিজেদের প্রয়োজন ও মুসীবতের সময় ডাকে তাদের যেহেতু কোন শক্তি নেই তাই ওরা তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না।

৩. দেব-দেবীকে ডাকা যে কোন ফল বয়ে আনতে পারেনা তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

● ১৫নং আয়াত :

১. সকলেই আল্লাহর নির্দেশের অনুগত। মুমিন তো স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে আর কাফেররা অনিচ্ছায় হলেও আল্লাহর সৃষ্টিগত ফয়সালা মানতে বাধ্য।

২. এ আয়াত তেলাওয়াত করলে অথবা কাউকে তা তেলাওয়াত করতে শুনলে তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের সাজদা করা ওয়াজিব।

● ১৬নং আয়াত :

১. কোন দলীল-প্রমাণ বা যুক্তি যেহেতু শির্কের সমর্থন করে না, সুতরাং শির্ক বাতিল ও গর্হিত এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা ফরয। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. গায়রুল্লাহর কোন ক্ষমতা নেই, অতএব তাদের পূজাপাঠ অযৌক্তিক।

৩. তাওহীদের অনুসারী ও মুশরিকের উদাহরণ হচ্ছে যেমন চক্ষুষ্মান ও অন্ধ আর তাওহীদ ও শির্কের উদাহরণ হচ্ছে যেমন আলো ও অন্ধকার।

৪. আল্লাহর আসমায়ে হুসনার দুটি উল্লেখিত হয়েছে। "আল-ওয়াহিদ" (একক) ও "আল-কাহ্‌হার" (মহাপরাক্রান্ত)।

www.maktabatulabrar.com

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۭ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۭ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝	(১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তার পরিমাণ অনুপাতে প্রবাহিত হয়। তারপর স্রোতধারা উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে নিয়ে যায়, আর (লোকেরা) যে সব পদার্থকে অলংকার অথবা আসবাব প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আগুনে উত্তপ্ত করে তাতেও তদ্রূপ আবর্জনা (উপরে উঠে) থাকে। এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। বস্তুত আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে চলে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন[১]।
لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۭ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ سُوْۗءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝	(১৮) যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় তাদেরই জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়,[৩] আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, (আখেরাতে) তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সবই থাকে এবং তার সাথে তার সমান (আরও ধন-সম্পদ) থাকে, তবে তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা দিয়ে দিতে চাইবে[৩]। এসব লোকের হবে কঠোর হিসাব এবং তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর তা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ উপমা দু'টিতে দু'প্রকারের পদার্থের কথা বর্ণিত হয়েছে। এক প্রকার কাজের। আর এক প্রকার অকেজো। আবর্জনা বহনকারী পানি এবং আগুনের উত্তাপে গলিত ধাতব দ্রব্য হল কাজের বস্তু। অপর দিকে সে পানির উপর ভাসমান আবর্জনা এবং গলিত ধাতু থেকে নির্গত আবর্জনা হল অকেজো। এ উপমা দু'টির সারমর্ম এই যে, খাঁটি জিনিসের উপর সাময়িকভাবে কিছু অপদার্থ পরিলক্ষিত হলেও তা পরিত্যক্ত ও বিদূরিত হয়ে যায়। অথচ খাঁটি জিনিস সাদরে রক্ষিত হয়। তেমনি বাতিল ও অসত্য সাময়িকভাবে হক ও সত্যের উপরে দেখা গেলেও অবশেষে হকই বহাল থাকে এবং বাতিল পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যারা ঈমান গ্রহণ করে নেক আমল করেছে, তাদেরই জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। প্রকৃত আনন্দ এবং মানসিক তৃপ্তি ও শান্তি কেবল তারাই লাভ করে থাকেন। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে তো যেভাবে হোক পার হয়ে গেল, কিন্তু আখেরাতে তাদের এমন দুরাবস্থা হবে যে, যদি সমগ্র দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডার তাদের হাতে থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও সম্পদ থাকে, তবুও তারা সবকিছুর বিনিময়ে সম্ভব হলেও সে দুরাবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইবে। অথচ সেখানে তাদের জন্য সে সুযোগ থাকবে না। (প্রাগুক্ত)

● ১৭নং আয়াত :

আহকাম ও শিক্ষা

১. কোন বিষয়কে সহজে বোধগম্য করে তোলার জন্য উপমা-উদাহরণ পেশ করা ভাল।

২. হক-এর উদাহরণ হল পানি ও মূল ধাতু। আর বাতিল-এর উদাহরণ হল পানির উপরিস্থিত ময়ল-আবর্জনা এবং গলিত ধাতুর উপরে উঠে আসা ময়লা-আবর্জনা।

৩. হক তথা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং বাতিল তথা অসত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার বিধান। (প্রাগুক্ত)

● ১৮নং আয়াত :

১. যারা ঈমান ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময় অর্থাৎ, জান্নাত। (আইছারুত্তাফাসীর ও জালালাইন)

২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে চরম দুরাবস্থা অর্থাৎ, জাহান্নাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾	(১৯) তবে যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্যই, সেকি ঐ ব্যক্তির মত, যে অন্ধ? উপদেশ গ্রহণ করে কেবল জ্ঞান সম্পন্নরাই[১]।
الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿۲۰﴾	(২০) যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না[২]।
وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾	(২১) এবং যারা আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা অক্ষুণ্ন রাখে[৩] এবং তাদের প্রতিপালককে সশ্রদ্ধ ভয় করে। আর কঠোর হিসাবের আশংকা করে।
وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۲﴾	(২২) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবর অবলম্বন করে[৪] এবং নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে[৫] তাদেরই জন্য রয়েছে পরকালের শুভ পরিণাম।

www.maktabatulabrar.com

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾	(২৩) স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা ও পতি-পত্নী[৬] এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা যোগ্য হবে তারাও। আর ফেরেশতারা তাদের কাছে আগমন করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) (এবং বলবে) তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এ কারণে যে, তোমরা সবর অবলম্বন করেছ। সুতরাং পরকালের এ শুভ পরিণাম অতি ভাল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ঈমানদার ও কাফেরের পৃথক পৃথক পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করার পর এ ব্যাপারে অবহিত করা হচ্ছে যে, এমনি পরিণতি হওয়াই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তি বলতে পারেন না যে, একজন অন্ধ ও একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সমান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা রূহের জগতে বান্দাদের থেকে প্রভুত্বের যে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং নবীদের মাধ্যমে বান্দাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছেন সবই তারা পূর্ণ করে। তাছাড়া বান্দাগণ নিজেরা কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অথবা পরস্পরে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় তা যদি কোন গুনাহের কাজের অঙ্গীকার না হয়, তবে তা ভঙ্গ করে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে অথবা ঈমান ও আমলের সম্পর্ক ঠিক রাখে অথবা বান্দার হক ও আল্লাহর হককে বজায় রাখে অথবা মুসলিম ভ্রাতৃত্ব কায়েম রাখে অথবা নবীদের কাউকে স্বীকার ও কাউকে অস্বীকারের মাধ্যমে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, তাদের সবর অবলম্বনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তারা নিরুপায় হয়ে কিংবা মানুষ তাদেরকে সবরের অধিকারী বলবে এ আশায় তারা সবর অবলম্বন করেনি। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, অসদ্ব্যবহারের বদলে সদ্ব্যবহার করে, রুক্ষতার মোকাবেলায় নম্রতা অবলম্বন করে, কেউ জুলুম করলে ক্ষমা করে দেয় (যদি ক্ষমার কারণে অন্যায়ের প্রশ্রয় পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে), মন্দ কর্ম পরিহার করে নেক কাজ করে এবং কোন সময় কোন মন্দ কাজ প্রকাশ পেয়ে গেলে তওবা করে নেয়। (প্রাগুক্ত)

(৬) এখানে ابٓاء শব্দটি আরবী বালাগাতের "তাগলীব" সূত্রের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই শামেল রয়েছেন। তদ্রূপ শব্দটিও। স্বামী জান্নাতী হলে স্ত্রী এবং স্ত্রী জান্নাতী হলে স্বামী এ শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯নং আয়াত :

১. ঈমানদার ও কাফের এক নয়।

২. যারা জ্ঞানশক্তি ব্যবহার করে তারাই উপদেশ গ্রহণে সক্ষম হয়।

● ২০-২২ নং আয়াতসমূহ :

১৯ নং আয়াতে যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের উপদেশ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, অত্র ২০-২২নং আয়াতসমূহে সেই জ্ঞানীদের নয়টি গুণাবলীর আলোচনা শুরু হয়েছে। (১) আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা, (২) পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করা, (৩) আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, (৪) আল্লাহকে সশ্রদ্ধ ভয় করা, (৫) কঠোর হিসাবের আশংকা করা। (৬) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করা, (৭) নামায কায়েম করা, (৮) আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, (৯) অসদ্ব্যবহারের উত্তরে সদ্ব্যবহার করা।

● ২৩-২৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন জ্ঞানীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

২. তাদের আপনজন তাদের স্তরের না হলেও তাদেরকে (সেই আপনজনকে) তাদের স্তরে এনে দেয়া হবে।

৩. জান্নাতীদের জান্নাতের প্রবেশকালে ফেরেশতাগণ কর্তৃক অভ্যর্থনা জানানোর বর্ণনা।

৪. এই শান্তি বা সম্মান (জান্নাতে প্রবেশ, আপনজনকে কাছে পাওয়া, ফেরেশতাদের অভ্যর্থনা প্রাপ্তি) লাভ হবে সবর-এর কারণে। সবর হল ইবাদতের উপর অটল থাকা, গোনাহ হতে দূরে থাকা এবং বিপদ-মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করা।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾	(২৫) আর যারা আলাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার তা দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা ক্ষুণ্ন করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করে, ঐসব লোকদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদেরই জন্য রয়েছে পরকালের অশুভ পরিণাম[১]।
اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾	(২৬) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জন্য জীবনোপকরণের প্রাচুর্য্য দান করেন এবং (যাকে ইচ্ছা তার জন্য) সংকুচিত করে দেন। আর তারা (মক্কার কাফেররা) পার্থিব জীবন নিয়ে সগর্ব আনন্দ বোধ করে। অথচ এ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় তুচ্ছ সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়[২]।
وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾ صلح	(২৭) আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তাঁর (মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম) প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন (ফরমায়েশী) নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যে ব্যক্তি অভিমুখী হয় তাকে নিজের প্রতি পথ দেখান[৩]।

www.maktabatulabrar.com

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾	(২৮) (এই রুজুকারীরা সেই সব লোক) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়[৪]।
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾	(২৯) যারা ঈমান আনে ও নেক আমলাদি করে, তাদের জন্য রয়েছে সুখ-শান্তি ও শুভ পরিণাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নেককারদের মোকাবেলায় আলোচ্য আয়াতে বদকারদের আচার-আচরণ ও অশুভ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহ তা'আলা যা অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করা এবং পৃথিবীতে অনর্থ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা। এসব লোককে আল্লাহ তা'আলা তার রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন এবং তারা পরকালে নিকৃষ্টতম স্থান অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে নেককার ও বদকার নির্ণয় করা যায় না। কেননা, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্ট নেক আমল ও বদ আমলের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং নেক আমল ও বদ আমলের জন্য পরকালে বিশেষ বিশেষ পুরস্কার এবং শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং দুঃখ কষ্টও অস্থায়ী।

(৩) অর্থাৎ, নিদর্শন তো বহু অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে বিপথগামী করেছেন। তাই নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমরা দেখছ না। এতসব নিদর্শন দেখেও যারা সঠিক পথে আসে না, বুঝে নিতে হবে যে, হেদায়েত তাদের ভাগ্যে নেই। হেদায়েত তারই নসীব হয়, যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অভিনিবিষ্ট হয় এবং সত্যকে পেতে আগ্রহী হয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৪) পূর্ববর্তী আয়াতে হেদায়েতের উপযুক্ত যেসব আল্লাহর পথে অভিনিবিষ্টদের কথা বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে তাদের দু'টো গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক, তারা নির্মল অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। দুই, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫নং আয়াত :

১. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহ যা অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করা এবং পৃথিবীতে ফিতনা ও অনর্থ সৃষ্টি করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. উপরোক্ত দোষের কারণে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। উল্লেখ্য, "লানত" অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়া।

● ২৬নং আয়াত :

১. ধন-সম্পদ ও দারিদ্র্য বান্দার পরীক্ষাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বুঝা যায় না। (প্রাগুক্ত)

২. পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি নগন্য।

● ২৭নং আয়াত :

১. হেদায়েত ও গোমরাহী সবই আল্লাহর হাতে।

২. হেদায়েত লাভের জন্য নিজ মনের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক।

● ২৮নং আয়াত :

একমাত্র আল্লাহর স্মরণেই মর্ম বেদনা ও মনের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয় এবং অন্তর প্রশান্ত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৯নং আয়াত :

১. ঈমান ও নেক আমল হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার পূর্ব শর্ত।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

(৩০) এভাবেই আমি তোমাকে এমন এক উম্মতের মধ্যে (রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি, যার পূর্বে বহু উম্মত গত হয়েছে। যাতে তুমি তাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাও, যা আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি[১]। অথচ তারা 'রহ্মান' কে অস্বীকার করে[২]। তুমি বলে দাও, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন[৩]।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

(৩১) আর যদি এমন কোন কুরআন হত, যদ্বারা পর্বতমালা সরিয়ে দেয়া যেত অথবা তদ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতদের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা ঈমান আনত না[৪]। বরং সমস্ত এখতিয়ার আল্লাহরই[৫]। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা অবগত হলনা[৬] যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই সমস্ত মানুষকে হেদায়েত করে দিতেন[৭]। আর যারা কুফ্রী করেছে তাদের কৃতকর্মের জন্য সর্বদা তাদের উপর কোন না কোন বিপর্যয় আসতেই থাকবে অথবা তাদের জনপদের নিকট পতিত হতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা (আখেরাতের আযাব) এসে পড়ে। নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

www.maktabatulabrar.com

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

(৩২) আর অবশ্যই তোমার পূর্ববর্তী অনেক রসূলের সাথে বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর আমি অবকাশ দিয়েছি তাদেরকে, যারা কুফ্রী করেছে। তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি![৮]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যেভাবে আমার প্রতি অভিনিবিষ্টদেরকে আমি সাফল্যের পথ দেখাই, তেমনি আমি উম্মতের পথ দেখাবার জন্য তোমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি। যাতে তোমার প্রতি পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা তাদেরকে পড়ে শোনাও। নবী হিসাবে তোমার প্রেরণ কোন নতুন বিষয় নয়। পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের প্রতিও নবী প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন তাদের অস্বীকার কারীদের যে পরিণতি হয়েছিল তার প্রতি এদেরও লক্ষ্য রাখা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) 'রহ্মান' মানে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তিনি তাঁর অসীম দয়ায় কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে জগদ্বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারা অকৃতজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) 'রহ্মান' অর্থাৎ, দয়ালু আল্লাহকে তোমরা অস্বীকার করছ। অথচ তিনিই আমার রব। তিনিই একমাত্র মা'বূদ। তারই উপর আমি ভরসা করি এবং তার কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ ধরনের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করত। তাদের সে সব দাবির জবাবে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, যদি কুরআনের মাধ্যমে তাদের ফরমায়েশ পূর্ণও হত তবুও তারা ঈমান আনত না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৫) অর্থাৎ, ঈমান ও হেদায়েত দান কারও এখতিয়ারে নয়, সমস্ত এখতিয়ার আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন, যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন। (প্রাগুক্ত)

(৬) لم অর্থ لم يعلم। যেমন তাফসীরে আবুস সুউদে বলা হয়েছে, اى افلم يعلموا على لغة هوازن او قوم من النخع او على اسعمال الياس فى معنى العلم لتضمنه له.

(৭) সম্ভবতঃ কোন কোন মুসলমান ভেবেছিল যে, যদি একবারের মত তাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করে দেওয়া হত, তবে হয়ত তারা ঈমান গ্রহণ করত। তাই এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোন মু'জিযা প্রদর্শন ব্যতিরেকেই সবাইকে হেদায়েত দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এটা আল্লাহর নীতি ও বিধানের খেলাফ। তিনি মানুষকে প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতা ও এখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি কাউকে জবরদস্তিমূলক হেদায়েত দিতে চান না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) অর্থাৎ, তুমি কাফেরদের উপহাস ও বিদ্রূপে দুঃখিত হয়ো না। কেননা, এরূপ বিদ্রূপ কেবল তোমার সাথেই করা হয়নি, তোমার পূর্বেও অনেক নবী-রসূলের সাথে উপহাস করা হয়েছে। কিন্তু উপহাসকারীদেরকে আমি সাথে সাথেই পাকড়াও করিনি, বরং তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি। অতঃপর যখন পাকড়াও করেছি, তখন তাদের কী অবস্থা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ কর। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৌলিক একটি দায়িত্ব।

৩. তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৪. তাওয়াক্কুল অর্থাৎ, ভরসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই করা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. পুনরুত্থান প্রমাণিত।

● ৩১নং আয়াত :

১. যাদের হেদায়েত নসীবে নেই, শত মু'জিযা দেখলেও তারা ঈমান আনবে না।

২. মু'জিযা আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারাধীন বিষয়। নবীর এখতিয়ারাধীন নয়।

৩. আল্লাহ তা'আলা কাউকে জবরদস্তিমূলক হেদায়েত দিতে চান না।

৪. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে দুনিয়াতে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন করতে থাকবেন কেয়ামত পর্যন্ত। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা খেলাফ করেন না।

● ৩২নং আয়াত :

১. নবীদের সাথে উপহাস একটি চিরাচরিত বিষয়। যুগে যুগে সব নবীদের সাথেই এমন করা হয়েছে। অতএব নবীর উত্তরসূরীদের বেলায়ও এমনটি ঘটাই স্বাভাবিক।

২. আল্লাহ তা'আলা অপরাধীকে অবকাশ দেন। তবে একেবারে ছেড়ে দেন না। (আইছারুত্তাফাসীর)

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ۭ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۭ اَمْ تُنَبِّـــُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۭ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝	(৩৩) তবে কি প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি তাদের শরীকগুলোর মত[১]? (আদৌ তা নয়) অথচ তারা আল্লাহর জন্য শরীক স্থির করেছে। তুমি বল, তাদের (শরীকদের) নাম বল। (যদি কোন নাম বল) তোমরা কি তাঁকে (আল্লাহকে) পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে, যা তিনি জানেন না[২]? না কি (কেবল) বাহ্যিক উক্তিতে (তাদেরকে শরীক বলছ, যার কোন বাস্তবতা নেই)? বরং কাফেরদের কাছে শোভন করে দেওয়া হয়েছে তাদের ছলনা এবং তাদেরকে নিবৃত্ত করা হয়েছে (সৎ) পথ থেকে। আর যাকে আল্লাহ গোমরাহীতে রাখেন তাকে পথে আনয়নের কেউ নেই।

www.maktabatulabrar.com

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ اُكُلُهَا دَاۗىِٕمٌ وَّظِلُّهَا ۭ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۠ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝	(৩৪) তাদেরই জন্য রয়েছে পার্থিব জীবনে শাস্তি[৩] এবং আখেরাতের শাস্তি অবশ্যই তার চেয়ে কঠিনতর। আর আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোনও রক্ষাকারী নেই[৪]। (৩৫) মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার অবস্থা হচ্ছে– তার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তার ফলসমূহ এবং তার ছায়া স্থায়ী। এটা সেই সব লোকদের পরিণাম যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। আর কাফেরদের পরিণাম তো জাহান্নাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তিনি তাদের শরীকগুলোর মত? অথবা তিনি কি তাদের মত যারা এরূপ নয়"– এজাতীয় কথাগুলো এখানে আরবীতে উহ্য রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(২) অর্থাৎ, তার যদি কোন শরীক থাকত তবে তো তিনি অবশ্যই জানতেন। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, মুজাহিদদের হাতে শাস্তি পাবে অথবা সরাসরি কুদরতে ইলাহীর পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সাজা না দিয়ে ছাড়বেন না। বলা বাহুল্য যে, পরকালের আযাবের কঠোরতা বর্ণনার সাধ্যাতীত। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩নং আয়াত :

১. আল্লাহ সকলের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন।

২. শয়তানের প্ররোচনায় কাফেররা তাদের কুফরীতে অটল রয়েছে এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. আল্লাহর তাওফীক না হলে কারও ভাগ্যে হেদায়েত জোটে না।

● ৩৪–৩৫নং আয়াতদ্বয় :

১. আয়াত দুটিতে কাফের ও মুমিনদের পরিণামের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। কাফেরদের পরিণাম জাহান্নাম আর মুমিনদের পরিণাম জান্নাত।

২. জান্নাতের খাদ্য-খাবার, বৃক্ষের ছায়া (ইত্যাদি সবকিছু) স্থায়ী।

৩. নেক আমলের বিনিময় ও বদকাজের শাস্তির বর্ণনা এক সাথে পেশ করা কুরআন পাকের বৈশিষ্ট্য। কেননা, মানুষের হেদায়েতের জন্য দু'টোই জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আনন্দ পায়[১], আবার বিভিন্ন দলে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা তার (কুরআনের) কিছু অংশ অস্বীকার করে[২]। তুমি বল, আমাকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কোন শরীক না করতে আদেশ করা হয়েছে। আমি তাঁরই প্রতি আহবান করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

(৩৭) আর এভাবেই আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক ফয়সালাস্বরূপ আরবী ভাষায়[৩]। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন তোমার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে তোমার জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং কোন রক্ষাকারীও নেই[৪]।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। আর কোন রসূলেরই এ এখতিয়ার ছিল না যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন আয়াত আনয়ন করবে। প্রত্যেক কালের জন্য কিতাব (বিশেষ আহকাম) রয়েছে[৫]।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

(৩৯) আল্লাহ যা ইচ্ছা বিলোপ (রহিত) করে দেন এবং (যা ইচ্ছা) বলবৎ রাখেন এবং তাঁরই কাছে রয়েছে সমস্ত কিতাবের মূল[৬]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং যাদেরকে পূর্বে তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে তারা তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা শুনে আনন্দিত হয়। মুসলমানদের আনন্দিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা, তারা কুরআনকে তাদের উভয় জগতের কল্যাণের চাবিকাঠি মনে করত। তবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ছিল তাদের জন্যও এটা এ কারণে আনন্দের বিষয় ছিল যে, কুরআন উদারভাবে তাদের গ্রন্থাবলীর সমর্থন ও পূর্ববর্তী নবীদের প্রশংসা ও তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে। পরবর্তীতে এসব ন্যায়পরায়ণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ধন্য হয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা অথবা আরবের কিছু মূর্খ লোক এজন্য কুরআনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল যে, কুরআনের কোন কোন স্থানে তাদের অপবাদ, অপব্যাখ্যা ও তাদের খেয়াল-খুশীর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন, তেমনি কুরআনও অবতীর্ণ করেছেন, যাতে রয়েছে বিধি-বিধান ও সত্য-অসত্যের শেষ মীমাংসা। তাছাড়া যেভাবে পূর্ববর্তী সকল নবীকে তাদের নিজ ভাষায় গ্রন্থাবলী দেওয়া হয়েছে তেমনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও আরবী ভাষায় কুরআন দেওয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, কারও অস্বীকার বা অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করবে না। আল্লাহ তোমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তুমি তার অনুসরণ কর। ধরে নেওয়া যাক, যদি তুমিও তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণের প্রতি ঝুঁকে পড় তবে আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকেও রক্ষা করার মত কেউ নেই। এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে উম্মতকে হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ (আর কোন রসূলেরই এ এখতিয়ার ছিল না যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন আয়াত আনয়ন করবে।) এখানে বোঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নতুন কিতাব ও নতুন বিধান দিয়ে নবী হিসাবে প্রেরণ করা আশ্চর্যের কিছু নয়। তার পূর্বেও যাদেরকে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা আকাশের ফেরেশতা ছিলেন না। তারা এ দুনিয়ারই অধিবাসী ছিলেন। তারা আহার করতেন, নিজেদের হাতে নিজেরা কাজ করতেন, তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিল। তাদের কারও এ এখতিয়ার ছিল না যে, নিজে কোন আয়াত বা বিধান আনয়ন করবেন। আয়াতে উল্লেখিত اٰية শব্দের অর্থ নিদর্শনও হতে পারে। সেমতে বোঝানো হয়েছে যে, কোন রসূলের এ সামর্থ ছিল না যে, মানুষের দাবি মোতাবেক কোন নিদর্শন তথা মু'জিযা দেখাবেন। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় থাকতেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৬) "সমস্ত কিতাবের মূল" বলে লওহে মাহফূজকে বোঝানো হয়েছে। (আবুস সুঊদ) আয়াতে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হেকমত অনুযায়ী যে বিধান ইচ্ছা রহিত করে দেন এবং যেটা ইচ্ছা বহাল রাখেন। যে সম্প্রদায়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যাদেরকে ইচ্ছা তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। যে উপায়-উপকরণের ইচ্ছা প্রভাব দূর করে দেন এবং যার ইচ্ছা দূর করেন না। মোটকথা সর্ব প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নিশ্চিহ্ন করা ও বহাল রাখা এবং রহিত করা ও বিধান দেওয়া সবই আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৩৬নং আয়াত :

১. আয়াতে ইয়াহুদ নাসারাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

২. ওহী, নবুয়ত ও তাওহীদের আকীদা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

- ৩৭নং আয়াত :

১. কুরআন আরবী ভাষায় নাযেল হয়েছে।

২. কুরআন বাদ দিয়ে কারও খেয়াল-খুশির অনুসরণ করার অবকাশ নেই। বিদআতপন্থী, প্রবৃত্তির গোলাম এবং ভ্রান্ত দল ও সম্প্রদায়ের অনুসরণ ও অনুকরণ করা নিষিদ্ধ। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

৩. কুরআন দ্বারাই ফয়সালা করতে হবে। (উল্লেখ্য, বিচার ও মীমাংসার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কুরআন। দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ। কেননা তাতে কুরআনেরই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে অনুমোদিত কিয়াস এবং চতুর্থ হচ্ছে ইজমা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৮নং আয়াত :

১. আমাদের রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের পূর্বেও বহু রসূল প্রেরিত হয়েছেন।

২. সব নবী রসূল স্বাভাবিক মানবীয় ধারায় জীবন যাপন করেছেন। তাদের স্ত্রী, পুত্র-পরিজন ছিল, আহার-বিহার ছিল ইত্যাদি।

৩. কোন বিধান বা কোন মু'জিযা আনয়ন নবী-রসূলের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারাধীন।

৪. আল্লাহ সব যুগে তখনকার উপযোগী বিধান প্রদান করেছেন। এতে বিভিন্ন যুগে বিদ্যমান শরীয়তের বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য এ বিভিন্নতা ও পার্থক্য ছিল শাখাগত বিষয়ে। মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সব যুগে এবং সব নবী-রসূলের ধর্মেই অভিন্ন ছিল।

● ৩৯নং আয়াত :

১. কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে "নসখ" (রহিত করণ) পদ্ধতি সুপ্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. লওহে মাহফূজ প্রমাণিত।

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

(৪০) আর সত্যিই যদি আমি তোমাকে তার কিছু দেখিয়ে দেই, যার প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিচ্ছি (তবে তো দিলামই)১ অথবা (তার পূর্বে যদি) তোমার মৃত্যু দিয়ে দেই (তবে তাতে তোমার কোন ত্রুটি নেই)২। কেননা, তোমার দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছে দেয়া আর হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

(৪১) আর তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি (তাদের) দেশকে তার সর্বদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? আর আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করবার কেউ নেই৩ এবং তিনি অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

(৪২) আর তাদের পূর্বে যারা ছিল তারা(ও) চাল চেলেছিল, তবে সমস্ত চাল তো আল্লাহরই৪। প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন৫ এবং কাফেররা শীঘ্রই জানবে পরজগতের শুভ পরিণাম কাদের জন্য৬।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

(৪৩) আর যারা কুফ্‌রী করেছে তারা বলে, তুমি (আল্লাহর) প্রেরিত নও। তুমি বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট৭। আর সেই ব্যক্তিও যার কাছে কিতাবের জ্ঞান রয়েছে৮।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ ও ২) অর্থাৎ, আমি কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তার কিছু যদি তোমার জীবদ্দশায়ই বাস্তবায়িত করি তবে তো করলামই। উল্লেখ্য যে, এখানে সাপেক্ষিক বাক্যের পর পদ আরবীতে উহ্য রয়েছে, যা বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। (জালালাইন) উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সাথে যেসব ওয়াদা করা হয়েছে তার কিছু তোমার সামনে পূর্ণ করা কিংবা তোমার মৃত্যুর পর প্রকাশ করার এখতিয়ার আমার রয়েছে। সুতরাং সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তোমার চিন্তার প্রয়োজন নেই এবং তা বিলম্বিত হতে দেখে তাদেরও নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। যে কোন বিষয়ের একটি উপযুক্ত সময় আছে। তোমার কাজ হচ্ছে কেবল দ্বীনের কথা পৌঁছে দেয়া। অস্বীকারকারীদের হিসাব নেয়ার কাজ আমারই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতিগত আদেশ ও ফয়সালা অলংঘনীয়। যখন সময় এসে যাবে তখন কারও ক্ষমতা নেই একদণ্ড বিলম্ব করার। (প্রাগুক্ত)

(৪) এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, পূর্বেও নবী রসূল ও মুমিনদের ব্যাপারে কাফেররা বহু চাল চেলেছে, বহু ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু আল্লাহ সকলের সব চাল ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, তাদের পরিণাম কি হয়েছে তা বর্তমান এই ষড়যন্ত্রকারী চালবাজ কুরায়শ নেতৃবৃন্দেরও দেখা উচিত।

(৫) অর্থাৎ, যার কাছে মাখলূকের কোন নড়াচড়া পর্যন্ত অজানা নেই তার সামনে কার কি ষড়যন্ত্র চলতে পারে? অতএব, তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীর খবর নেবেন। (প্রাগুক্ত)

(৬) অর্থাৎ, পূর্ববর্তীরা যেমন তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছে, তেমনি বর্তমান কাফেররাও তাদের পরিণাম দেখতে পাবে।

(৭) অর্থাৎ, তাকে তোমাদের অস্বীকার করা দ্বারা কিছুই হবে না। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতার পক্ষে বড় বড় মু'জিযা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহর কুরআন যেমন একদিকে তাঁরই বাণী হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে, তেমনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.maktabatulabrar.com

ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতার পক্ষেও সাক্ষ্য বহন করে। তাছাড়া প্রতিকূল অবস্থাতে এভাবে সত্যের বিস্তার, শত্রুদের হৃদয়ে তা স্থান করে দেওয়া এবং মিথ্যার পরাজয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে গৃহীত।)

(৮) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত সেও আন্তরিকভাবে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মিথ্যা কথা বলেননি। তাছাড়া যাদের কাছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও সেগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে তাদের অন্তরও সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০নং আয়াত :

১. দায়ীর দায়িত্ব হচ্ছে কেবল দাওয়াত প্রদান করা। মানা না মানার হিসাব নেওয়া আল্লাহর কাজ।

২. আল্লাহ সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন।

● ৪১নং আয়াত :

১. জাযীরাতুল আরবে মুশরিকদের ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে আসার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এটা ছিল মুশরিকদের জন্য সতর্ক সংকেত।

২. আল্লাহর বিধান অলংঘনীয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

● ৪২নং আয়াত :

১. মানুষের তদবীর ও কৌশলের সাফল্য ও ব্যর্থতা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ২. যে কোন কুটকৌশল কেবল তার বিরুদ্ধে চলতে পারে, যে পূর্বাপর জ্ঞান সম্পন্ন নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মাখলূকের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন তাই তার ব্যাপারে কোন কুটকৌশল চলতে পারে না।

৩. আয়াতে নবী ও মুমিনদেরকে সান্ত্বনা এবং মক্কার কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও মুশরিকদেরকে শাসানী দেয়া হয়েছে।

৪. আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের সবকিছু সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, তাই তাঁর সামনে কারও ষড়যন্ত্র চলে না।

● ৪৩নং আয়াত :

১. আল্লাহর সাক্ষ্যই সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। সুতরাং দু'জন ঈমানদার ব্যক্তির বিতর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য দাবি করার পর অন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। (আইছারুত্তাফাসীর) (তবে দুনিয়াবী বিচারের সার্থে অন্য স্বাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়)।

২. আলেমের মর্যাদা মূর্খ লোকের চেয়ে উর্ধ্বে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে, তাদের স্বাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন টীকা নং ৮।

www.maktabatulabrar.com

(১৪) সূরা ইবরাহীম[১], মক্কী
৫২ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۱﴾

(১) আলিফ-লাম-রা। এটি এক কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি সমস্ত মানুষকে তাদের প্রতিপালকের আদেশে বের করে আনো অন্ধকারপুঞ্জ থেকে আলোর দিকে অর্থাৎ, পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ সেই আল্লাহর (আল্লাহ)-র পথের দিকে।

اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ﴿۲﴾

(২) যারই জন্য রয়েছে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আর মহা দুর্ভোগ অর্থাৎ, কঠিন শাস্তি রয়েছে কাফেরদের জন্য।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿۳﴾

(৩) যারা প্রাধান্য দেয় ইহ জীবনকে পরজীবনের উপর এবং (মানুষকে) বিরত রাখে আল্লাহর পথ থেকে আর তারা তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে। তারাই সুদূর বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে[২]।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴﴾

(৪) আর আমি প্রত্যেক রসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষায় পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের জন্য (আল্লাহর বিধি-বিধান) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারে[৩]। অনন্তর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ সূরার ৩৫-৪১ আয়াত পর্যন্ত কাবাগৃহ ও বায়তুল্লাহ'র হজ্জ, যিয়ারত সম্পর্কিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআর বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে তাঁরই নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরারও মৌলিক বিষয়বস্তু তাওহীদ, রিসালাত ও কেয়ামতের আলোচনা। তাছাড়া পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে কুরআন অবতরণের আলোচনা ছিল এবং এ সূরার শুরুতে কুরআন অবতরণের হেকমত ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) কাফেররা ইহজীবনকে পরকালের জীবনের উপর প্রাধান্য দেয় এবং তারা নিজেরা যেমন দিবারাত্রি দুনিয়াপ্রীতিতে ডুবে রয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও দুনিয়ার ধান্ধায় ফেলে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে চায়। এতদুদ্দেশ্যে তারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে খুঁত বের করতে চেষ্টা করে এবং দ্বীনের সরল পথকে বক্র প্রমাণ করতে চায়। মূলত তারা হেদায়েত থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়ে রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, যেমনিভাবে মানুষের হেদায়েতের জন্য আমি তোমার উপর কুরআন পাক অবতীর্ণ করেছি, তেমনি পূর্ববর্তী যুগেও হেদায়েতের জন্য কিতাবাদি পাঠিয়েছি। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক নবীর খেতাবের (সম্বোধনের) প্রথম পাত্র হল তার স্বজাতি, তাই তাকে তার স্বজাতির ভাষায় ওহী দিয়ে কিংবা স্বজাতির ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছি, যাতে তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে আল্লাহর বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বুঝাতে পারেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত :

১. কুরআন অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে গুমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোতে আনয়ন করা। প্রসঙ্গত এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুফরী ও গুমরাহী হচ্ছে অন্ধকার এবং হেদায়েত তথা হক ও ঈমান হচ্ছে আলো।

২. "সমস্ত মানুষকে" কথা থেকে বুঝা যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী।

৩. "আল্লাহর নির্দেশক্রমে" কথাটি থেকে বোঝানো হয়েছে, হেদায়াত আল্লাহর তাওফীকে হয়, তিনি সহজ করে দিলেই হেদায়েতের পথ সুগম হয়।

● ২নং আয়াত :

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত।

২. কাফেরদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৩নং আয়াত :

আয়াতে কাফেরদের ৩টা কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণিত হয়েছে। (১) কাফেররা ইহজীবনকে পরকালের জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়। (২) তারা নিজেরা যেমন দিবারাত্রি দুনিয়াপ্রীতিতে ডুবে রয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও দুনিয়ার ধান্ধায় ফেলে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে চায়। (৩) এতদুদ্দেশ্যে তারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে খুঁত বের করতে চেষ্টা করে এবং দ্বীনের সরল পথকে বক্র প্রমাণ করতে চায়।

● ৪নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতির ভাষায় হেদায়েতের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন। (তাই নবীদের উত্তরসূরী তথা আলেম সমাজের জন্যও হেদায়েতের বাণী প্রচারের স্বার্থে নিজেদের মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক।)

২. মাতৃভাষায় মনের কথাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সুবিধা হয়।

৩. হেদায়েত ও গোমরাহী আল্লাহরই হাতে।

৪. আল্লাহর সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে, তিনি পরাক্রমশালী, তবে তিনি সব কিছু তাঁর হেকমত অনুসারে করেন, তিনি হেকমতওয়ালা।

www.maktabatulabrar.com

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٥	(৫) আর অবশ্যই আমার নিদর্শনাবলী সহ আমি মূসাকে প্রেরণ করেছি[১] (এবং তাকে বলেছি) যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকারপুঞ্জ থেকে আলোর দিকে বের করে আন এবং তাদেরকে আল্লাহর (নেয়ামত ও আযাব সংক্রান্ত) দিবস-সমূহ স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয় এতে অনেক উপদেশ রয়েছে ধৈর্যে অভ্যস্ত শোকরে অভ্যস্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য।
وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٦	(৬) আর (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা তোমাদের প্রতি কৃত আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের থেকে রক্ষা করেছেন, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত[২] এবং তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত, আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত এবং এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা[৩]।
وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ۝٧	(৭) আর (স্মরণ কর) যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, সত্যিই যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবই তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে (নেয়ামত) বৃদ্ধি করে দেবই। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তবে নিশ্চিত জেন আমার আযাব অবশ্যইঅতি কঠোর[৪]।
وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝٨	(৮) আর মূসা বলল, যদি তোমরা এবং যারা পৃথিবীতে রয়েছে সকলেই অকৃতজ্ঞতা কর তবে (আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "নিদর্শনাবলী" দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত হযরত মূসা (আ.)-এর নয়টি মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা তাওরাতের আয়াতসমূহ বোঝানো হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যেমন, তোমাদেরকে দাস বানিয়ে রাখত এবং তোমাদের থেকে কঠোর শ্রম আদায় করে নিত। (প্রাগুক্ত)

(৩) কেননা, কষ্ট ও শান্তি উভয় অবস্থায় বান্দার জন্য ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা আদায়ের মহা পরীক্ষা রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, বর্তমান নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেয়া হবে, অধিকন্তু অকৃতজ্ঞতার জন্য শাস্তিও দেওয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, অকৃতজ্ঞতার মাশুল তোমাদেরকেই দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলার এতে কিছু আসবে যাবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তিনি অভাব মুক্ত এবং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেও তিনি প্রশংসার্হ।

● ৫–৬নং আয়াতদ্বয় : **আহকাম ও শিক্ষা**

১. হযরত মূসা (আ.)কে বহু নিদর্শন দেয়া হয়েছিল।

২. হযরত মূসা (আ.)কে তাঁর সম্প্রদায়ের হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

৩. মানুষকে অতীতের নেয়ামত ও আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত। যাতে তারা নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে এবং ভবিষ্যতের আযাব থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

৪. বনী ইসরাঈলের উপর ফেরআউনী লোকদের নির্যাতনের কিঞ্চিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। যাতে বনী ইসরাঈল এটা স্মরণ করে আল্লাহ কর্তৃক এ থেকে মুক্তিদানের জন্য আল্লাহর শোকর আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

● ৭নং আয়াত :

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শোকর আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও নেয়ামত বৃদ্ধি করে দিবেন। (আইসারুত্তাফাসীর)

২. নেয়ামতের নাশুকরী করা হলে কঠিন শাস্তি আসে।

● ৮নং আয়াত :

১. মানুষ নেয়ামতের শোকর আদায় করলে যেমন লাভ তারই, তেমনি নাশুকরি করলে তার ক্ষতিও তারই। আল্লাহ তা'আলার এতে কোন লাভ বা ক্ষতি নেই। (আইসারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলা কারও কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তিনি অভাব মুক্ত। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেও তিনি প্রশংসার্হ।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝٩	(৯) তোমাদের কাছে কি তাদের সংবাদ আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে অর্থাৎ, নূহ এবং আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় এবং তাদের পর যারা ছিল, যাদের সম্পর্কে আলাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, অনন্তর তারা তাদের হাত তাদের মুখে (চাপা) দিল[১] এবং বলল, নিশ্চয় যা সহকারে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অস্বীকার করি। আর যে বিষয়ের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ অবশ্যই আমরা সে সম্পর্কে এমন ঘোরতর সন্দেহে আছি যা (আমাদেরকে) দ্বন্দে ফেলে রাখছে।

www.maktabatulabrar.com

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠	(১০) তাদের রসূলগণ বলল, সন্দেহ কি আল্লাহ সম্পর্কে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার এবং একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ২। তোমরা ইচ্ছা করছ যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তা থেকে তোমরা আমাদেরকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত কর।
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١	(১১) তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলল, আমরা তোমাদেরই মত মানুষ,[৩] কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ উপস্থিত করার এখতিয়ার আমাদের নেই।[৪] এবং আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত।
وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝١٢	(১২) আর আমাদের কি ওজর রয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করব না? অথচ তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন আমাদের পথ-ঘাট? আর তোমরা আমাদেরকে যে সব কষ্ট দিয়েছ, তজ্জন্য আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারণ করব। আর আল্লাহরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٣	(১৩) আর যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের রসূলগণকে বলল, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে[৫]। তখন তাদের কাছে তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন আমি অবশ্যই জালেমদেরকে ধ্বংস করে দেব।

(১৪) এবং তাদের পর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সে দেশের অধিবাসী করব[৬]। এটা তাদের জন্য, যারা আমার সামনে দাঁড়াবার ভয় করে এবং ভয় করে আমার সতর্কবাণীর[৭]।	وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ ﴿۱۴﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাফসীরবিদগণ "তারা তাদের হাত তাদের মুখে দিল" এ বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। (এক) কাফেররা ক্রোধে নিজেদের হাতের আঙ্গুল কাটল। (দুই) নবীদের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তারা নিজেদের মুখে হাত রাখল। (তিন) তারা তাদের মুখে হাত রেখে ইঙ্গিত করল যে, ব্যস চুপ থাক। (চার) এ ইঙ্গিত করল যে, আমাদের মুখ থেকে এছাড়া অন্য কোন জবাব পাবে না, যা পরেই বলা হচ্ছে। (পাঁচ) নবীদের কথা শুনে তারা হাসত এবং কখনো কখনো হাসি চাপা দেওয়ার জন্য নিজেদের মুখে হাত-চাপা দিত। (ছয়) তারা নিজেদের হাত নবীদের মুখে চেপে ধরত, যাতে তারা কথা বলতে না পারে। (সাত) তারা নবীদের হাত নবীদের মুখে ঠেসে ধরত। (আট) ایدی শব্দের অর্থ নেয়ামত অর্থাৎ, নবীগণ আল্লাহর দ্বীন ইত্যাদি সম্পর্কিত সে সব নেয়ামত পেশ করেছিলেন তা তারা উপেক্ষা করেছিল।

(২) অর্থাৎ, তাদের বক্তব্য ছিল যে, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ এবং মানুষ কখনো নবী হতে পারে না। সুতরাং তোমরাও নবী নও। তোমরা যেহেতু নবী নও, তাই তাওহীদ সম্পর্কে তোমাদের উক্তিও আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তোমরা মনগড়া ভাবে আমাদেরকে আমাদের পূর্ব পুরুষদের উপাসিত দেব-দেবীর পূজা থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আমরাও তোমাদেরই মত মানুষ। কিন্তু মানুষ নবী হতে পারে না এমন কথা নয়। নবুয়ত প্রদান আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা নবুয়ত প্রদান করে থাকেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, নবুয়তের দাবী প্রমাণ করার জন্য অনেক দলীলই পেশ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তোমাদের ইচ্ছা মাফিক প্রমাণ পেশ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, তাওয়াক্কুলের উপদেশ খয়রাত করো না। এখন দু'টো পথের কোন একটি বেছে নাও। হয় নবুয়ত দাবী করার পূর্বের মত চুপ-চাপ আমাদের সাথে মিলে-মিশে থাক এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছ তারা আমাদের পূর্বেকার ধর্মে ফিরে আসুক, নতুবা তোমাদের সবাইকে দেশান্তরিত করা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, তারা তোমাদেরকে দেশান্তরিত করবে এটা পরের কথা। আমিই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে চিরতরের জন্য এদেশ থেকে বের করে দেব এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করব। (প্রাগুক্ত)

(৭) অর্থাৎ, এ সাফল্য তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯নং আয়াত :

১. পূর্ববর্তীদের কাহিনী ও ঘটনাবলী উল্লেখ করে মানুষকে উপদেশ প্রদান করা বৈধ। এতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।" একথা দ্বারা প্রমাণিত হয় অনেক জাতি এমন অতিবাহিত হয়েছে যাদের ইতিহাস সংরক্ষিত নেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ইতিহাস জানে না। কিংবা এমন বহু জাতি অতিবাহিত হয়েছে যাদের বিস্তারিত হাল-হাকীকত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

৩. পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণও বহু মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন।

৪. নবী-রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করার বর্ণনা।

● ১০নং আয়াত :

১. নিশ্চয় এ বিশাল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক রয়েছেন। তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহ ও সংশয় থাকার প্রশ্নই উঠে না।

২. কুফর শিরক ত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া সঠিক ধর্ম গ্রহণ করলে পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়। তবে মানুষের হক মাফ হয়না। "কিছু" শব্দ দ্বারা সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

৩. পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ তাদের গোমরাহীর কারণ ছিল।

৪. প্রত্যাখ্যানকারীদের ফরমায়েশী মু'জিযার আবেদনের বর্ণনা।

● ১১নং আয়াত :

১. নবুয়ত আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত ও দান।

২. ফরমায়েশী মুজিযা উপস্থিত করা নবীদের এখতিয়ারের বাইরে।

৩. আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত।

● ১২নং আয়াত :

১. যে আল্লাহ উভয় জগতের কামিয়াবীর পথ দেখিয়েছেন, এত বড় মেহেরবানীর জন্য তাঁর উপরই ভরসা করা চাই।

২. আল্লাহর পথে কষ্ট-ক্লেশ হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য।

৩. আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত।

● ১৩নং আয়াত :

১. নবী-রসূলগণকে বহু ধরনের হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়েছে।

২. জুলুমের পরিণতি অনিবার্য ধ্বংস। যার ব্যতিক্রম হবে না, যদিও বিলম্বে হয় না কেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪নং আয়াত :

১. দ্বীনের উপর অটল থাকলে দুনিয়াতেও প্রতিষ্ঠা আসতে পারে। হুমকী প্রদানকারীদের ধ্বংস আসবে আর দ্বীনের উপর অটল থাকা লোকেরা তাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. এই সফলতার জন্য শর্ত হল আল্লাহ এবং আল্লাহর সতর্কবাণীকে ভয় করা এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٥﴾

(১৫) আর তারা ফয়সালা কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল[১]।

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

(১৬) তার সম্মুখে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাকে পানি তথা পুঁজ পান করতে দেওয়া হবে[২]।

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

(১৭) সে তা ঢোক গিলে গিলে পান করবে, অবস্থা এমন যেন তা সহজে গলা দিয়ে নামাতে পারছে না।[৩] আর সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে অথচ সে মরবে না এবং তার সামনে থাকবে কঠোর শাস্তি[৪]।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾

(১৮) যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফ্‌রী করে তাদের অবস্থা হল– তাদের আমলসমূহ ছাইয়ের মত, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে বাতাস যা দ্রুত উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা কাজে হস্তগত করতে পারবে না। এটাই তো সুদূর বিভ্রান্তি[৫]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾

(১৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ সঠিকভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿٢٠﴾

(২০) এবং এটা আল্লাহর জন্য কোন কঠিন(বিষয়) ই নয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও কাফের দল উভয়পক্ষ আল্লাহর কাছে ফয়সালা কামনা করল। আম্বিয়ায়ে কেরাম কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করলেন, বা আল্লাহর ফয়সালা কামনা করলেন, আর কাফেররা আম্বিয়ায়ে কেরামকে বলল, তোমরা সত্যবাদী এবং আমরা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর যেন এমন শাস্তি আসে যা দ্বারা সত্য মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। উভয় পক্ষ এরূপ মীমাংসা কামনা করার ফলে আম্বিয়ায়ে কেরাম সফল হলেন এবং কাফেররা ব্যর্থ মনোরথ হল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(২) অর্থাৎ, প্রত্যেক উদ্ধত হঠকারী কাফেরের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে তাকে পুঁজ অথবা পুজ সদৃশ পানি পান করতে দেওয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) বাক্যটি يتجرعه থেকে حال হয়েছে। يسيغ শব্দটি سوغ থেকে متعدى হয়েছে। ولا يكاد يسيغه অর্থ সহজে গলার মধ্যে পানীয় বস্তু নামা। (আবুস সুউদ)

(৪) অর্থাৎ, তাদের পানি পান করার অবস্থা হবে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরা মৃত্যু মোকাবিলা করার নামান্তর। অথচ মৃত্যুও আসবে না। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

(৫) কাফেরদের এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আমরা তো দুনিয়ায় সদকা- খয়রাত-এর ক্ষেত্রে অনেক ভাল ভাল অবদান রেখেছি। তাছাড়াও অনেক কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজ করেছি, সবই কী নিষ্ফল হয়ে যাবে। উল্লেখিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের এ ধারণার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমল ও কর্মসমূহ কেয়ামতের দিন ছাইয়ের মত উড়ে যাবে। ঈমান ব্যতীত তাদের আমলসমূহ তাদের কোনই কাজে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫নং আয়াত :

শিরক, কুফ্‌র ও জুলুমের পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে নিশ্চিত ধ্বংস। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৬–১৭নং আয়াতদ্বয় :

১. কাফেরদের পরিণতি জাহান্নাম।

২. কাফেরদেরকে জাহান্নামে গলিত পুঁজ পান করতে দেয়া হবে। যা পান করতেও তাদের কষ্ট হবে, এটা হবে এক অতিরিক্ত আযাব।

৩. এ ছাড়াও জাহান্নামে তাদের আরও বিভিন্ন রকম শাস্তি হবে যেন, চারদিক থেকে তার সামনে মৃত্যু এসে হাজির কিন্তু তার মৃত্যু হচ্ছে না।

● ১৮নং আয়াত :

১. মুশরিক ও কাফেরদের সৎ কর্মসমূহ কেয়ামতের দিন নিষ্ফল হবে। সেসব সৎকর্ম তাদের কোন উপকারে আসবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আমলের ছওয়াব পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত।

● ১৯–২০নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর শক্তিমত্তা বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহ বর্তমান সকলকে ধ্বংস করে নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে সক্ষম। যখন নতুন সৃষ্টি করতে সক্ষম, তখন তাদের পুনরুত্থান ঘটাতে কেন সক্ষম হবেন না?

৩. পুনরুত্থানের দিকে ইংগিত রয়েছে।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

(২১) আর তারা সকলেই আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হবে। তখন দুর্বলরা বড়ত্ব প্রদর্শকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু বাঁচাবে? তারা বলবে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতেন তবে আমরাও অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। (এখন) আমাদের জন্য সমান আমরা অস্থিরই হই, কিংবা ধৈর্যই ধারণ করি। আমাদের জন্য কোন নিষ্কৃতি নেই[১]।

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

(২২) আর যখন সব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি এবং আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, কেবল এটুকু যে, আমি তোমাদেরকে (আল্লাহর অবাধ্যতার) আহ্বান জানিয়েছিলাম, আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না। বরং তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। না আমি তোমাদের পক্ষে ফরিয়াদকারী, আর না তোমরা আমার পক্ষে ফরিয়াদকারী। তোমরা যে ইতঃপূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করেছিলে তা আমি (এখন) দৃঢ়ভরে প্রত্যাখ্যান করলাম[১]। নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾

(২৩) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলাদি করেছে তাদেরকে দাখিল করা হবে এমন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে হেদায়েতের তওফীক দিতেন, তবে আমরাও তোমাদেরকে নিয়ে সঠিক পথে চলতাম, কিন্তু আমরা পথচ্যুত হওয়ায় তোমাদেরকেও পথচ্যুত করেছি। অথবা অর্থ এই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ আযাব থেকে বাঁচবার কোন পথ দেখাতেন তবে আমরা তোমাদেরকেও সে পথ দেখাতাম। কিন্তু আমরা নিজেরাই এখন বিপদগ্রস্ত, যা থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তোমারা যে দুনিয়াতে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করতে, তোমাদের সেই ধ্যান-ধারনা ও আকীদা-বিশ্বাস থেকে আজ আমি মুক্ত। তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) দুনিয়াতে সালাম হচ্ছে পারস্পরিক দোয়া; কিন্তু পরকালে সালাম হবে পারস্পরিক মোবারকবাদ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন "অপরের অনুসরণ ও আনুগত্য করেছি" বলে ওজর পেশ করা হলে তা ওজর বলে গণ্য হবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যেসব বড়দের আনুগত্য করে অনুগামীরা বিভ্রান্ত হয়েছে, কেয়ামতের দিন সেই অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

৩. দুনিয়ায় থেকে মুক্তির ব্যবস্থা না করে গেলে কেয়ামতের ময়দানে চিৎকার বা সবর কোন কিছু করে মুক্তির ব্যবস্থা করা যাবে না। হাঁ যদি আল্লাহ বিশেষ কোনভাবে রহমতের ফয়সালা করেন।

● ২২নং আয়াত :

১. পার্থিব জীবনে শয়তান মানুষকে নানা প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা দিয়ে পথচ্যুত করলেও আখেরাতে সে নিজেকে এ ব্যাপারে দায়মুক্ত বলে সরে পড়ার চেষ্টা করবে। সেদিন শয়তান তার প্রতারণার শাস্তি পেলেও তার অনুসারী লোকেরা প্রতারিত হওয়ার অজুহাত দিয়ে রেহাই পাবে না।

২. জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾

(২৪) তুমি কি দেখনি, আল্লাহ কালিমায়ে তাইয়্যিবার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন? একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল (ভূমিতে) স্থিত এবং যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে (বিস্তৃত)[১]।

تُؤْتِيْۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾

(২৫) যা প্রত্যেক মৌসুমে তার ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে[২]।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾

(২৬) আর অপবিত্র কালিমার[৩] দৃষ্টান্ত একটি মন্দ বৃক্ষের মত, যা উপড়ে ফেলা যায় ভূমির উপর থেকে; যার কোন স্থায়িত্ব নেই।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۷﴾

(২৭) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে এই স্থিত কালেমার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও[৪] এবং জালেমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

(২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতের বদলা দিয়েছে কুফ্‌রী দ্বারা এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে উপনীত করেছে ধ্বংস–নিবাসে[৫]।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾
(২৯) তথা জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান।	جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ؕ وَ بِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾
(৩০) এবং তারা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। তুমি বলে দাও, তোমরা ভোগ করে নাও।[৬] কেননা নিশ্চিতই তোমাদের প্রত্যাবর্তন জাহান্নামের দিকে।	وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "কালিমায়ে তাইয়্যিবা" হল কালেমায়ে তাওহীদ। কোন কোন তাফসীরবিদদের মতে কালিমায়ে তাইয়্যিবার মধ্যে কালিমায়ে তাওহীদ, আল্লাহর মা'রেফাতের আলোচনা, ঈমান ও ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি, কুরআন, হামদ, ছানা, তাসবীহ, তাহলীল ও সত্য কথা বলা সবই অন্তর্ভুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)

(২) কালিমায়ে তাওহীদও ঠিক তদ্রূপই। এর মূল বিশ্বাস মুমিনের অন্তরে প্রোথিত এবং নেক আমলসমূহ তার শাখা-প্রশাখা। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অপবিত্র কালিমার মধ্যে কুফ্‌রী কথা, মিথ্যা বক্তব্য এবং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিজনক যে কোন কথা অন্তর্ভুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কালেমার উপর অবিচল রাখেন। দুনিয়াতে যতই বিপদ-আপদ ও কঠিন পরীক্ষা আসুক তারা ঈমানের উপর অটল থাকতে পারে। কবরে ফেরেশতাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সময় এবং কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য সামনে আসার সময়ও তারা ঈমানের উপর অবিচল থাকতে সক্ষম হবে।

(৫) এর দ্বারা কাফের ও মুশরিকদের নেতৃবৃন্দকে বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এর প্রধান উদ্দেশ্য। যাদের হাতে ছিল তৎকালীন আরবের নিয়ন্ত্রণ। তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তাদের হেদায়েতের জন্য নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ইত্যাদি। কিন্তু তারা তার প্রতি উত্তরে কুফ্‌রী করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, ভালকথা, নির্বোধদেরকে অনুসারী করে নিয়ে সাময়িক উল্লাস করে নাও এবং দুনিয়ার মজা উড়িয়ে নাও। অবশেষে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪–২৫নং আয়াতদ্বয় :

১. কালেমা তাইয়্যেবা হল একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই পবিত্র

বৃক্ষ হল খেজুর গাছ। খেজুর গাছের শিকড় মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে স্থিত থাকায় কোন রূপ ঝড়-ঝঞ্ঝায় তার কোন ক্ষতি হয়না। তদ্রূপ সব রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও মুমিনগণ এই কালেমার উপর তথা ঈমানের উপর অটল-অবিচল থাকতে সক্ষম হয়।

২. খেজুর গাছ যেমন সদা সজীব, সব সময় ফল দেয়, তদ্রূপ সর্বাবস্থায় ঈমানের বদৌলতে মুমিনের পূণ্য লাভ হতে থাকে।

৩. কোন বিষয়কে বোধগম্য করে তোলার জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করা উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৬নং আয়াত :

অপবিত্র কালিমা তথা কুফ্‌রী কথা, মিথ্যা বক্তব্য এবং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিজনক কথার উদাহরণ হল একটি নিকৃষ্ট গাছ। আগাছা ও ঝোপ-ঝাড় এইসব নিকৃষ্ট গাছের যেমন কোন স্থায়িত্ব নেই, তদ্রূপ এইসব অপবিত্র কথাও সহজেই মূলোৎপাঠিত হতে পারে এবং মূলোৎপাঠিত হবে।

● ২৭নং আয়াত :

১. কালিমায়ে তাইয়্যেবার বরকতে যে কোন বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়ের সময় দুনিয়া ও আখেরাতে মুমিনের অবিচল থাকার সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পবিত্র কালেমার কারণে মুমিনগণ উপকৃত হয় আর অপবিত্র কথার কারণে কাফেররা বিভ্রান্ত হয়।

৩. সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর হেকমত রয়েছে। তিনি তাঁর হেকমত অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করেন।

● ২৮–২৯নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করা নিজেদেরকে ধ্বংস করারই নামান্তর। (যেমন মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দের অবস্থা হয়েছিল।)

২. তাদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

● ৩০নং আয়াত :

১. শিরকের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

২. আয়াতে মুশরিকদেরকে কিছুটা দুনিয়া ভোগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটা মূলতঃ দুনিয়া ভোগের অনুমতি নয়। বরং এটা হল ধমক ও শাসানী। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. শিরকের পরিণতি হল জাহান্নাম।

(৩১) তুমি আমার সে সব বান্দাকে বলে দাও, যারা ঈমান এনেছে যেন তারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না[১]।	قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

www.maktabatulabrar.com

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝	(৩২) আল্লাহ তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য জীবিকা স্বরূপ ফল-মূল উৎপন্ন করেছেন। আর নৌযানকে তোমাদের কল্যাণার্থে (নিজ কুদরতের) বশীভূত করেছেন। যাতে তা তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে এবং তোমাদের কল্যাণে নহরসমূহকে নিয়োজিত করেছেন[২]।
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ۝	(৩৩) আর তিনি তোমাদের কল্যাণে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে বাধ্যগত করে রেখেছেন, যা অবিরাম চলছে। এবং তোমাদের কল্যাণে কর্মে বাধ্যগত করে রেখেছেন রাত ও দিনকে[৩]।
وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝	(৩৪) এবং তোমরা তার কাছে যা কিছু চেয়েছ সেই সমুদয় থেকে কতক তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন[৪]। আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে শুরু কর, তবে তার পরিসংখ্যাই নির্ণয় করতে পারবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে বন্ধুত্ব দুনিয়াতে আল্লাহর ওয়াস্তে হবে না, তা আখেরাতে কোন কাজে আসবে না, কিন্তু মুমিনগণ আল্লাহর ওয়াস্তে যে বন্ধুত্ব করেছেন আখেরাতে তারা সে বন্ধুত্বের ফল পাবেন। এতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যেন তার পানি পান করতে ও শস্য ক্ষেত্রে সেচ দিতে পার এবং তাতে নৌকা চালাতে পার। (প্রাগুক্ত)

(৩) চন্দ্র, সূর্য ও দিন-রাতের নিয়ন্ত্রণ তোমাদের ক্ষমতার অধীন না হলেও তোমাদের নানা প্রকার চেষ্টা-তদবীরের ফলে এসব থেকে তোমরা অগণিত উপকার লাভ কর। তোমাদের চেষ্টা-তদবীর ছাড়াও এসব তোমাদের কোন না কোন খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, যা কিছু তোমরা মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে চেয়েছ তন্মধ্যে যতটুকু তোমাদের উপযোগী ততটুকু তোমাদেরকে দিয়েছেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১নং আয়াত :

১. নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা ফরয। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কোন ভাবে দান করার সুযোগ রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

৩. "আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে" বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, দান করতে কার্পণ্য না করা চাই। সম্পদ যার দেয়া, তিনিই তো দিতে বলছেন।

৪. হিসাব নিকাশের দিনের কথা বলা হয়েছে। সেদিন অর্থ–কড়ির বিনিময় বা কোন বন্ধুত্ব দ্বারা জান্নাত লাভ বা আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে না।

● ৩২–৩৩ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

২. উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানির মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

৩. জলযান, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য ও রাত-দিন ইত্যাদিকে মানুষের কল্যাণার্থে আল্লাহর কুদরতের বশীভূত এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

● ৩৪নং আয়াত :

১. মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত অগণিত।

২. যে ব্যক্তি নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না সে অবিচারী ও অকৃতজ্ঞ।

৩. মানবজাতির মধ্যে অনেকে আল্লাহ তা'আলার অগণিত নেয়ামত প্রত্যক্ষ করেও যেহেতু তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে না, তাই সাধারণভাবে মানব জাতিকে অতি জালেম ও অতি অকৃতজ্ঞ বলা হয়েছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝	(৩৫) আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল,[১] হে আমার প্রতিপালক! তুমি এ (মক্কা) নগরীকে নিরাপদ করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রেখ[২]।
رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ ۚ وَمَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝	(৩৬) হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় সেগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে তো আমার দলভুক্ত। আর যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে (তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করুন।) নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
رَبَّنَاۤ اِنِّیْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْۤ اِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ ۝	(৩৭) হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরের কতককে[৩] আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট এমন এক উপত্যকায় অধিবাসী করলাম যেখানে কোন ক্ষেত-খামার নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! (এটা আমি এ জন্য করেছি) যেন তারা নামায কায়েম করে। অতএব আপনি কতক লোকের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন[৪] এবং ফল-ফলাদি থেকে তাদেরকে রিযিক দান করুন, যাতে তারা শোকর আদায় করে।

(৩৮) হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি। আর আল্লাহর কাছে না গোপন থাকে কোন কিছু পৃথিবীতে আর না আকাশে।	رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ ۝
(৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লারই প্রাপ্য, যিনি আমাকে বৃদ্ধবয়সে দান করেছেন ইসমাঈল ও ইসহাককে[৫]। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক বড়ই প্রার্থনা শ্রবণকারী।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ۝
(৪০) হে আমার প্রতিপালক! আপনি নামায কায়েমকারী বানান আমাকে এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও[৬]। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমার দুআ কবূল করুন।	رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۣ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۗءِ ۝
(৪১) হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে[৭] ও মুমিনগণকে ক্ষমা করুন।	رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য সূরার ২৮নং আয়াতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের পরিবর্তে কুফ্‌রী করেছে। এখানে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যার বংশধর হওয়ার কারণে কাবা গৃহ ও হরমের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছ, তিনি একমাত্র তাওহীদের উপর এ গৃহের ভিত্তি রেখেছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে "সন্তান" দ্বারা সরাসরি ঔরসজাত সন্তান বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাঁর সরাসরি ঔরসজাত সন্তানগণ শিরকে লিপ্ত হননি। পক্ষান্তরে "সাধারণ বংশধর" অর্থ নেওয়া হলে তখন বলতে হবে যে, তাদের একাংশের ক্ষেত্রে দোয়া কবূল হয়নি। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, ইসমাঈল (আ.)-কে এবং তার মাধ্যমে তাঁর বংশধরদেরকে। কেননা তার অপর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.) ও তার বংশধরগণ শামে ছিলেন। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) যেন তারা দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে এখানে একটি সুন্দর জনবসতি গড়ে উঠে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, বৃদ্ধ বয়সে হযরত সারার গর্ভে হযরত ইসহাককে এবং হযরত হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাঈলকে দান করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, আমার বংশধরদের মধ্যেও এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করে। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

(৭) হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তারা ঈমান গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে যখন তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, তখন তিনি আর তাদের জন্য দুআ করেননি। কেননা, কাফেরের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা জায়েয নেই। অথবা তাদের মৃত্যুর পর তখন তাদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করেছিলেন যখন তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এতদসম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা জানতে পারেননি। যখন জেনেছেন তখন এ থেকে বিরত হয়েছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫নং আয়াত :

১. আয়াতে উল্লেখিত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআর বরকতে আল্লাহ তা'আলা মক্কা নগরীকে "নিরাপদ নগরী" হিসাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কুফর শিরক থেকে হেফাজতে থাকার জন্যও আল্লাহর কাছে দুআ চাইতে হয়।

● ৩৬নং আয়াত :

১. দেব-দেবী ও প্রতীমা বহু মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ।

২. নাফরমানদের হেদায়েতের জন্য দুআ করার শিক্ষা পাওয়া গেল।

৩. আল্লাহর বিশেষ দুটি গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে দুআর সময় আসমায়ে হুসনার বরাতে দুআ করার নীতি প্রমাণিত হয়।

● ৩৭নং আয়াত :

১. আয়াতে উল্লেখিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআ থেকে বুঝা যায় যে, যথাসম্ভব সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া এবং তাদের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের ব্যবস্থা করাও পিতার অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য চেষ্টা-সাধনা করা বুযুর্গীর অন্তরায় নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন পুত্র ইসমাঈল ও তার মাতাকে মক্কা নগরীতে রেখে যান, তখন তিনি সেখানে বায়তুল্লাহর অবস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন।

৩. মক্কা মুকাররমার প্রতি সারা বিশ্বের মুসলমানের আন্তরিক আকর্ষণ এবং সেখানে দুনিয়ার সব রকম ফল-ফলাদির সমাহার প্রমাণ করে যে, এ সংক্রান্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআ কবূল হয়েছিল।

● ৩৮নং আয়াত :

১. মানুষের কোন কিছু আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

২. আসমান-জমিনের কোন কিছু আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

● ৩৯নং আয়াত :

১. আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর প্রশংসা থেকে বুঝা যায় যে, দুআর মাঝে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। এতে দুআ কবূল হওয়ার আশা বেশী থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

২. সন্তান আল্লাহর বিশেষ দান। সন্তান-সন্ততিকে এ দৃষ্টিভংগিতেই দেখা চাই।

৩. ইসমাঈল ও ইসহাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তান, এটি কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত।

৪. আল্লাহ অত্যন্ত দুআ কবূলকারী।

● ৪০–৪১নং আয়াতদ্বয় :

১. নিজের ও নিজের আওলাদের জন্য ইবাদত-বন্দেগীর তাওফীক কামনা করা।

২. সমস্ত মুমিন মুসলমানের ক্ষমার জন্য দুআ করা। বিশেষভাবে নিজের ও নিজের মাতা–পিতার জন্য।

৩. হিসাব-নিকাশের দিন প্রমাণিত।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ	(৪২) আর তুমি, জালেমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহকে কখনও গাফেল মনে কর না। তিনি কেবল তাদেরকে অবকাশ দেন সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে[১]।
اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝	
مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ	(৪৩) তারা ছুটাছুটি[২] করবে তাদের মাথাগুলো উর্ধ্বমুখী করে; তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে (ভীতি-বিহ্বলতার কারণে বোধ)শূণ্য।
طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝	
وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ	(৪৪) আর তুমি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন তাদের শাস্তি এসে পড়বে,[৩] তখন জালেমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রসূলদের অনুসরণ করব[৪]। (আল্লাহ বলবেন) তোমরা কি ইতঃপূর্বে শপথ করনি যে, তোমাদের কোন পতন নেই।
ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ	
دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْۤا	
اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝	
وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ	(৪৫) অথচ তোমরা তাদের আবাসভূমিতে বাস করতে, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম তা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল এবং আমি তোমাদের কাছে দৃষ্টান্তসমূহও পেশ করেছিলাম।
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ	
الْاَمْثَالَ ۝	
وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ	(৪৬) আর তারাতো যথাসাধ্য ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহর সম্মুখেই ছিল তাদের ষড়যন্ত্র। আর তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল না, যাতে তার কারণে পর্বতমালা সরে যেত[৫]।
كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝	

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) এখানে চক্ষু বলে কাফেরদের চক্ষু বোঝানো হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা হবে ব্যতিক্রম। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কেয়ামতের মহা ভয়াবহ অবস্থা তাদেরকে বিচলিত করবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে ভীত-বিহবল অবস্থায় বিস্ফারিত চোখে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকবে। যেদিকে দৃষ্টি যাবে সেদিক থেকে আর দৃষ্টি ফিরবে না। হতভম্ব হয়ে একদিকে তাকিয়ে থাকবে। মোটেও দৃষ্টিপাত হবে না। এ তো হচ্ছে জালেম ও কাফেরদের অবস্থা। পক্ষান্তরে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের মহা ভয়াবহ অবস্থা তাদেরকে বিচলিত করবে না। তাদের সাথে ফেরেশতারা সাক্ষাৎ করবে। [সূরা আম্বিয়া–১০৩] (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এর দ্বারা কেয়ামতের দিন এবং কেয়ামতের আযাব বোঝানো হয়েছে অথবা মৃত্যুর সময় ও মৃত্যু-যন্ত্রণা কিংবা দুনিয়াবী আযাবে ধ্বংস হওয়ার দিন বোঝানো হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) "শাস্তি আসার দিন" দ্বারা যদি মৃত্যু-দিবস বোঝানো হয়ে থাকে, তবে তাদের অবকাশের আবেদন-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু এর দ্বারা কেয়ামতের দিবস-এর অর্থ নেওয়া হলে তাদের আবেদনের তাৎপর্য হবে পুনরায় জীবিত করা। উভয় অর্থই কুরআনের আয়াত দ্বারা সমর্থিত। [দ্র.মুমিনূন-৯৯,১০০; সাজদা-১২] (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, কাফেররা দ্বীন ও ইসলামকে নির্মূল করার জন্য যথাসাধ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তাদের সব ষড়যন্ত্রই আল্লাহ তা'আলার সামনে তথা তাঁর ইল্‌মে রয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র কী করে পাহাড়ের মত মজবূত দ্বীন ও ইসলামকে নস্যাৎ করতে পারে? সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এখানে ان শব্দটিকে نافيه ধরে তরজমা করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ ان শব্দটিকে مخففة من المثقلة আবার কেউ কেউ وان কে وصليه ধরেও তরজমা-তাফসীর করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪২নং আয়াত :

১. জালেমদের জুলুমের শাস্তি বিলম্বিত হলে তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মের ব্যাপারে গাফেল ও অনবহিত। বরং তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অথবা তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে মাত্র। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে কাফেরদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। পলক ফেলার অবকাশ থাকবে না।

● ৪৩নং আয়াত :

১. আয়াতে কেয়ামতের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, ভীতি-বিহ্বলতার কারণে কাফেরদের চোখের পলক ফেলার সুযোগ থাকবে না।

২. ভীতি-বিহ্বলতার কারণে কাফেররা বোধ-শূণ্য হয়ে পড়বে।

● ৪৪নং আয়াত :

১. আল্লাহর আযাব ও কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা তুলে ধরে ওয়াজ-নসীহত করা ও উপদেশ প্রদান করা উচিত; যাতে মানুষ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হয়।

২. দুনিয়ায় যেসব কাফেররা বলে তাদের কোন পতন নেই, তাদের কোন লয় নেই, তাদের এসব কথা একদিন তাদেরই মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে।

● ৪৫নং আয়াত :

১. অতীতে যেসব জাতি বিভিন্ন অপরাধে ধ্বংস হয়েছে তাদের ইতিহাস থেকে এবং তাদের অবস্থান দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা চাই।

২. কুরআনে/আসমানী কিতাবে/নবীদের বাচনিক উদাহরণ স্বরূপ এরূপ কিছু জাতির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

● ৪৬নং আয়াত :

১. দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা কাফেরদের পুরাতন স্বভাব। অতীতে এরূপ বহু করা হয়েছে।

২. আল্লাহর সামনে কারও ষড়যন্ত্র চলতে পারে না, তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾	(৪৭) সুতরাং তুমি কখনও আলাহকে তাঁর রসূলগণের সাথে (কৃত) স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করো না[১]। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বদলা গ্রহণকারী।
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۴۸﴾	(৪৮) যে দিন এ পৃথিবীকে অপর এক পৃথিবীতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে এবং আকাশমণ্ডলীকেও । আর তারা (সমস্ত মানুষ) আলাহর সামনে উপস্থিত হবে, যিনি একক, মহাপরাক্রান্ত।
وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿۴۹﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿۵۰﴾	(৪৯) আর সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে শিকলে আবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল।
لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۵۱﴾	(৫১) উদ্দেশ্য- আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের শাস্তি দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী[২]।
هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۵۲﴾	(৫২) এটা হল মানুষের জন্য (বিধি-বিধান) পৌছানো এবং এজন্য যাতে এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং যাতে তারা জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ তা'আলাকে এমন মনে করো না যে, তিনি তার নবীদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভঙ্গ করবেন।

(২) অর্থাৎ, যা সংঘটিত হওয়া অবধারিত তাকে দূরে ভেবো না। অথবা অর্থ এই যে, যখন হিসাব শুরু হবে তখন হিসাবে বিলম্ব হবে না। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের খুঁটিনাটি আমলের হিসাব-নিকাশ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন নেই এবং এক কাজের প্রতি মনোযোগিতা তাকে অন্য কাজ থেকে বিরত ও অমনোযোগী করে না।(ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭নং আয়াত :

১. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ সত্য।

২. আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী।

৩. আল্লাহ বদলা গ্রহণকারী তথা শাস্তিদাতা।

● ৪৮নং আয়াত :

১. সবাইকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

২. হিসাব নিকাশ হবে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফু দেয়ার পর নতুন আসমান জমিন পয়দা হওয়ার পর।

● ৪৯-৫১নং আয়াতসমূহ :

১. আয়াত সমূহে অপরাধীদের ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, তাদেরকে শয়তানের সাথে বা তাদের পাপসমূহকে শারীরিক রূপ দিয়ে সেই পাপের সাথে বা এক পাপীকে আর এক সমপাপীর সাথে শিকলে আবদ্ধ করা হবে। তাদের গায়ে আলকাতরার জামা পরানো হবে যাতে আগুন তাদের শরীরে খুব দ্রুত প্রজ্জ্বলিত হতে পারে। আগুন শুধু তাদের শরীর নয় মুখমন্ডলকেও আচ্ছন্ন করবে।

২. প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

৩. আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

● ৫২নং আয়াত :

এ আয়াতে কুরআন অবতরণের কয়েকটা ফায়দা বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ (১ বিধি-বিধান পৌছানো, (২) মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে ভয় দেখানো, (৩) আল্লাহর তাওহীদের মারেফাত লাভ করা, (৪) বোধসম্পন্ন লোকদের উপদেশ গ্রহণ করা।

(১৫) সূরা হিজ্‌র[১], মক্কী
৯৯ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱﴾	(১) আলিফ-লাম-রা, এগুলো মহা গ্রন্থের এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ সূরার ৮০নং আয়াতে হিজ্‌র অধিবাসী কর্তৃক রসূলদের অস্বীকার করা ও পরবর্তী কয়েক আয়াতে তাদের ধ্বংসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা হিজ্‌র। 'হিজ্‌র' মদীনার উত্তরে একটি এলাকার নাম। (বর্তমান নাম "মাদায়েনে সালেহ") সে এলাকায় বসবাস করার কারণে তাদেরকে আসহাবুল হিজ্‌র অর্থাৎ, হিজর-অধিবাসী বলা হয়েছে। এ সূরার সিংহভাগ অংশে নবুয়ত ও রিসালাত অস্বীকারকারীদের শাস্তি ও ধ্বংসের কাহিনী এবং কোথাও কোথাও তাওহীদ ও কেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, সামনে বর্ণিতব্য এমন মহাগ্রন্থের, যার মূলনীতিগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার, দলীল- প্রমাণ সুস্পষ্ট, বিধি-বিধান যুক্তিসঙ্গত, বর্ণনা পদ্ধতি অতি প্রাঞ্জল। সুতরাং এতে যা বর্ণনা করা হবে তা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

১৩ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–১৪

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢
ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ ۝٣
وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ ۝٤
مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝٥

(২) কাফেররা বারবার[১] কামনা[২] করবে যে, কত উত্তম হত যদি তারা মুসলমান হত।
(৩) তুমি তাদেরকে তাদের হালে[৩] থাকতে দাও, খেয়ে নিক, আরাম উপভোগ করে নিক এবং দীর্ঘ আশা তাদেরকে উদাসীন করে রাখুক, তারপর অতিসত্তর[৪] তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে।
(৪) আর আমি যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য একটা নির্দিষ্ট কাল লিখিত ছিল।
(৫) কোন সম্প্রদায়, না তার নির্দিষ্ট কালের আগে[৫] ধ্বংস হয় আর না পরে যেতে পারে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ربما بار بار اشارة الى كونها للتكثير– بيان القرآن

(২) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন যখন কাফেরদের উপর বিভিন্ন রকম আযাব হতে থাকবে তখন কাফেররা বারংবার কামনা করবে যদি তারা পৃথিবীতে মুসলমান হত। বারবার এ জন্য যে, যখনই কোন নতুন যন্ত্রণা উপস্থিত হবে তখনই তাদের মনে হবে যে, আমাদের কুফ্‌রীই এ শাস্তির কারণ এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য তাদের নতুনভাবে পরিতাপ হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দেয়ার অর্থ দুনিয়াতে তুমি তাদের কুফ্‌রীর উপর চিন্তিত হয়ো না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথে।

(৫) বরং নির্ধারিত সময়েই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং নির্ধারিত সময় এসে উপস্থিত হলে এদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২নং আয়াত :

১. কাফেররা বারংবার সংশোধন হওয়ার তথা মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে ফিরে আসার কামনা করবে, কিন্তু সে কামনা পূরণ হওয়ার নয়। অতএব এখনই মুসলমান হওয়ার সুযোগ।

২. সত্যিকার মুসলমানই মুক্তি লাভ করবে।

● ৩নং আয়াত :

পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরের কাজ। যারা পরকালে বিশ্বাসী নয়। মুমিনরাও এসব কাজ করে তবে

মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে নয়। তাই মুমিন প্রত্যেক কাজে হালাল হারাম চিন্তা করে এবং দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন হয়ে আখেরাত থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে না। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৪–৫নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর নীতি হল নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কাউকে ধ্বংস করেন না। নির্ধারিত সময় আসার পর ধ্বংসে বিলম্বও ঘটে না।

২. তাকদীর ও ভাগ্যের লিখন নিশ্চিত সত্য। পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, সামনে হবে সবই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٦	(৬) আর তারা[১] বলল, হে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি এই উপদেশ (কুরআন) নাযেল করা হয়েছে[২], তুমি তো সত্যিই এক উন্মাদ।
لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧	(৭) যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদের নিকট ফেরেশতাদেরকে কেন আন না[৩]।
مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨	(৮) আমি কেবল যথার্থ মীমাংসার জন্যই ফেরেশতা নাযেল করে থাকি এবং সে সময় তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হত না।[৪]
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٩	(৯) অবশ্যই এ উপদেশ (কুরআন) আমিই নাযেল করেছি এবং নিশ্চিত জেন আমিই তার সংরক্ষণকারী।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একথা মক্কার কাফেররা বলেছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তার ধারণা অনুযায়ী কুরআন নাযেল করা হয়েছে। নতুবা তারা কুরআনের আসমানী কিতাব বা মুহাম্মাদের নবী হওয়ার প্রবক্তা ছিল না। (প্রাগুক্ত)

(৩) যারা আমাদের সামনে তোমার সত্যতার সাক্ষী দিবে। (প্রাগুক্ত)

(৪) কাফেরদের উক্ত হঠকারিতামূলক প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি কাফেরদের ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্তের জন্যই ফেরেশতা নাযেল করে থাকি। সুতরাং তোমাদের দরখাস্ত অনুযায়ী যদি ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম আর তোমরা যদি ঈমান না আনতে –এবং তোমাদের থেকে এটাই নিশ্চিত ছিল– তখন তোমাদেরকে সাথে সাথে ধ্বংস করে দেওয়া হত। একটুও অবকাশ দেওয়া হত না। কিন্তু যেহেতু তখনও তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়নি, তাই ফেরেশতা নাযেল করিনি। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) আসমানী গ্রন্থ তাওরাত, ইঞ্জীলের হেফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদেরকে। এ কারণেই যখন তারা হেফাযতের দায়িত্ব পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও

www.maktabatulabrar.com

পরিবর্তিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কুরআনে পাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্‌তা, যের ও যবরেও পার্থক্য আনতে পারেনি। নবুয়ত আমলের পর আজ চৌদ্দশত বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের সমূহ ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআনে পাক মুখস্ত করার ধারা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক যুগে লাখ লাখ মুসলমান যুবক, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের শব্দ ও ইবারতের হেফাযত করেন। এমনিভাবে মুখস্তকারীদের মাধ্যমে এর পঠন পদ্ধতি এবং কাতিবদের মাধ্যমে এর লিখন পদ্ধতির হেফাযত করেন। এর রুকু, আয়াত সংখ্যা, অক্ষর, যের, যবর, নুক্‌তা সব কিছুই গণা পড়া আছে। এটাও কুরআন কারীমের একটি অন্যতম মু'জিযা। (মাআরিফুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬নং আয়াত :

১. মুশরিকদের পক্ষ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপহাসের সম্মুখীন হওয়ার বর্ণনা। রসূলের উত্তরসূরীদেরও এ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়।

২. মক্কার মুশরিকদের এটা ছিল চরম ধৃষ্টতা।

● ৭–৮নং আয়াতদ্বয় :

১. ৭ নং আয়াতে রসূলের সত্যায়নের জন্য মুশরিকদের ফেরেশতা পাঠানোর এক ফরমায়েশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর ৮ নং আয়াতে সেই ফরমায়েশের উত্তর প্রদান করা হয়েছে যে, ফেরেশতা তো পাঠানো হয় চরম মুহূর্তে, যখন শাস্তির ফয়সালা হয়ে যায়। ফেরেশতা পাঠানোর পর আর ঈমান আনার কোন অবকাশ দেয়া হয় না। আল্লাহ তো তোমাদের ঈমানের সুযোগ রাখতে চান।

২. মানুষের প্রতি আল্লাহর কত দয়া যে, তারা চায় আযাব আর আল্লাহ চান তাদেরকে রহমত করতে।

● ৯নং আয়াত :

১. কুরআন হল উপদেশ।

২. কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন। তাই কুরআনকে কেউ কোনদিন বিকৃত করতে পারবে না।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٠	(১০) আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বেও পূর্ববর্তী লোকদের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে[১] রসূল প্রেরণ করেছিলাম।
وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١	(১১) আর তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসেনি যার সাথে তারা বিদ্রূপ করতে থাকেনি।
كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٢	(১২) এভাবে আমি এ পাপীদের অন্তরে এ বিদ্রূপকে ঢুকিয়ে দেই।
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣	(১৩) (যার কারণে) তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে না। আর পূর্ববর্তীদের রীতি[২] (এমনই) গিয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে তুমি দুঃখিত হবে না। কারণ, নবীদের সাথে কাফেরদের এ আচরণ সব যুগে চলে আসছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তারাও নবীদেরকে অস্বীকার করেছে, অতএব তুমি এ নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০–১৩নং আয়াতসমূহ :

আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের সাথে লোকদের উপহাস ও বিদ্রূপের উল্লেখ এবং সেই ধারায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেও মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কথা উল্লেখ পূর্বক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, এসবের কারণে তুমি দুঃখিত হয়ো না। কারণ, নবীদের সাথে কাফেরদের এ আচরণ সব যুগে চলে আসছে।

(১৪) আর যদি আমি তাদের জন্য আসমানের[১] কোন দরজা খুলে দেই। অতঃপর তারা তাতে দিনের আলোতে আরোহণ করতে থাকে।	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾
(১৫) তবুও তারা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।	لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾
(১৬) আর নিশ্চয় আমি আকাশে বহু গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য সেটাকে[২] সজ্জিত করে দিয়েছি।	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٦﴾
(১৭) এবং আমি তাকে (আকাশকে)[৩] প্রত্যেক মরদূদ শয়তান থেকে রক্ষা করেছি।	وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾
(১৮) কিন্তু যে চুরি[৪] করে শুনে পালায়, তবে তার পেছনে উজ্জ্বল অগ্নি[৫] শিখা ধাবমান হয়।	اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾
(১৯) আর আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর ভারি ভারি পর্বতসমূহ স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক পরিমিত পরিমাণ বস্তু উৎপাদন করেছি।	وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾
(২০) আর আমি তাতে জীবিকার উপকরণ প্রস্তুত করেছি তোমাদের জন্য এবং তাদের[৬] জন্যও, যাদের তোমরা জীবিকা দাও না।	وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

www.maktabatulabrar.com

(২১) আর আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে এবং আমি তা এক নির্ধারিত[৭] পরিমাণে নাযেল করতে থাকি।	وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۘ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾
(২২) আমি বৃষ্টিগর্ভ[৮] বায়ু পরিচালনা করি। অতঃপর আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি। এরপর সে পানি তোমাদেরকে পান করতে দেই এবং তোমরা এত পানি জমা করে রাখতে পারতে না।	وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾
(২৩) আর আমিই জীবন দান করি এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই আর (মৃত্যুর পর) আমিই[৯] থেকে যাব।	وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْىٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) আর অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্যকার পূর্ববর্তীদেরকেও জানি এবং অবশ্যই তোমাদের পরবর্তীদেরকেও[১০] জানি।	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে একত্র করবেন। নিশ্চয় তিনি হেকম-তওয়ালা, মহাজ্ঞানী।	وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ কাফেররা এতখানি বিদ্বেষাপন্ন ও হঠকারী ছিল যে, ফেরেশতা অবতরণ দূরের কথা যদি এদের সামনে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর ঝলমলে দিনের বেলায় তারা আসমানে আরোহণ করে, তবুও তারা এটাকে মু'জিযা হিসাবে স্বীকার করবে না। বরং বলবে আমাদের নযরবন্দী করে দেওয়া হয়েছে। যার কারণে আমরা এমন অনুভব করছি। আসলে এই যা কিছু দেখছি এর বাস্তবতা বলে কিছু নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(২) আকাশকে সেই গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সজ্জিত করে দিয়েছি। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) আরবী 'সামা' (السماء) শব্দটি আকাশ গাত্র ও আকাশের অনেক নিচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল– এ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ১৬নং আয়াতে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) আসমান থেকে শয়তান বহিষ্কৃত হওয়ার পর তার জন্য আর আসমানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে শয়তানরা চোরের মত শূন্য মণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে আসমানের সংবাদাদি শুনে নিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশ্যে আরো অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এবং উল্কা পিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকেও নিবৃত্ত রাখা হয়। ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করে আসমানের সংবাদাদি পরস্পরে আলোচনা করত, শয়তানরা শূন্যে, মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে

উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

(৫) অর্থাৎ, জ্বলন্ত উল্কা। উল্লেখ্য, উল্কা আগেও ছিল। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হতো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পর তা শয়তানদের বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরও উল্লেখ্য উর্ধ আকাশে আমরা যত উল্কা ছুটতে দেখি তার সবটাই যে শয়তান বিতাড়নে ব্যবহৃত হয় তাও জরুরী নয়।

(৬) সকল মাখলূকের প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। বাহ্যত মানুষের হাতে যারা রিযিক পায় না তাদেরও আল্লাহ তা'আলা রিযিক দান করেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, আল্লাহর খাজানা তো অফুরন্ত। বাকী রহস্যের তাগিদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযেল করেন। কারণ এরকম না হলে জীবনধারা কঠিন হয়ে যেত। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী দেয়া হলে নানা অসুবিধা দেখা দিত। যে সব শস্য ও ফল-মূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহর ছিল যে, প্রত্যেকেই সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভান্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। এগুলো রাখাও কঠিন হত এবং ফেলে দেয়ারও জায়গা থাকত না এবং পচে-গলে পরিবেশ নষ্ট হত। তাই বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযেল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

(৮) এ আয়াতে খোদায়ী কুদরতের সে অনুপম পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যার সাহায্যে পৃথিবীতে বসবাসকারী জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী সবার জন্য প্রয়োজন মাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র সর্বাবস্থায় প্রয়োজন মাফিক বিনা মূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। অন্যথায় এক ফোটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

(৯) অর্থাৎ, যখন পৃথিবী ও তার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুণাবলীসহ বাকী থাকবেন। যেন রূপক মালিকদের যুগ খতম হওয়ার পর আসল মালিক রয়ে গেলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)

(১০) সাহাবা ও তাবিয়ীন থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যারা মারা গেছে তারা পূর্ববর্তী, যারা জীবিত আছে তারা পরবর্তী। মুজাহিদ (র.) বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা পূর্ববর্তী এবং উম্মতে মুহাম্মাদী পরবর্তী। হাসান ও কাতাদাহ বলেন ইবাদতকারী ও সৎ কর্মশীলগণ পূর্ববর্তী তথা অগ্রগামী আর গোনাহগারেরা পরবর্তী তথা পশ্চাদগামী। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪–১৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. যাদের নসীবে ঈমান ও হেদায়েত নেই তারা জ্বাজ্জ্বল্যমান মু'জিযা দেখলেও তাদের কোন ফায়দা হয়না, বরং সেই মুজিযাকে তারা যে কোন ছুতায় অস্বীকার করে বসে।

২. অতএব তারা যেসব মুজিযার ফরমায়েশ করে তা মানার জন্য নয় বরং তা হল জেদ বশত।

www.maktabatulabrar.com

● ১৬–১৮ নং আয়াতসমূহ :

১. আকাশে বহু গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল আকাশের শোভা বর্ধন করা।

৩. এক সময় শয়তানরা মেঘের আড়ালে গিয়ে ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে আসমানের সংবাদাদি শুনে নিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরে শয়তানরা এরূপ কিছু শোনার উদ্দেশ্যে উর্ধে আরোহণের চেষ্টা করলে উল্কাপাতের মাধ্যমে তাদেরকে হটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা চালু হয়।

● ১৯ নং আয়াত :

১. পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে।

২. পৃথিবীকে স্থিত রাখার জন্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম যখন ভূমিকে সাগরের উপর বিস্তৃত করে দেয়া হয়, তখন ভূমি দুলছিল। তখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে স্থিত রাখার জন্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেন।

৩. উদ্ভিদ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর বিশেষ এক পরিমিতি তথা বিশেষ মাত্রা রয়েছে। উদ্ভিদের প্রকার, তার ধরন, তার গুণাগুণ ও পরিমাণ সব কিছুর মধ্যে রয়েছে এই পরিমিতি।

● ২০ নং আয়াত :

১. পৃথিবীতে জীবিকার উপকরণও আল্লাহর সৃষ্টি। এভাবে তিনিই সবকিছুর রিযিক সরবরাহকারী।

২. আল্লাহ সকল মাখলূকের রিযিকদাতা। তবে অনেক সৃষ্টির রিযিক মানুষের মাধ্যমে সরবরাহ হয়ে থাকে। মানুষের মাধ্যমে অর্থাৎ, মানুষের হাতে যারা রিযিক পায় না তাদেরও আল্লাহ তা'আলাই রিযিক দান করেন।

● ২১ নং আয়াত :

১. আল্লাহর কাছে সবকিছুর খাজানা রয়েছে এবং সে খাজানা অফুরন্ত।

২. তবে হেকমতের তাগিদে তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযেল করেন। কেননা, অফুরন্ত দিলে বহু রকম জীবন-জটিলতা দেখা দিত।

● ২২ নং আয়াত :

১. এ আয়াতে পানি সরবরাহের অনুপম খোদায়ী কুদরতী ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বায়ু সঞ্চালন, মেঘমালাকে পানি দ্বারা পূর্ণ করণ ও প্রয়োজনীয় স্থানে বৃষ্টির আকারে সেই পানির অবতরণ।

২. প্রয়োজনের সময় এরূপ পানি অবতরণের ব্যবস্থা না থাকলে সারা জীবনের পানি একসাথে সঞ্চয় করে রাখা মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল।

● ২৩–২৫ নং আয়াতসমূহ :

১. জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে।

২. আল্লাহ সবকিছুর প্রকৃত মালিক।

৩. তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সকলের সম্বন্ধে এবং সকলের সব আমল সম্বন্ধে অবগত।

৪. হাশরের ময়দানে সকলের সমবেত হওয়ার কথা তথা আখেরাতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾	(২৬) আর অবশ্যই আমি পঁচা কাদা থেকে তৈরী শুকনো ঠনঠনে মাটি[১] দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছি।
وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾	(২৭) এবং (তার) পূর্বে জ্বিনকে সৃষ্টি করেছিলাম আগুন থেকে যা ছিল লু হাওয়া[২]।
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾	(২৮) আর সে সময়টি স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি পঁচা কাদা থেকে তৈরী শুকনো ঠনঠনে মাটি দ্বারা এক মানব সৃষ্টি করব।
فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) অতএব যখন আমি তার দেহকে পূর্ণরূপে গড়ে নিব এবং তাতে নিজের পক্ষ থেকে রূহ প্রবিষ্ট করে দিব, তখন তোমরা তার সামনে সাজদায় পড়ে যেয়ো।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রথমত কাদা মাটিকে ভালভাবে খামির করা হয়। অতঃপর তা ঠনঠনে শুকনো হয়ে যায়। (যেমন, মাটির পাত্র টোকা দিলে ঠনঠন করে।) তখন এ শুকনো কাদা দ্বারা আদম (আ.)-এর দেহ তৈরি করা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, উক্ত আগুনের মাঝে ধোঁয়া উৎপাদক অংশ ছিল না। তাই তা হাওয়ার ন্যায় অদৃশ্য ছিল। কেননা ধোঁয়া উৎপাদক ঘন অংশগুলির কারণেই আগুন দৃষ্টিগোচর হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৬-২৭নং আয়াতদ্বয় :

১. মানব সৃষ্টির মূল হল মাটি।

২. জিন সৃষ্টির মূল হল আগুনের শিখা।

৩. মানব সৃষ্টির পূর্বেই জিনদের সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত।

৪. মানব সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত।

- ২৮-২৯নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত আদম (আ.)কে সাজদা করার নির্দেশ।

২. ফেরেশতাদেরকে সাজদা করার নির্দেশ থেকে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা প্রমাণিত।

৩. ইবলীস কর্তৃক সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করণ।

৪. মানব সৃষ্টির উপাদানের বর্ণনা।

www.maktabatulabrar.com

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾	(৩০) তখন সকল ফেরেশতা একত্রে সাজদা করল।
اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) ইবলীস ব্যতীত; সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।
قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! তোমার জন্য কি কারণ যে, তুমি সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?
قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾	(৩৩) সে বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সাজদা করব, যাকে আপনি পঁচা[১] কাদা থেকে তৈরী ঠনঠনে শুকনো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾	(৩৪) তিনি (আল্লাহ) বললেন, তবে তুমি[২] এখান থেকে বের হয়ে যাও। কেননা, নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত।
وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾	(৩৫) এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি লা'নত[৩] প্রতিদান-দিবস পর্যন্ত।
قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾	(৩৬) সে (ইবলীস) বলল, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আপনি আমাকে সেই দিন পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) অবকাশ দিন[৪] (যেদিন) তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।
قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾	(৩৭) তিনি (আল্লাহ) বললেন, আচ্ছা। অবশ্যই তুমি তো তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে যারা অবকাশ প্রাপ্ত। (৩৮) নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত[৫]।
قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾	(৩৯) সে বলল, হে আমার প্রভূ! যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন, তাই আমি কসম করছি যে, অবশ্যই আমি পৃথিবীতে তাদের কাছে পাপ কাজসমূহকে[৬] সুশোভন করে দেখাব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করবই। (৪০) আপনার সে বান্দাগণ ব্যতীত তন্মধ্যে যারা মনোনীত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, শয়তান বলল, আমি আগুনের তৈরী, আর আদম নিকৃষ্ট মাটির তৈরী। কাজেই আমি নূরানী হয়ে কী করে নিকৃষ্ট পদার্থের তৈরী আদমকে সাজদা করব! (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, জান্নাত বা আসমান থেকে তুমি বের হয়ে যাও। ভিন্ন মতে তুমি এ উচ্চ মাকাম থেকে বের হয়ে যাও, যেখানে তুমি এখন পর্যন্ত উন্নিত ছিলে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত তুমি আমার রহমত থেকে বঞ্চিত। তোমার তওবা কখনও কবুল হবে না। আর এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেয়ামত পর্যন্ত যার প্রতি রহমত করা হবে না, তওবা কবুল হবে না, কেয়ামতের দিন রহমত হওয়ার এবং তখন তওবা কবুল হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, যদি আদমকে সাজদা না করার কারণে আমাকে বিতাড়িত করে থাকেন, তবে আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত মৃত্যু হতে অবকাশ দিন। যাতে আমি আদম ও তাঁর বংশধর থেকে প্রতিশোধ নিতে পারি। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) শয়তানকে তার প্রার্থনা অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং সিংগার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। প্রথম ফুৎকারের সময় অন্যান্য সব মাখলূকের সাথে সেও মারা যাবে।

(৫) "المعاصى" (পাপ কাজসমূহ) শব্দটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০–৩৫নং আয়াতসমূহ :

১. ফেরেশতারা হযরত আদম (আ.)কে সাজদা করেছিল সকলেই একসাথে। কেউ আগে কেউ পরে সাজদা করেছেন– এমন হয়নি। বরং আল্লাহর হুকুম হওয়ার সাথে সাথেই সকলে এক সাথে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন। (আবুস সুউদ)

২. ইবলীস সাজদা থেকে বিরত থাকে।

৩. ইবলীসের সাজদা করতে অস্বীকৃতি ছিল অহংকারের কারণে। ফলে সে উভয় জগতে বিতাড়িত হয়। অহংকার এমন একটি ভয়াবহ রোগ যা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণ ঘটে।

৪. আগুনের উপর মাটির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কেননা মাটি দ্বারা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন দ্বারা ইবলীসকে। আর ইবলীসের প্রতি হুকুম হয়েছিল মাটির তৈরী আদমকে সাজদা করার।

● ৩৬–৪০নং আয়াতসমূহ :

১. ইবলীস প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে বনী আদমকে দেখে নেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত কামনা করে। তাকে প্রথম শিংগায় ফুৎকার পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয়।

২. ইবলীসের দুআ কবুল হওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাফেরের দুআও কবুল হতে পারে। আল্লাহ বিশেষ কোন হেকমতের কারণে কখনও কাফেরের দুআও কবুল করেন। তাই কারও দুআ কবুল হয়ে যাওয়া তার বুযুর্গির প্রমাণ নয়।

৩. মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য শয়তানের একটা বিশেষ কৌশল হল পাপের জিনিসকে সে সুশোভিত ও আকর্ষণীয় করে দেখায়। ফলে পাপের কাজ মানুষের কাছে খুব ভাল লাগে।

৪. আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তান কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। মনোনীত বান্দা হওয়ার উপায় হচ্ছে সৎকর্ম ও পূর্ণ আনুগত্য করা। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿٤١﴾	(৪১) তিনি (আল্লাহ) বললেন, এটা[১] একটা সোজা পথ যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে[২]।
اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) বাস্তবিক আমার ঐ বান্দাগণ, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না, ব্যতিক্রম পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে চলবে।
وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) আর অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান।
لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾	(৪৪) যার সাতটি[৩] দরজা আছে, প্রত্যেকটি দরজার জন্য তাদের থেকে এক একটি দল ভাগ করে দেয়া রয়েছে।
اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤٥﴾	(৪৫) নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকবে উদ্যানরাজি ও ঝরনাসমূহে।
اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা এগুলোতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে নিরাপদে।
وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) আর (পৃথিবীতে) তাদের অন্তরে যে হিংসা বিদ্বেষ ছিল, আমি তা দূর করে দিব। তারা ভাই ভাইরূপে মুখোমুখি অবস্থায় উচ্চাসনসমূহে আসীন হবে।
لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) সেখানে তাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে না। আর না তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে।
نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾	(৪৯) তুমি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।
وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿٥٠﴾	(৫০) আর এটাও[৪] যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মনোনীত বান্দা হওয়া। যার উপায় হচ্ছে সৎকর্ম ও পূর্ণ আনুগত্য করা। আর এটাই আমার পর্যন্ত পৌঁছার সোজা পথ। (বয়ানুল কুরআন)

(২) اشارة الى ان على بمعنى الى فيتعلق بمستقيم الخ– بيان القرآن

(৩) কারো মতে এখানে সাতটি দরজা দ্বারা উপর নিচে দোযখের সাতটি স্তর বোঝানো হয়েছে। যে যেই শাস্তির যোগ্য হবে সে সেই স্তরে প্রবেশ করবে। আর কেউ সাতটি দরজাই উদ্দেশ্য বলেছেন। আমল অনুযায়ী প্রত্যেক দরজার মধ্য দিয়ে পৃথক পৃথক দোযখী প্রবেশ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) যেন এটা অবগত হয়ে বান্দাদের মনে ঈমান ও নেক আমলের প্রতি উৎসাহ এবং পাপ কাজের প্রতি ভয়ের সঞ্চার হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১নং আয়াত :

১. সৎকর্ম ও পূর্ণ আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা যায় অর্থাৎ, আল্লাহর নেকট্য লাভ করা যায়।

২. এটাই হল সিরাতে মুস্তাকীম।

● ৪২নং আয়াত :

১. যারা সৎকর্ম ও পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নেকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, শয়তানের ছল-চাতুরী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। শয়তানের ছল-চাতুরী উপেক্ষা করে তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যেতে সক্ষম হয়।

২. কিছু লোক শয়তানের পথে চলার সব সময়ই থাকবে, তারা হল বিভ্রান্ত লোক।

● ৪৩–৪৪নং আয়াতদ্বয় :

১. শয়তানের অনুসারীদের ঠিকানা হল জাহান্নাম।

২. জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. আমল অনুযায়ী প্রত্যেক দরজার মধ্য দিয়ে পৃথক পৃথক জাহান্নামী প্রবেশ করবে।

● ৪৫–৪৬নং আয়াতদ্বয় :

১. মুত্তাকীদের জান্নাত প্রাপ্তির বর্ণনা।

২. জান্নাতে থাকবে শান্তি ও নিরাপত্তা।

● ৪৭নং আয়াত :

১. জান্নাতী মানুষদের অন্তর থেকে মনের ঐ সমস্ত কালিমা–বিদ্বেষ দূর করে দেয়া হবে যা দুনিয়ায় থাকাকালীন তাদের মধ্যে ছিল।

২. জান্নাতে সকলে ভাই–ভাইয়ের মত মিল–মহব্বতে থাকবে।

৩. জান্নাতে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে বসার মত মজলিসও সংঘঠিত হবে।

● ৪৮নং আয়াত :

এ আয়াত থেকে জান্নাতের দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল (১) সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দূর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই। বিশেষ আরাম এমনকি চিত্ত বিনোদনেও কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। (২) জান্নাতের সুখ, আরাম নেয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিস্কার করা হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৪৯–৫০ নং আয়াতদ্বয় :

আল্লাহর মাঝে দুটি সিফাত পরিপূর্ণ আছে। একটি রহমত, অপরটি গযব। কাজেই বান্দার জন্য নির্ভীক বেপরোয়া হওয়া উচিত নয়। আবার হতাশ হওয়াও উচিত নয়। আশা ও ভয় উভয়ই অন্তরে থাকা চাই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٥١﴾	(৫১) আর তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা জানিয়ে দাও।
اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾	(৫২) যখন তারা (ফেরেশতাগণ) তার গৃহে প্রবেশ করল তখন তারা বলল, সালাম। সে (ইবরাহীম) বলল, আমরা তো তোমাদের[১] ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি।
قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾	(৫৩) তারা বলল, আপনি[২] ভীত হবেন না, অবশ্যই আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি।
قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾	(৫৪) সে (ইবরাহীম) বলল, তোমরা কি[৩] আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ যখন বার্ধক্য আমাকে ছুঁয়েছে? অতএব কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?
قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾	(৫৫) তারা বলল, আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং যারা নিরাশ হয় আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।
قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾	(৫৬) সে (ইবরাহীম) বলল, পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে নিজ প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়?
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾	(৫৭) সে (ইবরাহীম) বলল, (লক্ষণ থেকে তো বুঝা যাচ্ছে এই সুসংবাদ প্রদান করা ছাড়াও অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।) তাহলে (বল) তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ[৪] কাজ কী হে আল্লাহ প্রেরিতগণ?
قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾	(৫৮) তারা বলল, আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায়)-এর প্রতি প্রেরিত হয়েছি।
اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾	(৫৯) লূতের পরিবার-পরিজন ব্যতিক্রম, আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব।
اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾	(৬০) তার স্ত্রী ছাড়া, আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই (ধ্বংস হওয়ার জন্য) থেকে যাওয়াদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ফেরেশতারা মানুষের সূরতে আগমন করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে মেহমান মনে করে খানা পেশ করেন। তারা না খাওয়ার কারণে তিনি ভয় পান যে, এরা আবার শত্রু নয় তো?

(২) ফেরেশতারা বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। এটা খুশীর সময়। এ বার্ধক্যকালে আমরা আপনাকে এক ছেলে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। ছেলেও এমন, যাকে দেয়া হবে পয়গম্বরী ইল্‌ম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) বস্তুত এটা একটা বিস্ময়কর বিষয়, তাই বিস্ময় বোধ করছি। আল্লাহর কুদরতের বাইরে মনে করছি না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ.) কোন আলামত দ্বারা বুঝতে পারেন যে, ফেরেশতারা সুসংবাদ ছাড়া আরো কোন গুরুতর কাজের উদ্দেশ্যে এসেছেন, তাই তিনি এ প্রশ্ন করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১-৫২ নং আয়াতদ্বয় :

১. মেহমানদারী একটি শরীয়ত সম্মত বিষয়। (আইসারুত্তাফাসীর)

২. পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মোলাকাতের সময় সালাম করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

৩. আগন্তুক প্রথমে সালাম দিবে অন্যরা তার জবাব দেবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

৪. আগমনকারীগণ ফেরেশতা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) তা জানতে পারেননি বিধায় ভয় পেয়েছিলেন। বুঝা গেল আল্লাহ না জানিয়ে দিলে নবী রসূলগণের পক্ষে গায়েবের বিষয় জানা সম্ভব হয় না।

৫. শত্রুর প্রতি স্বভাবগত ভয় ঈমান ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

● ৫৩-৫৬ নং আয়াতসমূহ :

১. মু'মিনের জন্য কল্যাণজনক বিষয় হলে তাকে তার সুসংবাদ জানানো উত্তম।

২. বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়াকে হযরত ইবরাহীম (আ.) বিস্ময়কর মনে করেছিলেন। আল্লাহর কুদরতের বাইরে মনে করেননি। বস্তুত কোন বিষয়কে বিস্ময়কর মনে করা আর আল্লাহর কুদরতের বাইরে মনে করা এক জিনিস নয়।

৩. আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. যারা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয় তারা বিভ্রান্ত।

● ৫৭-৬০ নং আয়াতসমূহ :

১. লূত সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদানের জন্য ফেরেশতা পাঠানোর বিবরণ।

২. হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী ব্যতীত হযরত লূত (আ.)-এর অন্য পরিবার-পরিজন শাস্তি থেকে রক্ষা পান।

৩. ঈমান না থাকলে বংশ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন কাজে আসবে না। যেমন লূত (আ.)-এর স্ত্রীর আসেনি।

www.maktabatulabrar.com

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلُوْنَ ۝٦١	(৬১) অতঃপর যখন সে প্রেরিত ফেরেশতারা লূত পরিবারবর্গের নিকট আসল।
قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝٦٢	(৬২) সে (লূত) বলল, তোমরা তো অপরিচিত[১] লোক।
قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝٦٣	(৬৩) তারা বলল, (না) বরং আমরা আপনার নিকট সে বস্তু (আযাব) নিয়ে এসেছি যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ পোষণ করত।
وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝٦٤	(৬৪) আর আমরা আপনার নিকট নিশ্চিত বিষয় (আযাব) নিয়ে এসেছি এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।
فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ	(৬৫) সুতরাং আপনি রাতের যে কোন অংশে নিজের পরিবারকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের[২] পেছনে পেছনে চলুন। আর আপনাদের কেউ যেন পেছনের দিকে ফিরে না তাকায় এবং আপনাদেরকে যেদিকে যাওয়ার আদেশ দেয়া হচ্ছে[৩] সে দিকে চলে যান।
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۝٦٥	
وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝٦٦	(৬৬) আর আমি[৪] লূতের প্রতি এ সিদ্ধান্ত পাঠালাম যে, প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে তাদের মূল একেবারে কর্তিত হয়ে যাবে (ধ্বংস হয়ে যাবে)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেহেতু তারা মানুষের সূরতে এসেছিলেন।

(২) যাতে আপনি তাদের দেখা-শুনা করতে পারেন এবং কেউ পেছনে থেকে না যায় বা ফিরে না যায়। এবং যাতে আপনার ভয়ে তারা কেউ পেছনে না তাকায় যা নিষেধ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, শাম দেশের দিকে। (بيان القرآن عن السدى)

(৪) ফেরেশতাদের উপরোক্ত আলাপের বিষয়গুলো বস্তুত পরে ঘটেছিল। কিন্তু আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতা ও নবী পরিবারের প্রতি তাঁর রহমতের গুরুত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬১-৬৪ নং আয়াতসমূহ :

১. ফেরেশতাগণ মানুষের সূরতে এসেছিলেন বলে হযরত লূত (আ.) তাদেরকে চিনতে পারেননি। বুঝা গেল ফেরেশতাগণ নিজস্ব রূপ পরিবর্তন করতে পারেন।

২. আল্লাহ না জানিয়ে দিলে নবী-রসূলগণ নিজেদের ক্ষমতাবলে গায়েবের বিষয় জানতে সক্ষম নন।

৩. ফেরেশতাগণ এসেছিলেন আযাবের বার্তা নিয়ে।

● ৬৫-৬৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত লূত (আ.)কে আযাবের এলাকা ত্যাগ করার বিষয়ে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২. কওম বা দলের নেতা ও মুরব্বী সবার পেছনে থাকবেন। যাতে সহজে সবার খোঁজ-খবর নেয়া যায়।

৩. তাদেরকে পেছন দিকে ফিরে দেখতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَجَآءَ اَهۡلُ الۡمَدِيۡنَةِ يَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿٦٧﴾	(৬৭) আর নগরবাসী খুব আনন্দ[১] করতে করতে (লূত গৃহে) উপস্থিত হল।
قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيۡفِىۡ فَلَا تَفۡضَحُوۡنِ ﴿٦٨﴾	(৬৮) সে (লূত) বলল, এরাতো আমার মেহমান। অতএব আমাকে বে-ইজ্জত করনা।
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ ﴿٦٩﴾	(৬৯) আর আলাহকে ভয় কর এবং আমাকে হেয় কর না।
قَالُوۡٓا اَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে জগতশুদ্ধ[২] মানুষ (কে মেহমান বানানো) থেকে নিষেধ করে দেইনি।
قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىۡٓ اِنۡ كُنۡتُمۡ فٰعِلِيۡنَ ﴿٧١﴾	(৭১) সে (লূত) বলল, (তোমাদের ঘরে) এই যে আমার কন্যারা[৩] রয়েছে, যদি তোমরা আমার কথা মান।
لَعَمۡرُكَ اِنَّهُمۡ لَفِىۡ سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿٧٢﴾	(৭২) তোমার[৪] প্রাণের শপথ নিঃসন্দেহে তারা আপন নেশায় দিশেহারা হয়ে ঘুরছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, নগরের লোকেরা যখন জানতে পারল যে লূতের (আ.) বাড়ীতে সুদর্শন চেহারার কয়েকজন বালক এসেছে, তখন তারা আনন্দ করতে করতে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হযরত লূতের ঘরের দিকে ছুটল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তারা বলল, আমরা আপনাকে বহুবার নিষেধ করেছিলাম যে, কোন আগন্তুককে মেহমানরূপে গ্রহণ করবেন না। তবুও আপনি এদেরকে মেহমান বানালেন কেন? কাজেই আপনার অপমানের জন্য আপনিই দায়ী। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) হযরত লূত (আ.) বললেন, এ অপকর্ম করার কী প্রয়োজন। যদ্দরুণ মেহমানদারী করতেও নিষেধ করছ। কাম প্রবৃত্তি দমনের জন্য তোমাদের ঘরে তোমাদের স্ত্রীরা রয়েছে, যারা আমার কন্যা তুল্য। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৪) তোমার প্রাণের শপথ বলে এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম খেয়েছেন। আল্লাহ যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে কাউকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি, সে কারণেই আল্লাহ কোন পয়গম্বর বা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। আলোচ্য আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আয়ুর কসম করেছেন। এটা তাঁর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া কিছু নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৭-৭১ নং আয়াতসমূহ :

১. অসৎ উদ্দেশ্যে লূত সম্প্রদায়ের আগমনের বর্ণনা।

২. হযরত লূত (আ.) কর্তৃক মেহমানদের পক্ষে প্রতিরোধ করার চেষ্টা।

৩. "আমরা কি তোমাকে জগতশুদ্ধ মানুষকে মেহমান বানাতে নিষেধ করে দেইনি?- এ কথা থেকে বুঝা যায় হযরত লূত (আ.) অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

● ৭২ নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আয়ুর কসম তাঁর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন।

২. লূত সম্প্রদায় সমকামিতার মত জঘন্য অপরাধের নেশায় বুঁদ ছিল।

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِيۡنَ ﴿٧٣﴾	(৭৩) ব্যস, প্রচণ্ড শব্দ এসে তাদেরকে পাকড়াও করল যখন তারা সূর্যোদয়ের[১] সময়ে প্রবেশ করছিল।
فَجَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ﴿٧٤﴾	(৭৪) অতঃপর আমি সে জনপদের উর্ধ্বভাগকে (উল্টিয়ে) অধঃস্থ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির প্রস্তর বর্ষণ করলাম।
اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُتَوَسِّمِيۡنَ ﴿٧٥﴾	(৭৫) নিশ্চয় এতে অনেক[২] নিদর্শন রয়েছে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য।
وَاِنَّهَا لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ ﴿٧٦﴾	(৭৬) আর সে জনপদ তো একটি চলাচল[৩]পথের ধারে অবস্থিত।
اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٧٧﴾	(৭৭) নিশ্চয় উক্ত জনপদে মুমিনদের[৪] জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রভাত হতেই আযাব শুরু হবে। যেমন ৬৬নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) লূত সম্প্রদায়ের ঘটনায় চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। মানুষ যেন বুঝতে পারে খোদার নাফরমানী ও অবাধ্যাচারিতার পরিণাম কেমন হয়? আল্লাহর কুদরতের সামনে সকল শক্তি তুচ্ছ। (প্রাগুক্ত)

(৩) এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ আরবদেশ হতে শাম দেশ অভিমুখী যাতায়াতের পথের ধারে জর্দান এলাকায় অবস্থিত। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, কেবল মুমিনরাই এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। কাফেররা তো বলবে এটা নিছক দুর্ঘটনা মাত্র। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩–৭৭ নং আয়াতসমূহ :

১. লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সময় বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহর অসীম কুদরতের সামনে সকল শক্তি তুচ্ছ। তিনি একটা গোটা জনপদকে উল্টে দিয়েছেন।

৩. লূত সম্প্রদায়ের ঘটনায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٨﴾	(৭৮) নিশ্চয় আইকার বাসিন্দারাও[১] বড় জালেম ছিল।
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾	(৭৯) ফলে আমি তাদের থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। আর অবশ্যই উভয় জনপদ[২] প্রকাশ্য রাস্তার পাশে অবস্থিত।
وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾	(৮০) আর অবশ্যই হিজ্‌রবাসীরাও[৩] নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ সাব্যস্ত করেছিল।
وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾	(৮১) এবং আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী[৪] দান করে ছিলাম। অথচ তারা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল।
وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾	(৮২) আর তারা পাহাড়[৫] কেটে কেটে সেখানে ঘর নির্মাণ করত, যাতে তারা নিরাপদে থাকে।
فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾	(৮৩) অতঃপর বিকট শব্দ এসে তাদেরকে পাকড়াও করল, যখন তারা প্রত্যুষে প্রবেশ করছিল।
فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾	(৮৪) বস্তুত! তাদের[৬] কোনই কাজে আসল না যা তারা উপার্জন করছিল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আইকা" অর্থ ঘনঅরণ্য। হযরত শুআইব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাদইয়ানে বসবাস করত। এর পাশেই ঘন বন ছিল হয়ত! সেখানেও তাদের কিছু লোক বসবাস করত। কাজেই মাদইয়ানবাসী ও আইকা অরণ্যবাসী এক সম্প্রদায় ছিল। তাদের কাছে হয়ত শুআইব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। কারো কারো মতে মাদইয়ানবাসী ও আইকাবাসী দু'টি পৃথক সম্প্রদায় ছিল। হযরত শুআইব (আ.)

www.maktabatulabrar.com

উভয়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। শিরক মূর্তিপূজা, ডাকাতি, মাপে কম দেয়া এবং ধোকা দেয়া তাদের উল্লেখযোগ্য অপরাধ ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) উভয় জনপদ বলতে হযরত লূত ও শুআইব (আ.)-এর জনপদ। হিজায ও শামগামী যে রাস্তার পাশে লূত সম্প্রদায়ের বস্তি ছিল সে পথে শুআইব জাতির নিবাসও ছিল। উভয়ের ধ্বংসাবশেষ পথচারীরা অনায়াসে দেখতে পায়। উল্লেখ্য যে, শুআইব সম্প্রদায়ের আবাসভূমি হল 'মাদইয়ান'। বর্তমান সৌদি আরবের উত্তর অঞ্চলে লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে এ জনপদটি অবস্থিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) কারও কারও মতে এ জনপদটি জর্দানের মৃতা-র পাশে অবস্থিত ছিল। স্থানীয় জনগণ এ এলাকাটিকে এখন "মাদ্দীন" বলে।

(৩) হিজ্‌রবাসী ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত সালিহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। যেকোন এক নবীকে মিথ্যাবাদী বলা প্রকারান্তরে সব নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা, সেহেতু বলা হয়েছে হিজ্‌রবাসীরা নবীদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। উল্লেখ্য যে, ছামূদ সম্প্রদায়ের নিবাস মদীনা মুনাওয়ারা থেকে উত্তরে বর্তমান সৌদি আরবে অবস্থিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, উষ্ট্রীসহ অন্যান্য মু'জিযা। (প্রাগুক্ত)

(৫) ছামূদ জাতি পাহাড় কেটে কেটে মজবুত ইমারত নির্মাণ করত। যেন তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। কোনরূপ বিপদ আপদ সে মজবুত গৃহে পৌঁছবে না। (প্রাগুক্ত)

(৬) তাদের ধন-ঐশ্বর্য মজবুত ইমারত, দৈহিক শক্তি কিছুই তাদেরকে খোদায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক যাওয়ার পথে হিজ্‌র অতিক্রম করার সময় আল্লাহর ভয়ে মাথা ঢেকে নিয়েছেন এবং সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকিয়েছেন। আর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা খোদায়ী গযব নিপতিত এলাকায় ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করবে। ক্রন্দন না আসলে কান্নার ভান করবে। খোদা না করুন তোমাদের উপর যেন তেমন আযাব না আসে। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে একটি আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তাহল যেসব স্থানে আল্লাহর আযাব এসেছে সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত না করা, বরং সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করা, সেখানে পৌঁছে আল্লাহর অপার শক্তির কথা ধ্যান করা এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করা চাই। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৮–৭৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. আইকাবাসীদের ধ্বংসের উল্লেখ।

২. "উভয় জনপদ প্রকাশ্য রাস্তার পাশে অবস্থিত" বলে একদিকে বোঝানো হয়েছে এ ঘটনা কোন কল্প কাহিনী নয়। আবার যাতায়াতের সময় সেগুলো দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ৮০–৮৪ নং আয়াতসমূহ :

১. ছামূদ গোত্রের মিথ্যারোপের উল্লেখ।

২. এক নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা প্রকারান্তরে সব নবীকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা। দেখুন ৩ নং টীকা।

৩. আল্লাহর কুদরত ও হকের নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ধ্বংসের সূচনা করে থাকে।

৪. আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চান তখন তাদের শারীরিক শক্তি ও জাগতিক উপায়-উপকরণ তাদের ধ্বংসকে ঠেকাতে পারে না। ছামূদ সম্প্রদায় তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) আমি আসমানসমূহ[১] ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তা তাৎপর্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি। আর কেয়ামত অবশ্যই আগমনকারী। অতএব তুমি উত্তমভাবে পাশ কেটে যাও[২]।
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾	(৮৬) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।
وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾	(৮৭) আর নিশ্চয় আমি তোমাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত[৩] ও মহান কুরআন দান করেছি।
لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾	(৮৮) তুমি কখনও স্বীয় চোখ তুলেও সে[৪] বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিবে না যা আমি তাদের (কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেণীকে উপভোগের জন্য দিয়ে রেখেছি। আর তাদের উপর দুঃখও করবে না এবং মুমিনদের জন্য তোমার ডানা নত করে দাও।[৫]
وَقُلْ اِنِّىْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾	(৮৯) আর বল, আমি তো কেবল প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শকারী।
كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾	(৯০) যেমন আমি নাযেল করেছি বিভক্তকারীদের[৬] উপর।
الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾	(৯১) যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছে।
فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾	(৯২) সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।[৭]
عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ الربع	(৯৩) যা কিছু তারা করত সে সম্পর্কে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আসমান যমীন ও তৎমধ্যবর্তী সবকিছু আল্লাহর অপার কুদরতের স্বাক্ষর বহন করে। এ সবের মাঝে চিন্তা করে মানুষ আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে এটাই সৃষ্টির তাৎপর্য। মানুষ যদি আল্লাহর পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয়, তবে কেয়ামতের দিন তো অবশ্যই আসবে; তখন সব কিছু পরিস্কার হয়ে যাবে। আর

www.maktabatulabrar.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে, তুমি যখন তাবলীগের দায়িত্ব আন্‌জাম দিচ্ছ, আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের জুলুম নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) পাশ কেটে যাওয়া কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল এখন প্রতিশোধ না নেয়া, তাদের কষ্ট সহ্য করে যাওয়া ও ক্ষমা করা। (আবুস সুউদ) [১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।]

(৩) এখানে বার বার পঠিতব্য আয়াত দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রত্যেক নামাযের সব রাকআতে পাঠ করা হয়। এবং এ আয়াতে এবং সহীহ হাদীছে সূরা ফাতিহাকে মহান কুরআন বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা একদিক থেকে সমগ্র কুরআন। কেননা সমগ্র কুরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম এতে ব্যক্ত হয়েছে। ঠিক গোটা কুরআন যেন সূরা ফাতিহার বিস্তারিত রূপ, এ কারণেই সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআনও বলা হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, কাফেরদেরকে যেসমস্ত পার্থিব নেয়ামত উপভোগের জন্য দেয়া হয়েছে, তুমি তার প্রতি ক্রোধের সাথেও দৃষ্টি দিবে না। আর আফসোসের সাথেও না। ক্রোধের সাথে দৃষ্টি দেয়ার অর্থ হল আল্লাহ শত্রুদেরকে এ সমস্ত নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন কেন? না দেয়াই ভাল ছিল। আর আফসোসের সাথে দৃষ্টি দেয়ার অর্থ হল নেয়ামতই এদের জন্য বিপদ হয়েছে। লোভের দৃষ্টি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কল্পনাও করা যায় না।

(৫) অর্থাৎ, তাদের প্রতি সদয়ভাব পোষণ কর।

(৬) এ (৯০ ও ৯১ নং) আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে, কোন কোন মুফাসসির বলেছেন 'বিভক্তকারী' দ্বারা এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের ইয়াহুদ নাসারাকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনের যে বক্তব্য তাদের খাহেশ মত হয়ে যেত, বাহ্যতঃ তা মেনে নিত অন্যথায় অস্বীকার করত। এভাবে তারা কুরআনকে বিভক্ত করে। এমতে গোটা আয়াতের মর্ম হল আমি তোমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেমন পূর্বে তাদের উপরও কিতাব নাযেল করেছিলাম। অতএব তোমার উপর কিতাব নাযেল করা নতুন কিছু নয় যে, তা অস্বীকার করতে হবে। ভিন্ন মতে এখানে 'বিভক্তকারী' দ্বারা ইয়াহুদ-নাসারা এবং কুরআন দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তারা বিকৃতিসাধনের মাধ্যমে নিজেদের কিতাবকে খণ্ড খণ্ড করে রেখেছিল। আবার অন্যমতে এখানে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা বিদ্রূপচ্ছলে কুরআনকে বিভক্ত করত। বিভিন্ন সূরার নাম শুনে তারা পরস্পরে বলত বাকারা, মায়িদা (গাভী, দস্তরখান) আমি নেব, আনকাবূত (মাকড়শা) তোমাকে দিব। এ মত অনুসারে আয়াতের মর্ম হল আমি সবাইকে প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী যেমন এ বিদ্রূপকারীদের উপর আযাব আসা নিশ্চিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন কার ইবাদত করেছিলে? নবীদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলে? কালিমা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করনি কেন? কেন কালিমায়ে তাইয়্যিবার হক আদায় করনি? ইত্যাদি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৫–৮৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. আসমান–যমীন ও সকল সৃষ্টির পেছনে তাৎপর্য রয়েছে, কোনকিছুই তাৎপর্যবিহীন নয়।

২. আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে যে, কেউ এই তাৎপর্য পরিপন্থী ফেতনা–ফ্যাসাদ করতে থাকলে তাকে শস্তি দেয়া হবে। দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া না হলেও আখেরাত তো অবশ্যই আসবে, তখন শাস্তি অনিবার্য।

৩. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কাফেদের জুলুম নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪. আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা ও সবকিছুর জান্তা। সেমতে তোমাদের ধৈর্য ও তাদের অনিষ্টতা সব সম্পর্কেই তিনি অবগত। সেমতেই তিনি সবকিছুর প্রতিবিধান করবেন।

● ৮৭ নং আয়াত :

১. সূরা ফাতিহার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (আইসারুত্তাফাসীর)

২. পূর্বের আয়াতে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণের কথা উল্লেখ করার পর এ আয়াতে সূরা ফাতিহার কথা উল্লেখ করে এ দিকে ইংগিত করা হতে পারে যে, সূরা ফাতিহায় যে আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করার কথা বলা হয়েছে– বিপদ মুসীবতের সময় তোমরা বেশী বেশী এটার উপর আমল করতে থাক, অর্থাৎ, ইবাদত করে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে থাক।

● ৮৮ নং আয়াত :

১. আল্লাহর পথে আহবানকারী মুবাল্লিগের উচিত পার্থিব নায-নেয়ামতের প্রতি না তাকান। ঈমান, ইল্‌ম ও তাকওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট। (আইসারুত্তাফাসীর)

২. মুমিন মুসলমানদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. মুবাল্লিগ ও মুরব্বীর জন্য ছোটদের প্রতি দয়াবান ও অনুগ্রহ পরায়ণ হওয়া উচিত।

● ৮৯ নং আয়াত :

১. কাফেরদেরকে শাস্তির ব্যাপারে শাসানো হয়েছে।

২. কাফেররা না মানলেও তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো নবীর তাবলীগী দায়িত্ব।

● ৯০–৯১ নং আয়াতদ্বয় :

১. নবীর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

২. কুরআনের মাধ্যমে সতর্কবাণী নাযেল করা হয়েছে।

৩. ইয়াহুদ-নাসারারা আসমানী কিতাবে যেরূপ বিভেদ সৃষ্টি করেছিল কুরআনের মাঝে সেরূপ বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম।

● ৯২–৯৩ নং আয়াতদ্বয় :

১. কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সে মোতাবেক ভাল বা মন্দ প্রতিফল দেয়া হবে।

২. এখানে দ্বীনের দায়ীদের প্রতি জুলুম নির্যাতনকারীদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তাদের উপরও বিপদ আসছে।

৩. পরকালের হিসাবের বিষয় প্রমাণিত।

www.maktabatulabrar.com

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾	(৯৪) অতএব তুমি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দাও[১] যা কিছু তোমাকে আদেশ করা হয় এবং ঐ মুশরিকদের পরোয়া করবে না।
اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾	(৯৫) নিশ্চিত থেক আমিই তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট।
الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾	(৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। সুতরাং তারা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে।[২]
وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾	(৯৭) আর নিশ্চয় আমি জানি তারা যেসব কথা বলে তাতে তোমার মন সঙ্কুচিত হয়।
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾	(৯৮) অতএব (তার প্রতিকার এই যে,) তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করতে থাক এবং সাজদাকারীদের (নামায আদায়কারীদের) অন্তর্ভুক্ত থাক।[৩]
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾	(৯৯) এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক, যে পর্যন্ত না তোমার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াত নাযেল হওয়ার পূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম গোপনে গোপনে ইবাদত করতেন এবং দ্বীনের প্রচার কার্যও সংগোপনে চালাতেন। কেননা, প্রকাশ্য তাবলীগে কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের আশংকা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে ইবাদত ও তাবলীগ শুরু হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণের পরিণতি অতিসত্বর তারা দেখতে পাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) কাফেরদের অন্যায় আচরণের কারণে যদি তুমি মনে কষ্ট পাও তবে আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে রত থাক। এতে স্বভাবতঃ মনকষ্ট ও চিন্তা-পেরেশানী বিদূরিত হয়ে হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে আসবে। এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফিক্‌র উপস্থিত হত তিনি দ্রুত নামাযে (সালাতুল হাজাতে) দাঁড়িয়ে যেতেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪ নং আয়াত :

১. এ আয়াতের মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত ও প্রচার কাজের নির্দেশ দেয়া হয়। এর পূর্বে তিনি গোপনে দাওয়াতের কাজ চালাতেন।

২. যে ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, উপরন্ত বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয় তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

৩. মুশরিকদের কথাবার্তা উপেক্ষা করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৯৫–৯৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. দাওয়াতের কাজ চালাতে গেলে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এসেই থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথেও অনুরূপ হয়েছিল।

২. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার ঘোষণা প্রদান করেছেন।

৩. ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী কাফেরদেরকে শাস্তির হুমকী প্রদান করা হয়েছে।

● ৯৭–৯৮ নং আয়াতদ্বয় :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানবীয় স্বভাবের উর্ধে ছিলেন না। কাফেরদের অন্যায় আচরণ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে তিনিও মনে কষ্ট পেতেন, পেরেশান হতেন।

২. মনকষ্ট, পেরেশানী, হতোদ্যম ইত্যাদির আত্মিক প্রতিকার হল আল্লাহর যিক্‌র ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। এতে আল্লাহ স্বয়ং যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দেন।

৩. আয়াতে উল্লেখিত "সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর" কথা দ্বারা "সুবহানাল্লাহ" ও "আলহামদু লিল্লাহ"-এর ফযীলত প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. মনকষ্ট ও চিন্তা-পেরেশানীর প্রতিকারের বর্ণনায় "নামায আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাক" নির্দেশ থেকে সালাতুল হাজাতের বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল যখনই কোন পেরেশানী বা হাজত সামনে আসত তিনি দ্রুত সালাতুল হাজতে দাঁড়িয়ে যেতেন। হাদীছে এসেছে–

كان اذا حز به امر بادر الى الصلاة

● ৯৯ নং আয়াত :

১. ইবাদতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। মানব জীবনে এমন কোন স্তর নেই যেখানে উন্নীত হলে মানুষ খোদায়ী বিধানের উর্ধে উঠে যায় তথা সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার পর আর ইবাদত-বন্দেগী করতে হয় না।

উল্লেখ্য, এক শ্রেণীর ভণ্ড লোকেরা এ আয়াতের এরূপ অর্থ করে থাকে যে, একীন আসা পর্যন্ত ইবাদত কর। এরূপ অর্থ করা মারাত্মক গোমরাহী।

www.maktabatulabrar.com

(১৬) সূরা নাহ্‌ল[১], মক্কী
১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

(১) আল্লাহর নির্দেশ[২] এসে গেছে। সুতরাং তোমরা তার জন্য তাড়াহুড়া কর না, ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করেছে, সে সব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ②

(২) তিনি ফেরেশতাদেরকে রূহ[৩] (ওহী) অর্থাৎ, স্বীয় আদেশ সহকারে আপন বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি[৪] ইচ্ছা অবতীর্ণ করেন এই মর্মে যে, তোমরা সতর্ক করে দাও আমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় করতে থাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ সূরা নাহ্‌লকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্তুর বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এ উক্তি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কেয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে নাযেল হয়েছে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে, তোমরা তাড়াহুড়া করো না। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) "আল্লাহর নির্দেশ" বলে এখানে সে ওয়াদাকে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ, আসার পথেই রয়েছে যা তোমরা অতি সত্বর দেখবে। কাজেই তাড়াহুড়া করো না। কারণ যত বিলম্ব হয় ততই তোমাদের জন্য মঙ্গল। এতে তোমরা তওবা ও সংশোধনের অবকাশ পাবে। আযাব আসা সুনিশ্চিত। কাজেই দ্রুত আযাব আগমনের কামনা করে লাভ নেই। কেউ কেউ বলেন, এখানে আল্লাহর নির্দেশ বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। আর এসে যাওয়ার অর্থ হল, আসা অতি নিকটবর্তী এবং সুনিশ্চিত। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) এ আয়াতে "রূহ" শব্দ বলে ওহী বা হেদায়েত বোঝানো হয়েছে। (আবুস সুউদ, মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী) আর من امره কথাটি الروح-এর بيان হওয়ায় (আবুস সুউদ দ্র) অনুবাদে "অর্থাৎ" শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

(৪) সে বান্দাগণ আল্লাহর নবী যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত :

১. আয়াতে কাফেরদের আযাব বা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. কাফের ও বিরুদ্ধাবাদীদের পক্ষে দ্রুত আযাব আগমনের কামনা না করাই ভাল। কারণ, বিলম্ব হওয়াতে তাদের তওবা ও সংশোধনের অবকাশ থাকে।

৩. আল্লাহ তাআলা শরীক হতে মুক্ত।

● ২ নং আয়াত :

১. ওহী প্রেরণের একটি পন্থা হল ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী প্রেরণ।

২. ওহীকে রূহ বা প্রাণ বলায় ইংগিত রয়েছে যে, ওহীর দ্বারা আত্মা উজ্জীবিত হয়।

৩. "বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অবতীর্ণ করেন" বলা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত সাধনা বলে অর্জিত হওয়ার মত বিষয় নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নবুয়তের জন্য মনোনীত করেন।

৪. তাওহীদের আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

৫. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

(৩) তিনি যথাযথভাবে আসমান[১]সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারা যা শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٣
(৪) তিনি শুক্র থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা অকস্মাৎ প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী[২] হয়ে গেল।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝٤
(৫) আর তিনিই[৩] চতুষ্পদ জন্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য উষ্ণতার[৪] উপকরণ আছে, আরো বহু উপকারিতাও[৫] রয়েছে এবং এর থেকে তোমরা ভক্ষণও[৬] করে থাক।	وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٥
(৬) আর সেগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য্যও[৭] রয়েছে যখন সন্ধ্যায় তোমরা (সেগুলোকে চারণ ভূমি থেকে) গৃহে নিয়ে আস, আর যখন সকালে (চারণ ভূমির উদ্দেশ্যে) ছেড়ে দাও।	وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝٦

(৭) এবং সেগুলো তোমাদের[৮] বোঝাসমূহ এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায় যেখানে প্রাণান্তকর পরিশ্রম ছাড়া তোমরা পৌঁছানোর ছিলে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।	وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٧
(৮) এবং তোমাদের আরোহণ ও শোভার[৯] জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি বহু এমন বস্তু[১০] সৃষ্টি করেন যা তোমরা জান না।	وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨
(৯) এবং সরলপথ[১১] আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছয় এবং কিছু পথ বক্রও আছে। আর তিনি চাইলে অবশ্যই তোমাদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করতেন।	وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আসমান-যমীনের এ সুদৃঢ় ও সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা তাওহীদ বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গোটা সৃষ্টিজগতের একমাত্র নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা। এতে তাঁর কোন শরীক নেই। সুতরাং ইবাদত বন্দেগীও একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সকল অংশীদারিত্বের উর্ধে।

(২) অর্থাৎ, এ দূর্বল মানুষকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হল তখন সে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক করতে লাগল।

(৩) এখান থেকে সে সব বস্তু সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে যেগুলো মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। কুরআন কারীম সর্বপ্রথম আরববাসীকে সম্বোধন করেছিল। আর আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই সর্বপ্রথম এসবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) এসব জন্তুর পশম ও চামড়া দ্বারা মানুষ গরম পোষাক, টুপি ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র তৈরি করে থাকে।

(৫) অর্থাৎ, জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরোও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে সে সব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইংগিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত হবে।

(৬) অর্থাৎ, মানুষ এসব জন্তু যবেহ করে বিভিন্ন খাদ্যও তৈরি করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাবার তৈরি করে।

(৭) জন্তুগুলো সকাল বেলা যখন চারণভূমিতে যায়, আর সন্ধ্যাবেলা যখন পেট ভরে গোয়ালে ফিরে আসে, তখন এক আকর্ষণীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। মালিকের মনও আনন্দে উদ্বেলিত হয়। লোকেরাও বলে, অমুক জমিদারকে আল্লাহ প্রভূত ধন-সম্পদ দান করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

(৮) এগুলো মানুষের ভারী জিনিসপত্র দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবাকার্য বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। বিজ্ঞান আবিষ্কৃত আধুনিক যানবাহনের এ যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে নবাবিষ্কৃত যান-বাহন অকেজো হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে মানুষ এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

(৯) অর্থাৎ, তোমাদের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং এগুলো তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্য্যের উপকরণ হওয়াও এগুলো সৃষ্টির অন্যতম কারণ। শোভা বলে এখানে শান শওকতকে বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বিদ্যমান থাকে।

(১০) অধুনা আবিষ্কৃত যানবাহনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কার হবে সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রকৃতপক্ষে এসব সৃষ্টিকরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে বিজ্ঞানের কাজ এতটুকু যে, বিজ্ঞানীরা খোদা প্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে খোদার সৃষ্ট ধাতবপদার্থ, আগুন, পানি, বিদ্যুৎ, পেট্রোল ইত্যাদির ব্যবহার শিক্ষা করেছে মাত্র। কাজেই যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি।

(১১) পূর্ববর্তী আয়াতে দৈহিক ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সফরের কথা বলা হয়েছে। সে প্রসংগে এ আয়াতে রূহানী সফরের কথা বলা হয়েছে। যেভাবে তোমরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অভিষ্ট মনযিলে পৌঁছ তেমনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সোজা পথও খোলা। যার বুদ্ধি সুস্থ সে উল্লেখিত দলীলসমূহের মাঝে চিন্তা করে আল্লাহর কুদরত ও আযমতের উপর ঈমান নিয়ে আসবে এবং তাওহীদ ও তাকওয়ার সোজা পথে চলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩ নং আয়াত :

১. আয়াতে তাওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, আল্লাহ আসমান যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝে আসবে তিনি কত শক্তিশালী ও হেকমতের অধিকারী। এমন মহা শক্তিধরের কোন শরীকের প্রয়োজন পড়ে না।

২. আল্লাহর কোন শরীক নেই।

● ৪ নং আয়াত :

১. শুক্র হতে মানুষের সৃষ্টি।

২. যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা শুক্রবিন্দুর মত নাপাক বস্তু হতে সৃষ্টি করলেন, তাকে আরও কত রকম নেয়ামত দান করলেন, তাকে আশরাফুল মাখলূকাতের মর্যাদা দান করলেন, আশ্চর্য সেই মানুষই কি না আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে এবং তা নিয়ে ঝগড়ায় মেতে ওঠে!

● ৫–৮ নং আয়াতদ্বয় :

১. আয়াতসমূহে চতুষ্পদ জন্তুর মাধ্যমে মানুষ যেসব নেয়ামত লাভ করে তার কিঞ্চিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। যাতে মানুষ কৃতজ্ঞ হওয়ার চেতনা লাভ করে।

২. ৮নং আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায়, যদিও গর্ব ও অহংকার হারাম। উভয়ের পার্থক্য এই যে, সৌন্দর্য্য ও শোভার মূল কথা হল মনের খুশী বা আল্লাহর নে'য়ামত প্রকাশ

www.maktabatulabrar.com

করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে না। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নে'য়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

● ৯ নং আয়াত :

১. আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ সোজা। এ ক্ষেত্রে বহু বাঁকা পথও তৈরী হয়ে আছে, সেগুলোকে থেকে বেঁচে থাকা চাই।

২. আল্লাহ কাউকে জবরদস্তি সোজা পথে পরিচালিত করেন না। বরং তিনি সোজা বা বাঁকা পথ গ্রহণের বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন রেখেছেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝١٠

(১০) তিনিই যিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। সেখান থেকে তোমরা পান কর এবং তদ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যেখানে তোমরা পশুচারণ কর।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١١

(১১) সে পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আংগুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের[১] জন্য নিদর্শন রয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝١٢

(১২) এবং তিনি তোমাদের জন্য কর্মে বাধ্যগত করে রেখেছেন রাত[২] ও দিনকে, এবং সূর্য ও চাঁদকে, আর নক্ষত্ররাজিও কর্মে বাধ্যগত রয়েছে তাঁর আদেশে। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই সব লোকের জন্য যারা বুদ্ধি কাজে লাগায়।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝١٣

(১৩) এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, (সেগুলোও কর্মে বাধ্যগত রয়েছে তাঁর নির্দেশে।) নিশ্চয়ই সেগুলোতেও নিদর্শন রয়েছে সেই সব লোকের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٤

(১৪) আর তিনিই যিনি কর্মে বাধ্যগত করে রেখেছেন সমুদ্রকে, যাতে তোমরা সেখান থেকে তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে[৩] পার গয়না –যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি সেখানে জলযান সমূহকে[৪] পানি বিদীর্ণ করে চলতে দেখতে পাও। আর যেন তোমরা আল্লাহর কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তোমরা শোকর কর।

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾

(১৫) এবং তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন স্থিত পর্বতমালা[৫] যেন পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে দুলতে না থাকে এবং (তৈরি করেছেন) নদ-নদী ও রাস্তাঘাট, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছতে পার।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

(১৬) এবং তিনি (পথ নির্ণায়ক[৬]) বহুচিহ্ন সৃষ্টি করেছেন। আর তারকার[৭] সাহায্যেও তারা (মানুষেরা) পথের নির্দেশ পায়।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾

(১৭) তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি তার মত যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না[৮]।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾

(১৮) আর যদি তোমরা আল্লাহর নে'য়ামত-সমূহ[৯] গণনা করতে আরম্ভ কর তবে তার পরিসংখ্যাই নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) আর আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এসব আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার নে'আমত এবং নিগূঢ় রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারা এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, অসীম কুদরত মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নে'য়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি চিন্তা করার আহবান করা হয়েছে।

(২) রাত মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে আর দিন তার কাজ কর্মের পথ প্রশস্ত করে।

(৩) ডুবুরিরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান রত্নরাজি ও মণি-মুক্তা বের করে আনে এবং এর দ্বারা অলংকার তৈরি করে মহিলারা বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে থাকে।

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূর দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রফতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় বানিয়েছেন।

(৫) আল্লাহ তা'আলা যমীনের উপর ভারী পাহাড়সমূহ স্থাপন করে দিয়েছেন যাতে ভূপৃষ্ঠ অস্থিরভাবে আন্দোলিত না হয়। পৃথিবীকে স্থির স্বীকার করা হোক কিংবা চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক, উভয় অবস্থায় এটা জরুরী ছিল। যেন পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং অস্থিরভাবে নড়াচড়া না করে। বস্তুতঃ পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত ঘুর্ণায়মান না স্থির– এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে

www.maktabatulabrar.com

ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিছুই নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, বৃক্ষ, টিলা, ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। এতে পথিক মুসাফির সঠিকভাবে গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হয়। বলাবাহুল্য যে, ভূপৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হত, তবে মানুষ গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য পথিমধ্যে কতইনা ঘুরপাক খেত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, রাতের বেলায় জল ও স্থলের বিভিন্ন সফরে তারকার সাহায্যেও পথের সন্ধান লাভ হয়। তারকারাজি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

(৮) যার ফলে তোমরা উভয়কে উপাস্য মনে করছ। এতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে অপমান করা হয়। কেননা, কিছু জিনিসকে –যারা মাছির একটি ডানাও তৈরি করতে পারে না– আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা হল এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহকে মূর্তির সমপর্যায়ভুক্ত করা হল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৯) অর্থাৎ, তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রমাণ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা নিজের যে সব নে'য়ামতের উল্লেখ করেছেন, এগুলো তো তাঁর অনন্ত নেয়ামতের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০–১১ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা, যাতে মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়।

২. বৃষ্টির পানিই অধিকাংশ বৃক্ষলতা, ফলমূলের গাছ ও উদ্ভিদের মূল। বৃষ্টির পানি না হলে সমস্ত পানি লোনা হয়ে যেত এবং প্রায় সব রকম উদ্ভিদ নিঃশেষ হয়ে যেত।

● ১২–১৩ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা, যাতে মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়।

২. বুদ্ধিকে কাজে লাগালে এবং চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বহু নিদর্শন ও শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যায়।

● ১৪ নং আয়াত :

১. আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা, যাতে মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়।

২. "যাতে তোমরা সমুদ্র থেকে তাজা গোশ্‌ত খেতে পার" এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশ্‌ত বলে আখ্যায়িত করায় ইংগিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা আপনি তৈরি গোশত। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. মাছ খাওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. সমুদ্র থেকে আহরিত মণি-মুক্তা সাধারণত মহিলারা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কুরআনে কারীমে পুংলিংগ শব্দ ব্যবহার করে تلبسونها বলা হয়েছে। এতে ইংগিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলংকার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। কাজেই স্বামী নিজ স্ত্রীকে সাজ সজ্জার পোষাক ও অলংকার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এ ছাড়া পুরুষেরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৫ নং আয়াত :

১. আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা, যাতে মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়।

২. পর্বত সৃষ্টির একটি রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

● ১৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা, যাতে মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়।

২. নক্ষত্র সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে।

● ১৭ নং আয়াত :

আয়াতে আল্লাহ ও মূর্তির মাঝে পার্থক্য তুলে ধরে হয়েছে যে, যে আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যে মূর্তির কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই এতদুভয় কখনও সমান হতে পারে না। এভাবে মূর্তির অসারতা প্রমাণ করে মূর্তির পূজা হতে বিরত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ১৮ নং আয়াত :

১. মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত অগণিত।

২. নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। এ কর্তব্য আদায় না করলে অকৃতজ্ঞতার পাপ হবে। তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা করবেন।

● ১৯ নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলা মানুষের ভিতর বাইরের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। কে মনে-প্রাণে আল্লাহর শোকর করে, কে করে না; উল্লেখিত দলীল-প্রমাণ শুনে কে সাচ্ছা দিলে ঈমান আনে, কে আনে না সবই তিনি পরিজ্ঞাত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾	(২০) আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। (বরং) তাদের অবস্থা হল তারা নিজেরাই সৃষ্ট।
اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾	(২১) তারা[১] নিষ্প্রাণ, জীবিত নয় এবং তারা (উপাসকরা) কখন পুনরুত্থিত হবে সে বিষয়েও তারা কোন চেতনা রাখে না।
اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ। তাই (এতসব দলীল-প্রমাণের পরও) যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, (বুঝা গেল) তাদের অন্তরসমূহ সত্য অস্বীকারকারী[২] এবং তারা অহংকারী।
لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) নিশ্চিত সত্য যে, আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে[৩]। নিঃসন্দেহে তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

www.maktabatulabrar.com

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾	(২৪) আর যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করেছেন? তারা বলে পূর্ববর্তীদের কতগুলো ভিত্তিহীন গল্প।[৪]
لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) ফলে কেয়ামতের[৫] দিন ওরা বহন করবে নিজেদের গুনাহের পূর্ণ বোঝা এবং তাদের গুনাহেরও কিছু বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতার দরুন পথভ্রষ্ট করছে। শুনে নাও খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে থাকে তাদের কতক তো আসলেই নির্জীব, যেমন তাদের পূজিত মূর্তিসমূহ। কিংবা এককালে জীবিত থাকলেও এখন মৃত, যেমন ইয়াহুদীরা হযরত উযায়ের (আ.)-কে খোদার পুত্র বলত, তিনি এখন মৃত। আর কতক এখন পর্যন্ত জীবিত থাকলেও ভবিষ্যতে মারা যাবে, যেমন হযরত ঈসা (আ.)। আবার কেউ কেউ ফেরেশতাদের পূজা করে থাকে। তারা এখন জীবিত থাকলেও ভবিষ্যতে মারা যাবে। তদ্রূপ জ্বিন জাতিও মরবে। মোটকথা কোন দেবতাই জীবিত থাকার নয়। স্রষ্টা হওয়া তো দূরের কথা। (বয়ানুল কুরআন)

(২) উল্লেখিত দলীলসমূহের মাঝে একটু চিন্তা করলেই মানুষ সহজে তাওহীদের ইয়াকীন লাভ করতে পারে। তবে চিন্তা তো সেই করবে যার অন্তরে আখেরাতের ভয় আছে। পরকালীন জীবনে যার বিশ্বাস নেই, সে তো এদিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) তোমাদের অন্তরে তাওহীদের প্রতি যে অবিশ্বাস রয়েছে, চালচলনে তোমরা যে অহংকার প্রকাশ কর সবই আল্লাহ জানেন। গোপন প্রকাশ্য সব অপরাধের তিনি শাস্তি দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অনবগত ব্যক্তি যখন জানার উদ্দেশ্যে, বা অবগত ব্যক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত যখন কাফেরদের বলে কিংবা বিদ্রূপ বশত কাফেরেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করে, বল তোমাদের প্রভূ কি নাযেল করেছেন? অর্থাৎ, কুরআন –যেটাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক নাযেলকৃত মনে করে– এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতখানি সত্যবাদী? তখন তারা বলে, কিছু অলীক কথা বার্তা (জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি) আর কিছু কিচ্ছা কাহিনী বৈকি? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) তারা কেয়ামতের দিন নিজেদের গুনাহের বোঝা তো বহন করবেই, সাথে সাথে যাদেরকে তারা গোমরাহ করেছে তাদের গুনাহের একটি অংশও বহন করবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০–২২ নং আয়াতসমূহ :

১. গায়রুল্লাহর উপাস্য হওয়ার অযোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে।

২. তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. অহংকার সত্য গ্রহণে বাধা।

● ২৩ নং আয়াত :

১. আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

● ২৪–২৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. কুরআন কোন অলীক কথা-বার্তা বা ভিত্তিহীন কিচ্ছা কাহিনী নয়।

২. যার দ্বারা কেউ গোমরাহ হবে, সেই গোমরাহ ব্যক্তির গোনাহের একটি অংশও গোমরাহকারীকে বহন করতে হবে। নিজের পাপের বোঝা তো বহন করতে হবেই।

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) তাদের পূর্ববর্তীরাও তো ষড়যন্ত্র করেছিল। তারপর আল্লাহ তাদের ইমারত[১] ভিত্তিমূলে বিধ্বস্ত করে দেন। অতঃপর উপর থেকে তাদের উপর ছাদ ধসে পড়ে এবং আযাব তাদের উপর এভাবে আসে যা তাদের ধারণায়ও ছিল না।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) অতঃপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত[২] করবেন এবং বলবেন যে, আমার সে অংশীদাররা কোথায় যাদের ব্যাপারে তোমরা লড়াই ঝগড়া করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা[৩] বলবে, আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কাফেরদের উপর।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২৮) যাদের রূহ ফেরেশতারা এই অবস্থায়[৪] বের করেছে যে, তারা (কুফরে লিপ্ত হয়ে) নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ[৫] কাজ করতাম না, হ্যাঁ (করতে) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যকলাপ সবিশেষ অবগত আছেন।

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, সেখানেই অনন্তকাল বাস কর। বস্তুত অহংকারীদের নিবাস কতই নিকৃষ্ট!

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ষড়যন্ত্রের ইমারত। আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে গোমরাহ করা ও সত্যের বাণী প্রচারের বিরুদ্ধে যেসব অপকৌশল আজ প্রচলিত আছে পূর্ববর্তী জাতিসমূহও নবীদের বিরুদ্ধে এমন কূট কৌশল গ্রহণ করেছিল। তারা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের আকাশচুম্বি ইমারত নির্মাণ করেছিল। পরিণামে যখন আল্লাহর হুকুম এসে পৌছল। খোদায়ী আযাবের প্রথম আঘাতেই তাদের নির্মিত প্রাসাদ তাদেরই উপর ভেঙ্গে পড়ল। চাপা পড়ল তারা বিধ্বস্ত ছাদের তলে। অর্থাৎ, তাদের কূট কৌশল উল্টো তাদের উপর এসে পড়ল। তারা সম্পূর্ণ বিফলকাম ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাদের সকল উদ্দেশ্য চাপা পড়ল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, খোদার যেসব শরীকদের পক্ষে নবীদের সাথে তোমরা লড়াই-ঝগড়া করতে আজ বিপদের মুহূর্তে তারা কোথায়? তোমাদের সাহায্যার্থে আসে না কেন? এটা বলাই তাদেরকে লাঞ্ছিত করা। কিংবা লাঞ্ছিত করা অর্থ জাহান্নামে প্রবেশ করান। এবং তাদের সকল গোপন কৌশল ফাঁস করে দেয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, নবী ও মুমিনগণ। (আবুস সুউদ) তারা কাফেরদেরকে শুনিয়ে বলবে আমরা যা বলেছিলাম তা সত্য পেলে তো? আজকের সকল দুর্গতি কেবল সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, যাদের মৃত্যু কুফরের অবস্থায় হয়েছে তারা তখন দুনিয়ার সকল কুফর শিরক অস্বীকার করে আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং বলবে আমরা কখনও খারাপ কাজ করিনি, আমরা তো ভাল মানুষ ছিলাম।

(৫) অর্থাৎ, মিথ্যা বলে কি আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছ? তিনি সব জানেন। আজ মিথ্যা ধোঁকা কিছুই তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত :

১. পূর্ববর্তী যুগের লোকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কথা উল্লেখ করে এই যুগের ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

২. ষড়যন্ত্রকারীদের উপর এমনভাবে আল্লাহর আযাব আসে যে, তারা টেরও পায় না।

● ২৭–২৯ নং আয়াতসমূহ :

১. কেয়ামতের দিন কাফেরদের লাঞ্ছনার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

২. কাফেরদের জন্য রয়েছে সব রকমের দুর্গতি।

৩. কুফর করা নিজের প্রতিই অবিচার করা।

৪. আল্লাহ বান্দাদের সকল কর্মের বিষয়ে সবিশেষ অবগত। আল্লাহ থেকে কোন কিছু লুকানো সম্ভব নয়।

৫. মৃত্যুর পর কাফেররা আনুগত্য প্রকাশ করবে কিন্তু সেই আনুগত্য প্রকাশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।

৬. কাফেরদের জন্য রয়েছে অনন্ত জাহান্নাম।

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(৩০) আর যারা (শিরক থেকে) পরহেয করে তাদেরকে[১] জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের প্রতিপালক কী নাযেল করেছেন? তারা বলে মহাকল্যাণ। যারা সৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে তাদের জন্য এ দুনিয়াতেও মঙ্গল[২] রয়েছে এবং পরকালের নিবাস তো আরো উত্তম। আর পরহেযগারদের নিবাস কতইনা চমৎকার!

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(৩১) (সেটা হল) চিরস্থায়ী বসবাসের উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তারা সেখানে যা কিছু চাবে তাই পাবে। আল্লাহ এমনই প্রতিদান দিবেন সব পরহেযগারকে।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(৩২) ফেরেশতারা যাদের প্রাণ কবজ করে তাদের পবিত্র[৩] থাকা অবস্থায়। তারা (সেই ফেরেশতারা) বলতে থাকে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যে আমল করতে তার দরুণ[৪] জান্নাতে প্রবেশ কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অহংকারীদের মোকাবিলায় পরহেযগারদের অবস্থা বর্ণনা করা হল। যখন তাদেরকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহ কী নাযেল করেছেন, তখন তারা অতিশয় বিনয় ও আদবের সাথে বলে আল্লাহ মহাকল্যাণ নাযেল করেছেন।

(২) দুনিয়ার মঙ্গল হল, দুনিয়াতে বসেই আখেরাতের নায-নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ লাভ করা। আর পরকালে উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়াকে আরো উত্তম বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত যারা কুফর, শিরক, ফিস্‌ক ও ফুজূর থেকে পবিত্র ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথে নেককারদের রূহ জান্নাতে প্রবেশ করে বিচরণ করবে। এবং হিসাব-নিকাশের পর তারা স্বশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, আমল জান্নাত লাভের স্বাভাবিক কারণ। অন্যথায় প্রকৃত কারণ হল একমাত্র আল্লাহর রহমত। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত :

১. নেককার পরহেযগার লোকেরা কুরআনকে মহাকল্যাণ বলে বিশ্বাস করে।

২. নেককারদের জন্য দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ রয়েছে। ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.maktabatulabrar.com

● ৩১ নং আয়াত :

১. জান্নাতের অবস্থার বর্ণনা।

২. জান্নাতীগণ যা চাবে তা-ই পাবে।

● ৩২ নং আয়াত :

১. নেককার পরহেযগার লোকদেরকে মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা সালাম প্রদান করে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে।

২. আমল জান্নাত লাভের স্বাভাবিক কারণ। (প্রকৃত কারণ হল আল্লাহর রহমত।)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

(৩৩) তারা (কাফেররা ঈমান আনার ব্যাপারে) কি শুধু এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের[১] নিকট (মৃত্যুর) ফেরেশতা এসে উপস্থিত হবে অথবা তোমার প্রতিপালকের (আযাব সংক্রান্ত) আদেশ এসে পড়বে? এমনই করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও। আর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(৩৪) অতপর তাদের মন্দ কাজ (-এর প্রতিফল) তাদের উপর আপতিত হল এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেররা এ অপেক্ষায় রয়েছে যে, মৃত্যুক্ষণে অথবা আযাব আসার সময় কিংবা কেয়ামতের দিন ঈমান আনবে। অথচ তখন ঈমান গৃহীত হবে না। (বয়ানুল কুরআন, আবুস সুউদ ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩ নং আয়াত :

১. মৃত্যুক্ষণে অথবা আযাব আসার সময় কিংবা কেয়ামতের দিন ঈমান আনলে সেই ঈমান গৃহীত হবে না।

২. আল্লাহ কারও প্রতি জুলুম করেন না।

৩. পাপ করা নিজের প্রতিই অবিচার করা।

● ৩৪ নং আয়াত :

১. পূর্ববর্তী ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী কাফেরদের উপর শাস্তি আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করে এখনকার অনুরূপ লোকদেরকে শাসানো হচ্ছে।

২. আল্লাহর আযাব নিয়ে (এমনিভাবে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত যে কোন বিষয় নিয়ে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর যারা শিরক করেছে তারা বলল, আল্লাহ চাইলে আমরা[১] তাঁকে ছাড়া কোন কিছুর ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও না। এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম সাব্যস্ত করতাম না। ওদের পূর্ববর্তীরাও এরূপই করেছিল। যাহোক স্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া রসূলদের (আর কোন) দায়িত্ব আছে কি? (নেই)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক[২] উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে বেঁচে থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ হেদায়েত দান করলেন। আর তাদের মধ্যকার কতক লোকের জন্য গোমরাহী সাব্যস্ত হল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছে।

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) (হে নবী!) যদি তুমি তাদের হেদায়েতের আগ্রহী হও, তবে (কোন ফল হবে না। কেননা) আল্লাহ এমন লোককে হেদায়েত করেন না যাকে তিনি[৩] গোমরাহ করেন এবং কেউ তাদের সহায়ও হবে না।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে (বলে) যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন না। নিশ্চয় (পুনরায় জীবিত করবেন) এ বিষয়ে পাকাপোক্ত[৪] ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই[৫] জানে না (বিশ্বাস স্থাপন করে না)।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) (পুনর্জীবন এজন্য হবে, ধর্ম সম্বন্ধে) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে, যেন তিনি তা তাদের সামনে প্রকাশ[৬] করে দেন এবং কাফেররা যেন নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, বাস্তবিক তারা মিথ্যাবাদী ছিল।

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٠﴾

(৪০) আমি যে বস্তুকে (সৃষ্টির) ইচ্ছা করি তার উদ্দেশ্যে আমার কেবল[৭] এতটুকু কথাই হয় যে, হয়ে যা, ব্যাস অমনি তা হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেরদের সন্দেহ ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি আমাদেরকে সজোরে বিরত রাখেন না কেন? এ সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অসার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর উত্তর দেয়ার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, এদের বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। এ সন্দেহটি যে অসার ও অমূলক তার কারণ হল, এ বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একেবারে ক্ষমতাহীন করেননি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা ও শক্তি দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতা সে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার, আর নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের অধিকারী হয়। সুতরাং এখন কাফেরদের এ উক্তি যে, আমাদের ধর্মকর্ম আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদেরকে বাধ্য করেন না কেন? একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন।

(২) অর্থাৎ, নিজ নিজ সময়ে নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন। অতঃপর সর্বশেষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। উক্ত আয়াত থেকে বাহ্যত একথা বুঝা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হাদী ও সতর্ককারী অবশ্যই এসে থাকবেন। তিনি হয়ত এখানকার অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন দেশের অধিবাসী হবেন। হয়ত তিনি সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নবী-রসূল হবেন কিংবা নবী-রসূলের প্রতিনিধি হবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে তার অযোগ্যতা ও অবিরাম নাফরমানীর কারণে গোমরাহ করার সিদ্ধান্ত করেছেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারবে না। কেউ তাকে খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তাদের হেদায়েত চিন্তায় আপনি এত ক্লিষ্ট হচ্ছেন কেন?

(৪) এ বাক্যের অর্থ এরূপও হতে পারে এই ওয়াদাকে আল্লাহ নিজের উপর অবশ্য করণীয় করে রেখেছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইল্‌ম, কুদরত হেকমত ও রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত সে কখনও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, পুনর্জীবন একটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বিষয়। মৃত্যুর পর যদি দ্বিতীয় জীবন না হয় তাহলে পৃথিবীতে সংঘটিত বিভিন্ন আমল ও অবস্থার প্রকৃত ফলাফল কীভাবে প্রকাশ পাবে। দুনিয়াতে অনেক কিছু অমীমাংসিত, সন্দেহ পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং দ্বিতীয় জগত আবশ্যক যেখানে সব কিছুর যথাযথ ফয়সালা হবে।

(৭) কাফেররা কেয়ামত হওয়াকে দুরূহ বলে মনে করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন আমার পক্ষে কেয়ামত ঘটান এমন কী কঠিন কাজ! আমি কোন বস্তুর ইচ্ছা করলেই তা হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫ নং আয়াত :

১. কাফের মুশরিকদের এ কথা অমূলক ও অসার যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি আমাদেরকে সজোরে বিরত রাখেন না কেন? ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. অন্যায় কর্মের পক্ষে আল্লাহর চাওয়ার দোহাই দেয়ার বিরুদ্ধে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৩. অসার ও অবান্তর প্রশ্নের পেছনে পড়তে নেই। এহেন অনর্থক বাজে প্রশ্ন জবাব দানের যোগ্যতা রাখে না।

৪. নবী-রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া, অমান্যকারীদের উপর শাস্তি আনয়ন করা তাঁদের দায়িত্ব নয়।

● ৩৬–৩৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. সব জাতির নিকট নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন।

২. উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. আল্লাহ যাকে তার অযোগ্যতা ও অবিরাম নাফরমানীর কারণে গোমরাহ করার সিদ্ধান্ত করেছেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারবে না।

● ৩৮–৩৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। তা হল পৃথিবীতে সংঘটিত বিভিন্ন আমল ও অবস্থার প্রকৃত ফলাফল প্রকাশ করা, দুনিয়াতে অনেক কিছু অমীমাংসিত ও সন্দেহ পূর্ণ থেকে যায় সেগুলোর ফয়সালা করা।

● ৪০ নং আয়াত :

আয়াতে বলা হয়েছে, পুনরুত্থান ঘটানো (এমনিভাবে যে কোন কিছু ঘটানো) আল্লাহর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। তিনি কোন কিছুর উদ্দেশ্যে শুধু "হয়ে যা" বললেই তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۴۱﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۴﴾	(৪১) আর যারা আলাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের দেশ[১] ত্যাগ করেছে নির্যাতিত হওয়ার পর, নিশ্চয় আমি তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দান করব। আর পরকালের প্রতিদান তো আরও বড়। হায়! যদি তারা জানত। (৪২) তারা এমন যারা[২] সবর অবলম্বন করে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। (৪৩) আর আমি তোমার পূর্বেও কেবলমাত্র মানুষকেই[৩] রসূলরূপে পাঠিয়েছি। তাদের প্রতি ওহী পাঠাতাম। সুতরাং জ্ঞানী লোকদের[৪] জিজ্ঞেস[৫] করে দেখ যদি তোমাদের জানা না থাকে। (৪৪) (সে নবীদেরকে প্রেরণ করেছি) মু'জিযা ও কিতাবসমূহ দিয়ে। আর তোমার প্রতি এ কুরআন নাযেল করেছি যাতে তুমি লোকদের সামনে সে সব বিষয় বিবৃত (বুঝিয়ে দাও) করে দাও যা তাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। আর যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মুহাজিরদের (আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বদেশভূমি ত্যাগকারী) সাথে দুটি ওয়াদা করা হয়েছে। প্রথমতঃ দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দেয়ার এবং পরকালে আরও বড় প্রতিদান দেয়ার। সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াত আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। কেননা এ আয়াত মক্কী। মদীনায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা মদীনাকে তাদের জন্য চমৎকার ঠিকানা বানিয়েছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীর স্থলে তারা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তারা সাফল্য ও বিজয় লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মুহাক্কিক তাফসীরবিদদের মতে আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হওয়া যেহেতু তাফসীরের অন্যতম একটি মূলনীতি। তাই আয়াতটি বিশ্বের সকল মুহাজিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই প্রথম যুগে আবিসিনিয়া ও মদীনায় হিজরতকারী মুহাজির এবং কেয়ামত পর্যন্ত আরো যত মুহাজির হবে তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং আলোচ্য ওয়াদা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) কুরআন কারীম মুহাজিরদের জন্য উক্ত ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই উক্ত ওয়াদার যোগ্য অধিকারী সে সব মুহাজির হবেন যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হল হিজরতের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকুরী বা প্রবৃত্তিগত অন্য কোন স্বার্থ উদ্দেশ্য না হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া। তৃতীয় গুণ কষ্ট ও বিপদ আপদে সবর করা, দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ থাকা। চতুর্থ গুণ বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল অবলম্বন করার পরও অন্তরের ভরসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর রাখা। এসব গুণ অর্জন করা এবং শর্তসমূহ পালন করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কুরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত ও আমলের যাচাই করা দরকার। যাচাই করার পর জানতে পারবে দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়ত নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়ত সবর দৃঢ়তা ও তাওয়াক্কুলের অভাব রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) কুরায়শরা বলেছিল মানুষ মহান আল্লাহর রসূল হয় কেমন করে! তাদের খণ্ডনে আয়াতটি নাযেল হয়। (আবুস সুউদ)

(৪) এখানে আহলে যিক্‌র দ্বারা ব্যাপক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ, জ্ঞানী ও অবগত ব্যক্তি। চাই তারা ইয়াহুদ-নাসারা হোক বা অন্য কোন সম্প্রদায় থেকে হোক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, পূর্বেও আমি মানুষ থেকে রসূল পাঠিয়েছি। তারা মানুষকে খোদার বিধি-বিধান ও ভাল-মন্দের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করতেন। এ ঐতিহাসিক সত্য বিষয়টি যদি তোমাদের জানা না থাকে, তাহলে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ও নবীদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ইয়াহুদ-নাসারাসহ অন্যান্য জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে দেখ। (প্রাগুক্ত)

আলোচ্য আয়াতের 'জ্ঞানী লোকদের জিজ্ঞাস করে দেখ, যদি তোমাদের জানা না থাকে' বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব বিষয়

বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং খোদায়ী বিধি-বিধান বা যেকোন বিষয়ে যারা জ্ঞান রাখে না তারা, যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিবে তাদের কথামত কাজ করবে এটাই বাক্যের ব্যাপক মর্ম।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১-৪২ নং আয়াতদ্বয় :

১. হিজরতের ফযীলত ও মুহাজিরদের দুনিয়া আখেরাতে উভয় জগতে প্রতিদান পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. উক্ত প্রতিদান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর উল্লেখ রয়েছে। ১ ও ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

● ৪৩-৪৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. ফেরেশতা নয় মানুষকেই রসূল বানানো হয়েছে।

২. 'তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাস কর' বাক্য থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যারা খোদায়ী বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না তাদের উপর যারা রাখেন, তাদের কথামত আমল করা ফরয। একেই পরিভাষায় তাকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও তাদের জন্য এ পথ ছাড়া আমল করার কোন উপায় নেই। সুতরাং যারা দ্বীন সম্পর্কে অনবগত তাদের উপর ওয়াজিব উলামায়ে কেরাম থেকে দ্বীন শিক্ষা করা। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. নবী রসূলদেরকে মু'জিযা ও কিতাব প্রদান করার বর্ণনা।

৪. 'আর তোমার প্রতি এ কুরআন নাযেল করেছি যাতে তুমি লোকদেরকে সে সব বিষয় বুঝিয়ে দাও যা তাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে' আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, তুমি লোকদের সামনে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দাও। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের তাফসীর, তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বোঝা সম্পূর্ণভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা তথা হাদীছের উপর নির্ভরশীল। হাদীছ আগা-গোড়া কুরআনের ব্যাখ্যা। সুতরাং হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন বুঝা ও কুরআনের উপর আমল করা অসম্ভব। এবং হাদীছ অস্বীকার করা কুরআন অস্বীকার করার নামান্তর। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করেই কুরআন বুঝতে সক্ষম হত, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকে না। (মাআরিফুল কুরআন)

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) তবে কি যারা নানাবিধ হীন চক্রান্ত করে তারা এ বিষয় থেকে নিরাপত্তা বোধ করছে[১] যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিবেন কিংবা তাদের প্রতি এমন স্থান থেকে আযাব এসে পড়বে যার ধারণাও তারা করতে পারবে না।

www.maktabatulabrar.com

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) কিংবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন তাদের চলাফেরার মধ্যেই? সুতরাং তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।
اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾	(৪৭) অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন (দূর্ভিক্ষ বা মহামারিতে) ক্ষয় করতে করতে। বস্তুত তোমাদের প্রতিপালক[২] করুণা বিগলিত, বড় দয়ালু।
اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) তারা কি দেখেনা আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন[৩] যার ছায়া কখনও ডানে কখনও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর (আদেশের) বশীভূত হয়ে, আর সে বস্তুগুলোও বিনীত।
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾	(৪৯) এবং আসমানসমূহ ও ভূপৃষ্ঠে চলমান[৪] যত বস্তু আছে সকলে আল্লাহরই আনুগত্য করে, এবং ফেরেশতাগণও। আর তারা অহংকার করে না।
يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٥٠﴾	(৫০) তারা তাদের প্রতিপালককে[৫] ভয় করে, যিনি তাদের উপর ক্ষমতাবান, এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমাদের উপর আযাব পতিত হতে পারে, যেমন বদরের যুদ্ধে একহাজার অস্ত্রসজ্জিত বীর যোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি। কিংবা এটাও হতে পারে যে চলা-ফেরার মধ্যেই কোন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। যেমন কোন দূরারোগ্য প্রাণঘাতি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। কিংবা এরূপ আযাবও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আসবে না বরং দূর্ভিক্ষ বা মহামারিতে তিলে তিলে লয়প্রাপ্ত হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রতিপালক পরম দয়ালু।' এতে প্রথমত রব (প্রতিপালক) শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আযাব হচ্ছে প্রতিপালকের তাগিদ। আল্লাহ দয়ালু বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, আযাবের মাধ্যমে হুশিয়ারী প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে। যাতে গাফেল মানুষ সতর্ক হয়, স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

(৩) অর্থাৎ, এ বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর অনুগত, তাঁর হুকুমের সামনে বাধ্যগত। এমনকি ছায়াদার জিনিসের ছায়াও তাঁর হুকুম ও বিধান মোতাবেক কমে বাড়ে এবং মওসূম ভেদে ডানে বামে ঢলে পড়ে। সুতরাং মানুষের উচিত স্বেচ্ছায় আল্লাহর হুকুম-আহকাম মাথা পেতে মেনে নেয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এ আয়াতে সাধারণ জানদার বিশেষভাবে ফেরেশতাকুলের আনুগত্যের বর্ণনা প্রদান করে তাম্বীহ করা হয়েছে যে, ফেরেশতার ন্যায় সম্মানিত খোদার নৈকট্যধন্য মহান মাখলূকও আল্লাহর সামনে সাজদা করতে ও তাঁর হুকুম মেনে নিতে অহংকার করে না। কাজেই মানুষের জন্য নির্দ্বিধায় আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, ফেরেশতারা তাদের সুউচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে এবং যখন তাঁর যা হুকুম সাথে সাথে তা মেনে চলে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫–৪৭ নং আয়াতসমূহ :

১. দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে।

২. আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপত্তা বোধ না করা চাই, বরং আল্লাহর আযাবের ভয় থাকা চাই।

৩. দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা মহাপাপ।

৪. আল্লাহ দয়ালু তাই শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন। আর এই বিলম্ব দেখে কাফেররা ভ্রমে পতিত হয় যে, তাদের কৃতকর্মের শাস্তি হবে না।

● ৪৮–৫০ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর সব সৃষ্টি আল্লাহর অনুগত, স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যগত হয়ে হোক। তবে স্বেচ্ছায় আনুগত্যের মূল্যায়ন হবে।

২. ফেরেশতাদের আনুগত্যের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾	(৫১) আর আল্লাহ বললেন, তোমরা দুই (বা ততোধিক) মাবূদ গ্রহণ কর না। তিনি তো একই মাবূদ। সুতরাং তোমরা (কেবল) আমাকেই ভয় করতে থাক।
وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾	(৫২) আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই (সৃষ্টি ও মালিকানা)। এবং সর্বাবস্থায় অবশ্য পালনীয় আনুগত্য একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় করছ?
وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾	(৫৩) আর তোমাদের কাছে[২] যে কোন নেয়ামত আছে তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আবার যখন তোমাদেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতে থাক।

www.maktabatulabrar.com

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾	(৫৪) অনন্তর যখন তিনি তোমাদের থেকে সে দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করেন, তখন তোমাদের একদল স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে শিরক করতে আরম্ভ করে,
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾	(৫৫) আমি তাদেরকে যা (নেয়ামত) দিয়েছি তার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য৩। ঠিক আছে মজা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।
وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾	(৫৬) আর তারা তাদের (দেবতাদের) জন্য -যেগুলোর (মাবূদ হওয়া) সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই– অংশ নির্ধারণ করে আমার প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে৪। আল্লাহর শপথ! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে আসছ সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।
وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾	(৫৭) আর তারা আল্লাহর৫ জন্য স্থীর করে কন্যাসমূহ। তিনি পবিত্র! অথচ নিজেদের জন্য তা-ই, যা নিজেরা চায় (পুত্র সন্তান)।
وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾	(৫৮) আর যখন তাদের কাউকে কন্যা (হওয়া)-র সুসংবাদ৬ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে থাকে এবং সে হয় ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট।
يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾	(৫৯) তাকে যে বিষয়ের সুসংবাদ দেয়া হল তার লজ্জায় সে লোক সমাজ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়। (সে ভাবতে থাকে) অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দিবে না তাকে মাটিতে৭ পুঁতে ফেলবে? শুনে রাখ তাদের ফয়সালা খুবই৮ জঘন্য!
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾	(৬০) যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না মন্দ গুণ (তথা মন্দ অবস্থা) হল তাদের। আর আল্লাহর হল সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলী। আর তিনি মহা পরাক্রান্তও অতিশয় প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যখন গোটা সৃষ্টিজগত এক আল্লাহর সামনে সাজদাবনত, তাঁর অনুগত। এবং একমাত্র তিনিই সমগ্র সৃষ্টির প্রকৃত মালিক। কাজেই ইবাদতও একমাত্র তাঁরই হবে। কেবল তাঁকেই ভয় করতে হবে। তাঁর কোন শরীক নেই, হতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) সব কল্যাণ, নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আবার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টও তাঁরই কব্জায় এবং একমাত্র তিনিই তা বিদূরিত করতে পারেন। সুতরাং বিপদের সময় কট্টর কাফেরও সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে। ঠিক মানব প্রকৃতিই সাক্ষী দিচ্ছে যে, বিপদে ত্রাণকর্তা এক আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। কাজেই মা'বূদও একমাত্র তিনিই হবেন।

(৩) বিপদ দূর হওয়ার সাথে সাথে ওরা নেয়ামতদাতাকে ভুলে যায়। এবং অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে খোদার ইবাদতে অন্যকে শরীক করতে থাকে। সুতরাং কতক দিনের জন্য মজা লুটে নাও, আখের জানতে পারবে শির্‌কের ভয়াবহ পরিণতি।

(৪) অর্থাৎ, এ মুশ্‌রিকরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষেত-খামারে গায়রুল্লাহর নামে নযর নেয়ায করে থাকে। অথচ এসব প্রতিমা, দেব-দেবীর মাবূদ হওয়ার ব্যাপারে তাদের কাছে কোন সনদ বা দলীল নেই। নিছক মূর্খতা বশত তারা ওদেরকে মাবূদ মনে করে। ওদের ইবাদত করে, এবং ওদের নামে নযর, মানত করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) তারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করত। অথচ তাকেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে বলত ফেরেশতারা হল আল্লাহর কন্যা। আল্লাহ তা'আলা যে কোনরূপ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তান হওয়াকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের কারণে তার যে বেইজ্জতী হয়েছে তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিস্কৃতি লাভ করবে।

(৭) জাহিলিয়াতের যুগে অনেক পাষণ্ড পিতা মেয়েদেরকে হত্যা করত বা জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত। মেয়ের বয়স ছয় বছর উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র জংগলের মধ্যে গর্ত খনন করে কন্যাকে সংগে নিয়ে সেখানে যেত এবং বলত, এ গর্তের মধ্যে কি আছে দেখ। কন্যা সেখানে উকি মারতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিত এবং মাটি চাপা দিয়ে পুতে ফেলত। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, প্রথমত তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান বেইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বেইজ্জতী মনে করে তাকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১–৫২ নং আয়াতদ্বয় :

১. শিরকের নিষেধাজ্ঞা ও তাওহীদের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. খোদাভীতির নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের যুক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, গোটা সৃষ্টিজগত এক আল্লাহর অনুগত এবং একমাত্র তিনিই সমগ্র সৃষ্টির প্রকৃত মালিক। কাজেই ইবাদত এবং আনুগত্যও একমাত্র তাঁরই হবে। ভয় কেবল তাঁকেই করতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

● ৫৩–৫৫ নং আয়াতসমূহ :

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের যুক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, যাবতীয় নে'য়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আবার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টও তাঁরই কব্জায় এবং একমাত্র তিনিই তা বিদূরিত করতে পারেন। কাজেই ইবাদতও একমাত্র তাঁরই করা উচিত।

২. কতক মানুষের অকৃতজ্ঞতার বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, বিপদ দূর হওয়ার সাথে সাথে তারা নেয়ামতদাতাকে ভুলে যায় এবং অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে খোদার ইবাদতে অন্যকে শরীক করতে থাকে।

৩. এরূপ লোকদেরকে শাসানো হয়েছে যে, ঠিক আছে তোমরা কতক দিনের জন্য মজা লুটে নাও, অবশেষে শির্‌কের ভয়াবহ পরিণতি জানতে পারবে।

● ৫৬ নং আয়াত :

১. গায়রুল্লাহর নামে নযর ও মানত করা শির্‌ক, হারাম।

২. প্রতিমা ও দেব-দেবীর মাবূদ হওয়ার ব্যাপারে কোন সনদ বা দলীল নেই। এগুলো মিথ্যা উদ্ভাবন।

● ৫৭–৫৯ নং আয়াতসমূহ :

১. আরব মুশরিকদের বক্তব্য "ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা"– এর খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

২. আরব মুশরিকদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের জন্য কন্যা হওয়াকে অপমানের মনে করে অথচ সেই কন্যা সন্তানই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে।

৩. আরব মুশরিকদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার কথা তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় এটা অত্যন্ত জঘন্য নীতি।

● ৬০ নং আয়াত :

১. যারা আখেরাতে ঈমান রাখেনা তাদের চিন্তা–চেতনা ও আকীদা–বিশ্বাস হয় নিকৃষ্ট পর্যায়ের।

২. আল্লাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলীর অধিকারী।

৩. আল্লাহ "পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"– এ কথায় ইংগিত রয়েছে যে, (১) কন্যা সন্তানকে বিপদ ও অপমান মনে করা বস্তুত খোদায়ী রহস্যের মোকাবিলা করার নামান্তর। তিনি পরাক্রমশালী। (২) নর-নারীর সৃষ্টি আল্লাহর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান, তিনি প্রজ্ঞাময়। (মাআরিফুল কুরআন)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

(৬১) আর যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায়[১] আচরণের কারণে পাকড়াও করতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন চলমানকে ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। অবশেষে যখন তাদের নির্দিষ্টকাল এসে পৌছবে তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে আর না আগে বাড়তে পারবে।

(৬২) আর তারা আল্লাহর জন্য সে বিষয়গুলো স্থির করে, যেগুলোকে নিজেরা (নিজেদের জন্য) অপছন্দ করে[২], এবং তাদের জিহ্বা[৩] মিথ্যা বর্ণনা করে যে, (যদি কেয়ামত হয় তবে) তাদের জন্যই সর্বপ্রকার কল্যাণ রয়েছে। নির্ঘাত কথা যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং নিঃসন্দেহে তাদেরকে অগ্রে (তাতে) প্রেরণ করা হবে[৪]।	وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾
(৬৩) আল্লাহর কসম! তোমার[৫] পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিও আমি রসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকেও তাদের কার্য কলাপসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। সুতরাং সে-ই আজ তাদের বন্ধু এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾
(৬৪) আর আমি তোমার প্রতি এ কিতাব কেবল এ উদ্দেশ্যে নাযেল করেছি[৬] যে, যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, যেন তুমি তাদের নিকট তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দাও আর (নাযেল করেছি) মুমিন সম্প্রদায়ের হেদায়েত ও রহমতের উদ্দেশ্যে।	وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের অন্যায় কাজের উপর সাথে সাথে ধর-পাকড় শুরু করতেন তবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর এ জনবসতি বিরান হয়ে যেতো। কারণ পৃথিবীতে পাপী, অন্যায়, অত্যাচারীর সংখ্যাই বেশী। আর ছোট খাট ভুলভ্রান্তি ও গোনাহ থেকে তো কেউই মুক্ত নয়। এখানে চলমান অত্যাচারী প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে তওবা ও সংশোধনের সুযোগ দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যেমন কন্যা সন্তান, নিজের মালিকানায় অন্যের অংশিদারিত্ব ইত্যাদি। অথচ এ সবকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে।

(৩) অর্থাৎ, এত সব অপরাধ সত্ত্বেও তারা মিথ্যা দাবী করে যে, দুনিয়াতে তো আমরা ভাল অবস্থায় আছি। আখেরাত সত্য হলে সেখানেও আমরা মজায় থাকব।

(৪) এ বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা দোযখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থাৎ, তাদের জন্য দোযখ অবধারিত। সে দিকেই তারা অগ্রসর হচ্ছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) কাফেরদের বিভিন্ন অশোভন উক্তি, মিথ্যা দাবীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তুমি চিন্তিত হয়ো না। তোমার পূর্বে

www.maktabatulabrar.com

বিভিন্ন উম্মতের নিকট আমি রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু সব সময় থেকে এমন হয়ে আসছে যে, শয়তান তাদের সামনে তাদের আমলকে সুশোভিত করে পেশ করেছে, ফলে তারা অব্যাহত ভাবে অপরাধ কর্মে লিপ্ত ছিল। আজ তারা সবাই খোদায়ী আযাবে নিপতিত। তাদের বন্ধু শয়তান, তাদের কোন কাজে আসছে না। তোমার অস্বীকারকারীদেরও একই পরিণতি হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, সমস্ত মানুষকে হেদায়েত করার দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়নি। যদ্দরুণ তুমি চিন্তিত হবে। আমি কুরআন তো কেবল এজন্য নাযেল করেছি যে, একত্ববাদ, হাশর-নশর ও হালাল-হারাম সম্বন্ধীয় যে সব বিষয়ে মানুষ মতভেদ করছে তুমি তা প্রকাশ করে দিবে। আর বিশেষ করে মুমিনদের হেদায়েতের জন্য। আর এসব উদ্দেশ্য তো কুরআন দ্বারা ঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে। তাহলে কেন তুমি চিন্তিত হবে? (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬১ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে পাপীদেরকে তওবা ও সংশোধনের সুযোগ দেন। তাই পাপ করার সাথে সাথে তাদেরকে পাকড়াও করেন না।

২. শাস্তির সময় আল্লাহর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, সেই সময়ের কোন হেরফের হবে না।

● ৬২ নং আয়াত :

১. মুশরিকদের দাবীর অসারতা তুলে ধরা হয়েছে যে, পরকালে তারা উত্তম পরিণাম লাভ করবে।

২. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

● ৬৩ নং আয়াত :

১. প্রত্যেক জাতির নিকট নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন।

২. শয়তান পাপ কাজকে সুশোভিত করে দেখায়।

৩. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। দেখুন টীকা নং ৫।

● ৬৪ নং আয়াত :

আয়াতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। তা হল (১) একত্ববাদ, হাশর-নশর ও হালাল-হারাম সম্বন্ধীয় যে সব বিষয়ে মানুষ মতভেদ করে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে রয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ তুলে ধরা। (২) মুমিনদের হেদায়েতের জন্য। (৩) মুমিনদের জন্য রহমতের উপকরণ স্বরূপ।

(৬৫) আর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন।[১] নিশ্চয় এতে বড় প্রমাণ রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা (মন দিয়ে কথা) শোনে[২]।	وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) আর নিশ্চয় তোমাদের জন্যে গবাদি পশুর মধ্যে শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তার উদরে যা আছে তার কিছু –গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে[৩] বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সহজে গলাধঃকরণ যোগ্য।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) আর খেজুর ও আংগুরের ফল থেকে (আমি তোমাদেরকে আহার্য দেই)। তোমরা তা থেকে মাদক দ্রব্য[৪] ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত কর। অবশ্যই এতে বড় নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকদের জন্য যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾

(৬৮) আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে একথা উদয় করে দিলেন যে, গৃহ নির্মাণ কর কতক পাহাড়, কতক গাছ, আর মানুষ যেসব উঁচু ঘর নির্মাণ করে তার কতকে।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) তারপর সব রকম ফল থেকে খাও, অনন্তর (মৌচাকের দিকে ফিরার জন্য) নিজ প্রতিপালক নির্দেশিত পথসমূহে চল, যা (চলার ও স্মরণ রাখার পক্ষে) সহজ। তার পেট থেকে বিভিন্ন[৫] রংয়ের পানীয় নির্গত হয়, তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের চিকিৎসা[৬]। নিশ্চয় এতে বড় নিদর্শন রয়েছে সেই সব লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেভাবে আল্লাহ তা'আলা শুষ্ক যমীনকে বৃষ্টির পানির দ্বারা সজীব করে দেন তেমনি কুরআনে কারীমও মুর্দা দিলকে জিন্দা করে দেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যারা মন দিয়ে শোনে ও গভীরভাবে চিন্তা করে, তারা সহজে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর আবার মানুষকে জীবিত করতে সক্ষম।

(৩) আয়াতটির অর্থ এ নয় যে, পশুর পেটের একদিকে রক্ত, অন্যদিকে গোবর। আর এর মাঝখানে দুধ থাকে; বরং পেটের মধ্যে যে খাদ্য থাকে এর কিছু অংশ ক্রমে গোবরে পরিণত হয়, কিছু অংশ রক্তে পরিণত হয় আর এ উভয় অংশ খাদ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। দুধের উপাদান রক্তেরই অংশ, যা বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুধে পরিণত হয়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খেজুর ও আংগুর ফল দান করেছেন। এবং তদ্বারা খাদ্য ইত্যাদি তৈরি করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন তার অভিরুচি সে কি তৈরি করবে উত্তম খাবার না মাদক দ্রব্য? এ আয়াতটি সর্বসম্মতভাবে মক্কায় অবতীর্ণ। এরপর মদীনায় মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়েছে। তথাপি এ আয়াতের মধ্যে মাদক দ্রব্যের বিপরীত ভাল রিযিক উল্লেখ করে ইংগিত করা হয়েছে যে, মদ পান ভাল নয়।

(৫) খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। মধু সাধারণতঃ তরল হয় বলেই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও অপার শক্তির বিরাট প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন সুস্বাদু, উপাদেয় এবং রোগ নিরাময়ের পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে রোগ নিরাময়ের এ উপাদান বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন।

(৬) মধু যেমন বলকারক, রসনার জন্য তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক। কফ জনিত রোগে সরাসরি ও অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৫ নং আয়াত :

১. বৃষ্টির দ্বারা অনুর্বর ভূমি উর্বর হয়। এ যেন মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ। এ থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম।

২. মন দিয়ে কথা শুনলেই তা থেকে শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে।

● ৬৬–৬৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. গবাদি পশুর মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

২. সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করা দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। দ্বীনদার লোকেরাও সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, তবে শর্ত হল হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. বুদ্ধি–বিবেক প্রয়োগ করলেই শিক্ষা লাভ করা যায়।

● ৬৮–৬৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. মধুর মধ্যে রোগ নিরাময়ের শক্তি রয়েছে। তবে মধু যে সব রোগের ঔষধ তা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়নি। তবে মধুর নিরাময় শক্তি যে বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের তা অবশ্যই বুঝা যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. ঔষধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা জায়েয আছে। (চিকিৎসা করাকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করা ঠিক নয়।)

৩. এ ধরনের আয়াতসমূহ থেকে আকল ও খোদার সৃষ্টির মাঝে চিন্তা-ভাবনা করার ফযীলত প্রমাণিত হয়। যাতে মানুষ আল্লাহ তাআলার মা'রেফাত তথা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করতে পারে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

(৭০) আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর তোমাদের মধ্যে কতক এমন, যাদেরকে বয়সের সর্বাপেক্ষা অকর্মন্য[১] স্তরে পৌছানো হয়। ফলে তারা কোন বস্তু সম্পর্কে জানার পরও কিছুই জানে না[২]; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানবান, মহা ক্ষমতাশালী।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

(৭১) আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কতককে অন্য কতকের উপর রিযিকে শ্রেষ্ঠত্ব[৩] দান করেছেন। সুতরাং যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা নিজেদের অংশের সম্পদ আপন দাস-দাসীদেরকে এভাবে কখনও দিতে প্রস্তুত হয়না, যেন তারা (প্রভূ ও দাস) সকলে সমান হয়ে যায়; তবুও কি তারা আলাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বয়সের অকর্মন্য স্তর বলতে ঐ বয়সকে বোঝানো উদ্দেশ্য যখন শারীরিক শক্তিও থাকে না বোধ শক্তিও থাকে না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যেমন বৃদ্ধদেরকে দেখা যায়, একটি কথা বলে দেয়া মাত্রই ভুলে গিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাস করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকে দাস-দাসীর মালিক ও তাদের জীবিকা সরবরাহকারী বানিয়েছেন। আর কাউকে চাকর বানিয়েছেন। এবং তার জীবিকা মালিক হতে পৌছে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭০ নং আয়াত :

১. সৃষ্টি ও মৃত্যু ঘটানো সবকিছু আল্লাহর।

২. "আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানবান, মহা ক্ষমতাশালী" বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, ইল্‌ম ও কুদরত সব কিছুর খাজানা আল্লাহর হাতে। তিনি যখন যাকে চান যতটুক চান দান করেন। আবার যখন চান ফিরিয়ে নেন।

● ৭১ নং আয়াত :

১. এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, কারো দরিদ্র হওয়া, কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান

www.maktabatulabrar.com

হয়ে যায়, তাহলে বিশ্ব ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দিবে। তবে আল্লাহ তা'আলা যেখানে বুদ্ধি, শক্তি, ধন-দৌলতে একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেখানে এমন অটল অর্থ ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার ও জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত না হয়ে থাকে। যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি তাদের অধিকার বঞ্চিত হবে।

২. এখানে শিরকের চরম নিন্দা করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বলছেন, তোমাদের দাস-দাসী যখন তোমাদের সম্পদের শরীক হতে পারে না, তখন খোদার দাস কি করে তাঁর শরীক হবে?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

(৭২) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে পত্নীদেরকে বানিয়েছেন এবং তোমাদের পত্নীদের থেকে পুত্র ও পৌত্রাদী বানিয়েছেন আর ভালো ভালো জিনিস থেকে তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহের না-শুক্‌রী করতে থাকবে?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

(৭৩) তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব জিনিসের ইবাদত করে, যেগুলো না তাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীন থেকে জীবিকা পৌছাবার এখতিয়ার রাখে, আর না ক্ষমতা রাখে[১]।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) অতএব তোমরা আল্লাহর জন্য উপমাসমূহ পেশ করবে না[২]; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাজেই মা'বূদ হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর শরীক হল কী করে?

(২) যেমন তোমরা বলে থাক আল্লাহর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের ন্যায়। সাধারণ লোক রাজ দরবারে নিজে নিজের অভাব অভিযোগ পেশ করতে পারে না। রাজ প্রতিনিধির সাহায্যে পেশ করে থাকে। তদ্রূপ আমরাও মূর্তিসমূহকে এই জন্য পূজা করি যেন আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছায় এবং হাশরের দিন তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করে। এমনিভাবে দেশের রাজা একা সব কাজ চালায় না, অনেক কাজ সহযোগীদের হাতে ছেড়ে দেয়, তদ্রূপ আল্লাহও তার প্রভূত্বের বহু কাজ দেব–দেবী-দের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতে তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের উপমা পেশ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। তিনি সকল উপমা, দৃষ্টান্ত ও কল্পনার উর্ধে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭২ নং আয়াত :

১. এ আয়াতে আল্লাহর একটি বড় নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন। যাতে পরস্পরে ভালবাসা পূর্ণ হয় এবং মানব জাতির মর্যাদা, আভিজাত্যও অব্যাহত থাকে।

২. "তোমাদের পত্নীদের থেকে পুত্র ও পৌত্রাদী বানিয়েছেন।" এখানে প্রনিধানযোগ্য যে, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতা উভয়ের সহযোগে পয়দা হয় অথচ আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইংগিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশী। এ জন্যই হাদীছে পিতার হক থেকে মাতার হক অগ্রে রাখা হয়েছে।

৩. এ আয়াতে পুত্রের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এ দিকেও ইংগিত রয়েছে যে, দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব।

● ৭৩–৭৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. যেসব দেব-দেবীর পূজা করা হয়, তাদের কোন ক্ষমতা নেই, অতএব তারা পূজা পাওয়ার যোগ্য নয়।

২. দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের সাথে আল্লাহকে তুলনা করে দেব-দেবী ও আল্লাহর প্রতিনিধি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ নেই। কারণ, আল্লাহর সাথে অন্য কারও তুলনা হয় না। ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন অপরের মালিকানাধীন[১] গোলামের, যে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না। আর এক ব্যক্তির, যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রিযিক দিয়েছি। অনন্তর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। এরূপ লোকেরা কি পরস্পরে সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

(৭৬) এবং আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন দু'ব্যক্তির, যাদের একজন (দাস, অধিকন্তু) বোবা, কোন কাজই করতে পারে না এবং সে তার মনিবের গলগ্রহ, সে (মনিব) তাকে যেখানে পাঠায় সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না, এই ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি কি পরস্পরে সমান হতে পারে যে ভাল কথার[২] আদেশ করে এবং সে নিজেও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত?

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এক ব্যক্তি পরাধীন গোলাম। তার কোন ক্ষমতা এখতিয়ার নেই। আর এক জন স্বাধীন ক্ষমতাবান ব্যক্তি। আল্লাহ তাকে প্রভূত ধন-সম্পদ দান করেছেন। সেখান থেকে সে দিন-রাত ব্যয় করে। এ দু'ব্যক্তি কি কখনও সমান হতে পারে? সুতরাং যখন পৃথিবীর প্রভূ ও ভৃত্য সমান হতে পারে না। তখন প্রকৃত প্রভূ ও সত্যিকারের গোলাম কীরূপে সমান হবে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) এ দু'জন যখন সমান নয় তখন পাথরের মূর্তি কি করে আল্লাহ তা'আলার শরীক হয়? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৫ নং আয়াত :

১. পৃথিবীর প্রভূ ও ভৃত্য যখন সমান হতে পারে না, তখন প্রকৃত প্রভূ ও সত্যিকারের গোলাম কীরূপে সমান হবে? সুতরাং শিরক যে অযৌক্তিক তা–ই প্রমাণিত হল।

২. দৃষ্টান্ত পেশ করার মাধ্যমে কোন বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হল।

ষ ৭৬ নং আয়াত :

১. অথর্ব ও পারঙ্গম ব্যক্তি যখন সমান হতে পারে না, তখন পাথরের মূর্তি কী করে আল্লাহ তা'আলার সমান তথা তাঁর শরীক হয়? আদৌ তা হতে পারে না। সুতরাং শিরক যে অযৌক্তিক তা–ই প্রমাণিত হল।

২. দৃষ্টান্ত পেশ করার মাধ্যমে কোন বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হল।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

(৭৭) আর আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সমস্ত গোপন বিষয় (-এর অবগতি) আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। আর কেয়ামতের ব্যাপার[১] এমন হবে, যেমন চোখের পলক ফেলা বরং আরও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

(৭৮) আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদের জন্য বানিয়েছেন কর্ণ, চোখ এবং হৃদয়সমূহ, যেন তোমরা শোকর কর।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾

(৭৯) তারা কি পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনি, যাদেরকে আকাশের (নীচে) শূন্যমণ্ডলে বশীভূত রাখা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সেগুলোকে ধরে রাখেনা। অবশ্যই এতে ঈমানদারদের জন্য (আল্লাহর অসীম ক্ষমতার) অনেক নিদর্শন[১] রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "কেয়ামতের ব্যাপার" বলতে এখানে মৃতদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা বোঝানো উদ্দেশ্য। এটা যে খুব দ্রুত সম্পন্ন হবে তা স্পষ্ট কথা। কেননা চোখের পলক মারতে অন্ততঃ একটু নড়া চড়ার প্রয়োজন। কিন্তু পুনর্জীবন দান করা তো কেবল আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) একটি বিষয়ের মাঝে অনেক নিদর্শনের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পাখিকে এরূপ এক বিশেষ গঠনে সৃষ্টি করা যার ফলে উড়া সম্ভব হচ্ছে এটা একটি নিদর্শন। আবার শূন্যমণ্ডলকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে উড়া সম্ভব হচ্ছে এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। আবার উড্ডয়ন কর্মটি বাস্তবরূপ গ্রহণ করা আরেক নিদর্শন। অতএব এই একটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর অপার কুদরতের বহু নিদর্শন রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৭ নং আয়াত :

১. আল্লাহই ইলমে গায়েবের অধিকারী।

২. পরকালে মৃতদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা হবে খুব দ্রুত।

৩. আল্লাহর শক্তিমত্তার ব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে।

● ৭৮–৭৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. মাতৃগর্ভে আল্লাহ কর্তৃক আমাদের সৃষ্টির বর্ণনা পেশ করে ইলাহী জ্ঞান, ইলাহী কুদরত ও ইলাহী ব্যবস্থাপনার অনন্যতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোন দেব-দেবীর কি এমন ক্ষমতা আছে? না থাকলে কীভাবে তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানানো যেতে পারে?

২. চোখ, কান, হৃদয় প্রভৃতি নেয়ামতের উল্লেখ ও তার শোকর আদায়ের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. পাখিদের প্রতি দৃষ্টি দিলেও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার অনেক নিদর্শন প্রতিফলিত হবে। ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾	(৮০) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কতক ঘরকে বসবাসের জায়গা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য (কতক) ঘর (তাঁবু) নির্মাণ করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা, যেগুলোকে তোমরা তোমাদের সফরের দিনে ও তোমাদের অবস্থানের দিনে (বহন করতে ও নাড়াচাড়া করতে) হালকা বোধ কর[১]। আর তাদের পশম, তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা গৃহ সরঞ্জামাদি ও উপকারের দ্রব্যাদি তৈরি করে দিয়েছেন এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।

www.maktabatulabrar.com

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾	(৮১) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজ সৃষ্ট বস্তুসমূহের কতক (বৃক্ষ ইত্যাদি)-এর ছায়া বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়-পর্বতে বহু আশ্রয়স্থল[২] বানিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন এমন পোশাকাদি, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে[৩] এবং এমন পোশাকাদিও যা তোমাদের যুদ্ধে (অস্ত্রের আঘাত থেকে) তোমাদেরকে রক্ষা করে। আল্লাহ এভাবে পূর্ণ করে দেন তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামতসমূহ, যাতে তোমরা (নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) অনুগত হও। (৮২) এতদসত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তবে তোমার যিম্মায় তো কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়াই। (৮৩) তারা আল্লাহর নেয়ামতকে চেনে, তারপরও তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইট পাথরের ঘর তো সাথে বয়ে নিয়ে বেড়ান যায় না। তাই আল্লাহ তা'আলা চুল পশমের দ্বারা তাঁবু তৈরি করা শিক্ষা দিয়েছেন যা সফরে হযরে সবসময় সাথে রাখা যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) গুহা, সুড়ং, গর্ত প্রভৃতি বহু রকমের আশ্রয়স্থল, যেখানে মাথা গুঁজে রোদ, বৃষ্টি ও শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

(৩) এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ হতে রক্ষা করাকে মানুষের পোষাকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ পোষাক মানুষকে শীত ও গরম উভয় থেকে রক্ষা করে। এ প্রশ্নের জবাব হল কুরআনে যেহেতু সর্বপ্রথম আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আরব হল গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গরম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় ভিন্ন আয়াতে এতে আমাদের জন্য পোষাকের সাহায্যে শীত থেকে রক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথাও বলা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০–৮১ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর নেয়ামতসমূহের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে, যাতে মানুষ কৃতজ্ঞ হয়।

২. জীবজন্তুর চামড়া, লোম, পশম ব্যবহার করা হালাল। এতে জন্তু যবেহ কৃত হওয়া শর্ত নয়।

এমনিভাবে যে জন্তুর চামড়া ও পশম আহরণ করা হবে সেটার গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা জায়েয। তবে শুকরের চামড়া ও তার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও লোম নাপাক, ব্যবহারের অযোগ্য। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. পোশাকের উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্যের সাথে সাথে শীত গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পাওয়া।

● ৮২–৮৩ নং আয়াতদ্বয় :

৮২ নং আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর এত নেয়ামতের কথা শুনেও যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তুমি পেরেশান হবে না। তুমি তো তোমার দায়িত্ব আদায় করেছে।

৮৩ নং আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া ইসলামকে বা নবীকে না চেনার কারণে নয়, বরং এটা শুধু হঠকারিতার কারণে। তাই তাদের ইসলাম বিমুখিতার জন্য সম্পূর্ণরূপে তারাই দায়ী। এক্ষেত্রে তাদের কোন অজুহাত চলবে না।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾	(৮৪) আর (স্মরণ কর) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক একজন[১] সাক্ষী দাঁড় করাব, তারপর কাফেরদেরকে (অজুহাত পেশ করার) অনুমতি দেয়া হবে না। আর না তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বলা হবে[২]।
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) আর জালেমরা যখন শাস্তি দেখতে পাবে, তখন না তাদের থেকে শাস্তি লঘু করা হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾	(৮৬) আর যখন মুশরিকরা নিজেদের শরীকদেরকে (উপাস্যদেরকে) দেখতে পাবে, তখন (অপরাধ স্বীকার করার ছলে) বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই হল আমাদের উপাস্য, যাদেরকে আমরা পূজা করতাম আপনাকে ছেড়ে। তখন তারা (সে উপাস্যগুলো) তাদের প্রতি এ বাক্য ছুঁড়ে মারবে যে, তোমরা[৩] তো মিথ্যাবাদী।
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾	(৮৭) আর সেদিন তারা আল্লাহর সামনে আনুগত্যমূলক কথা বলবে এবং যা কিছু তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করত তৎসমুদয় তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾	(৮৮) যারা কুফর অবলম্বন করে এবং আল্লাহর পথ থেকে (অপরকে) বাধা দেয় আমি তাদের জন্য এক শাস্তির উপর আরেক শাস্তি বর্ধিত করে দিব তাদের ফ্যাসাদ বিস্তারের কারণে।
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾	(৮৯) আর (স্মরণ কর) যেদিন[৪] আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে এক এক জন সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব এবং এদের সকলের মোকাবিলায় তোমাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব[৫]। আর তোমার প্রতি এ কুরআন নাযিল করেছি যা সকল[৬] বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং মুসলমানদের জন্য বড় হেদায়েত, রহমত এবং সুসংবাদ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মতের আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য উক্ত উম্মতের নিকট প্রেরিত নবীকে সাক্ষী স্বরূপ দাঁড় করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) لا يقال لهم ارضوا ربكم অর্থ لا يستعتبون অর্থাৎ, তাদেরকে বলা হবে না যে, তোমরা তওবা বা অন্য কোন প্রকার আমল করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নাও। কেননা, আখেরাত আমলের বিনিময় লাভের স্থান, আমল করার স্থান নয়। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) যদিও কাফেররা তাদেরকে সত্যই পূজা করত, তথাপি এ কথাটি বলে তারা প্রমাণ করতে চাইবে যে, আমাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য হল তাদের আত্মরক্ষা। তাদের পূজিতগণ ফেরেশতা বা কোন নেককার হলে অবশ্য এ কথার দ্বারা তাদের আত্মরক্ষা হবে। কারণ তারা সব সময় শির্‌কের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শয়তান হলে এ কথায় তার রক্ষা হবে না। কেননা শির্‌কের মূল পথপ্রদর্শক তো সেই। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, সে ভয়াবহ দিন স্মরণ রাখ, যখন প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিবেন আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করবেন। কোন কোন তাফসীর বিশারদের মতানুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সকল সাক্ষীর ব্যাপারে সাক্ষী দিবেন যে, তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রত্যহ উম্মতের আমল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি নেক আমলসমূহ দেখে আল্লাহর শোকর করেন। আর বদ আমল দেখে তাদের জন্য ইসতিগফার করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এখানে "সকল বিষয়" দ্বারা দ্বীনের সকল বিষয় বোঝানো হয়েছে। আবার দ্বীনের সকল বিষয় বলতে সব বিষয়ের মূলনীতি বোঝানো হয়েছে। সে সব মূলনীতির আলোকেই হাদীছ মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে সেগুলোও পরোক্ষভাবে কুরআনেরই বর্ণনা ও মাসআলা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪ নং আয়াত :

১. পুনরুত্থানের আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

২. প্রত্যেক উম্মতের আমলের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নবী সাক্ষ্য দিবেন।

৩. আখেরাতে কাউকে তওবা বা অন্য কোন প্রকার আমল করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সুযোগ দেয়া হবে না।

● ৮৫ নং আয়াত :

১. জাহান্নামীদের মধ্যে যার যে নির্ধারিত শাস্তি শুরু হবে, তার চেয়ে সেটা আর কখনও লঘু হবে না।

২. জাহান্নামীদের শাস্তির মাঝে কোন বিরতি দেয়া হবে না।

● ৮৬–৮৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. কেয়ামতের দিন পূজারী ও অনুসারীদের থেকে মূর্তি ও শয়তানের বিমুখিতা ও অস্বীকৃতির বর্ণনা।

২. কেয়ামতের দিন কোন আনুগত্যমূলক কথা কোন ফায়দা দিবে না।

● ৮৮ নং আয়াত :

আয়াতে বলা হয়েছে যে, নেতৃস্থানীয় এবং অনুসৃত কাফেরদের দ্বিগুণ শাস্তি হবে। তাদের নিজেদের সত্যকে অবিশ্বাস করার এক শাস্তি আর অপরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করার আরেক শাস্তি। অথবা এক শাস্তি পাপ কাজের আরেক শাস্তি তা অভ্যাসে পরিণত করার। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৮৯ নং আয়াত :

১. পুনরুত্থানের আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

২. কেয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিবেন।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী দিবেন। কোন কোন মুফাসসিরের মতানুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সাক্ষীদাতা নবীদের ব্যাপারে সাক্ষী দিবেন যে, তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন।

৪. দ্বীনী প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনা (মৌলিকভাবে হলেও) কুরআনে কারীমে এসে গেছে। ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৫. কুরআন মুসলমানদের জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ জ্ঞাপক।

www.maktabatulabrar.com

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

(৯০) নিশ্চয়[১] আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা[২], পরোপকার করা এবং আত্মীয়-স্বজনকে প্রদান করার আদেশ দেন, আর অশ্লীলতা ও সমস্ত মন্দ কাজ এবং অত্যাচার করা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

(৯১) এবং আল্লাহর নামে অঙ্গীকার[৩] করার পর সে অঙ্গীকার[৪] পূর্ণ কর। আর কসমসমূহ ভঙ্গ কর না তা পাকাপাকি করার পর। অথচ তোমরা আল্লাহকে নিজেদের ব্যাপারে যামিন বানিয়েছ।[৫] নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তোমরা কর।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

(৯২) আর যে (উন্মাদিনী) মহিলা[৬] তার সুতা মজবুত করে পাকানোর পর টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলেছিল তোমরা তার মত হয়ো না যে, তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পর[৭] বিবাদ সৃষ্টির উপকরণরূপে গ্রহণ করবে। এ কারণে যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় থেকে অধিকতর উন্নত হয়ে যাবে। এর দ্বারা আল্লাহ[৮] তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন মাত্র। আর যেসব বিষয়ে তোমরা কলহ কর কেয়ামতের দিন সে সব বিষয় তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দিবেন।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের[৯] সবাইকে একই উম্মত করে দিতেন কিন্তু তিনি যাকে চান বিপদগামী করেন, আর যাকে চান সুপথে পরিচালিত করেন। আর নিশ্চয় তোমরা যা কর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কুরআন কারীম দ্বীনের সববিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা, আলোচ্য আয়াতটি এর একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। হযরত ইবনে মাস'উদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ একই আয়াতে ভাল মন্দ সবকিছুর বর্ণনা একত্রিত করে দিয়েছেন। এ কারণেই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) জুমু'আর খুতবার শেষে এ আয়াতটি সন্নিবেশিত করে উম্মতের জন্য একটি উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন আদল (ইনসাফ), ইহসান ও আত্মীয়–স্বজনকে প্রদান করা। পক্ষান্তরে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং জুলুম, নির্যাতন। আয়াতে বর্ণিত এ ছয়টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

আদ্‌ল : আদ্‌ল শব্দের আভিধানিক অর্থ বরাবর ও সমান করা। এখানে শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিচারে রায় দেয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে উভয় পক্ষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং সত্যের অনুকূলে ফয়সালা দেয়াও আদল। আবার কোতাহী ও বাড়াবাড়ির মাঝামাঝি সমতা ও মধ্য পন্থাকেও আদল বলা হয়। ঈমান আকীদা, আমল, আখলাক, লেনদেন, আবেগ অনুভূতি সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং যাবতীয় বাড়াবাড়ি ও কোতাহী পরিহার করে চলা প্রকৃত আদল। সুতরাং আয়াতটি সহীহ আকীদার যাবতীয় উত্তমকর্ম ও সৎচরিত্র অনুসরণ এবং মন্দকর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত।

ইহ্‌সান : ইহ্‌সান শব্দের অর্থ সুন্দর করা। তা দু' প্রকার। এক. ইবাদত, আমল, আখলাক, লেনদেন সবকিছু সুন্দর করে করা অর্থাৎ, সুন্নাত অনুযায়ী করা। দুই. কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। পরোপকার করা। ইনসাফের উর্ধে থেকে দয়া, মায়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমার ব্যবহার করা। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনকে প্রদান করা : তথা তাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করা। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখা-শোনা করা, মৌখিক ভাবে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহ্‌সান শব্দের ব্যাপকতায় আত্মীয়দের প্রাপ্য দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা হল-

ফাহ্‌শা : অশ্লীলতা প্রকাশ্য মন্দকর্ম বা কথাকে ফাহ্‌শা বা অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে।

মুনকার : মুনকার তথা মন্দকর্ম এমন কথা বা কাজকে বল হয় যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিদগণ একমত। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ্‌ই মুনকারের অন্তর্ভুক্ত।

বাগ্‌য় : এ শব্দের আসল অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়নকে বোঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে তাতে ফাহ্‌শা ও বাগ্‌য়ীও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে ফাহ্‌শাকে পৃথক ও অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাগ্‌য়ীকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার কারণ হল এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রামিত হয়। মাঝে মাঝে এ সীমালংঘন পারস্পরিক যুদ্ধ অথবা আরো অধিক বিশ্ব অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এ আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা। আগের আয়াতে মৌলিকভাবে যে সব কাজ করা বা ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এখানে সেগুলোর কয়েকটি পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) যে সব লেন-দেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে জরুরী করে নেয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই আহ্‌দ তথা অঙ্গীকার শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কারো সাথে অঙ্গীকার করার পর তা ভংগ করা কবীরা গুনাহ। আর যদি

www.maktabatulabrar.com

অঙ্গীকারে আল্লাহর নামের কসমও খাওয়া হয় তবে তো তা ভঙ্গ করলে আল্লাহর নামের অবমাননাও হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৫) যামিন তথা সাক্ষী ও পর্যবেক্ষক। (আবুস সুউদ)

(৬) অর্থাৎ, অঙ্গীকার করে তা ভংগ করা এমন বোকামী যেমন কোন মহিলা দিনভর সূতা কাটল, আবার সন্ধা বেলা তা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলল। আরব দেশে এক উম্মাদিনী মহিলা ছিল। তার কয়েকজন দাসী ছিল। সারা দিন সে দাসীদের নিয়ে সূতা পাকাত এবং দিন শেষে সূতার পাক খুলে ফেলতে আদেশ দিত। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, অঙ্গীকারসমূহকে কাঁচা সূতার মত মনে করনা যে, মন চাইলে সূতাকাটবে আবার একটু আংগুলি হেলনে টুকরো করে ফেলবে। এটা নিতান্ত বোকামী ও অদূরদর্শিতা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, প্রতিজ্ঞা ভংগ করে পরস্পর বিবাদ সৃষ্টি করো না। কেননা প্রতিজ্ঞা ভংগ করায় স্বপক্ষী-য়দের মনে আস্থাহীনতা এবং শত্রু পক্ষের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং এটাই বিবাদের মূল উৎস। কিংবা এ বাক্যের অর্থ হল- তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পর ধোকার উপকরণ রূপে গ্রহণ করো না। যেমন জাহিলিয়ার যুগের মানুষের নীতি ছিল। তারা এক সম্প্রদায়কে শক্তিশালী পেয়ে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হত। আবার যখন অন্য সম্প্রদায় অধিক শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত হত, তখন প্রথম সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ছিন্ন করে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সাথে আতাত করত। কিছুদিন পর যখন আবির্ভূত শক্তিকে দূর্বল করার ও নিজেদেরকে অগ্রসর করার সুযোগ পেত চুক্তি কসম সব গিয়ে ছিকায় উঠত। ঠিক আজকের ইউরোপীয় জাতিগুলোর অবস্থা তদ্রূপ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৮) পরীক্ষা এভাবে যে, তোমরা প্রতিশ্রুতি বা সন্ধি শর্ত পালন কর না শক্তি ও উন্নতি দেখে সেদিকে ঝুকে পড়। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে এক হওয়ার উপর বাধ্য করতে পারতেন এবং কোন বিভেদ থাকত না। কিন্তু বাধ্য করা আল্লাহর হিকমতের বিরুদ্ধ। আল্লাহ মানুষকে এক ধরনের এখতিয়ার দিয়েছেন। এখন সে যে পথে চলতে চায় আল্লাহ তাকে সে পথে পরিচালিত করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৯০ নং আয়াত :

১. ইনসাফ করা ওয়াজিব।
২. আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা ওয়াজিব।
৩. যিনা ব্যভিচার ও যাবতীয় অশ্লীলতা হারাম।
৪. কারোর উপর জুলুম নির্যাতন করা হারাম।

- ৯১ নং আয়াত :

১. ওয়াদা অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব।
২. অকারণে কসম ভংগ করা নাজায়েয।

- ৯২ নং আয়াত :

১. একটি উপমার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, শপথ ভঙ্গ করা বোকামী। এমনিভাবে যে কোন ভাল কাজ সম্পন্ন করার পর পুনরায় তা নষ্ট করে ফেলাও অনুরূপ।

২. শপথ ও অঙ্গীকার ভংগ করা দ্বারা পারস্পরিক বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

৩. আখেরাতের আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

● ৯৩ নং আয়াত :

১. সকলকে বাধ্যগতভাবে এক ধর্মের অনুসারী বানানো আল্লাহর হেকমতের পরিপন্থী।

২. হেদায়েত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে।

৩. পরকালে হিসাব-নিকাশের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

(৯৪) আর তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ[১] কর না। পরিণামে কারো পা ফসকে[২] যাবে তা স্থির হওয়ার পর এবং তোমরা শান্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর[৩] পথে বাধা দান করতে। আর (সে ক্ষেত্রে) তোমাদের জন্য থাকবে কঠোর আযাব।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

(৯৫) আর তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের[৪] বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ কর না। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট যা আছে তাই তোমাদের জন্য বহু গুণে উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۭ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۭ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

(৯৬) যা কিছু তোমাদের কাছে আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহর নিকট আছে তা চিরন্তন থাকবে। আর যারা সবর করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের প্রতিদান প্রদান করব, তাদের ভাল কাজের বিনিময়ে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

(৯৭) যে ব্যক্তি নেক কাজ করে –সে পুরুষ হোক বা নারী– সে ঈমানদার হলে অবশ্যই আমি তাকে এক শান্তিময়[৫] জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের ভাল কাজের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অঙ্গীকার ও কসম ভংগ করে বিবাদ সৃষ্টি করো না। এ বাক্যের দ্বিতীয় অর্থ হল কসমসমূহকে নিজেদের মধ্যে ধোঁকার উপকরণ করো না। অর্থাৎ, কসম খাওয়ার সময় কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা পোষণ করা এবং শুধু অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কসম খাওয়া– এটা সাধারণ কসম ভংগ

www.maktabatulabrar.com

করার চেয়েও বিপদজনক গোনাহ্। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কোন কোন আলেম 'পা ফসকে যাবে স্থিত হওয়ার পর' বাক্যের এ উদ্দেশ্য বলেছেন। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, অন্যান্য লোকেরাও তোমাদের অনুসরণ করে কসম ও প্রতিজ্ঞা ভংগ করতে আরম্ভ করবে।

(৩) কেননা ওয়াদা রক্ষা করা খোদার পথ। তোমরা তা ভংগের কারণ হয়েছিলে। যা অন্যকেও ওয়াদা ভংগকারী বানিয়েছে। কিংবা এর অর্থ হল তোমরা কসম ভংগ করে ওয়াদা লংঘনের পথ প্রশস্ত করো না এবং মুসলমান জাতির বদনাম করো না যে, তোমাদের খারাপ চরিত্র দেখে প্রত্যয়কারীরা সন্দেহে পড়ে যায় এবং অমুসলিম জাতিগুলো ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) যে কাজ সম্পন্ন করা কারো উপর ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা বা বিনিময় না পেলে কাজ না করার অর্থই হল আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভংগ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব কারো কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পন্ন করার অর্থও আল্লাহর অঙ্গীকার ভংগ করা। এবং এটাই ঘুষ ও উৎকোচের সংজ্ঞা। কাজেই এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঘুষ হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) এখানে "শান্তিময় জীবন" বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, সে কখনও অনাহার, অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, আল্লাহর আনুগত্যের বরকতে তার অন্তরে এমন এক জ্যোতির উৎপত্তি হয় যার ফলে সে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, তাকদীরে বিশ্বাসী এবং খোদার নিকট আত্মসমর্পণকারী থাকতে সক্ষম হয়। বস্তুতঃ এটাই শান্তির মূল। তা ছাড়া মুমিনের এ বিশ্বাস থাকে যে, অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাস চরম কষ্টের মুহূর্তেও তার আত্মাকে সুদৃঢ় ও প্রশান্ত রাখে। পক্ষান্তরে কাফের কষ্টে নিপতিত হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কখনও আত্মহত্যা করে। আবার সে যদি স্বচ্ছল জীবনের অধিকারী হয় তাহলে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হলে শতকোটিপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিষিয়ে তোলে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪ নং আয়াত :

১. শপথ ও অঙ্গীকার ভংগ করা দ্বারা পারস্পরিক বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরূপ করা নিষেধ।

২. কারও কোন পাপ কাজ দেখে অন্যরা তাতে উৎসাহিত হলে তাতে অন্যকে বিপথগামী করার পাপ হয়। সে কারণে শাস্তিও হবে।

● ৯৫ নং আয়াত :

১. যে কাজ সম্পন্ন করা কারো উপর ওয়াজিব, সেরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা নিষেধ। ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সবকিছুই তুচ্ছ।

৩. দুনিয়ার প্রাপ্তির চেয়ে আখেরাতের প্রাপ্তি অনেক উত্তম। অতএব দুনিয়ার মোহে ঘুষ ও অন্যায় গ্রহণ হতে বিরত থাকা চাই।

● ৯৬ নং আয়াত :

১. দুনিয়ার ধন-সম্পদ, আনন্দ-বিষাদ, লাভ-লোকসান কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তথা ছওয়াব ও আযাব তা চিরস্থায়ী।

২. সবরের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

৩. নেক কাজের ছওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে।

● ৯৭ নং আয়াত :

১. নেক আমলের পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী পুরুষে কোন তারতম্য ঘটবে না।

২. নেক আমলের জন্য ঈমান পূর্বশর্ত।

৩. নেক আমলের বিনিময়ে আখেরাতে তো উত্তম পুরস্কার পাওয়া যাবেই, নেক আমলের বিনিময়ে দুনিয়াতেও "শান্তিময় জীবন" লাভ হয়। ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯৮)[১] অতএব যখন তুমি কুরআন পাঠ করতে চাও[২] তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।	فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾
(৯৯) নিশ্চয় তার ক্ষমতা এমন লোকদের উপর চলে না যারা[৩] ঈমান রাখে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা করে থাকে।	اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾
(১০০) তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বন্ধু বানায়[৪]। আর যারা আল্লাহর সঙ্গে শির্‌কে লিপ্ত।	اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পর্ক : হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন কারীম শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। এতে বুঝা গেল কুরআন তেলাওয়াত একটি উত্তম কাজ। আর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ভাল কাজের উপর উত্তম প্রতিদানের কথা দুবার উল্লেখ হয়েছে। এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াতে ভাল কাজ বিশেষতঃ কুরআন তেলাওয়াতের কতিপয় আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেন অসতর্কতা বশত সৎকাজের ছওয়াব বিনষ্ট না হয়। শয়তান মানুষকে সবসময় নেক কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং কুরআন কারীম যা সকল নেক কাজের উৎস, এর তেলাওয়াত কী করে সে নিরবে সইবে। তেলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে না পারলে অন্তত তেলাওয়াতের কাঙ্খিত ফল থেকে বঞ্চিত করার শেষ চেষ্টা তো সে করবেই। শয়তানের এতসব আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হল আল্লাহর আশ্রয়ে প্রবেশ করা। প্রকৃত আশ্রয় গ্রহণ তো হয় অন্তর দিয়ে, তবে মুখেও পড়বে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) اردت قرائته অর্থ قرات القران (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে যে, তিনিই সৎকাজের তাওফীক দাতা প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী এবং আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। তাদের থেকে যদি কখনও সাময়িকভাবে গোনাহ্ হয়ে যায় তারা সাথে সাথে সচেতন হয় এবং তওবা করে নেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) শয়তানকে বন্ধু বানায় অর্থাৎ, তার আহবানে সাড়া দেয়, তার কথা অনুসারে চলে, তার আনুগত্য করে। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৮ নং আয়াত :

কুরআন তেলাওয়াত নামাযে হোক বা নামাযের বাইরে উভয় অবস্থাতেই তেলাওয়াতের পূর্বে আউযু বিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযু বিল্লাহ যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে অন্য কোন দুনিয়াবী কাজে মশগুল হলে পূণর্বার তেলাওয়াতের সময় আউযু বিল্লাহ পড়ে নেয়া উচিত। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে নামাযে আউযু বিল্লাহ শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৯৯–১০০ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি, যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ। (প্রাগুক্ত)

৩. যারা শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, যারা মুশরিক, তাদের উপরই শয়তানের আধিপত্য চলে।

(১০১) আর যখন আমি কোন এক আয়াতকে অন্য আয়াতের[১] স্থলে পরিবর্তন করি –আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা (–এর যথাযোগ্য হওয়া) তিনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন– তখন তারা বলে যে, তুমি তো মিথ্যা রচনাকারী বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।	وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾
(১০২) তুমি বলে দাও, একে রূহুল কুদস (জিব্রাঈল আ.) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথাযথভাবেই নিয়ে এসেছে, যেন এটা ঈমানদারদেরকে দৃঢ়[২] রাখে এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ হয়।	قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾

(১০৩) আর আমি ভালভাবেই জানি যে, তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, তাকে তো মানুষেই[৩] শিক্ষা দিয়ে থাকে। তারা যার প্রতি (এই শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি) সম্পৃক্ত করে, তার ভাষা[৪] তো অনারবী, অথচ এটা (অর্থাৎ, কুরআনের ভাষা) সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِیْ یُلْحِدُوْنَ اِلَیْهِ اَعْجَمِیٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ ﴿۱۰۳﴾
(১০৪) নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের[৫] প্রতি ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।	اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا یَهْدِیْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۱۰۴﴾
(১০৫) (আল্লাহর প্রতি) মিথ্যা উদ্ভাবন[৬] তো কেবল তারাই করে, যারা আল্লাহর আয়াত-সমূহের উপর ঈমান রাখে না। এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী।	اِنَّمَا یَفْتَرِی الْكَذِبَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এক আদেশ রহিত করে তদস্থলে অন্য আদেশ প্রদান করেন, এর হেকমত তিনিই জানেন। মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এক যুক্তিতে পূর্ববর্তী আদেশ প্রদান করেছিলেন তৎপর অন্য যুক্তিতে পরবর্তী আদেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু কাফেররা এ পরিবর্তনের কারণে কুরআনকে আল্লাহর কালাম স্বীকার করে না এবং তারা বলে আল্লাহ কি অজানাবশত প্রথম এক হুকুম দিয়েছেন, পরে জানতে পেরে অন্য হুকুম দিয়েছেন? বুঝা যায় এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রচনা। অন্যথায় আল্লাহর কালাম এমন হতে পারে না। আজ এক রকম কাল ভিন্ন রকম। বস্তুতঃ তাদের এসব উক্তি নিতান্ত মূর্খতা। অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমের পরিবর্তন একটি যুক্তিযুক্ত বিষয়। এক আদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ দ্বিতীয় হুকুম দিয়েছেন। এটাকে বলা হয় নস্‌খ তথা রহিতকরণ। এতে দোষের কিছুই নেই। রোগীর অবস্থা ভেদে বিজ্ঞ ডাক্তার প্রেসক্রিপশন পরিবর্তন করবেন, এটাই স্বাভাবিক। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) প্রয়োজনানুসারে ধীরে ধীরে আহকাম নাযেল হওয়া দেখে ঈমানদারের অন্তর আরো সুদৃঢ় হবে, ঈমান আরো বদ্ধমূল হবে। তারা জানবে আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সে অনুযায়ী তিনি তাদের তারবিয়্যাত করেন, পথ নির্দেশ করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এক উম্মী যিনি কখনও কাগজ কলম হাতে নেননি, কোন বিদ্যালয়ে পা-ও মাড়াননি, জীবনের চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে তিনি কবিতার একটি পংক্তিও আবৃত্তি করেননি। কুরআন নিশ্চয় তাঁর রচনা হতে পারে না। তাঁর কোন শিক্ষক অবশ্যই আছেন, কে তিনি? মক্কার কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা দেখুন তারা বলল, কোন এক অনারব তাঁকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। কে সে অনারব? ইতিহাস নিশ্চিতভাবে সে মহাযোগ্য ব্যক্তির নামটাও সংরক্ষণ করতে পারেনি। বাল'আম বা মাকীস নামে এক রোমান খ্রীষ্টান

গোলাম বা কর্মকার ছিল। সে মনোযোগের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শ্রবণ করত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সময় সময় তার নিকট বসতেন। সে ইঞ্জীল সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখত। এ ব্যক্তি সম্পর্কে কাফেররা প্রচার করত যে, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শিক্ষা দিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) আল্লাহ তা'আলা তাদের এ উক্তির জবাবে ইরশাদ করেছেন, কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝার মত যোগ্যতা যদি তোমাদের না থাকে, এর ভাষার লালিত্য, অদ্ভুত বর্ণনাশৈলী তো তোমরা বুঝতে সক্ষম। যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তোমরা গর্বিত আরব পন্ডিতরাও সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারনি। সে ক্ষেত্রে একজন অনারব বাজারী গোলাম কী করে এমন সুবিশুদ্ধ অলৌকিক কুরআন রচনা করতে সক্ষম হল? আসলে তোমাদের চরম হঠকারিতা, বিদ্বেষ ও অহমিকা তোমাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আসার পরেও যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আল্লাহও তাকে মনযিল পর্যন্ত পৌছার পথ দেখান না। ঈমান আনতে আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) তারা তোমাকে বলে মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। অথচ তোমার সততা, আমানতদারী সর্বজন স্বীকৃত। মিথ্যা রচনা করাতো এ হতভাগাদের অভ্যাস, যারা খোদার কথা শুনে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখেও ঈমান আনে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াত :

১. কুরআনে নস্‌খ বা রহিতকরণ ঘটেছে।

২. নস্‌খের আগে পরে যা-ই আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার সম্যক উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনিই অবহিত আছেন।

৩. নসখের যুক্তি ও প্রকৃত রহস্য বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় অনেকে নসখের কারণে কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হয়েছে, এটা আল্লাহর কালাম নয় বরং মুহাম্মাদের রচিত।

● ১০২ নং আয়াত :

১. কুরআন হজরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।

২. "যথাযথভাবেই নিয়ে এসেছে" কথার মধ্যে বোঝানো হয়েছে যে, নসখ বা কোন আয়াত রহিত-করণ যথার্থ। (আবুস সুউদ)

৩. নাসেখ মানসূখ সহ ধীরে ধীরে কুরআন নাযেল হওয়ার ফায়দা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ২ নং টীকা।

● ১০৩ নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন রচনার মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করা হয়েছে।

২. কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযেল হয়েছে।

● ১০৪ নং আয়াত :

১. আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকারকারীরা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়। হেদায়েত পাওয়ার উপায় হল কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকারকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ১০৫ নং আয়াত :

১. আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা যে, তিনি এটা বলেননি। বেঈমানরাই এটা করতে পারে, আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখে এমন কোন ব্যক্তি এটা করতে পারে না।

২. "তারাই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী" এটা বলে নবীর প্রতি মিথ্যা রচনা করার অপবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে।

(১০৬) যারা ঈমান আনার[১] পর আল্লাহর সাথে কুফর করে, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। ব্যতিক্রম সেই ব্যক্তি[২] যার উপর জবরদস্তি করা হয়, (ফলে সে বাহ্যিক কুফরী কিছু করে বা বলে বসে) অথচ তার অন্তঃকরণ ঈমানে অটল থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রম নয় সেই ব্যক্তি, যে প্রাণ খুলে কুফর করে।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

(১০৭) এটা এ কারণে যে, তারা পরকালের[৩] তুলনায় পার্থিব জীবনকে পছন্দ করেছে, আর এ কারণে যে, আল্লাহ এরূপ[৪] কাফেরদেরকে হেদায়েত করেন না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾

(১০৮) এরাই তারা আল্লাহ যাদের অন্তর সমূহে৫, কর্ণসমূহে এবং চক্ষুসমূহে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, আর এরাই (স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে) একেবারেই গাফেল।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

(১০৯) এ কথা অনিবার্য যে, পরকালে এরাই সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾

(১১০) তারপর নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক এমন লোকদের জন্য, যারা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং (দ্বীনের উপর) অটল রয়েছে; নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক এ সব বিষয়ের পর অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

(১১১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্ম সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম পরিপূর্ণভাবে পাবে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) গোটা আয়াতের সারমর্ম হল, যারা ঈমান আনার পর আল্লাহ ও রসূলের সাথে কুফরী করে তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযেল হবে এবং তাদের কঠোর শাস্তি হবে। কিন্তু কাফেররা যদি কোন মুমিনের প্রতি বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ হত্যার ভয় দেখিয়ে তার দ্বারা কুফরী বাক্য উচ্চারণ করায় অথচ সে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থেকে কুফরীকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করে তবে এরূপ ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলেও সে কাফের হবে না, তার প্রতি আল্লাহর গযব ও শাস্তি আপতিত হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) আলোচ্য আয়াতটি হযরত আম্মার (রা.) তাঁর পিতা ইয়াসির ও মাতা হযরত সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল ও খাব্বাব (রা.) সম্পর্কে নাযেল হয়। তাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং কুফরী গ্রহণ করতে বলেছিল। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তার সহধর্মিণী হযরত সুমাইয়্যা (রা.) কুফরী কালাম মুখে উচ্চারণ করতেও অস্বীকার করে। পাষণ্ড মুশরিক কর্তৃক নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত খাব্বাব (রা.)ও কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার (রা.) প্রাণ ভয়ে কুফরীর মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যখন তুমি কুফরী কালাম বলেছিলে তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তখন আমার অন্তর ঈমানের উপর অটল ও স্থির ছিল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আশ্বাস দেন তোমার কোন শাস্তি হবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) যারা পার্থিব জীবনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়েছে তারা কামিয়াবীর পথ কীভাবে পাবে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) তারা যেহেতু হেদায়েতের পথে আসতে চায় না এবং হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট করে ফেলেছে তাই আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করেন না।

(৫) তারা আল্লাহর দেয়া সকল শক্তি বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং হক গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়েছে। তাই আল্লাহ তাদের থেকে হক শোনার, হকের নিদর্শন দেখার ও চিন্তা করার তাওফীক ছিনিয়ে নিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৬ নং আয়াত :

১. কুফরীর শাস্তি হল আল্লাহর গযব প্রাপ্তি ও মহা শাস্তি।

২. উপরোক্ত শাস্তি থেকে ব্যতিক্রম সেই ব্যক্তি, যাকে হত্যা কিংবা অংগ হানির হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণে বাধ্য করা হয় এবং হুমকিদাতা হুমকি বাস্তবায়নে সক্ষম এবং যাকে হুমকি দেয়া হল তার প্রবল ধারণা হয় যে, হুমকিদাতার কথা না মানলে অবশ্যই সে হুমকি বাস্তবায়ন করে ফেলবে। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকার শর্তে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে বা কোন হারাম কাজ করলে গুনাহ হবে না এবং তার স্ত্রী তালাক হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. জবরদস্তির মুহূর্তে কেউ প্রাণ খুলে কুফর করলে তার জন্য তা জায়েয হবে না। তাহলে সে আল্লাহর গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

● ১০৭–১০৯ নং আয়াতসমূহ :

১. আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা কুফরের দিকে নিয়ে যায়।

২. যারা হেদায়েত পাওয়ার যোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করেন না। (দেখুন ৪ ও ৫ নং টীকা।)

৩. আল্লাহ এরূপ লোকদের থেকে হক শোনার, হকের নিদর্শন দেখার ও হক বিষয়ে চিন্তা করার তাওফীক ছিনিয়ে নেন।

৪. তারাই পরকালে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

● ১১০ নং আয়াত :

১. আয়াত দ্বারা হিজরত, জিহাদ ও সবরের ফযীলত প্রমাণিত হয়। এ নেককাজসমূহ গুনাহ খাতাকে মিটিয়ে দেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তাআলার দুটি সিফাত বর্ণিত হয়েছে।

● ১১১ নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন প্রত্যেকে আত্ম সমর্থনে কথা বলবে।

২. পরকালে প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের ফল পরিপূর্ণভাবে পাবে, কারও প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾	(১১২) আর আল্লাহ একটি জনবসতিকে[১] দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তার কাছে আসে সব দিক থেকে তার জীবনোপকরণ অবাধে, পর্যাপ্ত। অতঃপর তার অধিবাসীরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের না-শুকরী করল। ফলে তারা যা করত সে কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।[২]
وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾	(১১৩) আর তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল[৩] আগমন করে। তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন তাদেরকে আযাব পাকড়াও করল এ অবস্থায় যে, তারা ছিল জালেম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোন কোন তাফসীরবিদের মতে আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তাফসীর বিশারদ একে মক্কার ঘটনা বলে সাব্যস্ত

www.maktabatulabrar.com

করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। এমনকি মৃত জন্তু কুকুর ও ময়লা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। এ ছাড়া মুসলমানদের ভয়েও তারা ভীত থাকত। অবশেষে মক্কার সর্দাররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করল, কুফর ও অবাধ্যতার দোষে পুরুষরা দোষী হতে পারে, শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এর পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য মদীনা থেকে খাদ্য সম্ভার পাঠিয়ে দেন। অন্য বর্ণনায় আছে আবূ সুফিয়ান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরোধ করেন আপনি আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।

(২) لباس الجوع والخوف -এর শাব্দিক অর্থ ক্ষুদা ও ভীতির আচ্ছাদন। এটা একটা বাগধারা। ক্ষুদা ও ভীতি সর্বগ্রাসী রূপ গ্রহণ করলেই এরূপ বাগধারা ব্যবহৃত হয়। যার ভাবার্থ হয় ক্ষুদা ও ভীতি তাদেরকে গ্রাস করল। আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুদা ও ভীতির আচ্ছাদনের অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে সর্বগ্রাসী ক্ষুদা ও ভীতিতে আক্রান্ত করলেন। (আল কুরআনুল কারীম, বয়ানুল কুরআন ও আবূস সুউদ অবলম্বনে)

(৩) আল্লাহ তা'আলা তাঁর যাহেরী নেয়ামতরাশির সাথে সাথে এক মহান বাতেনী নেয়ামতও তাদেরকে দান করেছিলেন। তাদেরই মধ্য থেকে একজন সুমহান রসূল আগমন করেছিলেন। তারা তাঁর অনুসরণ করে দুনিয়া আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারত। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। ফলে ক্রমে তারা অধঃপতনে গেল এবং দুনিয়াতেই তাদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১২ নং আয়াত :

১. দৃষ্টান্ত পেশ করার বিধিবধ্যতা প্রমাণিত হয়।

২. আল্লাহর নেয়ামতের না-শুকরী করলে দুনিয়াতেও শাস্তি আসে।

● ১১৩ নং আয়াত :

১. রসূলকে অমান্য করা আল্লাহর এক মহা নেয়ামতের না-শুকরী করা। যার ফলে মক্কাবাসীদের উপর দুনিয়াতেও শাস্তি এসেছিল। সেই শাস্তি ছিল দুর্ভিক্ষের শাস্তি।

২. রসূলকে অমান্য করা নিজেদের প্রতিই জুলুম করা।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾	(১১৪) অতএব[১] আল্লাহ যে সমস্ত জিনিস হালাল ও পবিত্ররূপে তোমাদেরকে দান করেছেন সেগুলো তোমরা আহার কর এবং আলাহর নেয়ামতের শোকর কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দাবী করে তার উচিত আল্লাহর দেয়া হালাল নে'য়ামত থেকে উপকৃত হওয়া এবং তার শোকর গুজার বান্দা হওয়া। হালালকে হারাম মনে না করা এবং নে'য়ামত ভোগ করার সময় আল্লাহ তা'আলাকে না ভোলা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এ আয়াতে ব্যবহৃত اِنَّمَا (কেবলমাত্র) শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে বর্ণিত চারটিই। অথচ শরীয়তে আরো অনেক বস্তু হারাম। এ সন্দেহের জবাব হল এখানে হারাম বস্তুসমূহের তালিকা পেশ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং জাহিলিয়াতের আমলে মুশরিকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক জিনিসকে হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ এমন কোন নির্দেশ দেননি, সেগুলোই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তাদের হারামকৃত বস্তুসমূহের মাঝে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) সূরা বাকারা, মায়েদা ও আনআমে এ অংশের বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৪) মুশরিকরা বলত, দেব-দেবীর নামে উৎসর্গকৃত উষ্ট্রীগুলোর গর্ভস্থ বাচ্চা আমাদের পুরুষদের জন্য হালাল এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এটা আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ মিথ্যারোপ। মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হল তোমরা এরূপ মিথ্যা উক্তি কখনও করো না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) আল্লাহর পানাহ্ যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিথ্যাবাদী বলে বস্তুত তারাই মিথ্যাবাদী। তারা মনগড়া কোন জিনিসকে হালাল-হারাম বলে আল্লাহর প্রতি নিসবত করে। দুনিয়ার যিন্দেগীতে যৎসামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিক, অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে চির জাহান্নাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এ আয়াতের তাফসীর সূরা আন'আমের وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر আয়াতের টীকায় আলোচিত হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলা যে জিনিসকে সবার জন্য কিংবা বিশেষ কোন জাতির জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত হারাম করেছেন। এতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

●১১৪ নং আয়াত :

১. আরব মুশরিকরা মনগড়া ভাবে নিজেরা বহু কিছু হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তোমরা সেগুলো আহার কর।

২. নেয়ামতের শোকর আদায়ের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ১১৫ নং আয়াত :

১. চার ধরনের বস্তু খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

২. অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম খাওয়া বৈধ। (তবে শুধু জান বাঁচানোর জন্যই হতে হবে এবং জান বাঁচানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী নয়।)

www.maktabatulabrar.com

● ১১৬–১১৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. শরীয়তের দলীল ব্যতীত কোন কিছুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

৩. এরূপ মিথ্যা উদ্ভাবনকারী পরকালে সফল হবে না। (প্রাগুক্ত)

৪. তারা দুনিয়াতে সামান্য আরাম-আয়েশ ভোগ করলেও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

● ১১৮ নং আয়াত :

১. ইয়াহুদীদের কিছু অপরাধের কারণে তাদের উপর কতিপয় বস্তু হারাম করার বর্ণনা এসেছে। দেখুন সূরা নিছার ১৬০ নং আয়াত।

২. জুলুম ও অবিচারের কারণে আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾	(১১৫) আল্লাহ তোমাদের উপর কেবলমাত্র[২] হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস আর সেই পশু যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য[৩] কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে পড়বে (আর এসব নিষিদ্ধ জিনিসের কিছু খেয়ে নিবে, এমতাবস্থায়) যদি সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছু না হয় এবং (প্রয়োজনের) সীমা লংঘনকারীও না হয় তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾	(১১৬) আর যে সমস্ত জিনিস[৪] সম্পর্কে তোমাদের জবান মিথ্যা বর্ণনা করে, সে সম্বন্ধে এরূপ বল না যে, অমুক জিনিস হালাল এবং অমুক জিনিস হারাম, তাহলে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বসবে। নিঃসন্দেহে যেসব লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে তারা সফলতা লাভ করতে পারে না।
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾	(১১৭) এটা সামান্য[৫] সুখ-সম্ভোগ মাত্র। অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।
وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾	(১১৮) আর আমি ইয়াহুদীদের উপর কেবল তাইও হারাম করেছি যা ইতিপূর্বে আমি তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾

(১১৯) তারপর অবশ্যই তোমার প্রতিপালক ঐসব লোকদের জন্য, যারা মূর্খতাবশত[১] মন্দ কাজ করে ফেলেছে অনন্তর তারপরে তওবা করে নিয়েছে এবং সংশোধন করেছে[২] (আবারও বলছি) অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তারপরও (তাদের জন্য) অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾

(১২০) নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিল এক জাতি[৩], সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত; আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾

(১২১) সে তাঁর (আল্লাহর) নেয়ামতসমূহের শোকর গুজার ছিল, তিনি তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।

وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) আর আমি তাকে দুনিয়াতে দান করেছিলাম উত্তম অবস্থা আর আখেরাতেও সে অবশ্যই উপযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত[৪] হবে।

ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾

(১২৩) অতঃপর আমি তোমার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, ইবরাহীমের দ্বীনের[৫] অনুসরণ কর, যে সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহমুখী ছিল, আর সে শির্‌কবাদীদের[৬] অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٤﴾

(১২৪) শনিবার (-এর সম্মান) তো কেবল তাদের[৭] উপরই অবশ্য পালনীয় করে দেয়া হয়েছিল, যারা এতে বিরোধিতা করেছিল। নিঃসন্দেহে তোমার রব কেয়ামতের দিন এদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) গুনাহ চাই বুঝে করা হোক বা না বুঝে করা হোক সেটা মূর্খসুলভ কাণ্ড। যখনই কেউ কোন গুনাহ করে বস্তুত তখন সে মূর্খ ও বে-আক্কল হয়ে করে। একটু আকল খাটালে সে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখাত না। এতে বুঝা গেল তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গুনাহ-ই মাফ হয়

না বরং যে গুনাহ সচেতনভাবে করা হয় তাও মাফ হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) যে ব্যক্তি কুফ্‌র, শির্‌ক থেকে তওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের আমল দুরস্ত করে নেয় আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই ছিলেন এক উম্মত তথা জাতি। তাঁর একক ব্যক্তিত্বে একটা গোটা জাতির গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জাতিসমূহের অনুসৃত ইমাম এবং আল্লাহর অনুগত ও তাঁর পরিপূর্ণ বান্দা। امة শব্দের অর্থ পথিকৃতও করা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ করা যাবে নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল পথিকৃত তথা অনুসরণীয় আদর্শ পুরুষ।

(৪) সুতরাং এমন প্রিয় ব্যক্তির পন্থা যা হবে তা-ই প্রিয় এবং গ্রহণীয় হবে। তোমাদেরও তা-ই গ্রহণ ও অবলম্বন করা উচিত। আর সে পন্থা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'য়াতে রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন) এখানে لمن الصلحين শব্দের অনুবাদে উপযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত– এরূপ অনুবাদ কেন করা হল তার জন্য দেখুন সূরা বাকারার ১৩০ আয়াতের টীকা।

(৫) অর্থাৎ, হালাল-হারাম ও দ্বীনী বিষয়ে মিল্লাতে ইবরাহীমী হল আসল। মাঝখানে ইয়াহুদী নাসারার অবস্থার প্রেক্ষিতে কতিপয় বিশেষ বিধান দেয়া হয়েছিল। সর্বশেষ তোমাকে খাতামুন্নাবিয়্যীন করে পাঠালাম। যেন তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমীকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত কর এবং শির্‌কের সকল ছিদ্র পথ বন্ধ করে দাও। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) যেহেতু মক্কার মুশরিকদের ন্যায় ইয়াহুদী-নাসারারাও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করার দাবীদার ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা পুনর্বার বলছেন, তিনি মুশরিক ছিলেন না। এতে মুশরিকদের ন্যায় ইয়াহুদী নাসারাদের বর্তমান পন্থাও বাতিল বলে সাব্যস্ত হল। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) মিল্লাতে ইবরাহীমীতে শনিবার দিনের সম্মানের বিধান ছিল না। এ উম্মতের উপরও নেই। তবে মাঝখানে ইয়াহুদীরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে এখতেলাফ করে নিজেদের জন্য এ দিনটি নির্বাচন করেছিল তখন তাদের প্রতি নির্দেশ হয় এ দিনের সম্মান কর এবং এ দিনে মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ। কেউ কেউ এ বিধানকেই পালন করল, কেউ কেউ করল না। যারা পালন করল না তারা বানর ও শুকরে পরিণত হল। আখেরাতের ফয়সালা তো আছেই। কেবল এটা নয় সব ঝগড়ারই সেখানে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদী ছিলেন, না নাসারা, না মুসলিম ছিলেন– এরও আমলী ফয়সালা তখন হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৯ নং আয়াত :

১. পাপ করা হল মূর্খতা।

২. তাওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।

৩. যে ব্যক্তি কুফ্‌র, শির্‌ক থেকে তওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজের আমল দুরস্ত করে নেয় তার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

● ১২০–১২৩ নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গুণাবলী ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. "সে মুশরিক ছিল না" বলে ইয়াহূদ নাসারা ও মক্কার মুশরিকদের ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। দেখুন ৬ নং টীকা।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ১২৪ নং আয়াত :

১. ইয়াহূদীদের জন্য শনিবারে অর্থনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল– এ বিষয়ে তারা দ্বিধা বিভক্ত ছিল, কেউ কেউ তা পালন করেছে, কেউ কেউ করেনি।

২. কেয়ামতের দিন সব বিরোধের ফয়সালা হবে।

(১২৫) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথের প্রতি আহ্বান কর জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা। আর (বিতর্কের প্রয়োজন হলে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পদ্ধতিতে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সে ব্যক্তিকে ভালভাবে জানেন, যে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনি সুপথগামীদের সম্বন্ধেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত।	اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾
(১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে ঐ পরিমাণই[১] প্রতিশোধ গ্রহণ কর যে পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছে। আর যদি সবর কর তবে অবশ্যই সেটা সবরকারীদের জন্য অতি উত্তম।	وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾
(১২৭) এবং (হে নবী!) তুমি সবর কর[২], আর তোমার সবর হবে কেবল আল্লাহরই তাওফীকে। আর তাদের উপর দুঃখ কর না এবং তারা যে চক্রান্ত করে তার কারণে কুণ্ঠিত হয়ো না।	وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
(১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা উত্তম পন্থায় নেক আমল সম্পন্নকারী।	اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেররা বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে যদি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে উপনীত হয় এবং হাত ও মুখ দ্বারা উৎপীড়ন করতে অগ্রসর হয়, তবে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার, তবে সম পরিমাণ। আর সবরের মর্যাদা অনেক উপরে। সবরের ফল সবার জন্য উত্তম। এতে বিরুদ্ধ দলের উপরও প্রভাব বিস্তৃত হবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) ১২৬ তম আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছে। এতে সব মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ, তবে সবর করাকে শ্রেয় বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদা হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর জন্য অধিকতর উপযোগী। সাথে এটাও বলা হয়েছে সবর করা সহজ কাজ নয়। নিষ্ঠুর জুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে থাকবে অথচ উহঃও করবেনা। এটা আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকেই হতে পারে। সুতরাং তোমার সবর হবে আল্লাহরই তাওফীকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৫ নং আয়াত :

১. আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব।

২. দাওয়াতের ভাষা মার্জিত ও নরম হওয়া চাই।

৩. এ আয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি ও কর্মপন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল তিনটি ঃ- এক. হিকমত, দুই. সদুপদেশ, তিন. উত্তম পন্থায় বহাছ-মুনাযারা। কোন কোন তাফসীরবিদের মতে এ তিনটি পন্থা তিন প্রকার ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। কিছু লোক আছে জ্ঞানী সুধিজন, তাদেরকে হিকমত তথা জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে বোঝাতে হবে। সাধারণ মানুষকে সদুপদেশ, হৃদয়গ্রাহী ওয়াজ, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বোঝাতে হবে। যাতে তাদের মন বিগলিত হয়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ পন্থা অধিক কার্যকর। কিছু লোক আছে তাদের বহাছ-মুনাযারা ও বিতর্কের মেযাজ। হঠকারী ও একগুয়ে। শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে ইনসাফ ও শিষ্টাচারের সাথে উত্তমভাবে মুনাযারা করা উচিত। এমন কথা না বলা উচিত, যাতে তারা মনে কষ্ট পায়। কতিপয় মুহাক্কিক তাফসীরকারকের মতে দাওয়াতের এ ত্রিবিধ পন্থা প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্ব প্রথম হেকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। অতঃপর এ সব বাক্যে শুভেচ্ছা ও কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়ে এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হয়ে যায়। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে। যাতে প্রতিপক্ষ বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে আমার উপকারার্থেই বলছে। আমাকে লজ্জিত করা, অপমান করা তার লক্ষ্য নয়। আসলে দুটি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি হেকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কখনও এর প্রয়োজন হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এদিকে ইংগিত বহন করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

● ১২৬ নং আয়াত :

প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা ফরয। অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা, ইসলাম এটা বিশ্বাস করে না। অন্যায়ের প্রতিশোধের ক্ষেত্রেও ইসলাম ইনসাফের উপর অটল থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

২. সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ হলেও সবর করা উত্তম।

● ১২৭ নং আয়াত :

১. সবরের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. কাফের ও বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রে কুণ্ঠিত না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

● ১২৮ নং আয়াত :

আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে থাকে যারা দুটি গুণে গুণান্বিত। তা হল- তাকওয়া ও ইহ্‌সান। তাকওয়ার তাৎপর্য হল আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। ইহ্‌সান অর্থ উপযুক্ত পন্থায় যাবতীয় নেক কাজ করা। সুতরাং যে আল্লাহর সাহায্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

১৪ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–১৫

(১৭) সূরা বনী ইসরাঈল[১], মক্কী
১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

(১) পবিত্রতা (বর্ণনা করি) সেই সত্তার, যিনি রাতের কিয়দংশে[২] আপন বান্দাকে নিয়ে যান মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা[২] পর্যন্ত, যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি[৩]। উদ্দেশ্য আমি তাকে আমার (কুদরতের বিস্ময়কর) কিছু[৪] নিদর্শন[৫] দেখাব। নিশ্চয় তিনিই সবকিছুর শ্রোতা, সবকিছুর দ্রষ্টা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اسراء শব্দের অর্থ যদিও রাতের বেলায় নিয়ে যাওয়া, তবুও অনির্দিষ্ট বাচকরূপে ليلا শব্দটি উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে সময়ের সল্পতার দিকে ইংগিত করা। (জালালাইন) তাই অনুবাদে "কিয়দংশে" কথাটি উল্লেখ করা হল।

(২) الاقصى। অর্থ দূরবর্তী, বায়তুল-মুকাদ্দাসের মসজিদটি যেহেতু বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে দূরে, তাই সেটাকে আল-মাসজিদুল আকসা বলা হয়।

(৩) এখানে আশপাশ বলতে সমগ্র শাম দেশকে বোঝানো হয়েছে। এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ ঃ ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূ-ভাগটি পূর্ববর্তী বহু নবী-রসূলের কিবলা, বাসস্থান ও সমাধিস্থান। আর পার্থিব বরকত হচ্ছে এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝর্ণা, বহমান নদ-নদী ও নানা ধরনের সুমিষ্ট ফল-ফসলের বাগান।

(৪) ইংগিত করা হয়েছে যে, এখানে من শব্দটি تبعيض অর্থাৎ, কিছু বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) বিস্ময়কর নিদর্শন বলে বোঝানো হয়েছে নিমিষের মধ্যে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করা, সমস্ত নবী-রসূল ও ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে নামায পড়া, সিদরাতুল মুনতাহা ও তৎপরবর্তী সকল নিদর্শন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত :

১. মে'রাজ প্রমাণিত হয়।

২. মে'রাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায়ই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ আয়াতের শুরুতে سبحان শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, এ শব্দটি কোন আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মে'রাজ যদি শুধু আত্মিক হত তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? এমনি عبد (বান্দা) শব্দও তাই প্রমাণ করে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই বান্দা বলা হয়।

উল্লেখ্য– প্রায় ত্রিশজন সাহাবী থেকে মে'রাজ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে নবুয়ত প্রাপ্তির দ্বাদশ বর্ষে রজব মাসের ২৭ তারিখে মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সকল সাহাবী, তাবিঈন ও উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এই জড়দেহসহ মে'রাজে যান। হযরত জিবরাঈল (আ.) বোরাক যোগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তথা হতে সিদরাতুল মুনতাহা নিয়ে যান। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী রফরফ যোগে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হন। সেখানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। আলেমগণ বলেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমনকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের এবং এর অপব্যাখ্যাকারী হল বিদ'আতী। আর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সামনে গমনকে অস্বীকারকারী ও অপব্যাখ্যাকারী উভয়ে বিদ'আতপন্থী। (বয়ানুল কুরআন)

৩. "যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি" কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, (নবী, সাহাবী ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট) স্থানও বরকতময় হয়ে থাকে, যেমন (নবী, সাহাবী ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট) জিনিসপত্র বরকতময় হয়ে থাকে।

৪. মে'রাজের উদ্দেশ্য হল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনের কিছু প্রত্যক্ষ করান।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢

(২) আর আমি মূসাকে কিতাব (তাওরাত) প্রদান করেছিলাম এবং সেই কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য মহা[১]পথ-নির্দেশক বানিয়েছিলাম যে, তোমরা আমাকে ব্যতীত কোন কার্য-নির্বাহক[২] সাব্যস্ত কর না।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

(৩) হে তাদের বংশধর! যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

(৪) আর আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে[৩] জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা অবশ্যই এই ভূখণ্ডে (শাম দেশে) দু'বার ফ্যাসাদ করবে এবং তোমরা খুব বেড়ে যাবে[৪]।

www.maktabatulabrar.com

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥

(৫) অতঃপর যখন এতদুভয়ের প্রথম বারের প্রতিশ্রুত (শাস্তির) সময় সমাগত হবে, তখন আমি তোমাদের উপর প্রেরণ করব আমার এমন বান্দাদেরকে, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহে অতীব শক্তিশালী। অতঃপর তারা (তোমাদের) ঘরে ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। আর এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা কার্যকর হবে।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٦

(৬) তারপর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিজয় (-এর পালা) ঘুরিয়ে দেব[৫] এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্র-সন্তানাদি[৬] দ্বারা সাহায্য করব। আর তোমাদেরকে দলে (জনসংখ্যায়) গরিষ্ঠ বানাব।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۣ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۭ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝٧

(৭) তোমরা যদি নেক কাজ করতে থাক, তবে নিজেদেরই কল্যাণার্থে নেক কাজ করবে। আর যদি মন্দ কাজ কর তবে তা-ও তোমাদের নিজেদের জন্যই করবে। অতঃপর যখন দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুত (শাস্তির) সময় সমাগত হবে, (তখন অপর এক জাতিকে চাপিয়ে দেব[৭]) যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং যেরূপে প্রথমবার ঐ লোকেরা মসজিদে ঢুকেছিল তদ্রূপ এরাও যেন তাতে ঢুকে পড়ে এবং যেই বস্তুর উপর সক্ষম হয় তা যেন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝٨

(৮) আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। আর যদি তোমরা পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব[৮]। আর আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য কারাগার বানিয়ে(ই) রেখেছি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) هدى শব্দের তানবীনটি تفخيم এর জন্য, তাই মহা কথাটি যোগ করা হল।

(২) ওয়াকীল অর্থ এখানে রব, সংরক্ষক, কার্য নির্বাহক, যার নিকট নিজেদের সবকিছু সোপর্দ করা হয়।

(৩) তাওরাত বা অন্য কোন কিতাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) বেড়ে যাওয়া অর্থ অহংকার স্ফিত হয়ে আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করা, জুলুম ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটানো এবং সীমালংঘন করা। (আবুস সুউদ) এখানে لتفسدن (তোমরা ফ্যাসাদ করবে) বলে হুকূকুল্লাহ বিনষ্ট করা এবং ولتعلن (তোমরা বেড়ে যাবে) বলে হুকূকুল-ইবাদ (বান্দার হক) বিনষ্ট করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) যদিও তা অপর কোন দলের মাধ্যমেই হোক না কেন। কারণ, সেই দল বনী-ইসরাঈলের সহযোগী হবে এবং তাদের শত্রুরা তাদের ও উক্ত দলের অধীন হয়ে থাকবে।

(৬) অর্থাৎ, লুটতরাজ কৃত ধন-সম্পদ ও বন্দিকৃত পুত্র-সন্তানদেরকে আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেব।

(৭) এখানে بعثناهم বাক্য উহ্য রয়েছে, যার সাথে ليسوؤا কথাটি متعلق হয়েছে। তাই অনুবাদে এদিকে ইশারা করা হল।

(৮) অর্থাৎ, তাওরাতে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, দ্বিতীয় বারের শাস্তির পর তোমরা যদি নিজেদের অবস্থা ঠিক করে নাও, তবে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। আর যদি পুনরায় অবাধ্যাচরণ কর, তবে তারও শাস্তি হাতে হাতেই পেয়ে যাবে। কিন্তু ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করে ও তাঁর বিরোধিতা করে তৃতীয় বার আল্লাহর হুকুম অমান্য করল। পরিণামে বনূ নাযীরকে বহিস্কার, বনূ কুরায়যাকে হত্যা ও দাসত্ব এবং অন্যান্যদেরকে জিযিয়া দানের শাস্তি ভোগ করতে হয়। উল্লেখ্য– ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বনী ইসরাঈলের উপর ছয়বার এমন শাস্তি আরোপিত হয়েছে তন্মধ্যে বর্তমান আয়াতে উল্লেখিত দুটি কি কি, তা নির্ণয় করা দুস্কর বৈকি। তবে মুহাক্কিক আলিমগণ উক্ত ছয়টি ঘটনার মধ্যে সর্বাধিক বড় ও মারাত্মক দু'টিকেই এই আয়াতে উল্লেখিত দুটোর উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, প্রথম প্রতিশ্রুত শাস্তি দ্বারা বুখ্‌ত নাস্‌সার এর আক্রমণকে বোঝানো হয়েছে। যা খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে সংঘটিত হয়েছিল। বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর নাফরমানী করে হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করলে বুখ্‌ত নাস্‌সারকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। তার সৈন্য বাহিনী সমগ্র শহরটিকে আগুন লাগিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তারা মসজিদে আকসায় ঢুকে এর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। হাজার হাজার লোককে হত্যা এবং প্রায় সত্তর হাজার নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে বাবেলে নিয়ে যায়। সাথে সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা হাজার হাজার গাড়ী যোগে বাবেলে নিয়ে যায়। দীর্ঘ কাল চরম লাঞ্ছনা, অপমান ও দুর্গতি ভোগের পর ইরান সম্রাট বাবেল আক্রমণ ও জয় করে ইয়াহুদীদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে শামে পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত মালামালও তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ সময় ইয়াহুদীরা নিজেদের কৃকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে। আল্লাহও তাদের নুসরত করেন। কিন্তু কিছুকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দে কাটানোর পর তারা পুনরায় পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা হযরত ইয়াহ্‌য়া (আ.) কে হত্যা করে এবং হযরত ঈসা (আ.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা সহ নানাবিধ অবাধ্যাচারে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন তায়তাস নামক জনৈক রোম সম্রাটকে। সেও পূর্বের ন্যায় সমস্ত শহরকে ধ্বংস করে, হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং সমস্ত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বা সত্তর বছর পর সংঘটিত হয়। (ফাওয়াদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত :

১. হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. আসমানী কিতাবসমূহ নাযেল করার উদ্দেশ্য হল মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের প্রতি পথ-নির্দেশ করা।

● ৩ নং আয়াত :

১. আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তাদের বংশধর বলে আখ্যায়িত করে মূলত তাদেরকে প্রতিটি কাজে আল্লাহর শোকরগুজারী করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-ও অত্যন্ত শোকরগুজার বান্দা ছিলেন।

২. হযরত নূহ (আ.) অত্যন্ত শোকরগুজার বান্দা ছিলেন।

● ৪–৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর হক ও বান্দার হক বিনষ্ট করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এর কারণে অনেক সময় আল্লাহ জালেম বাদশাহ ও তার সৈন্যদেরকে চাপিয়ে দেন।

২. আল্লাহর ফয়সালা অবশ্য ঘটনীয়, তার ওয়াদা একান্ত পুরণীয় এবং এবিষয়ে ঈমান রাখা জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৬ নং আয়াত :

১. মানুষ যখন নিজেদের অবস্থা ঠিক করে ফেলে এবং আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহও তাঁর ছিনিয়ে নেয়া নেয়ামতকে ফিরিয়ে দেন।

২. ধন–সম্পদ যেমন আল্লাহর নেয়ামত, সন্তান-সন্ততিও আল্লাহর নেয়ামত।

৩. আয়াতে আল্লাহর নেয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে "জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম" কথাটির উল্লেখ থেকে বুঝে আসে জনসংখ্যাকে অভিশাপ নয় বরং নেয়ামত হিসেবে মূল্যায়ন ও সেভাবে জনসংখ্যাকে কাজে লাগানো উচিত।

● ৭ নং আয়াত :

১. ভাল-মন্দ সবকিছুর ফল প্রাপ্তির নীতি বর্ণিত হয়েছে।

২. বনী ইসরাঈলদের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুত শাস্তির বর্ণনা।

● ৮ নং আয়াত :

১. বনী ইসরাঈলকে আশার বাণী শোনানো হয়েছে, সেই সাথে সাথে সতর্কও করা হয়েছে।

২. জাহান্নাম হল কাফেরদের কারাগার।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝٩

(৯) নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের[১] সন্ধান দেয় যা সম্পূর্ণ[২] সঠিক, এবং সেই সমস্ত মু'মিনদেরকে যারা নেক আমলাদি করে এই সুসংবাদ দেয় যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٠

(১০) আর এ-ও বলে দেয়[৩] যে, যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না আমি তাদের জন্য এক যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝١١

(১১) আর (কতক) মানুষ অকল্যাণের প্রার্থনা এমনভাবে করে যেমন করে কল্যাণের প্রার্থনা। আর মানুষ স্বভাবতই বড় ত্বরা প্রবণ[৪]।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝١٢

(১২) আর আমি রাত ও দিনকে (আপন কুদরতের) দুটি নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছি। রাতের দির্শনকে[৫] (অর্থাৎ, স্বয়ং রাতকে) তো আমি নিস্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের (প্রদত্ত) জীবিকা অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা বৎসরের গণনা ও (অন্যান্য) হিসাব জানতে পার। আর আমি সবকিছুকে[৬] খুব বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "পথের" শব্দ দিয়ে ইংগিত করা হল যে, এখানে اللبق ইসমে মাওসূল এর موصوف উহ্য রয়েছে, আর তা হল الطريقة। (আবুস সুউদ)

(২) اقوم শব্দের অর্থে "সম্পূর্ণ" উল্লেখ করে ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে اسم تفضيل দ্বারা উদ্দেশ্য হল কামাল বা পূর্ণাঙ্গতা বোঝানো। তাই এই প্রশ্ন হবে না যে, ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মও তাহলে সরল ও সঠিক?

(৩) "এও বলে দেয়" বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, এখানে يخبر শব্দ উহ্য রয়েছে, যার عطف ঘঠেছে يبشر এর উপর।

(৪) পথভ্রষ্টরা পরিণাম চিন্তা না করে আযাব কামনা করে, আযাব না আসলে অবিশ্বাস করে বসে। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই ত্বরা প্রবণ ও তাড়াহুড়া প্রিয়। তবে যারা আত্মশুদ্ধি করেছে তারা নিষিদ্ধ তাড়াহুড়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর এরা-হল হেদায়েতপ্রাপ্ত দল।

(৫) ইংগিত করা হয়েছে যে, اية الليل ও اية النهار উভয়ে যে اضافت বা সম্বন্ধ রয়েছে তা بيانيه বা বিবরণ মূলক। কেউ কেউ রাতের নিদর্শনের অর্থ চন্দ্র এবং দিনের নিদর্শনের অর্থ সূর্য গ্রহণ করেছেন।

(৬) এই বিশদ বর্ণনা হয়তো লওহে মাহফূজে করা হয়েছে। তাহলে كل شئ (সবকিছু) সম্পূর্ণ ব্যাপক অর্থেই হবে। অথবা এই বিশদ বর্ণনা কুরআন কারীমে করা হয়েছে। তাহলে "সবকিছু" বলতে প্রয়োজনীয় সবকিছু অর্থ হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯–১০ নং আয়াতদ্বয় :

৯ ও ১০ নং আয়াতে কুরআনের তিনটি কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (১) কুরআন সম্পূর্ণ ও সর্বাধিক সঠিক পথের সন্ধান দেয়। (২) মু'মিন সৎকর্ম পরায়ণদেরকে মহা-পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করে। ও (৩) কাফেরদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদান করে।

● ১১ নং আয়াত :

১. মন্দ জিনিস কামনা করা উচিত নয়। যেমন কাফেররা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত কুফরের কারণে আমাদের শাস্তি হলে এখনই তা আসে না কেন?

২. মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়, তবে যারা কুরআনের হেদায়েত ও রসূলের আখলাক অনুযায়ী নিজেদের আত্মশুদ্ধি করে নেয় তারা ব্যতিক্রম।

● ১২ নং আয়াত :

১. রাত ও দিন আল্লাহর কুদরত বুঝার দুটি বিশেষ নিদর্শন।

২. জীবিকা সন্ধানের স্বাভাবিক সময় হল দিন।

৩. সম্পদকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করায় এই ইংগিত রয়েছে যে, মানুষ কেবল নিজের মেধা, শিক্ষা বা পরিকল্পনার জোরেই সম্পদ অর্জন করতে পারে না।

৪. রাত ও দিনের পরিবর্তনের কারণে বৎসরের গণনা ও (অন্যান্য) হিসাব জানতে পারা যায়– এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসরের হিসাবের ন্যায় সৌর বৎসরের হিসাবও কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

৫. কুরআনে কারীমে দ্বীনী প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিবরণ (অন্তত মূলনীতি আকারে হলেও) রয়েছে।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۝١٣

(১৩) আর আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি এবং কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য (সেই কৃতকর্মকে) একটি কিতাবরূপে[১] বের করে আনব, যা সে খোলা অবস্থায় দেখতে পাবে।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝١٤

(১৪) (এবং তাকে বলা হবে[২]) তুমি পাঠ কর তোমার কিতাব (আমলনামা), আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে যথেষ্ট।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝١٥

(১৫) যে কেউ সৎপথে চলে, তো সে নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে ভ্রান্ত পথে চলে সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই ভ্রান্ত পথে চলে। আর কোন বোঝা বহনকারী অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। আর আমি কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত (কখনও) শাস্তি দেই না।

www.maktabatulabrar.com

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾

(১৬) আর যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন উক্ত জনপদের বিলাসী গোছের লোকদেরকে[৩] (ঈমান ও আনুগত্যের জন্য) আদেশ প্রদান করি; অতঃপর (যখন) তারা তথায় দুষ্কর্ম করতে থাকে, তখন সেই জনপদের ব্যাপারে কথা অবধারিত হয়ে যায়। আর আমি উক্ত জনপদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলি।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

(১৭) আর নূহের পর আমি বহু মানব গোষ্ঠীকে[৪] ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমার প্রতিপালকই স্বীয় বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে অত্যন্ত (ও) পর্যবেক্ষকরূপে যথেষ্ট।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কিতাবরূপে তথা লিপিবদ্ধ রূপে আমলনামা উপস্থিত করা হবে। এ অনুবাদে كِتٰبًا শব্দটিকে حال ধরে অনুবাদ করা হয়েছে, এটি আমাদের নিকট পছন্দনীয়। অপর এক ক্বেরাত দ্বারা এই অর্থ সমর্থিত। (রূহুল মা'আনী) কেউ কেউ এটাকে مفعول ও ধরেছেন।

(২) "তাকে বলা হবে" কথাটি উহ্য রয়েছে।

(৩) "বিলাসী গোছের লোক" বলতে সম্পদশালী, প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ সকলের কাছেই আসে, তবুও তাদের কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হল তারাই মূল, অন্যরা তাদের অনুগামী হয়ে থাকে। (আবুস সুউদ)

(৪) যেমন আদ, ছামূদ ইত্যাদি। নূহ (আ.)-এর কওমের ধ্বংস হওয়ার ঘটনা সুবিদিত হওয়ায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত :

১. প্রত্যেকের আমলনামা তার সাথে থাকে।

২. কেয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার আমলনামা দেখতে পাবে।

● ১৪ নং আয়াত :

আমলনামা পাঠ করার নির্দেশ থেকে বুঝা যায় কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার আমলনামা পাঠ করতে সক্ষম হবে। যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য না আযাবের।

● ১৫ নং আয়াত :

১. প্রত্যেকেই তার হেদায়াত বা গোমরাহীর লাভ লোকসান নিজেই ভোগ করবে।

২. কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে না।

www.maktabatulabrar.com

৩. আল্লাহ পাকের একটা নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল না পাঠিয়ে তিনি কাউকে শাস্তি দেন না। বুঝা গেল যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাও'য়াত আদৌ পৌছেনি, কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ফকীহের মত এটাই। কিন্তু যে সমস্ত ফকীহের মত এই যে, ইসলামের যেসব আকীদা ও আমলের খারাবী বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় এবং কোন মাধ্যমে বুঝতে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে, আর সে চিন্তা ও উপলব্ধি করার সময়ও পেয়েছে, কিন্তু চিন্তা–ভাবনা না করার কারণে উপলব্ধি করতে পারেনি কিংবা উপলব্ধি করতে পারা সত্ত্বেও ভ্রান্ত আকীদা ও আমল অবলম্বন করেছে, তাহলে তাকেও আযাব দেয়া হবে। এই সমস্ত ফকীহের মতানুসারে আয়াতের মর্ম এই হবে যে, আমি কাউকে আযাব দেই না যে পর্যন্ত ওহী কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সতর্ক না করি। কারণ, রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য তো ভাল-মন্দ দেখিয়ে দেয়া আর জ্ঞান-বুদ্ধিও উপরোক্ত অবস্থাগুলোকে ভাল না মন্দ তা দেখিয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৬ নং আয়াত :

১. সমাজের সম্পদশালী, প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল। অন্যরা তাদের অনুগামী।

২. প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর আযাব আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়।

● ১৭ নং আয়াত :

১. ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কথা উল্লেখ পূর্বক সতর্ক করা হয়েছে।

২. অপরাধের কারণেই উক্ত জাতিসমূহকে ধ্বংস করা হয়েছে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾

(১৮) কেউ (নেক আমল দ্বারা শুধু) দুনিয়ার নিয়ত রেখে থাকলে আমি তাতে (ইহজগতে) যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা তাকে সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তার জন্য দোযখ নির্ধারণ করি, যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত[১] অবস্থায়।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾

(১৯) আর যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখে এবং মুমিন অবস্থায় আখেরাতের জন্য যেরূপ চেষ্টার[২] প্রয়োজন সেরূপ চেষ্টাও করেতো, তাদেরই চেষ্টা গ্রহণীয় হয়ে থাকে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾

(২০) এদেরকে ও ওদেরকে প্রত্যেককে আমি তোমার রবের দান[৩] থেকে সাহায্য করে থাকি। আর তোমার প্রতিপালকের (এই পার্থিব) দান (কারও জন্য) রুদ্ধ নয়।

(২১) লক্ষ্য কর, কীভাবে আমি তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৪] আর পরকাল অবশ্যই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতেও শ্রেষ্ঠ। (২২) আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নির্ধারিত করো না। অন্যথায় তুমি নিন্দিত (ও) অসহায় হয়ে পড়বে।	اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত।

(২) যেরূপ চেষ্টা বলতে বোঝানো হয়েছে, আমল যেন শরয়ী কাওয়ায়েদ (নিয়ম নীতি) অনুসারে হয়। (রূহুল মাআনী ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, দুনিয়াবী দান থেকে।

(৪) অর্থাৎ, পার্থিব সম্পদ প্রদানে আমি ঈমান ও কুফরের প্রভেদ করিনি। এখানে কাফের মুমিন সকলকেই সম্পদ প্রদান করি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮ নং আয়াত :

১. নেক আমল দ্বারা শুধু পার্থিব জীবনে ফল পাওয়ার নিয়ত রাখলে শুধু পার্থিব জীবনেই তার ফল পাওয়া যাবে, তাও আল্লাহ যার জন্য যতটুকু চান।

২. এরূপ ব্যক্তি পরকালে প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

● ১৯ নং আয়াত :

১. পরকালে পাওয়ার নিয়তে নেক আমল করলে সেই নেক আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে।

২. নেক আমল কবূল হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে (১) তাসহীহে নিয়ত বা নিয়তের বিশুদ্ধতা, যার উপর ارادالاخرة (আখেরাতের নিয়ত রাখে) বাক্য ইংগিত করছে, (২) তাসহীহে আমল বা কর্মের বিশুদ্ধতা, وسعى لها سعيها (আখেরাতের জন্য যেরূপ চেষ্টার প্রয়োজন সেরূপ চেষ্টাও করে) কথাটি এটাই বোঝাচ্ছে (৩) তাসহীহে আকীদা বা ঈমান আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া, وهو مؤمن (মু'মিন অবস্থায়) বাক্যটি যা বোঝাচ্ছে। (বয়ানুল কুরআন)

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় শর্তে কর্মের বিশুদ্ধতা বলে বোঝানো হয়েছে যে, যে আমল কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হবে কেবল তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যে সৎ কর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয় –সাধারণ বিদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত– তা দৃশ্যত যতই সুন্দর হোক না কেন তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

● ২০ নং আয়াত :

দুনিয়াতে কারও জন্যই আল্লাহর দান রুদ্ধ নয়। অতএব কাফেররা ইহলোকে পর্যাপ্ত নেয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা তাদের আমল কবূল হওয়ার নিদর্শন নয়। কারণ, দুনিয়ার নেয়ামত কেবল মাকবূল বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

www.maktabatulabrar.com

● ২১ নং আয়াত :

১. দুনিয়াতে আল্লাহ তাঁর হেকমত অনুযায়ী কাউকে রিযিক কম কাউকে বেশী দিয়েছেন। এটা একান্তই তাঁর ইচ্ছা। অতএব এ নিয়ে বেশী চিন্তা না করা চাই।

২. বরং পরকালের চিন্তাকে গুরুত্ব দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পালনে তৎপর হওয়া চাই। কারণ, আখেরাত মর্যাদায়ও শ্রেষ্ঠ ফযীলতেও শ্রেষ্ঠ।

● ২২ নং আয়াত :

১. তাওহীদের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. শিরকের অশুভ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

(২৩) আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত (কারও) ইবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তোমার সামনে[১] তাদের একজন কিংবা উভয়জন বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্তও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বল। (২৪) আর তুমি মমতাবশে তাদের প্রতি বিনয়ের ডানা অবনমিত রেখো[২] এবং বল, (দুআ কর) হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (২৫) যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, তোমাদের প্রতিপালক তা উত্তমরূপে জানেন। যদি তোমরা সৎপ্রকৃতির হয়ে থাক, তাহলে তিনি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল রয়েছেন ঐসব লোকদের জন্য যারা বেশী বেশী (তার দিকে) ধাবিত হয় । (২৬) আর নিকটাত্মীয়কে তার হক দিতে থাক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়ীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।	وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

(২৮) আর যদি তোমাকে স্বীয় প্রতিপালকের সেই রিযিকের[৩] প্রতীক্ষায় –যা তুমি (পাওয়ার) আশা করছ– তাদের থেকে বিরত থাকতে হয়, তবে (সে ক্ষেত্রেও) তাদেরকে নম্র কথা বলে দিও।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

(২৯) আর তোমার হাতকে নিজ গলার সাথে বেঁধে রেখো না[৪] আবার সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিওনা। অন্যথায় তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

(৩০) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করে থাকেন এবং তিনিই (তা) সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তো হলেন তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক জান্তা, সম্যক দ্রষ্টা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন তোমার নিকট অর্থাৎ, তোমার দায়িত্বে।

(২) অর্থাৎ, পাখী যেমন স্বীয় বাচ্চার লালন-পালন কালে মমতাবশে তার উভয় ডানা নরম ও নীচু করে বাচ্চাকে আপন কোলে টেনে নেয়, তেমনি স্বীয় মাতা-পিতার সাথে মমতার আচরণ করবে।

(৩) رحمة অর্থ এখানে রিযিক। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও দাহ্হাক প্রমুখ হতে এ অর্থই বর্ণিত আছে। (রূহুল মাআনী)

(৪) অর্থাৎ, একেবারে ব্যয়কুণ্ঠও হয়ো না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত :

১. আল্লাহর ইবাদতের পর মাতা-পিতার হক আদায়ের কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেল আল্লাহর ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা বৈধ ক্ষেত্রে হতে হবে। এমনকি জিহাদ, দ্বীনী শিক্ষা অর্জন ও তাবলীগের কাজে সফর করাও যখন ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে তখনও পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত এ সবে অংশ নেয়া জায়েয হবে না।

২. বিরক্তি প্রকাশ পায় এমন কিছু পিতা-মাতাকে বলা যাবে না।

৩. তাদেরকে ধমক দেয়া যাবে না।

৪. তাদের সঙ্গে সম্মান ও আদবের সাথে কথা বলতে হবে।

● ২৪ নং আয়াত :

১. মাতা-পিতার সাথে মমতার আচরণ করতে হবে।

২. পিতা-মাতার জন্য রহমতের দুআ করতে হবে। অনেকে এই নির্দেশকে মুস্তাহাব বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব। তবে জীবনে একবার করলেও এই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

শরীয়তের দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, এই দু'আ কেবল মু'মিন মুসলমান পিতা-মাতার জন্যই করা যাবে। হ্যাঁ পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তাদের জন্য রহমতের দু'আ বলতে তাদের হেদায়েতের দু'আ করা যাবে।

● ২৫ নং আয়াত :

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার সম্মান ও তাদের সামনে বিনয় নম্রতা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে হতে হবে। কেউ যদি সৎপ্রকৃতির হয় এবং ইখলাসের সাথে তাদের খেদমত করে যায় তবে কখনো বেআদবী ও অবাধ্যতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে পেরেশানী বা অসাবধানতার কারণে কষ্টদায়ক কোন কথা বের হয়ে গেলে এজন্য আল্লাহর নিকট তওবা করে ফেললে তিনি অবশ্যই তা মা'ফ করে দিবেন।

● ২৬ নং আয়াত :

১. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এমন আত্মীয় কিংবা বালক-বালিকা যদি নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়, এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ বা অন্ধ হয়, আর জীবন ধারণের মত ধন-সম্পদের আধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরয।

২. আত্মীয়-স্বজন, গরীব ও মুসাফিরকে যা দান করা হয় এটা তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ নয়। বরং তাদের যে হক তার যিম্মায় ছিল, সে উক্ত দায়িত্বই পালন করছে মাত্র।

● ২৭ নং আয়াত :

১. আয়াতে অপব্যয়ীদেরকে শয়তানের ভাই-বন্ধু বলে একথা বোঝানো হয়েছে যে, শয়তান যেভাবে খোদা-প্রদত্ত অমূল্য জ্ঞানকে খোদার বিরুদ্ধাচরণে ব্যয় করেছে। অনুরূপ অপব্যয়ীও আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় করে। (বয়ানুল কুরআন)

২. অকৃতজ্ঞতা শয়তানের চরিত্র।

● ২৮ নং আয়াত :

আয়াতে এ নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় সওয়ালকারীকে দেয়ার মত যদি কোন কিছু না থাকে তবে তার থেকে মুখ ফিরানো অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

● ২৯ নং আয়াত :

১. আয়াতে সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এবং তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করে এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে।

২. আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, এমন ব্যয় নিষিদ্ধ, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। তবে ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআন কারীমের محسورا শব্দে এদিকেই ইংগিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর

আমল এমনই ছিল। তাবূক যুদ্ধের সময় হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সমস্ত মাল আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়া একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

● ৩০ নং আয়াত :

৩০ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যেহেতু তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত তাই তাদের কল্যাণ ও প্রয়োজন হিসাবেই তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন আর যাকে উচ্ছা স্বল্প রিযিক দান করেন।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾	(৩১) আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের আশংকায় হত্যা কর না। আমি তাদেরকেও রিযিক দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও । নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা হল গুরুতর পাপ।
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾	(৩২) আর তোমরা যেনার কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা হল স্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা।
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾	(৩৩) আর যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন তাকে হত্যা কর না। তবে হাঁ ন্যায় সঙ্গতভাবে (হত্যা করা যাবে)। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তার ওলীকে[১] অবশ্যই আমি অধিকার[২] দিয়েছি। অতএব সে (ওলী) যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে৩, সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ওলী বলে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী থাকলে সে-ই প্রকৃত ওলী। অন্যথায় বাদশাহই হবে তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ওলী (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(২) কিসাস বা অবস্থাভেদে দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণের অধিকার। (আবুস সুউদ)

(৩) এখানে সীমালঙ্ঘন করা বলতে হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করা বা একজনের পরিবর্তে দু'জনকে হত্যা করা কিংবা হত্যার বেলায় নাক, কান, চোখ কেটে চেহারা বিকৃত করা কিংবা রক্তপণ ওয়াজেব হওয়ার ক্ষেত্রে হত্যা করা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত :

১. দারিদ্রের আশংকায় সন্তান-সন্ততি হত্যা করা গুরুতর অপরাধ। কারণ আল্লাহ-ই সকলের রিযিক দাতা।

www.maktabatulabrar.com

২. আল্লাহর সকলের রিযিকদাতা। সুতরাং দারিদ্রের আশংকায় সন্তান হত্যা আল্লাহ তা'আলার রাযযাকিয়্যাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের নামান্তর বৈকি। বর্তমান কালের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি উপরোক্ত আশংকার কারণে করা হয় তবে তাও নিঃসন্দেহে হারাম হবে।

৩. হত্যা গুরুতর পাপ।

● ৩২ নং আয়াত :

১. আয়াতে যেনার নিকটেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে যেনা-ব্যভিচার তো হারাম বটেই, অধিকন্তু এর মুকাদ্দামাত তথা সূচনাকর্মগুলো অর্থাৎ, যেনা সংঘটনের পূর্বে যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়ে থাকে তা-ও হারাম।

২. যিনা হারাম হওয়ার প্রধান দুটি কারণ, (এক) এটি একটি অশ্লীল ও নির্লজ্জ কর্ম। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। পরে ভাল-মন্দের ভেদাভেদ তার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়, (দুই) এটি একটি মন্দ পথ ও নিকৃষ্ট পন্থা। কারণ, এর দ্বারা সামাজিক বিশৃংখলা ফিতনা-ফ্যাসাদ, পারস্পরিক শত্রুতা ও বংশধারা বিনষ্ট হওয়ার মত অপকর্মগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য– এ অপরাধটি সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হলেও এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের তুলনায় গুরুতর সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব অপরাধের শাস্তির চেয়ে কঠোর বিধান করেছে।

● ৩৩ নং আয়াত :

১. ন্যায়সঙ্গত পন্থা ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধ দমনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিহত ব্যক্তির ওলীকে কিসাসের অধিকার দান করেছেন। উল্লেখ্য যে, ন্যায়সঙ্গত হত্যা তিন প্রকার। যথা : (এক) বিবাহিত ব্যক্তি যদি যেনা করে তবে নারী হোক বা পুরুষ প্রস্তরবর্ষণে তাকে হত্যা করাই শরীয়ত সম্মত শাস্তি। (দুই) কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

২. কিসাসের ক্ষেত্রে ওলী বা উত্তরাধিকারীর জন্য সীমালঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ। তখন সে আর সাহায্য-প্রাপ্ত ও সহানুভূতির যোগ্য থাকবে না। বরং যার উপর সীমালঙ্ঘন করা হবে সেই হবে তখন সহানুভূতির যোগ্য।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾	(৩৪) আর উত্তম পন্থা ব্যতীত তোমরা এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, যে পযন না সে তার প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়। এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(৩৫) আর যখন পরিমাপ পাত্র দ্বারা মেপে দিবে তখন পূর্ণ মাপে দিবে এবং সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম এবং এর পরিণামও শুভ।	وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾
(৩৬) আর যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই তার পিছনে পড় না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ- এগুলোর প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾
(৩৭) আর তুমি ভূপৃষ্ঠে গর্বভরে চলো না, নিশ্চয় তুমি ভূমিকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং পর্বতসমূহের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না।	وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾
(৩৮) এই সমস্ত মন্দ কাজ[১] তোমার প্রতিপালকের নিকট অপছন্দনীয়।	كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾
(৩৯) এই বিষয়গুলো সেই হেকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা তোমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর (হে মানুষ!) আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত কর না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও ধিকৃত অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।	ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) سيئه শব্দে যে اضافت বা সম্বন্ধ রয়েছে তা بيانيه বা বিবরণ মূলক। তাই অনুবাদে اضافت এর অর্থ না করে "এই সমস্ত মন্দ-কাজ" বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআনের টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪ নং আয়াত :

১. শরীয়ত বিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন হস্তক্ষেপ তাদের সম্পদে করা হারাম। এতীমদের মালের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে এবং শরীয়তের নির্ধারিত পন্থায় নিজেরা ভোগ করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাযত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বছর।

২. সর্বপ্রকার অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে। অঙ্গীকার প্রধাণত দু ধরনের। (এক) যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে রয়েছে, যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা

আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তার নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকে করেছে। দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মু'মিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহর বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন (দুই) যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেনদেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব, এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যে সব চুক্তি শরীয়ত বিরোধী নয় সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়ত বিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেয়া ওয়াজিব।

● ৩৫নং আয়াত :

১. যার যতটুকু হক তার চেয়ে কম দেয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চেয়ে কম কাজ করে কিংবা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

২. সঠিক পাল্লায় পূর্ণ মাপ দেয়া উত্তম। অর্থাৎ, শরীয়তের বিধান ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগত ভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম ওজন করাকে ভাল মনে করে না, তাই এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে যেমন উত্তম। আবার এর পরিণামও শুভ। এতে পরকালের পরিণাম তথা ছওয়াব ও জান্নাত ছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণামের দিকেও ইংগিত করা হয়েছে। কারণ কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। আর বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৬নং আয়াত :

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয়ে সঠিক ও যথাযথ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত তার অনুসরণ করা বৈধ নয়, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণতঃ কাউকে দোষারোপ করল, কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, চোখে দেখার বস্তু হলে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, উক্ত অভিযোগ ও কল্পনা সত্য ছিল না মিথ্যা ? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষী দেবে। এসব জিজ্ঞাসাবাদ হবে কেয়ামতের দিন।

● ৩৭নং আয়াত :

আয়াত প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য গর্ব ও অহংকার মোটেও উচিত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৮নং আয়াত :

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত মন্দ বিধানাবলী আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এগুলোর মধ্যে যা হারাম ও নিষিদ্ধ তা অপছন্দনীয় হওয়া তো স্পষ্ট। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় নির্দেশও রয়েছে, যেমন পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূরণ করা। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এগুলোর বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা, অর্থাৎ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে অসদাচরণ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এ সবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

www.maktabatulabrar.com

● ৩৯নং আয়াত :

আয়াত প্রমাণ করে যে, উপরোল্লেখিত বিধানাবলী আল্লাহর ওহী কৃত হেকমতের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের (উপরে বর্ণিত) পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে"। ২৩-৩৭নং আয়াতগুলোতে ২৫টি শরয়ী বিধান দেয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

أَفَأَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾	(৪০) তবুও কি[১] (বলছ যে,) তোমাদের প্রতিপালক পুত্র-সন্তানের জন্য তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে (আপন) কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথা বলছ।
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۚ وَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾	(৪১) আর অবশ্যই আমি এই কুরআনে (তাওহীদের প্রমাণ ও শিরকের খণ্ডনকে) বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উত্তমরূপে বুঝে নেয়। কিন্তু এটা তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করছে।
قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾	(৪২) তুমি বলে দাও, যদি তাঁর সাথে আরও খোদারা থাকত, যেমন তারা বলে থাকে, তবে তো তারা অবশ্যই আরশ অধিপতি (আল্লাহ) পর্যন্ত পৌঁছার পথ খুঁজে নিত।
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾	(৪৩) তার পবিত্রতা (বর্ণনা করছি), এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾	(৪৪) সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যারা আছে[২] তার তাসবীহ পাঠ করে থাকে আর (শুধু তারা কেন) এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ না করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। তিনি তো হলেন অতি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, افاصفاكم শব্দে ف হরফটি ترتيب এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন-এর টীকা) অর্থাৎ, পূর্বে বর্ণিত শিরকের নিন্দা ও বাতিল হওয়ার বক্তব্য শোনার পরও কি তোমরা বলবে ...?

(২) ফেরেশতা ও জিন ইনসান। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০ নং আয়াত :

১. আরব মুশরিকদের এই উক্তির খণ্ডন যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা।

২. এরূপ উক্তি মহাপাপ।

● ৪১ নং আয়াত :

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উত্তমরূপে বুঝে নেয়া, হৃদয়ঙ্গম করা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে নানা স্থানে বিভিন্নভাবে তাওহীদের প্রমাণ ও শিরকের খন্ডন সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

● ৪২–৪৩ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর শরীক না থাকার একটি দলীল বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর শরীক থাকলে সেই শরীকরা মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বহু পূর্বেই আরশ অধিপতি আসল খোদা (আল্লাহ)কে পাওয়ার পথ খুঁজে নিত এবং আল্লাহর সাথে তাদের সংঘর্ষ ঘটত। ফলে জগতের শৃংখলা ব্যাহত হত। যখন এমনটি হয়নি, তাহলে বুঝা গেল তাঁর শরীকও নেই।

২. আল্লাহর কোন শরীক নেই, তিনি শিরক থেকে পবিত্র।

● ৪৪ নং আয়াত :

১. সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন ও এতদুভয়ের অন্তর্গত সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে। এমনকি কাফের ও নাস্তিকদের প্রত্যেকটি অঙ্গও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। যদিও তারা ফেরেশ্‌তা, ঈমানদার জ্বিন ও মানুষের মত ইচ্ছাগত তাসবীহ পাঠ করছে না। জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহরই তাসবীহ পাঠ করে থাকে।

২. মুশরিকদের নিকট আযাব না আসায় তাদের শিরক সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আযাব না আসার কারণ হল আল্লাহ তা'আলার অতি সহনশীল হওয়া। অন্যথায় শিরক কর্মের কারণে তারা আযাবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আল্লাহ পরম ক্ষমাশীলও। তওবা করলেই তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তাই তড়িৎ আযাব না দিয়ে তিনি তাদেরকে তওবা করার অবকাশ দেন।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿٤٥﴾	(৪৫) আর যখন তুমি কুরআন পাঠ কর, তখন আমি তোমার মধ্যে ও যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা[১] রেখে দেই।
وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى أَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٦﴾	(৪৬) অর্থাৎ,[২] আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ ফেলে দেই, যেন তারা তা (কুরআনের উদ্দেশ্য) না বুঝে, এবং তাদের কানে বিশেষ[৩] ছিপি লাগিয়ে দেই। আর যখন তুমি কুরআনে শুধু তোমার প্রতিপালকের (গুণ-গরিমার) উল্লেখ কর, তখন তারা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٤٧﴾

(৪৭) তারা যখন তোমার প্রতি কর্ণপাত করে, আমি ভাল করে জানি যে উদ্দেশ্যে[৪] তারা কর্ণপাত করে, এবং যখন তারা (সেই শ্রুত বিষয় নিয়ে) পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকে; যখন[৫] এই[৬] জালেমরা বলে যে, তোমরা[৭] তো কেবল অনুসরণ করছ এক যাদুগ্রস্ত লোকের।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٤٨﴾

(৪৮) লক্ষ্য কর, তারা তোমার জন্য কীভাবে সব দৃষ্টান্ত আরোপ করল। বস্তুত তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তারা (সত্য) পথ পেতে পারে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সত্য সম্পর্কে চিন্তা করার ও বোঝার তাওফীক না হওয়াটাই হচ্ছে সেই পর্দা।

(২) আয়াতের عطف ব্যাখ্যা (تفسير)-এর জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) وقرا এর তানবীনই এই অর্থের ফায়দা দিয়েছে।

(৪) সেই উদ্দেশ্য হল বিদ্রূপ করা ও অযথা প্রশ্ন করা।

(৫) যেহেতু اذ يقول বাক্যটি পূর্ববর্তী نجوى اذهم বাক্যের بدل বা স্থলবর্তী বাক্যাংশ, তাই উপরোক্ত অনুবাদ অবলম্বন করা হয়েছে।

(৬) "এই" বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে وضع الظاهر موضع المضمر হয়েছে।

(৭) তোমরা অর্থাৎ মুসলমানরা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫–৪৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. মানুষ যখন গোয়ার্তুমি করে কুরআন না বুঝে এবং বুঝতে চেষ্টাও না করে, তখন আল্লাহ তাঁর খাস তওফীককে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন। এটাকেই আয়াতে গোপনীয় পর্দা ও বিশেষ ছিপি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মুশরিকরা কীভাবে তাওহীদের বক্তব্যকে ঘৃণা করত তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

● ৪৭ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা মনের গোপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও অবগত। অতএব সাবধান!

২. রসূলের প্রতি কাফের মুশরিকদের মিথ্যা অপবাদের উল্লেখ যে, তিনি যাদুগ্রস্ত তথা বিশেষ ধরনের পাগল ছিলেন।

● ৪৮ নং আয়াত :

১. রসূলের প্রতি যাদুকর, গণক, পাগল ইত্যাদি উপহাসমূলক উপাধি প্রদানের উল্লেখ।

২. কুরআন ও রসূলকে নিয়ে উপহাস করা গোমরাহী।

৩. এমন ধরনের গোমরাহীতে লিপ্ত হলে হেদায়েত পাওয়ার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আর হেদায়েতের পথ পাওয়া সম্ভব হয় না।

www.maktabatulabrar.com

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٤٩﴾

(৪৯) আর তারা বলে, যখন আমরা হাড়-গোড় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব , তারপরও কি আমাদেরকে নূতনভাবে সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করা হবে ?

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾

(৫০) তুমি বলে দাও, তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও,

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾

(৫১) অথবা এমন কোন সৃষ্ট পদার্থ হয়ে যাও,[১] যা (-র প্রাণ ধারণ করা) তোমাদের ধারণায় আরও কঠিন। তখন অবশ্যই তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? বলে দিও,[২] তিনিই (জীবিত করবেন) যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। এরপর নিশ্চয় তারা (বিদ্রূপ করে) তোমার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, সেটা কবে হবে? ,বলে দিও, সম্ভবত শীঘ্রই হবে।

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٢﴾

(৫২) (এটা সেদিন হবে) যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে যে, অতি সামান্য কালই অবস্থান করেছিলে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তোমরা পাথর, লোহা কিংবা অন্য কোন কঠিন পদার্থ হয়ে দেখ, জীবিত হও কিনা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাতেও প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন। এমন কঠিন পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করাও যখন আল্লাহর জন্য সহজ ও সম্ভব, তখন অপেক্ষাকৃত কম কঠিন পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করা তো আরও সহজ। মানব দেহের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা যে অপেক্ষাকৃত সহজ তা বলাই বাহুল্য। কারণ, এগুলোর মধ্যে একবার প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে লোহা, পাথর ইত্যাদি কঠিন পদার্থে প্রাণীদের মত প্রাণ তো কখনোও আসেনি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯–৫১ নং আয়াতসমূহ :

১. মৃত্যুবরণের পর মানুষকে পুনরায় জীবিত ও সৃষ্টি করা হবে।

২. যে আল্লাহ জড় পদার্থ কিংবা এক বিন্দু শুক্র থেকে একবার নমুনা ব্যতীত সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সেই সত্তার পক্ষে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যে অতি সহজ তা বলাই বাহুল্য।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে উত্তম পন্থায় অস্বীকারকারী ও উপহাসকারীদের বক্তব্যের জবাব দিতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. কেয়ামত নিকটবর্তী।

● ৫২ নং আয়াত :

১. ইসরাফীল (আ.)-এর ফুৎকারের সাথে সাথেই মুমিন ও কাফের সকলেই নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে আসবে। অবাধ্যাচরণের ক্ষমতা কারোরই থাকবে না। অবশ্য এই আনুগত্য সেদিন তাদের কোন কাজে আসবে না।

২. হাশরে কাফেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। আবদ ইব্নে হুমায়দ প্রমুখ ইবনে যুবায়রের থেকে উল্লেখ করেছেন যে, কেয়ামতে মানুষ سبحانك اللهم وبحمدك বলতে বলতে বের হবে। (রূহুল মাআনী)

وَ قُلْ لِّعِبَادِیْ یَقُوْلُوا الَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾

(৫৩) আর আমার বান্দাদেরকে বলে দাও! তারা যেন এমন কথা বলে যা উত্তম। শয়তান অবশ্যই মানুষের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ یَّشَاْ یَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ یَّشَاْ یُعَذِّبْكُمْ ؕ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ وَكِیْلًا ﴿۵۴﴾

(৫৪) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি রহম করবেন কিংবা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আর আমি তোমাকে তাদের কর্ম সম্পাদনকারী রূপে পাঠাইনি।

وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیّٖنَ عَلٰی بَعْضٍ وَّ اٰتَیْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۵۵﴾

(৫৫) আর তোমার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আসমানসমূহ এবং যমীনে আছে। আর আমি কতক নবীকে ফযীলত দিয়েছি কতক নবীর উপর এবং দাউদকে আমি যাবূর (কিতাব) প্রদান করেছিলাম।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩ নং আয়াত :

১. মুসলমানরা পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় যেমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করবে না। তেমনি কাফেরদের সাথেও কুভাষা ও কড়া কথা ব্যবহার করবে না। কারণ, গালমন্দ ও কটুভাষা দ্বারা না কোন দূর্গ জয় করা যায়, না কারো হেদায়েত হয়। অপ্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে তা না-জায়েয। আবার প্রয়োজনে হত্যাও জায়েয।

২. কঠোরতা ও গাল-মন্দ শয়তানের উস্কানীরই ফসল।

www.maktabatulabrar.com

৩. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তাই সে সর্বদা মানুষের ক্ষতি করারই চেষ্টা করে।

● ৫৪ নং আয়াত :

১. যেহেতু হেদায়েত ও গোমরাহী সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। তাই কঠোরতা করে লাভ নেই। (বয়ানুল-কুরআন)

২. রসূলের দায়িত্ব শুধু দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, তারা হেদায়েত গ্রহণ না করলে তিনি দায়ী নন। তিনি তাদের কর্মবিধায়ক নন যে, তাদের সব কর্ম তাঁকে সম্পাদন করেই দিতে হবে।

● ৫৫ নং আয়াত :

১. নবীগণের মর্যাদার তারতম্য প্রমাণিত। নবীগণ মূল নবুয়তের দিক থেকে সকলে সমান হলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

২. আল্লাহ তার মাখলূকের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত। সে হিসেবেই যাকে যে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা সংগত তা-ই করেছেন।

৩. হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত। তিনি যবূর কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

قُلِ ادْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا یَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْوِیْلًا ﴿۵۶﴾

(৫৬) তুমি বল, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) মনে করে বসেছ তাদেরকে একটু ডাক তো! তারা না তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে, আর না তা পরিবর্তনের।[১]

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَبْتَغُوْنَ اِلٰی رَبِّهِمُ الْوَسِیْلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ یَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿۵۷﴾

(৫৭) ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে মুশরিকরা (প্রয়োজনে) ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নিকট (পৌছার) ওসীলা অন্বেষণ করছে যে, তাদের কে (আল্লাহর) অধিক সান্নিধ্য লাভ করতে পারে[২] এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে, আর তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব ভয় করার বিষয়ই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পরিবর্তন যেমন কঠিনকে লঘু করা।

(২) ৫৭ নং আয়াতের শানে নুযূল : এই আয়াতের শানে নুযূলে আব্দুর-রাযযাক, ইবনে আবী শায়বা, বুখারী, নাসাঈ, তাবারানী প্রমুখ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিছু লোক কিছু সংখ্যক জিনের ইবাদত করত। পরে ঐ সকল জিন ইসলাম গ্রহণ করলেও (তাদের পূজারী) মানুষেরা তাদেরকে ইবাদত করতেই থাকে। এই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬ নং আয়াত :

মুশরিকদের কল্পিত ও স্থিরকৃত মা'বূদদের এতটুকু ক্ষমতাও নেই যে, তারা তাদের থেকে কোন

বিপদ দূর করবে বা কোন কঠিন বিপদকে হালকা বা পরিবর্তন করবে। কারণ, জিন জাতি ও ফেরেশতাকুলের মধ্যে যদিও মূল ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সে ক্ষমতা প্রয়োগে তারা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। অতএব যে ক্ষমতা দেয়া হয়নি সে ক্ষেত্রে তো তাদের কোন হাত নেই।

● ৫৭ নং আয়াত :

১. মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্যে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা নেই। তারা যাদের উপাসনা করে তারা নিজেরাই যখন উপাসক তখন উপাস্য কীরূপে হবে? তারাই তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, অপরের কী হিত সাধন করবে? তারাই যেখানে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহরই উপর নির্ভর করে, সেখানে তারা অন্যকে বাঁচাবে কী করে?

২. আল্লাহর আযাব কঠিন।

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿۵۸﴾

(৫৮) এমন কোন জনপদ নেই[১], যাকে আমি কেয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করে দেব না, অথবা যা (-র অধিবাসীদের)কে কঠিন আযাব দেব না[২]। একথা কিতাবে[৩] লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿۵۹﴾

(৫৯) আর (ফরমায়েশী) মু'জিযাসমূহ[৪] পাঠানোর ব্যাপারে আমাকে শুধু এ বিষয়টাই বিরত রেখেছে যে, পূর্ব যুগের লোকেরা অনুরূপগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। আমি ছামূদ জাতিকে জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আর আমি তো এরূপ মু'জিযাসমূহ শুধু ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকি।

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْۤ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿۶۰﴾

(৬০) এবং স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানব মণ্ডলীকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এবং যে দৃশ্য আমি তোমাকে দেখিয়েছি, তাকে মানবমণ্ডলীর জন্য গোমরাহীর একটি উপাদান বানিয়ে দিয়েছি মাত্র এবং কুরআনে উল্লেখিত সেই অভিশপ্ত বৃক্ষটিকেও[৫]। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে যাচ্ছি, কিন্তু সেটা তাদের গুরুতর অবাধ্যতাকে বৃদ্ধিই করে চলছে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কাফেরদের।

(২) অর্থাৎ, রোজ কেয়ামতে।

(৩) অর্থাৎ, লওহে মাহফূজে। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) মক্কার কুরায়শরা ফরমায়েশ করেছিল মৃতকে জীবিত করে দেখানো এবং সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার জন্য প্রভৃতি। (আবুস সুউদ)

(৪) এটি হল যাক্কূম বৃক্ষ। বৃক্ষটি অভিশপ্ত অর্থাৎ, তার স্বাদগ্রহণকারীরা অভিশপ্ত। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৮ নং আয়াত :

১. কাফেররা দুনিয়াতে বিপদ-আপদ দ্বারা ধ্বংস না হলেও আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

২. লওহে মাহফূজের আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

● ৫৯ নং আয়াত :

১. মু'জিযা প্রদান করা হয় জ্ঞান ও হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে, নবীর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করণার্থে।

২. ফরমায়েশ অনুযায়ী মু'জিযা প্রেরণ করলেও তা অমান্য করার নজীর তুলে ধরা হয়েছে যে, ছামূদ গোত্রের লোকেরা সেরূপ করেছিল।

৩. ফরমায়েশ অনুযায়ী মু'জিযা প্রদান করার উদ্দেশ্য এই হয় যে, এরপরও যদি ঈমান না আনে তবে ধ্বংস করে দেয়া হবে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৬০ নং আয়াত :

১. আল্লাহর জ্ঞান মানুষের সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত।

২. মে'রাজের ঘটনা ও যাক্কূম বৃক্ষের কথাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহী ও গোলযোগের উপাদান বানিয়ে দিয়েছেন। কাফেররা এর দ্বারা হেদায়েত লাভ করেনি বরং আরও গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে। কাফেররা এগুলোকে যতই অসম্ভব জ্ঞান করুক না কেন, আসলে তা অসম্ভব নয়।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿۶۱﴾

(৬১) স্মরণ কর! যখন আমি ফেরেশতা-দেরকে বললাম, আদমকে সাজদা কর, ইবলীস ব্যতীত সকলে তৎক্ষণাত[১] সাজদায় পতিত হল। সে বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সাজদা করব, যাকে আপনি কাদামাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾	(৬২) সে (বিতাড়িত হয়ে আরো) বলল, আচ্ছা বলুন তো এই লোক-যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দিলেন (কেন তাকে আমার উপর মর্যাদা দিলেন?)[২], আপনি যদি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন, তাহলে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার সমস্ত বংশধরকে অবশ্যই বশে নিয়ে নিব।[৩]
قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾	(৬৩) তিনি (আল্লাহ) বললেন, যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার সঙ্গী হবে, নিঃসন্দেহে জাহান্নামই হবে তোমাদের শাস্তি, পরিপূর্ণ শাস্তি।
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾	(৬৪) এবং তুমি তাদের মধ্য থেকে যাকে পার স্বীয় আওয়াজ[৪] দ্বারা পদস্খলিত কর, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী[৫] নিয়ে তাদের উপর চড়াও হও, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে নিজের ভাগ বসিয়ে নাও[৬] এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।
اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾	(৬৫) আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না। আর ওয়াকীল[৭] হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) فسجدوا এর ف হরফটি تعقيب على الفور এর জন্য, তাই অনুবাদে "তৎক্ষণাত" শব্দটি যোগ করা হল।

(২) ارأيتك শব্দের প্রথম مفعول হল هذا الذي আর ২য় مفعول উহ্য রয়েছে, তা হল لم كرمته على । উহ্য مفعول এর তর্জমা বন্ধনীতে রাখা হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(৩) احتنك শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বশীভূত করা, সমূলে উৎপাটিত করা, ধ্বংস করা ইত্যাদি। অনুবাদে গৃহীত অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) পাপাচারের দিকে আহবান করা ও পাপের কুমন্ত্রণা দেয়াকে এখানে আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হেয় করার জন্য সেটাকে আওয়াজ আখ্যা দেয়া হয়েছে, যেন তা অর্থহীন আওয়াজ মাত্র।

(৫) আরবদের পরিভাষায় "অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী" বলে সাধারণভাবে সৈন্য বাহিনীকেই বোঝানো হয়। এখানেও সম্ভবত এটাই উদ্দেশ্য। এতে পৃথক পৃথকভাবে উক্ত বাহিনী থাকা জরুরী হয় না। পূর্ণ বাহিনী বা পূর্ণ শক্তি ব্যয় করাই এ কথার উদ্দেশ্য। এক মতে জিন ইনসানের মধ্যে যেসব আরোহী পাপের পথে লড়াই করে তারা হল শয়তানের অশ্বারোহী বাহিনী আর যারা পাপের পথে পদাতিক লড়াই করে তারা হল শয়তানের পদাতিক বাহিনী।

(৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা বা অবৈধ কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধন-সম্পদে শয়তানের শরীকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েকভাবে হতে পারে, সন্তান অবৈধ ও জারয হলে, সন্তানের মুশরিক সুলভ নাম রাখা হলে, তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) এখানে ওয়াকীল অর্থ যার উপর বিভিন্ন কাজ সোপর্দ করা যায় এবং যার থেকে সাহায্য লাভ করা যায়। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন রক্ষাকর্তা। (রুহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬১–৬২ নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত আদম (আ.)-এর ফযীলত প্রমাণিত। ফেরেশতা দ্বারা তাকে সাজদা করানো হয়েছে।

২. ইবলীস সাজদা করেনি বরং উল্টো প্রশ্ন তুলেছে। সে জিদ বশত বনী আদমকে গোমরাহ করার প্রত্যয় গ্রহণ করেছে।

৩. আল্লাহর হুকুমের সামনে উল্টো প্রশ্ন তোলা শয়তানী কর্ম।

৪. ৬২নং আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর আদেশ পাওয়ার পর আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য রহস্য অনুসন্ধানের কোন অধিকার নেই। তাই শয়তানের প্রশ্ন তার মধ্যে কী মর্যাদা রয়েছে, তাকে কেন শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হল" এসবের উত্তর দেয়া হয়নি।

● ৬৩ নং আয়াত :

১. শয়তানের অনুসরণ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

২. শয়তানের অনুগামীরা শয়তানের সাথেই জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। (এভাবে পাশে শয়তানকে ফেলার ফলে তাদের মর্ম যাতনা বৃদ্ধি পাবে এই ভেবে যে, এর অনুসরণের ফলেই আমাদেরকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

● ৬৪ নং আয়াত :

১. মানুষকে বিভ্রান্ত করার বহুমুখী ক্ষমতা শয়তানকে দেয়া হয়েছে। (এটা করা হয়েছে মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।)

২. শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকাই হয়ে থাকে।

● ৬৫ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা করেন।

২. আল্লাহ তা'আলা বান্দার রক্ষণাবেক্ষণকারী ও কার্যনির্বাহক।

www.maktabatulabrar.com

رَبُّكُمُ الَّذِیْ یُزْجِیْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِیْمًا ﴿۶۶﴾

(৬৬) তোমাদের রব তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (তার প্রদত্ত রিযিক) অন্বেষণ করতে পার।[১] নিশ্চয় তিনি হলেন তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِیَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَی الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿۶۷﴾

(৬৭) আর যখন সমুদ্রে তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা (বিভিন্ন প্রয়োজনে) আহ্বান করে থাক, তারা সকলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলের দিকে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ হল বড়ই অকৃতজ্ঞ।

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ یَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِیْلًا ﴿۶۸﴾

(৬৮) তবে কি তোমরা এ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের সহ[২] ভূ-প্রান্তকে[৩] ধ্বসিয়ে দিবেন। কিংবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী (প্রচণ্ড) বায়ু[৪] প্রেরণ করবেন, অতঃপর তোমরা নিজেদের জন্য কোন ওয়াকীল[৫] পাবে না?

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ یُّعِیْدَكُمْ فِیْهِ تَارَةً اُخْرٰی فَیُرْسِلَ عَلَیْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّیْحِ فَیُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَیْنَا بِهٖ تَبِیْعًا ﴿۶۹﴾

(৬৯) নাকি তোমরা (এ থেকে) নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি আবার তোমাদেরকে তাতেই (সমুদ্রে) ফিরিয়ে নিবেন, অতঃপর তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝড়-বায়ু[৬] প্রেরণ করবেন, আর তোমাদের কুফরী'র কারণে তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন? তোমরা তখন এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী[৭] পাবে না।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْۤ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیْلًا ﴿۷۰﴾

(৭০) আর নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, তাদেরকে জলে-স্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম উত্তম বস্তু দান[৮] করেছি এবং তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যাতে রিযিক অন্বেষণ করতে পার তিনি তার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, بكم শব্দের ب বর্ণ مصاحبة বা সহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, جانب البر শব্দটি مفعول হয়েছে يخسف শব্দের। جانب البر অর্থ স্থলভাগের প্রান্ত বা সমুদ্রকূল কিংবা পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত। কেউ কেউ جانب البر কে يخسف ক্রিয়ার ظرف আখ্যায়িত করেছেন। তখন ب হরফটি تعدية এর জন্য হবে। (তখন অর্থ হবে স্থলভাগের কোন প্রান্তে তোমাদেরকে ধ্বসিয়ে দিবেন।) আমরা আল্লামা মাহমূদ আলূসী ও আবূ মাসউদ প্রমুখের পছন্দ অনুযায়ী আয়াতের অনুবাদ গ্রহণ করেছি। (রূহুল মাআনী)

(৪) حاصبا শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এখানে ফাররা (র.) বর্ণিত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা যামাখশারী প্রমুখও এই অর্থ গ্রহণ করছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এর অর্থ শিলাবৃষ্টি। (রূহুল মাআনী)

(৫) এখানে "ওয়াকীল" অর্থ যার নিকট বিভিন্ন বিষয় সোপর্দ করা হয় এবং তিনি বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন এমন কার্যনির্বাহক, রক্ষাকর্তা।

(৬) মূলত ঐ ঝড়-বায়ুকে বলা হয়, যে ঝড়-বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তা-ই ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে ফেলে। (জালালাইন)

(৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী تبيعا এর অর্থ এখানে সাহায্যকারী গ্রহণ করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৮) এখানে رزقناهم শব্দের অর্থ "খাদ্য দিয়েছি" না করে "দান করেছি" করায় ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে رزق শব্দ ব্যাপক অর্থে তথা খাদ্য-পানীয়, পরিধেয় ও বিছানাপত্র ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬নং আয়াত :

১. আল্লাহর কার্যাবলী দিয়ে আল্লাহর পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২. সম্পদ আল্লাহর অনুগ্রহে অর্জিত হয়, কেউ মেধা বলে কিংবা শক্তি বলে তা অর্জন করতে পারে না।

● ৬৭নং আয়াত :

১. মুশরিকরাও আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করে তবে বিপদে পড়লে করে, বিপদ উদ্ধার হয়ে গেলে পুনরায় শির্ক কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কবর পূজারী ও বিপদ-আপদে ওলী-আউলিয়াদেরকে আহবান কারীদের অবস্থাও অনুরূপ।

২. আয়াতে মুশরিকদেরকে সাবধান করা হয়েছে।

৩. অকৃতজ্ঞতার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

● ৬৮–৬৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. মুশরিক ও পাপিদের জন্য জল-স্থলের কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়। যে কোনো জায়গায় তাদের উপর আল্লাহর গযব ও আযাব নাযেল হতে পারে। সুতরাং সমুদ্রের মহা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করলেই নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকূলেও তাদের উপর আরো বড় বিপদ বা আযাব নাযেল করতে সক্ষম।

২. সকল অবস্থায়ই তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দানকারী কেউ নেই। কৈফিয়ত তলবকারীও কেউ নেই। সুতরাং সর্বদা তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

● ৭০নং আয়াত :

১. মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহরাজির বর্ণনা।

২. আদম-সন্তানদেরকে ইজ্জত-সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মানুষকে যে ইজ্জত-সম্মান দেয়া হয়েছে তা দু'প্রকারঃ (ক) দৈহিক, (খ) রূহানী বা আত্মিক। দৈহিক সম্মানে কাফের ও মুমিন সমানভাবে শরীক। দৈহিক কারামত বা সম্মান হল, (১) আল্লাহ নিজ কুদরতী হাতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। (২) আহসানি তাকবীম বা সর্বোত্তম কাঠামোতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। (৩) তাকে সুষম প্রকৃতি ও সুষম অঙ্গসৌষ্ঠব দিয়েছেন। (৪) মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা দান করেছেন। (৫) কলমের সাহায্যে লেখা শিক্ষা দিয়েছেন। (৬) ধরা ও খাওয়ার জন্য আঙ্গুল দিয়েছেন। (৭) তাকে এমন জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন যার সাহায্যে সে সমস্ত উর্ধ্বজগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। এরই মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। (৮) বিভিন্ন প্রকার আবিস্কার, উদ্ভাবন ও শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করণের জন্য তার প্রতি এলহাম করেছেন। (৯) জীবনোপকরণের প্রতি পথ নির্দেশ করেছেন। (১০) পুরুষদেরকে দাড়ি ও নারীদেরকে মাথার কেশ দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। আর রূহানী বা আত্মিক সম্মানও দ্বিবিধ (ক) সাধারণ আত্মিক সম্মান : যাতে মু'মিন ও কাফের সকলেই শরীক, যথা : (১) রূহ দান করা, (২) আদম-সন্তানদেরকে আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠ দেশ থেকে বের করা এবং তাদেরকে আত্মিক জগতে "আলাসতু বি-রাব্বিকুম"(আমি কি তোমাদের প্রভু নই?)-এর খেতাবে ভূষিত করা। (৩) সমস্ত আদম-সন্তানকে উক্ত স্বভাব-প্রকৃতির অর্থাৎ "আহ্‌দে আলাসতু" এর উপর পয়দা করা, (৪) রূহ জগতের সেই অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য নবী-রসূল ও কিতাব প্রেরণ করা। (খ) বিশেষ আত্মিক সম্মান : যদ্বারা আল্লাহ শুধু তাঁর খাস বান্দা তথা আম্বিয়া, আওলিয়া ও ইবাদত গুজার মুমিনদেরকে সম্মানিত ও মর্যাদা মণ্ডিত করেছেন। নবী-রসূলগণকে নবুয়ত ও রিসালাত-এর মর্যাদা দ্বারা, ওলী-আউলিয়াদেরকে নূরে বেলায়েত ও নূরে মা'রেফাত-এর মর্যাদা দ্বারা এবং আহলে ঈমানকে ঈমান, ইসলাম ও সীরাতে মুসতাকীমের হেদায়েত দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, কারামত (সম্মান) সেই গুণকে বলে, যা কেবল কোন সত্তার মধ্যে পাওয়া যায় অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর ফযীলত ও ফযল (শ্রেষ্ঠত্ব) সেই আধিক্যকে বলা হয়, যা অন্যের তুলনায় কোন সত্তার মাঝে অধিক হয়। মানুষ তার হাকীকত তথা স্বরূপের বিচারে সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও মর্যাদামণ্ডিত। যেমন বিবেক-বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, সুন্দর চেহারা এই সব মানুষের এমন কারামত ও সম্মান, যা মানুষ ছাড়া কোন সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার মানুষ তার উন্নত চরিত্র ও নেক আমলের দিক থেকে অনেক সৃষ্টির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীসী)

৩. আয়াত দ্বারা এ শিক্ষাও লাভ করা যায় যে, যেহেতু আল্লাহই মানুষকে ইজ্জত-সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে মণ্ডিত করেছেন, তাই এর দাবী এই যে, জান-প্রাণ দিয়ে এই সম্মান দানকারীর শোকর আদায় করা এবং শিরক ও না-শোকরী থেকে দূরে থাকা উচিত।

www.maktabatulabrar.com

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾

(৭১) (স্মরণ কর,) যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমামসহ[১] ডাকব। অতঃপর যাদের ডান হাতে তাদের আমল-নামা দেয়া হবে, তারা নিজ নিজ আমল-নামা পাঠ করতে থাকবে[২]। আর তাদের প্রতি সুতা পরিমাণও[৩] জুলুম করা হবে না।

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾

(৭২) আর যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকবে, সে পরকালেও অন্ধ থাকবে, এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ইমাম" অর্থ- যার অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়। যথা-মুমিনদের নবী, কিতাব, ধর্মীয় নেতা, বা কাফেরদের ধর্মীয় নেতা, বড় শয়তান, মিথ্যা মা'বূদ, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে وجعلناهم أئمة يهدون الى النار (জাহান্নামের পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে আমি ইমাম বানিয়েছি) [সূরা কাসাস] এবং হাদীসে বলা হয়েছে لتتبع كل أمة ما كانت تعبد الخ প্রত্যেক দল নিজ নিজ উপাস্যের অনুসরণ করবে। "ইমাম" শব্দের অর্থ আমলনামা"ও হতে পারে। সেমতে তর্জমা হবে যেদিন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামা সহ ডাকব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(২) يقرئون শব্দটি مضارع এর صيغة আর مضارع এর صيغة কোন কাজের استمرار বা বারবার ঘটাকে বোঝায়। তাই অনুবাদে "করতে থাকবে" বলা হয়েছে, অর্থাৎ, তারা খুশীতে তা বারবার পড়বে।

(৩) فتيل বলা হয় খেজুর বীচির ফাটলের মধ্যকার সূতা সদৃশ বাকলকে। (আবুস সুউদ) সামান্য পরিমাণ বোঝানোর জন্য এরূপ বাকরীতি গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না, তাদের আমল বা ছওয়াব থেকে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১ নং আয়াত :

১. কাফের নেতা, শয়তান ও মিথ্যা মাবূদের অনুসরণের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

২. আমলনামার আকীদা প্রমাণিত।

৩. কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর যে ইনসাফের আদালত কায়েম হবে তাতে সামান্য পরিমাণও জুলুম থাকবে না।

● ৭২ নং আয়াত :

১. যারা দুনিয়াতে নাজাতের পথ দেখা থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে, তারা পরকালেও নাজাতের মঞ্জিল-জান্নাত থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে। বরং দুনিয়া অপেক্ষা সেখানে অধিক পথভ্রষ্ট হবে। কারণ দুনিয়ায় তো ভাল হওয়ার, সুপথ প্রাপ্তির সুযোগ ছিল সেখানে তা-ও নেই। আর এদেরকেই বাঁ হাতে অমলনামা দেয়া হবে। (বয়ানুল কুরআন)

২. দুনিয়ায় হক দেখা থেকে অন্ধ থাকা জাহান্নামের পথ রচনা করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾	(৭৩) আর আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট যা পাঠিয়েছি সে ব্যাপারে তারা তোমাকে ফিতনায় ফেলার[১] উপক্রম করেছিল, যাতে তুমি তা-ব্যতীত আমার প্রতি (কার্যত) ভুল কথা আরোপ কর[২]। এবং তখন তারা তোমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নিত।
وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿٧٤﴾	(৭৪) আর আমি যদি তোমাকে দৃঢ়-পদ না বানিয়ে থাকতাম,[৩] তবে তুমিও তাদের প্রতি খুবই যৎ-কিঞ্চিত ঝুকে পড়ার উপক্রম হতে[৪]।
اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾	(৭৫) আর তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে আস্বাদন করাতাম ইহজীবনের দ্বিগুণ শাস্তি ও পরজীবনের দ্বিগুণ শাস্তি। অনন্তর তুমি আমার মোকাবিলায় তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না।
وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾	(৭৬) আর তারা তো তোমাকে এই ভূমি[৫] থেকে পদস্খলিত করার উপক্রম করেছিল[৬], তোমাকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য। আর তেমন হলে তারাও তোমার পর (এখানে) খুব অল্প সময় ব্যতীত টিকে থাকতে পারবে না[৭]।
سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾	(৭৭) তোমার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি তাদের ক্ষেত্রেও আমার এই নিয়ম ছিল[৮]। আর তুমি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবে না[৯]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রতারিত ও পদস্খলিত করার ইচ্ছা করেছিল।

(২) কারণ, নবীর কাজ শরীয়ত বিরুদ্ধ হয় না। সুতরাং তিনি যদি তাদের আবেদন অনুসারে কাজ করতেন তাহলে প্রকারান্তরে সে সম্বন্ধে আল্লাহর বিধান রয়েছে বলেই দাবী করার নামান্তরে হত, আর এটা হত আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ।

শানে নুযূল : আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই বিশুদ্ধ নয়। এবং আয়াতের তাফসীর এর কোনটার উপরই নির্ভরশীল নয়। আরবের মুশরিকরা বিভিন্নভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতারিত করতে চেয়েছিল। কখনো বলেছিল আপনার কাছ থেকে দরিদ্রদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমরা মুসলমান হব, কখনো বলত, মূর্তিপূজা সম্পর্কিত

www.maktabatulabrar.com

আয়াতগুলো কুরআন থেকে বের করে দিলেই আমরা আপনার অনুসরণ করব। কখনো হুকুমত ও সুন্দরী রমণীর লোভ দেখাত। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ তা'আলা মাসূম বা নিষ্পাপ বানানোর কারণে সকল প্রতারণা ছিন্ন করে তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমার এক হাতে চন্দ্র, অপর হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি একটুও বিচ্যুত হব না।

(৩) অর্থাৎ, তোমাকে যদি মা'সূম বা নিষ্পাপ বানিয়ে সৃষ্টি না করতাম।

(৪) ركون শব্দটি ركن থেকে, যার অর্থ কিঞ্চিত ঝোঁকা, অন্তরের হালকা আকর্ষণ। এর সাথে شيئا قليلا বাড়ানো হয়েছে। এর দ্বারা সামান্য থেকে সামান্যতম বা একেবারেই যৎ-কিঞ্চিত বোঝানো হয়েছে। এর সাথে لقد كدت বাড়িয়ে এর সংঘটনের সম্ভাবনাকে আরো হালকা করা হয়েছে।

(৫) অর্থাৎ, মক্কাভূমি থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৬) অর্থাৎ, ঘাবড়িয়ে দিয়ে এবং অস্থির পেরেশান করে তুলে তোমাকে এখান থেকে বের হতে বাধ্য করতে চাচ্ছে। শেয়াবে আবী তালিবে আবদ্ধ করে ও বয়কট করে তারা এমনই করেছিল। বাহরুল মুহীতের বর্ণনা মতে আয়াত নাযেলের পরই এই ঘটনা ঘটে। (রূহুল মাআনী)

(৭) তাই হয়েছিল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে চলে যাওয়ার মাত্র দেড় বছর পর মক্কার বড় বড় নামকরা নেতারা বদর প্রান্তরে চরম লাঞ্ছণার সাথে মৃত্যুবরণ করে এবং এর মাত্র ৫/৬ বছর পর মক্কা মুসলমানদের দখলে আসে। এতে কাফেরদের হুকুমত ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরিশেষে সামান্য কিছুদিন যেতে না যেতেই সমগ্র আরব উপদ্বীপে পয়গম্বর বিরোধী একটি লোকও বাকী থাকল না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) তাদেরকেও যখন তাদের সম্প্রদায় নিজ এলাকা থেকে বের করে দেয়, তখন তাদেরও আর সেখানে থাকা ভাগ্যে জোটেনি। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) মু'জিযা দ্বারা এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। কারণ, আল্লাহর নিয়ম দু-প্রকার, সাধারণ (যা সাধারণভাবে চলে), ও বিশেষ (যা নবী-রসূলদের সাথে খাস), মু'জিযা দ্বারা আল্লাহর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও বিশেষ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত :

১. কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছে।

২. সমস্ত লোভ-লালসা উপেক্ষা করে শরীয়তের উপর অটল-অবিচল থাকা একজন ওয়ারিছে নবীর কর্তব্য।

● ৭৪–৭৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. নাফরমানী করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে শাস্তির হুমকী প্রদান করা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতকে শাসানো যে, ওহী পরিত্যাগ করে কাফেরদের কথামত কাজ করলে শাস্তির উপযুক্ত হতে হবে। নতুবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা নাফরমানী হতে পারে তার তো দূর দুরান্তরেরও সম্ভাবনা নেই।

২. নৈকট্যপ্রাপ্তের শাস্তিও বেশী হয়ে থাকে। যিনি যত বড় হন তার ইনআমও যেমন বড় হয়ে থাকে, শাস্তির উপযুক্ত হলে সে শাস্তিও বড় হবারই কথা।

● ৭৬–৭৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. কোন এলাকা থেকে নবী-রসূলকে উচ্ছেদ করে কেউ সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারেনি। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

২. আল্লাহর এই প্রাকৃতিক প্রতিবিধানের নিয়ম আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন হয় না। (৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. নবী রসূলের উপস্থিতি শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিভূ।

(৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার পর[১] থেকে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামাযগুলো[২] যথা নিয়মে আদায় কর এবং ফজরের নামাযও। নিশ্চয় ফজরের নামায[৩] (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।	اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿۷۸﴾
(৭৯) আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও (নামায আদায় কর)[৪], এ সময় তাহাজ্জুদ পড়তে থাক, যা তোমার জন্য অতিরিক্ত; অচিরেই তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমূদে[৫] স্থান দিবেন।	وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿۷۹﴾
(৮০) আর বল, ওগো আমার প্রতিপালক! আমাকে উত্তমরূপে প্রবেশ করিও এবং উত্তমরূপে বের করিও।[৬] আর আমাকে তোমার পক্ষ থেকে এমন আধিপত্য দান কর, যার সাথে (তোমার) সাহায্য থাকে।	وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۸۰﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, لدلوك এর لام হরফটি تاقيت এর জন্য, আর এটা بعد বা পর অর্থেই হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) الصلوة -এর অর্থ করা হয়েছে নামাযগুলো। শব্দের لام হরফটি جنس এর জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) قرآن অর্থ এখানে নামায, নীছাবূরী (রহঃ)-এর মতে এ অর্থের উপর তাফসীরবিদগণের ইজমা হয়েছে। একে আরবী পরিভাষায় تسمية الكل بجزئه الاشرف (কোন বস্তুর প্রধান অংশের দ্বারা তার নামকরণ করা) বলা হয়। এ ভঙ্গি ব্যবহার করায় এ ইশারাও রয়েছে যে, ফজরে কেরাত দীর্ঘ করা মুস্তাহাব। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) আদায় কর বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, من الليل এর সম্পর্ক উহ্য একটি اقم এর সাথে, যার عطف ঘটেছে পূর্বোক্ত اقم এর উপর। আর এরই বিবরণ দেয়া হয়েছে فتهجد শব্দের মধ্যে। من الليل

www.maktabatulabrar.com

এর من হরফটি تبعيض বা কিছু অর্থে, এবং به এর ب হরফটি في বা মধ্যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) "মাকামে মাহমূদে স্থান দিবেন" এই অর্থে দুটি ইশারা করা হয়েছে। এক. এখানে يبعثك শব্দটি يقيمك এর অর্থকে শামেল রেখেছে। যার অর্থ স্থান দেয়া। দুই. مقاما এর মধ্যে نصب হয়েছে ظرف হওয়ার কারণে। অর্থাৎ, في مقام।

(৬) এই প্রবেশ করানো ও বের করা দ্বারা মদীনায় প্রবেশ করানো এবং মক্কা থেকে বের করা বা মক্কায় যাওয়ার পর সেখানে যে কোন স্থানে প্রবেশ করা ও সেখান থেকে বের হওয়া কিংবা কবরে প্রবেশ ও সেখান থেকে বের হওয়া উদ্দেশ্য।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৮নং আয়াত :

১. শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হল নামায। কারণ, পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখপূর্বক নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়ার পেছনে উপরোক্ত ফায়দাটি কার্যকর।

২. নামাযের ওয়াক্তসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩. ফজরের নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত অন্যান্য নামায অপেক্ষা বেশী। তাই এটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফজরের নামাযে ফেরেশতারা উপস্থিত ও একত্রিত হয়। সহীহ্ হাদীছসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির আমল লিখক উভয়-দল ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়।

● ৭৯নং আয়াত :

১. তাহাজ্জুদ নামায রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অতিরিক্ত ফযীলত। যেহেতু তিনি মা'সূম তাই এই অতিরিক্ত ফযীলত হওয়াটা তাঁর জন্যই খাস। পক্ষান্তরে উম্মতের জন্য কখনোও তা গোনাহের কাফফারাও হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

২. নফল নামায বিশেষত তাহাজ্জুদের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মাকামে মাহমূদ নির্ধারিত। বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মাখলূক একত্রিত হবে। হিসাব-কিতাব শুরু না হওয়ার দরুণ তারা যে ভয়াবহ অবস্থা ও দুঃসহ যাতনা ভোগ করবে, তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রত্যেক পয়গম্বরের নিকট শাফাআতের দরখাস্ত করবে। তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন এবং একমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এই মহান সম্মান লাভ করবেন। তাঁর শাফাআ-তের পরই আল্লাহ তা'আলা হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন।

● ৮০নং আয়াত :

আয়াতে বর্ণিত প্রবেশ করানো ও বের করা দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। (৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।) তবে শব্দ ব্যাপক হওয়ায় যে কোন নতুন জায়গায় যাওয়ার বা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের কাজ শুরু করতে গিয়ে এই দু'আটি পাঠ করা যায়।

(৮১) আর বল, হক[১] এসে গেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয় বাতিল তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।	وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾
(৮২) আর আমি নাযেল করি এমন বস্তু অর্থাৎ২ কুরআন যা মুমিনদের জন্য শেফা[৩] ও রহমত। আর এটা বে-ইনসাফদের কেবল অনিষ্টই বৃদ্ধি করে।	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾
(৮৩) আর যখন আমি মানুষকে নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের পাশ ফিরায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।	وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ﴿٨٣﴾
(৮৪) বলে দাও, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থা[৪] অনুসারে কাজ করে। বস্তুত তোমাদের প্রতিপালক খুব অবগত আছেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।	قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "হক" বলতে দ্বীনে হক তথা ইসলাম বা ওহীকে বোঝানো হয়েছে এবং বাতিল বলে বাতিল দ্বীন তথা কুফর শিরক কিংবা শয়তানী প্ররোচনাকে বোঝানো হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(২) অনুবাদে "অর্থাৎ" শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, من القرن এর من হরফটি পরবর্তী ما هو এর জন্য بيانيه বা বিবরণমূলক। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৩) শেফা বলতে খারাপ আকীদা, খারাপ ধারণা এবং সন্দেহ রোগ থেকে শেফা। (প্রাগুক্ত)

(৪) আয়াতে উল্লেখিত شاكلة শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। এ সবের সারমর্ম হল পরিবেশ। পরিবেশ, সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮১নং আয়াত :

১. আয়াতে সত্য তথা ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় কাবা ঘরে ঢুকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন।

২. হক ও বাতিলের লড়াইয়ে সর্বদা হকের বিজয় ঘটে। বাতিল যতই মাথা চাড়া দিক না কেন এর পরিণতি হল বিলুপ্ত হওয়া।

৩. শিরক ও কুফরের চিহ্ন তথা মূর্তি ইত্যাদি এবং গোনাহর কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় কাবা ঘরের

www.maktabatulabrar.com

চতুষ্পার্শ্বে স্থাপিত তিনশত ষাটটি মূর্তি স্বহস্তে লাঠি দ্বারা গুতিয়ে ভেঙ্গেছিলেন, আর এই আয়াত পাঠ করেছিলেন।

● ৮২নং আয়াত :

১. কুরআন দ্বারা আকীদা ও ধারণার খারাবী থেকে মুক্তি লাভ হয়। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. যারা মানে না কুরআন তাদের জন্য অনিষ্ট ও ক্ষতিই বৃদ্ধি করে থাকে। কারণ, যত অমান্যতা বৃদ্ধি পায় ততই তাদের ক্ষতির কারণ বৃদ্ধি পায়।

● ৮৩নং আয়াত :

১. কাফেররা নেয়ামত পেলে না-শোকরী করে এবং না পেলে একেবারে হতাশ হয়ে যায়।

২. অতএব মুমিনদের এই কাফের সুলভ আচরণ পরিহার করা কর্তব্য। তাদেরকে নেয়ামত পাওয়ার অবস্থায় শোকর ও না পাওয়ার অবস্থায় সবর করতে হবে।

● ৮৪নং আয়াত :

১. মন্দ অভ্যাস, মন্দ পরিবেশ ও মন্দ সংসর্গ থেকে বিরত থাকা জরুরী এবং সৎ লোকের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. কারা সঠিক পথে আছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত, সেমতে তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

(৮৫) তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে রূহ সম্বন্ধে। তুমি বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের একটা ব্যাপার[১]। আর তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে।	وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾
(৮৬) আর যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে যে পরিমাণ ওহী তোমার কাছে প্রেরণ করেছি সে সবই ছিনিয়ে নিতে পারি। অনন্তর তুমি নিজের জন্য তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মোকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবে না।	وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾
(৮৭) কিন্তু (এটা) শুধু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ (যে, তিনি তা করেননি)। নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।	اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾
(৮৮) তুমি বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সকলে এই উদ্দেশ্যে একত্র হয় যে, এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনবে, তথাপিও এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারীও হয়।	قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾

(৮৯) আর আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়বস্তু বিভিন্ন পদ্ধতিতে[২] বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে রইল না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৮৫ নং আয়াতের শানে নুযূল : এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করছিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে খেজুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েক জন ইয়াহুদীর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেউ কেউ বলল, না, জিজ্ঞাসা করো না। কিন্তু কয়েকজন প্রশ্ন করেই বসল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছড়িতে ভর দিয়েই রইলেন। আমি ভাবলাম তাঁর প্রতি ওহী নাযেল হবে। অতঃপর ওহী নাযেল হলে তিনি অত্র আয়াত পাঠ করে শুনালেন। (রূহুল মাআনী)

(১) امر -এর অর্থ شان (ব্যাপার) । من হল بيانيه। (রূহুল মাআনী ও আবুস সুউদ) বলা হয়েছে, রূহ হল আমার প্রতিপালকের একটা ব্যাপার, তোমরা এর স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হবে না। কারণ, তোমাদের জ্ঞানতো অতি সামান্য। অনেকে এর অর্থ করেছেন "রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ঘটিত।" আমরা যে অর্থ করেছি সে অর্থ করলে পরবর্তী বক্তব্য (তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে।)-এর সাথে পূর্বের বক্তব্যের সম্বন্ধ অধিকতর স্পষ্ট হয়।

(২) উত্তম বিষয়বস্তু বলে مثل এর অর্থ করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীতে এমনই আছে اى من كل معنى بديع। আর বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলে صرفنا এর অর্থ করা হয়েছে, যেমন রূহুল মাআনীতে আছে كررنا ووددنا على أساليب مختلفة। আল্লামা আবূ হায়্যানের মতে এখানে صرفنا শব্দের مفعول বা কর্ম البيان শব্দটি উহ্য রয়েছে, তাই অনুবাদে "বর্ণনা করেছি" বলা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৫নং আয়াত :

১. রূহ-এর স্বরূপ আল্লাহই অবগত আছেন। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞানই মানুষের জন্য যথেষ্ট।

২. মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। এই সামান্য জ্ঞান দ্বারা রূহ-এর হাকীকত তথা স্বরূপ বুঝা বড় দুঃস্কর।

● ৮৬নং আয়াত :

যতটুক জ্ঞান মানুষ লাভ করেছে, তাও তার নিজস্ব নয়, আল্লাহরই দান মাত্র। ইচ্ছা করলে তিনি তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। তাই এর জন্য সদা কৃতজ্ঞ থাকা ও অনর্থক গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত।

● ৮৭নং আয়াত :

১. ওহী মানুষের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ রহমত।

www.maktabatulabrar.com

২. রসূলের প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহের বর্ণনা।

● ৮৮নং আয়াত :

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছে যে, সব মানুষ ও জিন তথা কাফেরদের পূজিত দেবতা একত্র হয়েও কুরআনের সমতুল্য কালাম রচনা করতে পারবে না।

২. কুরআন আল্লাহর কালাম, কোন মানব রচিত নয়।

● ৮৯নং আয়াত :

১. মানুষকে বোঝানোর জন্য কুরআনে উত্তম বিষয়বস্তুগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. দ্বীনী কথা বোঝানোর স্বার্থে প্রয়োজনে বারবার বলার নীতি প্রমাণিত হল।

(৯০) আর তারা বলে, আমরা তোমার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য যমীন থেকে কোন ঝরণা প্রবাহিত করে দাও।	وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾
(৯১) অথবা তোমার নিজের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের কোন বাগান হবে, আর তুমি সেই বাগানের ফাঁকে ফাঁকে বহু সংখ্যক[১] নহর প্রবাহিত করে দিবে।	اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾
(৯২) অথবা আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে[২] আমাদের উপর এমনভাবে[৩] ফেলে দিবে, যেমন তুমি বলে থাক।[৪] অথবা তুমি আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনা–সামনি নিয়ে আসবে।	اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾
(৯৩) কিংবা তোমার কোন স্বর্ণ-নির্মিত ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। আর আমরা তোমার আরোহণের কথা কখনো বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে আসবে, যা আমরা পড়েও নিতে পারি। বলে দাও, সুবহানাল্লাহ! আমি তো মাত্র একজন মানুষ রসূল।	اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾
(৯৪) আর যখন সেই লোকদের কাছে হেদায়েত এসেছিল, তখন তাদেরকে শুধু একথাই ঈমান আনয়নে বাধা দান করেছিল যে, আল্লাহ কি মানুষকে রসূল করে পাঠিয়েছেন?	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾	(৯৫) তুমি বলে দাও, যদি যমীনে (মানুষের পরিবর্তে) ফেরেশতারা থাকত, যারা (এখানের) অধিবাসী[৫] হয়ে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত[৬], তাহলে অবশ্যই আমি আসমান থেকে ফেরেশতাকে তাদের প্রতি রসূলরূপে পাঠাতাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "বহু সংখ্যক" কথাটি تفجيرا মাফউলে মুতলাক থেকে পাওয়া গেছে, কারণ এটা تكثير এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) كسفا শব্দটি تسقط থেকে حال হয়েছে তাই অনুবাদে খণ্ড বিখণ্ড করে বলা হয়েছে।

(৩) এমনভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, كما শব্দের كاف একটি উহ্য مصدر এর صفت হওয়ার ভিত্তিতে مفعول مطلق হয়েছে। অর্থাৎ اسقاطا مماثلا । (রূহুল মাআনী)

(৪) উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বাণী : أونسقط عليهم كسفا من السماء (রূহুল মাআনী)

(৫) আল্লামা আলূসী রূহুল মাআনীতে مطمئنين এর অর্থ করেছেন ساكنين مقيمين فيها তাই আমরা এর অর্থ করেছি "অধিবাসী হয়ে"। (রূহুল মাআনী)

(৬) অর্থাৎ, দুনিয়াতে জনবসতি না হয়ে যদি ফেরেশতাদের বসতি হত, তাহলে তাদের হেদায়েতের জন্য ফেরেশতাকে রসূলরূপে পাঠাতাম। কারণ, রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য রসূল ও উম্মতের মধ্যে মুনাসাবাত বা সুসম্পর্ক জরুরী। আর সুসম্পর্ক নির্ভর করে তাদের সমজাতি হওয়ার উপর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯০–৯৪নং আয়াতসমূহ :

১. ৯০ থেকে ৯৩ পর্যন্ত আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের বিভিন্ন জিদপ্রসূত দাবী-দাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. ৯৪ নং আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে মু'জিযার প্রকাশ ঘটে নিছক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতায়। রসূল খোদা নন, তিনি একজন মানব। মু'জিযার প্রকাশ ঘটানো তার এখতিয়ারের বাইরে। হ্যাঁ, আল্লাহ যদি তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তিতে কোন মু'জিযার প্রকাশ ঘটান, তবে তা ভিন্ন কথা।

● ৯৫নং আয়াত :

রসূল ও উম্মত সমজাতি হওয়া জরুরী। কেননা, শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল না হওয়ায় হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতারা ক্ষুধা-পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না। তারা শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানুষের কাছেও অনুরূপ কর্ম আশা করত এবং মানুষের দূর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করত না। এমনিভাবে মানুষ যখন বুঝত যে, ফেরেশতার কাজ-কর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই সে তার অনুসরণ মোটেই করত না। সারকথা, সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহর রসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾	(৯৬) তুমি বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সবকিছুর খবর রাখেন, সবকিছু দেখেন।
وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾	(৯৭) আর আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন সে-ই হেদায়েত পায়, এবং তিনি যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের জন্য তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। আর আমি কেয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির করে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় হাশর করাব। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। যখনই তা (-র শিখা) নিস্তেজ হতে শুরু করবে, আমি তাদের জ্বলন বৃদ্ধি করে দিব।[১]
ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾	(৯৮) এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব?
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾	(৯৯) তাদের কি এতটুকুও জানা[২] নেই যে, যে আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায়[৩] সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম? তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও এই জালেমরা অস্বীকার করা ছাড়া রইল না।
قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾	(১০০) তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের[৪] অধিকারী হতে, তবে তোমরা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অবশ্যই হাত গুটিয়ে রাখতে। আর মানুষ হচ্ছে অতিশয় কৃপণ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাদের চামড়া মাংস জ্বলে যাওয়ার পর আগুণ কি জ্বালাবে তা অবশিষ্ট না থাকার ফলে আগুণ নিস্তেজ হওয়ার উপক্রম হলে তাদের চামড়া বদলে দেয়া হবে। ফলে আগুণ আবার সতেজ হয়ে উঠবে। (আবুস সুউদ)

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে رُؤْيَة শব্দটি ইল্‌ম বা জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) "পুনরায়" শব্দটি এজন্য যোগ করা হয়েছে যে, এখানে আলোচনাই চলছে "নতুন সৃষ্টির"।

(৪) সাধারণ তাফসীরবিদগণ "রহমতের ভাণ্ডার" বলতে ধন-ভাণ্ডার অর্থ নিয়েছেন। কিন্তু হযরত থানভী (র.) এখানে রহমতের অর্থ নবুয়ত ও রিসালাত এবং ভাণ্ডার অর্থ নবুয়তের কামালাত নিয়েছেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৬নং আয়াত :

১. আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কারো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই।

২. আল্লাহর আসমায়ে হুসনার দুটো বর্ণিত হয়েছে।

● ৯৭নং আয়াত :

১. হেদায়েত ও গোমরাহী একমাত্র আল্লাহর হাতে, কাজেই তাঁরই নিকট হেদায়েত চাওয়া দরকার এবং গোমরাহী থেকে পানাহ চাওয়া দরকার। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাফেরদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির বানিয়ে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় হাশর করানো হবে। কারণ, তারা দুনিয়াতে উল্টো চলেছিল, হক-দেখা থেকে অন্ধ হয়ে ছিল, হক কথা বলা থেকে বোবা হয়ে ছিল এবং হক শোনা থেকে বধির হয়ে ছিল। এই শাস্তি প্রথম দিকে দেয়া হবে। যাতে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান সকলের নিকট প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে এই অবস্থা থাকবে না। কারণ, অন্যান্য আয়াত ও হাদীছে তাদের দেখা, বলা ও শোনার কথা প্রমাণিত আছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

৩. অগ্নি কাফেরদের চামড়া-গোশত গ্রাস করে ফেলার দরুণ যখন কিছুটা নিস্তেজ হতে শুরু করবে –কারণ, তখন তার পোড়াবার মত কিছু থাকবে না– তখনই এর প্রজ্জ্বলন ও দহনকে আরো তীব্র করে দেয়া হবে। (রূহুল মাআনী)

● ৯৮নং আয়াত :

১. কুফরীর শাস্তি হল জাহান্নাম।

২. পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা তথা ঈমানী বিষয়কে অস্বীকার করার শাস্তি হল জাহান্নাম।

● ৯৯নং আয়াত :

১. হাশর-নশরকে অস্বীকার করাটা মূলত আসমান-যমীনের সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য না করারই ফলশ্রুতি।

২. এখন পর্যন্ত পুনরুজ্জীবন সংঘটিত না হওয়া শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ এর জন্য একটি সময় নির্দৃষ্ট করে দিয়েছেন।

● ১০০নং আয়াত :

১. নবুয়ত দেয়ার ক্ষমতা কারও হাতে দেয়া হয়নি। তা দেয়া হলে মানুষ অর্থ সম্পদের মত কার্পণ্য করে কাউকেই তা দিত না। মক্কার কাফেররা প্রশ্ন করেছিল নবুয়ত মক্কা ও তায়েফের বড় কোন ব্যক্তিকে দেয়া হল না কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলা হয়েছে।

২. মানুষ স্বভাবতঃই অতিশয় কৃপণ। তবে আল্লাহ যদি কারো প্রতি রহমত করেন তার কথা ভিন্ন।

www.maktabatulabrar.com

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

(১০১) আর আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট মু'জিযা দান করেছিলাম, যখন সে তাদের নিকট এসেছিল –তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার– তখন ফেরআউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! তোমার সম্পর্কে তো আমার ধারণা হয় তুমি যাদুগ্রস্ত।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾

(১০২) মূসা বলেছিল, আপনি তো খুব ভাল করেই জানেন যে, আকাশমণ্ডলী ও যমীনের প্রতিপালকই জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ এই সমস্ত নিদর্শন পাঠিয়েছেন। আর হে ফেরআউন! আপনার সম্পর্কে তো আমার ধারণা হয় আপনার ধ্বংস আসন্ন।

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾

(১০৩) অতঃপর সে তাদেরকে (অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলকে) সেই দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল।[১] তখন আমি তাকে এবং যারা তার সঙ্গে ছিল সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾

(১০৪) তার (নিমজ্জনের) পর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা এ দেশে বসবাস করতে থাক[২]। অতঃপর যখন আখেরাতের ওয়াদা এসে পড়বে, তখন আমি সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ফেরআউন এই আশংকায় বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিল যে, বনী ইসরাঈল না জানি আবার মূসা-র সাথে মিলে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই আল্লাহ তাকে নিমজ্জিত করে দেন।

(২) অর্থাৎ, কার্যত বসবাস কর কিংবা বসবাসের শক্তি দেয়া হল। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১–১০২নং আয়াতদ্বয় :

১. ফেরআউন ও তার লোকদের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন, সেগুলো ছিল লাঠি, হস্ত, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, জলোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফলাদির ঘাটতি। (আবুস সুউদ)

২. শুধু মু'জিযা মানুষের হেদায়েত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং ইলাহী তাওফীক জরুরী।

● ১০৩ নং আয়াত :

১. ফেরআউন বনী ইসরাঈলকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকেই সদলবলে উৎখাত করে দিয়েছেন।

২. বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদেরকে উৎখাতই করতে চায়।

● ১০৪ নং আয়াত :

১. হাশর-এর আকীদা প্রমাণিত।

২. মানুষকে কেয়ামতের দিন বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণী থেকে একত্র করে হাশর করা হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝	(১০৫) আর আমি এই কুরআনকে হকের সাথেই নাযেল করেছি এবং হকের সাথেই তা নাযেল হয়েছে। আর আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।
وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝	(১০৬) এবং আমি কুরআনকে (আয়াত ইত্যাদি দিয়ে) আলাদা করে দিয়েছি, যাতে তুমি একে মানুষের কাছে থেমে থেমে পাঠ করতে পার এবং (অবস্থা ও চাহিদা অনুসারে) আমি এটাকে ক্রমে ক্রমে নাযেল করেছি।[১]
قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝	(১০৭) তুমি বলে দাও, তোমরা এর প্রতি ঈমান আন কিংবা ঈমান না আন, যাদেরকে এর (কুরআনের) পূর্বে ইল্‌ম দান করা হয়েছিল, তাদের সামনে যখন এই কুরআন পড়া হয়, তখন তারা চিবুকের উপর[২] সাজদায় লুটে পড়ে।
وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝	(১০৮) আর বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র! নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হয়েই থাকে।
وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝	(১০৯) আর তারা কাঁদতে কাঁদতে চিবুকের উপর পতিত হয় এবং এটা (কুরআন) তাদের বিনয় ভাবকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যাতে মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হয়।

(২) চিবুকের উপর তথা অধঃমুখে। (আবুস সুউদ)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৫নং আয়াত :

১. কুরআন যেরূপে আসমান থেকে প্রেরীত হয়েছিল লক্ষ্যস্থলে ঠিক তেমনই পৌঁছেছে। মাঝখানে কোন প্রকার রূপান্তর, পরিবর্তন কিংবা হস্তক্ষেপের শিকার হয়নি। আদ্যোপান্ত সত্যই রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. রসূল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

● ১০৬নং আয়াত :

১. সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্যই কুরআনকে আয়াত ইত্যাদি দিয়ে আলাদা আলাদা করা হয়েছে। কারণ, বিরতিহীন দীর্ঘ বক্তব্য কখনও কখনও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা কঠিন হয়।

২. কুরআন ক্রমান্বয়ে নাযেল হয়েছে, একত্রে নয়।

● ১০৭–১০৯নং আয়াতসমূহ :

১. কেউ কুরআনের প্রতি ঈমান না আনলে তাতে আল্লাহর কোন পরোয়া নেই।

২. যারা সঠিকভাবে পূর্ববর্তী আসমানী পাঠ করে ওহীর ধারা, নবুয়তের আলামত ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তারা ঠিকই কুরআনের সত্যতা বুঝতে সক্ষম হয়।

৩. কুরআন শুনে বিনয়াবনত হওয়া মুমিনের কর্তব্য।

৪. আল্লাহর ওয়াদার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

৫. কুরআন বিনীতদের বিনয় ভাবকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝	(১১০) তুমি বলে দাও, আল্লাহ (বলে) ডাক কিংবা রহমান (বলে) ডাক, যে নামেই ডাক না কেন (একই কথা।) সব সুন্দর নাম তাঁরই[১]। আর স্বীয় নামাযের কেরাআতে[২] আওয়াজকে খুব উচ্চ কর না, আবার খুব নীচুও কর না। এতদুভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর[৩]।
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝	(১১১) আর বলে দাও, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি না কোন সন্তান রাখেন, আর না তাঁর রাজত্বে কোন শরীক আছে, আর (নাউযু বিল্লাহ) না দূর্বলতার কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারী আছে, আর তাঁর মহত্ব খুব বর্ণনা করতে থাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল : একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর মধ্যে 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া রহমান' বললে মুশ্‌রিকরা বলল, আমাদেরকে ইনি দুই মা'বূদের ইবাদত করতে নিষেধ করেন, অথচ নিজেই আল্লাহর সাথে অপর মা'বূদ (রাহমান)কে ডাকেন, এই সম্পর্কে উক্ত আয়াতটি নাযেল হয়।

(২) এখানে بصلوتك অর্থ بقرائك অথবা صلوة এর পূর্বে একটি مضاف উহ্য রয়েছে অর্থাৎ بقراءة صلوتك এ জন্যই "নামাযের কেরাআতে" এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৩) শানে নুযূল : ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতাংশটি নাযেল হয় তখন, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের সাথে নামায পড়তেন এবং উচ্চস্বরে কেরাআত করতেন, এতদশ্রবণে মুশরিকরা কুরআনকে, যিনি তা নাযেল করেছেন তাকে এবং যিনি নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ, জিবরাঈল (আ.)-কে মন্দ বলত। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১০নং আয়াত :

১. সিফাত তথা গুণাবলী একাধিক হলে সত্তাও একাধিক হয়ে যায় না।

২. আল্লাহর অনেক উত্তম নাম (আসমায়ে হুসনা) রয়েছে।

৩. নামাযে কুরআন তেলাওয়াত খুব উচ্চ স্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিম্নশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। তবে এ হুকুম ফজর, মাগরিব ও ইশা তথা জাহরী নামাযের বেলায়। যোহর ও আসরের নামায সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পড়া মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

● ১১১নং আয়াত :

১. আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ শিরক মুক্ত। তাঁর শরীকানার কোন প্রয়োজন বা যুক্তি নেই।

(১৮) সূরা কাহাফ, মক্কী
১১০ আয়াত, ১২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ ①

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যই, যিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দার প্রতি এই কিতাব নাযেল করেছেন এবং তাতে একটুও বক্রতা রাখেননি।[১]

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ②

(২) (বরং) সম্পূর্ণরূপে সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। (নাযেল করেছেন) এক কঠোর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সেই ঈমানদারদেরকে যারা নেক কাজ করে এই সুসংবাদ প্রদান করার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়।

www.maktabatulabrar.com

مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ③

(৩) তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ④

(৪) এবং ঐ সকল লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑤

(৫) এ সম্পর্কে না তাদের বিলকুল কোন জ্ঞান আছে[২] আর না তাদের বাপ-দাদাদের ছিল। এটা অত্যন্ত মারাত্মক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা কেবল মিথ্যাই বলছে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑥

(৬) তারা যদি এই কুরআনের[৩] উপর ঈমান না আনে, তবে তুমি হয়ত মারাত্মক দুঃখে[৪] তাদের পেছনে নিজের প্রাণ নাশ করে বসবে।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ⑦

(৭) ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে নিশ্চয় আমি সেগুলোকে তার জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ বানিয়েছি, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কে আমলে অধিক ভাল।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ⑧

(৮) এবং আমি তার উপর (ভূপৃষ্ঠের উপর) যা কিছু আছে সবকিছুকে অবশ্যই উদ্ভিদ শুন্য সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেব।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শব্দগত বক্রতা তথা অলংকার বিরোধ এবং অর্থগত বক্রতা যেমন অর্থগত বিরোধ বৈপরিত্য ও সত্য থেকে বিচ্যুতি ইত্যাদি নেই। (আবুস সুউদ)

(২) এখানে من হরফটি زائدة পূর্ববর্তী نفي এর অর্থকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আবার علم এর তানবীনও তানকীর এর জন্য, তাই বিলকুল কোন জ্ঞান নেই বলা হয়েছে।

(৩) بهذا الحديث এখানে "হাদীছ" শব্দের অর্থ হল কুরআন। (রূহুল মাআনী)

(৪) باخع শব্দটি مفعول له হয়েছে اسفا শব্দের, এর অর্থ মারাত্মক দুঃখ, গভীর চিন্তা, আক্ষেপ।

(৫) অর্থাৎ, সবকিছুকে ধ্বংস করে দেব।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত :

১. কুরআন আমাদের প্রতি এক বড় নেয়ামত, তাই কুরআন নাযেলকারী আল্লাহর প্রশংসা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২. কুরআনে কোনরূপ বক্রতা নেই, চাই তা শাব্দিক হোক বা অর্থগত।

● ২–৩নং আয়াতদ্বয় :

১. কুরআন অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ কিতাব। কুরআন ইফরাত ও তাফরীত তথা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী বা কম হওয়ার দোষে অভিযুক্ত নয়।

২. কুরআন মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয় এবং কাফের মুশরিকদেরকে জাহান্নাম-এর ব্যাপারে সতর্ক করে।

৩. ঈমান ও নেক আমল হল জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তির তথা জান্নাত প্রাপ্তির ভিত্তি।

৪. মুমিনগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন। অতএব জান্নাতও চিরস্থায়ী হবে, এমন নয় যে, একসময় জান্নাত ধ্বংস হয়ে যাবে।

● ৪–৫নং আয়াতদ্বয় :

১. যারা বলে আল্লাহ তা'আলার সন্তান রয়েছে বলে বিশ্বাস করে, আয়াতে বিশেষভাবে তাদের খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

২. যারা এরূপ বলে (যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে।) তারা কাফের, তাদেরকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

৩. আয়াতে তাওহীদের শিক্ষা রয়েছে।

৪. "আল্লাহর সন্তান আছে" মুশ্‌রিকদের এই উক্তি কাল্পনিক ও মনগড়া মিথ্যা। এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের কাছেও কোন দলীল–প্রমাণ নেই, তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছেও কোন দলীল–প্রমাণ ছিল না।

● ৬নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের হেদায়েতের চিন্তায় সদা চিন্তিত থাকতেন। যারা ঈমান আনত না তাদের চিন্তায় তিনি মর্মবেদনায় ক্লিষ্ট হতেন।

২. দুঃখ, চিন্তা, রাগ, বঞ্চনা ইত্যাদি যে কোন কারণে হোক আত্মহত্যা করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭নং আয়াত ঃ

১. পৃথিবীর সৌন্দর্যময় বস্তু আমল থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এই পরীক্ষা নিতে চান যে, এতসব সৌন্দর্যময় বস্তু থাকা সত্ত্বেও তার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে কে আমলে অগ্রসর থাকে।

২. ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বানিয়েছেন যে, কে সেগুলোকে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ব্যবহার করে আর কে তার বিপরীত করে। কিংবা কে এতসব সৌন্দর্যময় বস্তু থাকা সত্ত্বেও তার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আমলে অগ্রসর থাকে আর কে তার আকর্ষণে পড়ে আমল থেকে সরে যায়।

৩. পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আমল করা।

● ৮নং আয়াত ঃ

১. ভূপৃষ্ঠের সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

২. কেয়ামতের আকীদা প্রমাণিত।

www.maktabatulabrar.com

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝٩

(৯) তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমবাসীরা[১] আমার নিদর্শনগুলোর মধ্যে কোন বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল?

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠

(১০) (ঐ সময় স্মরণীয়) যখন সেই যুবকরা সেই গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল,[২] অতঃপর বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে খাস[৩] রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজে সুপথ-প্রাপ্তির[৪] ব্যবস্থা করে দিন।

فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١

(১১) তাই[৫] আমি সেই গুহার মধ্যে তাদের কর্ণসমূহের উপর বহু বছর পর্যন্ত (নিদ্রার) পর্দা[৬] ফেলে রাখলাম।

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ۝١٢

(১২) অতঃপর আমি তাদেরকে জাগ্রত[৭] করলাম, একথা জানার জন্য যে, তাদের দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থান-কাল ভালভাবে মনে রেখেছে[৮]।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝١٣

(১৩) আমি তোমার নিকট তাদের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা ছিল কয়েক জন যুবক, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হেদায়েত (আরও) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম[৯]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

শানে নুযূল : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের চর্চা শুরু হলে কুরাইশরা তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে। এক সময় তারা নযর ইবনে হারিছ ও উকবা ইবনে আবী মু'আইতকে মদীনার ইয়াহুদী পণ্ডিতদের কাছে পাঠায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের মতামত জানার জন্য। তারা তিনটি প্রশ্ন শিখিয়ে দিয়ে বলে, যদি তিনি এর উত্তর দিতে পারেন তবে বুঝবে তিনি আল্লাহর রসূল, অন্যথায় নয়। প্রশ্ন তিনটির একটি আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে। সেমতে কুরাইশরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করলে এ আয়াতগুলো নাযেল হয়।

(১) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে গুহাবাসী (আসহাবে কাহাফ) ও রাকীমবাসী একই দল। ইমাম বুখারী ও অপর কেউ কেউ বলেছেন, এরা ভিন্ন ভিন্ন দুটি দল। কারও কারও মতে তারা যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই পাহাড়ের নাম ছিল রাকীম। কারও কারও মতে রাকীম হল সেই গুহার নিম্নস্থ উপত্যকার নাম। কারও কারও মতে রাকীম হল

ফলক। তাদের মৃত্যুর পর একটি ফলকে তাদের নাম পরিচয় লিখে সেই গুহার মুখে রেখে দেয়া হয়েছিল, তাই তাদেরকে "আসহাবুর রাকীম"ও বলা হয়।

(২) আসহাবে কাহাফের এই গুহাটি কোথায় এ সম্বন্ধে তাফসীরবিদদের রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে তিনটি স্থান নির্দেশ করে। (১) লোহিত সাগরের শাখা আকাবা উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে। (২) ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুস দেখা ও আবূ হায়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত। (৩) কুরতুবী, আবূ হায়্যান ও ইবনে জারীর প্রমুখ প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহাফ যে শহরে বাস করতেন তার প্রাচীন নাম আফসূস বলা হয়েছে। এ শহরটি তুরস্কে অবস্থিত। সত্য বলতে কি, এ সম্পর্কে নির্ভুল, অভ্রান্ত ও অকাট্ট কোন প্রমাণ কারো হাতে নেই। এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ এ-ও যে, দ্বীনের হেফাজতের জন্যে গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে।

আসহাবে কাহাফের সংক্ষিপ্ত ঘটনা :

হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী এক সময়ে এক জালেম রাজা ছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মোতাবেক সে রাজার নাম ছিল দাকুইয়ানূস। প্রসিদ্ধ খৃষ্টান ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন-এর বর্ণনা মোতাবেক তার নাম ডোসিস। সে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাত। তার যুগে তার জুলুম থেকে বাঁচার জন্য এবং তাওহীদ রক্ষা করার জন্য কয়েকজন যুবক একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। আল্লাহর কুদরতে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদে ৩০৯ বৎসর ঐ গুহায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকল। ৩০৯ বৎসর পর তাদের চোখ খুললে ক্ষুধা অনুভব করে তারা নিজেদের একজনকে খাদ্য ক্রয় করার জন্য শহরে পাঠাল। দোকানীর কাছে এত বৎসর পূর্বের মুদ্রা বের করার পর তাদের ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেল। তখন যিনি রাজা ছিলেন তিনি ছিলেন একজন ভাল মানুষ। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মোতাবেক সে রাজার নাম ছিল দাকুইয়ূস। এডওয়ার্ড গিবন-এর বর্ণনা মোতাবেক তার নাম থিউডোসিস। এ রাজা তাদের ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে সম্মানের সাথে ডেকে নিলেন। তাদের ঘটনা জানলেন। অবশেষে আবার তাদেরকে গুহায় পৌঁছে দিলেন। সেখানে তাদের মৃত্যু হলে তিনি তাদের স্মৃতি স্বরূপ সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ে এ ঘটনাটি ঝবাবহ ঝষববঢ়বৎং (সপ্ত ঘুমন্ত) নামে পরিচিত।

(৩) "খাস" বলে ইশারা করা হয়েছে যে, رحمة শব্দের তানবীন تعظيم বা تنوع এর জন্য।

(৪) رشدا এর অর্থ এখানে হেদায়েত, উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছায় এমন পথ পেয়ে যাওয়া। তাই এর অর্থ করা হয়েছে সুপথ-প্রাপ্তি। (রূহুল মাআনী)

(৫) فضربنا এর ف হরফটি এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, তাদেরকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করা এবং তাদের প্রতি আরো অন্যান্য অনুগ্রহগুলো উক্ত দু'আরই ফলশ্রুতি বৈ কি। এজন্যই আমরা অনুবাদে "তাই" শব্দ যোগ করলাম। (রূহুল মাআনী)

(৬) "পর্দা" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ضربنا ক্রিয়ার কর্ম এখানে উহ্য, اى ضربنا الحجاب আর "কানের উপর পর্দা ফেলে দেয়া" বলে গভীর ও অচেতন ঘুমে নিমগ্ন করাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, ঘুম যখন পরিপূর্ণ ও প্রবল হয় তখন কান নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। (রূহুল মাআনী)

www.maktabatulabrar.com

(৭) "জাগ্রত" বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে مجازعرفي হিসাবে এ অর্থ নেয়া হয়েছে।

(৮) ইশারা করা হল যে, احصى শব্দটি صيغ ماضى। যামাখশারী, ইবনে আতিয়্যা ও আল-ফারসী প্রমুখ এটাকেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তাফসীরবিদ একে اسم تفضيل ও বলেছেন।

(৯) হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেয়ার অর্থ ঈমানের উপর অটল রাখা, নেক আমলের তাওফীক দেওয়া, দুনিয়া থেকে সরে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই পৃথক হয়ে যাওয়া। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯নং আয়াত :

১. আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি আশ্চর্য হলেও তা আসমান-যমীন ও অন্যান্য অনেক সৃষ্টির তুলনায় অধিক বিস্ময়কর নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে মূলত প্রশ্নকারী ইয়াহুদীদেরকে এটা জানিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য।

২. আসহাবে কাহাফের ঘটনা সঠিকভাবে বলতে পারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের প্রমাণ।

● ১০নং আয়াত

১. কোন এলাকায় নিজের ঈমান হেফাযত করতে না পারলে সেই এলাকা ত্যাগ করা জরুরী।

২. আল্লাহর রহমত ও সুপথ-প্রাপ্তির ব্যবস্থার জন্য দুআ করার শিক্ষা।

● ১১–১২নং আয়াতদ্বয় :

১. তাদের দীর্ঘকাল নিরাপদে ঘুমিয়ে থাকার বর্ণনা, যা আল্লাহর কুদরতের এক বহিঃপ্রকাশ।

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অবস্থানকাল সম্পর্কে তাদের মধ্যে দু'দল হয়ে গিয়েছিল, কেউ বলেছিল, আমরা একদিন বা কিছু কম সময় এখানে অবস্থান করেছি। আবার কেউ কেউ বলেছিল, আমাদের পালনকর্তাই বিষয়টি ভালভাবে অবগত আছেন।

● ১৩নং আয়াত :

১. যুবকরা ঈমানদার ছিল এবং ঈমান রক্ষার জন্যই ছিল তাদের লোকালয় ত্যাগ।

২. আসহাবে কাহাফের ঘটনা সঠিকভাবে বলতে পারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের একটা প্রমাণ।

وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ⑭

(১৪) আর আমি তাদের হৃদয়-সমূহকে দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা সংকল্প করেছিল[১] এবং বলেছিল[২] আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব। আমরা কখনোও তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না। (যদি করি) তবে তো আমরা এমন কথাই বললাম, যা হক থেকে বহুদূর[৩]।

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

(১৫) এই যে আমাদের কওম, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এগুলোর (উপাস্য হওয়ার) উপর কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? সুতরাং সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

(১৬) আর তোমরা যখন পৃথক হলে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তাহলে[৩] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিজ রহমত বিস্তার করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের এই বিষয়টার[৪] এমন ব্যবস্থা করে দিবেন যা দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারবে[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রূহুল মাআনীর লেখক এখানে এর এ অর্থই লিখেছেন। (রূহুল মাআনী)

(২) ১৪ ও ১৫নং আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলো তারা কখন বলেছিল এ সম্পর্কে দু'রকম উক্তি পাওয়া যায়, (এক) জালেম ও মূর্তিপূজক বাদশাহ দাকূইয়ানূস এর সামনে। (দুই) প্রত্যেকে অপরিকল্পিতভাবে একস্থানে সমবেত হয়ে পরস্পর পরিচয় লাভ করে এবং তখন এই কথাগুলো আলোচনা করে। ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতিম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ দ্বিতীয় মতটিই উল্লেখ করেছেন। (রূহুল মাআনী)

(৩) আল্লামা রাগেব ও মাহমূদ আলূসী (র.) প্রমুখ شطط এর এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। যারা এর অর্থ মিথ্যা, ভ্রান্ত, গর্হিত ইত্যাদি নিয়েছেন তারা লাযিমী অর্থ নিয়েছেন। (রূহুল মাআনী ও মুফরাদাত)

(৪) ইশারা করা হল যে, ينشر এখানে جواب امر হয়েছে।

(৫) দ্বীন নিয়ে পলায়ন ও আত্মগোপনের বিষয়। (আবুস সুউদ)

(৬) مرفقا এর অর্থ ما ترتفقون به وتنتفعون به (যা দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারবে) (রূহুল মাআনী) এখানে مرفقا শব্দটি يهيئ ক্রিয়ার কর্ম হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪নং আয়াত :

১. যারা আল্লাহর জন্য কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের অন্তরে দৃঢ়তা দান করেন।

২. যুবকদের তাওহীদে বিশ্বাসের বর্ণনা রয়েছে।

৩. গায়রুল্লাহর পূজার কথা এক চরম না–হক কথা, এক চরম অবাস্তব কথা।

www.maktabatulabrar.com

● ১৫নং আয়াত :

১. গায়রুল্লাহর ইবাদত করা মহা অন্যায় এবং এর উপর যুক্তিগত বা শরীয়তের কোন দলীল প্রমাণ নেই।

২. শিরক মহা অন্যায় ও মিথ্যা, আর মুশরিক সবচেয়ে বড় জালেম ও মিথ্যাবাদী।

৩. আল্লাহর শরীক আছে এটা বলা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা। আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপ।

● ১৬নং আয়াত :

১. দ্বীন ও ইবাদত-বন্দেগী হেফাজতের জন্য হিজরতের গুরুত্ব প্রমাণিত।

২. যারা দ্বীন নিয়ে পলায়ন ও আত্মগোপনের বিষয়ে সংকল্প করে, আল্লাহ তাদের এ বিষয়ে সবকিছু বন্দোবস্ত করে দেন।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِىْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

(১৭) তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডান দিকে[১] সরে যায়, এবং যখন অস্ত যায় তাদেরকে বামদিকে রেখে পাশ কেটে যায়[২]। অথচ তারা ছিল তার (গুহার) এক প্রশস্ত স্থানে। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে গোমরাহ করেন[৩], তার জন্য তুমি কখনো কোন পথ প্রদর্শনকারী সহায়ক পাবে না।

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۚ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

(১৮) আর তুমি তাদেরকে (দেখলে) জাগ্রত বলে ধারণা করবে, অথচ তারা নিদ্রিত। এবং আমি তাদেরকে (কখনও) ডানদিকে আর (কখনও) বামদিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই। আর তাদের কুকুরটি গুহামুখে সামনের পা'দুটি প্রসারিত করে আছে। যদি তুমি উঁকি মেরে তাদেরকে দেখতে তবে অবশ্যই তাদের থেকে পালিয়ে ভাগতে এবং তুমি তাদের আতংকে ভরে যেতে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পশ্চিম দিকে সরে যায়। যদি গুহায় প্রবেশকারীর ডান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে গুহাটি উত্তরমুখী। আর যদি গুহা থেকে নির্গমনকারীর ডান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে গুহাটি দক্ষিণমুখী। এখানে গুহার অবস্থান বোঝানো হয়েছে যে, তা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী ছিল না, ফলে সূর্যের উদয় বা অস্ত কোন কালেই গুহার মধ্যে রোদ প্রবেশ করত না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) রাগেব ইসফাহানী এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। (আল-মুফরাদাত)

(৩) অর্থাৎ, কারো ইচ্ছা-এখতিয়ার তার হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি তিনি কারো জন্য গোমরাহী সৃষ্টি করেন।

(৪) ইশারা করা হয়েছে যে, نقلب শব্দটি باب تفعيل থেকে ঘনঘন পরিবর্তনের অর্থে এসেছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাঁর অপার কুদরতে তাদেরকে এমন এক গুহায় আশ্রয় দিয়েছিলেন যে, সেখানে আলো-বাতাস পরিমিতভাবে পৌঁছত বটে, তবে সূর্যের তাপ ও রোদ তাদের শরীরে পড়ত না।

২. হেদায়েত ও গোমরাহী একমাত্র আল্লাহর হাতে। সুতরাং তাঁর কাছেই হেদায়েত কামনা করা এবং গোমরাহী থেকে আশ্রয় চাওয়া আবশ্যক। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৮নং আয়াত :

১. যে ব্যক্তি সৎ লোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। যেমন আসহাবে কাহাফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে।

২. ওলী বুযুর্গদের সংসর্গ মানুষকে মর্যাদামণ্ডিত করে তোলে।

৩. ওলী-আওলিয়াদের কারামত হক ও সত্য।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

(১৯) আর এইরূপে আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতকাল (এই নিদ্রায়) থেকেছ? তাদের কতিপয় বলল, আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ থেকে থাকব। অপর কতিপয় বলল, তোমাদের প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা কতকাল থেকেছ। এখন তোমাদের একজনকে এই রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও। তারপর সে যেন যাচাই করে দেখে যে, কোন্ খাদ্য হালাল[১], সেমতে তা থেকে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। আর সে যেন খুব কৌশল অবলম্বন করে[২] এবং তোমাদের ব্যাপার কাউকে যেন কিছুতেই টের পেতে না দেয়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾

(২০) (কেননা,) তারা যদি (কোনভাবে) তোমাদের সন্ধান জেনে ফেলে তবে অবশ্যই তোমাদেরকে (হয়) পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। আর এরূপ ঘটলে কখনও তোমরা সাফল্য লাভ করবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

www.maktabatulabrar.com

قوله ايها اى الاطعمة. دل على المرجع قوله طعما. وهوله ازكى اى احل والمراد الحلال. بيان القرآن (১)

(২) লেনদেনেও কৌশল অবলম্বন করে যাতে না ঠকে, আবার চলাফেরা, কথাবার্তায়ও কৌশল অবলম্বন করে যাতে তাদের গোপনীয়তা ফাঁস না হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯নং আয়াত :

১. আসহাবে কাহাফের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহর নিদর্শন।

২. আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সেই ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয় যা পরবর্তী كذالك اعثرنا عليهم আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৩. প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কারণ, তারা আসার সময় কিছু অর্থ-কড়িও সাথে এনেছিল, যার কথা بورقكم هذه (এই মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও)-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. শহরে কিংবা যে বাজারে বা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়। কারণ, তারা যখন গুহার থেকে বেরিয়ে আসে তখন সেখানে মূর্তিদের নামে পশু যবেহ করা হত এবং বাজারে তাই বিক্রয় হত, কিংবা অন্ততঃ তাদের ধারণা এমনই ছিল যে, এখনও সেই পৌত্তলিক রাজারই যুগ চলছে। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কি-না তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

৫. "তোমাদের একজনকে এই রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও।" আয়াতাংশ থেকে কয়েকটি জিনিস প্রমাণিত হয় (ক) অর্থ সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয, (খ) অর্থ-সম্পদে উকীল নিযুক্ত করাও জায়েয, (গ) খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন শরীক হওয়াও জায়েয, যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়।

● ২০নং আয়াত :

১. পাথর মেরে হত্যা করার আশংকা ব্যক্ত করা থেকে বুঝা যায় ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা ছিল। যার ফলেই তারা আশংকা করছিল যে, পৌত্তলিক রাজা তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করে দিবে।

২. কুফর শিরকের উপর মৃত্যু পরকালীন সফলতা লাভের প্রতিবন্ধক।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ

(২১) আর এমনিভাবে আমি লোকদেরকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করেছিলাম[১], যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, আলাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য অর্থাৎ, কেয়ামত সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। যখন লোকেরা তাদের সম্বন্ধে পরস্পর বিবাদ করছিল[২], তখন তারা বলল, তাদের (গুহার) সন্নিকটে একটি সৌধ নির্মাণ করে দাও।

করে দাও। তাদের রব তাদের সম্বন্ধে খুব জানতেন। (শেষ পর্যন্ত) যারা নিজেদের কাজে প্রবল ছিল[৩], তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের (গুহার মুখের) উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব।	رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾
(২২) এখন কিছু লোক বলবে তারা ছিল তিন জন, চতুর্থ তাদের কুকুর। আর কিছু লোক বলবে তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠ তাদের কুকুর। অদৃশ্য বিষয়ে অনুমান করেই (তারা এরূপ) বলে। আর কতিপয় বলবে, তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টম তাদের কুকুর[৪]। তুমি বলে দাও! আমার রব তাদের সংখ্যা খুব অবহিত আছেন। তাদের (সংখ্যা)-কে খুব কম লোকই জানে। সুতরাং তুমি তাদের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করবে না সাধারণ আলোচনা ছাড়া এবং তাদের সম্বন্ধে এদের কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।	سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾
(২৩) আর কোন কাজ সম্বন্ধে এরূপ বলবে না যে, অবশ্যই আমি এটা আগামীকাল করব।	وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾
(২৪) 'আলাহ্ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে। আর যখন (সেটা) ভুলে যাও, তখন (স্মরণ হলেই) স্বীয় রবের ইচ্ছার কথা[৫] স্মরণ করে নাও[৬]। আর বলে দাও, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে (নবুয়তের) প্রমাণ হওয়ার জন্য এর চেয়েও অধিক নিকটবর্তী বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিবেন।	اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۡ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বাজারে গমনকারী যুবকের দ্বারা আসহাবে কাহাফের ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। কারণ, যুবকের সঙ্গের মুদ্রাটি কোন দোকানীকে দেখালে সে কয়েক শতাব্দী পূর্বের মুদ্রা দেখে সন্দেহ করল এবং এতেই ক্রমে ক্রমে লোকজন জুটে তাদের সম্বন্ধে জানাজানি হয়। অবশেষে বাদশাহর নিকট নিয়ে গেলে বাদশাহ তাকে খুব আদর যত্ন করে। যুবকটি অন্যান্য সাথীদেরকে সংবাদ দেয়ার কথা বলে গুহায় প্রবেশ করলে আল্লাহ তাদের রূহ কবজ করে নেন।

(২) বিবাদ এই বিষয়ে চলছিল যে, তাদের লাশ হেফাযত কল্পে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে, না কি নিদর্শন হিসেবে কোন স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, যাদের হাতে হুকুমত ও ক্ষমতা ছিল। (প্রাগুক্ত)

(৪) এই তিন দল কারা? কেউ কেউ বলেছেন, নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়, কেউ কেউ বলেছেন, এরা সেই তিন দল যারা আসহাবে কাহাফের আমলে তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল।

(৫) এখানে ربك শব্দের مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, مشية ربك তাই অনুবাদে তোমার রবের ইচ্ছার কথা লেখা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৬) **শানে নুযূল :–** একবার কাফেররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহ, যুলকারনাইন ও আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ওহী প্রাপ্তির আশায় "ইনশাআল্লাহ" না বলেই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আগামীকাল বলব। ফলে পনের দিন ওহী বন্ধ থাকল। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব চিন্তিত হলেন। অতঃপর তাদের উত্তরসহ এই আয়াতগুলো নাযেল হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১নং আয়াত :

১. তাদেরকে দীর্ঘকাল নিদ্রিত রেখে পুনরায় জাগ্রত করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এতদ্বারা মানবমণ্ডলী যেন পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসী হয়।

২. সমকালীন বাদশাহ ধর্মভীরু ছিল। সে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল, যাতে উক্ত মসজিদ এই কথারও সাক্ষ্য বহন করে যে, তারা আবেদ ছিল, তাদের কেউ যেন মা'বূদ বানিয়ে না নেয়। এ মসজিদটি ছিল গুহার পাশে। এটি কবরকে সাজদার স্থান বানানো সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ভুক্ত নয়।

৩. আসহাবে কাহাফের সঠিক সংখ্যা কুরআনে উল্লেখ নেই। হাদীছে আছে, তারা ছিল সাতজন। আয়াতেও একথার প্রতি ইংগিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে সর্বশেষ উক্তিটিকে খণ্ডন করা হয়নি। অথচ পূর্বের দুটি মতকেই আনুমানিক বুলি বলে খণ্ডন করা হয়েছে।

● ২২নং আয়াত :

১. বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত। অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় জরুরী বিষয়গুলো বলে দেয়ার পরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

২. ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইল্‌মের বাইরে বেশী খোঁজা খুঁজি করা ঠিক নয়।

● ২৩–২৪নং আয়াতদ্বয় :

১. ভবিষ্যতকালে কোন ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে ইনশাআল্লাহ বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। এটি যুক্ত করা মুস্তাহাব। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কখনোও ইনশাআল্লাহ বলা ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হয় তখনই তা বলা দরকার। তবে শুধু বরকত লাভ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির জন্যই এবাক্য বলা উদ্দেশ্য, কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, বেচা-কেনা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾	(২৫) আর তারা (নিদ্রিত অবস্থায়) তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশত বছর এবং অতিরিক্ত নয় (বছর)।
قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٦﴾	(২৬) তুমি বলে দাও, তাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে আল্লাহই অধিক অবগত। আসমানসমূহ ও যমীনের গায়বী ইল্‌ম তারই রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দ্রষ্টা এবং কত চমৎকার শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। আর না তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন।
وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾	(২৭) আর[১] তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের যে কিতাব ওহী যোগে এসেছে তা পাঠ করে যাও, তাঁর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তুমি তাঁকে ছাড়া কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾	(২৮) আর তুমি নিজকে তাদের সাথে বেঁধে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধায় স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে। এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের[২] কামনায় তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি যেন সরে না যায়। আর তার কথায় কর্ণপাত করবে না, যার মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে এবং তার কাজ হল (প্রবৃত্তি অনুসরণে) সীমা লংঘন করা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল : ২৭-২৯ নং আয়াতগুলোর শানে নুযূল এই যে, কাফের সর্দাররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে বলত, আমরা আপনার নিকট আসলে এই নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদেরকে দরবার থেকে তাড়িয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে এই আয়াতগুলো নাযেল হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) সৌন্দর্য বা জাঁকজমকের ইচ্ছা বলে বোঝানো হয়েছে যে, কাফের নেতারা মুসলমান হলে ইসলামের সৌন্দর্য ও জাঁকজমকে বৃদ্ধি ঘটবে এই ইচ্ছা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫নং আয়াত :

১. আসহাবের কাহাফের গুহায় অবস্থানের মেয়াদ হল তিনশত নয় চান্দ্র বৎসর।

www.maktabatulabrar.com

● ২৬নং আয়াত :

১. আসহাবে কাহাফের গুহায় অবস্থানের মেয়াদ নিয়ে কেউ বিতর্কে লিপ্ত হলে তর্কের দরজা বন্ধ করার জন্য এ সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন বলে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

২. ইংগিত রয়েছে যে, তিনশত নয় বৎসর ব্যতীত এ সম্বন্ধে আর যেসব উক্তি রয়েছে তা অনুমান ভিত্তিক। আর অনুমান ভিত্তিক কোন তথ্য নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নয়।

৩. গায়েবের ইলম আল্লাহরই রয়েছে।

৪. আল্লাহর কোন শরীক নেই।

● ২৭নং আয়াত :

১.নবীর দায়িত্ব হল কাফের সর্দার ও প্রভাবশালীদের অন্যায় দাবী না মেনে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দেয়া। তাতে এ আশংকা নেই যে, তাহলে দ্বীনের উন্নতি হবে কী করে? (দ্বীনের উন্নতির ওয়াদা আল্লাহই করে দিয়েছেন।) দ্বীনের দায়ীদেরও কর্তব্য কারও অন্যায় দাবী না মেনে হক কথা অকপটে ব্যক্ত করে দেয়া। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর ওয়াদা ও বাণীর কোন পরিবর্তন হয় না। কেউ আল্লাহকে তাঁর ওয়াদা পূরণ করা থেকে প্রতিহত করতে পারে না। আল্লাহ নিজে ক্ষমতা রাখলেও নিজ ওয়াদা ও বাণীর ব্যতিক্রম করেন না। (বয়ানুল কুরআন)

● ২৮নং আয়াত :

১. মুখলিস ইবাদতকারী গরীব হলেও তার সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে হবে।

২. যারা দুনিয়ার গোলাম তারা যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের অধিকারী হোক না কেন তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

৩. আল্লাহর স্মরণ থেকে কলবের গাফেল হওয়া এবং খাহেশাতে নফসানীর অনুসরণ খুবই নিন্দনীয় বিষয়।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾	(২৯) আর তুমি বলে দাও! এটাই[১] সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা কাফের থাকুক। নিশ্চয় আমি এমন[২] জালেমদের জন্য ভয়াবহ[৩] অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আর যদি তারা (পিপাসায়) ফরিয়াদ করে, তবে এমন পানি দ্বারা তাদের ফরিয়াদ পূরণ করা হবে যা তেলের গাদের ন্যায়[৪] হবে, (এবং) মুখমণ্ডলকে ভূনে ফেলবে। কতই না মন্দ পানীয় হবে সেটা[৫] এবং সেই দোযখও কতইনা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

(৩০) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে, অবশ্যই আমি এমন লোকদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না যারা উত্তমরূপে আমল সম্পন্ন করে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

(৩১) তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্যানসমূহ। তাদের (বাসস্থানের) নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকণে অলংকৃত করা হবে এবং তারা সজ্জিত আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় মিহি ও পুরু সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিত থাকবে। এ কতই না উত্তম প্রতিদান এবং কতই না উৎকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে الحق একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয় বা خبر হয়েছে। অর্থাৎ هذا خبر বা من ربكم - حال, الذى اوحى الى الحق من ربكم এই যা আমার নিকট ওহী করা হয়েছে তা-ই হক হয়েছে। আল্লামা যামাখশারী (রহ.) এই অনুবাদকেই পছন্দ ও গ্রহণ করেছেন। (রূহুল মাআনী)

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে وضع الظاهر موضع المضمر হয়েছে।

(৩) ইশারা করা হয় যে, ١٨ا এর তানবীন تفخيم এর জন্য।

(৪) আহমদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকিম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও ইবনে জারীর প্রমুখ এটাই বর্ণনা করেছেন। (রূহুল মাআনী)

(৫) এটা مخصوص بالذم ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর নামে যা পেশ করেছেন, তা সত্য। তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনগড়া নয় আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত।

২. আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কর্তব্য হল হককে তুলে ধরা। যার যার ভাগ্য অনুসারে লোক এর উপর চলবে।

৩. কুফর শিরক একটি বড় জুলুম। এরূপ জালেমদের জন্য দোযখের আযাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

৪. "ভয়াবহ অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি" কথা থেকে বুঝা যায় জাহান্নাম এখনই সৃষ্ট ও প্রস্তুত অবস্থায় হয়েছে, এমন নয় যে, পরে তা সৃষ্টি ও প্রস্তুত করা হবে।

www.maktabatulabrar.com

৫. দোযখের আযাব হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট আযাব। তন্মধ্যে একটি আযাব হল– এমন উত্তপ্ত ও তেলের গাদের ন্যায় পানী পান করতে দেয়া হবে, যার উত্তাপে মুখমণ্ডল দগ্ধ হয়ে চামড়া খসে পড়বে। (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।)

● ৩০নং আয়াত :

১. মুখলিস মুমিনদের পুরস্কার প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহ নেককার মুমিনদের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না, তাদের পুরস্কার সংরক্ষিত থাকবে।

● ৩১নং আয়াত :

আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতবাসীরা সেখানে আল্লাহর দেয়া অফুরন্ত ও অতুলনীয় নেয়ামত ভোগ করবে। অলংকার হিসাবে তাদেরকে স্বর্ণ কংকণ দেয়া হবে। পাতলা ও মোটা রেশমের পোষাক দেয়া হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এতে দু প্রকার (মিহি ও পুরু) রেশমের কথাই বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, উপরের আবরণ হবে পাতলা মিহিন আর ভিতরের অংশ হবে মোটা ও পুরু রেশম।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

(৩২) আর তুমি তাদের নিকট সেই দুই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা কর, যাদের একজনকে আমি দুটি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম। আর সে বাগান দু'টিকে খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টন করে দিয়েছিলাম এবং সে দুটির মাঝখানে শস্য ক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۙ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

(৩৩) উভয় বাগানই ফল দিচ্ছিল এবং ফলদানে কিছুই ত্রুটি করছিল না। আর ঐ উভয় বাগানের মধ্য দিয়ে আমি নহর প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর সে ব্যক্তির নানা রকম সম্পদও[১] ছিল। অতঃপর সে কথা প্রসঙ্গে তার সঙ্গীকে বলল, আমি সম্পদেও তোমার চেয়ে অধিক এবং দলবলেও শক্তিশালী।

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর নিজের প্রতি জুলুম করে সে নিজ বাগানে ঢুকল। সে বলল, আমি মনে করি না এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

(৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত (অনুষ্ঠিত) হবে। আর যদি আমি আমার রবের সামনে প্রত্যাবর্তিত হই (যেমন তোমার ধারণা), তবে আমি অবশ্যই এই বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান পাব।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

(৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথায় কথায় বলল, তুমি কি এমন সত্তার সঙ্গে কুফরি করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্র থেকে, তারপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ও সু-সমঞ্জস[২] পুরুষ মানুষে পরিণত করেছেন।

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

(৩৮) কিন্তু আমি তো বিশ্বাস[৩] করি যে, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ আমার রব এবং আমি কাউকে আমার রবের সাথে শরীক করি না।

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾

(৩৯) আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না "মা-শা-আল্লাহ, লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (অর্থাৎ, আল্লাহ যা চান, তাই হয়[৪] এবং আল্লাহর সাহায্য[৫] ব্যতীত কারও কোন শক্তি নেই।) তুমি যদি আমাকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তোমার চেয়ে কম দেখ,

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

(৪০) তবে (তাতে কোন অসুবিধা নেই। আমি তো মনে করছি,) অচিরেই আমার রব আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দিবেন এবং এর উপর[৬] আসমান থেকে কোন আযাব[৭] পাঠাবেন। ফলে নিমেষে[৮] সেই বাগান একটি পরিস্কার ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে।

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾

(৪১) অথবা এর পানি একেবারে তলদেশে নেমে যাবে। অতঃপর তুমি এর জন্য চেষ্টাও করতে সক্ষম হবে না।

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾

(৪২) আর তার সেই সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল[৯]। অতঃপর সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তজ্জন্য পরিতাপ করতে লাগল; যখন সেই (আঙ্গুরের) বাগানটি তার মাচানের উপর পড়ে আছে আর সে বলছে, হায়, যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾

(৪৩) আর আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন দল হল না এবং সে নিজেও প্রতিরোধ করতে পারল না।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۭ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

(৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে (মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে,) সাহায্য করার ক্ষমতা পরম সত্য আল্লাহরই কাজ। তাঁর পুরস্কারই সর্বোত্তম এবং তার প্রতিফলই সর্বোৎকৃষ্ট।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ثمر শব্দের অর্থ انواع المال বা নানা রকম সম্পদ, যথা স্বর্ণ, রূপা, পশু ইত্যাদি। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, ও মুজাহিদ প্রমুখ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। (রূহুল মাআনী)

(২) تسوية শব্দের অনেক অর্থ আছে, তবে এটি যখন خلق শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয় (যেমন এখানে হয়েছে), তখন এর অর্থ হয় الخلق على اتم وجه واعدل له حسب ما تقتضيه الحكيمة بدون افراط ولا تفريط. অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ ও সু–সমঞ্জস করা। (রূহুল মাআনী)

(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, لكنا মূলত ছিল لكن انا اعتقد এটা لكن انا اقول উহ্য মানার চেয়ে উত্তম। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে كائن খবরে মাহযূফের অর্থ করা হয়েছে।

(৫) ইশারা করা হয়েছে যে, بالله এর ب এখানে استعانيه বা সাহায্য প্রার্থনার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৬) অর্থাৎ, তোমার বাগানের উপর।

(৭) ইবনে আব্বাস (রা.) حسبانا এর এ অর্থই নিয়েছেন। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেছেন, শব্দটি مصدر এর অর্থে الحساب এখানে উদ্দেশ্য হল المحسوب অর্থাৎ مقدرا قدره الله (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণকৃত কিছু)। (রূহুল মাআনী)

(৮) فتصبح এর ف হরফটিই নিমেষের অর্থ দিয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) احيط শব্দটি احاطة العدو (শত্রুকে ঘেরাও করা) থেকে গৃহীত, বিজয় ও আধিপত্যের অর্থেই এটি ব্যবহৃত হত, পরে এর ব্যবহার হতে থাকে "যে কোন ধ্বংসের" অর্থে তাই এখানে ধ্বংস হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা হল। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২–৩৬নং আয়াতসমূহ :

১. ধন–সম্পদ নিয়ে অহংকারের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

২. ধন-সম্পদ চিরস্থায়ী নয়। যে কোন সময় তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

৩. দুনিয়াতে ধন-সম্পদ পাওয়া আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার প্রমাণ নয় যে, কেউ দুনিয়াতে পেলে আখেরাতেও সে পাবে।

● ৩৭–৩৮নং আয়াতদ্বয় :

১. মহা অনুগ্রহশীল আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করা নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সমতুল্য।

২. সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা ফরয।

● ৩৯নং আয়াত :

১. সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই হয় এবং তার সাহায্য ছাড়া কেউ কিছু করতে সক্ষম নয়।

২. মনমুগ্ধকর কিছু দেখলে "মা–শা– আল্লাহ, লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়া উত্তম। তাহলে আল্লাহ চাহেতো সে ব্যাপারে কোন খারাপ কিছু সে দেখবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪০-৪২নং আয়াত :

১. শিরক ও কুফরের পরিণাম হল অনিবার্য ধ্বংস, চাই দুনিয়াতে হোক, কিংবা পরকালে।

২. ধ্বংস এসে গেলে আফসোস করে আর লাভ হয় না।

● ৪৩নং আয়াত :

আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করেন, তাকে রক্ষা করার কেউ নেই।

● ৪৪নং আয়াত :

১. বান্দার প্রতি আল্লাহর সাহায্যই আসল সাহায্য।

২. আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার ও প্রতিদানই সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার ও প্রতিদান।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾

(৪৫) আর তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর যে, সেটা এমন যেমন[১] আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম। অতঃপর এর সাহায্যে যমীনের উদ্ভিদসমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। পরে তা (শুকিয়ে) এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হল যে, বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরে। (দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ) আর আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿۴۶﴾

(৪৬) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং যে সমস্ত নেক আমল থেকে যাবে[২]-তা তোমাদের রবের নিকট ছওয়াবের দিক থেকে উত্তম এবং আশা-আকাঙ্খার দিক থেকেও উৎকৃষ্টতম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে تشبيه হল تشبيه مركب ।

(২) প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুসারে "সদাকায়ে জারিয়াই" হল এর মর্ম। এর ভিতর নামায, রোযা, হজ্জ ও অন্যান্য দুআ শামেল আছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

৪৫নং আয়াত :

১. মানুষের জীবন কিছু দিন জাঁকজমক ও চাকচিক্যপূর্ণ থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ ঘাসের ন্যায় হয়ে যায়। হায়াত বা মূল জীবনের অবস্থাই যখন এমন, তখন জীবনের সহযোগী জিনিস তথা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অবস্থা তো আরও করুণ।

২. উপমা পেশ করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

৪৬নং আয়াত :

১. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। কোন শোভাই চিরস্থায়ী নয় বরং সাময়িক। অতএব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পেয়ে ধোঁকা খাওয়া বোকামী।

২. সদকায়ে জারিয়ার আমলে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۴۷﴾

(৪৭) আর (সেই দিনটিও স্মরণীয়) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে চালিত করব এবং তুমি ভূপৃষ্ঠকে দেখবে উন্মুক্ত পড়ে আছে। আর আমি তাদের সকলকে একত্র করব, আর তাদের কাউকে ছাড়ব না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿۴۸﴾

(৪৮) আর তাদের সকলকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে (এবং কেয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে) তোমরা আমার নিকট সেই অবস্থায় এসে গেছ, যে অবস্থায় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার। বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের জন্য কখনই কোন প্রতিশ্রুতকাল উপস্থিত করব না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۴۹﴾

(৪৯) আর সমস্ত আমলনামা রেখে দেয়া হবে[১]। তখন তুমি সকল অপরাধীকে দেখবে তারা সেই আমলনামাস্থ (অপরাধ ও পাপ)-এর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের সর্বনাশ! এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রেখেছে! আর তারা (হাশরবাসীরা) যা করেছে সব উপস্থিত পাবে[২]। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি অবিচার করবেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রত্যেকের হাতে রেখে দেয়া হবে কিংবা মীযানে রেখে দেয়া হবে। (আবুস সুউদ)

(২) حاضرا শব্দের অনুবাদ "লিখিত পাবে" না করে "উপস্থিত পাবে" করলে تاسيس বা নতুন ফায়দা পাওয়া যায়। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে, পরে চূর্ণ–বিচূর্ণ করা হবে।

২. হাশর-এর আকীদা প্রমাণিত। হাশরের ময়দানে সকলকেই একত্র করা হবে।

৩. হাশরের ময়দান হবে খোলা, উন্মুক্ত, কেউ লুকাতে সক্ষম হবে না।

● ৪৮নং আয়াত :

১. হাশরের ময়দানে মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। সহীহ্ হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী

ও পরবর্তী সকলকে একই ময়দানে এমনভাবে সারিবদ্ধ করা হবে যে, দাঈ বা ঘোষণাকারী তাদেরকে দেখবে, এবং চক্ষু তাদের সকলকে প্রত্যক্ষ করবে। (রূহুল মাআনী)

২. মানুষের হাশর হবে খালি গায়ে, খালি পায়ে এবং খতনাহীন অবস্থায়। কারণ এ অবস্থায় সে প্রথমবার সৃজিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমনই একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীছে শহীদদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবস্থার কথা বর্ণিত রয়েছে।

৩. কেয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে তিরস্কার করা হবে।

● ৪৯নং আয়াত :

১. আমলনামার অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

২. সকলের জীবনের সব কৃতকর্মই উপস্থিত পাবে। প্রত্যেকের কৃতকর্মসমূহ শাস্তি বা শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। সৎকর্মসমূহ পরিবর্তিত হয়ে জান্নাতের নেয়ামতের রূপ পরিগ্রহ করবে। আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিচ্ছুর রূপ পরিগ্রহ করবে। বহু হাদীছেও এর সমর্থন রয়েছে।

৩. হাশরের আদালতে কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

(৫০) আর (সেই সময়ের কথাও স্মরণীয়) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সাজদা কর, তৎক্ষণাত[১] সকলেই সাজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত। সে তার রবের আদেশ লঙ্ঘন করল। তবুও কি তোমরা তাকে এবং তার চেলা চামুণ্ডাদেরকে[২] বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ, আমাকে ছেড়ে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এই[৩] অনাচারীদের জন্য এটা[৪] খুবই নিকৃষ্ট বদলা।

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝

(৫১) আমি তো না তাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় (সাহায্য বা পরামর্শের জন্য) ডেকেছি। আর না স্বয়ং তাদের (একজন)-কে (অপর জনের) সৃষ্টি করার সময়। আর আমি এমনও নই যে, (কাউকে, বিশেষভাবে) এই[৫] বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করব।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۝

(৫২) (স্মরণ কর) যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে (সাহায্যের জন্য) ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেবে না। আর আমি তাদের মাঝে একটি ধ্বংসস্থল[৬] তৈরী করব।

www.maktabatulabrar.com

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

(৫৩) আর এ অপরাধীরা দোযখ দেখবে। অতঃপর জেনে ফেলবে[৭] যে, তারা অবশ্যই তাতে পতিত হবে এবং সেখান থেকে কোন ফিরবার স্থান[৮] পাবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, فسجدوا এর ف বর্ণ تعقيب على الفور এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, বংশধর ও শিষ্য সারিবদ্ধদেরকে। عموم مجاز হিসাবে এখানে ذرية শব্দের এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "এই" শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, الظالمين এখানে وضع الظاهر موضع المضمر হয়েছে।

(৪) "এটা"হল بئس এর مخصوص بالذم -এর তর্জমা। এটা অর্থাৎ, ইবলীস ও তার চেলাচামুণ্ডাদেরকে বন্ধু বানানো।

(৫) এখানেও وضع الظاهر موضع المضمر এর কারণে "এই" শব্দটি যোগ করা হল।

(৬) অর্থাৎ, যেখানে আহবানকারী ও আহবানকৃতরা সবাই ধ্বংস হবে, নিপাত যাবে। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ, প্রমুখ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে। (রূহুল মাআনী)

(৭) এখানে ظن শব্দ علم এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৮) مكانا ينصرفون এর অর্থ مصروفا (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০নং আয়াত :

১. ইবলীস মানুষের আদি পিতা আদমকে হেয় জ্ঞান করেছে এবং তাকে সাজদা করার জন্য আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাও অহংকারবশতঃ লঙ্ঘন করেছে। সে কখনোও মানুষের বন্ধু হতে পারে না। সুতরাং তার অনুসরণ বর্জন করা উচিত।

২. ইবলীস ফেরেশতা নয় বরং জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত।

৩. অনুসারী ছাড়াও শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর রয়েছে। কিছু কিছু হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। (রূহুল মাআনী)

৪. বন্ধুরূপে আল্লাহকেই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আল্লাহকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে তাঁর বদলে শয়তান ও তার অনুসারীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কতই না নিকৃষ্ট বদল গ্রহণ করা।

● ৫১নং আয়াত :

যদি আল্লাহর শরীক থাকত, তবে সে কমপক্ষে একজন অধীনস্থ সাহায্যকারী হত। যখন তাদের এতটুকু প্রয়োজনীয়তাও নেই, সুতরাং তাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা নিছক বোকামী। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫২নং আয়াত :

১. মুশরিকরা বুক ভরা আশা নিয়ে আজ যাদের পূজা-উপাসনা করছে, কাল পরকালে ভীষণ বিপদকালে বহু ডাকাডাকি করেও সাহায্যের জন্য তাদেরকে পাবে না।

২. সমস্ত পূজক ও পূজিতরা একই ধ্বংসস্থলে পতিত হবে।

● ৫৩নং আয়াত :

মুশ্‌রিক ও অপরাধীরা বহু দূর থেকে দোযখ দেখবে এবং জেনে ফেলবে যে, এতে তাদেরই নিক্ষিপ্ত হতে হবে। কিন্তু এ জানা সত্ত্বেও তা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

(৫৪) আর আমি তো মানুষের উপকারার্থে এই কুরআনে সব ধরনের উপমা[১] বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছি। আর মানুষ হল (স্বভাবতই) সবকিছু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

(৫৫) যখন মানুষের কাছে হেদায়েত এসে গেছে, তখন ঈমান আনয়ন এবং তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে এ ছাড়া অন্য কিছুই তাদেরকে বিরত রাখেনি যে, তাদের কাছেও এসে যাক পূর্ববর্তীদের (সাথে কৃত) আচরণ[২], কিংবা তাদের কাছে আযাব সামনা-সামনি এসে পড়ুক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) من كل مثل-এর তর্জমা এরূপও হতে পারে– সব ধরনের উত্তম বিষয়।

(২) পূর্ববর্তীদের সাথে কৃত আচরণ ছিল সমূলে উৎখাত করা তথা ধ্বংস করে দেয়া।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৪নং আয়াত :

১. প্রয়োজনে বারবার কিংবা বিভিন্ন ভঙ্গিতে দ্বীনের কথা বলার নীতি প্রমাণিত হল।

২. অন্যায় বিষয়ের পক্ষে বিতর্ক করার ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

● ৫৫নং আয়াত :

বর্তমান মুশরিকদের অবস্থায় একথাই ফুটে উঠছে যে, তারাও পূর্ববর্তীদের ন্যায় আযাবের প্রতীক্ষায় আছে। তাইতো তারা বিশ্বাস করছে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

(৫৬) আমি তো রসূলগণকে শুধু সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করে থাকি। আর কাফেররা না-হক কথা নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি করে, যাতে তার দ্বারা হককে টলিয়ে দিতে পারে। আর তারা আমার নিদর্শনসমূহকে এবং যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় সেগুলোকে বিদ্রূপের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

(৫৭) সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ[১] দ্বারা উপদেশ দেয়া হয় অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ (পাপাচার) ভুলে যায়? বস্তুত আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর সেই কুরআন হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে পর্দা স্থাপন করে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণসমূহে বিশেষ ছিপি দিয়ে রেখেছি। আর তুমি যদি তাদেরকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তবে তারা কখনই হেদায়াতের পথে আসবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

(৫৮) আর তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। তিনি যদি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে তাদের জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের (শাস্তির) জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার কখনই কোন জায়গা পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

(৫৯) আর ঐ সকল জনপদ (-এর অধিবাসীরা[১]) যখন দুষ্কর্ম করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিলাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে اٰيات (আয়াতসমূহ) দ্বারা কুরআনকে বোঝানো হয়েছে, এমনি يفقهوه এর ه এবং ان এর সর্বনামটিও কুরআনের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে القرى এর পূর্বে مضاف উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اهل القرى । এই "জনপদ" বলে এখানে 'আদ, ছামুদ ও লূত প্রভৃতির জনপদকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬নং আয়াত :

১. রসূলগণের দায়িত্ব শুধু মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া এবং যারা কুফ্‌রী করবে তাদেরকে দোযখ ও আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা। ঈমানের উপর বাধ্য করা তাঁদের কাজ নয়।

২. কাফেরদের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকার এক কারণ এও যে, তারা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনকে এবং যে আযাব দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল সেই আযাবকে উপহাসের বানিয়ে রেখেছে।

● ৫৭নং আয়াত :

১. আল্লাহর কালাম দ্বারা যারা হেদায়েত ও উপদেশ গ্রহণ করে না তারা সবচেয়ে বড় জালেম।

২. নিজের পাপকে ভুলে অন্যায় অপরাধ করেই যেতে থাকা মহা অপরাধ।

৩. যারা পাপ ও অন্যায় অপরাধের উপর হঠকারিতা করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি হল তিনি তাদেরকে কুরআন বুঝা ও হেদায়েত লাভ করা থেকে বঞ্চিত করে দেন।

● ৫৮নং আয়াত :

কাফের, মুশরিকদেরকে অবকাশ প্রদানের কারণ এটাই যে, যদি তারা মুসলমান হয় তবে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অধিকন্তু খোদ রহমত ও দয়ারও দাবী এই যে, ঈমান আনয়ন না করলেও তাদেরকে দুনিয়ায় কঠিন আযাব থেকে অবকাশ দেয়া হবে। অন্যথায় তাদের আমল তো এমন যে, এর উপর তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করা যেত। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫৯নং আয়াত :

১. শিরক ও কুফর হল বড় জুলুম তথা বড় অপরাধ। এই বড় জুলুম তথা বড় অপরাধের অনিবার্য শাস্তি হল ধ্বংস।

২. পূর্ববর্তী বহু জাতি এরূপ ধ্বংসের স্বীকার হয়েছে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾	(৬০) আর (সেই সময়টিও স্মরণীয়) যখন মূসা স্বীয় খাদেমকে[১] বলল, আমি অবিরত চলতে থাকব, যতক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছি কিংবা এভাবে দীর্ঘকাল[২] পর্যন্ত চলতে থাকব।[৩]
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾	(৬১) অতঃপর যখন তারা সাগরদ্বয়ের মিলনস্থলে[৪] পৌঁছল, তখন তারা নিজেদের মাছটির কথা ভুলে গেল এবং মাছটি সাগরের মধ্যে নিজের পথ ধরল এবং চলে গেল[৫]।
فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾	(৬২) অতঃপর যখন তারা সে স্থানটি অতিক্রম করে গেল, তখন সে (মূসা) তাঁর খাদেমকে বলল, আমাদের নাশতা আনো তো, এই (মঞ্জিলের) সফরে তো আমাদের যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۚ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾	(৬৩) সে বলল, দেখুন! আমরা যখন সেই প্রস্তরটির নিকটে অবস্থান করেছিলাম, (তখনই একটি ব্যাপার ঘটে গেছে)। আমি মাছটির (ব্যাপার আলোচনার) কথা ভুলে গেছি। আর শয়তানই আমাকে সেটা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে।[৬]
قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾	(৬৪) সে (মূসা) বলল, এর-ই তো[৭] অনুসন্ধান করছি আমরা। অতঃপর তারা নিজেদের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) فتى শব্দের মূল অর্থ যুবক। যেহেতু যৌবন বয়সের লোকদেরকে সাধারণতঃ খাদেম বানানো হয় তাই আরবরা খাদেমকে فتى বলে থাকে। খাদেম বলে এখানে يوشع بن نون কে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(২) حقب শব্দটি حقبة এর বহুবচন। আশি বছর বা তদুর্ধ সময়কে "হুকবা" বলে, এখানে উদ্দেশ্য হল দীর্ঘকাল।

(৩) হযরত মূসা (আ.)-এর যে সফরের কথা উল্লেখিত হয়েছে, এর কারণ এই ছিল যে, একদা হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের সামনে ওয়াজ করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, বর্তমানে সব মানুষের মধ্যে বড় জ্ঞানী কে? তিনি উত্তর দিলেন আমি। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহর নৈকট্যলাভে সহায়ক হয় এমন সব ইল্‌মে আমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর এই কথা বলা ঠিকই ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন একজন উলুল'আজম নবী, এরূপ নবীগণের সমতুল্য ইল্‌ম অন্যরা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু বাহ্যিকভাবে শব্দটি ছিল সাধারণ, তাই আল্লাহর ইচ্ছা হল তাকে কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দিবেন। তখন ইরশাদ হল, আমার এক বান্দা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে রয়েছে। সে তোমার চেয়ে অধিক ইল্‌মের অধিকারী। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কিছু কিছু ব্যাপারে সে অধিক ইল্‌ম রাখে, যদিও তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক না হয়। যাহোক হযরত মূসা (আ.) তার সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তার নিকট পৌঁছার উপায় কি? ইরশাদ হল- একটি মৃত মাছ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু কর। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানে তাকে পাওয়া যাবে। হযরত মূসা (আ.) ইউশা (আ.)কে সঙ্গে নিলেন এবং এই কথাগুলো বললেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) "মাজমাউল বাইরাইন" বা দুই সাগরের সঙ্গমস্থল বলে এক মতে ইরাকের দক্ষিণ পূর্বে ফুরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের সঙ্গমস্থলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী-এর মতে আইলা বা বর্তমান আকাবা–ই হল সে স্থান।

(৫) ইশারা করা হল যে, سربا শব্দটি ذهابا অর্থে উহ্য ক্রিয়া سرب থেকে مصدر বা مفعول مطلق হয়েছে। অনেকে এর অর্থ منفذ বা সুড়ঙ্গ করেছেন। বুখারী ও মুসলিমের হাদীছেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মৎস থেকে পানির প্রবাহকে রুখে দিলেন, তাই সেখানে সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। প্রথম অর্থটি আরবী ভাষায় অধিক প্রচলিত থাকার কারণে বয়ানুল কুরআনে হযরত থানভী (র.) পছন্দ ও গ্রহণ করেছেন। রাগেব ইসফাহানীর মতও এমনই বুঝা যায়। (মুফরাদাত ও বয়ানুল কুরআন)

(৬) আশ্চর্যজনক ভাবে মাছটি সমুদ্রে পথ করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে দুটো আশ্চর্যের কথা বলাই উদ্দেশ্য, (১) মৃত মাছ জীবিত হওয়া, (২) পানির স্রোত বন্ধ হয়ে মাছটির গতিপথ সুড়ঙ্গ হয়ে যাওয়া।

(৭) অর্থাৎ, তুমি যা বললে মাছটির ব্যাপার এরই তো আমরা অনুসন্ধান করে ফিরছি। (রূহুল মাআনী) কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন এটাই তো সেই স্থান, আমরা যার অনুসন্ধান করছি। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬০–৬৪নং আয়াতসমূহ :

হযরত মূসা (আ.)-এর এই ঘটনায় অনেক শিক্ষা রয়েছে। যেমন ঃ

১. ইল্‌ম হাসিলের জন্য শিক্ষার্থীকে দৃঢ়-সংকল্প বদ্ধ হতে হবে।

২. নিজের নিকট নেই এমন ইল্‌মের সন্ধান যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই পৌঁছতে হবে।

৩. ইল্‌মের জন্য দীর্ঘ সফর ও উপর্যুপরি কষ্ট সহ্য করতে হলেও করতে হবে।

৪. নিজের সাথী বা খাদেমকে সফরের দিক ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবহিত করা সফরের একটি আদব।

৫. সফরে পাথেয় সাথে নেয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

৬. সফরে সঙ্গে খাদেম রাখার প্রমাণ পাওয়া গেল।

৭. শাগরেদ কর্তৃক উস্তাদের খেদমত করার বিষয় প্রমাণিত হল। হযরত ইউশা মাছ বহন করে মূসা (আ.)-এর খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

৮. নেককার লোকদেরও ভুল হতে পারে।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

(৬৫) অতঃপর তারা আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্য থেকে এমন একজনকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে খাছ[১] রহমত দান করেছিলাম এবং আমার নিকট থেকে এক বিশেষ ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছিলাম।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

(৬৬) মূসা তাকে বলল, আমি কি এ শর্তে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি যে, আপনাকে যে হিতকর ইল্‌ম শেখানো হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকেও কিছু শিক্ষা দেবেন?

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

(৬৭) সে বলল, আপনি তো কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধরে থাকতে পারবেন না।

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

(৬৮) আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করবেন কীরূপে, যে বিষয়ে আপনি পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন না?

قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾

(৬৯) মূসা বলল, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

(৭০) সে বলল, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান তবে কোন বিষয়েই আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি স্বয়ং সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "খাছ' ও শেষে "বিশেষ" শব্দদ্বয় যোগ করে বোঝানো হয়েছে যে, رحمة ও علما এর তানবীন تفخيم এর জন্য।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৫নং আয়াত :

১. হযরত খাযির (আ.) নবী ছিলেন, রসূল ছিলেন না। আল্লামা আলূসী রূহুল মাআনীতে এটাকেই জমহুরের মত বলেছেন। পক্ষান্তরে মাও. শাব্বীর আহমদ উছমানী ও মাও. ইদ্রীস কান্ধলবী (রহ.) তার ওলী হওয়ার মতকেই জমহুরের মত আখ্যা দিয়েছেন। (রূহুল মাআনী) "খাস" রহমত কথাটির মধ্যে ওলায়াত তথা ওলী হওয়া বা নবুয়ত উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. হযরত খাযির (আ.)কে এক বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছিল। এই জ্ঞান ছিল প্রাকৃতিক জগতের রহস্য বিষয়ক জ্ঞান। (বয়ানুল কুরআন)

● ৬৬নং আয়াত :

১. শাগরেদ গুণে উস্তাদ অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উস্তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।

২. কেউ বড় আলেম হলেও তার পক্ষে আরও অতিরিক্ত ইল্‌মের সন্ধান অব্যাহত রাখা উত্তম।

● ৬৭-৭০নং আয়াতসমূহ :

১. শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলিমের পক্ষে জায়েয নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ৭০নং আয়াত ও ৬৬নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উস্তাদ বা শাগরেদ উভয়েই জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শর্ত করে নিতে পারে।

فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾

(৭১) তঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা সেই নৌকায় আরোহণ করল, তখন খাযির নৌকাটিতে ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল, আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন ? আপনি তো একটা গুরুতর মন্দ কাজ করলেন।

www.maktabatulabrar.com

(৭২) সে (খাযির) বলল, আমি কি বলিনি, আপনি তো আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?	قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾
(৭৩) মূসা বলল, যা ভুলবশত করে ফেলেছি তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এই ব্যাপারে[১] আমার প্রতি অধিক কঠোরতা আরোপ করবেন না।	قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾
(৭৪) অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটল, তখন সে তাকে মেরে ফেলল। মূসা বলল, আপনি কি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া শেষ করে দিলেন? নিঃসন্দেহে আপনি মারাত্মক অন্যায় কাজ[২] করলেন।	فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আপনার সঙ্গে থাকার ব্যাপারে এমন কড়াকড়ি অবলম্বন করবেন না যে, ভুল-চুকও মাফ করা হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কারণ প্রথমত একটি নাবালেগ শিশুকে হত্যা করা যাকে হত্যার বদলেও হত্যা করা যায় না, তদুপরি সে তো কেসাসের উপযুক্ত হওয়ার মত কোন কাজও করেনি। এ হিসাবে এ কাজটি প্রথমটির তুলনায় আরো মারাত্মক হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১নং আয়াত :

১. নৌকায় আরোহণ করা বৈধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কারও সামনে তার জানা মতে কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হলে তার প্রতিবাদ করার নীতি প্রমাণিত হল।

● ৭২–৭৩নং আয়াতদ্বয় :

১. শাগরেদ শর্ত ভঙ্গ করলে তাকে শাসানো যেতে পারে।

২. শাগরেদ ভুলের জন্য উস্তাদের কাছে ওযরখাহী করবে।

● ৭৪নং আয়াত :

১. না-হক ভাবে কোন প্রাণ হত্যা করা হারাম।

২. যে ব্যক্তি জানে যে, এ কাজটি অন্যায় তার জন্য সেটাকে ঘৃণা ও অপছন্দ করা জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

১৫ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–১৬

(৭৫) সে বলল, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি তো আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না[১]?	قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
(৭৬) সে (মূসা) বলল, এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। অবশ্যই আপনি আমার দিক থেকে আপত্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছেন[২]।	قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾
(৭৭) অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল। পরিশেষে যখন তাঁরা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল, যার অধিবাসীদের নিকট তাঁরা খাবার চাইল[৩], কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল; অতঃপর সেখানে তারা একটি প্রাচীর দেখতে পেল, যা ধ্বসে পড়ে যাচ্ছে এবং সে তা সোজা করে দিল[৪]। তখন সে (মূসা) বলল, যদি আপনি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই আপনি এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন[৫]।	فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾
(৭৮) সে বলল, এটাই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ। আমি এখনই আপনাকে সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করছি যে ব্যাপারে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি[৬]।	قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেননা, এরূপ আরও অনেক ঘটনা আপনার দৃষ্টিগোচরে আসবে, যেগুলো আপনি বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে পারবেন না। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(২) হযরত মূসা (আ.) এটা অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন যে, হযরত খাযির (আ.)-এর বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে নীরবে মেনে নেওয়া অসম্ভব। সুতরাং তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন যে, এরপর যদি আমি আপনাকে আবার প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না। এমতাবস্থায় আপনি নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন। এতে আমার পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ থাকবে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) আলোচ্য আয়াতে استطعما اهلها বাক্যটি সঠিক অভিমত অনুযায়ী জনপদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই উপরোক্ত তরজমা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত বাক্যটি لما -এর জওয়াব নয়, বরং তার জওয়াব হচ্ছে আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত قال لو شئت বাক্যটি। এখানে "অধিবাসীদের" কথাটি দু'বার উচ্চারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার শব্দটির পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যাদের কাছে তারা আতিথেয়তা চেয়েছিলেন তারা বহিরাগত কোন পথচারী কিংবা মুসাফির ছিল না। তারা সেখানেরই অধিবাসী ছিল। এতে তারা সামর্থ্যবান থাকার পরও মেহমানদারী না করায় তাদের নীচতা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। (রূহুল মাআনী) উল্লেখ্য যে, জনপদটি কারও মতে আন্তাকিয়া, কারও মতে আইলা।

(৪) হযরত খাযির (আ.) সেই বিশাল প্রাচীরটি তার অলৌকিক শক্তিবলে হাতের স্পর্শেই সোজা করে দিলেন। (রূহুল মাআনী)

(৫) অর্থাৎ, জনপদের অধিবাসীরা মুসাফিরদের মর্যাদা বোঝেনি, তারা মেহমানদের মেহমানদারী করতে রাজি হয়নি। সুতরাং বিনে পয়সায় তাদের প্রাচীর সোজা করে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল। বরং কিছু বিনিময় নিয়ে কাজটি করা হলে আমাদের খাওয়া দাওয়ারও কিছুটা সুরাহা হত। তা ছাড়াও এসব কৃপণ লোক ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যেত এবং তারা যে অমানবতা ও নীচতা দেখিয়েছে তজ্জন্য তারা লজ্জা পেত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এখন আপনি আমার থেকে পৃথক হয়ে যান। আমার সাথে আপনার মিল হবে না। তবে পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমি আপনাকে পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করে দিতে চাই, যেগুলোর ব্যাপারে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৬নং আয়াত :

এখানে শর্ত অমান্য করে প্রশ্ন করায় তিরস্কারের বর্ণনা রয়েছে।

● ৭৬নং আয়াত :

যদি কোন দু'জন লোকের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের মিল না হয় এবং প্রত্যেকেই আপন অবস্থানকে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক মনে করে, তবে এমতাবস্থায় সংঘাত ও সংঘর্ষের পথে অগ্রসর না হয়ে পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

● ৭৭নং আয়াত :

১. আকস্মিক সংকটাপন্ন অবস্থায় কোন ব্যক্তি অপর কারও কাছে তার প্রয়োজনার্থে কিছু চাইতে পারে। (মাসায়েলুস-সুলূক, বয়ানুল কুরআনের টীকা)

২. বিনা পয়সায় দেয়াল সোজা করে দেয়া দ্বারা আল্লাহর ওয়াস্তে জনকল্যাণমূলক কাজ করার নীতি প্রমাণিত হয়।

৩. "যদি আপনি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই আপনি এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন"–এর দ্বারা প্রমাণিত হল আয়-উপার্জনের পন্থা ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা বুযুর্গী ও মাহাত্মের পরিপন্থী নয়। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

● ৭৮নং আয়াত :

১. ছাত্র দ্বারা বারংবার শর্ত লংঘন হলে তাকে পৃথক করে দেয়ার নীতি জানা গেল।

২. যদি কোন মুরীদের সাথে পীরের চিন্তা ও কর্মের মিল না থাকে এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ দেখা দেয় তবে সেই মুরীদকে পৃথক করে দেওয়া যায়। (মাসায়েলুস-সুলূক, বয়ানুল কুরআনের টীকা)

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾	(৭৯) সেই যে নৌকাটি, বস্তুত সেটা ছিল কতিপয় দরিদ্র লোকের, যারা সমুদ্রে কাজ করত[১]। তাই আমি সেটিকে খুতযুক্ত করে দিতে চাইলাম। আর (তার কারণ এই ছিল যে,) তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে সব (ভাল) নৌকা বলপূর্বক নিয়ে নিত[২]।
وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾	(৮০) আর ঐ যে বালকটি, বস্তুত তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। সুতরাং আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে তাদেরকে অবাধ্যতা ও কুফ্‌রীতে আচ্ছন্ন করে দিবে[৩]।
فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾	(৮১) তাই আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে পবিত্রতায় তার চেয়ে উত্তম এবং ভালবাসায় (তার চেয়ে) ঘনিষ্ঠতর (এক সন্তান) বদল স্বরূপ দেন।
وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ۭ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾	(৮২) আর ঐ যে প্রাচীরটি, বস্তুত সেটি ছিল সেই শহরের দু'টি এতীম বালকের এবং তার নীচে ছিল তাদের কিছু গুপ্তধন[৪]। আর তাদের পিতা ছিলেন নেককার। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন যে, তারা তাদের প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং তারা তাদের গুপ্তধন বের করে নিক। আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। আর আমি উক্ত কাজগুলো আমার ইচ্ছায় করিনি। এই হল সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা, যেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উক্ত নৌকাটি যেসব মিসকীন অর্থাৎ, গরীব লোকের ছিল, তাদের সম্পর্কে কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা দশ ভাই ছিল। তন্মধ্যে পাঁচজন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচজন শ্রম ব্যয় করে সবার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করত। তাদের কাজ ছিল নদীতে একটি নৌকা চালিয়ে তার ভাড়া থেকে অর্থ আয় করা। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) তাফসীরবিদ ইমাম বাগাবী (রহ.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি যে দিকে রওয়ানা করেছিল, সেখানে এক জালেম শাসক ছিল। সে এদিক থেকে গমনকারী নৌকাগুলো বলপূর্বক কেড়ে নিত। হযরত খাযির (আ.) এদিকে লক্ষ্য করে নৌকার একটি কাঠ খুলে ফেললেন, যাতে সেই জালেম শাসক নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে রেখে যায় এবং সেই নৌকার দরিদ্র মালিকগুলো জালেম শাসকের জুলুম থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। (প্রাগুক্ত) কোন কোন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, আশঙ্কাজনক এলাকা পার হয়ে যাওয়ার পর হযরত খাযির (আ.) নিজ হাতে নৌকাটি মেরামত করে দিয়েছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, হযরত খাযির (আ.) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে তিনি এই বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, বালকটির পিতা-মাতা ছিল মুমিন। কিন্তু ছেলেটি ছিল স্বভাবগতভাবে কুফ্‌রীর প্রতি আকৃষ্ট এবং পিতা-মাতার অবাধ্য। হযরত খাযির (আ.) আশঙ্কা করেছিলেন যে, ছেলেটি বড় হয়ে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেবে এবং সে কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতাকেও বিপদের সম্মুখীন করবে। তার ভালবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও আশঙ্কায় পড়ে যাবে। হযরত খাযির (আ.)-এর এ আশঙ্কা নিছক অনুমান ভিত্তিক ছিল না। বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, ছেলেটি এমনই হবে। তাই তিনি ছেলেটিকে হত্যা করে ফেললেন। হযরত খাযির (আ.) এও আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আল্লাহ তাদেরকে একটি সুসন্তান দান করবেন। এতেও বুঝা যায় যে, ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহরই ইঙ্গিত-নির্ভর। অতএব, "অকারণে মানুষ হত্যা করেছেন" বলে যেমন হযরত খাযির (আ.)-কে অপরাধী বলা যাবে না, তেমনি এ প্রশ্ন উত্থাপনও অবান্তর যে, তাহলে আল্লাহ ছেলেটিকে সৃষ্টি করলেন কেন? কেননা, তাঁর সৃষ্টি রহস্য তো সমস্ত মানুষের বিবেক-বিবেচনার উর্ধ্বে। তবে এখন যদি কোন মানুষ সম্পর্কে গোমরাহ বা কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়, তাহলে তাকে কেবল আশঙ্কার উপর নির্ভর করে হত্যা করা জায়েয হবে না। তার কারণ প্রথমত এই যে, আমাদের আশঙ্কা ওহী-নির্ভর না হওয়ায় তার কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই। দ্বিতীয়ত আমরা হলাম ইল্‌মে শরীয়তের অনুসারী। আর হযরত খাযির (আ.)-এর কাজটি ছিল তাকবীনিয়াতের (প্রাকৃতিক রহস্য বিষয়ক জ্ঞান-এর) অন্তর্ভুক্ত। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) প্রাচীরের নীচে এতীমদের যে ধন ভাণ্ডার ছিল সে সম্পর্কে হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি স্বর্ণ ও রূপার ভাণ্ডার ছিল। (তিরমিযী) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেটি ছিল সোনার একটি ফলক, তাতে নিম্নে বর্ণিত উপদেশবাক্য সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। হযরত উছমান (রা.)ও এ রেওয়ায়েতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী, তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

উপদেশসমূহ ছিল এই : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আশ্চর্য তার জন্য, যে তকদীরে বিশ্বাস করে, আবার সে কীভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। আশ্চর্য তার জন্য, যে রিযিকের প্রতি আস্থা রাখে, আবার অযথা শ্রম ব্যয় করে। আশ্চর্য তার জন্য, যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, আবার উৎফুল্ল থাকে। আশ্চর্য তার জন্য যে হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে, আবার গাফিলতি করে। আশ্চর্য তার জন্য, যে দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তন প্রত্যক্ষ করে, আবার সে নিশ্চিন্ত বসে থাকে। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৯নং আয়াত :

১. নৌকার দরিদ্র মালিকদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, একেবারে নিঃস্বকে মিসকীন বলা হয় না। বরং কিছু সম্পদ থাকলেও যার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ মাল নেই তাকে মিসকীন বলা যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. স্থলভাগের ন্যায় পানিভাগেও উপার্জনের কাজ করা যায়।

৩. কাউকে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য যদি এমন কোন পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর না থাকে যাতে তার কোন ছোটখাট ক্ষতি হয়, তাহলে তার অনুমতি আছে।

● ৮০-৮১নং আয়াতদ্বয় :

১. সন্তান অবাধ্য ও কাফের হলে তার প্রভাব পিতা-মাতার উপরও পড়তে পারে।

২. অন্যদের জন্য ভাল সন্তান কামনার মত উদারতার শিক্ষা পাওয়া গেল।

● ৮২নং আয়াত :

১. পিতা-মাতার নেক আমলের ফায়দা সন্তানেরাও লাভ করে থাকে, যেমন উক্ত আয়াতে বর্ণিত বালকেরা তাদের পিতার আমলের ফায়দা লাভ করেছিল। (মাজহারী)

২. "আমি উক্ত কাজগুলো আমার ইচ্ছায় করিনি" এ কথা থেকে বুঝা যায় তিনি যা কিছু করেছিলেন তা ওহীর মাধ্যমে করেছিলেন। আর ওহী হয় নবীদের। তাই যারা বলেন হযরত খাযির (আ.) নবী ছিলেন তারা এ কথা দ্বারাই দলীল দিয়ে থাকেন।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾	(৮৩) আর তারা তোমাকে যুল-কুরনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও, আমি এক্ষুণি তোমাদের সামনে তাঁর কথা বর্ণনা করব।
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾	(৮৪) নিশ্চয় আমি তাঁকে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করেছিলাম এবং আমি তাঁকে প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করেছিলাম[১]।
فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾	(৮৫) অতঃপর সে একটি পথ অবলম্বন করল[২]।
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾	(৮৬) অবশেষে যখন সে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছল, তখন সে তা (সূর্যকে) এক পঙ্কিল জলধিতে অস্তগমন করতে দেখতে পেল[৩] এবং দেখতে পেল সেখানে একটি সম্প্রদায়কে। আমি বললাম, হে যুল-কুরনাইন! হয় তুমি (তাদেরকে) শাস্তি দিবে নতুবা তাদের ব্যাপারে তুমি সদয় ভাব গ্রহণ করবে[৪]।

(৮৭) সে বলল, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সীমালংঘন করবে তাকে আমি শীঘ্রই শাস্তি দেব। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন[৫]।	قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾
(৮৮) আর যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ রয়েছে কল্যাণ এবং আমরা অবশ্যই তার ব্যাপারে আমাদের আদেশ দানকালে সহজ কথা বলব[৬]।	وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদীদের পরামর্শে মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে তিনটি প্রশ্ন করেছিল তন্মধ্যে এটি তৃতীয় প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল রূহ সম্পর্কিত। উক্ত প্রশ্ন ও তার উত্তর পূর্ববর্তী সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসহাবে কাহাফ ও তৃতীয় প্রশ্নটি যুল-কুরনাইন সম্পর্কিত। এদু'টো প্রশ্ন ও তার উত্তর আলোচ্য সূরায় বিবৃত হয়েছে। যুল-কুরনাইন পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত রাজত্বের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে যুল-কুরনাইন বলা হয়। এ ছাড়াও তাঁর এ উপাধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তাঁর সময় কাল ও পরিচিতি নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে তিনি গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার (মৃত.,খৃ. পূ. ৩২৩)। কারও মতে তিনি পারস্য সম্রাট সাইরাস অর্থাৎ কায়খসরূ (মৃত. খৃ. পূ. ৫৩৯)। একমতে তিনি আলেকজান্ডার থেকে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্ববর্তী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সময়কার দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। এক বর্ণনায়, তিনি ইয়ামানের তুব্বা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ছিলেন। তাঁর মূল নাম আবূ কারব ইবনে সিমার। প্রাচীন আরবী কবিতায় তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। (তাফসীরে কাবীর ও কাসাসুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তাঁকে তো আমি সর্বপ্রকার আসবাব এবং দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে পৌঁছার উপায়-উপকরণ দান করেছি। কিন্তু সে সর্বপ্রথম পশ্চিম দিগন্তের পথ ধরে সফর শুরু করল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তাঁর দৃষ্টিতে বাহ্যত এমনি মনে হয়েছে যেন সূর্যটি কাদা পানিতে অস্তগমন করছে। যেমন সমুদ্রে সফররত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে থাকে। "কাদা পানি" বলার কারণ সম্ভবত এই যে, বড় জলাশয়ের পানি কিনারা থেকে দেখতে কালো মনে হয়ে থাকে। এতে বুঝা যায় যে, হযরত যুল-কুরনাইন পৃথিবীর স্থলভাগের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে সেখানে সমুদ্র কিনারায় দাঁড়িয়ে এমনটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এখানে এটা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য বাস্তবিকই কাদা পানিতে অস্তগমন করে। এখানে কেবল পশ্চিম দিগন্তের সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে থাকা যুল-কুরনাইনের বাহ্যিক দৃষ্টিতে গোচরীভূত অবস্থাটিই চিত্রিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীসী)

www.maktabatulabrar.com

(৪) যুল-কুরনাইন সমুদ্রউপকূলবর্তী এলাকায় যে সম্প্রদায়কে পেয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যুল-কুরনাইনকে বলেছিলেন যে, তোমাকে দু'টি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া গেল। হয় মানুষকে কষ্ট দিয়ে দুর্নাম কামাই করবে। নতুবা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে সুনাম অর্জন করবে। অথবা আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা কাফের ছিল। সুতরাং হয় তাদেরকে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি দাও নতুবা তাদেরকে সঠিক দ্বীনের পথে আহবান কর। যুল-কুরনাইনকে সম্বোধন করে যে ঘোষণা দেওয়ার কথা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তাতে এর ইঙ্গিত রয়েছে যে, হয় যুল-কুরনাইন স্বয়ং নবী ছিলেন নতুবা তার সমসাময়িক কোন নবীর মারফৎ তাকে এটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এরূপ আইনগত সিদ্ধান্ত ইলহাম কিংবা কাশফের মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য যে, ইলহাম ও কাশ্‌ফ আইনের কোন প্রামাণ্য দলীল নয়। (বাহরে মুহীত, মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫-৬) অর্থাৎ, যে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করবে তাকে আমি দুনিয়াতে তো শাস্তি দেবই। এরপর যখন সে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে প্রত্যানীত হবে তখন তিনিও তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তার জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। দুনিয়াতেও আমরা তার প্রতি কোন রকম কঠোর ব্যবহার করব না এবং পরকালেও সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে। আসলে এটাই হচ্ছে একজন ন্যায় পরায়ণ শাসকের নীতি। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীসী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩–৮৬নং আয়াতসমূহ :

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যুল-কুরনাইন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব সঠিক-ভাবে দিতে পারায় প্রমাণিত হল তিনি ওহীর মাধ্যমেই তা জেনে বলেছেন, কেননা তিনি দুনিয়ার কারও থেকে এরূপ কিছু শিক্ষা করেননি। অতএব এটা তার নবুয়তের একটা প্রমাণ।

২. যুল–কুরনাইনের পশ্চিম দিকের সফরের বর্ণনা।

● ৮৭–৮৮নং আয়াতদ্বয় :

১. একজন ন্যায় পরায়ণ শাসকের নীতি হওয়া উচিত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

২. যুল-কুরনাইন পরকালে শাস্তি ঈমান আমলের উত্তম পুরস্কার পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এত প্রমাণিত হয় যে, তিনি পরকালে বিশ্বাসী মুমিন ছিলেন।

(৮৯) আবার সে এক পথ ধরে চলল[১]।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾
(৯০) অবশেষে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছল, তখন সে তা (সূর্যকে) এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হতে দেখল, যাদের জন্য আমি তা থেকে (অর্থাৎ, তার রোদ থেকে) বাঁচার কোন অন্তরালের ব্যবস্থা রাখিনি[২]।	حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾
(৯১) বিষয়টি এমনই। আর তার নিকট যা ছিল সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি[৩]।	كَذٰلِكَ ۭ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

(৯২) আবার সে এক পথ ধরে চলল৪।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيۡنَ السَّدَّيۡنِ وَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمَا قَوۡمًا ۙ لَّا يَكَادُوۡنَ يَفۡقَهُوۡنَ قَوۡلًا ﴿٩٣﴾

(৯৩) অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধবর্তী স্থানে পৌছল, তখন সেই পর্বত দু'টির ওপাশে এক সম্প্রদায়কে সে দেখতে পেল, যারা (তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের) কথা বুঝবার কাছেও ছিল না৫।

قَالُوۡا يٰذَا الۡقَرۡنَيۡنِ اِنَّ يَاۡجُوۡجَ وَمَاۡجُوۡجَ مُفۡسِدُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلٰۤى اَنۡ تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدًّا ﴿٩٤﴾

(৯৪) তারা বলল, হে যুল-কুরনাইন! ইয়াজূজ ও মা'জূজ তো এতদাঞ্চলে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তবে কি আমরা আপনাকে কিছু চাঁদা আদায় করে দেব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন৬?

قَالَ مَا مَكَّنِّىۡ فِيۡهِ رَبِّىۡ خَيۡرٌ فَاَعِيۡنُوۡنِىۡ بِقُوَّةٍ اَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا ﴿٩٥﴾

(৯৫) সে বলল, আমার প্রতিপালক আমাকে এ বিষয়ে যে ক্ষমতার অধিকারী করেছেনে তা-ই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে (দৈহিক) শক্তি দ্বারা সহযোগিতা কর৭। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।

اٰتُوۡنِىۡ زُبَرَ الۡحَدِيۡدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيۡنَ الصَّدَفَيۡنِ قَالَ انۡفُخُوۡا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِىۡۤ اُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرًا ﴿٩٦﴾

(৯৬) তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে আস। অবশেষে যখন দুই পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানকে (লোহার টুকরো দিয়ে সাজিয়ে দুই পর্বতমালার শৃঙ্গ-কিনারার) সমান করে ফেলল, তখন সে বলল, তোমরা (হাঁপরে ফুঁক দিয়ে) তাপাতে থাক। অতঃপর যখন সে সেটাকে আগুনের মত তপ্ত করে ফেলল, তখন বলল, তোমরা আমার নিকট গলিত তামা নিয়ে আস, আমি এর উপর তা ঢেলে দেই৮।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তিনি পশ্চিম দিগন্ত থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিগন্তের পথ ধরলেন। (রূহুল মা'আনী) কুরআন ও হাদীছে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, যুল-কুরনাইনের এসব সফর দেশ বিজয়ের উদ্দেশ্যে ছিল। এমনও হতে পারে যে, কেবল ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই এসব সফর করেছেন এবং সফরের সময় তাঁর শাসনাধীন এলাকাসমূহও অতিক্রম করেছেন। তখন কোন কোন সম্প্রদায় একজন প্রতাপশালী সম্রাট হিসাবে তার কাছে অত্যাচারীদের মোকাবিলায় সাহায্য চেয়েছিল। যুল-কুরনাইন তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেসব অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, তিনি পূর্ব দিগন্তে এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন যারা মুক্ত আকাশের নিচে বসবাস করত। তারা ছিল সম্ভবত যাযাবর প্রকৃতির। তাদের মধ্যে গৃহনির্মাণের প্রচলন ছিল না। যেমন এযুগেও অনেক উদ্বাস্ত সম্প্রদায় মুক্ত আকাশের নিচে বসবাস করে থাকে। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, যুল-কুরনাইনের পূর্ব ও পশ্চিম দিক সফরের যে বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সঠিক। চাই ইতিহাসবিদগণ যা-ই বলুক না কেন। যুল-কুরনাইনের নিকট যেসব আসবাব-উপকরণ ছিল এবং যেসব ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছিল সেসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। কোন কোন তাফসীরবিদের মতে, "এমনই" বলে বোঝানো হয়েছে যে, যুল-কুরনাইন পশ্চিম দিগন্তের সম্প্রদায়ের সাথে যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি পূর্ব দিগন্তের লোকদের সাথেও করেছেন। (ফাওয়ায়েদ উছমানী ও রূহুল মা'আনী)

(৪) অর্থাৎ, তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সফর শেষে তৃতীয় সফর শুরু করেন। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এটা ছিল উত্তর দিকের সফর। কেননা, পৃথিবীর উত্তর দিগন্তেই জনবসতি দক্ষিণ দিকের তুলনায় বেশি। তবে কুরআন ও হাদীছে এ সফরের দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, ভাষা ভিন্ন হওয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা যুল-কুরনাইন ও তাঁর সাথীদের কথা বুঝা তো দূরের বুঝবার কাছেও ছিল না। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে কথার বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা সম্ভবত কোন দোভাষীর মাধ্যমেই হয়েছে, যে উভয় দলের ভাষা বুঝত। (আবুস সুউদ ও ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৬) ইয়াজূজ ও মা'জূজ এ দু'টি নামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এরা ইয়াফেস ইবনে নূহ (আ.)-এর বংশোদ্ভূত দু'টি গোত্র এবং ভয়ানক বর্বর প্রকৃতির অত্যাচারী পার্বত্য জাতি। তাদের উৎপীড়নে তখনকার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ কারণে তারা যুল-কুরনাইনকে এক অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী সম্রাট দেখে উক্ত আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুই পর্বতমালার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। ইয়াজূজ ও মা'জূজ সম্প্রদায়ের বাসস্থান কোথায় তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে এ সম্পর্কে নানা রকম মতামত রয়েছে। কেয়ামতের পূর্বে তাদের ব্যাপকভাবে পুনঃ আবির্ভাব ঘটবে। (রূহুল মাআনী ও ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে অর্থ ও সামর্থ্য দান করেছেন তাই যথেষ্ট; তোমাদেরকে কোন অর্থের জোগান দিতে হবে না। তবে কাজ করার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন আছে। অতএব তোমরা তোমাদের শ্রম ও দৈহিক শক্তি দ্বারা আমার সাহায্য কর।

(৮) যদিও প্রাচীর নির্মাণের জন্য লোহার বড় বড় টুকরা আনা, সেগুলোকে স্তরে স্তরে সাজানো, হাঁপর দ্বারা লোহার টুকরাগুলোকে আগুনের মত তপ্ত করা এবং সর্বোপরি লোহার স্তূপের উপর গলিত তামা ঢেলে দেওয়া, এসব কাজ শ্রমিকরাই করেছিল, কিন্তু যেহেতু সবকিছুই যুল-কুরনাইনের নির্দেশে হয়েছিল, এ কারণে আলোচ্য আয়াতে যুল-কুরনাইনকেই কর্তাপদ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার প্রতি ইঙ্গিত জ্ঞাপক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী) হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী সাহেবের তাহকীক মতে ককেশিয়া পর্বতমালার দক্ষিণে বাবুল আবওয়াব (প্রাচীন নাম দরবান্দ) নামক স্থানে ছিল এই প্রাচীর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৯–৯১নং আয়াতসমূহ :

আয়াতসমূহে যুল–কুরনাইনের পূর্ব দিকের সফরের বর্ণনা রয়েছে।

● ৯২–৯৬নং আয়াতসমূহ :

১. যুল–কুরনাইনের তৃতীয় সফরের বর্ণনা।

২. ইয়াজূজ ও মা'জূজ নামক দুটি গোত্রের অস্তিত্বের বর্ণনা। (শেষ জমানায় তাদের আবির্ভাব কেয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম একটি।)

৩. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে চাঁদা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। (আইসারুত্তাফাসীর)

৪. ভাল কাজে সহযোগিতা প্রসঙ্গ।

(৯৭) ফলে তারা (ইয়াজূজ মাজূজ) তার উপর আরোহণ করতে পারল না এবং তারা তাতে কোন ছিদ্রও করতে সক্ষম হল না[১]।	فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾
(৯৮) সে (যুল-কুরনাইন) বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে, তখন তিনি সেটাকে সমতল ভূমিতে পরিণত করে দিবেন[২] এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি হল নিশ্চিত সত্য[৩]।	قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾
(৯৯) আর আমি সেদিন তাদের কতককে অপর কতকের উপর তরঙ্গায়িত হতে ছেড়ে দিব এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব[৪]।	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾
(১০০) আর আমি সেদিন কাফেরদের সামনে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব[৫]।	وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾
(১০১) যাদের চক্ষু ছিল আমার স্মরণের ব্যাপারে পর্দায় আচ্ছাদিত এবং তারা শুনতেও পারত না[৬]।	الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ ও মা'জূজ সম্প্রদায়কে তখনকার মত এ ক্ষমতা দেননি যে, তারা প্রাচীর অতিক্রম করে অথবা প্রাচীর ভেঙ্গে এ দিকের লোকালয়ে আসতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন।

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, কেবল আল্লাহর অনুগ্রহে এ বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ প্রাচীর বিদ্যমান থাকবে। সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ও দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর কেয়ামতের পূর্বে ইয়াজূজ ও মাজূজ বের হওয়ার কথা রয়েছে। তখন এ প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেওয়া হবে। তারা প্রাচীর ভেঙ্গে এত বিপুল পরিমাণে বেরিয়ে পড়বে যে, তাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানবে না। সমগ্র জগৎ হবে তাদের মোকাবিলায় ব্যর্থ। হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম দেওয়া হবে যে, আপনি আমার খাস বান্দাদের নিয়ে তূর পর্বতে চলে যান। অবশেষে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর কাছে দুআ করবেন, তখন ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্প্রদায় এক গায়েবী মহামারির শিকার হবে এবং সবার একই সাথে আকস্মিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। (ফওয়ায়েদে উছমানী)

(৪ ও ৫) অর্থাৎ, ইয়াজূজ ও মাজূজ সেদিন এত অগণিত সংখ্যায় বের হবে যে, যেন একদল আর এক দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হচ্ছে। অথবা অর্থ এই যে, সেদিন সমস্ত মাখলূক ভীষণ ভয় ও অস্থিরতায় এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের উপর আছড়ে পড়বে। জ্বিন ও মানব পরস্পরে মিশে যাবে। এর পর কেয়ামতের ঘোষণা হবে। শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং সবাইকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন কাফেরদের সামনে থাকবে জাহান্নাম। সম্ভবতঃ জাহান্নাম কাফেরদের সামনে থাকার কথা বিশেষভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম মূলতঃ তাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দুনিয়াতে তাদের দৃষ্টি ছিল আবরণাচ্ছাদিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, প্রথমতঃ তদের বিবেকের দৃষ্টি ছিল আবরণাচ্ছাদিত, যদ্বারা তারা কুদরতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর প্রতি আস্থা স্থাপন করবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে। দ্বিতীয়ত, হঠকারিতার কারণে তারা অন্য কারও কথাও শুনত না যে, কেউ বোঝালে তারা বুঝ গ্রহণ করবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৭–৯৮নং আয়াতদ্বয় :

১. যুল–কুরনাইনের সফলভাবে প্রাচীর নির্মাণের সমাপ্তি।

২. যুল–কুরনাইন প্রাচীর নির্মাণ করতে পারাকে আল্লাহর রহমত আখ্যায়িত করেছেন। বুঝা গেল তিনি খুব আল্লাহ মুখী চেতনার অধিকারী ছিলেন।

৩. কেয়ামতের বর্ণনা।

● ৯৯–১০১নং আয়াতসমূহ :

১. কেয়ামতের পূর্বে ইয়াজূজ মাজূজের ঢল নামার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা কেয়ামতের সময়কার ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। সেই ভয়াবহ অবস্থায় দিশেহারা হয়ে মানুষ একে অপরের উপর আছড়ে পড়বে।

২. হাশরের ময়দানে সরাসরি জাহান্নামকে কাফেরদের সন্মুখে উপস্থিত করা হবে। ৪ ও ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. কাফেরদের হক জিনিস না দেখার এবং হক কথা না শোনার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

(১০২) তবে কি যারা কুফ্‌রী করেছে তারা মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে[১]? নিশ্চয় আমি কাফেরদের জন্য আপ্যায়ন স্বরূপ জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি[২]।	اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝
(১০৩) তুমি বল, আমি কি আমলের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব?	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝
(১০৪) (তারা ঐসব লোক) যাদের শ্রম পার্থিব জীবনে পণ্ড হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা ভাল কাজ করছে[৩]।	اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝
(১০৫) ওরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার করে। ফলে তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আমি কেয়ামতের দিন তাদের (আমলের) জন্য কোন ওজনই স্থাপন করব না[৪]।	اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاۗىِٕهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۝
(১০৬) এটাই তাদের প্রতিফল অর্থাৎ, জাহান্নাম। কারণ, তারা কুফ্‌রী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে[৫]।	ذٰلِكَ جَزَاۗؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেররা কি এ ধারণা করে যে, তারা আমার খাস বান্দা ঈসা, উযায়ের, জিবরাঈল প্রমুখের উপাসনা করে তাদেরকে নিজেদের সপক্ষে দাঁড় করাবে। এটা কখনও হতে পারে না। তারা তো ওদের উপাসনাই অস্বীকার করে বসবে এবং ওদের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। দ্রষ্টব্যঃ সূরা মারয়াম, আয়াত : ৮২। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তাদের এ আত্মপ্রবোদ লাভ করার কোন কারণ নেই। সেখানে তাদেরকে কেউ পাত্তা দেবে না। তবে আমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুন ও নানা রকম শাস্তি দ্বারা আপ্যায়িত করব। বলা বাহুল্য যে, এখানে কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ স্বরূপ জাহান্নাম ও তার শাস্তিকে আপ্যায়ন বলে অভিহিত করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তারাই কেয়ামতের দিন সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত বলে সাব্যস্ত হবে, যাদের জীবনের সকল সাধনাই ছিল দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য। পরকালের প্রতি তারা কখনও ভ্রূক্ষেপ করেনি। জাগতিক উন্নতি ও সফলতাকেই তারা মনে করেছে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। অথবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে

তারা যে সকল কাজ ভাল মনে করে করেছিল, বাস্তবে তা ভাল হোক বা না হোক সবই তাদের কুফ্‌রীর কারণে পরকালে বিফলে গেছে এবং তাদের শ্রম পণ্ড হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, কাফেরদের নেক আমল প্রাণহীন। পরকালের সেই অন্তহীন জীবনে তাদের দুনিয়াতে কৃত কোন নেক আমল উপকারে আসবে না। থাকবে কেবল তাদের মন্দ কর্ম ও কুফ্‌রী। তাদের কুফ্‌রীর কারণে তাদের কৃত নেক আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং সেদিন তাদের এসব আমলের কোনই মূল্য থাকবে না।

(৫) অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে উপহাস করতে এবং রসূলগণকে বিদ্রূপের চোখে দেখতে। সুতরাং জাহান্নামই তোমাদের কর্মের প্রতিফল। এখন তার মজা আস্বাদন কর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০২ নং আয়াত :

১. আল্লাহর বান্দা ঈসা, উযায়ের, জিবরাঈল প্রমুখের উপাসনা করে কোন লাভ হবে না, কেয়ামতের দিন তারা উপাসনাকারীদের কোনই উপকারে আসবে না। বরং তারা তাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করবে।

২. জাহান্নাম ও তার শাস্তিকে আপ্যায়ন বলে অভিহিত করে কাফেরদের সাথে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

৩. জাহান্নাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে, এমন নয় যে, কেয়ামতের পর তা তৈরী করা হবে যেমন এক শ্রেণীর ভ্রান্তদল বলে থাকে।

● ১০৩–১০৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. কোন কাজ শুধু ভাল মনে করে এবং ভাল নিয়তে করলেই সেটা ভাল হবে না যদি না সেটা সঠিক তরীকায় হয়।

২. যারা কুরআন সুন্নায় বর্ণিত তরীকা বাদ দিয়ে বেদআতী তরীকায় এবং খেয়াল–খুশীমত পন্থায় দ্বীনী কাজ করে আত্মতৃপ্তি বোধ করে, তাদের হুশ ফিরে আসা চাই।

● ১০৫–১০৬নং আয়াতদ্বয় :

১. নেক আমল কেয়ামতের দিন গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। যার ঈমান নেই তার কোন সৎকাজই কেয়ামতের দিন মূল্য পাবে না।

২. এও বুঝা যায় যে, কুফ্‌রীর কারণে যখন ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় তখন পূর্বে কৃত সকল সৎ কাজই বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সে সব পূর্ব কৃত সৎকাজের প্রতিদান কেয়ামতের দিন পাওয়া যাবে না।

(১০৭) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে তাদের জন্য আপ্যায়নস্বরূপ রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যানসমূহ।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝
(১০৮) সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা সেখান থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না[১]।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

www.maktabatulabrar.com

(১০৯) তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা (লিপিবদ্ধ করা)-এর জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও তার মত (আরও সমুদ্র তার) সাহায্যস্বরূপ নিয়ে আসি[২]।	قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾
(১১০) তুমি বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। আমার নিকট এই ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ হচ্ছেন একমাত্র মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে[৩]।	قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوْحٰۤی اِلَیَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ یَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা দীর্ঘ অবস্থানের কারণে বিরক্ত হবে না, হরদম তরতাজা নেয়ামতসমূহ উপভোগ করবে। কখনও এ কামনা করবে না যে, আমাদেরকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করা হোক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) কুরাইশের লোকেরা ইয়াহুদীদের ইঙ্গিতে রূহ, আসহাবে কাহাফ ও যুল-কুরনাইন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিল। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫নং আয়াতে এবং আলোচ্য সূরায় এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এরপর সূরার পরিসমাপ্তিতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও হিকমত অসীম। তোমাদের যোগ্যতা ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অংশটুকু তোমাদেরকে জানানো হয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান-সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতও নয়। ধরে নাও, যদি কোন সমুদ্রের সম্পূর্ণ পানি কালি হয়ে যায় এবং আল্লাহর জ্ঞান ও মহিমা লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এরপর আরও সমুদ্র তার সাথে যুক্ত করা হয়, তবে সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে তবুও আল্লাহর জ্ঞান ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেননা, সমুদ্রের পানি যত বেশিই হোক না কেন তা সীমিত, অথচ আল্লাহর জ্ঞান ও মহিমা অসীম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র, ফেরেশতা নই এবং গায়েব সম্পর্কে অবহিত নই। তবে আমি হলাম আল্লাহর নবী, আমার প্রতি আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়। তোমাদের প্রশ্নের জবাবে আমি যে আসহাবে কাহাফ ও যুল-কুরনাইনের কাহিনী বর্ণনা করেছি তা আল্লাহ তা'আলা আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। এটাও আমার নবুয়তের অন্যতম দলীল। সুতরাং আমার প্রতি তোমরা ঈমান স্থাপন কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি এই ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজনই। তাঁর কোন শরীক নেই। তোমরা যেমন তাঁর বান্দা, তেমনি আমিও তাঁরই বান্দা।

www.maktabatulabrar.com

সেই এক আল্লাহ তা'আলার সাথে যার সাক্ষাৎ করার আগ্রহ কিংবা তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় থাকে তার উচিত শরীয়ত মোতাবেক নেক আমল করা এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কাউকে কোনভাবে শরীক না করা। অর্থাৎ, প্রকাশ্য শিরকের ন্যায় রিয়া তথা ইবাদতের কাজে লোক দেখানোর মনোভাব থেকে বেঁচে থাকাও অবশ্যই জরুরী। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীসী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ১০৭–১০৮ নং আয়াতদ্বয় :

১. ঈমান ও নেক আমলাদিও ওছীলায় জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ হয়।
২. জান্নাতীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন।
৩. জান্নাতীগণ জান্নাত থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার কামনা করবেন না।

- ১০৯নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও হিকমত অসীম। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)
২. উদাহরণ দিতে গিয়ে ধরে নেয়ার পর্যায়ের বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে।
৩. আল্লাহর কালাম (কথা) গুণ প্রমাণিত।

- ১১০নং আয়াত :

১. রসূল বাশার তথা মানুষ।
২. রসূল সাধারণ মানুষ নন, বরং তিনি নবী, তার নিকট ওহী আসত।
৩. তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে।
৪. আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কাউকে কোনভাবে শরীক না করা। অর্থাৎ, প্রকাশ্য শিরকের ন্যায় রিয়া তথা ইবাদতের কাজে লোক দেখানোর মনোভাব থেকে বেঁচে থাকাও অবশ্যই জরুরী।

(১৯) সূরা মারয়াম[১], মক্কী
৯৮ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ[২]।	كٓهٰیٰعٓصٓ ﴿۱﴾
(২) এটা তোমার প্রতিপালক কর্তৃক আপন বান্দা যাকারিয়ার প্রতি কৃত অনুগ্রহের বর্ণনা[৩]।	ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِیَّا ﴿۲﴾
(৩) যখন সে তার প্রতিপালককে চুপিসারে ডেকেছিল[৪]।	اِذْ نَادٰی رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِیًّا ﴿۳﴾

(৪) সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যে মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট দুআ করে ব্যর্থকাম হইনি[৫]।	قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَیْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآىِٕكَ رَبِّ شَقِیًّا ۝۴
(৫) আর নিশ্চয়ই আমি আমার (মৃত্যুর) পর স্বজনবর্গ সম্পর্কে (দ্বীনের কার্য সম্পাদন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে) আশঙ্কা করছি এবং আমার স্ত্রী হল (পূর্ব থেকে) বন্ধ্যা; সুতরাং আপনি খাছ আপনার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন[৬]।	وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا ۝۵
(৬) যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকূবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে[৭] এবং হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে (আপনার) সন্তোষপ্রাপ্ত বানান।	یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۝۶

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য সূরার ১৬নং আয়াত থেকে ৩৫নং আয়াত পর্যন্ত এই বিশ আয়াতে হযরত মারয়াম (আ.)-এর কাহিনী ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা বিবৃত হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা মারয়াম। হযরত মারয়াম ব্যতীত অন্য কোন নারীর নাম পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে কুরআনে কারীমের ১২টি সূরায় তাঁর নাম ৩৪ বার উল্লেখিত হয়েছে। সব জায়গায় তিনি একজন সতী-সাধ্বী নারী হিসেবে আলোচনায় এসেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতের নিদর্শন সপ্রমাণ করা এবং কাফের সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত মারয়ামের উপর আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করা। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী, সাবী, মুজামুল মুফাহরাস [কুরআন], মারয়াম শিরোঃ)

(২) এই হরফগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে নানা রকম মতভেদ রয়েছে, যেমন ঃ আল্লাহর নাম, কুরআনের নাম, সূরার নাম, এক প্রকার কসম, আল্লাহর বিভিন্ন গুণবাচক নামের ইঙ্গিতবহ কতগুলো হরফের সমষ্টি ইত্যাদি। তবে এসব বর্ণমালার সঠিক তাৎপর্য আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন এটাই শেষ ও বিশুদ্ধতম অভিমত। (খাযিন ও রূহুল মাআনী)

(৩) হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক অন্যতম সম্মানিত নবী। বুখারী শরীফে আছে যে, তিনি মিস্ত্রির কাজ করতেন এবং এর যদ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

(৪) অর্থাৎ, রাত্রের আঁধারে নির্জনে নিম্নস্বরে দুআ করলেন। উল্লেখ্য যে, দুআ করার আসল নিয়মও এটাই। যেমন সূরা আ'রাফের ৫৫নং আয়াতে বলা হয়েছে। অথবা বৃদ্ধ বয়সে পুত্র প্রার্থনার জন্য লজ্জাবোধ কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা আসা অস্বাভাবিক নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায়-উপকরণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আমার প্রতি কৃত আপনার অতীত দয়া ও অনুগ্রহই আমাকে এ দুআর জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। সুতরাং আমি কি করে ধারণা করতে পারি যে, আপনি আমাকে এবারকার প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত করবেন? (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর নিকট-আত্মীয় স্বজনরা ছিল অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তাই তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর দ্বীনের কার্য সম্পাদন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা তাঁর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। অপর দিকে তার কোন সন্তান ছিল না। কারণ তার স্ত্রী ছিলেন আযৌবন বন্ধ্যা। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের ওসীলা ধরে তাঁর কাছে এমন একটি সন্তান কামনা করলেন, যে তাঁর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। (প্রাগুক্ত)

(৭) এখানে উত্তরাধিকারী হওয়া মানে দ্বীন ও ইলমের উত্তরাধিকারী হওয়া, সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া নয়। কেননা, নবীগণ সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব রেখে যান না। তাছাড়া, পুত্র তো পিতার সম্পদের অধিকারী হয়েই থাকে। কাজেই এজন্য তাঁর দুআর কোন মানে থাকে না। উপরন্তু দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ নিয়ে চিন্তাশীল হওয়াও একজন নবীর জন্য মানায় না। এতদ্ব্যতীত তিনি পেশাগত ভাবে ছিলেন একজন মিস্ত্রি। সুতরাং তার এ স্বল্প রোজগারের সঞ্চয়ওবা কী যে তার জন্য উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে? (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২–৪ নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর খাছ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন।
২. দুআ চুপিসারেই করা উত্তম।
৩. দুআর মূল বক্তব্যের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু বলা যায়।

- ৫–৭ নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত যাকারিয়া (আ.) ভবিষ্যতে দ্বীনী উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার চিন্তা করেছিলেন। অতএব প্রমাণিত হল, ভবিষ্যতে দ্বীনী উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার চিন্তা একটি প্রশংসনীয় চিন্তা। দ্বীনী কাজের নেতৃত্ব দানকারীরা যেন ভবিষ্যত উত্তরসূরী রেখে যাওয়ার চিন্তা মাথায় রাখেন।
২. নারীদের বন্ধাত্ব প্রমাণিত।
৩. নবীদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে ইলমের উত্তরাধিকারী।
৪. উত্তরাধিকারীদের জন্য দুআ করা।

(৭) (তিনি বললেন,) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতঃপূর্বে আমি তার প্রতিনামের অধিকারী কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করিনি[১]।	یٰزَكَرِیَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اِسْمُهٗ یَحْیٰی ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝۷
(৮) সে (যাকারিয়া) বলল, হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা আর আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি[২]।	قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِیًّا ۝۸

www.maktabatulabrar.com

(৯) তিনি (আল্লাহ) বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ। আর আমি ইতঃপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না[৩]।	قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩
(১০) সে (যাকারিয়া) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য একটি নিদর্শন স্থির করে দিন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় থেকেই তিন দিন[৪] পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না[৫]।	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠
(১১) অতঃপর সে সেই প্রকোষ্ঠ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট বের হয়ে আসল এবং তাদেরকে ইঙ্গিতে বলল যে, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তসবীহ পাঠ কর[৬]।	فَخَرَجَ عَلٰي قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যাকারিয়া (আ.)-এর দুআ কবূল হল এবং তাঁকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হল। জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম নির্ধারণ করলেন ইয়াহ্ইয়া। এ নামটি তখনকার জন্য এমনি অভিনব ছিল যে, যাকারিয়া (আ.)-এর পুত্রের পূর্বে কারও এ নাম ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমি যাকারিয়া তনয় ইয়াহ্ইয়ার পূর্বে এই নামের অধিকারী কাউকে আমি সৃষ্টি করিনি। কোন কোন তাফসীরবিদ এ আয়াতে "সামিয়্যান"-এর অনুবাদ করেছেন সমগুণের অধিকারী। অর্থাৎ, হৃদয়ের নম্রতা ও ক্রন্দনের প্রাবল্য ইত্যাদি গুণাবলীতে তাঁর সমান কাউকে আমি সৃষ্টি করিনি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া (আ.)-এর দুআ কবূল করলেন বটে। কিন্তু সন্তান কীভাবে লাভ হবে তা উল্লেখ করেননি। তাই যাকারিয়া (আ.) এ সম্পর্কে জানার জন্য আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, আমি কি যৌবন প্রাপ্ত হব, না আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তুমি ও তোমার স্ত্রী যে অবস্থায় রয়েছো সে অবস্থায়ই তোমরা সন্তান লাভ করবে। এতে তোমার আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, ইতঃপূর্বে তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব, দান করেছি।

(৪) এখানে ثلث ليال –এর অর্থ করা হয়েছে তিন দিন, যদিও এর শাব্দিক অর্থ তিন রাত। এরূপ অর্থ করার কারণ হল সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, ثلثة ايام যার অর্থ তিন দিন। বুঝা গেল তিন রাতের সাথে তিন দিনও অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সাধারণ পরিভাষায় দিন বললেই রাতসহ দিন অন্তর্ভুক্ত বোঝায়।

(৫) অর্থাৎ, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার পরও যখন তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না, তখন ধরে নিবে যে, সন্তান মাতৃগর্ভে এসে গেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৬) অর্থাৎ, যখন নির্ধারিত সময় এল তখন তিনি বাকরুদ্ধ হলেন। তিনি কামরা থেকে বের হয়ে মানুষকে ইঙ্গিতে বললেন যে, তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ কর, নামায পড় এবং তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাক। এটা হয়ত তিনি পূর্বে যেমন তাদেরকে উপদেশ দিতেন, তেমনি উপদেশ স্বরূপই বলেছেন। অথবা আল্লাহ তা'আলা-প্রদত্ত নতুন নেয়ামতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে অন্যদেরকেও যিকির ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তাঁর সাথে শরীক হওয়ার জন্য বলেছেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭-৯নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর সন্তানের ইয়াহইয়া নামটি আল্লাহ কর্তৃক রাখা নাম।

২. সন্তান জন্মের পূর্বেও নাম নির্ধারণ করে রাখা যায়।

৩. আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীতেও সবকিছু করতে সক্ষম। বন্ধা নারীকে সন্তান দিয়ে তার প্রমাণ রাখলেন।

৪. যে আল্লাহ অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করেন তাঁর পক্ষে বন্ধা নারীর গর্ভে সন্তান দেয়া মোটেই কঠিন নয়।

● ১০নং আয়াত :

হযরত যাকারিয়া (আ.) সন্তান হওয়ার নিদর্শন সম্পর্কে আবেদন করেছিলেন– এ থেকে বুঝা গেল এরূপ এতমীনানে কলবের জন্য কোন আবেদন করা ঈমান বা একীনের পরিপন্থী নয়; যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) এরূপ আবেদন করেছিলেন। (সূরা বাকারার ২৬০ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।)

● ১১নং আয়াত :

১. কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইংগিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. "তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তসবীহ পাঠ কর"– এ কথাটিতে তাসবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য নামায। এ থেকে ফজর ও আসরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতীয়মান হয়। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাকে বেশী বেশী স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

(১২) হে ইয়াহ্ইয়া! কিতাবটি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর[১]। আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান,	يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝١٢
(১৩) এবং আমার নিকট থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; আর সে ছিল বড়ই পরহেযগার।	وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣
(১৪) এবং স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি সদাচারী। আর সে উদ্ধত, অবাধ্য[২] ছিল না।	وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝١٤
(১৫) এবং তার প্রতি রয়েছে শান্তি যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।	وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝١٥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ অনুসারে হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে একজন পুত্র সন্তান দান করলেন। সন্তানের নাম রাখা হল ইয়াহ্ইয়া। ইয়াহ্ইয়া জন্ম গ্রহণ করার পর যখন বুদ্ধিদীপ্ত হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, হে ইয়াহ্ইয়া! তাওরাত কিতাবখানি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী পুরোপুরি আমল করার চেষ্টা কর। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-কে অনেক গুণ ও মাহাত্ম্য দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম গুণ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবেই বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বিধি-বিধানের জ্ঞান, বন্দেগীর নিয়ম-কানুন ইত্যাদির ন্যায় মহৎ গুণসমূহ দান করেছিলেন। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষভাবে হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা, পরহেযগারী স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য ও বিনয়ভাব দান করেছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২-১৫নং আয়াতসমূহ :

১. আয়াতসমূহে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির বর্ণনা রয়েছে।

২. কিতাবকে শক্তভাবে ধারণ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বেশ কিছু গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. ১৫ নং আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের সময় শয়তানের উস্কানী থেকে রক্ষা পাওয়া, কবরে ও হাশরের ময়দানে ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ শান্তির অধিকারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (আবুস সুউদ অবলম্বনে)

(১৬) আর এ কিতাবে মারয়ামের (বৃত্তান্তও) আলোচনা কর, যখন সে তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকস্থ এক স্থানে (গোসলের জন্য) গেল[১]।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
(১৭) অতঃপর সে তাদের থেকে পর্দা করল। অতঃপর আমি তাঁর নিকট আমার রূহকে পাঠালাম। তখন সে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করল[২]।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾
(১৮) সে (মারয়াম) বলল, নিশ্চয় আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি খোদা ভীরু হও[৩]।	قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾
(১৯) সে (ফেরেশতা) বলল, আমি তো কেবল আপনার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত, আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার জন্য[৪]।	قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

www.maktabatulabrar.com

(২০) সে (মারয়াম) বলল, কীভাবে আমার পুত্র হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি নই ব্যভিচারিণী[৫]?	قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾
(২১) সে (ফেরেশতা) বলল, এরূপেই হবে। আপনার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার পক্ষে সহজ এবং (এভাবে সৃষ্টি এ জন্য করব) যেন আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ করে দেই। আর এটা হল একটা স্থিরীকৃত ব্যাপার[৬]।	قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ঋতুস্রাবের পর তিনি গোসল করতে গেলেন। এটা ছিল তাঁর প্রথম ঋতুস্রাব। বয়স ছিল তাঁর তের অথবা পনের বছর। অতি লজ্জার কারণে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে একটি গৃহে গোসল করতে চলে যান। এ কারণে খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে তাদের কেবলারূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর এক মতে নির্জনে ইবাদত করার জন্য গিয়েছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)

(২) "রূহ" শব্দটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে রূহ দ্বারা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল এক সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে তাঁর কাছে গেলেন। ফেরেশতাদের অভ্যাসও সাধারণতঃ এমনই যে, তারা সুন্দর আকৃতি ধারণ করেন। তা ছাড়া এমনও হতে পারে যে, এর দ্বারা হযরত মারয়ামের সতি-সাধ্বিতারও পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। যাতে তিনি সার্থক উত্তীর্ণ হয়েছেন।

(৩) হযরত মারয়াম (আ.) জিবরাঈল (আ.)-কে প্রথম দর্শনে একজন মানুষ মনে করেছিলেন। তাই নির্জনে একজন অপরিচিত পুরুষ দেখে স্বাভাবিক কারণেই তিনি ভীত হয়ে পড়েন এবং নিজেকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু পরক্ষণেই ফেরেশতার চেহারায় নূরানী দীপ্তি প্রত্যক্ষ করে সম্ভবতঃ তিনি বুঝে নেন যে, লোকটি দুষ্ট প্রকৃতির নয়, তাই তিনি এভাবে কথা বললেন যে, তুমি যদি আল্লাহ ভীরু হও তবে আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় কামনা করছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, আপনি ভয় পাবেন না, আপনি আমার ব্যাপারে নিঃশঙ্ক থাকুন। আমি কোন মানুষ নই। আমি আপনারই প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনাকে একজন পবিত্র ও বরকতময় সন্তান দান করতে এসেছি, যে বংশ-ঐতিহ্য ও নৈতিকতার দিক থেকে হবে সর্বপ্রকার কলঙ্কমুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) মরয়াম (আ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, মানুষ রূপী এ লোকটি মূলত ফেরেশতা, এতে কোন রকম সন্দেহ নেই। তবে তিনি এজন্য আশ্চর্য বোধ করলেন যে, তাঁর স্বামী ছিল না এবং তিনি চরিত্রহীনাও নন; সুতরাং কী করে তাঁর পবিত্র সন্তান হবে? যেমনটি এর চেয়ে কম বিস্ময়কর অবস্থায় হযরত যাকারিয়া (আ.) প্রশ্ন করেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

(৬) অর্থাৎ, এটা পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। সুতরাং এটা এভাবেই হবে। এতে কোন রকম ব্যত্যয় ঘটবে না। কোন পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে কেবল নারীগর্ভ থেকে সন্তান সৃষ্টি করা আমার ইচ্ছা। যেমন হযরত আদমকে নারী-পুরুষের মিলন ব্যতিরেকে এবং হযরত হাওয়াকে কেবল পুরুষের অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ১৬–২১নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর নিকট মারইয়ামের মর্যাদা রয়েছে।
২. সতীত্ব ও লজ্জার মর্যাদা প্রমাণিত।
৩. ফেরেশতাগণ আল্লাহর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম।
৪. জিন ইনসান থেকে আশংকা বোধ করার প্রাক্কালে আল্লাহর আশ্রয় কামনার রীতি প্রমাণিত।
৫. তাকওয়া পরহেযগারী পাপ থেকে বিরত রাখে।
৬. হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি আল্লাহর ক্ষমতার এক নিদর্শন।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾	(২২) অতঃপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল। তারপর (প্রসবের সময় ঘনিয়ে এলে) সে গর্ভে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে পৃথক হয়ে চলে গেল[১]।
فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ	
يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾	(২৩) অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের নিকট নিয়ে গেল। সে বলল, হায়, এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম এবং হয়ে যেতাম সম্পূর্ণ স্মৃতি-বিস্মৃত[২]।
فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ	(২৪) অতঃপর সে (ফেরেশতা) তার নিম্ন (ভূমি) থেকে তাঁকে ডেকে বলল যে, আপনি বিষণ্ন হবেন না, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক আপনার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করে দিয়েছেন।
تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾	
وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ	(২৫) এবং আপনি খেজুর গাছটির কাণ্ড ধরে আপনার দিকে ঝাঁকি দিন, সে সুপক্ক তাজা খেজুর আপনার সামনে ফেলবে[৩]।
رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾	
فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ	(২৬) অতঃপর আপনি (তা) আহার করুন ও (নহর থেকে) পানি পান করুন এবং চক্ষু শীতল করুন। এরপর যদি আপনি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখেন তবে আপনি (ইঙ্গিতে) বলে দিন যে, আমি অতিশয় দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।
الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ	
صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾	

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক ফেরেশতা তাঁর বুকে ফুঁ দিলেন এবং এতে তিনি গর্ভবতী হলেন, কিন্তু যখন সন্তান প্রসবের সময় আসল তখন অতি লজ্জার কারণে সকলের থেকে পৃথক হয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ এ স্থানটিই "বাইতে লাহাম" (যা বেতেলহাম নামে বলে পরিচিত।) এর দূরত্ব বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আট মাইল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, প্রসব-বেদনার কষ্টে আশ্রয়ের জন্য একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে গেলেন, যাতে খেজুর গাছের কাণ্ডটি ধরে উঠা-বসা করতে পারেন। একদিকে তিনি প্রসব বেদনায় কাতর, অপরদিকে সহায়-সাথী ও শান্তির উপকরণের অনুপস্থিতি, তদুপরি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে যে দুর্নাম হবে সে চিন্তায় অস্থির হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, হায়, এ অবস্থার পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে যেতাম, তবে কতই না ভাল হত।

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মারয়াম (আ.)-কে খেজুর গাছে ঝাঁকুনি দিতে বলেছেন। অথচ ঝাঁকুনি ব্যতিরেকেই তাঁর জন্য গাছ থেকে খেজুর ঝরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করার কারণ সম্ভবত এই যে, এতে জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করার শিক্ষা রয়েছে এবং এও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা-তদবীর করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২২ নং আয়াত :

১. হযরম মারইয়াম অত্যন্ত লজ্জাবতী ছিলেন, তাই সন্তান প্রসবের সময় এলে অতি লজ্জার কারণে সকলের থেকে পৃথক হয়ে দূরবর্তী এক স্থানে চলে যান।

২. আয়াতে বাইতে লাহাম পর্যন্ত স্থানকে দূরবর্তী স্থান বলা হয়েছে, (যা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত)। বুঝা গেল সাধারণ পরিভাষায় এরূপ বলার অবকাশ রয়েছে।

- ২৩–২৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. মাতৃগর্ভ থেকে হযরত ঈসা (আ.)এর ভূমিষ্ট হওয়া ছিল সাধারণ প্রক্রিয়ায়। এ প্রক্রিয়ারই আওতায় মারইয়ামের প্রসব-বেদনা হয়।

২. "এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম এবং হয়ে যেতাম সম্পূর্ণ স্মৃতি-বিস্মৃত!" হযরত মারইয়ামের এরূপ চিন্তায় অস্থির হয়ে যাওয়াও প্রমাণ করে যে, তিনি সতী-সাধ্বী ছিলেন।

- ২৫ নং আয়াত :

১. খেজুর গাছে ঝাঁকুনি দেয়ার নির্দেশ থেকে জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করার শিক্ষা প্রমাণিত হয়।

২. আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা-তদবীর করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

- ২৬ নং আয়াত :

১. হযরত মারয়াম (আ.)-এর সান্ত্বনার জন্য যেসব উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তন্মধ্যে এখানে পানির আলোচনা সর্ব প্রথম করা হয়েছে, কিন্তু পানাহারের তালিকায় প্রথমে আহার ও পরে পানি পানের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবত আহারের পূর্বে পানির ব্যবস্থা করে, কিন্তু কার্যতঃ আগে আহার করে এবং পরে পানি পান করে। (রূহুল মাআনী)

২. পূর্ববর্তী শরীয়তে রোযার একটি ধরন ছিল মৌনতা অবলম্বন করা। ইসলামে এটাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ইবাদতের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বন করা কিংবা তার মানত করা জায়েয নয়। তবে রোযা অবস্থায় অশ্লীল ও অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকার বিধান এখনো রয়েছে।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿۲۷﴾	(২৭) অতঃপর সে (মারয়াম) তাঁকে কোলে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আসল। তারা বলে উঠল, হে মারয়াম! তুমি অবশ্যই এক গুরুতর কাজ করেছ!
يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿۲۸﴾	(২৮) হে হারূনের বোন! তোমার পিতা কোন খারাপ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না[১]।
فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿۲۹﴾	(২৯) তখন সে তাঁর (সন্তানের) প্রতি ইঙ্গিত করল। তারা বলল, যে হল দোলনার (কোলের) শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব[২]?
قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿۳۰﴾	(৩০) সে (শিশুটি) বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন[৩]।
وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿۳۱﴾	(৩১) আর আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন জীবিত থাকি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ করেছেন।
وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۳۲﴾	(৩২) এবং (তিনি আমাকে বানিয়েছেন,) আমার মাতার প্রতি অনুগত এবং তিনি আমাকে উদ্ধত (ও) হতভাগ্য করেননি।
وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿۳۳﴾	(৩৩) আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হবে আর যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমার পিতা ছিলেন একজন সৎপুরুষ এবং তোমার মাতা ছিলেন একজন সতী-সাধ্বী মহিলা। তোমার ভাই ছিলেন একজন ভাল মানুষ। তুমি বংশের দিক থেকে একটি কুলীন পরিবারের সদস্যা। তোমার ঊর্ধ্বতন পুরুষ হযরত হারূন (আ.)। এতদসত্ত্বেও এরূপ কাণ্ড কীভাবে

www.maktabatulabrar.com

তোমার থেকে প্রকাশ পেল? (ফাওয়ায়েদে উছমানী) আর এক মতে হারূন ছিল তখনকার যুগের একজন সৎপুরুষ। তিরস্কারকে তীব্রতর করার জন্য তাকে হারূনের বোন বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, হযরত মারয়াম (আ.) হাত দ্বারা শিশুটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা সরাসরি শিশুটিকে জিজ্ঞেস কর। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উত্তর শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, আমরা একটি কোলের শিশুর সাথে কী করে কথা বলতে পারি? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) লোকেরা যখন হযরত মারয়ামের সন্তান জন্মদানের ব্যাপারটি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন হযরত মারয়ামের সেই কোলের শিশুটিকে আল্লাহ তা'আলা কথা বলার শক্তি দিয়ে দিলেন। শিশুটি তখন যা বলল, তার মধ্যে এমন সকল বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিমূলক কথাবার্তার জবাব নিহিত ছিল, যেগুলো পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে রটনা করা হয়েছিল। শিশুটি বলল, আমি আল্লাহর বান্দা। অর্থাৎ, আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র নই। আমাকে আল্লাহ নবী বানিয়েছেন, অর্থাৎ, আমি মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা রটনাকারী নই। (প্রাগুক্ত)

(৪) হযরত মারয়াম যখন তাঁর সদ্য প্রসূত পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-কে কোলে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসলেন, তখন বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে নানা রকম কটূক্তি করতে শুরু করে। হযরত ঈসা (আ.) তখন মাতৃদুগ্ধ পান করছিলেন। তিনি দুগ্ধপান ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি বলে কথা বলতে শুরু করেন এবং তাদের জবাব দিতে থাকেন।

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৭–২৯নং আয়াতসমূহ :

১. মারইয়ামকে তার সম্প্রদায়ের নিন্দা।

২. মারইয়ামের পিতা ভাল মানুষ ছিলেন।

৩. মারইয়ামের মাতাও ছিলেন সতী-সাধ্বী নারী।

৪. আপারগ অবস্থায় হাতের ইশারা মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

- ৩০–৩৩নং আয়াতসমূহ :

১. আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আ.)-এর বাচনিক তার ৮টি গুণের কথা বিবৃত হয়েছে। যথা:– (১) আমি আল্লাহর একজন বান্দা, (২) আল্লাহ আমাকে কিতাব প্রদান করেছেন, (৩) তিনি আমাকে নবী-বানিয়েছেন, (৪) আমি যেখানেই থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করেছেন, (৫) আমি যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, (৬) আমাকে আমার মাতার অনুগত করেছেন, (৭) আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি, (৮) আমার জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন ও পুনরুত্থানের দিন আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও মাআরিফুল কুরআন শফী)

২. উপরোক্ত গুণাবলীর প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রে অতীতকাল বাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এইসব বিষয় যথাসময়ে আমার জীবনে বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারটি পূর্ব থেকেই আল্লাহর পক্ষ হতে সুনির্ধারিত ও স্থিরীকৃত। এতে কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটবে না। (প্রাগুক্ত)

৩. ওলীদের কারামত প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৩৪) এ-ই হল মারয়ামের পুত্র ঈসা। (আমি বলছি) সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে[১]।	ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾
(৩৫) আল্লাহর জন্য সাজেনা কোন সন্তান গ্রহণ করা। তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি তদুদ্দেশ্যে কেবল বলেন, হয়ে যা, ব্যাস অমনি তা হয়ে যায়[২]।	مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾
(৩৬) আর নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।	وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী চারটি আয়াতে যে আটটি গুণের কথা বলা হয়েছে, সে সব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই হলেন ঈসা ইবনে মারয়াম। অথচ একটি সত্য ও সুস্পষ্ট বিষয় নিয়ে লোকেরা বিতর্ক জুড়ে দিয়েছে এবং নানা রকম অবান্তর মতামতের অবতারণা শুরু করেছে। কেউ তাকে "আল্লাহ" আখ্যা দিয়েছে আর কেউ "আল্লাহর পুত্র" বলেছে। কেউ তাকে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা রটনাকারী সাব্যস্ত করেছে। আর কেউ তাঁর জন্মসূত্র নিয়ে কটাক্ষ করেছে। প্রকৃত সত্য কথা হল তা-ই, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ নন, বরং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তিনি মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা রটনাকারী নন, বরং একজন সত্যবাদী নবী। তাঁর জন্মসূত্র ও কৌলিন্য পুরোপুরি আবিলতা মুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যিনি কেবল "হয়ে যাও" বললেই সবকিছু হয়ে যায়, তাঁর আবার সন্তানের প্রয়োজন কিসের? সুতরাং এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাজেনা। তিনি এর উর্ধ্বে এবং এসব থেকে পবিত্র। যিনি এরূপ ক্ষমতাধর তার পক্ষে পিতা ব্যতিরেকে কাউকে সন্তান দান করা এমন কঠিন কিছু নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪ নং আয়াত :

১. ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত পরিচয় হল তা–ই যা পূর্বের আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা, "আল্লাহ"ও নন, "আল্লাহর পুত্র"ও নন যেমন খৃষ্টানরা বলে, আবার মিথ্যা রটনাকারী বা যেনার সন্তানও নন যেমন ইয়াহুদীরা বলে।

২. হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে খৃষ্টান ও ইয়াহুদী উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থান ভ্রান্ত।

● ৩৫ নং আয়াত :

১. তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর শান নয়।

২. যিনি হয়ে যা বললে সবকিছু হয়ে যায় তিনি আবার সন্তানের মুখাপেক্ষী হবেন কেন?

www.maktabatulabrar.com

● ৩৬ নং আয়াত :

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর বাচনিক তাওহীদ ও ইবাদতের শিক্ষা উক্ত হয়েছে।

২. তাওহীদ ও ইবাদতের পথই সিরাতে মুস্তাকীম।

(৩৭) তা সত্ত্বেও দলগুলো নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মত সৃষ্টি করল। সুতরাং যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ দুর্ভোগ এক মহা দিবসের আগমনে[১]।	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾
(৩৮) তারা কতই না স্পষ্ট শুনবে এবং কতই না স্পষ্ট দেখবে, যেদিন তারা আমার নিকট আসবে। কিন্তু জালেমরা আজ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে[২]।	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾
(৩৯) আর তুমি তাদেরকে পরিতাপ দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ (এখন) তারা গাফিলতিতে রয়েছে এবং তারা বিশ্বাস করছে না[৩]।	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۘ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾
(৪০) নিশ্চয় পৃথিবীর ও যারা তার উপর রয়েছে তাদের আমিই অধিকারী থেকে যাব এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে[৪]।	إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোন কোন তাফসীরবিদের মতে, ৩০নং আয়াত থেকে ৩৩নং আয়াত পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.)-এর যে বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য ৩৬ ও ৩৭নং আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য তারই পরিশিষ্ট। মধ্যখানে শ্রোতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। আবার কারও কারও মতে, আল্লাহ তা'আলা এ সূরার ১৬নং আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে মারয়াম (আ.)-এর আলোচনা করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, আলোচ্য দু'আয়াতের বক্তব্যও তার সাথেই সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, তুমি মারয়ামের কাহিনী বর্ণনা করে কাফেরদেরকে বলে দাও, একমাত্র আল্লাহই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। কেবল তাঁরই ইবাদত কর। কাউকে তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করো না। এটাই খাঁটি তাওহীদ। সকল নবী এ পথেই মানুষকে আহবান করেছেন। কিন্তু লোকেরা পরস্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি করে নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করেছে। সুতরাং যারা তাওহীদকে অস্বীকার করে কুফরী করছে তাদের জন্য কেয়ামতের দিবসে এক ভীষণ দুর্ভোগ রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন দুনিয়ার জীবনে সত্য কথা শ্রবণ করা ও সত্যপথ দেখা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল তখন তারা সম্পূর্ণ অন্ধ সেজে বসে রয়েছে, কিন্তু কেয়ামতের দিনে সত্যকে উপলব্ধি করা ও

প্রত্যক্ষ করা যখন তাদের কোন উপকারে আসবে না তখন তারা এমন কথা শুনবে, যাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে যাতে চেহারা কালো হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, কাফেরদের আক্ষেপ করার বিভিন্ন সময় আসবে। কিন্তু তখন তারা সর্বশেষ আক্ষেপ করবে, যখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে সবার সামনে যবেহ করে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা দেওয়া হবে যে, এখন থেকে জান্নাতী চিরকাল জান্নাতে এবং জাহান্নামী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, আর কারও মৃত্যু হবে না। তখন কাফেররা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে আক্ষেপে হাতের আঙ্গুল কাটতে থাকবে; কিন্তু তখন আক্ষেপ করলে কোন লাভ হবে না। এখন তো তারা উদাসীনভাবে পড়ে আছে এবং বাস্তবিকই এমন একটি দিন যে আসবে তা তারা বিশ্বাস করছে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, কারও রাজত্ব আর কারও মালিকানা কিছুই বহাল থাকবে না। সব কিছু তারই মালিকানায় প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি যেটাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবেন। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের চূড়ান্ত মালিক হবেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ ছাড়া রাজত্ব ও মালিকানার দাবিদার সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭ নং আয়াত :

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থান সম্বন্ধে খৃষ্টান ও ইয়াহূদী জগতের অমূলক মতবিরোধের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের যে অবস্থান তা কুফরী।

৩. তাদেরকে পরকালের দুর্ভোগের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

● ৩৮ নং আয়াত :

দুনিয়ার জীবন হল সত্য কথা শ্রবণ করা ও সত্যপথ দেখার সময়। এখন সত্য কথা শ্রবণ না করলে আখেরাতে সত্য কথা শ্রবণ দ্বারা কোনই উপকার হবে না। এখন সত্যপথ না দেখলে আখেরাতে সত্যপথ দেখা দ্বারা কোনই উপকার হবে না।

● ৩৯ নং আয়াত :

১. পরকালে কাফেরদেরকে আক্ষেপ করতে হবে, যখন আক্ষেপ করে কোন লাভ হবে না।

২. কেয়ামতের দিনের আর এক নাম হল "ইয়াওমুল হাছরত" তথা আক্ষেপের দিন।

৩. কেয়ামতের দিন কুফরের কারণে কাফেরদেরকে আক্ষেপ করতে হবে।

৪. কেয়ামতের দিন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

● ৪০ নং আয়াত :

১. আয়াতে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের চূড়ান্ত মালিক হবেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ ছাড়া রাজত্ব ও মালিকানার দাবিদার সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾	(৪১) আর তুমি এই কিতাবে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর[১]। নিশ্চয় সে ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ, নবী।
اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾	(৪২) যখন সে তাঁর পিতাকে বলল, হে আমার পিতা! আপনি কেন এরূপ বস্তুর উপাসনা করেন, যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনই কাজে আসে না।
يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾	(৪৩) হে আমার পিতা! নিশ্চয়ই আমার নিকট এমন জ্ঞান এসেছে, যা আপনার নিকট আসেনি[২]। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।
يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾	(৪৪) হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না। নিশ্চয় শয়তান হল অত্যন্ত দয়াময় (আল্লাহ)-এর অবাধ্য[৩]।
يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾	(৪৫) হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করছি যে, দয়াময়ের পক্ষ থেকে কোন আযাব আপনাকে স্পর্শ করে। অতঃপর আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে পড়েন[৪]।
قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾	(৪৬) সে (পিতা) বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি (এ থেকে) নিবৃত্ত না হও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলব এবং তুমি আমাকে চিরতরের জন্য ছেড়ে যাও[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী রুকূতে হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতা মারয়ামের কাহিনী বর্ণনা করে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা একজন মানুষকে খোদার আসনে আসীন করছে। আল্যোচ্য রুকূতে মক্কার মুশ্‌রিকদের একথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা করা হয়েছে যে, তিনি কীভাবে তাঁর পিতাকে শির্‌ক ও প্রতিমা পূজা থেকে বাধা দিয়েছিলেন। অবশেষে দেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। মক্কার মুশ্‌রিকরা দাবি করত যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরী এবং তাঁরই আনীত ধর্মের অনুসারী। তাদের এরূপ দাবির প্রেক্ষিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ

করতে চাইলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ন্যায় পিতার অনুসরণ কর এবং মুশরিক পিতৃপুরুষদের থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নাও যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) নিয়েছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার নিকট ওহী আসে যাতে কোন রকম ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমি যা বলি তা সম্পূর্ণ সত্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় প্রতিমার পূজা-অর্চনা হয়ে থাকে, তাই এখানে প্রতিমা পূজাকে "শয়তানের উপাসনা" বলা হয়েছে। অর্থাৎ, যেই শয়তান তোমাদের পিতা আদম (আ.)-কে সাজদা না করার কারণে বিতাড়িত হয়েছে, সেই আদি শত্রু শয়তানের উপাসনা করা আদম-সন্তানের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, দয়াময় আল্লাহর দয়া তো সবার প্রতিই হবার কথা। কিন্তু আপনার যাবতীয় মন্দকর্মের কারণে আশঙ্কা হচ্ছে যে, এমন দয়াময় আল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়ে আপনার উপর কোন আযাব অবতীর্ণ করে দেন কি-না। যার ফলে আপনি চিরতরের জন্য শয়তানের সঙ্গী হয়ে জাহান্নামে জ্বলবেন। (প্রাগুক্ত)

(৫) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা তাঁর বক্তব্য শুনে বলল, মনে হচ্ছে তুমি আমার উপাস্য দেব-দেবীর প্রতি বিরাগী। সুতরাং তুমি তোমার ওয়াজ-উপদেশ ছাড়। অন্যথায় আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলব। তুমি যদি তোমার কল্যাণ চাও তবে আজীবনের জন্য আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও। আমি তোমার চেহারা দেখতে চাইনা। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪১ নং আয়াত :

১. হযরত ইবরাহীম (আ.) সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হল।

- ৪২–৪৫ নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক পিতাকে উপদেশ প্রদানের বর্ণনা। এ থেকে পুত্র কর্তৃক পিতাকে উপদেশ প্রদানের আদর্শ প্রমাণিত। এমনিভাবে প্রত্যেক অধস্তন ঊর্ধতনকে উপদেশ প্রদান করতে পারে।

২. প্রতিমার অসারতা বর্ণিত হয়েছে।

৩. নবীর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান আসে।

৪. নবীর কাজ হল মানুষকে সঠিক পথ দেখানো।

৫. প্রতিমা পূজা প্রকারান্তরে শয়তানের পূজা। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৬. শয়তান আল্লাহর অবাধ্য।

৭. শয়তানের অনুসরণ জাহান্নামের চির শাস্তির কারণ।

- ৪৬ নং আয়াত :

১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা কর্তৃক নসীহত অগ্রাহ্যকরণ।

২. পুত্র ইবরাহীমকে উল্টো শাসানী প্রদান।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾	(৪৭) সে (ইবরাহীম) বলল, আপনার প্রতি (বিদায়ী) সালাম[১]। এখন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি হলেন আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল[২]।
وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর আমি আপনাদের থেকে এবং আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করেন তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আর আমি আমার প্রতিপালককে ডাকব। আশা করি যে, আমি আমার প্রতিপালককে ডেকে ব্যর্থকাম হব না[৩]।
فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾	(৪৯) অতঃপর যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং আমি প্রত্যেককে নবী করলাম[৪]।
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾	(৫০) আর আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম এবং আমি তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে সালাম-এর অর্থ অভিবাদন নয়, বরং এটা বিদায় গ্রহণ কিংবা বিচ্ছেদ ঘোষণার সালাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আমি আশা করি তিনি নিজ মেহেরবানীতে আমার পিতার গুনাহ মাফ করে দেবেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথমে পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ওয়াদা করেছিলেন এবং তদনুযায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন এভাবে যে, আল্লাহ তাকে তওবার তাওফীক দিন আর এভাবে তার ক্ষমা হয়ে যাক। কিন্তু এতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি না দেখে পরে তা বন্ধ করে দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)

(৩) অর্থাৎ, আপনারা আমার উপদেশের কোন তোয়াক্কা করছেন না। বরং উল্টো আমাকে শাসাচ্ছেন। সুতরাং আমি আপনাদের এ জনপদে থাকতে চাই না। আমি দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। যাতে আমি একাগ্রচিত্তে এক আল্লাহর ইবাদত করতে পারি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর পথে হিজরত করলেন এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে সরে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের তুলনায় উৎকৃষ্ট আপনজন দান করলেন। যাতে তাঁর প্রবাসের নিঃসঙ্গতা দূর হয়। এখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কথা সম্ভবত এ কারণে উল্লেখ করা হয়নি যে, তিনি

পিতার কাছে ছিলেন না। শৈশবেই তাকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া একটু পরেই ৫৪-৫৫নং আয়াতদ্বয়ে ভিন্নভাবে তাঁর আলোচনা আসছে। উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীমের পুত্র হযরত ইসহাক এবং হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকূব (আ.)। তাদের থেকেই বনী ইসরাঈলের বংশ পরিক্রমার সূচনা এবং তাদের বংশে অগণিত নবীর আবির্ভাব হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার সাথে কথোপকথনের পর নিজ শহর ত্যাগ করে সাত বছর বনে-জঙ্গলে কাটান। ইতিমধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি পুনরায় শহরে ফিরে এসে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। নমরূদ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করে। সেখান থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হযরত সারা ও লূত (আ.)-কে সাথে নিয়ে শাম দেশে চলে যান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মুযিহুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা তাঁদেরকে ধন্য করেছেন। সমগ্র দুনিয়াতে তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং চিরকালের জন্য তা অব্যাহত রেখেছেন। সকল ধর্মের অনুসারীগণ তাদের সম্মান ও গুণগান করে। উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বদা নামাযে দুরূদে ইবরাহীমী পাঠ করে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭–৫০ নং আয়াতসমূহ :

১. কাফেরদের তওবার তাওফীক হোক এ মর্মে দুআ করা যায়।

২. দ্বীনের উপর চলার কারণে যদি পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হয় এবং ঘর থেকে বের করে দিতে চায়, তবে এমতাবস্থায় ছেলে যদি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় নিয়ে চলে যায় তবে এরূপ ছেলেকে পিতা-মাতার নাফরমান বলা যায় না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. দুআ করে দুআ কবূল হওয়ার আশা রাখতে হয়।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন।

৫. হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

৬. হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর দুনিয়াতে সুনাম-সুখ্যাতির বর্ণনা। (৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۫ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

(৫১) আর তুমি এই কিতাবে মূসার বৃত্তান্ত(ও) বর্ণনা কর। নিশ্চয় সে ছিল একজন নির্বাচিত (ব্যক্তি) এবং সে ছিল একজন রসূল, নবী[১]।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

(৫২) আর আমি তাকে তূর পর্বতের ডান দিক থেকে আহ্বান করলাম এবং আমি তাকে একান্ত আলাপের পাত্ররূপে নিকটবর্তী করলাম[২]।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

(৫৩) আর আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারূনকে নবীরূপে তাকে দান করলাম।

www.maktabatulabrar.com

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

(৫৪) আর তুমি এই কিতাবে ইসমাঈলের বৃত্তান্ত(ও) বর্ণনা কর। নিশ্চয় সে ছিল অঙ্গীকারে সত্যপরায়ণ এবং সে ছিল রসূল, নবী[৩]।

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

(৫৫) এবং সে তাঁর আপনজনদেরকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত[৪] এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের নিকট সন্তোষভাজন।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾

(৫৬) আর তুমি এই কিতাবে ইদরীসের বৃত্তান্ত(ও) বর্ণনা কর। নিশ্চয় সে ছিল একজন অতি সত্যনিষ্ঠ, নবী[৫]।

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

(৫৭) এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম এক উঁচু মর্যাদায়[৬]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ السجدة

(৫৮) এরাই তাঁরা, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ, নবীগণ, যারা আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত[৭]; আর তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম[৮]। যখন তাদের সামনে দয়াময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত তখন তারা সাজদায় পড়ে যেত কাঁদতে কাঁদতে[৯]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মূসা (আ.)-এর যে ঘটনা আলোচনা করেছেন তা তুমি মানুষের সামনে বর্ণনা কর। এ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর তিনটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। মুখলাস, রসূল ও নবী। মুখলাস অর্থ এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের খাস বান্দা হিসাবে মনোনীত করে নিয়েছেন। গায়রুল্লাহর প্রতি যার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যিনি নিজের আত্মা ও সকল মনোবাসনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেছেন। রসূল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি মানুষের কাছে নতুন শরীয়তের প্রচার করেছেন। চাই সেটা প্রচারকারীর জন্যও নতুন হোক, অথবা শুধু যাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে তাদের জন্য নতুন হোক। পক্ষান্তরে নবী বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন। চাই তিনি কোন নতুন শরীয়তের প্রচার করুন, অথবা কোন প্রাচীন শরীয়তের প্রচার করুন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) হযরত মূসা (আ.) মাদয়ান থেকে মিসর যাওয়ার পথে তূর পর্বতটি তাঁর ডান দিকে ছিল। তাঁর ডান দিক হিসাবে এখানে পর্বতের ডান দিক বলা হয়েছে। অন্যথায় পর্বতের কোন ডান-বাম নেই। অথবা আয়াতে "আইমান" শব্দটি অতি বরকতময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তূর পর্বতের অতি বরকতময় দিক তথা পবিত্র তুওয়া উপত্যকা থেকে আহবান করলাম। হযরত মূসা (আ.) নিজ শরীরের প্রতিটি লোমকুপ দ্বারা আল্লাহর বাণী শুনলেন। এটা ছিল আল্লাহর কালামের মু'জেযা। (রূহুল মাআনী, মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আরব জাতির পিতা এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ। তিনি বনী জুরহুমের নিকট হযরত ইবরাহীমের আনীত দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট হন। সম্ভবতঃ বিশেষ গুরুত্ব বোঝাবার জন্য ইতিপূর্বে উল্লেখিত তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ভাই ইসহাক (আ.)-এর আলোচনা থেকে পৃথক করে তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। অঙ্গীকার পালনে সত্যাশ্রয়ী হওয়া একটি মহৎগুণ। সকল নবীর মধ্যেই এ গুণটি যথাযথ মাত্রায় ছিল। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ছিল এটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে 'অঙ্গীকারে সত্যপরায়ণ' বলে তাঁর এ অনন্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি জীবনে আল্লাহ তা'আলার সাথে কিংবা মানুষের সাথে যখন যে অঙ্গীকার করেছেন, তা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। স্বীয় পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পিতার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণার্থে নিজেকে যবেহের জন্য পেশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আ.) রসূল ও নবী দু'টোই ছিলেন। এর দ্বারা ইসহাক (আ.)-এর তুলনায় তাঁর মর্যাদাধিক্য বুঝা যায়। কেননা, ইতিপূর্বে হযরত ইসহাক (আ.)-কে কেবল নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, কুরতুবী ও রূহুল মাআনী)

(৪) দাওয়াতের সূচনা হয় নিজ পরিবার থেকে। তার পর অন্যদের মধ্যে তার বিস্তৃতি ঘটে। এজন্য কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। (সূরা তাহা) আলোচ্য আয়াতে নামায ও যাকাত শব্দ দু'টি প্রচলিত অর্থেও হতে পারে, অথবা যাকাত মানে সদকা কিংবা আত্মশুদ্ধিও নেওয়া যেতে পারে। (রূহুল মাআনী)

(৫) হযরত ইদরীস (আ.)-এর জীবনকাল হল হযরত আদম ও হযরত নূহ (আ.)-এর মধ্যবর্তী যুগ। তিনিই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রের প্রবর্তন এবং কলমের সাহায্যে লেখা, কাপড় সেলাই করা, মাপ-জোপের বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করা এবং হাতিয়ার প্রস্তুত করার সূচনা করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করে নৈকট্যের এক উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। (প্রাগুক্ত)

(৭) অর্থাৎ, এ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন সবাই আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং নবী। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। হযরত ইদরীস (আ.) ব্যতীত অন্যরা হযরত নূহ (আ.)-এর ও তাঁর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছেন তাদের সন্তান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসরাঈল (আ.)-এরও সন্তান। (প্রাগুক্ত)

(৮) অর্থাৎ, তাদেরকে সত্যের প্রতি পথ নির্দেশ করেছি এবং নবুয়ত ও রিসালাতের সুমহান দায়িত্বের জন্য মনোনীত করেছি। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

(৯) অর্থাৎ, এত উঁচু মর্যাদা ও সম্মান লাভ করা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা ছিল পূর্ণ মাত্রায়। তাঁদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এ আয়াত পাঠ করার পর সাজদা করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১ নং আয়াত :

আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একান্ত মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন, রসূল ও নবী ছিলেন।

● ৫২ নং আয়াত :

১. আল্লাহর কালাম (কথা বলা) গুণ প্রমাণিত।
২. আল্লাহর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর একান্তে কথা হয়েছে।

● ৫৩ নং আয়াত :

আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর এমন এক নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। তা হল আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর ভ্রাতা হারূণকে নবুয়ত প্রদান করে হযরত মূসা (আ.)কে সম্মানিত করেন।

● ৫৪ নং আয়াত :

১. হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।
২. অঙ্গীকার পালনে সত্যাশ্রয়ী হওয়া একটি মহৎগুণ।

● ৫৫ নং আয়াত :

১. আপনজনকে দ্বীনের উপর চলার নির্দেশ করার গুরুত্ব প্রমাণিত।
২. নামায ও যাকাতের গুরুত্ব প্রমাণিত।
৩. হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুগে নামায ও যাকাতের বিধান ছিল।
৪. হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আল্লাহর বিশেষ সন্তোষভাজন ব্যক্তি।

● ৫৬–৫৭ নং আয়াতদ্বয় :

আয়াতদ্বয়ে হযরত ইদরীছ (আ.)-এর নবুয়ত, মর্যাদা ও বিশেষ কয়েকটি গুণের বর্ণনা রয়েছে।

● ৫৮ নং আয়াত :

আয়াতের ফায়দার জন্য ৭–৯ নং টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

(৫৯) অনন্তর তাদের পরে আসল এমন নালায়েক উত্তরসূরী, যারা নামাযকে বরবাদ করে দিল এবং কামনার অনুসরণ করল। সুতরাং অচিরেই তারা মন্দের (তথা শাস্তির) সম্মুখীন হবে[১]।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾

(৬০) তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে আর (তওবা করার অর্থ হল) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, বস্তুত তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কিছুই জুলুম করা হবে না[২]।

(৬১) চির অবস্থানের সেই জান্নাতসমূহ, অত্যন্ত দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে যেগুলোর গায়েবানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিশ্চয় অবস্থা এই যে, তাঁর প্রতিশ্রুতিতে পৌঁছা হবেই।	جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِیْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَیْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِیًّا ﴿۶۱﴾
(৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অযথা কথা শুনতে পাবে না এবং তাদের জন্য সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় রয়েছে তাদের জীবনোপকরণ।	لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغْوًا ِالَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیْهَا بُكْرَةً وَّعَشِیًّا ﴿۶۲﴾
(৬৩) এই সে জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের থেকে তাদেরকে, যারা হবে মুত্তাকী[৩]।	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا ﴿۶۳﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা তাদের উত্তরাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। বরং দুনিয়ার নানা রকম ভোগোপকরণ ও প্রবৃত্তির কামনায় তাড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত থেকে উদাসীন হয়ে গেছে। নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কেউ তো নামাযের বিধানকেই অস্বীকার করে বসেছে, অথবা কেউ তার বিধান স্বীকার করলেও তা পালন করেনি। আবার কেউ পড়লেও তা যথাযথ নিয়মানুসারে আদায় করেনি। সুতরাং অচিরেই তারা তাদের এসব ভ্রান্তির প্রতিফলের অর্থাৎ, ভীষণ আযাব ও শাস্তির সম্মুখীন হবে (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তওবার পর পূর্বের কৃত অপরাধসমূহের কারণে পরবর্তী নেক আমলসমূহের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না এবং তাদের কোন অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আমি তাদেরকে আদমের উত্তরাধিকারী বা উত্তরসূরী করব। কেননা, সর্বপ্রথম জান্নাত তিনিই লাভ করেছিলেন। সুতরাং আদম সন্তানের জান্নাত লাভ পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকার লাভের মতই। উল্লেখ্য যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯ নং আয়াত :

১. মন্দ উত্তরসূরীর পরিচয় লাভ করা গেল। যারা নামায আদায় করেনা, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণ করে চলে তারা উত্তম উত্তরসূরী নয়।

২. নামায তরককারী ও প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণকারীদেরকে শাস্তির হুমকী প্রদান করা হয়েছে।

● ৬০-৬১ নং আয়াতদ্বয় :

১. তওবার দরজা খোলা রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. তওবা করলে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে।

৩. পরকালে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবেনা।

৪." দয়াময় আল্লাহ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন" এরূপ প্রকাশভঙ্গি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত আল্লাহর দয়াতেই অর্জিত হবে।

৫. আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কোন ব্যাত্যয় ঘটবেনা।

● ৬২ নং আয়াত :

১. জান্নাতে কোন অসার কথা হবেনা।

২. জান্নাতে সালাম থাকবে। ফেরেশতারা সালাম দিবে, মানুষ একে অপরকে সালাম দিবে। উল্লেখ্য, জান্নাত শান্তিময় স্থান। অতএব সেখানে সালামের অর্থ শান্তির দুআ নয় বরং একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। (আবুস সুউদ)

৩. জান্নাতে সকাল সন্ধা তথা সর্বদা রিযিক অবারিত থাকবে।

● ৬৩ নং আয়াত :

১. "জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাব" কথাটি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, উত্তরাধিকার স্বত্ব তথা ওয়ারিশী স্বত্ব যেমন অটুট মালিকানা, জান্নাতের অধিকারী হওয়াটাও হবে তেমন অটুট। একবার জান্নাত লাভ করার পর সেটি আর কখনও হাতছাড়া হবে না।

২. "জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাব" কথাটি থেকে এ ইংগিতও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আদম সন্তানের জান্নাত লাভ পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকার লাভের মতই। কেননা, তাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-ই প্রথম জান্নাত লাভ করেছিলেন।

৩. জান্নাতের উত্তরাধিকার লাভ করবে মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তিবর্গ।

(৬৪) এবং আমরা (ফেরেশতারা) আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত যখন তখন অবতরণ করতে পারি না[১]। যা আমাদের সামনে রয়েছে এবং যা আমাদের পেছনে রয়েছে; আর যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে তা তাঁরই মালিকানা[২]। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন[৩]।	وَمَا نَتَنَزَّلُ ِالَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا ﴿۶۴﴾
(৬৫) (তিনি) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা রয়েছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে অবিচল থাক। তুমি তাঁর সমনাম বিশিষ্ট (তথা সমগুণ সম্পন্ন) কাউকে জান কি[৪]?	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا ﴿۶۵﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন বিলম্বিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে হযরত জিবরাঈল উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে যে জবাব শিখিয়ে দেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) তার প্রয়োগ করেন, এখানে সেই জবাবটি বিবৃত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে "সামনে" "পেছনে", ও "এতদুভয়ের মধ্যে" বলে স্থান ও কাল উভয়টাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের সামনের দিকে, পেছনের দিকে এবং উভয় দিকের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু রয়েছে; এমনিভাবে ভবিষ্যতে, অতীতে এবং বর্তমান কালে যা কিছু রয়েছে সব কিছু তাঁরই। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আপনার প্রতিপালকের ভুলও হয় না। সুতরাং এটাও ঠিক নয় যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে ভুলে যাওয়ার কারণে আপনার কাছে আমাকে (জিবরঈলকে) পাঠাননি। বরং আমার বিলম্বে আগমনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাঁরই ইচ্ছাধীন। এর রহস্য তিনিই জানেন। তিনিই যখন ইচ্ছা আমাকে আপনার নিকট আগমনের আদেশ দেন। (প্রাগুক্ত)

(৪) এখানে সম্বোধিত সর্বনাম অর্থাৎ, মধ্যম পুরুষ "তুমি" দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই সম্বোধন করা হয়নি। বরং শ্রোতা সাধারণকে সম্বোধন করে এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, কারও কোন কথার প্রতি তোয়াক্কা করো না। নিজেকে আল্লাহর বন্দেগীর উপর অবিচল রাখ, যিনি সমগ্র পৃথিবীর প্রতিপালক এবং স্বতন্ত্র গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর গুণাবলী নির্দেশক শব্দাবলীই তাঁর গুণবাচক নাম। সুতরাং আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তুমি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকে জান কি? কেউ কি এমন আছে, যার মধ্যে তাঁর মত গুণাবলী রয়েছে? যখন কেউই তাঁর সমগুণ সম্পন্ন নেই তখন তিনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কে হবে? (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৬৪ নং আয়াত :

১. আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত হযরত জিব্রাঈল (আ.) কোন ওহী নিয়ে আসতেন না।
২. আল্লাহর রাজত্ব সবকিছুতে বিস্তৃত। সবকিছু তাঁরই মালিকানা।
৩. আল্লাহর কোন ভুল হয়না।

- ৬৫ নং আয়াত :

১. আল্লাহর সর্বব্যাপী প্রভুত্বের বর্ণনা রয়েছে।
২. ইবাদতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।
৩. ইবাদতে অটল–অবিচল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।
৪. আল্লাহর সমগুণ সম্পন্ন কেউ নেই। অতএব তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই।

www.maktabatulabrar.com

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾	(৬৬) আর মানুষ বলে, যখন আমি মরে যাব তখন কি বাস্তবিকই আমি (পুনরায়) জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব[১]?
اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾	(৬৭) আর মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমিই তাকে ইতঃপূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না।
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾	(৬৮) সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের অবশ্যই আমি শয়তানদেরকে সহ তাদেরকে একত্র করব। অতঃপর তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের পার্শ্বে এমন অবস্থায় উপস্থিত করব যে, তারা নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে[২]।
ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾	(৬৯) অতঃপর অবশ্যই আমি প্রত্যেক দল থেকে ঐসকল লোককে টেনে বের করব, যারা অতিশয় দয়াময়ের সবচেয়ে বেশী অবাধ্য।
ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾	(৭০) অতঃপর অবশ্যই আমি ভালভাবে অবগত তাদের সম্পর্কে, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর উপযুক্ত[৩]।
وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾	(৭১) এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে। এটা হল তোমার প্রতিপালকের এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যা নিষ্পন্ন হয়ে আছে।
ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾	(৭২) অতঃপর আমি পরিত্রাণ দেব তাদেরকে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আর জালেমদেরকে সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী রুকূতে মৃত্যুর পর নেককার ও বদকারদের পরিণাম কি হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বা অসম্ভব মনে করে এখানে তাদের সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন ছিল যে, যখন আমরা মরে যাওয়ার পর পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যাব এবং আমাদের অস্থিরাজি পর্যন্ত মাটিতে মিশে যাবে তারপরও কি আমরা পুনরুজ্জীবিত ও পুনরুত্থিত হব? তাদের এরূপ প্রশ্নের জবাবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, এমন একটি সাদামাঠা কথা তোমাদের বোধগম্য হয় না যে, যখন মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না তখন আল্লাহ তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুতরাং যিনি অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে রূপদান করতে পারেন তিনি কি একবার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে পাবেন না? এটা তো তাঁর পক্ষে অতি সহজ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে প্রথমে মুমিন, কাফের, নেককার, বদকার সবাইকে জাহান্নামের পার্শ্বে একত্র করা হবে। সবাই ভয়ে কম্পিত হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যাবে। স্থির হয়ে বসতেও পারবে না। এরূপ অবস্থাকেই এখানে 'নতজানু' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর ঈমানদার ও নেককারদেরকে জাহান্নাম পার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। যাতে জাহান্নামীদের দৃশ্য দেখে অধিক কৃতজ্ঞ হয়। (প্রাগুক্ত ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, কাফেরদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বেশী অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচারী ছিল তাদেরকে অন্যান্য অপরাধীদের থেকে পৃথক করা হবে। এরপর আবার তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশী শাস্তির যোগ্য এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ভালভাবে জানেন, তাদেরকে অন্যান্য অপরাধীদের পূর্বে জাহান্নামে দাখিল করবেন। এই ব্যবধান কেবল প্রবেশের বেলায়ই হবে। কিন্তু চিরকাল অবস্থানের দিক থেকে সকল কাফেরই সমান হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, মুমিন-কাফের ও নেককার-বদকার সবার ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। কেননা, জান্নাতে যাওয়ার পথই জাহান্নামের উপর দিয়ে অবস্থিত, যা পুলসিরাত নামে পরিচিত। যারা নেককার মুমিন তারা তাদের মর্যাদা অনুসারে আপন আপন গতিতে সহী সালামতে তা অতিক্রম করে যাবে। আর যারা গুনাহগার তারা জাহান্নামে পড়ে যাবে। কিছুকাল এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের আমল অনুসারে এবং নবী, ফেরেশতা ও নেককারদের সুপারিশে এবং সর্বশেষে সরাসরি আল্লাহর অনুগ্রহে গুনাহগার মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে; আর কাফেররা সেখানে থেকে যাবে। অতঃপর জাহান্নামের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এক রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেককে জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করতে হবে, তবে নেককার মু'মিনদের বেলায় তা আরামদায়ক হয়ে যাবে এবং তারা নির্বিঘ্নে তা অতিক্রম করে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬ নং আয়াত :

১. কাফেরদের পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার বর্ণনা।

২. আয়াত দ্বারা পুনরুত্থানের আকীদা প্রমাণিত হয়।

● ৬৭ নং আয়াত :

১. যিনি অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে রূপদান করতে পারেন, তার পক্ষে (একবার সৃষ্টি করার পর) পুনরায় সৃষ্টি করা তো আরও সহজ।

২. আল্লাহ অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদের খণ্ডন বুঝে আসে।

● ৬৮ নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে তাকে বিভ্রান্তকারী শয়তানকেও উপস্থিত করা হবে।

২. সকলকে জাহান্নামের পাশে জড় করা হবে।

৩. তখন ভয়ে কাফেররা নতজানু হয়ে পড়বে।

● ৬৯–৭০ নং আয়াতদ্বয় :

www.maktabatulabrar.com

১. কাফেরদের মধ্যে যারা বেশী অবাধ্য তাদেরকে আগে জাহান্নামে ফেলা হবে।

২. আগে কাফের নেতাদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে তারপর অনুসারীদেরকে ফেলা হবে।

● ৭১–৭২ নং আয়াতদ্বয় :

১. প্রত্যেককেই পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে।

২. পুলসিরাত বিষয়ক আকীদা প্রমাণিত।

৩. মুত্তাকী পরহেযগার মুমিনদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি হবে। (চাই শুরু থেকে মুক্তি হোক বা কিছু/পূর্ণাঙ্গ শাস্তি ভোগ করার পর।)

৪. কাফেররা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾	(৭৩) আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেই কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে উত্তম[১]?
وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾	(৭৪) আর আমি তাদের পূর্বে এমন বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল আসবাবপত্র ও জাঁকজমকে তাদের চেয়ে উত্তম[২]।
قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾	(৭৫) তুমি বলে দাও, যারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে, অতিশয় দয়াময় তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন[৩]। অবশেষে যখন তারা, তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তা প্রত্যক্ষ করবে অর্থাৎ, হয় শাস্তিকে নতুবা কেয়ামতকে (প্রত্যক্ষ করবে), তখনই তারা জানতে পারবে, কার বাসস্থান নিকৃষ্ট এবং কে দলবলে দুর্বল[৪]।
وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾	(৭৬) আর আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন, যারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে[৫] আর যেসব নেক আমল স্থায়ী[৬] তা তোমার প্রতিপালকের কাছে ছওয়াব হিসেবেও উত্তম এবং পরিণাম হিসেবেও উত্তম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেররা কুরআনে বর্ণিত তাদের মন্দ পরিণতির কথা শুনে উপহাস করে এবং তাচ্ছিল্য ও গর্বের সাথে নিরীহ মুসলমানদেরকে বলে, তোমাদের ধারণা মোতাবেক পরকালে যা হবে

তা তো আমাদের ও তোমাদের বর্তমান অবস্থা ও পার্থিব অবস্থানের সাথে কোন রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমানে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি কি তোমাদের তুলনায় বেশী নয়? আমাদের সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা কি তোমাদের চেয়ে উন্নত নয়? সুতরাং এটা কি হতে পারে যে, কাল কেয়ামতের দিন তোমরা লাফিয়ে জান্নাতে চলে যাবে আর আমরা জাহান্নামে পড়ে থাকব?

(২) কাফেরদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে এখানে বলা হয়েছে যে, এমন বহু সম্প্রদায় পৃথিবীতে অতিবাহিত হয়েছে, যারা ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তোমাদের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু যখন তারা নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করল এবং গর্ব ও অহংকারে মত্ত হল, তখন আল্লাহ তাদেরকে এভাবে নির্মূল করে দিলেন যে, পৃথিবীর মানচিত্রে তাদের কোন চিহ্নও রইলনা। সুতরাং মানুষের উচিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জাঁকজমক ও চাকচিক্য দেখে ধোঁকা না খাওয়া। (প্রাগুক্ত)

(৩) এখানে আরবীতে মূল ক্রিয়াটি অনুজ্ঞাসূচক হলেও অর্থের দিক থেকে সংবাদ সূচক। সেদিকে লক্ষ্য করেই এখানে "অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন" তরজমা করা হয়েছে। ভাবার্থের দিক থেকে ক্রিয়াটি সংবাদসূচক হওয়া সত্ত্বেও অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হেকমত অনুযায়ী তাদেরকে অবকাশ দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। (রূহুল মাআনী)

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবকাশ দেওয়ার কারণে তারা তাদের সুরম্য অট্টালিকা ও দল নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু যখন দুনিয়াতে কোন শাস্তি এসে পড়বে অথবা যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন তারা বুঝতে পারবে কার বাসস্থান নিকৃষ্ট ও কার দলবল দুর্বল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, আল্লাহ যেমন বিভ্রান্তদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে অবকাশ দিয়ে থাকেন, তেমনি যারা বুঝে-শুনে হেদায়েতের পথ গ্রহণ করে তাদেরকেও তিনি বিবেক, বুদ্ধি ও অন্তর দৃষ্টিতে আরো শক্তিশালী করে দেন। যাতে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অবিচল থাকতে পারে। (প্রাগুক্ত)

(৬) ঈমান, নামায, অন্যান্য ইবাদত, যিকির যেমনঃ সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার– ইত্যাদি হল এমন নেক আমল যার ফায়দা স্থায়ী। পক্ষান্তরে দুনিয়ার মাল আসবাবের উপকারিতা ক্ষণস্থায়ী। (আবুস সুউদ ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত :

১. কাফেরদের দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ নিয়ে বড়ায়ী করার বর্ণনা।

২. কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট।

৩. দুনিয়ায় ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ লাভ পরকালে অনুরূপ প্রাপ্তির দলীল নয়।

● ৭৪ নং আয়াত :

১. দুনিয়ায় ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থের অধিকারী বহু লোককে যখন তারা নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় দুনিয়ায় ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ লাভ আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলীল নয়।

২. অতএব দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জাঁকজমক ও চাকচিক্য দেখে ধোঁকা না খাওয়া উচিত।

● ৭৫ নং আয়াত :

১. কাফের ও অবাধ্যদেরকে অবকাশ প্রদান সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. এক সময় কাফের এবং অবাধ্যদেরও মোহ ভাংবে এবং তারা তাদের বিভ্রান্তি বুঝতে পারবে। সেটা হবে দুনিয়াতে আযাব প্রত্যক্ষ করলে কিংবা কেয়ামত দর্শনে।

● ৭৬ নং আয়াত :

১. হেদায়েতপ্রাপ্তদের হেদায়েত বৃদ্ধি পায়। যেমন কুরআন পাঠ করলে বা অবাধ্যদেরকে আল্লাহ কর্তৃক পাকড়াও হতে দেখে তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি পায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "যেসব নেক আমল স্থায়ী" তার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. আয়াতে নবী ও মুমিনদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, কাফেররা যে ধন–সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ নিয়ে গর্ব করে তা ক্ষণস্থায়ী, পক্ষান্তরে নবী ও মুমিনগণ ঈমান, ইবাদত ইত্যাদির যে ফায়দা লাভ করবে তা স্থায়ী। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৭৭) তবে কি তুমি লক্ষ্য করেছ সেই ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, "অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হবে"[১]	اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾
(৭৮) সে কি অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে অথবা অত্যন্ত দয়াময় থেকে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে[২]?	اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾
(৭৯) কখনও নয়, সে যা বলছে আমি তো তা লিখে রাখছি এবং আমি তার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করতেই থাকব[৩]।	كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾
(৮০) আর সে যে বিষয়ের কথা বলে, আমি তার মালিক থেকে যাব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী[৪]।	وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾
(৮১) আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের জন্য সহায় হয়।	وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾
(৮২) কখনোই নয়[৫], অবশ্যই ওরা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং ওরা তাদের বিরোধী হয়ে যাবে[৬]।	كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আস ইবনে ওয়ায়েল নামক এক কাফেরের নিকট এক সাহাবীর (এক বর্ণনা মতে উক্ত সাহাবী হলেন হযরত খাব্বাব) কিছু অর্থ পাওনা ছিল। তিনি তাঁর পাওনা পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দিলে উক্ত কাফের বলল, তুমি মুহাম্মাদের প্রতি অবিশ্বাস না করলে তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। সাহাবী উত্তরে বললেন, তুমি মরে আবার জীবিত হয়ে আসলেও আমি তার নবুয়তে অবিশ্বাস করব না। তখন

কাফের লোকটি বিদ্রূপের সাথে বলল, আচ্ছা তুমি যখন বলছ যে, আমি মৃত্যুর পর আবার জীবিত হব, তাহলে তখন তো আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান সবকিছুই থাকবে। তখনই তোমার ঋণ পরিশোধ করব। এ সম্পর্কে (৭৭-৮২পর্যন্ত)এই আয়াতগুলো নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(২) অর্থাৎ, সে পরকালে ধন-সম্পদ পাওয়ার দাবি যে দৃঢ়তার সাথে করছে তাতে এ প্রশ্ন আসে যে, তাহলে সে কি অদৃশ্যের সংবাদ পেয়ে গেছে, না কি আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলা বাহুল্য যে, এর কোনটিই হয়নি। একজন কাফের কী করে অদৃশ্যের সংবাদ কিংবা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পেতে পারে ? কখনও নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তার এ উক্তিও ফাইলবন্দী করে রাখা হবে এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পরিবর্তে তার শাস্তি বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

৪) অর্থাৎ, সে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে কথা বলছে, তা তার থেকে পৃথক করে নেওয়া হবে, সেগুলো তার সাথে যাবেনা, তার মরার পর সেগুলোর উপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা বরং আমিই সেগুলোর মালিক ও কর্তৃত্বকারী থেকে যাব এবং সে কেয়ামতের দিন একাই হাজির হবে। সেদিন কোন সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি তার উপকারে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে বেশী তাদের মিথ্যা উপাস্যদের সাহায্যের আশা করছে। তারা ধারণা করছে যে, তাদের উপাস্যরা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বড় বড় মর্যাদা পাইয়ে দিবে। অথচ এমনটি কখনও হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, তাদের উপাস্যরা তাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাদের উপাসনা- আরাধনাকে অস্বীকার করে বসবে। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৭-৮০ নং আয়াতসমূহ :

১. ধন-সম্পদশালী কাফেরদের দাম্ভিকতার মনোভাবের কথা ব্যাক্ত হয়েছে।

২. আমল লিখে রাখার বর্ণনা।

৩. কাফেরদের মধ্যে যারা জালেম ও অন্যের হক নষ্টকারী, তাদের আযাব বৃদ্ধি করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের চূড়ান্ত মালিক হবেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। মালিকানার দাবিদার সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। (এ আয়াত মূলত অত্র সূরার ৪০ নং আয়াতেরই কিছুটা ব্যাখ্যা।)

৫. পুনরুত্থান ও আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা।

৬. দুনিয়ার মাল-সামান ও সন্তান-সন্ততি সাথে যাবেনা, আল্লাহর কাছে সকলকে একাকীই হাজির হতে হবে।

● ৮১-৮২ নং আয়াতদ্বয় :

১. মিথ্যা উপাস্যদের থেকে সাহায্য-সহায়তা পাওয়ার আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

২. মিথ্যা উপাস্যরা সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাদের উপাসনা-আরাধনাকেই অস্বীকার করে বসবে।

৩. মিথ্যা উপাস্যরা উপকারে আসা তো দূরের কথা, উল্টো লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হবে।

www.maktabatulabrar.com

(৮৩) তুমি কি দেখনি[১] যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি, ওরা তাদেরকে (মন্দ কর্মে) ভীষণভাবে প্ররোচিত করতে থাকে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾
(৮৪) সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া কর না। আমি তাদের বিষয়াদির হিসাব রাখছি[২]।	فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾
(৮৫) (অপরাধীদের শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আমি তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে অতিশয় দয়াময়ের নিকট মেহমানরূপে একত্র করব।	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾
(৮৬) এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব[৩]।	وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾
(৮৭) (সেদিন) যারা অতিশয় দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে তারা ব্যতীত কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না[৪]।	لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি কি অবগত নও?

(২) অর্থাৎ, শয়তান ওসব হতভাগাকে মন্দ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং এজন্য উত্তেজিত করে। সুতরাং যারা কুফরী ও অস্বীকারকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করেছে তারা যদি শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্তি ও মন্দকর্মের পথে ধেয়ে চলে তবে তাদেরকে যেতে দাও। তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া কর না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের জীবনকাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। তিনি তাদের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি আমলের হিসাব রাখছেন। তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়ও তার অবগতির বাইরে নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) আর্থাৎ, গবাদি পশু যেমন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানির দিকে ছুটে যায়, তেমনি অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুপারিশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যেমন ফেরেশতা, নবী ও আল্লাহর খাস বান্দাগণ) কেবল তারাই তাদের মর্যাদা অনুসারে সুপারিশ করবেন। অনুমতি ব্যতিরেকে কারও মুখ নাড়াবার শক্তি থাকবে না। সুপারিশও কেবল তাদের ব্যাপারে চলবে যাদের সম্পর্কে ওয়াদা রয়েছে। সুপারিশের অনুমতি কেবল মুমিনদের জন্য থাকবে। সুতরাং কাফেরদের জন্য সুপারিশ হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩ নং আয়াত :

১. কাফেরদের মন্দকর্মে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার কারণ বুঝে আসল যে, তাদের পেছনে শয়তান সর্বদা প্ররোচনা চালিয়ে থাকে।

২. শয়তানের প্ররোচনা হয়ে থাকে ভীষণভাবে।

● ৮৪ নং আয়াত :

১. কাফেরদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. কাফেরদের তরিৎ শাস্তি না হওয়ায় এ কথা বোঝায়না যে, আল্লাহ তাদের অপকর্ম সম্বন্ধে খবর রাখেননা। তিনি তাদের সব খবর রাখেন। তাদের কোন বিষয় তাঁর অবগতির বাইরে নয়। তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।

● ৮৫–৮৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. মুত্তাকীদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। মুত্তাকীগণ আল্লাহর অতিথির মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন।

২. পাপীদের অবমাননার কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৮৭ নং আয়াত :

১. আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবেনা।

২. কাফেরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করার পাশাপাশি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবেনা– একথা উল্লেখ করে ইংগিত করা হয়েছে যে, কাফেরদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ চলবেনা, তাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾	(৮৮) আর তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন[১]।
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ﴿٨٩﴾	(৮৯) অবশ্যই তোমরা একটি মন্দ বিষয় (আলোচনায় টেনে) এনেছো।
تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾	(৯০) এতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম করছে।
اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾	(৯১) এ জন্য যে, তারা অতিশয় দয়াময়ের জন্য সন্তান আছে বলে দাবী করে।
وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾	(৯২) অথচ অতিশয় দয়াময়ের জন্য সাজে না সন্তান গ্রহণ করা[২]।
اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾	(৯৩) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই অতিশয় দয়াময়ের সামনে বান্দারূপে উপস্থিত হবে[৩]।
لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾	(৯৪) অবশ্যই তিনি তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদের (সবকিছু)কে ভালভাবে গুণে রেখেছেন।
وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾	(৯৫) আর তাদের সবাই কেয়ামতের দিন তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে[৪]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অনেকে তো আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে নানা রকম উপাস্য গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এক সম্প্রদায় এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে। যেমন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে ও ইয়াহুদীদের একাংশ হযরত উযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করত। মক্কার কিছু মুশরিক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা যে মারাত্মক কথা বলেছে এবং শিষ্টাচার বর্জিত কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করেছে তাতে যদি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তবে এতে বৈচিত্রের কিছু নেই। সুতরাং এত বড় মহা পরাক্রমশালী সত্তার আবার সন্তান গ্রহণের প্রয়োজন কী? (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি এবং সবাই তাঁর বান্দা। বান্দা রূপেই কেয়ামতের দিন হাজির হবে। সুতরাং বান্দা কী করে পুত্র হতে পারে? এবং যখন সবাই তার মুখাপেক্ষী ও অধীন তখন তাঁর পুত্রের প্রয়োজনই বা কী? (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, সকলেই তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী অবস্থায় উপস্থিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৮–৯১ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্তকারী ইয়াহুদ, নাসারা ও মুশরিকদের খণ্ডন রয়েছে।

২. আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা এমনিভাবে শিরক করা গুরুতর অপরাধ। এতবড় গুরুতর অপরাধ যে, এতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও তা বিচিত্র নয়।

● ৯২–৯৫ নং আয়াতসমূহ :

১. সকলেই আল্লাহর গোলাম, তিনি মহাপরাক্রমশালী। এমন মহা পরাক্রমশালী সত্তার আবার সন্তান গ্রহণের প্রয়োজন কী?

২. আল্লাহ কুদরত ও জ্ঞান সকলের সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

৩. কেয়ামতের দিন সকলে আল্লাহর কাছে একাকী তথা মুখাপেক্ষী অবস্থায় উপস্থিত হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾	(৯৬) নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে ও নেক আমলাদি করে, অতিশয় দয়াময় অচিরেই তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন[১]।
فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾	(৯৭) সুতরাং আমি এটাকে (অর্থাৎ, কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর এবং এর দ্বারা ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে সতর্ক কর[২]।
وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾	(৯৮) আর আমি তাদের পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তুমি কি তাদের কাউকে টের পাও অথবা তাদের কোন মৃদু শব্দও শুনতে পাও[৩]?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের অন্তরে আল্লাহর জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। অথবা তিনি নিজেই তাদেরকে ভালবাসবেন। কিংবা মানুষের অন্তরে তাদের ভালবাসা জন্মিয়ে দেবেন। হাদীছে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালবাসলে আসমান ও যমীনে তার ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন সৃষ্টিকুল তাকে ভালবাসতে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)

(২) অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ শুনায় এবং ঝগড়াটে লোকদেরকে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, যারা এখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করছে তাদেরও নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। হতে পারে এমন কোন প্রলয়ংকরী শাস্তি তাদের উপরও আপতিত হবে এবং চোখের পলকে তাদের সবকিছু তছনছ করে দেবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

●৯৬ নং আয়াত :

ঈমান ও নেক আমল দ্বারা আখেরাতের লাভ ছাড়া দুনিয়াতেও আল্লাহ ও মাখলূকের ভালবাসা লাভ হয়। ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

ষ ৯৭ নং আয়াত :

১. কুরআন রসূলের ভাষা আরবীতে নাযিল হয়েছে।

২. কুরআন মুমিনদেরকে সুসংবাদ এবং মুশরিক ও পাপীদেরকে সতর্ক করে।

● ৯৮ নং আয়াত :

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদেরও নিশ্চিন্তে থাকবার কোন কারণ নেই, কেননা, তাদের ন্যায় পূর্ববর্তী অনেকের নাম নিশানাও মুছে দেয়া হয়েছে।

(২০) সূরা ত্বাহা[১], মক্কী
১৩৫ আয়াত, ৮ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

طٰهٰ ①

(১) ত্বা - হা।

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ②

(২) আমি তোমার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযেল করিনি যে, তুমি কষ্ট ভোগ করবে[২]।

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ③

(৩) বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশের জন্য (নাযেল করেছি)।

www.maktabatulabrar.com

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ④

(৪) এটা তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ, যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ⑤

(৫) (তিনি) অত্যন্ত দয়ালু, তিনি আরশে সমাসীন রয়েছেন[৩]।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ⑥

(৬) যা কিছু আকাশমণ্ডলীতে রয়েছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে, আর যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে, আর যা কিছু মাটির অন্তঃস্থলে রয়েছে সবকিছু তাঁরই মালিকানা।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى ⑦

(৭) আর যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বল (তবে তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহর শ্রবণের জন্য উচ্চ স্বরের প্রয়োজন নেই) কেননা, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষা অধিক প্রচ্ছন্ন কথাও জানেন[৪]।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ⑧

(৮) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) 'ত্বা-হা'-এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন। অনেক তাফসীরবিদ এর নানা রকম ব্যাখ্যা প্রদান করলেও কোনটিকেই নির্ভরযোগ্য বা নিশ্চিত বলা যায় না। ত্বা-হা এই হরফ দু'টি এ সূরার শুরুতে উল্লেখিত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা ত্বা-হা। এ সূরায় হযরত মূসা (আ.)-এর আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এ কারণে হযরত মূসা (আ.)-এর উপাধী কালীমুল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত করে এ সূরাকে সূরা কালীমও বলা হয়। পূর্ববর্তী সূরা মারয়ামে যেমন আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করা হয়েছে –কারও সংক্ষেপে, কারও বিস্তারিতভাবে– তেমনি এ সূরায়ও তাঁদের কারও সংক্ষিপ্ত এবং কারও বিস্তারিত আলোচনা বিবৃত হয়েছে। এ ছাড়াও উভয় সূরার যোগসূত্র হল এই যে, পূর্ববর্তী সূরার শেষে যেমন কুরআনের আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি এ সূরার শুরুতেও কুরআনের আলোচনা করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন শফী, মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও বায়যাবী)

(২) যখন কুরআন অবতরণের সূচনা হয়, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে জেগে দীর্ঘ কেরাআতে নফল নামায পড়তেন। এতে তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। সারা দিন এই চিন্তায় অস্থির থাকতেন যে, কাফেররা যেন কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমার কষ্ট ভোগ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ করিনি। সুতরাং সারা রাত জেগে তোমার এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ রাতের প্রথমভাগে (অর্থাৎ, ইশার পর) আরাম করতেন এবং শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এমনিভাবে এ আয়াতে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমার দায়িত্ব কেবল দ্বীনের কথা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পর কে ঈমান গ্রহণ করল, আর কে করল না তজ্জন্য তোমার অস্থির ও বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। (কুরতুবী)

(৩) দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আরশে সমাসীন হওয়ার অর্থ কি-এ সম্পর্কে হযরত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাসাওউফপন্থী আলেমগণ সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট বক্তব্য দিয়েছেন। অর্থাৎ,মানুষের মেধা ও জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে অক্ষম। এনিয়ে মাথা ঘামানো অযথা এবং ক্ষতিকর। মোটামুটি এতটুকু বিশ্বাস করা চাই যে, আল্লাহ তা'আলা এ বাক্য যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তা সত্য। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, সমাসীন হওয়ার অর্থ তো জানা, তবে তার হাকীকত ও ধরন মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে। এর প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা অনভিপ্রেত ও নিষ্প্রয়োজনীয়। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলকে এ রকম প্রশ্ন করেননি। (রূহুল মাআনী, মাযহারী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, কারও কোন অংশীদারিত্ব ব্যতিরেকে আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত এবং যমীন থেকে ভূগর্ভ পর্যন্ত যত রকমের সৃষ্টি রয়েছে, সবকিছুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। অর্থাৎ, যে কথা নির্জনে ব্যক্ত করা হয়, যে কথা অন্তরে কল্পিত হয় এবং যে কথা অন্তরে কল্পিত হবে সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন। সুতরাং আল্লাহকে শুনাবার জন্য উচ্চ স্বরের প্রয়োজন নেই। এ কারণে প্রয়োজন ব্যতিরেকে উচ্চস্বরে যিকির করতেও ফিকাহবিদগণ নিষেধ করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৪ নং আয়াত :

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রমাণিত। কেননা, তাঁর নিকট কুরআন নাযেল হয়েছে।

২. শরয়ী বিধি-বিধান কষ্টকর এই চিন্তার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. যাদের অন্তরে তাকওয়ার চেতনা আছে তারা কুরআন দ্বারা উপদেশ লাভে সক্ষম হয়।

৪. কুরআন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাযেলকৃত কিতাব।

● ৫ নং আয়াত :

১. আল্লাহর "আর রহমান" গুণ প্রমাণিত।

২. আল্লাহর আরশ ও তাঁর সেই আরশে সমাসীন হওয়া প্রমাণিত। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ৬ নং আয়াত :

১. সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহর মালিকানা ও রাজত্ব প্রমাণিত।

২. কোন কিছুতে আল্লাহর কোন শরীক নেই।

● ৭ নং আয়াত :

১. আল্লাহর জ্ঞানের অবস্থা এই যে, উচ্চস্বরের কথা তো দূরের কথা নিম্নস্বরের কথা এবং তার চেয়ে প্রচ্ছন্ন কথা -যেমন মনের চিন্তা- সম্বন্ধেও তিনি অবগত।

২. বিনা প্রয়োজনে উচ্চস্বরে দুআ ও যিকির না করা সংগত।

● ৮ নং আয়াত :

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহর বহু উত্তম (গুণবাচক) নাম থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝٩	(৯) আর (হে নবী!) তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি[১]?
اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٠	(১০) যখন সে ঘনিষ্টভাবে এক আগুন দেখে তাঁর পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা (এখানে) থাক, (কেননা,) আমি আগুন দেখেছি। হয়ত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আসতে পারব কিংবা আগুনের নিকট পথের দিশাও পেয়ে যাব[২]।
فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۝١١	(১১) অতঃপর যখন সে তার নিকট আসল তখন তাঁকে ডেকে বলা হল, হে মূসা!
اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٢	(১২) নিশ্চিতভাবে জেনে নাও আমি তোমার প্রতিপালক। অতএব তোমার চটি দুটো খুলে ফেল।[৩] নিশ্চয় তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায়[৪] রয়েছ।
وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝١٣	(১৩) এবং আমিই তোমাকে (নবী হিসেবে) মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী করা হচ্ছে তা মনোযোগ সহকারে শোন।
اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝١٤	(১৪) নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর[৫]।
اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ۝١٥	(১৫) নিশ্চয় কেয়ামত আসবে, আমি তা (-র সময়) গোপন রাখতে চাই[৬], যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় প্রাপ্ত হয়[৭]।
فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ۝١٦	(১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি তা (কেয়ামত) বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন কিছুতেই তোমাকে তার (স্মরণ ও চিন্তা-ভাবনা) থেকে নিবৃত্ত করতে না পারে, যার ফলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে[৮]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখান থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথাটি বোঝানো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হওয়া

কোন অভিনব কিছু নয়। এর পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিও ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ ওহীতে যেমন তাওহীদ ইত্যাদির শিক্ষা ছিল, তেমনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ ওহীতেও সে সকল মৌলিক বিষয়ের শিক্ষা রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) যেমন সত্যের বাণী প্রচারে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন, তেমনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও সহ্য করতে হবে। হযরত মূসা (আ.) যেমন অবশেষে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং তার শত্রুরা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল তেমনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অবশেষে বিজয়ী হবেন এবং তাঁর শত্রুরা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনার বিভিন্ন অংশ সূরা কাসাস, সূরা ত্বাহা ও সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। এখানে উক্ত ঘটনার যে অংশটুকু বর্ণনা করা হয়েছে সেটা হল তাঁর মাদয়ান থেকে মিসর যাওয়ার ঘটনা। অর্থাৎ, তিনি মাদয়ান থেকে স্ত্রীসহ মিসর যাচ্ছিলেন। পথে রাত্রি হয় এবং তারা পথ ভুলে যান। মৌসুম ছিল শীতকাল। শীতে তাঁদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাপ গ্রহণের জন্য আগুনের প্রয়োজন হয়। মূসা (আ.) তৎকালীন পদ্ধতি অনুযায়ী পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হননি। তখন তিনি এক প্রকার আলো দেখতে পান এবং আগুন মনে করে সেদিকে অগ্রসর হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল আল্লাহর নূরের তাজাল্লী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহর নূরের তাজাল্লীকে আগুন মনে করে সেখান থেকে আগুন নেওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি যেটাকে আগুন মনে করেছ সেটা আসলে আগুন নয়। এটা আমার নূরের তাজাল্লী। হযরত মূসা (আ.) তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় ছাড়াও অলৌকিকভাবে তাঁর শরীরের সর্বাঙ্গ দ্বারা এ আওয়াজ উপলব্ধি করলেন। কিন্তু আওয়াজটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মীভাবে সর্বদিক থেকে একই স্বরে ধ্বনিত হওয়ায় তিনি আওয়াজটি কোন দিক থেকে আসছে তা নির্ণয় করতে পারেননি। এসব অলৌকিক বিষয় প্রত্যক্ষ করে তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, সত্যিই এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর ডাকে সাড়া দেন। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর পায়ে চটি ছিল। চটি নাপাক থাকার কারণে অথবা আদবের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা তাকে পায়ের চটি খুলে ফেলতে নির্দেশ দেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) "তুওয়া" তূর পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকার নাম।

(৫) অর্থাৎ, আমি তোমাকে নবুয়ত দানের জন্য মনোনীত করেছি। সুতরাং দৃঢ় আস্থা স্থাপন কর, আমার ইবাদত কর এবং বিশেষ করে আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়। আল্লাহকে স্মরণ করার সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে নামায। এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ইবাদতের পর বিশেষভাবে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, কেয়ামতের বিষয়টিকে আমি সমস্ত মাখলূক থেকে গোপন রাখতে চাই, এমনকি নবী এবং ফেরেশতাদের থেকেও। আলোচ্য আয়াতে أَكَادُ শব্দ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি মানুষকে কেয়ামত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঈমান ও নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না থাকত তবে কেয়ামত যে সংঘটিত হবে এতটুকু কথাও প্রকাশ করা হত না। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৭) অর্থাৎ, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার রহস্য হল এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে সাধারণতঃ কাউকে নেক আমল ও বদ আমলের প্রতিদান দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে যদি কখনও কিছুটা প্রতিদান পাওয়াও যায়, তবুও তা পুরোপুরি নয়; বরং নমুনা স্বরূপ। সুতরাং এমন একটি সময় আসার প্রয়োজন, যখন প্রত্যেককে তার নেক আমল বা বদ আমলের পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া যায়। আর এ জন্যেই কেয়ামত-এর সংগঠন। অথবা আয়াতটির এ অর্থও নেওয়া যায় যে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ ও সময় গোপন রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, মানুষ যাতে তাদের কর্ম ও সাধনায় লেগে থাকে এবং কেয়ামতকে সুদূর পরাহত মনে না করে। (রূহুল মাআনী)

(৮) এখানে হযরত হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, তুমি কাফের ও বে-দ্বীনদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাবে না। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত :

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণিত। ওহীর মাধ্যমে তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী জেনেছেন।

২. হযরত মূসা নবীর কাহিনী জানার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য প্রশ্ন এসেছে। বুঝা গেল নবীদের কাহিনী আগ্রহ সহকারে জানা চাই।

● ১০ নং আয়াত :

১. হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর তাজাল্লীকে আগুণ মনে করার ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন।

২. শীত নিবারণের জন্য আগুনের সন্ধান ও পথের জন্য দিশারী খোঁজা থেকে আসবাব গ্রহণের নীতি প্রমাণিত হয়।

● ১১-১২ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহর কালাম (কথা) গুণ প্রমাণিত।

২. পাক দরবারে জুতা স্যাণ্ডেল খুলে যাওয়াই আদব।

৩. তুওয়া উপত্যকাকে পবিত্র আখ্যায়িত করা থেকে বুঝা গেল এ স্থানটি মর্যাদা সম্পন্ন স্থানগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

● ১৩ নং আয়াত :

১. হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. আল্লাহর বাণী মনযোগ সহকারে শোনার নির্দেশ।

● ১৪ নং আয়াত :

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. ইবাদতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. নামায কায়েম করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. আল্লাহকে স্মরণ করার বিশেষ একটি মাধ্যম হচ্ছে নামায।

● ১৫ নং আয়াত :

১. কেয়ামত বিষয়ক আকীদা বর্ণিত হয়েছে।

২. বিশেষ হেকমতে কেয়ামতের সময় গোপন রাখা হয়েছে। (৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ১৬ নং আয়াত :

১. কাফের ও বে-দ্বীনদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে উদাসীন হওয়া যাবেনা।

২. কেয়ামত সম্পর্কে উদাসীনতা ধ্বংসের পথ সূচনা করে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾	(১৭) আর হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি[১]?
قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾	(১৮) সে বলল, ওটা আমার লাঠি। আমি ওর উপর ভর দেই এবং আমি ওর দ্বারা আমার বকরী পালের জন্য পাতা পেড়ে দেই এবং ওতে রয়েছে আমার আরও অনেক প্রয়োজন[২]।
قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾	(১৯) তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও।
فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾	(২০) তখন সে সেটা ফেলে দিল। ব্যাস ওমনি সেটা একটি সাপ, দৌড়াচ্ছে।
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۫ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾	(২১) তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি ওটিকে ধর, ভয় কর না। আমি এখনই ওটাকে তার পূর্বের চরিত্রে (অর্থাৎ, পূর্বের অবস্থায়) ফিরিয়ে দিচ্ছি।
وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾	(২২) আর তুমি তোমার হাত তোমার বগলের[৩] সাথে মিলাও, তা কোন দোষ ছাড়াই অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বের হবে আরেকটি নিদর্শনরূপে।
لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾	(২৩) যাতে আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনগুলো থেকে কিছু দেখিয়ে দেই[৪]।
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾	(২৪) তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন করলেন যে, তোমার ডান হাতে কি? এটা ছিল একটি অনুগ্রহ সুলভ প্রশ্ন। এর উদ্দেশ্য হল, তিনি যে এর পূর্বে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখে এবং আল্লহর বাণী শুনে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন তা থেকে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। তাছাড়া এও রহস্য নিহিত ছিল যে, একটু পরে এটাকে সাপে পরিণত করা হবে। তখন তিনি হয়ত মনে করতে পারেন যে, অন্ধকারে তিনি লাঠির পরিবর্তে অন্য কিছু নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং যখন তিনি উক্ত প্রশ্নের পর হাতের লাঠিটি দেখে পরখ করে নিলেন এবং বললেন যে, এটা আমার লাঠি, তখন লাঠিটি

www.maktabatulabrar.com

হাত থেকে ছেড়ে দিতে বলা হল। দেখা গেল যে, সেটি তৎক্ষণাৎ সাপে পরিণত হয়ে গেছে। তখন তিনি এটাকে মু'জিযা বলে বুঝতে পারলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভক্তির কারণে প্রশ্নের জবাবে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, তুমি তোমার ডান হাতটি বাম বগলের সাথে মিলিয়ে বের কর। তখন দেখবে যে, কোন রকম দোষ তথা রোগ-ব্যাধি ছাড়াই অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। এটা হবে আমার কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন এবং তোমার নবুয়তের দ্বিতীয় মু'জিযা। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তোমাকে হাত থেকে লাঠি ফেলতে এবং হাতকে জামার ফোঁকর দিয়ে বগলে প্রবিষ্ট করতে এজন্যই বলেছি, যাতে আমি আমার বড় বড় নিদর্শনগুলো থেকে তোমাকে কিছু দেখিয়ে দেই। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, তুমি এখন এ সব মু'জিযা নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছে। তুমি তার কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছিয়ে দাও। সে যদি তোমার নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে এসব মু'জিযা দেখাবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭নং আয়াত :

১. কেউ পেরেশান হলে তাকে কথাবার্তা দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নীতি প্রমাণিত।

২. খারাপ জিনিস না হলে ডান হাতে বহন করাই উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৮নং আয়াত :

১. (বিশেষ প্রয়োজনে) প্রশ্নের বাইরে অতিরিক্ত বক্তব্য জবাবে পেশ করা যায়।

২. হযরত মূসা (আ.) বকরী লালন-পালন করেছেন। এর দ্বারা উম্মতকে চালনার পূর্ব প্রশিক্ষণ লাভ হয়েছে। এর দ্বারা যুদ্ধ ইত্যাদিতে পূর্বাহ্নেই প্রশিক্ষণ গ্রহণের নীতি প্রমাণিত হয়।

৩. চলা ফেরার সময় হাতে লাঠি ব্যবহার করা নবীগণের সুন্নাত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লাঠি ব্যবহার করেছেন। (কুরতুবী)

● ১৯-২১নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মু'জিযার বর্ণনা রয়েছে।

২. হযরত মূসা (আ.)-এর ভয় পাওয়া থেকে প্রমাণিত হল নবীগণ মানবিক গুণাবলীর উর্ধ্বে নন।

৩. "পূর্বের চরিত্রে ফিরিয়ে দিচ্ছি" কথা থেকে বুঝা যায় লাঠিটির স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে সাপের স্বভাবও এসে গিয়েছিল।

● ২২-২৩নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত মূসা (আ.)-এর হাত উজ্জ্বল হওয়ার মুজিযা বর্ণিত হয়েছে।

২. "আরেকটি নিদর্শনরূপে" কথা থেকে প্রমাণিত হয় হযরত মূসা (আ.)কে আরও মু'জিযা দেয়া হয়েছিল।

৩. হযরত মূসা (আ.)কে বড় বড় মুজিযা দেয়া হয়েছিল।

● ২৪নং আয়াত :

১. ফেরাউন অবাধ্য ছিল।

২. কোন মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে ব্রতী হলে তাকে আল্লাহর পথে আনার জন্য তার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া উচিত।

৩. অবাধ্য মানুষের কাছে গিয়ে দাওয়াত প্রদানের নীতি প্রমাণিত।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾	(২৫) সে (মূসা) বলল[১], হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও।
وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾	(২৬) এবং আমার (দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার) জন্য আমার কাজকে সহজ করে দাও,
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾	(২৭) আর আমার রসনা থেকে জড়তা দূর করে দাও,
يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾	(২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।
وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾	(২৯) এবং আমার জন্য আমার স্বজনদের মধ্য থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দাও।
هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾	(৩০) অর্থাৎ, আমার ভাই হারূনকে।
اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾	(৩১) তাঁর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করে দাও।
وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾	(৩২) এবং তাঁকে আমার কাজে শরীক করে দাও।
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾	(৩৩) যাতে আমরা অধিক পরিমাণে তোমার তাসবীহ পাঠ করতে পারি।
وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾	(৩৪) এবং অধিক পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি।
اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾	(৩৫) নিশ্চয় তুমি সর্বদাই রয়েছ আমাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টিশীল।
قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾	(৩৬) তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে মূসা! অবশ্যই তোমার আবদার তোমাকে প্রদান করা হল[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার সুযোগ লাভ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নবুয়ত ও রেসালাতের দায়িত্ব অর্পন করলেন, তখন তিনি নিজের শক্তি সামর্থের উপর ভরসা না করে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের প্রতি মনোযোগী হন। এ সময় তিনি পাঁচটি দুআ করেন। (এক) আমার বক্ষ তথা হৃদয় প্রশস্ত করে দিন, (দুই) আমার কাজকে সহজ করে দিন।

www.maktabatulabrar.com

(তিন) আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন, (চার) আমার ভাই হারূনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন। (পাঁচ) তাঁকে আমার নবুয়তের দায়িত্ব পালনে শরীক করে দিন অর্থাৎ, তাকেও নবুয়ত দান করে আমার সাথে আমার কাজে শরীক করে দিন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিলেন যে, তোমার দুআ কবুল হল। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫–৩২নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত মূসা (আ.) তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আল্লাহ থেকে চেয়ে নিলেন।

২. দাওয়াতের কাজের জন্য মন প্রশস্ত থাকা চাই, যাতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের গুরুভার মানসিকভাবে সয়ে নেয়া সম্ভব হয় এবং প্রতিপক্ষের সবকথা হজম করে নেয়া যায়।

৩. জবানের জড়তা দূর করে দেয়ার দুআ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষার সাবলীলতা ও বাগ্মিতা দ্বারা দাওয়াতের কাজে আনুকূল্য লাভ হয়।

৪. দাওয়াতের সময় যেনতেনভাবে শ্রোতাদের কাছে কথা পৌঁছে দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং শ্রোতাদেরকে কথা বুঝিয়ে দেয়া কাম্য।

৫. নিজের কাজে স্বজনদের মধ্য থেকে সহযোগী নির্বাচনের দুআ হয়তো এ কারণে যে, স্বজনের সাথে স্বভাবগত ঐক্য ও মিল থাকে, যা কাজের জন্য অনুকূল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

● ৩৩–৩৬নং আয়াতসমূহ :

১. যিকির ও তাসবীহের ফযীলত প্রমাণিত।

২. হযরত মূসা (আ.) কাজের আসবাব সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাপারে দুআ করার পর বলেছেন যাতে আমরা অধিক পরিমাণে তাসবীহ পাঠ করতে পারি এবং অধিক পরিমাণে যিকির করতে পারি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্ব পালন ও কাজ আঞ্জাম দেয়ার আসবাব পর্যাপ্ত হলে তবীয়তে প্রফুল্লতা আসে। আর এই প্রফুল্লতা অধিক যিকির ও অধিক তাসবীহ পাঠে বিশেষ ভূমিকা রাখে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. আল্লাহ সর্বদা সবকিছুর দ্রষ্টা।

৪. হযরত মূসা (আ.)-এর দুআসমূহ কবুল করা হয়।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ﴿٣٧﴾	(৩৭) আর আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।
اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾	(৩৮) যখন আমি তোমার মায়ের কাছে ওহী প্রেরণ করলাম এমন বিষয়ের, যা ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়[১]।

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ﴿۳۹﴾

(৩৯) অর্থাৎ, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ। অতঃপর তা নদীতে ফেলে দাও। অনন্তর নদী তাকে তীরে নিয়ে ফেলবে। তাকে তুলে নেবে (এমন এক ব্যক্তি, যে) আমার শত্রু এবং তারও শত্রু। আর আমি (সবার অন্তরে) তোমার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিলাম আমার পক্ষ থেকে এবং (আমি এটা এজন্য করলাম,) যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও[২]।

اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ؕ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿۴۰﴾

(৪০) (এটা ঐ সময়ের ঘটনা) যখন তোমার বোন (তোমার খোঁজে) চলছে, অতঃপর (ধাত্রী সন্ধানকারীদেরকে) বলছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তার ভার গ্রহণ করবে? অনন্তর আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখিত না থাকে৩। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। অতঃপর আমি তোমাকে সেই চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে নানাবিধ পরীক্ষায় ফেললাম[৪]। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। এরপর হে মূসা! তুমি এক নির্ধারিত সময়ে (এখানে) আসলে[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যখন ফেরাউনের সেনাবহিনীর লোকেরা বনী ইসরাঈলের শিশু ছেলেদেরকে হত্যা করার কাজে নিয়োজিত ছিল, তখন তাদের থেকে তাঁকে (শিশু মূসাকে) রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাতার অন্তরে এমন একটি পন্থার নির্দেশনা দিয়ে দিলেন, যা একমাত্র ওহীর দ্বারাই সম্ভব। কেননা, তাঁর মাতাকে তখন যে পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা বাহ্যতঃ যুক্তি বিবেক গ্রাহ্য নয়। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে বলা হয়েছিল যে, তুমি শিশুটিকে একটি সিন্দুকে ভরে নদীতে ফেলে দাও, তার মৃত্যুর ব্যাপারে কোন আশংকা করো না। আল্লাহ ই তার হেফাযত করবেন এবং তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন। বলা বাহুল্য যে, এরকম যুক্তির অতীত পরামর্শ কেবল ওহীর মাধ্যমেই সম্ভব। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, আমি আমার কুদরতে এবং অনুগ্রহে তোমার মধ্যে এক মায়াবী টান ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, যার ফলে শত্রু-মিত্র যে-ই তোমাকে দেখল সেই তোমাকে অতিশয় ভালবাসতে লাগল। যার ফলে আমার এবং তোমার উভয়ের শত্রু ফেরাউন তোমাকে লালন-পালন করল। এবং আমার এটা করার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে আমার তত্ত্বাবধানে যথোপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

(৩) হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাঁকে শিশু অবস্থায় একটি সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু একজন মানুষ হিসাবে শিশু পুত্রের জন্য তার চিন্তার অন্ত ছিল না। তাই তিনি মূসা (আ.)-এর বোন মারয়ামকে গোপনে তার খোঁজ নিতে নির্দেশ দিলেন। ওদিকে শিশুসহ সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের প্রাসাদ ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। ফেরাউনের লোকেরা সেটি ফেরাউনের প্রাসাদে নিয়ে যায়। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া সুদর্শন শিশুটিকে দেখে তাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শিশু মূসা কারও দুধ পান না করায় লোকেরা একজন ভাল ধাত্রীর খোঁজে বের হল। এদিকে মূসার বোনও তার অবস্থা জানার জন্য বের হল। এক স্থানে ধাত্রী খোঁজকারীদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় তখন সে বলল, এ শিশুকে প্রতিপালন করতে পারে এমন একজন ধাত্রীর সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব? তখন তারা এতে আগ্রহ প্রকাশ করায় মারয়াম তার মাতাকে নিয়ে গেল। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৪) মূসা (আ.) যৌবনে পদার্পণ করার পর এক মিসরীয় আদিবাসী ব্যক্তির সাথে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে তাকে ঘুষি দিলে লোকটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। তখন মূসা (আ.) দুনিয়াতে প্রাণদণ্ড এবং পরকালে শাস্তি ভোগের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাদয়ান পাঠিয়ে দিয়ে প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি দেন এবং পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য তওবার তাওফীক দান করেন। এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে আরও অনেক পরীক্ষা করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, তুমি তোমার নবুয়ত প্রাপ্তির নির্ধারিত সময়ে এসেছ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭–৪০নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বহুবিধ অনুগ্রহের বর্ণনা।

২. হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম সেই সময়ে হয়েছিল যখন ফেরাউন বনী ইসরাঈলের শিশুদেরকে হত্যা করছিল।

৩. হযরত মূসা (আ.)-এর মাদয়ান গমন ও সেখানে কয়েক বছর অবস্থানের বর্ণনা।

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ﴿۴۱﴾

(৪১) আর আমি তোমাকে আমার (নবুয়তের) জন্য মনোনীত করেছি[১]।

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ﴿۴۲﴾

(৪২) তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শন-সমূহ নিয়ে যাও এবং আমার যিকিরে শৈথিল্য কর না[২]।

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿۴۳﴾

(৪৩) তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে[৩]।

(৪৪) অতঃপর তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্র কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আযাবের) ভয় পেয়ে যাবে[৪]।	فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾
(৪৫) তাঁরা উভয়ে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আশঙ্কা করছি, সে আমাদের প্রতি আগেভাগেই বাড়াবাড়ি করে বসবে অথবা সীমালঙ্ঘন করে বসবে[৫]।	قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾
(৪৬) তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা ভয় কর না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি (সবকিছুই) শুনি, এবং দেখি[৬]।	قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٤٦﴾
(৪৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তার নিকট যাও। অতঃপর বল, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের রসূল। সুতরাং বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে শাস্তি দিও না। আমরা অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে (নবুয়তের) নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। আর শান্তি রয়েছে তার জন্য, যে হেদায়েত অনুসরণ করে।	فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۭ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ۭ وَالسَّلٰمُ عَلٰي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾
(৪৮) নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, অবশ্যই শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়[৭]।	اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰي مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ওহী ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে তোমাকে প্রস্তুত করেছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তোমাকে যে কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তুমি তোমার ভাই হারূনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড় এবং তোমাকে যে সব প্রমাণ ও মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে তা প্রয়োজনে প্রকাশ কর। মূসা (আ.) যেহেতু ইতঃপূর্বে দুআয় বলেছিলেন, "যাতে আমরা উভয়ে অধিক পরিমাণে তাসবীহ পাঠ করতে পারি এবং অধিক পরিমাণে যিকির করতে পারি" তাই আল্লাহ তা'আলা সে কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "তোমরা আমার যিকিরে শৈথিল্য করো না"। (প্রাগুক্ত)

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতে দায়িত্ব পালনের জন্য বেরিয়ে পড়তে বলা হয়েছে কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা বলা হয়নি। এখানে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের নিকট যাও। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, দা'ওয়াত-তাবলীগ, ওয়াজ ও উপদেশের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করবে। তাতে দ্বীনের পথে দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালনকারীদের জন্য এক মহান শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা

www.maktabatulabrar.com

অবশ্যই জানতেন যে, ফেরাউন দ্বীনের দা'ওয়াত গ্রহণ করবে না। তবুও হয়ত গ্রহণ করতে পারে এ আশা নিয়ে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেন, যাতে সে পরকালে কোন ছুতো না দেখাতে পারে।

(৫) আগেভাগেই বাড়াবাড়ি করে বসবে যেমন সে আমাদের পুরোপুরি বক্তব্য শোনার পূর্বেই আমাদেরকে কোন শাস্তি দিয়ে বসল। আর সীমালঙ্ঘন যেমন আপনার শানে অসমীচীন কথা-বার্তা বলবে। (আবুস সুউদ)

(৬) অর্থাৎ, তোমাদের সাথে সে যেসব আচার-আচরণ করবে কোনটাই আমার দেখা ও শোনার বাইরে নয়। আমি কখনও তোমাদের থেকে দূরে নই, তোমাদের প্রতি আমার সাহায্য রয়েছে। সুতরাং শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। (প্রাগুক্ত)

(৭) অর্থাৎ, আমরা যে নিজেদেরকে আল্লাহর রসূল বলে দাবি করছি, তা দলীল বিহীন নয়। আমরা আমাদের দাবির সপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং যে আমাদের কথা মেনে সরল পথে চলবে তার জন্য উভয় জগতে শান্তি রয়েছে। কিন্তু যে অস্বীকার করবে কিংবা মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য শাস্তি অবধারিত। চাই সেটা কেবল পরকালে হোক অথবা দুনিয়াতেও হোক। সুতরাং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪১-৪৩নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের পুনরুল্লেখ।
২. হযরত মূসা ও হারূন (আ.)কে ফেরাউনের নিকট দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ।
৩. যিকিরে শৈথিল্য না করার নির্দেশ। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)
৪. ফেরাউনের সীমালঙ্ঘনের উল্লেখ।

- ৪৪নং আয়াত :

১. দা'ওয়াত-তাবলীগ এবং ওয়াজ ও উপদেশের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।
২. নম্রভাবে কথা বলার ফায়দা বর্ণিত হয়েছে।

- ৪৫নং আয়াত :

১. নবীগণের ভয় পাওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীগণও মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে নন।
২. ভয় পাওয়ার কারণ থাকলে সেরূপ ক্ষেত্রে ভয় অনুভব করাতে কোন দোষ নেই।

- ৪৬নং আয়াত :

১. নবীদ্বয়কে আশ্বস্ত করা হয়েছে। এ থেকে ভয়ের ক্ষেত্রে আশ্বস্ত করার নীতি প্রমাণিত হল।
২. নবী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে।
৩. আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

- ৪৭নং আয়াত :

১. এখানে তিনটি দা'ওয়াত দেওয়া হয়েছে, (এক) ফেরাউনের এবং সমস্ত মাখলূকের একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি রসূল প্রেরণ করেছেন। (দুই) মূসা ও হারূন (আ.) তাঁরই রসূল। বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনপন্থীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

২. এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষকে পরকালীন কল্যাণের পথে আহবান করা যেমন নবীগণের দায়িত্ব, তেমনি তাদের বৈষয়িক মুক্তির চিন্তা করাও নবীগণের দায়িত্ব। (প্রাগুক্ত)

৩. "আমরা অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে (নবুয়তের) নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।"-এ কথা বলা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, হকপন্থীগণ প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের সামনে নিজেদের হক হওয়ার দলীল-প্রমাণ পেশ করবেন।

৪. উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর মু'জিযা প্রমাণিত।

● ৪৮নং আয়াত :

১. "আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে" কথা দ্বারা হযরত মূসা ও হারূন (আ.) উভয়ের নবুয়ত প্রমাণিত।

২. সরল পথ বর্জন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে শাস্তির কারণ।

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝٤٩	(৪৯) সে (ফেরাউন) বলল, হে মূসা! তবে তোমাদের রব্ব কে[১]?
قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝٥٠	(৫০) সে (মূসা) বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন[২]।
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ۝٥١	(৫১) সে (ফেরাউন) বলল, তাহলে পূর্বকালের লোকদের অবস্থা কী[৩]?
قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ۝٥٢	(৫২) সে (মূসা) বলল, তার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কিতাবে[৪] (সংরক্ষিত) আছে। আমার রবের বিভ্রান্তি হয় না এবং তিনি ভুলেও যান না[৫]।
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝٥٣	(৫৩) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য পথ-ঘাট করে দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।
كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝٥٤	(৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে[৬]।
مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝٥٥	(৫৫) সেই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, আর তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব[৭]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে যেই রবের প্রেরিত বলে দাবি করছ তিনি কে এবং কেমন?

(২) প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্যতা অনুসারে অবয়ব-আকৃতি, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য যেসব উপায়-উপকরণের প্রয়োজন ছিল সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টিকে তার দৈহিক কাঠামো, আত্মিক শক্তি ও যাবতীয় আসবাব-উপকরণের ব্যবহার ও তদ্বারা উপকৃত হওয়ার পন্থা শিখিয়েছেন। অতঃপর এরূপ সুচারু ব্যবস্থাপনা দেখিয়ে আমাদেরকেও দিক নির্দেশনা করেছেন যে, কিভাবে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে নেওয়া উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থেকে থাকে এবং তোমরা যেদিকে আহবান করছ তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে অতীতকালের লোকদের সম্পর্কে আমাকে জানাও যে, তাদের অবস্থা তাহলে কী হবে? এত সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকলে তারা কেন সত্যকে গ্রহণ করেনি এবং গ্রহণ না করার কারণে তাদের সবাইকে কি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে? ফেরাউনের এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল মূসা (আ.)-কে তাঁর হেদায়েতের বাণী থেকে সরিয়ে নেওয়া অযথা কথায় জড়িয়ে দেওয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এখানে "কিতাব" বলে একমতে লওহে মাহফূজ বা আমলনামাকে বোঝানো হয়েছে। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে মূসা (আ.) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বললেন, যাতে তারা কোন রকম কটাক্ষ করার সুযোগ না পায়। তিনি বললেন, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) আল্লাহ তা'আলা নাস্তিকদের চক্ষু উন্মুলিত করার জন্য এ কথাগুলো বলেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহর কৌশল ও কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর। বুদ্ধি প্রয়োগ করলে বুঝতে পারবে যে, সমগ্র জগতের এই সুচারু ও সুশৃংখলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এমনিতেই চলতে পারে না। নিশ্চয় এর একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক রয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, সমগ্র মানব জাতির পিতা আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব খাদ্য থেকে মানুষের দেহ গঠিত ও লালিত হয় সেগুলোও মাটি থেকে সৃষ্টি হয়। আবার মৃত্যুর পরও সাধারণ মানুষ দ্রুত বা ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে যাবে। এমনিভাবে কেয়ামতের দিন মাটিতে মিশে যাওয়া দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্র করে পুনর্জীবিত করা হবে এবং যারা কবরে দাফনকৃত অবস্থায় থাকবে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯নং আয়াত :

তোমাদের রব্ব কে? ফেরাউনের এ প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় যে, ফেরাউন নাস্তিক ছিল অথবা কেবল পেরেশান করার উদ্দেশ্যে এরকম প্রশ্ন করেছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৫০নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর যোগ্যতা অনুসারে তার অবয়ব-আকৃতি, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

২. আল্লাহ তাআলা প্রতিটি সৃষ্টিকে তার দৈহিক কাঠামো, আত্মিক শক্তি ও যাবতীয় আসবাব-উপকরণের ব্যবহার ও তদ্বারা উপকৃত হওয়ার পন্থা শিখিয়েছেন।

৩. সমগ্র জগতের এই সুচারু ও সুশৃংখলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দেখে আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ৫১-৫২নং আয়াতদ্বয় :

১. দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গেলে প্রতিপক্ষ বিভিন্ন অযথা প্রশ্ন তুলে মূল কথা থেকে সরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে, দায়ীকে সতর্ক থাকতে হবে। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. আল্লাহর নিকট সবকিছুর জ্ঞান রয়েছে।

৩. দায়ীকে এমনভাবে কথা বলতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ কোন রকম কটাক্ষ করার সুয়োগ না পায়। (দেখুন টীকা নং ৫)

৪. আল্লাহ তা'আলা ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র।

● ৫৩নং আয়াত :

১. আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত ও সৃষ্টির কথা উল্লেখপূর্বক তাঁর পরিচিতি ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃতি দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরত অনুধাবনের শিক্ষা লাভ হয়।

২. "অতঃপর আমি তা দ্বারা (বৃষ্টির পানি দ্বারা) বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।" এ থেকে বুঝা যায় উদ্ভিদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মিঠা পানির ভূমিকা বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

● ৫৪নং আয়াত :

১. নিজেদের খাওয়ার এবং গবাদী পশুকে খাওয়ানোর অনুমতি।

২. বুদ্ধি প্রয়োগ করলে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তাঁকে বুঝার এবং তাঁরকুদরত বুঝার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

● ৫৫নং আয়াত :

১. মাটি থেকেই মানুষের সৃষ্টি। (দ্রষ্টব্য ৭ নং টীকা।)

২. সকলকেই (এক সময় না এক সময়) মাটিতে ফিরে যেতে হবে।

৩. পুনরুত্থান প্রমাণিত।

৪. "তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।" এখানে পুনর্বার বের করব বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, প্রথম সৃষ্টিও যেন একবার বের করা। বুঝা গেল সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একই রকম। তাই যে সত্তার পক্ষে প্রথমবার সৃষ্টি করা সম্ভব তার পক্ষে পুনর্বার সৃষ্টি করা তথা পুনরুত্থান ঘটানোও সম্ভব।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾	(৫৬) আর অবশ্যই আমি তাকে (ফেরাউনকে) আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করল এবং অস্বীকার করল।
قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾	(৫৭) সে (ফেরাউন) বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য[১]?

www.maktabatulabrar.com

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾	(৫৮) তবে অবশ্যই আমরাও তোমার নিকট তদ্রূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং কোন সমতল স্থানে আমাদের ও তোমার মধ্যে (মোকাবিলার জন্য) একটি প্রতিশ্রুত সময় স্থির কর, যার ব্যতিক্রম আমরা করব না এবং তুমিও না[২]।
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾	(৫৯) সে (মূসা) বলল, তোমাদের (সাথে মোকাবিলার) প্রতিশ্রুত সময় হল উৎসবের দিন এবং সকালে সকালে মানুষের সমবেত হওয়ার দিন।
فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾	(৬০) অতঃপর ফেরাউন ফিরে গেল এবং তার কৌশল (-এর উপকরণ) একত্র করল, তার পর আসল[৩]।
قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾	(৬১) মূসা তাদেরকে (যাদুকরদেরকে) বলল, দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা কর না, তাহলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। আর যে মিথ্যা রচনা করে সে ব্যর্থ হয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মিসরের আদিবাসী কিবতী সম্প্রদায়কে হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে ও উত্তেজিত করে তোলার জন্য ফেরাউন একথাগুলো বলেছিল। অর্থাৎ, মনে হচ্ছে মূসা যাদুর বলে আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং যাদুগিরি করে সাধারণ মানুষকে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করবে। এভাবে সে মিসরের আদিবাসীদের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নেবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তুমি তোমার উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবে না। আমাদের এখানেও বড় বড় যাদুকর রয়েছে। তাদের সাথে তোমার প্রতিযোগিতা হলে ভাল হবে। তবে যেদিন ও যে স্থানে প্রতিযোগিতা হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব তোমার। তবে নির্ধারিত দিনে ও নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়ে দুই পক্ষের কোন পক্ষই পশ্চাদপদতা প্রদর্শন করতে পারবে না। স্থানটি এমন হওয়া চাই যাতে সবার জন্য সমান দূরত্বে অবস্থিত হয়, সকলের আসন গ্রহণের সমান সুবিধা থাকে এবং মুক্ত ও সমতল হয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, মূসা (আ.) দিনক্ষণ ঠিক করে দেওয়ার পর ফেরাউন মজলিস থেকে উঠে গেল এবং যাদুকরদেরকে সমবেত করা এবং মোকাবিলায় বিজয়ী হওয়ার জন্য নানা তদবীর ও কৌশল অবলম্বন করতে লাগল। অবশেষে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে শৌর্য-বীর্যের সাথে নির্দিষ্ট সময়ে ময়দানে হাজির হল। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬নং আয়াত :

১. ফেরাউনকে পর্যাপ্ত নিদর্শন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু হক গ্রহণ করা তার নসীবে হয়নি।

২. শুধু নিদর্শন দেখলেই হককে গ্রহণ করা হয়ে উঠেনা, আল্লাহর তাওফীকেরও প্রয়োজন।

● ৫৭–৬০নং আয়াতসমূহ :

১. ফেরাউন ভিত্তিহীন কথা বলে হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। (দেখুন টীকা নং ১) হকপন্থীদের বেলায় বাতেলদের এটাই হল চিরাচরিত রীতি।

২. হকের স্বার্থে প্রতিযোগিতার বৈধতা প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত স্থান ও সময় নির্বাচনের রীতি প্রমাণিত। (প্রাগুক্ত)

● ৬১নং আয়াত :

১. এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) তখন সকলকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী উপদেশ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেন, তোমরা নবীদের আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযাকে যাদু বলে আখ্যা দিয়ে তার মোকাবিলা করতে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে এসো না। এতে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়। এর পরিণতি অতি ভয়াবহ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা হারাম।

৩. মিথ্যাচারীদের পরিণাম হল ব্যর্থতা।

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾	(৬২) ফলে তাদের মধ্যে নিজেদের কর্ম বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিল এবং তারা গোপনে আলাপ করতে লাগল[১]।
قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾	(৬৩) (অবশেষে তাদের দুজনের ব্যাপারে একমত হয়ে) তারা বলল, নিশ্চয়ই এরা উভয়ই যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট ধর্ম-পদ্ধতিকে বিলোপ করে দিতে।
فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾	(৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল (-এর উপকরণ) একত্র কর। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হও এবং আজ যে জয়ী হবে সেই সফলতা লাভ করবে[২]।
قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾	(৬৫) তারা (যাদুকররা) বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, নতুবা আমরা প্রথমে নিক্ষেপকারী হব।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾	(৬৬) সে (মূসা) বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তখন অকস্মাৎ তাদের যাদুর কারণে তার (মূসার) কাছে মনে হতে লাগল যে, তাদের রশিগুলো আর তাদের লাঠিগুলো দৌড়াচ্ছে[৪]।
فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾	(৬৭) ফলে মূসা তাঁর অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল[৫]।
قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾	(৬৮) আমি বললাম, ভয় কর না, নিশ্চিত থাক তুমিই উপরে থাকবে[৬]।
وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾	(৬৯) আর তুমি তোমার ডান হাতে যা (অর্থাৎ, যে লাঠি) আছে তা নিক্ষেপ কর; সেটি তারা যা (সঙ) বানিয়েছে, তা গ্রাস করে ফেলবে। নিশ্চয় তারা যা বানিয়েছে তা হল যাদুকরের কৌশল। আর যাদুকর যেখানেই যাক (মু'জিযার মোকাবিলায়) সফল হয় না[৭]।
فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾	(৭০) তাই (হল) যাদুকরদেরকে সাজদায় পতিত করা হল। তারা বলল, আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মূসা (আ.)-এর উপদেশ ও বক্তৃতা শুনে তারা অস্থির হয়ে পড়ল। তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিল যে, আসলে লোকটা কি? তার কথা তো যাদুকরদের মত মনে হয় না। যাহোক, বিতর্কের পর তারা পৃথক হয়ে পরামর্শ করল। অবশেষে তারা ফেরাউনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এই কথাগুলো বলল, যা পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, পূর্বকাল থেকে তোমাদের যে ধর্ম ও প্রথা-প্রচলন চলে আসছে, সে চায় সেগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করে তার মত ও পন্থা প্রতিষ্ঠিত করতে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আজকের পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন কর। কালক্ষেপণ করো না। পূর্ণ শক্তি ও সাহস নিয়ে তাকে পরাজিত করার চেষ্টা কর। আজকের লড়াই হবে শক্তি নির্ণয়ের লড়াই। আজ যারা জয়ী হবে তারাই হবে প্রকৃত সফল। (প্রাগুক্ত)

(৪) যাদুকরেরা তাদের দক্ষতা ও বীরত্ব প্রকাশের জন্য মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি প্রথমে শুরু করবেন, নাকি আমরা প্রথমে শুরু করব? মূসা (আ.)ও তাদের জবাবে অবজ্ঞাস্বরে বললেন, না তোমরাই প্রথমে শুরু কর এবং তোমরা যথাসাধ্য শক্তি ও কৃতিত্ব প্রদর্শন কর, যাতে বাতিলের পূর্ণ শক্তি পরীক্ষার পর সত্যের পুরোপুরি বিজয় সূচিত হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, যাদুকরদের যাদু টোনার এসব কারসাজি দেখে মানুষ হিসাবে হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে কিছুটা ভয়-ভীতি সঞ্চারিত হওয়া তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়, তা ছাড়া তার মনে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল এই যে, হয়ত মানুষ যাদুকরদের এসব কারসাজি দেখার পর মু'জেযা ও যাদুর প্রভেদ বুঝতে না পেরে সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাবে। ফলে নবুয়তের দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) কে পূর্ণ অভয় দিয়ে বললেন, তুমি কোনরকম আশঙ্কা করো না। তুমিই আজ বিজয়ী হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, যাদুকরদের এসব ভেল্কিবাজি যেখানেই এবং যদ্দুরই পৌছে না কেন, সত্যের মোকাবিলায় তা কখনো কামিয়াব হতে পারে না এবং যাদুকরও কখনও সফল হতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২–৬৩নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত মূসা (আ.)-এর কথা যাদুকরদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। (দেখুন টীকা নং ১)

২. অবশেষে ফেরাউনের প্রভাবে তার সূরে সূর মিলিয়ে তারা উভয় নবীকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে।

৩. ফেরাউনী সম্প্রদায় তাদের আদর্শকে উৎকৃষ্ট আদর্শ মনে করত। এভাবে প্রত্যেক বাতিলই তার নিজস্ব মতবাদকে উৎকৃষ্ট মনে করে থাকে।

ষ ৬৪–নং আয়াত :

১. যাদুকরদের পূর্ণ প্রস্তুতির বর্ণনা।

২. সেদিনের প্রতিযোগিতাকে জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত নিয়ামক মনে করা হচ্ছিল।

● ৬৫–৬৬নং আয়াতদ্বয় :

১. মূসা (আ.) কর্তৃক শেষে লাঠি নিক্ষেপের ফয়সালাতে হয়তো এই হেকমত নিহীত ছিল যে, এরূপ ক্ষেত্রে শেষ বক্তব্য এবং শেষ পদক্ষেপই উপস্থিতদের মনে চূড়ান্ত দাগ কাটে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "তার (মূসার) কাছে মনে হতে লাগল যে, তাদের রশিগুলো আর তাদের লাঠিগুলো দৌড়াচ্ছে।" এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাদু মনের খেয়ালের মধ্যে প্রভাব ফেলে মাত্র, যাদু দ্বারা কোন বস্তুর স্বরূপ পাল্টে যায়না। যাদুতে যেসব ভেল্কিবাজী দেখানো হয় তার কোন বাস্তবতা নেই।

● ৬৭–৬৮নং আয়াতদ্বয় :

১. নবীর ভয় পাওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে নন।

২. যেখানে ভয়ের উপকরণ বিদ্যমান, সেরূপ স্থানে ভয় পাওয়া ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ভয়ের মুহূর্তে সান্ত্বনা প্রদানের নীতি প্রমাণিত।

৪. হযরত মূসা (আ.) কে বিজয়ী হওয়ার অগ্রীম সুসংবাদ প্রদান করা হয়।

● ৬৯নং আয়াত :

১. লাঠি যাদুকরদের বানানো সঙগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে বলা থেকে মু'জিযা ও যাদুর মধ্যকার একটা পার্থক্য বুঝা গেল যে, মু'জিযা বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন মু'জিযা দ্বারা লাঠি

www.maktabatulabrar.com

যে সাপে পরিণত হয়েছিল সেই সাপের মধ্যে সাপের স্বরূপও এসে গিয়েছিল। কিন্তু যাদু দ্বারা যা কিছু ভেল্কিবাজী দেখানো হয়, তার কোন বাস্তবতা নেই।

২. যাদু সফলতা বয়ে আনেনা।

● ৭০নং আয়াত :

১. যাদুকরেরা ছিল শাস্ত্রজ্ঞ, তাই তারা যাদুর শাস্ত্রীয় রীতির আলোকে বুঝে নিল যে, মূসা (আ.)-এর এটা যাদু নয়। এটা যাদুর উর্ধ্বে অন্য কিছু। তাদের অন্তরে ঈমানের চেতনা জাগ্রত হল এবং তারা সাজদায় অবনত হয়ে গেল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. যাদুকরেরা ঈমান আনয়ন করল এবং ঈমানের ঘোষণা প্রদান করল।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾	(৭১) সে (ফেরাউন) বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব[১] এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর শূলি দেব এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি অধিকতর কঠোর এবং অধিকতর স্থায়ী[২]।
قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾	(৭২) তারা (যাদুকররা) বলল, আমাদের নিকট যে সব স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার মোকাবিলায় আমরা তোমাকে কখনও প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনে (যা করার) করতে পার[৩]।
اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾	(৭৩) নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের জন্য আমাদের অপরাধসমূহ এবং তুমি আমাদের যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করে দেন[৪]। আর আল্লাহ সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।
اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾	(৭৪) নিশ্চয় (পরকালে) অবস্থা হবে এই যে, যে ব্যক্তি অপরাধীরূপে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে, তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নাম। সে না সেখানে মরবে আর না বাঁচবে[৫]।

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

(৭৫) আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে এমন মুমিনরূপে, যারা বাস্তবিক নেক আমলও করেছে তবে তাদের জন্য রয়েছে উঁচু স্তরসমূহ। (৭৬) অর্থাৎ, অনন্ত বাসের জান্নাতসমূহ, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী[৬]। আর এটা তার পুরস্কার, যে পবিত্র হয়েছে[৭]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমাদের ডান হাত, বাম পা অথবা বাম হাত, ডান পা কেটে দেব এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর শূলি দেব, যাতে তোমাদের অবস্থা দেখে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করে।

(২) অর্থাৎ, তোমরা মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মনে করছ যে, তোমরাই পরিত্রাণ পাবে, আর অন্যেরা (অর্থাৎ, ফেরাউন ও তার অনুসারীরা) সবাই আযাবে আক্রান্ত হবে। কাজেই এখন তোমরা দেখতে পাবে যে, কাদের আযাব কত কঠিন এবং কতটুকু স্থায়ী। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যাদুকরেরা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনেও তারা তাদের ঈমানের প্রবল দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছে। তারা বলল, আমরা তোমাকে অথবা তোমার কথাকে হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা ও তাঁর আনীত নিদর্শনাবলীর মোকাবিলায় প্রাধান্য দিতে পারি না। হযরত ইকরিমা বলেন, যাদুকরেরা যখন সাজদায় লুটিয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা এবং যাবতীয় নেয়ামত তাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেন। তখন তারা ফেরাউনের হুমকির উত্তরে একথাগুলো বলে। (কুরতুবী)

(৪) অর্থাৎ, আমাদের ঈমান গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন। বিশেষ করে তোমার ক্ষমতার ভয়ে আমরা যে যাদু নিয়ে মু'জিযার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম তাও যেন ক্ষমা করে দেন। তাফসীরবিদগণ বলেন, যাদুকরেরা মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে বুঝে ফেলেছিল যে, এটা যাদু নয়। সুতরাং এর মোকাবিলা করা ঠিক হবে না, কিন্তু পরিশেষে তারা ফেরাউনের চাপে মু'জিযার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, মানুষের উচিত সর্বপ্রথম আখেরাতের চিন্তা করা এবং মানুষের অনুগত হয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারী না হওয়া। কেননা, যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারী হয় তার ঠিকানা জাহান্নাম। সেখান থেকে তার রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। দুনিয়ার কষ্ট যত কঠোরই হোক না কেন, তার পরিসীমা মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু জাহান্নামে কাফেরদের মৃত্যুও হবে না যে, তাদের দুঃখ-কষ্টের একটা পরিসীমা থাকবে। আবার বেঁচে থাকাও বেঁচে থাকার মত হবে না, সে জীবনের চেয়ে মৃত্যু হবে হাজারগুণ শ্রেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী ৭৪নং আয়াতে অপরাধীদের পরকালীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত দুটি (অর্থাৎ, ৭৫ ও ৭৬নং)তে নেক আমলদার মুমিনদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, যারা মন্দ চিন্তা-ভাবনা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, নিচু স্বভাব-চরিত্র, খারাপ কাজ কর্ম, কুফ্‌রী ও পাপাচার থেকে পরিশুদ্ধ হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে উপরোক্ত পুরস্কার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭১নং আয়াত :

১. ফেরাউন কর্তৃক ঈমানগ্রহণকারী যাদুকরদেরকে শাস্তি প্রদানের হুমকি।

২. হকপন্থীদেরকে হুমকি ও শাস্তি প্রদান করা বাতিলের চিরাচরিত অভ্যাস।

- ৭২নং আয়াত :

১. সত্যের উপর অসত্যকে এবং আল্লাহর উপর গায়রুল্লাহকে প্রাধান্য দেয়া যায়না।

২. সত্যিকার ঈমানী চেতনা এসে গেলে তখন ঈমানের মোকাবিলায় প্রতিপক্ষের শাস্তির কোন পরোয়া থাকে না।

৩. মুমিনের কাছে পরকালের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি মামূলী মনে হয়।

- ৭৩নং আয়াত :

১. ঈমান দ্বারা পূর্বের কৃত পাপসমূহ মাফ হয়ে যায়।

২. পাপের প্রতি বাধ্য করা দুই ধরনের। (১) অসহনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে বাধ্য করা। এরূপ ক্ষেত্রে তওবা ছাড়াই ক্ষমা পাওয়া যায়। (২) শুধু হুমকি ও নির্দেশ প্রদানের পর্যায়ে বাধ্য করা। এরূপ ক্ষেত্রে খাঁটি তওবা ছাড়া ক্ষমা পাওয়া যাবেনা। যাদুকরদের বাধ্য করা ছিল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহর পুরস্কার সর্বাপেক্ষা উত্তম।

৪. আল্লাহর শাস্তি সর্বাপেক্ষা স্থায়ী যা তিনি কাফেরদেরকে প্রদান করবেন।

- ৭৪ নং আয়াত :

১. কাফের ও অপরাধীদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

২. জাহান্নামে কাফেরদের মৃত্যুও হবে না যে, তাদের দুঃখ-কষ্টের একটা পরিসীমা থাকবে। আবার বেঁচে থাকাও বেঁচে থাকার মত হবে না, সে জীবনের চেয়ে মৃত্যু হবে হাজারগুণ শ্রেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

- ৭৫–৭৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. ঈমান ও নেক আমলের পরিণাম হল জান্নাত।

২. জান্নাতের তলদেশে বিভিন্ন নহর প্রবাহিত থাকবে। (সূরা মুহাম্মাদের ১৫ নং আয়াতে ৪ ধরনের নহরের কথা বলা হয়েছে।

৩. জান্নাতীরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে।

৪. যারা কুফ্‌রী ও পাপাচার থেকে পরিশুদ্ধ হবে তাদের পুরস্কার হল জান্নাত।

www.maktabatulabrar.com

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝	(৭৭) আর আমি অবশ্যই মূসার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিকালে বের হয়ে যাও। অতঃপর তাদের জন্য সমুদ্রে আঘাত করে একটি শুষ্ক পথ তৈরি কর। তুমি ধৃত হওয়ার আশঙ্কা করবে না এবং (কোন রকম) ভয় করবে না[১]।
فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝	(৭৮) অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করল, তখন সমুদ্রের যে (ভয়াল) জিনিস তাদেরকে আচ্ছন্ন করার তা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিল।
وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝	(৭৯) আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল, সে (তাদেরকে) সঠিক পথ দেখায়নি[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যখন ফেরাউনের লোকেরা মোকাবিলায় পরাজিত হল, যাদুকররা ঈমান আনল, বনী ইসরাঈল শক্তিশালী হয়ে উঠল, মূসা (আ.) দীর্ঘকাল যাবৎ বহু মু'জিযা প্রদর্শন করে তাদেরকে হেদায়েতের পথে আনার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারপরও ফেরাউন সত্যের বাণীকে গ্রহণ করতে এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত হল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে রাত্রিকালে মিসর ত্যাগ করার হুকুম দিলেন। যাতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, তোমার যাত্রা পথে যে সমুদ্র পড়বে তাতে তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করে তাদের জন্য শুষ্ক রাস্তা তৈরি করে নেবে। এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় (ফেরাউন কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবন করায়) তুমি ধরা পড়বে এমন আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ারও কোন ভয় করো না। হযরত মূসা (আ.) তাই করলেন। আল্লাহর হুকুমে মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের মাঝখানে শুষ্ক পথ তৈরি হয়ে গেল এবং সেই পথ দিয়ে বনী ইসরাঈলের লোকেরা নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল। কিন্তু পেছন থেকে ধাওয়া করে আসা ফেরাউন ও তার সৈন্য বাহিনী সমুদ্রের মাঝে শুষ্ক পথ দেখে নেমে পড়ল। তখন আল্লাহর হুকুমে দুই দিক থেকে সমুদ্রের পানি মিলে গিয়ে তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এমনিতে তো ফেরাউন মুখে দাবি করত যে, আমি তোমাদেরকে একমাত্র মঙ্গলের পথই দেখাচ্ছি (দ্র. সূরা মুমিন-২৯), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার স্বজাতিকে মঙ্গলের পথ দেখানো তো দূরে থাক, সবাইকে নিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারল। সুতরাং দুনিয়াতে যেমনিভাবে সে সবাইকে নিয়ে ডুবে মরল, তেমনি পরকালেও তার অনুসারীদের সবাইকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। যেমন, কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, সে (ফেরাউন) কেয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে ফেলবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, সূরা হুদ, পৃ. ৯৮)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৭নং আয়াত :

১. বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনী সম্প্রদায়ের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার জন্য তাদেরকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার নির্দেশ থেকে অনুসারী হকপন্থীদের জাগতিক সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা গ্রহণের নীতি প্রমাণিত হয়।

২. রাতের বেলায় দেশ ত্যাগের নির্দেশ থেকে সতর্কতা অবলম্বনের নীতি প্রমাণিত হয়।

৩. সমুদ্রে পথ তৈরী হওয়ার মু'জিযার বর্ণনা।

৪. হযরত মূসা (আ.)কে আগাম সান্ত্বনা প্রদান যে, তোমার পাকড়াও হওয়ার আশংকা বা অন্য কোন ভয় নেই।

● ৭৮–৭৯নং আয়াতদ্বয় :

১. ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও তার দলবলসহ ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা।

২. ফেরাউন তার জাতিকে বিপথগামী করেছে এবং তার পরিণামে তাদেরকে ডুবিয়ে মেরেছে। বাতিল নেতারা এভাবেই অনুসারীদের বিপথগামী করে তাদের ভরাডুবির পথ রচনা করে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝	(৮০) হে বনী ইসরাঈল! অবশ্যই আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে (তাওরাত দানের জন্য) তূর পর্বতের ডান পার্শ্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আর আমি তোমাদের প্রতি মান্ন ও সাল্‌ওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম[১]।
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ۝	(৮১) (বলেছিলাম) আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আহার কর এবং তোমরা এতে সীমালঙ্ঘন করো না[২]। অন্যথায় তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ নিপতিত হবে। আর যার প্রতি আমার ক্রোধ নিপতিত হয় সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়[৩]।
وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝	(৮২) আর আমি নিশ্চয় তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যে তওবা করে এবং ঈমান আনে, আর নেক আমল করে অতঃপর হেদায়েতের উপর অবিচল থাকে[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ ও ২) অর্থাৎ, এখানে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে,

দেখ-আমি তোমাদের প্রতি কত অনুগ্রহ করেছি! এসব অনুগ্রহের হক আদায় করা তোমাদের উচিত। আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি তোমাদের হেদায়েতের জন্য শাম যাওয়ার পথে হাতের ডান পার্শ্বে অবস্থিত তূর পর্বতের পাদদেশে তাওরাত দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং তীহ্ মরুতে তোমাদেরকে মান্না ও সালওয়া দান করেছি। এসব অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে তোমরা আল্লাহর দেওয়া হালাল ও পবিত্র রিযিক থেকে আহার কর। কিন্তু এতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অপব্যয় করে, সম্পদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করে, ওয়াজিব হক আদায় না করে, সম্পদকে গুনাহের কাজে ব্যয় করে অথবা অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করে সীমালঙ্ঘন করো না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে। আর যে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয় তার রক্ষার কোন উপায় নেই। (প্রাগুক্ত)

(৪) استقام على الهدى অর্থ اهتدى। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০নং আয়াত :

১. আয়াতে ইয়াহুদীদেরকে তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় তথা আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করা (অর্থাৎ, মুসলমান হওয়া)-এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. পূর্বসূরীদের প্রতি নেয়ামত প্রকারান্তরে পরবর্তীদের জন্যও নেয়ামত।

● ৮১নং আয়াত :

১. হালাল ও পবিত্র খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করার নির্দেশ।

২. সম্পদে সীমালঙ্ঘন করা হারাম। (সম্পদে সীমালঙ্ঘন বলতে কী বোঝায় তার জন্য ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. ক্রোধও আল্লাহর একটি সিফাত তথা গুণ। (তবে আল্লাহর ক্রোধ তাঁর সত্তার শান অনুযায়ী।)

৪. কেউ আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলে তার পরিণাম ধ্বংস তথা জাহান্নাম।

● ৮২নং আয়াত :

এ আয়াতে অভিশপ্তদের বিপরীতে ক্ষমাপ্রাপ্তদের কথা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ, যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, যদি খাঁটি মনে তওবা করে ঈমান ও নেক আমলের পথ ধরে এবং এর উপর মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থাকে তার প্রতিও ক্ষমা ও দয়া করতে আল্লাহ তা'আলা কোন রকম কার্পন্য করেন না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَمَآ اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى ﴿٨٣﴾	(৮৩) আর হে মূসা! কিসে তোমাকে তাড়াহুড়া করাল তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে আসতে[১]।
قَالَ هُمۡ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى ﴿٨٤﴾	(৮৪) সে বলল, এই তো তারা আমার পেছনে রয়েছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে দ্রুত এসেছি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন[২]।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾	(৮৫) তিনি (আল্লাহ) বললেন, তবে আমি তোমার সম্প্রদায়কে তোমার (আসার) পর অবশ্যই পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে[৩]।
فَرَجَعَ مُوۡسٰٓى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوۡمِ اَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ يَّحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُمۡ مَّوۡعِدِىۡ ﴿٨٦﴾	(৮৬) অতঃপর মূসা ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল। বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি তোমাদের উপর দীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে[৪], না কি তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্রোধ আপতিত হোক, তাই তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছ?
قَالُوۡا مَاۤ اَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلۡنَاۤ اَوۡزَارًا مِّنۡ زِيۡنَةِ الۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلۡقَى السَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾	(৮৭) তারা বলল, আমরা আমাদের ইচ্ছায় আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদের উপর লোকদের অলঙ্কারের বোঝা চাপানো ছিল, তাই আমরা তা (সামেরীর কথায় আগুনে) নিক্ষেপ করি। তারপর একইভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে[৫]।
فَاَخۡرَجَ لَهُمۡ عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوۡا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمۡ وَاِلٰهُ مُوۡسٰى ۙ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾	(৮৮) অনন্তর সে (সামেরী) তাদের জন্য একটি গো-বৎস বের করে আনে অর্থাৎ, একটি দেহ কাঠামো, যার ছিল হাম্বা রব। তখন তারা বলল, এই তো তোমাদের মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ। তবে সে ভুলে গেছে।
اَفَلَا يَرَوۡنَ اَلَّا يَرۡجِعُ اِلَيۡهِمۡ قَوۡلًا ۙ وَّلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرًّا وَّلَا نَفۡعًا ﴿٨٩﴾	(৮৯) তবে কি তারা দেখে না যে, সেটা তাদের কথার উত্তর দিতে পারে না এবং না তাদের কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে আর না উপকারের (ক্ষমতা রাখে)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১-২) আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে নিয়ে তূর পর্বতের পাদদেশে আস, আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। হযরত মূসা (আ.) সেই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাঁর সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে তূর পর্বতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু কাফেলার চলার গতি ধীর হওয়ায় তারা পেছনে পড়ে যায় এবং মূসা (আ.) আগ্রহাতিশয্যে দ্রুত

চলতে থাকেন এবং একাকী তূর পর্বতের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে পেছনে ফেলে তুমি কেন এত দ্রুত চলে এলে? মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সন্তুষ্টির জন্যই দ্রুত এসেছি। তাছাড়া, তারাও বেশী দূরে নয়, তারা আমার পেছনেই আসছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তুমি তো এদিকে রওয়ানা হয়েছ, কিন্তু অপরদিকে আমি তোমার সম্প্রদায়কে এক পরীক্ষায় ফেলেছি, যা কার্যকারণের দৃষ্টিতে সামেরীর কারণে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, সামেরীর প্ররোচনায় বনী ইসরাঈলের লোকেরা গো-বৎস পূজা করতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, সামেরী ছিল মূসা (আ.)-এর যুগের এক মুনাফেক। অনেকের মতে সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে জাফার। কেউ কেউ তার নাম হারূনও বলেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, মূসা (আ.) ফিরে এসে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদেরকে তাওরাত দানের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? আমি তো চল্লিশ দিনের ওয়াদা করে সেটিই আনতে গিয়েছিলাম। এমন কী দেরি হয়ে গেছে যে, তোমরা আমার ওয়াদা ঠিক রাখলে না। (প্রাগুক্ত)

(৫) বনী ইসরাঈলের লোকেরা উৎসব পালনের জন্য ফেরাউনী সম্প্রদায়ের অলঙ্কারসমূহ ধার নিয়েছিল কিংবা গনীমত হিসাবে পেয়েছিল অথবা অন্য কোন উপায়ে তাদের হাতে এসেছিল। যা হোক বনী ইসরাঈলের লোকেরা সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয মনে করত না। তাই তারা সেগুলো আগুনে ফেলে দিয়েছিল। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩–৮৪নং আয়াতদ্বয় :

১. তাড়াহুড়া করার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধানের জন্য মূসা (আ.)-এর ব্যাকুলতা প্রমাণিত।

● ৮৫নং আয়াত :

১. গো-বৎসের বিষয়টি বনী ইসরাঈলের জন্য এক পরীক্ষা ছিল।

২. সামেরী বনী ইসরাঈলকে বিভ্রান্ত করেছিল।

● ৮৬নং আয়াত :

১. আল্লাহর জন্য ক্রোধান্বিত হওয়ার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত।

২. আল্লাহর ইবাদত বর্জন ও তাঁর আদেশ নিষেধ লংঘনের কারণে ক্ষুব্ধ হওয়া ও দুঃখিত হওয়ার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত।

৩. তাওরাত দানের ওয়াদাকে উত্তম ওয়াদা আখ্যায়িত করা থেকে আসমানী কিতাবের উত্তম হওয়া বোঝায়।

৪. অন্যায় অপরাধের কারণে গুরুজনদের ভর্ৎসনা করার নমুনা জানা গেল।

৫. ওয়াদা ভঙ্গ করা অপরাধ।

● ৮৭নং আয়াত :

১. নারীদের জন্য অলংকার দ্বারা সজ্জিত হওয়া ও অলংকার ধার নেয়ার বৈধতা প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

২. গোবৎস বানানো হয়েছিল অলংকার দিয়ে।

● ৮৮নং আয়াত :

১. গো-বৎস বানিয়েছিল সামেরী।

২. বনী ইসরাঈল গোবৎসকে মা'বূদ মনে করেছিল।

● ৮৯নং আয়াত :

আয়াতে আকল-বুদ্ধি প্রয়োগ করে গো-বৎসের অসারতা বুঝতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, যে জিনিসটি কথা বলতে পারে না এবং কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না, সেটি কী করে মা'বূদ হতে পারে?

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾	(৯০) আর হারূন তো তাদেরকে (মূসার ফিরে আসার) পূর্বেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! এর[১] দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো রহমানই। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল[২]।
قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾	(৯১) তারা বলল, আমরা এর (পূজার) উপর অবিচল থাকবই, যে পর্যন্ত না মূসা আমাদের নিকট ফিরে আসে[৩]।
قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾	(৯২) সে (মূসা) বলল, হে হারূন! যখন তুমি দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন কিসে তোমাকে বারণ করল–
اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾	(৯৩) আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে?[৪] তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾	(৯৪) সে (হারূন) বলল, হে আমার মায়ের পুত্র! আপনি আমার দাড়ি ধরবেন না এবং আমার মাথা (-র চুল)-ও না। আসলে আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, আপনি বলবেন, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথার প্রতি যত্ন নেওনি[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, বাছুরের।

(২) অর্থাৎ, তোমরা এই গো-বৎস দ্বারা এক ভীষণ পরীক্ষায় পড়েছ। এ গো-বৎস তোমাদের প্রতিপালক হতে পারে না, তোমাদের প্রতিপালক একমাত্র দয়াময় আল্লাহ। তাঁকে ছেড়ে তোমরা কী করছ? যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ চাও তবে আমার কথা মত চল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, মূসা (আ.)-এর আগমন পর্যন্ত আমরা এর পূজা-অর্চনা করেই যাব। তাঁর আগমনের পর ভেবে দেখা যাবে। তখন যেটা ভাল মনে হয় করব। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, আমার অনুসরণ করে তাদের সাথে মোকাবিলা করতে কিসে তোমাকে নিবৃত্ত রাখল? কিংবা অর্থ হল আমার কাছে চলে আসতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? সারকথা– তুমি কেন তোমার সমর্থকদের নিয়ে তাদের মোকাবিলা করোনি। তা করতে সক্ষম না হলে আমার কাছে কেন তূর পর্বতের কাছে চলে গেলে না? (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)

(৫) অর্থাৎ, বিভেদ-বিসংবাদ ও দলাদলি থেকে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করার জন্য তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হইনি, তোমার আগমনের অপেক্ষা করেছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯০নং আয়াত :

১. হযরত হারূণ (আ.) বনী ইসরাঈলকে পূর্বাহ্নেই বাছুর পূজায় বাধা দিয়েছিলেন।

২. উম্মতের উপর নবীর নির্দেশ মান্য করা ও নবীর আনুগত্য করা জরুরী।

● ৯১নং আয়াত :

১. বনী ইসরাঈল কর্তৃক নবী হারূন (আ.)-এর নির্দেশ অমান্য করার বর্ণনা।

২. নবীর নির্দেশনা মান্য করা ব্যতীত ফিতনা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়না।

● ৯২–৯৩নং আয়াতদ্বয় :

১. নির্দেশ উপদেশ অমান্য করলে প্রিয়জনকেও তিরস্কার করা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মূসা (আ.)-এর কর্মপদ্ধতির দিকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, তিনি অন্যায় দেখলে সেটার মোকাবিলা করে থাকেন। এজন্যই তিনি হারূন (আ.)কে বলেছেন, তুমি আমার অনুসরণ কেন করলেনা?

● ৯৪নং আয়াত :

১. হযরত হারূন (আঃ)-এর নিজের নির্দোষ হওয়ার বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারও উপর অমূলক কোন দোষ এসে গেলে তা থেকে নিজের সাফাই ব্যাক্ত করে নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখা বিধিবধ্য।

২. হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর ব্যাপারে যা বুঝেছিলেন মূলত ব্যাপারটি তেমন ছিলনা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইজাতিহাদে ভুলও হতে পারে।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾	(৯৫) সে (মূসা) বলল, তা হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী[১]?
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾	(৯৬) সে বলল, আমি এমন বিষয় দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি, তখন আমি সেই দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি (মাটি) নিয়েছিলাম। পরে সেটাই আমি (মূর্তির মুখে) ছেড়ে দেই। আর এভাবেই আমার মন আমার জন্য (এটা) সাজিয়ে দিয়েছিল[২]।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾	(৯৭) সে (মূসা) বলল, তাহলে তুমি (লোকসমাজ থেকে) দূর হয়ে যাও। অনন্তর নিশ্চিত জেনে রাখ, ইহজীবনে তোমার জন্য রয়েছে (এই শাস্তি যে,) তুমি বলে বেড়াবে, আমাকে ছুঁয়া না[৩] এবং তোমার জন্য রয়েছে আর একটি (শাস্তির) ওয়াদা, যা তোমার থেকে টলবার নয়[৪]। আর তুমি তোমার সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, যার (পূজার) মধ্যে তুমি অবিচল ছিলে। আমরা অবশ্যই ওকে জ্বালিয়ে দেব; অতঃপর ওকে (অর্থাৎ, ওর ছাইকে) বিক্ষিপ্ত করে সমুদ্রে ছিটিয়ে দেব।
اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾	(৯৮) তোমাদের মা'বূদ কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈল ও হারূন (আ.)-এর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করার পর সামেরীর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, বল, তোমার কী হয়েছে? তুমি কেন এ অপরাধ করলে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, সামেরী বলল, জিবরাঈল (আ.) যখন আগমন করেছিলেন, তখন আমি তাকে দেখেছিলাম, অন্যেরা তার প্রতি লক্ষ্য করেনি। আমি জিবরাঈল (আ.)-এর বাহন ঘোড়ার ক্ষুর যে স্থানে পড়েছে, সেখান থেকে আমি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। তারপর অলঙ্কারের গলিত ধাতু দ্বারা গো-বাছুর তৈরি করে তার মধ্যে সেই মাটিগুলো দিয়েছি। আমার মন চেয়েছে এরকম করতে, তাই করেছি। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীসী)

(৩) হযরত মূসা (আ.) দুনিয়াতে শাস্তি স্বরূপ সবাইকে সামেরীর সাথে বয়কট করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাকেও কাউকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেন। সুতরাং এরূপ অস্পৃশ্য অবস্থায়ই তার জীবন কাটে। বর্ণিত আছে যে, সে কাউকে স্পর্শ করলে অথবা কেউ তাকে স্পর্শ করলে উভয়ের গায়ে জ্বর দেখা দিত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) সেটা হল পরকালের শাস্তি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৫–৯৬নং আয়াতদ্বয় :

১. অপরাধী থেকে জওয়াব তলব করার বিধিবধ্যতা প্রমাণিত। এভাবে জবাব চাওয়া হলে এবং অপরাধী অপরাধ স্বীকার করলে অন্যদের ভিতর ভাল আছর হয়ে থাকে।

২. মন পাপের বিষয়ও সাজিয়ে দিয়ে থাকে। তাই শরীয়তের অনুকূল না হলে মনের চাহিদা ও মনের সাজানো বিষয় অনুসারে কর্ম গ্রহণ না করা চাই।

● ৯৭নং আয়াত :

১. কোন কোন অপরাধীকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

২. বিদআতী তথা নতুন মতবাদ সৃষ্টিকারী ও বাতিলপন্থীদেরকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং অন্যদেরকে তাদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করার বিধিবধ্যতা প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মূর্তি (এমনিভাবে গান–বাদ্য ও পাপের উপকরণ) ভেঙ্গে ফেলার শিক্ষা পাওয়া গেল। (প্রাগুক্ত)

● ৯৮নং আয়াত :

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾	(৯৯) এইভাবে আমি তোমার নিকট সে সব বিষয়ের কিছু সংবাদ বর্ণনা করি, যা অতীতে হয়েছে। আর আমি আমার নিকট থেকে তোমাকে দান করেছি উপদেশ (নামা)[১]।
مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾	(১০০) যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, নিশ্চয় তারা কেয়ামতের দিন ভারী বোঝা বহন করবে।[২]
خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾	(১০১) যার (শাস্তির) মধ্যে তারা সর্বদা থাকবে। কেয়ামতের দিন তাদের জন্য এটা হবে নিকৃষ্টতর বোঝা।[৩]
يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾	(১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। আর আমি সেদিন অপরাধীদেরকে এমতাবস্থায় একত্র করব যে, তাদের চক্ষু হবে নীল বর্ণের।[৪]
يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾	(১০৩) তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।[৫]
نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾	(১০৪) তারা যে বিষয়ে[৬] বলাবলি করবে সে সম্পর্কে আমি ভাল জানি। যখন তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা ভাল মতের[৭] সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কুরআন।

(২) যে ব্যক্তি কুরআন থেকে বিমুখ হবে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করবে না, সে কেয়ামতের দিন অন্যায়-অপরাধের এক ভারী বোঝা নিয়ে উঠবে।

www.maktabatulabrar.com

সেই অন্যায়-অপরাধ অর্থাৎ কুফরীর বোঝা বহনকারীরা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) কুফরী ও পাপাচারের বোঝা থেকে নিকৃষ্টতর বোঝা আর কী হতে পারে?

(৪) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে ও কেয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন ভয়ে ও আতঙ্কে অপরাধীদের চক্ষু নীল হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী) কেউ কেউ বলেন, আরবদের নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট লোক কুৎসীত বিবেচিত হত তাই বলা হয়েছে অপরাধীদেরকে নীল চক্ষু অবস্থায় তথা কুৎসীত করে উঠানো হবে। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) তারা কেয়ামতের ভয়াবহতা দেখে জ্ঞানশূণ্য হয়ে যাবে এবং কবরের জীবনকে বা দুনিয়ার জীবনকে কেউ দশ দিন, আর কেউ একদিন বলে অনুমান করবে। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, কবরে অবস্থানের মেয়াদ বা দুনিয়ার জীবনের মেয়াদ সম্বন্ধে।

(৭) এ লোকের মতকে সর্বাপেক্ষা ভাল মত বলা হয়েছে এজন্য নয় যে, তার মতটি (কবরে অবস্থানের মেয়াদ বা দুনিয়ার জীবনের মেয়াদ হল মাত্র এক দিন) সঠিক বরং এ জন্য যে, তার মতটি বেশী পরকালের ভয়াবহতা জ্ঞাপক। কেননা, এই ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে সে কবরে অবস্থানের মেয়াদ বা দুনিয়ার জীবনের মেয়াদ মাত্র একদিন বলছে যেখানে অন্যরা দশদিন বলছে। (আবুস সুউদ অবলম্বনে)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৯নং আয়াত :

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অতীত ঘটনাসমূহ বর্ণিত হওয়া তাঁর নবী হওয়ার দলীল।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অতীতের সব নয় বরং কিছু বিষয়ে ওহী এসেছে।

৩. কুরআন হচ্ছে উপদেশনামা।

● ১০০–১০১নং আয়াতদ্বয় :

১. কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া তথা কুফরী করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

২. কাফেররা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

৩. কুফরী ও পাপাচারের বোঝা কতইনা নিকৃষ্টতর বোঝা।

● ১০২–১০৪নং আয়াতসমূহ :

১. শিংগায় ফুঁক ও হাশর নশরের আকীদা প্রমাণিত।

২. কেয়ামতের ভয়াবহতার কিছু বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। (দেখুন টীকা নং ৫)

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾	(১০৫) আর তারা তোমাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, কেয়ামতের দিন তার কী অবস্থা হবে?)। ব্যাস তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে উড়িয়ে দেবেন।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾	(১০৬) অতঃপর তিনি তাকে এক মসৃন সমতল ময়দানে পরিণত করবেন।
لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾	(১০৭) যাতে না তুমি দেখতে পাবে কোন অসমতা আর না কোন উচ্চতা[১]।
يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾	(১০৮) সেদিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, তার সম্মুখে কোন বক্রতা থাকবে না এবং সমস্ত আওয়াজ অত্যন্ত দয়াময়ের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফলে মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত তুমি কিছুই শুনতে পাবে না[২]।
يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾	(১০৯) সেদিন সুপারিশ কারো উপকারে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যার জন্য দয়াময় (সুপারিশের) অনুমতি দেন এবং যার জন্য (সুপারিশ কারীর) কথা পছন্দ করেন[৩]।
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾	(১১০) তিনি তাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে রয়েছে তা জানেন। আর তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামতের বর্ণনা শুনে পরকাল অস্বীকারকারীরা উপহাস স্বরূপ বলে, আচ্ছা, কেয়ামত সংঘটিত হলে এ বিশাল বিশাল পর্বতমালার কী হবে? এগুলোও কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে? এখানে (১০৫-১০৭) এই তিন আয়াতে উক্ত প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আহবানকারী ফেরেশতা ইসরাফীল (আ.) মানুষকে যেদিক থেকে ডাক দেবেন অথবা যে স্থানে সমবেত হওয়ান জন্য তাদেরকে ডাকা হবে, তারা কবর থেকে উঠে সোজা সেদিকে ছুটতে থাকবে। না আহবানে কোন দুর্বলতা থাকবে, না গমনোদ্যোগীদের মধ্যে কোন রকম বক্রতা তথা একগুঁয়েমি থাকবে। সেদিন আল্লাহর ভয়ে চলার মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত কোন শব্দ শোনা যাবে না। সেদিন ইসরাফীল (আ.) ঘোষণা দেবেন, হে পুরানো অস্থিরাজি! হে বিক্ষিপ্ত গোশ্‌তনিচয়! দয়াময় আল্লাহর সামনে হাজির হও। (রূহুল মাআনী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমান, সে সুপারিশ করার এবং সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত; যদিও মুসলমান ব্যক্তি গুনাহগার হয়। কাফেরের জন্য সুপারিশ চলবে না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৫-১০৭নং আয়াতসমূহ :

কেয়ামতের ময়দানের অবস্থার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ১০৮নং আয়াত :

১. শিংগায় ফুঁৎকারের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

২. কবর থেকে উঠে সকলে ইসরাফীল (আ.)-এর ডাককে অনুসরণ করবে।

৩. সেদিন সকলে আল্লাহর ভয়ে আচ্ছন্ন থাকবে।

● ১০৯নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ চলবে না।

২. মুমিন-মুসলমানদের জন্য সুপারিশ চলবে।

● ১১০নং আয়াত :

১. আল্লাহ মানুষের অগ্র-পশ্চাৎ সব বিষয়ে অবগত আছে।

২. আল্লাহ তাআলা মানুষের সব জানা বিষয়ে অবগত, কিন্তু মানুষ আল্লাহ তাআলার সব জানা বিষয়ে অবগত নয়।

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾	(১১১) আর চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতার সামনে সকল চেহারা অবনমিত থাকবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে[১]।
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾	(১১২) আর যে ব্যক্তি নেক আমল করবে -এবং সে মুমিনও-, তবে সে না কোন জুলুমের ভয় করবে আর না কোন ক্ষতির[২]।
وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾	(১১৩) আর এভাবেই আমি তাকে[৩] আরবী কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি এবং আমি তাতে কিছু সতর্কবাণী বারংবার বর্ণনা করেছি, যাতে তারা ভয় করে অথবা তা তাদের মধ্যে বোধশক্তি উদ্ভব করে দেয়।
فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾	(১১৪) বস্তুত আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আর তোমার প্রতি তাঁর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবে না[৪] এবং তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ইল্‌ম বৃদ্ধি করে দিন।
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾	(১১৫) আর অবশ্যই আমি ইতঃপূর্বে আদমের প্রতি (একটা বিষয়ে) জোর নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কুফর, শিরক ও পাপের বোঝা বহন করবে।

(২) তাকে অর্থাৎ, গোটা কুরআনকে। (আবুস সুউদ)

(৩) এখানে জুলুম বলতে কোন নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেওয়া, অথবা যে অপরাধ করা হয়নি, তার জন্য পাকড়াও করাকে বোঝানো হয়েছে এবং ক্ষতি বলতে প্রাপ্য প্রতিদান থেকে কম দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) জিবরাঈল (আ.) যখন ওহী নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসতেন, তখন তাঁর তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পূর্বেই ভুলে যাওয়ার ভয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পড়তে শুরু করতেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করছেন। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, আমি আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, অমুক গাছের ফল খেয়ো না এবং এও বলে দিয়েছিলাম যে, শয়তান তোমার শত্রু। কিন্তু সে শয়তানের প্ররোচনায় তা ভুলে গিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে তাকে দৃঢ় সংকল্প পাইনি অথবা অর্থ এই যে, আমি এ ক্ষেত্রে আদমের ইচ্ছা পাইনি, বরং সে ভুল করেছিল। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১১নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন সকল অহংকারীর অহংকার খতম হয়ে যাবে, সকলেই আল্লাহর সামনে অবদমিত থাকবে।

২. আল্লাহর "আল-হাই" ও "আল-কাইয়্যম" দুটো গুণ প্রমাণিত।

৩. যারা কুফর, শিরক করেছে, পাপাচার করেছে, অথবা কারও প্রতি অবিচার করেছে প্রত্যেকে নিজ নিজ অপরাধ অনুযায়ী দুর্ভোগের শিকার হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ১১২নং আয়াত :

১. যারা ঈমান ও নেক আমলের অধিকারী হবে, তাদের কোন আমলের ছওয়াব বিনষ্ট হবেনা, তাদের প্রাপ্য ছওয়াব থেকে কমানো হবেনা। (দ্রষ্টব্য ৩ নং টীকা)

২. নেক আমলের জন্য ঈমান শর্ত।

● ১১৩নং আয়াত :

১. কুরআন আরবী ভাষায় নাযেল হয়েছে।

২. কুরআন আরবী ভাষায় নাযেল হওয়ার এবং কুরআনে সতর্কবাণী বারংবার উল্লেখ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

● ১১৪নং আয়াত :

১. আল্লাহর মাহাত্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কুরআন নাযেল হওয়ার সময় ভুলে যাওয়ার ভয়ে আয়ত্ত করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বারবার পড়তেন, তাড়াহুড়া করতেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করছেন। বরং স্মরণ রাখার জন্য দুআ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৩. ইল্‌ম বৃদ্ধির জন্য দুআ করার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ১১৫নং আয়াত :

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াতে হযরত আদম (আ.)-এর কোন অপরাধ ছিলনা। কেননা, তিনি আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়েছিলেন। আর ভুলক্রমে কৃত কোন বিচ্যুতি অপরাধ বলে বিবেচিত হয়না। অতএব যে সব আয়াতে এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত আদম (আ.)কে শক্ত কথা বলা হয়েছে (যেমন অত্র সূরারই ১২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে) তা গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে কথিত হয়েছে। যার সাথে গভীর সম্পর্ক, তার ছোট্ট বিচ্যুতিকেও অনেক বড় করে ধরা হয়।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾	(১১৬) আর (স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমের সামনে সাজদা কর, তৎক্ষণাৎ তারা সকলে সাজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল।
فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾	(১১৭) অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তুমি কষ্টে পতিত হবে[১]।
اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾	(১১৮) নিশ্চয় তোমার জন্য এই ব্যবস্থা রয়েছে যে, জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না।
وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾	(১১৯) এবং নিশ্চয় তুমি জান্নাতে তৃষ্ণার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না[২]।
فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾	(১২০) অতঃপর শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল, সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে দেখিয়ে দেব চিরস্থায়ী থাকার বৃক্ষ ও এমন রাজত্ব, যা ধ্বংস হবে না[৩] ?
فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۛ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾	(১২১) অতঃপর তারা উভয়ে সেই বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করল, ফলে উভয়ের লজ্জাস্থান উভয়ের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁরা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে জড়াতে লাগল। আর আদম তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। ফলে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল[৪]।
ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾	(১২২) অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন[৫], অনন্তর তিনি তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথ নির্দেশ করলেন[৬]।

(১২৩) তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা উভয়ে এখান থেকে (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমাদের একে অপরের শত্রু। তবে যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হেদায়েত আসে, তখন যে ব্যক্তি আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্ট ভোগ করবে না।	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বলা বাহুল্য যে, জান্নাতের শান্তি আর কোথায়ই বা পাওয়া যাবে। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া ও বসবাসের চিন্তা করতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হল বাঁচার জন্য খাদ্য-পানি, পরিধানের জন্য বস্ত্র এবং বসবাসের জন্য বাসস্থান, যদ্বারা রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। জান্নাতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কোন রকম কষ্ট থাকবে না। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, তোমাকে কি এমন একটি বৃক্ষ দেখিয়ে দেব, যার ফল ভক্ষণ করলে কখনও মৃত্যু আসবে না। উপরন্তু পাবে এক অক্ষয় রাজত্ব। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, শয়তানের প্ররোচনায় তারা উভয়ে গম গাছ অথবা মতান্তরে অন্য গাছের ফল ভক্ষণ করলেন। এতে আল্লাহর হুকুম অমান্য হওয়ায় জান্নাতের পোষাক –যা ছিল তাক্ওয়ারই বাহ্যিক রূপ– খসে পড়ে গেল এবং তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান উভয়ের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। লজ্জা যেহেতু একটি স্বভাবজাত বিষয়, তাই তারা তাদের ছতর ঢাকার জন্য জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র শরীরে জড়াতে লাগলেন। শয়তান তাকে জান্নাতের যে ফল খেলে চিরকাল জান্নাতে থাকা যাবে বলে প্ররোচনা দিয়েছিল, তাতে প্ররোচিত হয়ে তিনি সে ফল খেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এতে উদ্দেশ্যের বিপরীত হল। ফলে তিনি জান্নাত ত্যাগ করার জন্য আদিষ্ট হন। এভাবেই তিনি শয়তান কর্তৃক বিভ্রান্তির শিকার হন। উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আ.) যেহেতু এটা ভুলবশতঃ করেছিলেন তাই এটা মূলতঃ গুনাহ নয়। তবুও "নেককারদের ভাল কাজও নৈকট্যপ্রাপ্তদের দৃষ্টিতে অপরাধের শামিল" তাই এখানে "হুকুম অমান্য" ও "বিভ্রান্তি" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর হযরত আদম (আ.) নিজের অসতর্কতার কথা বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবূল করেন এবং তাকে সঠিক পথ দেখান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, তওবার জন্য ও তওবার তওফীকের জন্য মনোনীত করলেন। (আবুস সুউদ)

(৬) তওবার উপর অটল থাকার দিক নির্দেশনা দান করলেন। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

ষ ১১৬নং আয়াত :

১. হযরত আদম (আ.) কে সম্মান দানের জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আদম (আ.)-এর সামনে সাজদা করতে। এটা ছিল পূর্ববর্তী যুগে সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি।

www.maktabatulabrar.com

ইসলামে সম্মান প্রদর্শনের এ পদ্ধতি রহিত করে তদস্থলে অভিবাদন স্বরূপ সালামের প্রবর্তন করা হয়েছে।

২. ইবলীস আল্লাহর হুকুম অমান্য করে।

● ১১৭–১১৯নং আয়াতসমূহ :

১. ইবলীস বনী আদমের শত্রু।

২. জান্নাত কোন রূপ কষ্টের স্থান নয়।

৩. পৃথিবী বহুরূপ কষ্টের স্থান।

● ১২০–১২১নং আয়াতদ্বয় :

১. ইবলীস কর্তৃক প্রতারণা করার বর্ণনা।

২. হযরত আদম ও হাওয়ার শয়তানের প্ররোচণায় আক্রান্ত হয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ও তার ফলে তাদের জান্নাতের আচ্ছাদন খুলে যাওয়ার বর্ণনা।

৩. হযরত আদম (আ.)কে আল্লাহর তিরস্কার। (দেখুন ৪ নং টীকা।)

● ১২২নং আয়াত :

১. হযরত আদম (আ.)-এর তওবার তাওফীক হয়।

২. আল্লাহ তাআলা তাঁর তওবা কবূল করেন ও তওবার উপর অটল থাকার তওফীক দান করেন।

৩. তওবা করলে তওবা কবূল হয়।

● ১২৩নং আয়াত :

১. মানুষের আগমন ঘটেছে জান্নাত থেকে।

২. পাপের কারণে বঞ্চনা আসে।

৩. শয়তান মানুষের শত্রু।

৪. হেদায়েতের অনুসরণ বিভ্রান্তি ও কষ্ট থেকে মুক্তির উপায়।

(১২৪) আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশ থেকে বিমুখ হবে তবে তার জন্য তো রয়েছে সংকীর্ণ জীবন[১] আর কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় আমি তার হাশর করব[২]।	وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى ﴿١٢٤﴾
(১২৫) সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আপনি অন্ধ অবস্থায় আমার হাশর করলেন ? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
(১২৬) তিনি বলবেন, এমনই (তুমি করেছিলে) আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে আর সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।	قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

(১২৭) আর তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকেও আমি প্রতিফল দেব, যে সীমা লংঘন করে এবং নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান আনয়ন করে না[৩]। আর অবশ্যই পরকালের শাস্তি অধিক কঠিন ও অধিক স্থায়ী[৪]।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

(১২৮) তবে কি (এটাও) তাদেরকে সৎপথ দেখাল না যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করে দিয়েছি কত সম্প্রদায়কে, যাদের আবাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? নিশ্চয় এতে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার উপদেশ তথা কুরআন থেকে বিমুখ হবে এবং কুফ্‌রী করবে তাদের দুনিয়ার জীবনও সংকীর্ণ হবে; পরকালের জীবন তো সংকীর্ণ হবেই। দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হওয়া মানে, সম্পদের লোভে উন্নতির চিন্তায় এবং অবনতির আশঙ্কায় তারা অশান্ত ও অস্থির চিত্ত হয়ে থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) কাফেররা পরকালে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে, এটা হাশরের ময়দানের প্রথম দিকের বর্ণনা। তারপর তাদের চক্ষু খুলে দেওয়া হবে, যাতে তারা হাশরের ভয়াবহ অবস্থা ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করতে পারে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, এভাবেই আমি প্রত্যেক অপরাধীকে তার অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দেব। (প্রাগুক্ত)

(৪) কাজেই দুনিয়ার দুঃখ কষ্টে ঘাবড়িয়ে যাওয়া এবং পরকালের শাস্তির চিন্তা না করা বড়ই নির্বুদ্ধিতা। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৪নং আয়াত :

১. কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া ও কুফরীর কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সংকীর্ণ হয়ে যায়। (দেখুন টীকা নং ১)

২. কাফেররা পরকালে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। (দেখুন টীকা নং ১)

● ১২৫–১২৬নং আয়াতদ্বয় :

১. অন্ধ অবস্থায় উত্থিত হওয়ার কারণে কাফেরদের আক্ষেপের বর্ণনা।

২. যেমন অপরাধ তেমন শাস্তি।

● ১২৭নং আয়াত :

১. আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরীর মাধ্যমে পাপের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

২. আখেরাতের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

● ১২৮নং আয়াত :

১. অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অতীত জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখে বহু শিক্ষা লাভ করে থাকে।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

(১২৯) আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি কথা ও একটি নির্ধারিত সময় পূর্ব-অবধারিত না থাকত, তবে (কাফেরদের অপরাধের শাস্তি সাথে সাথেই) অবশ্যম্ভাবী ছিল[১]।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾

(১৩০) সুতরাং (হে নবী!) তারা যা বলে তজ্জন্য তুমি সবর কর[২] এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর এবং রাতের মুহূর্তগুলোতেও তুমি তাসবীহে রত হও এবং দিনের উভয় প্রান্তেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও[৩]।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾

(১৩১) আর তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করবে না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর তোমার প্রতিপালকের (প্রদত্ত) রিযিক[৪] উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার ক্রোধের তুলনায় দয়াকে প্রাধান্য দেন। তাই তিনি অপরাধীকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংশোধনের সুযোগ ও অবকাশ দেন। এরপরও সংশোধন না হলে তখন তাকে শাস্তি দেন। এটাই হল, আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম। যদি তা না হত এবং অপরাধী সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়ার একটি নির্ধারিত সময় আল্লাহর কাছে অবধারিত না থাকত তবে তারা যখন অপরাধ করে তখনই তারা শাস্তির সম্মুখীন হত। (ফওয়ায়েদে উছমানী)

(২) দুনিয়াতে শাস্তির বিলম্ব দেখে তারা যা বলার বলুক, তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং শেষ ফলের অপেক্ষা কর। শাস্তি তাদের নির্ধারিত সময়েই হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায, সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের ও যোহরের নামায, রাতে মাগরিব ও ইশার নামায এবং দিনের উভয় প্রান্তে যিকির ও তাসবীহ আদায় কর। যাতে এগুলোর যে ছওয়াব পাবে তাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, পরকালের রিযিক বা দুনিয়াতে প্রদত্ত নবুয়ত ও হেদায়েত উৎকৃষ্ট রিযিক। (আবুস সুঊদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৯নং আয়াত :

১. অপরাধীকে সুযোগ প্রদানের খোদায়ী সাধারণ রীতির বর্ণনা।

২. শাস্তির জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে, তখন শাস্তি হবেই।

● ১৩০নং আয়াত :

১. দুনিয়াতে শাস্তির বিলম্ব দেখে কাফেররা যা বলার বলুক সবর করতে বলা হয়েছে। এভাবে নবীকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। নবীর উত্তরসূরীদেরও এরূপই করণীয়।

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। (দেখুন টীকা নং ৩)

৩. নামাযের যে ছওয়াব লাভ হবে তাতে আত্মা তৃপ্ত ও মন সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

● ১৩১নং আয়াত :

১. কাফেরদের ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণের দিকে দৃষ্টি না দেয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা চাই।

৩. ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দ্বারা আল্লাহ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

৪. পরকালের রিযিক দুনিয়ার রিযিকের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

(১৩২) আর তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তার উপর অটল থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না। জীবনোপকরণ আমি তোমাকে দেব। আর উৎকৃষ্ট পরিণাম তাকওয়ারই[১]।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾

(১৩৩) আর তারা বলে, সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন ? তবে কি তাদের নিকট পৌঁছেনি পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে যা কিছু রয়েছে তার সুস্পষ্ট বিবরণ[২]?

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾

(১৩৪) আর যদি আমি এর পূর্বে তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম তবে তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোন রসূল কেন পাঠাননি? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

(১৩৫) তুমি বলে দাও, প্রত্যেকে প্রতীক্ষমান। সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কারা সরল পথের পন্থী এবং কারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে[৩]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে আহল শব্দ দ্বারা স্ত্রী, সন্তান ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যখন কোন মানুষের স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন দ্বীনের অনুসারী হয়, তখন তার ধর্মীয় জীবন-যাপনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার মুনিবেরা তাদের দাস-চাকরকে উপার্জন ও উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কেবল মানুষের কাছে বন্দেগী কামনা করেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা তিনিই করেন। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থ যথা তাওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত ও রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এসব সুস্পষ্ট প্রমাণও কি অস্বীকারকারীদের জন্য যথেষ্ট নয় ? (মাআরিফুল কুরআন) "পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে যা কিছু রয়েছে তার সুস্পষ্ট বিবরণ" দ্বারা কুরআনও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, কুরআন দ্বারাই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বর্ণনার সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে, তারা নবুয়তের দলীল চায়? এই কুরআনই নবুয়তের দলীল হিসেবে যথেষ্ট। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, শেষ নবীর আগমনের বার্তা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীতে ঘোষিত হওয়া এবং সেসব গ্রন্থের সার-শিক্ষা সম্বলিত কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরও তারা বলে যে, কোন নিদর্শন কেন আনা হল না? ধরে নাও, যদি আমি তাদের কাছে কুরআন অবতীর্ণ না করে এবং তাদের নিকট রসূল না পাঠিয়ে এর পূর্বেই কুফরী ও শিরকের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তবে তারা এ বলে চিৎকার জুড়ে দিত যে, আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তো আমাদের কাছে কোন গ্রন্থ বা রসূল পাঠানোর প্রয়োজন ছিল, তা হলে আমরা অবশ্যই আপনার নির্দেশ মোতাবেক চলতাম। অথচ এখন তাদের কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, রসূল আগমন করেছেন এরপরও তারা তাদের ইচ্ছা মাফিক নিদর্শনের দাবী করে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য হেদায়েত গ্রহণ করা নয়; বরং তাদের উদ্দেশ্য অহেতুক টাল-বাহানা করা। সুতরাং তাদেরকে বলে দাও যে, আমরা এবং তোমরা সবাই অপেক্ষা করছি, অচিরেই কি ফয়সালা হয় তা দেখা যাবে। তখন বুঝা যাবে যে, কারা সঠিক পথের অনুসারী এবং কারা সত্যপথ অবলম্বন করছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩২নং আয়াত :

১. পরিবারকে নামাযের নির্দেশ দানের হুকুম বর্ণিত হয়েছে।

২. পরিবারকে নামাযের নির্দেশ দানের সাথে সাথে নিজেও নামাযের উপর অবিচল থাকতে হবে, তাহলে পরিবারের সদস্যরা নামাযের উপর তার অবিচলতা দেখে তারাও নামাযের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

৩. নামাযের কথা বলার পর আল্লাহ কর্তৃক রিযিক দানের কথা বর্ণনা করায় ইংগিত পাওয়া যায় যে, নামায দ্বারা রিযিক লাভ করা আছান হয় এবং নামায দ্বারা রিযিকে প্রশস্ততা আসে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. তাকওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার পরিণাম হল উৎকৃষ্ট।

● ১৩৩নং আয়াত :

১. নবুয়তের যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে এসেছিল। পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থ যথা তাওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত ও রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে।

২. কুরআনই নবুয়তের এক বড় দলীল।

● ১৩৪নং আয়াত :

১. রসূল প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর নীতি নয়।

২. রসূল অমান্য করার শাস্তি হল পরকালে লাঞ্ছনা ও অপমান।

● ১৩৫নং আয়াত :

১. বাতিল পন্থীরা হককে অমান্য করার বাহানা স্বরূপ নিদর্শন কামনা করত। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল টাল-বাহানা করা।

২. এরূপ টাল-বাহানাকারীদেরকে শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়েছে।

১৬ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা-১৭

(২১) সূরা আম্বিয়া[১], মক্কী
১১২ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ①

(১) ঐ লোকদের[২] জন্য তাদের হিসাবের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। অথচ তারা রয়েছে গাফিলতির মধ্যে, বিমুখ।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ②

(২) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসলেই তারা খেল- তামাশার ছলে তা এমনভাবে শ্রবণ করে যে,

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ③

(৩) তাদের অন্তর অমনোযোগী থাকে। আর তারা অর্থাৎ[৪] জালেমরা চুপিসারে গোপন পরামর্শ করে যে, "এই ব্যক্তি কি তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু? এরপরও কি তোমরা দেখেশুনে যাদুর (কথা শুনতে তার) কাছে যাবে?[৫]

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ④

(৪) সে বলল, আমার প্রতিপালক আসমান ও যমীনের সব কথাই[৬] জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ⑤

(৫) (এতটুকুই নয়) বরং তারা বলে, (এই কুরআন তো)[৭] অসংলগ্ন স্বপ্ন। বরং সে এটি রচনা করেছে, (না) বরং সে একজন কবি। অতএব, সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনুক যেভাবে আগের লোকদেরকে রসূল বানানো হয়েছে[৮] (এবং তারা বড় বড় মুজিযা দেখিয়েছেন।)

مَاۤ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ⑥

(৬) এদের পূর্বে যে সব জনপদবাসীকে আমি ধ্বংস করেছি তারা ঈমান আনেনি[৯]। তবে কি এরা ঈমান আনবে ?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার নামকরণ : এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরাতে তাওহীদ, রিসালাত, কেয়ামতের ঘটনাবলী বর্ণনার সাথে সাথে বিভিন্ন নবীগণের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এ সূরার নাম "আম্বিয়া" রাখা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) মক্কার মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে "সময়" শব্দটি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে তর্জমায় "অর্থাৎ" যোগ করার কারণ হল, الذين ظلموا বাক্যটি এখানে بيان এর জন্য এসেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, তাদের বক্তব্যের সার হল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মতই একজন মানুষ। তিনি নবী নন। তবে তিনি যে আকর্ষণীয় কুরআন পাঠ করে শোনাচ্ছেন তা হল নিছক যাদু মাত্র। কাজেই জেনে শুনে যাদুর কবলে পড়া তোমাদের জন্য উচিত হবে না।

(৬) অর্থাৎ, তারা গোপনে এবং প্রকাশ্যে যা বলে এবং করে সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন।

(৭) "এই কুরআন" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন-টীকা)

(৮) অর্থাৎ, যদি তিনি প্রকৃত অর্থেই নবী হয়ে থাকেন তবে পূর্ববর্তী নবীগণ যেরূপ মু'জিযা দেখিয়েছিলেন তিনিও তেমনি মু'জেযা আমাদের সামনে আনুন।

(৯) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মত যখন প্রকাশ্য মু'জেযা দেখার পরও ঈমান আনয়ন করেনি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এরূপ আচরণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাথেই করা হয়ে থাকে। কাজেই উম্মতে মুহাম্মাদীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যই তাদেরকে প্রকাশ্য মু'জিযা দেখান হচ্ছে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত :

১. হিসাবের সময় অর্থাৎ কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মাদীই হল শেষ উম্মত। এই উম্মতের পর কোন নতুন উম্মত আসবে না। বরং কেয়ামত এসে যাবে। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

২. গাফলতির নিন্দা করা হয়েছে।

৩. নিদর্শন থেকে বিমুখ হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে।

● ২ নং আয়াত :

১. কাফের, মুশরিকগণ কর্তৃক কুরআনকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করার কথা জানা যায়। যেমন বর্তমান সময়ে অনেক মুসলমানকেও ইসলাম ও কুরআনের বিভিন্ন বিষয়কে মশকারার বস্তুতে পরিণত করতে দেখা যায়।

২. আয়াতে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, সেখানে কুরআনকে محدث (নতুন) বলে আখ্যায়িত করেছে। অথচ কুরআন তো قديم (চির পুরাতন)। এর উত্তর হল, কুরআনের বাহ্যিক শব্দরাজি যা ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে তা محدث কিন্তু তার অর্থ এবং বিষয় নিঃসন্দেহে قديم । (আইছারুত্তাফাসীর, জালালাইন-এর টীকা)

www.maktabatulabrar.com

৩. কুরআন প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে। কুরআন আল্লাহর বাণী।

● ৩ নং আয়াত :

১. কুরআনের প্রতি অমনোযোগিতার নিন্দা করা হয়েছে।

২. মক্কার মুশরিক কর্তৃক রসূলকে যাদুকর এবং তার কথাকে যাদু আখ্যায়িত করণের বর্ণনা।

● ৪নং আয়াত :

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব কথা শোনেন।

২. আল্লাহর দুটো গুণ প্রমাণিত– তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

● ৫নং আয়াত :

১. বাতিলপন্থীদের নতুন নুতুন অপবাদ আরোপের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। যুগে যুগে বাতিলপন্থীরা এভাবেই অস্থিরতা, উম্মাদনা এবং সত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং অপবাদ আরোপে লিপ্ত থাকে।

২. বাতিলপন্থীরা হককে অমান্য করার বাহানা স্বরূপ দলীল, নিদর্শন তলব করে থাকে।

● ৬নং আয়াত :

১. মু'জিযা যেমনিভাবে হেদায়েত লাভের কারণ, তেমনিভাবে অনেকের জন্য তা ধ্বংসেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রকাশ্য মু'জেযা অস্বীকার করলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২. মু'জিযা দেখানো হলেই যে কাফেররা মানত, তার নিশ্চয়তা নেই, অতীতে অনেককে মু'জিযা দেখানো সত্ত্বেও তারা মানেনি।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧	(৭) আর তোমার পূর্বে আমি কেবল মানুষদেরকেই রসূল করে পাঠিয়েছিলাম, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব, তোমরা যদি না জান তাহলে উপদেশ (সর্বস্ব আসমানী কিতাবের জ্ঞান) সম্পন্নদেরকে জিজ্ঞেস কর[১]।
وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨	(৮) এবং আমি তাদেরকে এমন দেহ (বিশিষ্ট)[২] করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না। আর তারা চিরস্থায়ীও ছিল না[৩]।
ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩	(৯) অতঃপর (আমার) ওয়াদাকে তাদের জন্য[৪] আমি সত্যে পরিণত করলাম। অর্থাৎ[৫] তাদেরকে এবং যাদেরকে আমি ইচ্ছা করলাম তাদেরকে রক্ষা করলাম। আর ধ্বংস করে দিলাম সীমালংঘন কারীদেরকে।
لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠	(১০) আল্লাহর শপথ[৬], আমি তো তোমাদের জন্য নাযেল করেছি এমন এক কিতাব যাতে তোমাদের জন্য আছে উপদেশ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যথা তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি সম্বন্ধে যারা অবগত, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। কেননা, তারা যদিও বিদ্বেষবশত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবী বলে মানে না, কিন্তু একথা স্বীকার করে যে, নবীগণ মানুষ-ই হয়ে থাকেন; জ্বীন বা ফেরেশতা নন। (জালালাইন)

(২) "বিশিষ্ট" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন-টীকা)

(৩) অর্থাৎ, তারা সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করত এবং ইন্তেকাল করত। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, তাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হত।

(৪) তাদের জন্য অর্থাৎ, নবীদের জন্য সেটা হল হকপন্থীদেরকে নাজাত দেয়া এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করা।

(৫) এখানে তর্জমায় "অর্থাৎ" যোগ করার কারণ হল, ف এখানে تفصيل বা বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) এখানে لام কসম-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন-টীকা ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭নং আয়াত :

১. নবী-রসূল হওয়া মানুষের জন্য এবং পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট। কোন জ্বিন, ফেরেশতা, কিংবা মহিলা কখনোই নবী রসূল হননি। (বয়ানুল কুরআন)

২. শরীয়তের বিধি-বিধান জানে না এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে সে অনুযায়ী আমল করবে। (কুরতুবী ও মাআরিফুল কুরআন)

● ৮নং আয়াত :

১. নবীগণ স্বাভাবিক মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁরা পানাহার করতেন, তারা দুনিয়াতে চিরস্থায়ী ছিলেন না।

২. সকল নবীগণ-ই পানাহার করতেন। কাজেই কোন ব্যক্তির পানাহার না করা তার কামালাত, বুযুর্গী বা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেমন, অনেক সাধারণ মানুষ পানাহার বর্জন করাকে বুযুর্গী বলে সাব্যস্ত করে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৯নং আয়াত :

১. আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

২. যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে নাজাত দিয়েছেন আর ধ্বংস করেছেন জালেম, কাফের আর সীমালংঘন কারীদেরকে।

● ১০নং আয়াত :

১. কুরআন সমগ্র মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও মুক্তির সুমহান উপদেশ।

২. আকল-বুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

(১১) আর আমি কত জনপদকে[১] ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি, যা (-র অধিবাসীরা) ছিল জালেম এবং তার পর[২] সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّ اَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾
(১২) অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি (আসবে) টের পেল, তখন তারা সেখান থেকে হেঁকে পলায়ন করতে লাগল।	فَلَمَّاۤ اَحَسُّوْا بَاْسَنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾
(১৩) (তাদেরকে বলা হল,[৩]) পালিও না। বরং ফিরে এস তোমাদের বাড়ী-ঘর এবং যেসব ভোগ বিলাসে তোমরা মশগুল ছিলে তার দিকে। হয়তো তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করা হবে[৪]।	لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْۤا اِلٰى مَاۤ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾
(১৪) তারা বলতে লাগল, হায় আমাদের দুর্ভোগ, আমরা তো হলাম জালেম[৫]।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾
(১৫) অতঃপর তাদের এই আর্তনাদ চলতে লাগল যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য (ও) নির্বাপিত আগুনে পরিণত করে ফেলি[৬]।	فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "জনপদ" বলে জনপদের অধিবাসীদেরকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তাকে ছিন্নভিন্ন করার পর। (আবুস সুউদ)

(৩) বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। ফেরেশতাগণ বিদ্রূপ করে তাদেরকে এরূপ বলেছিল। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) এটা বলা হয়েছে উপহাস স্বরূপ। (আবুস সুউদ)

(৫) অর্থাৎ, আযাব আসার পর তারা নিজেদের কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করে লজ্জিত হবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

(৬) "কেটে ফেলা শস্য "এবং "নেভানো আগুন" বলে ধ্বংস বোঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কেটে ফেলা শস্য এবং নেভানো আগুনের মত ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করে দিবেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১নং আয়াত :

১. যুগে যুগে জালেম ও কাফেরদের ধ্বংসের বর্ণনা।

২. জালেম বলে কাফেরদেরকে বোঝানো দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুফর হচ্ছে জুলুম তথা নিজের প্রতিই অবিচার করা।

● ১২-১৩নং আয়াতদ্বয় :

১. আযাব এসে পড়লে তা থেকে পলায়ন করে রক্ষা পাওয়ার উপায় থাকেনা।

২. আযাব থেকে কাফেরদের পলায়ন এবং পরবর্তীতে তাদের সাথে ফেরেশতাদের বিদ্রূপের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, কাফেরদের উপর আযাব এলে শাসানীর উদ্দেশ্যে তা নিয়ে বিদ্রূপ করা জায়েয আছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪-১৫নং আয়াতদ্বয় :

আল্লাহ পাকের আযাব এসে যাওয়ার পর অপরাধ স্বীকার করা কিংবা তওবা করা কোন উপকারে আসে না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾	(১৬) আর আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি[৩]।
لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾	(১৭) যদি আমি খেল-তামাশার বস্তু বানাতে চাইতাম, তবে আমি আমার নিকট থেকেই তা করতাম[২]। আমি (তা) করিনি[৩]।
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۭ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾	(১৮) বরং আমি হককে নিক্ষেপ করি বাতিলের উপর। ফলে তা আঘাত করে তার মস্তকে[৪]। অতঃপর তৎক্ষণাৎ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যা বলছ তার জন্য তোমাদেরই দুর্ভোগ রয়েছে।
وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾	(১৯) এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁর-ই অধীন। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে[৫] তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।
يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾	(২০) তারা রাত-দিন তাসবীহে লিপ্ত থাকে, বিরতি দেয়না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বরং এগুলো সৃষ্টির পেছনে বিরাট রহস্য লুকায়িত আছে। এগুলো, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাওহীদের নীরব সাক্ষী।

(২) অর্থাৎ, আমার নিকটে যা আছে তা দিয়েই তা করতাম। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, যদি (অসম্ভবের পর্যায়ে ধরে নেয়া হয় যে,) শুধুমাত্র খেল-তামাশাই উদ্দেশ্য, তাহলে এই বিশাল বস্তুজগত সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলনা। বরং আমার কুদরত ও সিফাত দ্বারাই তা সম্পন্ন করে নিতে পারতাম। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ অবলম্বনে)

(৩) এখানে ان শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন-টীকা)

(৪) এই আয়াতে হককে বাতিলের উপর নিক্ষেপ করা এবং মস্তকে আঘাত করা ইত্যাদি

www.maktabatulabrar.com

বাক্যগুলো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা সত্য দিয়ে মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করা, বাস্তবতা দ্বারা অবাস্তবাকে প্রতিহত করাই উদ্দেশ্যে।

(৫) অর্থাৎ, ফেরেশতারা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬-১৭নং আয়াতদ্বয় :

১. এই বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তা'আলার রয়েছে বিরাট হেকমত। তিনি একে অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

২. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল প্রকার খেল-তামাশা এবং অনর্থক কাজ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

● ১৮নং আয়াত :

১. সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যার পরাজয় এবং ধ্বংস অনিবার্য।

২. বাতিলের মোকাবেলা করা একটি প্রশংসিত বিষয়। বরং কখনো তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। চাই তা বলিষ্ঠ প্রমাণাদির মাধ্যমে হোক বা অন্য যেভাবে হোক। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. "তোমরা যা বলছ তার জন্য তোমাদেরই দুর্ভোগ রয়েছে।" কথা দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, তোমরা যে বাস্তবতা বিরোধী কথা তথা শিরকের কথা বলছ তার জন্য তোমাদের শাস্তি হবে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের এ অংশটিতে শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে যে, শিরক হল অবাস্তব। সেই সাথে সাথে শিরকের শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

● ১৯–২০নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলূক থেকে অমুখাপেক্ষী বরং সমস্ত মাখলূক-ই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ফেরেশতাগণ সকল সময় আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকে। মানুষ বিভিন্ন কাজ করার সময়ও যেমনিভাবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে তেমনিভাবে ফেরেশতাগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করলেও তাদের তাসবীহ পাঠ বিরতিহীনভাবে চলতেই থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾	(২১) এরা কি যমীন (-এর জিনিস) থেকে (তৈরী)[১] এমন মা'বূদদেরকে গ্রহণ করেছে যারা জীবিত করতে পারে?
لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) যদি এতদুভয় (আসমান ও পৃথিবী)-এর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া মা'বূদ থাকত, তবে নিশ্চিতই উভয়টি ধ্বংস হয়ে যেত[২]। অতএব তারা যা বলছে আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।
لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) তিনি যা করেন তজ্জন্য তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না[৩]। অথচ তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

(২৪) ওরা কি তাঁকে ছেড়ে বহু মা'বূদ গ্রহণ করেছে? তুমি বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর। এটি (কুরআন, যা) আমার সাথে যারা আছে তাদের উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের উপদেশ (তথা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ বিদ্যমান রয়েছে)[৪]। তবে তাদের অধিকাংশ-ই সত্যকে জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে আছে।	اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۴﴾
(২৫) আর আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল পাঠাইনি যার কাছে ওহী প্রেরণ করিনি যে, নিশ্চয়, আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।	وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿۲۵﴾
(২৬) আর তারা বলে[৫], দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। (সেই সন্তান হল ফেরেশতাগণ) তিনি (এ থেকে) পবিত্র। বরং (তারা তো)[৬] সম্মানিত বান্দা।	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾
(২৭) তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে[৭]।	لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾
(২৮) তাদের সামনে এবং পেছনে[৮] যা কিছু আছে সব তিনি জানেন। আর তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করবে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। এবং তাঁর ভয়ে তারা ভীত থাকে।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿۲۸﴾
(২৯) আর তাদের মধ্য থেকে[৯] কেউ যদি বলে যে, "নিশ্চয় তিনি ব্যতীত আমিও একজন ইলাহ"। তবে তাকে আমি শাস্তিস্বরূপ দিব জাহান্নাম। জালেমদেরকে আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।	وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মাটি, পাথর, ইত্যাদি থেকে তৈরী মূর্তি। (জালালাইন)

(২) কেননা, মা'বূদগণের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা ও কাজে বিরোধ ঘটত। ফলে বিশৃংখলা এবং ধ্বংস অনিবার্য হত। যেহেতু ধ্বংস হয়নি সেহেতু বুঝা যায় যে, মা'বূদ একজন-ই। (বয়ানুল কুরআন) যদি প্রশ্ন করা হয়, মা'বূদগণ পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তো ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই একাধিক মাবূদের অস্তিত্ব সম্ভব। এর উত্তরে বলা যায় যে, পরামর্শের অধীনতা মানেই মুখাপেক্ষিতা। আর মুখাপেক্ষী সত্তা কখনোই মা'বূদ হতে পারে না।

www.maktabatulabrar.com

(৩) কারণ, তাঁর শরীক বা তাঁর উর্ধ্বে কেউ নেই। তাকে কোন জবাবদিহী করতে হবে না, অন্য সকলকে জবাবদিহী করতে হবে।

(৪) অর্থাৎ, এই কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা দেখো তো এর কোনটিতে তাওহীদ বিরোধী তথা শিরকের সমর্থনে কোন বক্তব্য আছে কি ?। (আবূস সুউদ)

(৫) মুশরিকদের একদল বলতে লাগল যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) এবং ফেরেশতাগণ হল আল্লাহ'র কন্যা সন্তান। এদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(৬) "তারা" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ কখনোই আল্লাহর সন্তান নন। বরং তারাও আল্লাহ তা'আলার বান্দা তবে সম্মানিত বান্দা। যেহেতু তারা গোনাহ থেকে পবিত্র।

(৭) অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা তাঁর নির্দেশ ছাড়া আগে বেড়ে কোন কথা ও বলে না এবং কোন কাজও করে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, ফেরেশতাগণের অতীত ও ভবিষ্যত আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন। ফেরেশতাগণও একথা জানে বলেই তারা আগে বেড়ে কিছু বলে না।

(৯) অর্থাৎ, ফেরেশতাদের মধ্য থেকে। ফেরেশতাগণ মাসূম সত্তা। তাদের থেকে এ জাতীয় কথা কখনোই প্রকাশ পেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বক্তব্যকে খণ্ডন কল্পে এরূপ বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

আহকাম ও শিক্ষা

- ২১নং আয়াত :

১. মুশরিকদের বিরুদ্ধে খণ্ডন রয়েছে।

২. আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জীবন দান করা মা'বূদ বা ইলাহের জন্য অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে এ গুণ নেই সে মা'বূদ হতে পারে না। অথচ মুশরিকরা এমন জিনিসকেই মা'বূদ বলে গ্রহণ করছে যাদের মধ্যে কাউকে জীবন দেয়ার ক্ষমতা নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

- ২২নং আয়াত :

১. আয়াতে তাওহীদের পক্ষে যুক্তি রয়েছে যে, আসমান ও যমীনের সুশৃংখল অস্তিত্ব-ই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা একক সত্তা, তাঁর সাথে কোন শরীক নেই।

২. আল্লাহর আরশ প্রমাণিত।

- ২৩নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের কোন শরীক বা তাঁর উর্ধ্বে কেউ নেই যে, তাঁকে কারও কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

২. আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া বোঝানোই উদ্দেশ্য।

- ২৪নং আয়াত :

১. মুশরিকদেরকে তাদের শিরকের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বলা হলেও তারা তা পারে নি। এতে প্রমাণিত হয়, শিরক বা অংশীবাদ শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই ভ্রান্ত নয় বরং যুক্তিগত দিক থেকেও একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতবাদ।

২. কুরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে (এতসব বিকৃতি সত্ত্বেও এখনও তাতে) তাওহীদ বিরোধী ও শিরকের অনুকূল কোন কথা নেই।

● ২৫নং আয়াত :

১. সকল আসমানী ধর্মের-ই মূল কথা ছিল তাওহীদ এবং একত্ববাদ।

২. সকল আসমানী ধর্মে এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ ছিল।

● ২৬–২৮নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কাজেই মুশরিক, ইয়াহুদী এবং নাসারাগণ কর্তৃক আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বাতিল বিষয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান (কন্যা) নয়-এর যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, তারা তো আল্লাহর অনুগত বান্দা, ফলে তারা আল্লাহর চেয়ে আগে বেড়ে কোন কথা বলেনা, তারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা কীভাবে আল্লাহর সন্তান হবে?

৩. মজলিসে বড়দের চেয়ে আগে বেড়ে কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. কেয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্যরা শুধুমাত্র তাদের জন্যই সুপারিশ করতে পারবে যাদের জন্য সুপারিশ করতে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিবেন। কাজেই মুশরিকদের সুপারিশ লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৯নং আয়াত :

১. খোদায়ী দাবীদারদের শাস্তি জাহান্নাম।

২. অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করার খোদায়ী নীতির বর্ণনা।

(৩০) যারা কুফরী করে তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী মিলিত ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি[১]। এবং পানি থেকে আমি প্রতিটি প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করেছি[২]। এরপরও কি তারা ঈমান আনবে না?	اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾
(৩১) এবং পৃথিবীতে আমি দৃঢ়ভাবে স্থিত পাহাড়সমূহ সৃষ্টি করেছি যেন তা (পৃথিবী) তাদেরকে নিয়ে দোল না খায়[৩]। এবং আমি তাতে বানিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারে।	وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾
(৩২) আর আসমানকে আমি বানিয়েছি সুরক্ষিত ছাদ[৪]। অথচ তারা এর[৫] নিদর্শনসমূহ থেকে বিমুখ হয়ে আছে।	وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾
(৩৩) এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। (এসবের[৬]) প্রত্যেকটিই একেকটি কক্ষপথে[৭] বিচরণ করছে।	وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٣٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) رتق শব্দের অর্থ "মিলিত হওয়া" এবং فتق শব্দের অর্থ পৃথক হওয়া। (মুফরাদাত) আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এক সময়ে আসমান, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য সব একত্রিত ছিল পৃথক ছিল না। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি, যাকে বলা হয় নীহারিকা। পরবর্তীতে এগুলো বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পর্যয়ক্রমে চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। (আল-কুরআনুল কারীম) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, رتق এবং فتق -এর অর্থ যথাক্রমে বন্ধ হওয়া এবং খুলে যাওয়া। এক সময়ে আসমান বন্ধ ছিল অর্থাৎ, বৃষ্টি হতনা এবং যমীনও বন্ধ ছিল অর্থাৎ, ফসল উৎপন্ন হতনা। আল্লাহ তা'আলা আসমানকে খুলে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং যমীনকে খুলে দিয়ে ফসল উৎপন্ন করান। (মাআরিফুল কারআন)

(২) জীব বিজ্ঞানীদের মতে সাগরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ, পানিতে বিদ্যমান প্রোটোপ্লাজম হতেই জীবের সৃষ্টি। ভিন্ন মতে এখানে "পানি" বলে "বীর্য"কে বোঝান হয়েছে। (আল কুরআনুল কারীম) এছাড়া, চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীব-জন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়: বরং উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত হয়েছে। আর এসব কিছুর সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। (মাআরিফুল কুরআন) আধুনিক ভূতত্ত্ববিদদের মতে পৃথিবীর ভেতরের গরম বস্তুসমূহের তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর উপারিভাগে ভাজের সৃষ্টি হয়। এর উচু অংশের-ই নাম হল পাহাড়। এরূপ ঘটার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ওজনের সমতা রক্ষিত হয়। (আল কুরআনুল কারীম)

(৪) অর্থাৎ, ভেঙ্গে পড়া কিংবা শয়তানের বিচরণ থেকে আসমানকে হেফাযত করা হয়েছে। তবে কেয়ামতের সময় তা ভেঙ্গে পড়বে সেটি ভিন্ন কথা। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, আসমান এবং তার তলদেশে অবস্থিত চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্ররাজি সবই আল্লাহকে চেনার একেকটি নিদর্শন। কিন্তু কাফেররা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) "এসবের" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। যার পরিবর্তে তানভীন এসেছে। (জালালাইন)

(৭) প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকেই فلك বলা হয়। এ কারণে আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। সূর্য্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমান তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০নং আয়াত :

১. আসমান ও পৃথিবী প্রথমে মিলিত ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে পৃথক করেছেন। (১নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. সবকিছুই পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। (২নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ৩১নং আয়াত :

১. পাহাড় পর্বত সৃষ্টির রহস্য তুলে ধরা হয়েছে। তাহল পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা। এতেও আল্লাহ পাকের সীমাহীন কুদরত-ই ফুটে উঠেছে।

www.maktabatulabrar.com

২. পাহাড়-পর্বতের মাঝে রাস্তা তৈরি করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দুনিয়াকে মানুষের বসবাস উপযোগী করে তোলার কথা বোঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত।

● ৩২নং আয়াত :

১. আসমান সুরক্ষিত, যা ভেঙ্গে পড়ার সম্ভবানা নেই।

২. আকাশের নিদর্শন দেখে শিক্ষা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ৩৩নং আয়াত :

১. রাত্র–দিবস, চন্দ্র-সূর্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, সুতরাং তাঁরই ইবাদত করা উচিত।

২. চন্দ্র সূর্য সবকিছুই নিজস্য কক্ষপথে বিচরণ করে।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَاْئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿۳۴﴾

(৩৪) আর তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষের জন্য চিরকাল বেঁচে থাকার ফয়সালা করিনি। অনন্তর তুমি ইন্তেকাল করলে তারা কি চিরস্থায়ী থাকবে[১]?

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۵﴾

(৩৫) প্রতিটি জীবই[২] মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী হবে। আর আমি তোমাদেরকে ভাল মন্দ অবস্থা দিয়ে উত্তমভাবে পরীক্ষা করে থাকি। এবং আমার-ই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۶﴾

(৩৬) আর কাফেররা যখন তোমাকে দেখে, তখন তারা তোমাকে কেবল ঠাট্টার পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। তারা বলে[৩] এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেব-দেবীগুলোর সমালোচনা করে? অথচ তারা-ই রহমান-এর উল্লেখের বিরোধী[৪]।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿۳۷﴾

(৩৭) মানুষকে ত্বরা (স্বভাব) দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে[৫]। আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী[৬] দেখাব। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ত্বরা কর না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۸﴾

(৩৮) এবং তারা বলে, এই ওয়াদা[৭] কবে পূর্ণ হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে জলদী দেখাও[৮]।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۳۹﴾

(৩৯) যদি কাফেররা সেই সময়ের[৯] কথা জানত, যখন তারা না তাদের সামনের দিক থেকে আগুনকে ঠেকাতে পারবে, না তাদের পেছনের দিক থেকে, আর না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, (তবে এরূপ বলত না।)

www.maktabatulabrar.com

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۴۰﴾

(৪০) বরং তাদের উপর তা[১০] আসবে হঠাৎ করে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে। ফলে না তারা তা হটাতে সক্ষম হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুশরিকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্রুত মৃত্যু কামনা করত। তারা বলত, আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি। এধরনের কামনার দু'টি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এক. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল হলে তারা বলবে "তিনি রসূল নন, রসূল হলে মৃত্যুবরণ করতেন না। এর উত্তরে বলা হয়েছে, রসূল যিনি হবেন তার মৃত্যু হবে না এমন নয়। পূর্ববর্তী কোন নবী-রসূলকেই আমি চিরস্থায়ী করিনি। দুই. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের ফলে তারা আনন্দিত হবে। এর উত্তরে বলা হয়েছে, তোমাদেরও তো মৃত্যু হবে। কাজেই অপরের মৃত্যুতে আনন্দের কী আছে? (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে "জীব" বলে পৃথিবীস্থ জীবসমূহকে বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীবের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি-না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এখানে "তারা বলে" কথাটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) কাফেররা আল্লাহ পাকের গুণবাচক নাম "রহমান" উল্লেখ করার বিরোধিতা করত। এর ফলে যেখানে তারা আল্লাহ তা'আলা'র সমালোচনার দোষে দোষী, সেখানে তারা উল্টো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঠাট্টা করছে তাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলার জন্য।

(৫) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে আল্লাহ'র শাস্তির ভয় দেখালে তারা ঠাট্টার সুরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেখাতে বলত। আলোচ্য আয়াতে তাদের এই স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, মনে হয় যেন মানুষকে "তাড়াতাড়ি" স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৬) অর্থাৎ, শাস্তি। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, কেয়ামত হবে, শাস্তি হবে ইত্যাদি ধমকি কখন পূর্ণ হবে? (জালালাইন)

(৮) "তবে জলদী দেখাও" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) এখানে কেয়ামত দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন)

(১০) অর্থাৎ, ধমকি, আগুন বা কেয়ামত। (আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪-৩৫নং আয়াত :

১. পূর্বের নবী-রসূলগণেরও ওফাত হয়েছে, এই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরও ওফাত হবে।

২. পৃথিবীর সকল প্রাণীর-ই মৃত্যু ঘটবে।

৩. প্রত্যেক জীব মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ গ্রহণ করা কথাটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তবে বুযুর্গ ব্যক্তিগণ আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় যে সুখ অনুভাব করেন তা এই কষ্টের পরিপন্থী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. পৃথিবীতে ভাল-মন্দ সব অবস্থা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়।

৫. পরকাল প্রমাণিত।

● ৩৬নং আয়াত :

১. নবী-রসূল এবং দ্বীনদার ব্যক্তিদেরকে সমালোচনার এবং বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করা কাফের মুশরিকদের চিরাচরিত স্বভাব।

২. মূর্তি পূজারী কাফেররা আল্লাহর সমালোচনার দোষে দোষী, অথচ তারা তাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলাটা সহ্য করেনা। তাহলে তাদেরও আল্লাহ তা'আলা'র সমালোচনা থেকে বিরত হওয়া উচিত।

● ৩৭নং আয়াত :

তাড়াহুড়া করে কিছু করার প্রবণতা নিন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। তাড়াহুড়া করা অর্থাৎ, সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা। তবে ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে তাড়াহুড়ার প্রবণতা বলা হয় না। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা নয় বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক নেক কাজ করার চেষ্টা। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৮নং আয়াত :

১. কেয়ামত এবং শাস্তির বিষয় নিয়ে কাফেরদের বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে।

২. দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কাফেরদের-ই স্বভাব।

● ৩৯-৪০নং আয়াতদ্বয় :

আয়াতদ্বয় দ্বারা কেয়ামতের বাস্তবতা এবং ভয়াবহতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾	(৪১) আর তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণের সাথেও তো ঠাট্টা করা হয়েছিল। পরিণামে তাদের সাথে যারা ঠাট্টা করেছে তাদেরকে ঐ বস্তু (আযাব) পরিবেষ্টন করে নিয়েছে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।
قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) তুমি বল, "রহমান" (-এর আযাব) থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাতে ও দিনে[১]? বরং তারা আপন প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে।
اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) না কি আমাকে ছাড়া তাদের এমন কোন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতাও রাখে না[২] এবং আমার মোকাবেলায় কেউ তাদের সঙ্গীও হবে না।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, রাত-দিনের যে কোন মুহূর্তে যদি আল্লাহ পাকের আযাব নাযেল হয়ে যায় তখন হেফাযত করার কে আছে? অথবা এর অর্থ হল, এখন যে তোমরা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নিরাপদে আছ তোমাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কে হেফাযত করছে?

(২) অর্থাৎ, তাদের বানানো দেব-দেবী এবং যে মূর্তীগুলোকে কেউ ভেঙ্গে ফেললে কিংবা ক্ষতিসাধন করলে তারা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না আর তাদের কোন সঙ্গীও নেই তাহলে তারা কীভাবে কাফেরদেরকে আল্লাহ'র আযাব থেকে রক্ষা করবে?

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১নং আয়াত :

১. যুগে যুগে সত্যের দাওয়াত যারা দিয়েছেন তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

২. নবী–রসূলদের সাথে (তদ্রূপ নবীর উত্তরাধিকারী আলেম সমাজ ও দ্বীনদার লোকদের সাথে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

● ৪২-৪৩নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন সত্তা নেই। কাজেই তাঁকে ছেড়ে অন্য কারো ইবাদত করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

২. দেব–দেবীদের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা অন্যদেরকে রক্ষা করবে কীকরে? তারাতো নিজেদেরকেই রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾	(৪৪) বরং আমি এদেরকে এবং এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলাম। এমনকি তাদের বয়সও হয়েছিল দীর্ঘ[১]। তারা কি দেখছে না যে, আমি (তাদের) যমীনকে তার চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি[২]? এরপরও কি তারা জয়ী হবে[৩]?
قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) বলে দাও, আমি তো কেবল ওহীর সাহায্যে তোমাদেরকে সতর্ক করছি[৪]। কিন্তু এই বধিরগণ সতর্কবাণী শোনে না যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়।
وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) আর যদি তোমার প্রতিপালকের শাস্তির সামান্য ঝাপটা তাদেরকে স্পর্শ করে, তবে তারা অবশ্যই বলা শুরু করবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ, নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালেম।

(৪৭) আর কেয়ামতের দিনে আমি ইনসাফের পাল্লা[৫] কায়েম করব এবং কারো প্রতি বিন্দু মাত্র জুলুম করা হবে না। আর সরিষার দানা পরিমাণ (আমল) হলেও আমি তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমি-ই যথেষ্ট।	وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের এরূপ কুফরী করার কারণ হল, তাদের পিতৃপুরুষদেরকে যথেষ্ট সম্পদ এবং আয়ু দান করা হয়েছিল। আর এর ফলে তারা হয়ে উঠেছিল অহংকারী। আর সম্পদের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার শুরু করেছিল। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও জালালাইন-টীকা)

(২) অর্থাৎ, মুসলমানগণ জিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসছে এবং কাফেরদের রাজত্ব সংকুচিত হয়ে আসছে। এরপরও তারা বিজয়লাভের আশা করতে পারে?

(৩) অর্থাৎ, যতদিন মুসলমানগণ দ্বীনের উপর অবিচল থাকবে, ততদিন কাফেররা বিজয়ী হতে পারবে না। কাজেই পরবর্তী যমানায় মুসলমানদের পরাজয়ের ঘটনা এই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

(৪) অর্থাৎ, আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করছি। নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলছি না। কাজেই আমার সাথে ঠাট্টা করে কিংবা আমার কাছে কেয়ামত চেয়ে লাভ কী?

(৫) এখানে "পাল্লা" বোঝানোর জন্য موازين শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও সর্বসম্মতিক্রমে পাল্লা একটি-ই হবে একাধিক হবে না। কাজেই হয়তো সম্বন্ধসূচক বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা যেহেতু এতে বহু লোকের আমল ওজন করা হবে সেহেতু একটি পাল্লাকেই বহু পাল্লায় স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (জালালাইন-টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪নং আয়াত :

দীর্ঘ জীবন এবং সম্পদের প্রাচুর্য্য মানুষকে অনেক সময় ধোঁকায় ফেলে এবং দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৫নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলেন না। যা কিছু ওহীর মাধ্যমে আসে তা-ই তিনি প্রচার করেন মাত্র।

২. অনেকেই দুনিয়ার মোহে পড়ে সত্যকে দেখেও দেখে না, কানেও শোনে না, অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে।

● ৪৬নং আয়াত :

১. মানুষ যত অহংকার আর কুফরী-ই করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা খুবই দুর্বল। আল্লাহ পাকের সামান্য আযাব দেখেই তারা আর্তচিৎকার শুরু করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ৪৭নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিনের মাপযন্ত্রের আকীদা সত্য।

২. কেয়ামতের দিন কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। কারও সামান্যতম নেকী থাকলেও তা উপস্থিত করা হবে এবং তার বদলা দেওয়া হবে।

৩. আল্লাহর হিসাবের পর আর কারও হিসাবের প্রয়োজন থাকবে না, তিনি হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট।

(৪৮) এবং আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম ফুরকান[১], (হেদায়েতের) আলো এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
(৪৯) যারা না দেখেই তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কেও ভীত।	الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾
(৫০) এবং এটিও (কুরআনও) এক বরকতময় উপদেশ যা আমি নাযেল করেছি। তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার করবে?	وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ফুরকান" শব্দের অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। এখানে তাওরাতের তিনটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। ফুরকান অর্থাৎ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, ضياء অর্থাৎ, মানবাত্মার জন্য আলো এবং ذكر অর্থাৎ, মানুষের জন্য উপদেশ এবং হেদায়েতের মাধ্যম। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮নং আয়াত :

১. মূসা এবং হারূন (আ.)-এর উপর আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। সেটি হল তাওরাত।

২. তাওরাতের বিশেষ তিনটি গুণ যথাঃ ১. সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, ২. হেদায়েতের আলো এবং মানুষের জন্য উপদেশ।

৩. মুত্তাকীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

● ৪৯নং আয়াত :

মুত্তাকীদের দু'টি গুণের কথা জানা যায়। তা হল, ১. আল্লাহ সম্পর্কে ভীত থাকা। ২. কেয়ামত সম্পর্কে ভীত থাকা।

● ৫০নং আয়াত :

১. কুরআন একটি বরকতময় কিতাব।

২. কুরআন হল উপদেশবাণী।

৩. কুরআন আল্লাহর নাযেলকৃত কিতাব।

(৫১) আর আমি ইতিপূর্বে[১] ইবরাহীমকে দান করেছিলাম তার (শান উপযোগী) সঠিক জ্ঞান। এবং আমি তার সম্পর্কে অবহিত ছিলাম[২]।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾
(৫২) যখন সে তার বাপ এবং নিজ সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলো কী, যাদের কাছে তোমরা জমে বসে আছ।	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾
(৫৩) তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এগুলোর ইবাদতকারীরূপে পেয়েছি।	قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾
(৫৪) সে বলল, নিশ্চয় তোমরা নিজেরাও আছ স্পষ্ট গোমরাহীতে এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও।	قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾
(৫৫) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ না-কি তুমি কৌতুক করছ[৩]?	قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾
(৫৬) সে বলল, না বরং তোমাদের প্রতিপালক[৪] হলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। এবং আমি এ বিষয়ের উপর একজন সাক্ষী।	قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইতিপূর্বে অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার পূর্বে ছোট বেলায়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে তাওহীদের জ্ঞান এবং তার দলীল-প্রমাণের জ্ঞান দিয়েছিলেন। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, তার যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা সম্পর্কে। (জালালাইন)

(৩) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা শুনে তারা আশ্চর্যান্বিত হল এবং ভাবল যে, তিনি মশকরা করছেন।

(৪) অর্থাৎ, তোমাদের সেই পালনকর্তা যিনি ইবাদতের যোগ্য তিনি হলেন আল্লাহ, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে বালেগ হওয়ার পূর্বে ছোট বেলায়ই তাওহীদের জ্ঞান এবং তার দলীল-প্রমাণের জ্ঞান দিয়েছিলেন।

২. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে শিশু বেলায়ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করতে পারেন। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে দান করেছিলেন।

www.maktabatulabrar.com

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) যোগ্য এবং উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

● ৫২নং আয়াত :

১. আপন পিতার কাছেও সত্যের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে এবং সে মিথ্যার অনুসারী হলে তার অনুসরণ করা যাবে না।

২. মূর্তি পূজার অসারতার দিকে ইংগিত রয়েছে।

৩. আপন বাপ-দাদা, পিতৃ-পুরুষ কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ অনেক সময় গোমরাহী-র কারণ হয়।

৪. বাতিলপন্থীরা কখনোই সত্য এবং যুক্তির ধার ধারে না।

● ৫৫নং আয়াত :

বাতিলপন্থীরা অনেক সময় সত্যকে কৌতুক বলে মনে করে। কিন্তু তাই বলে সত্য প্রচার থেকে বিরত থাকা যাবে না।

● ৫৬নং আয়াত :

১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সত্যের উপর দৃঢ়তা এবং অবিচল থাকার কথা জানা যায়।

২. সঠিক খোদার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

(৫৭) আর আল্লাহর কসম, তোমরা চলে যাওয়ার পর[১] অবশ্যই আমি তোমাদের মূর্তিসমূহের ব্যাপারে কৌশলী ব্যবস্থা নেব।	وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾
(৫৮) সেমতে সেগুলোকে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল কেবল সেগুলোর বড়টি (মূর্তি) ছাড়া[২]। যাতে তারা তার[৩] কাছেই ফিরে আসে।	فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) তারা বলল, আমাদের মা'বূদগণের সাথে এমন (আচরণ) করল কে? সে তো নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের একজন।	قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾
(৬০) তাদের কেউ কেউ[৪] বলল, আমরা এক যুবকের কথা শুনেছি, যে এগুলোর সমালোচনা করে। তাকে 'ইবরাহীম' বলা হয়।	قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
(৬১) তারা বলল, তাহলে জনতার সামনে তাকে উপস্থিত কর যাতে তারা সাক্ষী হয়ে যায়[৫]।	قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেদিন হযরত ইবরাহীম (আ.) এই বিষয়ে কথা বলছিলেন, সেদিন ছিল উক্ত সম্প্রদায়ের একটি উৎসবের দিন। তারা সকলে একটি মাঠে উৎসব পালন শেষে তাদের ইবাদতগৃহে এসে মূর্তিগুলোর পূজা করত। তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে উক্ত উৎসবে নিতে চাইলে তিনি "আমি

(৬৬) সে বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদত করছ এমন কিছুর যা তোমাদেরকে না কিছুমাত্র উপকার করে, আর না তোমাদেরকে ক্ষতি করে।	قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾
(৬৭) ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তাদেরকে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?	اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বয়ং। এখানে প্রধান মূর্তির দিকে ভাঙ্গার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার কারণে তাঁকে মিথ্যুক বলা যাবে না। কারণ, বাক্যটি ছিল ধরে নেয়ার পর্যায়ে। অর্থাৎ, তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। এরূপ কথাকে মিথ্যা বলা চলে না। অথবা রূপক অর্থে এ কাজকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেননা এ মূর্তিটি-ই ইবরাহীম (আ.)কে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কারণ, তাঁর সম্প্রদায় এ মূর্তিটিকে সবচেয়ে বেশী সম্মান করত। অথবা তারা এ মূর্তিটিকে প্রধান মনে করত, তাই তাদের বিশ্বাসের প্রতি কঠাক্ষ করে বলা হয়েছে যে, বড়টিই এ কাজ করে থাকবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তাফসীরের কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

(২) মনে মনে বলে উঠল, প্রকাশ্যে নয়। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, ইবরাহীম-এর দোষ কী? যারা নিজেদের হেফাযত করতে সক্ষম নয় এবং কথাও বলতে পারে না তাদের ইবাদত করে নিশ্চয়-ই তোমরা জুলুম করেছ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২-৬৩নং আয়াতদ্বয় :

১. বিশেষ ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে "তাওরিয়া" বা রূপক বাক্য ব্যবহার করা জায়েয। হযরত ইবরাহীম (আ.) উল্লেখিত রূপক বাক্যের দ্বারা মূর্তিগুলোর কথা বলতে অক্ষমতা, নিজেদেরকে রক্ষা করতে অপারগতা ইত্যাদি'র দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। কাজেই এমন বস্তু কী করে মা'বূদ হতে পারে? এখানে উল্লেখ্য যে, শিআ'দের "তাকিয়া" এবং উল্লেখিত "তাওরিয়া" কখনোই এক বস্তু নয়।

২. বড় মূর্তির সাথে সাথে ছোটদেরও অক্ষমতা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তারা এতটুকু কথা বলতেও অক্ষম যে, তাদের এই দুর্গতি কে ঘটাল।

● ৬৪নং আয়াত :

১. মুশরিকদেরও উপলব্ধি ছিল যে, নিজ হাতে তৈরী মূর্তি কখনোই মা'বূদ হতে পারে না।

● ৬৫-৬৬নং আয়াতদ্বয় :

১. মুশরিকদের দুর্বলতা, অযৌক্তিকতা এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্পষ্টবাদিতা ও যুক্তির দৃঢ়তা ইত্যাদি প্রমাণিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

অসুস্থ" ওজর পেশ করে যাওয়া থেকে বিরত রইলেন এবং মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি মনে মনে এ ধরনের ইচ্ছা এবং কসম করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হযরত ইবরাহীম (আ.) সুযোগ পেয়ে মূর্তিগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে মূর্তিটি বড় ছিল সেটাকে ভাঙ্গলেন না বরং তার কাধে কুড়াল রেখে দিলেন।

(৩) এর কাছে অর্থাৎ, বড় মূর্তিকে অক্ষত দেখে এবং তার কাধে কুড়াল দেখে তার কাছেই সবাই ফিরে আসবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে এমন কেন হল? সে যখন উত্তর দিবে না, তখনই তার অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অথবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে ফিরে আসবে। অতঃপর তিনি এদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে দিবেন।

(৪) "তাদের কেউ কেউ" স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

(৫) অর্থাৎ, সবাই যেন একথার সাক্ষ্য দেয় যে, ইবরাহীম-ই একাজ করেছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৭-৫৮নং আয়াতদ্বয় :

১. বাতিলকে বাতিল প্রমাণিত করার জন্য কৌশল গ্রহণের বিধিবধ্যতা প্রমাণিত হল।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঈমানী সাহস ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

● ৫৯নং আয়াত :

মুশরিকদের মূর্তিপূজা এবং চরম নির্বুদ্ধিতার কথা জানা যায়। কারণ, এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া মূর্তিগুলোকেও তারা মা'বূদ বলে আখ্যায়িত করছে।

● ৬০নং আয়াত :

হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রকাশ্যেই মূর্তিপূজার সমালোচনা করেছিলেন।

● ৬১নং আয়াত :

জনতার সামনে প্রকাশ্যে বিচার-মীমাংসা করার একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

(৬২) তারা বলল, হে ইবরাহীম, তুমি-ই কি আমাদের মা'বূদগণের সাথে এরূপ করেছ ?	قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾
(৬৩) সে বলল, বরং তাদের এই প্রধান-ই এ কাজ করেছে[১]। অতএব তোমরা তাদেরকে (এই প্রতিমাদেরকে) জিজ্ঞেস কর –যদি তারা কথা বলতে পারে।	قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾
(৬৪) অতঃপর তারা আপন মনে চিন্তা করল এবং বলে উঠল[২], তোমরা-ই তো জালেম[৩]।	فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾
(৬৫) এরপর তারা তাদের মাথা নত করে দিল (এবং বলল,) তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলতে পারে না।	ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

২. যারা উপকার ক্ষতি কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা তারা কী করে খোদা হতে পারে?

● ৬৭নং আয়াত :

১. বাতিলপন্থীদেরকে তিরস্কার করা, ধিক্কার দেয়া ইত্যাদি জায়েয। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

২. সত্য ও সঠিক বিষয়কে বোঝার জন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৬৮) তারা বলল, তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল[১] এবং তোমাদের মা'বূদগণের সাহায্য[২] কর। যদি তোমরা (কিছু) করতে চাও।	قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾
(৬৯) আমি বললাম, হে আগুন, ইবরাহীমের জন্য শীতল এবং নিরাপদ[৩] হয়ে যাও।	قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾
(৭০) তারা তাঁর ব্যাপারে ফন্দি আঁটতে[৪] চাইল। অতঃপর আমি তাদেরকে-ই করলাম মহাক্ষতিগ্রস্ত[৫]।	وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾
(৭১) এবং তাঁকে ও লূতকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেখানে আমি জগতসমূহের জন্য বরকত রেখেছি[৬]।	وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾
(৭২) আর তাকে আমি দান করলাম ইসহাক এবং অতিরিক্তরূপে ইয়াকূব[৭]। এবং প্রত্যেককেই আমি করলাম (উচুঁ স্তরের) নেককার[৮]।	وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইবরাহীম (আ.) কে পোড়ানোর জন্য নমরুদ নির্দেশ দেয়ার পর এক মাস পর্যন্ত কাঠ সংগ্রহ করে প্রায় সাতদিন ব্যাপী তা প্রজ্জলিত করার পর যখন আগুন আকাশচুম্বি হয়ে পড়ে তখন তাঁকে "মিনজানিক" তথা ক্রেনের সাহায্যে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলে তিনি উত্তর করেন যে, আল্লাহ-ই আমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, মা'বূদেরকে ভাঙ্গার প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে তোমরা মা'বূদগণের সাহায্য কর।

(৩) অর্থাৎ, এমন শীতল নয় যে, ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বরং ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাও। উল্লেখ্য যে, নমরুদের আগুন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি পশমও পোড়াতে পারেনি। বরং হযরত ইবরাহীম (আ.) সেই অগ্নিকুণ্ডে সাত দিন ছিলেন। তিনি বলতেন, এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি সারা জীবন তা ভোগ করিনি। ভিন্ন বর্ণনা মতে আগুনে তিনি ৪০ বা ৫০ দিন ছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৪) অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) কে পুড়িয়ে ফেলার ফন্দি। (জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

(৫) অর্থাৎ, তাদের সকল চেষ্টা এবং ইচ্ছা নস্যাৎ করে দিলাম।

(৬) অর্থাৎ, ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরুদের অধিকারভুক্ত দেশ তথা ইরাক থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম যেখানে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ, শাম দেশ। শামের অভ্যন্তরীণ বরকত ও কল্যাণ হল অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর বাহ্যিক কল্যাণ হল, সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য্য, ফল-মূল ও সব ধরনের উদ্ভিদের সমাহার ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন) এ ছাড়া বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম এবং তাঁর ভাতিজা লূত (আ.)-এর এই হিজরত আল্লাহর পথে হিজরতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম হিজরত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৭) অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে তাঁর দুআ অনুযায়ী পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে নাতি ইয়াকূবকেও দান করলাম। দুআর অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نافلة বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮) সব চেয়ে উঁচু স্তরের নেককার হল যারা মাসূম তথা নিষ্পাপ। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে নবী করলাম। কেননা, একমাত্র নবীগণই মাসূম তথা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৮নং আয়াত :

১. যারা সত্যের দাওয়াত দিবে তাদেরকে আগুনে পুড়ে মরার মত সাংঘাতিক শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

২. বাতিলরা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে থাকে।

● ৬৯নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের নির্দেশে আগুন শীতল হয়ে যাওয়া অবাস্তব বা অসম্ভব কিছুই নয়।

২. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য সাথী হলে কোন বস্তুই মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মুজিযা প্রমাণিত।

● ৭০নং আয়াত :

আল্লাহর নেক বান্দাগণের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেক বান্দাগণের কোনই ক্ষতি হবে না।

● ৭১নং আয়াত :

১. শত্রুপক্ষের সঙ্গ ত্যাগ করে বন্ধুপক্ষের কাছে চলে যাওয়া এবং হিজরত করা "তাওয়াক্কুল" এর খেলাফ নয় বরং এটা নবীগণের সুন্নাত। (বয়ানুল কুরআন)

২. শাম দেশ ছিল বরকতময় দেশ। এ দ্বারা স্থানের বরকতময় হওয়া প্রমাণিত হয়, যেমন (নবী রসূল ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট) বস্তু বরকতময় হয়ে থাকে।

● ৭২নং আয়াত :

১. হযরত ইসহাক এবং ইয়াকূব (আ.)-এর ফযীলত জানা যায়। তাঁরা ছিলেন উঁচু স্তরের নেককার।

২. হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

(৭৩) এবং আমি তাদেরকে বানালাম নেতা, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ দেখাত। এবং তাদেরকে আমি ওহীর মাধ্যমে নেক কাজ করতে, নামায কায়েম করতে[১] এবং যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিলাম। এবং তারা ছিল আমারই ইবাদতকারী।	وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
(৭৪) আর লূতকে আমি হেকমত ও ইল্‌ম দান করেছিলাম এবং তাকে সেই জনপদ[২] থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম যারা কদর্য সব[৩] কাজ করত। নিশ্চয় তারা ছিল মন্দ, অবাধ্য সম্প্রদায়।	وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾
(৭৫) এবং তাঁকে আমি আমার রহমতে দাখিল করলাম। নিশ্চয়, সে ছিল (উঁচু পর্যায়ের) নেককারদের একজন।	وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾
(৭৬) আর স্মরণ কর[৪] নূহকে, ইতিপূর্বে[৫] যখন সে দুআ করেছিল[৬] তখন আমি তাঁর দুআ কবুল করেছিলাম এবং তাঁকে ও তার পরিবারবর্গকে মহা সংকট[৭] থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম।	وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾
(৭৭) এবং তাঁকে আমি সাহায্য করেছিলাম এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। তাই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দেই।	وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "নেক কাজ" বলার পর নামায এবং যাকাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, দৈহিক ইবাদতের মূল হল নামায এবং আর্থিক ইবাদতের মূল হল যাকাত। এজন্য বিশেষভাবে এই দু'টিকে উল্লেখ করা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) এই জনপদটির নাম ছিল ছাদূম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আ.) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রাখা হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) তাদের অশ্লীল কাজ এবং অপরাধসমূহের মধ্যে জঘন্যতম ছিল সমকাম। এছাড়া কবুতর বাজী, গান-বাদ্য করা, দাড়ি কাটা, গোফ লম্বা রাখা, রেশমের পোষাক পরিধান করা ইত্যাদিও তাদের অপরাধসমূহের মধ্যে ছিল। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৪) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন ও আবুস সুউদ)

(৫) অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম এবং লূত (আ.)-এর পূর্বে। (জালালাইন)

(৬) হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ দুআ করেছিলেন যে, হে পরওয়ারদেগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বদ দুআ কবুল করলেন এবং কাফেরদেরকে প্রবল বন্যার পানিতে ডুবিয়ে দিলেন।

(৭) "মহা সংকট" বলে হয়তো কাফেরদের জুলুম, অত্যাচার বোঝানো হয়েছে অথবা পানিতে ডুবিয়ে মারার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭৩নং আয়াত :

১. নেতার দায়িত্ব হল, আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সৎপথ দেখানো।

২. হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর আমলেও নামায ও যাকাতের বিধান ছিল।

৩. নামায এবং যাকাতের ফযীলত প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

- ৭৪-৭৫নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত লূত (আ.)-এর মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. অপরাধ, নাফরমানী ও সীমালংঘন করলে আল্লাহ পাকের আযাব এসে যায়। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে হেফাযত করে থাকেন।

৩. লূত সম্প্রদায় বিভিন্ন কদর্য কাজ করত। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

- ৭৬-৭৭নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরিবারকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করার বর্ণনা।

২. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাগণের পক্ষে অত্যাচারীদের প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। এবং আল্লাহর প্রতিশোধ অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে।

(৭৮) এবং স্মরণ কর[১] দাউদ ও সুলায়মানকে[২] যখন তারা শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে বিচার করছিল, যাতে রাত্রি বেলায় কিছু লোকের ছাগল ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের (ব্যাপারে যে) মীমাংসা (হয় তা) প্রত্যক্ষ করছিলাম।	وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾
(৭৯) বস্তুত আমি সুলায়মানকে তা (মীমাংসা) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম[৩]। আর প্রত্যেককেই আমি দিয়েছিলাম হেকমত এবং ইল্‌ম[৪]। আর পর্বতমালা ও পাখীকে আমি অনুগত বানিয়েছিলাম যে, তারা দাউদের সাথে তাসবীহ পাঠ করত[৫]। আর আমিই (এ সবের) কর্তা ছিলাম।	فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۡ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۭ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾

(৮০) এবং আমি তাঁকে[৬] তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল[৭] শিখিয়েছিলাম। যেন তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব, তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?	وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾
(৮১) আর আমি সুলায়মানের জন্য (অনুগত বনিয়েছিলাম) প্রবল বাতাসকে[৮] যা তার আদেশে বয়ে যেত সেই দেশের দিকে[৯] যেখানে আমি বরকত রেখেছি। এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত আছি।	وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾
(৮২) আর শয়তানদের[১০] মধ্যে কতক এমন ছিল যারা তাঁর জন্য (সমুদ্রে) ডুব দিত এবং এছাড়া অন্যান্য কাজও করত। এবং আমি তাদের নিয়ন্ত্রণকারী ছিলাম[১১]।	وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) হযরত দাউদ (আ.)-এর ছেলে হযরত সুলাইমান (আ.)। তারা উভয়েই নবী এবং বাদশাহ ছিলেন। অবশ্য উল্লেখিত বিচারের ঘটনা যখন সংঘঠিত হয়েছিল, তখন হযরত সুলাইমান (আ.) নবুয়ত প্রাপ্ত হননি বরং তাঁর বয়স তখন এগারো ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। (জালালাইন-এর টীকা)

(৩) ঘটনাটি হল এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর দরবারে এ মর্মে নালিশ এল যে, এক ব্যক্তির ছাগলের পাল অপর ব্যক্তির শস্য ক্ষেত্রে রাত্রি বেলায় ঢুকে শস্য খেয়ে ফেলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত শস্যের মূল্য এবং ছাগলের মূল্য সমান ছিল। হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগলগুলো শস্যের মালিককে দিয়ে দেয়া হোক। এই রায় শোনার পর বাদি-বিবাদী যখন বেরিয়ে আসছিল তখন দরজার কাছে সুলাইমান (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হল। বালক সুলাইমান তাদের কাছে "রায়" সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন এবং জানার পর বললেন, আমি রায় দিলে এর চেয়ে উত্তম হত। হযরত দাউদ (আ.)-এর কানে একথা পৌঁছলে তিনি সুলাইমানকে ডেকে তার সেই উত্তম রায় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সুলাইমান (আ.) তাঁর রায় প্রকাশ করে বললে, ক্ষেতের মালিককে অস্থায়ীভাবে ছাগলগুলো দেয়া হোক। সে এগুলোর দুধ এবং পশম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে। আর ছাগলের মালিককে শস্যক্ষেত্রের দায়িত্ব দেয়া হোক। সে এতে ফসল উৎপাদন করবে। ফসল যখন পূর্বের ন্যায় উৎপন্ন হবে তখন ক্ষেতের মালিককে শস্যক্ষেত্র বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগলের মালিক ছাগল ফেরত নিবে। হযরত দাউদ (আ.) এই রায়কে পছন্দ করে বললেন, এই রায়-ই কার্যকরী হোক।

(৪) অর্থাৎ, হযরত দাউদ (আ.)-এর মীমাংসাও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ছিল। কারণ, উভয়কেই আল্লাহ তা'আলা হেকমত এবং ইল্‌ম দান করেছিলেন। তবে হযরত সুলাইমান (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা দুটি সঠিক মীমাংসার মধ্যে যেটি অধিক উত্তম সেটির জ্ঞান দান করেছিলেন।

www.maktabatulabrar.com

(৫) অর্থাৎ, হযরত দাউদ (আ.) কে আল্লাহ তাআলা সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। যার ফলে তিনি যখন যবূর পাঠ করতেন তখন পাখি তার গতি বন্ধ করে তার সাথে তাসবীহ পাঠ করত। এমনকি পাহাড় এবং গাছ থেকেও তাসবীহ'র আওয়াজ শোনা যেত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, হযরত দাউদ (আ.) কে।

(৭) অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে যে, আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এর দু'রকম অর্থ হতে পারে। (এক) তাঁর হাতের ছোয়ায় লোহা নরম হয়ে যেত। তিনি নরম মোমের মত তা দিয়ে যা খুশী বানাতে পারতেন। (দুই) আগুনে পুড়িয়ে নরম করার কৌশল তাকে বলে দেয়া হয়েছিল। যাহোক তিনি এর দ্বারা যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য লোহার বর্ম তৈরী করতেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮) আল্লাহ তা'আলা বাতাসকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অনুগত বানিয়েছিলেন। বাতাসে ভর করে তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে সহজেই চলে যেতে পারতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) কাঠের তৈরী একটি বিরাট আকৃতির সিংহাসন বানিয়েছিলেন, যাতে ছয় লক্ষ আসন ছিল। এতে ঈমানদার মানব ও জ্বিনরা বসত। এটি হাওয়ায় ভর করে একদিনে দুই মাসের পথ অতিক্রম করত। (মাআরিফুল কুরআন)

৯) এখানে শামকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(১০) জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। মু'মিন জ্বিনরা তো এমনিতেই তাঁর অনুগত ছিল। এমনকি কাফের জ্বিন তথা শয়তানদেরকেও তার বশীভূত করা হয়েছিল। এজন্য বিশেষভাবে এদের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য মনি-মুক্তা উত্তোলন করত। (মাআরিফুল কুরআন)

(১১) অর্থাৎ, আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতাম যেন তারা কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে না পারে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৮-৭৯নং আয়াতদ্বয় :

বিচারক তথা হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় এর খেলাফ রায় প্রকাশ করেছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.)। এ ক্ষেত্রে মাসআলা হল, বিচারক যদি শরীয়তের খেলাফ রায় দেন, তবে তার বিরোধিতা করা ওয়াজিব। আর বিচারকের রায় যদি শরীয়ত সম্মত ইজতিহাদের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হয়, তবে অন্য কারো পক্ষে তা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। তবে বিচারক যদি শরীয়ত সম্মত ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায় দানের পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে, প্রথম রায় ভুল হয়ে গেছে তার প্রথম রায় পরিবর্তন করা জায়েয বরং উত্তম। আমাদের আলোচ্য ব্যাপারটি এই তৃতীয় পর্য্যায়ের ছিল। কারণ, হযরত দাউদ (আ.) নিজেই নিজের রায় পরিবর্তন করেছিলেন সুলায়মান-এর বক্তব্য শুনে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৭৯নং আয়াত :

১. হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.)কে ইল্‌ম ও হেকমত দান করা হয়েছিল।

২. হযরত দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কণ্ঠে যবূর পাঠ শুনে পাখী ও পাহাড়-পর্বত ও তার সঙ্গে তাসবীহ পাঠ করত। এতে প্রমাণিত হয়, সুমধুর কণ্ঠে আল্লাহ পাকের কালাম তেলাওয়াত করা পছন্দনীয়। তবে আজকালকার ক্বারীদের ন্যায় বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. পাহাড়-পর্বত এবং পাখীদেরও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করার মত জ্ঞান রয়েছে।

● ৮০নং আয়াত :

১. নিজ হাতে উপার্জন করা নবীগণের সুন্নাত এবং এটা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং শত্রুর হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরী করা, গোলা-বারুদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাব সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞানও আল্লাহর নেয়ামত, আর প্রত্যেকটা নেয়ামতের জন্য আল্লাহ'র শোকর আদায় করা চাই।

● ৮১-৮২নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ তা'আলা বাতাস এবং জ্বিনকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অনুগত বানিয়েছিলেন।

২. আল্লাহ তা'আলাকে যে ভয় করে তাকে মানুষ ও জ্বিন সকলেই ভয় করে। (বয়ানুল কুরআন)

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ﴿۸۳﴾	(৮৩) এবং (স্মরণ কর[১]) আইয়ূবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, আমাকে তো এই কষ্ট স্পর্শ করেছে[২]। আর তুমি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَیْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِیْنَ ﴿۸۴﴾	(৮৪) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম অনন্তর তার সব কষ্ট দূর করে দিলাম। আর তাকে (ফিরিয়ে) দিলাম তার পরিবার-পরিজন এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও[৩]আমার পক্ষ থেকে (আইয়ূবের প্রতি) রহমত বশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশের উদ্দেশ্যে[৪]।
وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِدْرِیْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۸۵﴾	(৮৫) এবং (স্মরণ কর) ইসমাঈল, ইদরীস[৫] ও যুলকিফ্‌লকে[৬]। (তারা) সবাই সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِیْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۸۶﴾	(৮৬) আর তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা তো (ছিল উঁচু পর্যায়ের) নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।
وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادٰى فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۸۷﴾	(৮৭) আর (স্মরণ কর) যুন্‌-নূনকে[৭], যখন সে ক্রুদ্ধ[৮] হয়ে চলে গিয়েছিল এবং সে মনে করেছিল যে, "আমি তাকে মোটেই পাকড়াও করব না[৯]। অতঃপর সে বহুবিধ অন্ধকারের[১০] মধ্যে ডেকে উঠল, (হে আল্লাহ!) "তুমি ছাড়া কোন-ই ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, আমি তো সীমালংঘনকারীদের একজন।
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۸۸﴾	(৮৮) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) হযরত আইয়ূব (আ.) বিপুল ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য এক মারাত্মক কুষ্ঠ ব্যাধিতে তাকে আক্রান্ত করলেন। তার সহায়-সম্পত্তি এবং পরিবার-পরিজন সব শেষ হয়ে গেল। তিনি এতে সবর করতে থাকলেন। অবশেষে দীর্ঘদিন পর তিনি রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করলে আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন এবং তিনি রোগমুক্ত হন।

(৩) হযরত আইয়ূব (আ.)-এর অসুস্থতার সময়ে তার সন্তান–সন্ততি সব উধাও হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর কারণে বা অন্য কোন কারণে। তিনি সুস্থ্য হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তার সব সন্তানকে ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) উপদেশ হল এই যে, বান্দা যেন বিপদে পড়ে সবর করে এবং ধৈর্য না হারায়।

(৫) পয়গম্বর হযরত ইদ্‌রীস (আ.) ছিলেন হযরত নূহ (আ.)-এর দাদা। হযরত আদম (আ.)-এর ইন্তেকালের একশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনশত বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। অতঃপর চারশত পঞ্চাশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (জালালাইন-টীকা)

(৬) যুল কিফল" শব্দের অর্থ "অঙ্গীকার পূরণকারী"। তাঁর নাম ছিল "বশর"। যুল কিফল তাঁর উপাধী ছিল। তিনি নবী ছিলেন, না-কি ওলী ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। (জালালাইন-টীকা ও মাআরিফুল কুরআন)

(৭) যুন-নূন শব্দের অর্থ "মাছওয়ালা"। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে "সাহেবুল হুত"। এর অর্থও মাছওয়ালা। যাহোক এর দ্বারা হযরত ইউনুস (আ.) কে বোঝানো হয়েছে।

(৮) অর্থাৎ, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় ঈমান কবুল না করায় তিনি রাগান্বিত হয়ে সেই এলাকা ছেড়ে চলে যান এবং আযাব আসার ঘোষণা দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করলে আল্লাহ আযাবকে উঠিয়ে নেন। একথা জানার পর ইউনুস (আ.) ভাবলেন যে, এখন এলাকায় ফিরে গেলে তারা তো আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। কাজেই এখান থেকে অন্য কোন জনপদে চলে গেলে মনে হয় আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন না। এই ইজতিহাদের ভিত্তিতে তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ আসার পূর্বেই সেখান থেকে রওয়ানা হন। এটা যদিও তার কোন গোনাহ ছিল না বরং তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতেই এরূপ করেছিলেন এবং তিনি ধারণা করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা এর কারণে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য কারণেও পাকড়াও করে থাকেন হুশিয়ার করার জন্য। সেমতে তিনি ইউনুস (আ.) কে মাছের পেটে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।

(৯) এখানে لن نقدر শব্দের মূল ধাতু হল قدر তথা ফয়সালা বা পাকড়াও, قدرت তথা শক্তি নয়। অতএব উক্ত বাক্যের অর্থ হবে, "আমি তাকে পাকড়াও করব না"। এ অর্থ নয় যে, "আমি তাকে ধরতে সক্ষম হব না"। কারণ, এরূপ ধারণা নবী তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মুমিনও করতে পারে না। (জালালাইন-টীকা ও মাআরিফুল কুরআন)

(১০) الظلمت বলে গাঢ় অন্ধকার বা বহুবিধ অন্ধকারকে বোঝানো হয়েছে। বহুবিধ অন্ধকার বলতে সমুদ্র গর্ভের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার ও রাতের অন্ধকারকে বোঝানো হয়েছে। (আবুস

সুউদ) মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ.)-এর থাকার বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য বৃহৎ তাফসীরের কিতাব দেখুন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩-৮৪নং আয়াতদ্বয় :

১. সবরের সুফল ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সবরকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

২. বিপদে পড়ে মুক্তির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ করা "সবর" এবং তাওয়াক্কুল-এর খেলাফ নয়। কেননা, হযরত আইয়ূব (আ.) রোগ-মুক্তির জন্য দুআ করা সত্ত্বেও অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি।

৩. হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে।

● ৮৫-৮৬নং আয়াতদ্বয় :

১. সবর, দৃঢ়তা এবং সংযমের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এবং এগুলো আল্লাহ পাকের রহমত লাভের উপায়।

২. হযরত যুলকিফ্‌ল নবী না হলেও উঁচু পর্যায়ের নেককার তথা ওলী ছিলেন।

● ৮৭-৮৮নং আয়াতদ্বয় :

১. বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, হযরত ইউনুস (আ.)-এর এরূপ চলে যাওয়া কোন নাফরমানী ছিল না। তবে ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল -যা কোন মতেই গোনাহ নয়। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যই হযরত ইউনুস (আ.) কে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। (বয়ানুল কুরআন)

২. কোন বিপদে পড়ে আল্লাহকে স্মরণ করলে এবং দুআ ইউনুস (لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظلمين) পাঠ করলে আল্লাহ পাক বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যেমন হযরত ইউনুস (আ.) কে এই দুআ পাঠ করায় আল্লাহ পাক তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾	(৮৯) আর (স্মরণ কর) যাকারিয়াকে, যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখ না[১], আর তুমি তো উত্তম ওয়ারিছ[২]।
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۪ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾	(৯০) অতঃপর আমি তার আবেদনে সাড়া দিলাম এবং তাকে দান করলাম ইয়াহ্‌ইয়া। আর তার খাতিরে তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন[৩] করে দিলাম। তারা তো নেক আমলসমূহের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হত এবং তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভয়ের সাথে। এবং আমার প্রতি তারা ছিল বিনীত।

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾	(৯১) আর (স্মরণ কর)৪ সেই নারীকে, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল[৫]। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম[৬] এবং তাকে ও তার পুত্রকে জগদ্বাসীদের জন্য নিদর্শন বানিয়েছিলাম।
اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾	(৯২) নিশ্চয়, এ-ই হল তোমাদের দ্বীন যা একমাত্র দ্বীন[৭]। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করতে থাক।
وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾	(৯৩) আর তারা (মানুষেরা) তাদের (দ্বীনের) বিষয়কে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে দিল। প্রত্যেকে আমার কাছেই ফিরে আসবে[৮]।

টীকা ও আনুসঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না। আমাকে ওয়ারিছ দাও। উল্লেখ্য, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রী বন্ধা ছিলেন। ফলে তাদের সন্তান হত না। হযরত যাকারিয়া (আ.) সন্তান লাভের আশায় উপরোক্ত দুআ করেন।

(২) অর্থাৎ, সন্তান পাই বা না পাই সব অবস্থায় তুমিই উত্তম ওয়ারিছ তথা তুমিই প্রকৃত ওয়ারিছ। কেননা, সন্তানরূপ ওয়ারিছ ফানা হয়ে যাওয়ার পরও তোমার অস্তিত্ব থাকবে।

(৩) অর্থাৎ, গর্ভে সন্তান ধারণের যোগ্যতা পয়দা করে দিলাম।

(৪) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে।

(৫) এখানে হযরত মারয়াম (আ.)-এর কথা বলা হয়েছে। যিনি বৈধ বিবাহ কিংবা অবৈধ যৌনাচার সবকিছু থেকে নিজেকে হেফাজত করেছিলেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দ্বারা মারয়াম (আ.)-এর দেহে একটি ফুঁক দিয়েছিলেন। যার ফলে হযরত মারয়াম গর্ভবতী হন।

(৭) এখানে "উম্মাত" শব্দটি মিল্লাত বা দ্বীন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীর আনীত দ্বীন এক-ই ছিল। আর তা হল ইসলাম।

(৮) আর ফিরে আসার পর তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি দেয়া হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৯নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের কাছে সন্তান কামনা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। তবে এরূপ সন্তান কামনা নেক উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। কেবলমাত্র দুনিয়ার শক্তি বা চাকচিক্যের জন্য না হওয়া চাই। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ৯০নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে বন্ধা মেয়েলোককে সন্তান ধারণের উপযোগী বানাতে পারেন।

২. পয়গম্বরদের কয়েকটি গুণের কথা জানা যায়।

(ক) তারা নেক কাজে দ্রুত অগ্রসর হতেন তথা প্রতিযোগিতা করতেন।

(খ) তারা জান্নাতের আশা এবং জাহান্নামের ভয় অন্তরে রেখে আল্লাহকে ডাকতেন।

(গ) তারা আল্লাহ পাকের সামনে সদা বিনীত থাকতেন।

● ৯১নং আয়াত :

১. সতীত্ব রক্ষার প্রশংসা করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে কুদরতীভাবে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়ামের গর্ভে দান করেছিলেন। তাই বলে তিনি কখনোই আল্লাহর সন্তান নন। (নাউযুবিল্লাহ)

● ৯২-৯৩নং আয়াতদ্বয় :

১. সকল নবীগণের আনীত দ্বীন এক-ই ছিল। আর তা হল ইসলাম। কারণ, সকলেই এক আল্লাহর দিকে মানুষকে ডেকেছিলেন। তবে শিক্ষাগত পার্থক্য অবশ্যই ছিল। পরবর্তীতে মানুষ দ্বীনের মধ্যে মনগড়া বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

২. ইবাদতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীদেরকে শাসানো হয়েছে এই বলে যে, আমার কাছে সকলকেই আসতে হবে, তখন সকলকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾	(৯৪) সুতরাং কেউ মুমিন অবস্থায় নেক আমলাদি করলে তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা হবে না এবং আমি অবশ্যই তা লিখে রাখি।
وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾	(৯৫) আর যে সব জনপদকে[১] আমি ধ্বংস করেছি তার (অধিবাসীদের) জন্য অসম্ভব যে, তারা (আবার দুনিয়াতে) ফিরে আসবে[২]।
حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾	(৯৬) পরিশেষে যখন ইয়াজূজ ও মা'জূজকে মুক্ত করে দেয়া হবে[৩] এবং তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে দৌড়ে আসতে থাকবে[৪]।
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾	(৯৭) আর সত্য ওয়াদা[৫] ঘনিয়ে আসবে তখন হঠাৎ অবস্থা এমন হবে যে, কাফেরদের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে যাবে[৬]। তারা বলবে[৭] হায় আমাদের দুর্ভোগ, আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। না-বরং আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জনপদকে অর্থাৎ, জনপদের অধিবাসীদেরকে। (জালালাইন)

(২) এখানে শব্দটি অতিরিক্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যাদেরকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি তাদের জন্য পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা এবং তওবা করা ইত্যাদি অসম্ভব। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) কেয়ামতের পূর্বে ইয়া'জূজ মা'জূজ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গোটা সভ্যজগতে হামলা চালাবে, যেন উঁচু স্থান থেকে দ্রুত নেমে আসবে। ইয়া'জূজ মা'জূজদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন সূরা কাহাফের ৯৩ ও ৯৪ নং আয়াত।

(৪) অর্থাৎ, তারা সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে মনে হবে তারা প্রত্যেক উচু স্থান থেকে দৌড়ে আসছে।

(৫) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ, তারা এতই হতবাক হবে যে, তাদের চোখের পলক পড়বে না।

(৭) "তারা বলবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪নং আয়াত :

১. নেক আমল এবং ভাল কাজ আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মুমিন হওয়া শর্ত। কাফেরের কোন ভাল কাজ আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কেউ নেক আমলের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেনা।

৩. আমলনামার বিষয়টি প্রমাণিত।

● ৯৫নং আয়াত :

ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তওবা করে সত্য পথে ফিরে আসতে হবে। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর পৃথিবীতে ফিরে আসার এবং তওবা করার সুযোগ নেই।

● ৯৬নং আয়াত :

১. কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে ইয়াজূজ ও মা'জূজ নামক দুটো গোষ্টির আবির্ভাব ঘটবে। (তাদের আবির্ভাব কেয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম একটি।)

২. তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে গোটা সভ্য জগতে হামলা চালাবে, যেন উঁচু স্থান থেকে দ্রুত নেমে আসবে।

● ৯৭নং আয়াত :

১. কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উপলব্ধি করা যায়।

২. কেয়ামতের ভয়াবহতার সামনে সকল অপরাধী নিজেদের অপরাধকে স্বীকার করবে।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۭ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾	(৯৮) তোমরা১ এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা (সকলে) তাতেই নামবে।

(৯৯) এগুলো যদি মা'বূদ-ই হত তবে তাতে নামত না। আর সকলে-ই সেখানে স্থায়ী হবে।	لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾
(১০০) সেখানে থাকবে তাদের আর্তচিৎকার আর সেখানে তারা শুনতেও পাবে না।	لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾
(১০১) আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য কল্যাণ পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে তাদেরকে অবশ্যই সেখান থেকে দূরে রাখা হবে[২]।	اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾
(১০২) তারা সেখানের সামান্য শব্দও শুনতে পাবে না। এবং তারা থাকবে তাদের মনের কাঙ্খিত জিনিসের মধ্যে।	لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾
(১০৩) মহা ভীতি[৩] তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না। আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে খোশ আমদেদ জানাবে এবং বলবে,[৪] এই তো সেই দিন যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত।	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾
(১০৪) স্মরণ কর[৫] সেদিনকে, যেদিন আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে আনব লিখিত বিষয়ের কাগজ গুটানোর মত[৬]। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টির সময় (সব কিছুর) সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় তা সৃষ্টি করব। (এটা) আমার ওয়াদা। অবশ্যই আমি (তা) করব।	يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হে মক্কার কাফির সম্প্রদায়।

(২) শানে নুযূল : ইবনুয্ যাবআরী নামক একজন কিতাবী আলেম উপরোক্ত ৯৮নং আয়াত নাযেল হওয়ার পর বলল, হযরত ঈসা, উযায়ের এবং ফেরেশতাগণেরও তো ইবাদত করা হয়ে থাকে। তবে কি তারাও (নাউজুবিল্লাহ) জাহান্নামের ইন্ধন হবে? এর উত্তরে আল্লাহ পাক ১০১নং আয়াত নাযেল করেন। অর্থাৎ, যাদের জন্য আমার কল্যাণ পূর্বেই নির্ধারিত আছে। যেমন নবী, ফেরেশতাগণ তারা অবশ্যই জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে।

(৩) মহা-ভীতি অর্থাৎ, শিংগার ফুৎকার, কেয়ামতের ভয়াবহতা ইত্যাদি।

(৪) "এবং বলবে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৫) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৬) سجل শব্দের অর্থ দফতর, কিতাব, কাগজ এবং كتب শব্দের অর্থ লিখিত বিষয়। এখানে কেয়ামতের দিবসের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যেদিন আসমান ও যমীনকে গুটিয়ে ফেলা হবে যেভাবে

www.maktabatulabrar.com

লিখিত বিষয়ের কাগজ গুটানো হয়। এভাবে আকাশমণ্ডলীকে গুটানোর দ্বারা তার কার্যক্রম সমাপ্ত করার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এরপর ভিন্ন আকাশ সৃষ্টি করা হবে। সূরা হিজরের (১৩ নং পারা) ৪৮ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৮-৯৯নং আয়াত :

১. শির্কের ভয়াবহ পরিণতি এবং তার ভ্রান্তির বিষয়টি জানা যায়।

২. জাহান্নামের মূর্তি পূজারীদের সাথে তাদের প্রতীমাগুলোকেও রাখা হবে, যাতে ঐই প্রতীমাগুলোকে দেখে তাদের মনঃকষ্ট বৃদ্ধি পায় এই ভেবে যে, এই অথর্বদের পূজা-অর্চনা করার কারণেই আজ তাদের এই দশা!

৩. দেবদেবী পূজারীদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

৪. দেবদেবীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হল। তারা সত্য হলে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হতনা।

● ১০০নং আয়াত :

১. জাহান্নামের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যে, কঠিন শাস্তির কারণে তারা আর্তনাদ করতে থাকবে।

২. জাহান্নামীদের শোরগোলের কারণে তারা একে অপরের আওয়াজ শুনতে পাবেনা।

● ১০১–১০৩নং আয়াতসমূহ :

১. নবী এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবেন।

২. তাদেরকে কোনরূপ ভয়াবহতা স্পর্শ করবেনা।

৩. ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

৪. জান্নাতে মনে যা চাইবে তা পাওয়া যাবে।

৫. জান্নাত চিরস্থায়ী।

● ১০৪নং আয়াত :

১. কেয়ামতের সময় আকাশ (তদ্রূপ পৃথিবী)-এর কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়া হবে।

২. মানুষ প্রথম যেমন সৃষ্টি হয়েছে তদ্রূপ উলঙ্গ ও নগ্নপদ অবস্থায় ময়দানে হাশরে উত্থিত হবে।

৩. প্রথমবার যেমন আল্লাহ সব সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তদ্রূপ সবকিছুর পুনঃসৃষ্টি তার পক্ষে মোটেই কঠিন নয় বরং সহজ।

৪. কেয়ামত, হাশর এবং পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে।

(১০৫) আর আমি তো অবশ্যই লওহে মাহফূযের[১] (লেখার) পর (আসমানী) কিতাব-সমূহে[২] লিখে দিয়েছি যে, আমার নেককার বান্দাগণ-ই পৃথিবীর[৩] উত্তরাধিকারী হবে।	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

(১০৬) নিশ্চয়, এতে (কুরআনে) যথেষ্ট বার্তা[৪] রয়েছে ইবাদতকারী লোকদের জন্য।	اِنَّ فِیْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِیْنَ ﴿۱۰۶﴾
(১০৭) আর আমি জগতসমূহের[৫] জন্য রহমতরূপেই তোমাকে পাঠিয়েছি।	وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰۷﴾
(১০৮) তুমি বল, আমার কাছে তো এই ওহী-ই পাঠানো হয় যে, নিঃসন্দেহে তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ। সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে কি[৬]?	قُلْ اِنَّمَا یُوْحٰۤی اِلَیَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾
(১০৯) এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদের মধ্যে পরিস্কারভাবে ঘোষণা করে দিয়েছি[৭]। আর তোমাদেরকে যে বিষয়ের[৮] ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা নিকটে, না-কি দূরে তা আমি জানি না।	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ اَمْ بَعِیْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۹﴾
(১১০) নিশ্চয়, তিনি (তোমাদের) প্রকাশ্য কথা জানেন এবং যে কথা তোমরা গোপন কর তা-ও জানেন।	اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَیَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۱۱۰﴾
(১১১) আর আমি জানি না[৯] হয়তো এটা[১০] তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা এবং একটা সময় পর্যন্ত ভোগের সুযোগ।	وَاِنْ اَدْرِیْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِیْنٍ ﴿۱۱۱﴾
(১১২) সে (রসূল) বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি সঠিক ফয়সালা করে দাও। আর আমাদের প্রতিপালক অতি মেহেরবান, তোমরা যা বলছ[১১] সে বিষয়ে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।	قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ذكر শব্দের দ্বারা লওহে মাহফূযকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(২) এখানে زبور বলে সকল আসমানী কিতাবকে বোঝানো হয়েছে। কেবলমাত্র দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ যাবূর কিতাব নয়। (জালালাইন)

(৩) এখানে "পৃথিবী" বলে জান্নাতের পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে জান্নাতীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই পৃথিবীর মালিক বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব।" (যুমার-৭৪) সূরা যুমার-এর উক্ত আয়াতে স্পষ্টতঃ-ই "পৃথিবী" বলে জান্নাতের পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মত-ও এটাই।

www.maktabatulabrar.com

(৪) যথেষ্ট, পর্যাপ্ত বোঝানোর জন্য بَلٰغًا শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। অর্থাৎ, কুরআনে জান্নাত লাভের পর্যাপ্ত বিষয় রয়েছে। (জালালাইন-টীকা)

(৫) عالمين শব্দের মধ্যে মানব, জ্বিন, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকলের জন্যই রহমত স্বরূপ। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের দ্বারা নির্দেশ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।

(৭) অর্থাৎ, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদির কথা। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, কেয়ামত এবং আযাব।

(৯) ما শব্দটি এখানে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন)

(১০) এটা অর্থাৎ, শাস্তি আসতে দেরি হওয়ার ব্যাপারটা হয়তো তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা যেন তোমরা ঈমান আনার সুযোগ পাও অথবা কিছু দিন আরো ভোগ-বিলাসের সুযোগ দান।

(১১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যাবতীয় মিথ্যারোপ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৫নং আয়াত :

১. একমাত্র নেককার মুমিনগণই জান্নাতের অধিকারী হবে। কাফের, মুশরিকরা নয়।

২. "উত্তরাধিকারী হবে" কথাটির মধ্যে ইংগিত রয়েছে যে, জান্নাতের অধিকার লাভ করা, এটা হল এক মজবূত অধিকার, যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভকৃত বিষয়ের মালিকানা হয় অত্যন্ত দৃঢ় মালিকানা।

● ১০৬নং আয়াত :

নাজাতের জন্য পবিত্র কুরআনের অনুসরণ-ই যথেষ্ট। কুরআনে কারীমেই পর্যাপ্ত বার্তা রয়েছে। তবে যেহেতু কুরআনের ব্যাখ্যা হল হাদীছ এবং নবী ও সাহাবাগণ হলেন কুরআনের বাস্তব আমলকারী, সেহেতু হাদীছ এবং নবী ও সাহাবাদের অনুসরণ করাও অপরিহার্য্য।

● ১০৭নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত সব যুগের সকলের জন্য, তিনি শাশ্বত নবী।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মানব জাতির জন্যই নন, বরং সমস্ত মাখলূকের জন্যই রহমত স্বরূপ।

● ১০৮নং আয়াত :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৩. তাওহীদের শিক্ষার সামনে আত্মসমর্পন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ১০৯নং আয়াত :

১. নবী কর্তৃক তাওহীদ, রেসালাত, পরকাল ইত্যাদির শিক্ষা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল না।

৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়েবের জ্ঞান ছিল না। তবে হ্যা যেসমস্ত টুকিটাকি বিষয় তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেগুলো ব্যতিক্রম।

● ১১০নং আয়াত :

আল্লাহ পাকের সর্বজ্ঞানী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

● ১১১নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে কাফেরদেরকে এবং খোদাদ্রোহীদেরকে সব সময় শাস্তি না দেয়ার পেছনে বিরাট হেকমত নিহিত আছে।

● ১১২নং আয়াত :

১. মুমিনদের সব বিষয়ে আল্লাহ পাকের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, তিনিই সব বিষয়ের সঠিক ফয়সালাকারী।

২. আল্লাহর আর-রহমান গুণবাচক নাম প্রমাণিত।

(২২) সূরা হজ্জ[১], মক্কী
৭৮ আয়াত, ১০রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ①

(১) হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের কম্পন[২] একটি মহা বিষয়।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ②

(২) যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন সকল স্তন্যদাত্রী মহিলা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবতী মহিলা তার গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি এমন দেখবে যেন মাতাল। অথচ তারা মাতাল নয়। বরং আল্লাহর শাস্তি (হবে) খুবই কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ③

(৩) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে[৩]। এবং তারা অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ④

(৪) যার[৪] ব্যাপারে লিখে দেয়া হয়েছে যে, তার সাথে যে কেউ বন্ধুত্ব করবে তাকে অবশ্যই সে গোমরাহ করবে এবং প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের শাস্তির দিকে তাকে পরিচালিত করবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার নামকরণ : এই সূরায় হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক কাবাঘর পুনঃনির্মাণ এবং হজ্জের ঘোষণা দানের কথা আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই সূরার নাম "হজ্জ" রাখা হয়েছে। সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় ও এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) কম্পন কেয়ামতের পূর্বেও হবে, কেয়ামতের দিনও হবে। হাদীছের আলোকে মনে হয় এ আয়াতে উল্লেখিত কম্পন সেই কম্পন যা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) শানে নুযূল : আয়াতটি নজর বিন হারিস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে বলত, ফেরেশতারা হল আল্লাহর কন্যা সন্তান, কুরআন হল পুরনো দিনের রূপকথা ইত্যাদি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, যে শয়তানের ব্যাপারে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-২নং আয়াতদ্বয় :

১. তাকওয়া তথা খোদাভীতির নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. কেয়ামতের আকীদা প্রমাণিত।

৩. কেয়ামতের দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৩নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের সত্তা এবং গুণাবলীর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের ইল্‌মের খেলাফ মন্তব্য করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. শয়তানের অনুসরণের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

● ৪নং আয়াত :

শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব এবং তার অনুসরণের একমাত্র পরিণতি হল গোমরাহী এবং জাহান্নাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ

(৫) হে লোক সকল, যদি তোমরা পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে (ভেবে দেখ)[১] আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে,[২] অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর লেগে থাকা জমাট রক্ত থেকে, অতঃপর পুরো আকৃতি অথবা অসম্পূর্ণ আকৃতির[৩] মাংসপিণ্ড থেকে। তোমাদের কাছে (আমার কুদরত) স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে দেয়ার জন্য। এবং যে বীর্যকে ইচ্ছা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মায়ের গর্ভে স্থির রেখে দেই। তারপর তোমাদেরকে আমি শিশুরূপে বের করি। তারপর (তোমাদেরকে প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা নিজেদের যৌবনে উপনীত হও।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝٥

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْىِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ۝٧

আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটানো হয় (যৌবনের পূর্বেই) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিকৃষ্টতম বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যার ফলে সে কোন বিষয়ে জানার পর তা না জানা হয়ে যায়। আর তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক। অতঃপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়ে ওঠে। আর উৎপন্ন করে সব রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

(৬) এসব এ জন্য যে, আল্লাহ-ই সত্য, আর তিনিই প্রাণহীনের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তিনি সব কিছুর ব্যাপারে সর্ব শক্তিমান।

(৭) আর (এ জন্য যে,) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং আল্লাহ অবশ্যই কবরবাসীদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ভেবে দেখ" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) মানবদেহ তৈরির প্রথম উপাদান হল মাটি। কেননা, মাটি থেকে উৎপাদিত শস্য খাওয়ার ফলেই দেহে বীর্য তৈরী হয় এবং তা থেকে সন্তান জন্মলাভ করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) মুফাসসিরগণ বলেন যে, মাংসপিণ্ড পুরো আকৃতি সম্পন্ন হলে শিশু জন্মলাভ করে অন্যথায় গর্ভপাত হয়ে যায়। এখানে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রম দেখানো হয়েছে। তা হল, মায়ের পেটে বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়, এসময়ে তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয়। (১) তার বয়স কত হবে। (২) সে কী পরিমাণ রিযিক পাবে। (৩) সে কী কী কাজ করবে। এবং (৪) সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগ্য। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫-৭নং আয়াতসমূহ :

১. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সত্য। আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির এবং পতিত ভূমির ফসলযোগ্য করে তোলার দু'টি উদাহরণ পেশের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যিনি প্রথমবার মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন এবং পতিত ভূমিকে ফসলের যোগ্য করে তোলেন, তাঁর জন্য মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়।

www.maktabatulabrar.com

২. চরম বার্ধক্যে উপনীত হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য বৃদ্ধদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বয়সে উপনীত হওয়া থেকে আল্লাহ পাকের কাছে পানাহ চেয়েছেন।

৩. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দিয়ে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপর দলীল পেশ করা বৈধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. আল্লাহ পাকের একত্ব, তাঁর বিপুল শক্তি, কেয়ামতের বাস্তবতা এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝٨

ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠

(৮) আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে[১] যে ইল্‌ম, প্রমাণ এবং উজ্জ্বল কিতাব[২] ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে,

(৯) অহংকারবশত।[৩] যেন আল্লাহর পথ থেকে (অন্যদেরকে) গোমরাহ করতে পারে। তার জন্য দুনিয়ার জীবনে রয়েছে অপমান আর কেয়ামতের দিবসে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব।

(১০) তাকে বলা হবে[৪], এতো তোমার কৃতকর্মের-ই ফল। আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহ আবূ জেহেল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন)

(২) কারো কারো মতে, এই আয়াতের মধ্যে ইল্‌ম বলে ইল্‌মে জরূরী, প্রমাণ বলে ইল্‌মে ইসতিদলালী আক্‌লী এবং উজ্জ্বল কিতাব বলে ইল্‌মে ইসতিদলালী নক্‌লীকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) ثانى عطفه -র শাব্দিক অর্থ হল যে পার্শ্বদেশ বাঁকিয়ে রাখে। এ দ্বারা অহংকারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। (কারণ, মানুষ কখনো অহংকার বশত পার্শ্ব পরিবর্তন করে, পার্শ্বদেশ বাঁকিয়ে রাখে, ঘাড় বাঁকিয়ে নেয়।) [আবুস সুউদ]

(৪) "তাকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮নং আয়াত :

যে বিষয়ে পর্যাপ্ত ইল্‌ম এবং উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ নেই সে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অতি জঘন্য ব্যাপার। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৯নং আয়াত :

১. অহংকারীর নিন্দা করা হয়েছে। এতে অহংকারের কুফল এবং নিন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

২. অন্যকে গোমরাহ করার প্রতিফল হল দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

● ১০নং আয়াত :

১. আখেরাতে মানুষ তার কৃতকর্মের-ই ফল পাবে।

২. আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করবেন না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑪

(১১) আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে থেকে[১]। সেমতে যদি তার কোন কল্যাণ লাভ হয় তবে সে এর ফলে শান্ত হয়। আর যদি তার কোন বিপদ ঘটে তবে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হল দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ⑫

(১২) সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যে না তার ক্ষতি করতে পারে, আর না তার উপকার করতে পারে। এটাই হল সুদূর গোমরাহী[২]।

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ⑬

(১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে অবশ্যই যার ক্ষতি তার উপকার থেকে অধিক নিকটবর্তী[৩]। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক, আর কত নিকৃষ্ট এই সাথী।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ⑭

(১৪) যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। আল্লাহ তো যা ইচ্ছা তাই করেন।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ⑮

(১৫) যে লোক মনে করে যে, আল্লাহ তাকে (রসূলকে) দুনিয়া ও আখেরাতে কখনোই সাহায্য করবেন না, সে আসমান পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে নিক এরপর (সেই রশির সাহায্যে আসমানে আরোহণ করে ওহীকে) বিচ্ছিন্ন করুক। অতঃপর সে দেখুক তার (এই) প্রচেষ্টা তার চরম গোস্বার

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) طرف শব্দের অর্থ কিনারা, প্রান্ত। অর্থাৎ, এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা দ্বীনের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করত না। বরং এক প্রান্তে থাকত। ইসলামের কারণে দুনিয়াবী কোন লাভ অর্জিত হলে তারা বলত, এই দ্বীন ভাল। আর সামান্য কোন ক্ষতি সাধিত হলে দ্বীন থেকে সরে যেত।

(২) সুদূর গোমরাহী অর্থ চরম গোমরাহী ।

(৩) অর্থাৎ, যদি মেনে নেয়া হয় যে, এসব মা'বূদরা তার উপকার করবে, কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে, তবুও তার ক্ষতিই তো বেশী। কারণ, তারা এসবের ফলে দু'নিয়াতেই ভোগ করছে অপমান এবং লাঞ্ছনা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, ওহীকে। আয়াতে বুঝানো হয়েছে, যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুশমনী করে এবং কামনা করে যে আল্লাহ তাকে সাহায্য না করুক, তারা যেন আসমানে আরোহণ করে আল্লাহর কাছ থেকে ওহীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কারণ, আল্লাহ যাকে নবুয়তের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং যার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন তাকে তো তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। কাজেই তাদের এরূপ আসমানে আরোহণ করাও সম্ভব নয়, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করাও সম্ভব নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১নং আয়াত :

১. মুনাফেক ও মুরতাদদের নিন্দা করা হয়েছে। তারা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য দ্বীনকে গ্রহণ করে। দুনিয়াবী স্বার্থ না পেলে দ্বীন থেকে সরে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত মুমিন সব অবস্থায় দ্বীনের উপর অবিচল থাকে।

২. দুনিয়ার স্বার্থ না পেলে দ্বীন থেকে সরে যাওয়া দ্বারা দুনিয়া আখেরাত সব স্থানের স্বার্থই বিনষ্ট হয়। দ্বীনের উপর অটল থাকলে দুনিয়া না পাওয়া গেলেও আখেরাত তো অবশ্যই পাওয়া যেত।

● ১২-১৩নং আয়াত :

১. মুশরিকদের চরম মূর্খতার কথা জানা যায়। কারণ, তারা এমন বস্তুর ইবাদত করে যা তাদের কোন উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।

২. মূর্তিরা এমনই অথর্ব যে, তারা বড় হিসেবেও কিছু করতে পারবেনা, সমপর্যায়ের হিসাবেও কিছু করতে পারবে না। অতএব ওরা অভিভাবক হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না, সাথী সহচর হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না।

● ১৪নং আয়াত :

১. ঈমান এবং নেক আমলের ফযীলত জানা গেল যে, তার দ্বারা জান্নাত অর্জিত হবে।

২. জান্নাতের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে।

৩. আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি ঈমান ও নেক আমলের যে পুরস্কার দিতে চান তা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।

● ১৫নং আয়াত :

আল্লাহ তার নেক বান্দাগণকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কাফের, মুশরিক এবং ইসলামের শত্রুরা এতে যত নাখোশ হোক না কেন।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

(১৬) আর এভাবেই আমি তা (কুরআন) নাযেল করেছি সুস্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক আয়াতরূপে। আর আল্লাহ তো তাকেই হেদায়েত দান করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

(১৭) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, সাবেয়ী[১], খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে, এদের সকলের মধ্যে আল্লাহ তো অবশ্যই কেয়ামতের দিবসে ফয়সালা করে দিবেন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সাবেয়ী হল খৃষ্টানদের একটি উপদল, যারা যাবূর পাঠ করত এবং তারকা পূজা করত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, কার্যত ফয়সালা করবেন এভাবে যে, মুমিনদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন আর কাফেরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করাবেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬নং আয়াত :

১. কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক।

২. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই কেবলমাত্র হেদায়েত দান করেন। তবে কথা হল, যে ব্যক্তি হেদায়েতের আকাঙ্খী হয় এবং হেদায়েত তলব করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ হেদায়েতের ইরাদা করে নেন। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

৩. আল্লাহর চাওয়া ব্যতীত হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নয়। তাই হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই।

● ১৭নং আয়াত :

১. মুমিন, ইয়াহুদী, সাবেয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও মুশরিক– এদের মধ্যে কারা হক, কারা বাতিল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন।

২. কেয়ামতের দিন হল হক, বাতিল এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার দিন।

৩. "আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন" বলে বাতিলকে শাসানো হয়েছে।

৪. আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সেমতে তিনি সবকিছুর ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।

www.maktabatulabrar.com

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ﴿١٨﴾

(১৮) তুমি কি জান না যে, আল্লাহর সামনে (নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী) সাজদা করছে[১] যারা আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যারা আছে পৃথিবীতে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ, জীব-জন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে আযাব। আর আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তাই করেন।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۡ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۭ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾

(১৯) এরা দু'টি পরস্পর বিরোধী দল[২], যারা নিজেদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে। অতএব (তাদের মধ্যে কার্যত মীমাংসা হবে এভাবে যে,) যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য তাদের পরিমাপে আগুনের পোষাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে প্রচণ্ড গরম পানি।

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾

(২০) যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে[৩] তা এবং চামড়া গলিয়ে দেয়া হবে।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾

(২১) এবং তাদের জন্য রয়েছে লোহার হাতুড়িসমূহ।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۡ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾

(২২) যখনই তারা যন্ত্রণার চোটে সেখান থেকে বের হতে চাবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এবং তাদেরকে বলা হবে[৪] দগ্ধকারী আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۭ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

(২৩) যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার চুড়ি[৫] ও মুক্তা দিয়ে সজ্জিত করা হবে। আর সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশম।

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾

(২৪) আর তারা কালিমায়ে তাইয়্যেবার[৬] হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলছে। কেবলমাত্র সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়। কেননা, সৃষ্টিগত আনুগত্য তো কাফেরও করছে। অথচ আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আনুগত্যের কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য শাস্তি সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এখানে চাঁদ সুরূজ, পাহাড়, গাছ ইত্যাদি জড় বস্তুর আনুগত্যের কথাও বলা হয়েছে। এতে অবাস্তব কিছুই নেই। কারণ, তাদের মধ্যেও চেতনা আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) একদল হল মুসলমান, আর ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক সবাই মিলে হল অপর দল। মুসলমানরা আল্লাহর একত্ববাদের দাবী করছে, আর তারা আল্লাহর সাথে অপরকে শরীক করছে।

(৩) অর্থাৎ, নাড়িভুড়ি এবং চামড়া গলে যাবে। তবে গলে যাওয়ার পর পুনরায় নতুন চামড়া সৃষ্টি করা হবে। কাজেই শাস্তি থেকে তারা বাঁচতে পারবে না।

(৪) "তাদেরকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৫) সোনার চুড়ি যদিও স্বাভাবিক ভাবে মহিলারা পরিধান করে থাকে, কিন্তু পূর্বযুগে রাজা-বাদশাহগণও সোনার চুড়ি পরিধান করতেন। রাজ মুকুটের মত এটাও ছিল একটি বিশেষ মর্যদার বস্তু। অন্য আয়াতে আছে, জান্নাতীদেরকে রূপা'র চুড়ি পরানো হবে। এর সমাধানে তফসীরকারকগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকমের চুড়ি পরানো হবে। স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মুক্তা নির্মিত। উল্লেখ্য, দুনিয়াতে পুরুষের জন্য স্বর্ণ, রেশম ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম।

(৬) কালিমায়ে তাইয়্যেবা বলে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কে বুঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের প্রভূত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, প্রাণীজগত এবং জড়জগত সকলেই আল্লাহ'র সামনে মাথা নত করছে।

২. তিনিই একমাত্র সম্মান এবং অপমানের মালিক।

৩. আয়াতের তেলাওয়াত শেষে সাজদা করা ওয়াজিব।

● ১৯নং আয়াত :

১. আক্বীদা এবং আদর্শের ক্ষেত্রে মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মানুসারীরা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। সকলে নিজ নিজ আদর্শে থাকা অবস্থায় কখনোই আদর্শের ক্ষেত্রে সকলের মিলন সম্ভব নয়।

২. কাফেরদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

৩. জাহান্নামীদের মাথার উপর প্রচণ্ড গরম পানি ঢালা হবে।

● ২০-২২নং আয়াতসমূহ :

জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার শাস্তির বিবরণ রয়েছে।

● ২৩নং আয়াত :

১. ঈমান ও নেক আমলের ফযীলত জানা গেল যে, তার ওছীলায় জান্নাত লাভ হবে।

২. জান্নাতের তলদেশে বিভিন্ন প্রকার নহর থাকবে।

www.maktabatulabrar.com

৩. জান্নাতে স্বর্ণ, রেশম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। যদিও তা দুনিয়াতে পুরুষের জন্য হারাম। এতে বুঝা যায়, জান্নাত হল নেয়ামত ভোগের জায়গা, দুনিয়া নয়।

৪. জান্নাতীদেরকে চুড়ি পরতে দেয়া হবে। ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

● ২৪নং আয়াত :

কালিমায়ে তাইয়্যেবার ফযীলত জানা যায়।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ِالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۭ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

(২৫) নিশ্চয়ই (আমি বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব ঐসব লোকদেরকে) যারা কুফ্‌রী করে, বাধা প্রদান করে (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদে হারাম[১]থেকে –যাকে আমি সেখানের স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান বানিয়েছি– এবং যারা সেখানে সীমালংঘন করে ধর্ম বিরোধী কিছু করতে চায়[২] তাদেরকে আমি অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মসজিদে হারাম ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ'র চারিপাশে নির্মিত হয়েছে। কখনো মসজিদে হারাম বলে মক্কার পুরো হেরেম শরীফকে বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতেও তা-ই করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) ধর্ম বিরোধী কাজ সব স্থানেই শাস্তির কারণ। কিন্তু হরম শরীফের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয় বলে সেখানে ধর্ম বিরোধী কাজ করা অধিকতর শাস্তির কারণ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫নং আয়াত :

১. কুফরী, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়া ও মসজিদে হারামে বাধা দেয়া জঘন্ন ধরনের অপরাধ।

২. মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে অংশে হজ্জ সম্পাদন করা হয়, তা সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সাধারণ ওয়াক্‌ফ। কারো ব্যক্তি মালিকানা সেখানে হতে পারে না। এমনকি সেখানের ঘর ইত্যাদি ভাড়া দেওয়াও হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. বায়তুল্লাহ শরীফে গমনের পথে মানুষকে বাধা দেয়া অতি জঘন্য কাজ। এবং অন্যান্য স্থানে গোনাহ করার পর তা লেখা হয়, কিন্তু হেরেম শরীফে গোনাহের ইচ্ছা করলেও গোনাহ লেখা হয়ে যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২৬) আর (স্মরণ কর)[১] যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ'র স্থান[২] জানিয়ে দিলাম এবং তাকে নির্দেশ দিলাম যে,[৩] আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না[৪] এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখ তাওয়াফকারী, নামাযে দণ্ডায়মান এবং রুকূ-সাজদা আদায়কারীদের জন্য।	وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾
(২৭) আর মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দিয়ে দাও[৫]। তারা তোমার কাছে আসবে পত্রেজে এবং দুর্বল উটসমূহে[৬] (সওয়ার হয়ে) যেগুলো বহু দীর্ঘ পথ৭ পেরিয়ে আসবে।	وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾
(২৮) যাতে তারা নিজেদের লাভজনক স্থানসমূহে[৮] উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে যে সব গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু রিযিক হিসেবে দান করেছেন সেগুলোর উপর নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহর (নাম) স্মরণ করতে পারে[৯]। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর[১০] এবং বিপন্ন অভাবী লোকদেরকে আহার করাও।	لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾
(২৯) এর পর তারা যেন অপরিচ্ছন্নতা দূর করে[১১] এবং নিজেদের ওয়াজিবসমূহ[১২] পূরণ করে এবং তওয়াফ করে বাইতুল আতীকের[১৩]।	ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তখন "বায়তুল্লাহ" শরীফের স্থানটি ছিল মাত্র, ঘর ছিলনা। উল্লেখ্য যে, বায়তুল্লাহ সর্ব প্রথম নির্মাণ করে ফেরেশতাগণ। এরপর পর্যায়ক্রমে হযরত আদম (আ.), হযরত শীছ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), আমালেকা গোত্র, জুরহুম গোত্র, কুসাই গোত্র, কুরাইশ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং সর্বশেষ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নির্মাণ করেন। (জালালাইন-টীকা)

(৩) "নির্দেশ দিলাম" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে।

(৪) এই বাক্য ইবরাহীম (আ.) কে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে বলে দেয়াই উদ্দেশ্য। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৫) বর্ণিত আছে এই নির্দেশ পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমের কাছে, ভিন্ন বর্ণনা মতে জাবালে আবী কুবায়ছে আরোহণ করে মানুষকে হজ্জের জন্য আসার আহবান জানালেন। এই আহবান পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এমনকি মাতৃগর্ভে এবং রূহের জগতে যারা ছিল সকলেরই কানে পৌছে গেল। যারা তখন "লাব্বাইক" বলেছিল, পরবর্তীতে তাদের-ই হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং হবে। (মাআরিফুল কুরআন–কুরতুবী, মাজহারী)

(৬) "দুর্বল উট" বলার কারণ হল বহু দূরের পথ অতিক্রম করার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে।

(৭) فج শব্দের অর্থ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তা আর عميق শব্দের অর্থ বহুদূর গভীর। পরবর্তীতে দীর্ঘপথ বোঝানোর জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) হজ্জের স্থানসমূহকে লাভজনক স্থান বলার কারণ হল, সেখানে আখেরাতের লাভ তথা গোনাহ মাফ হওয়া, বিপুল ছওয়াব হাসিল হওয়া ইত্যাদি যেমনি অর্জিত হয়, তেমনি দুনিয়ার লাভ যথা কুরবানীর গোশত খাওয়া, ব্যবসা করা ইত্যাদিও হাসিল হয়। তবে দুনিয়ার লাভকে প্রাধান্য দেওয়া নিন্দনীয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) এখানে নির্ধারিত দিন অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ আল্লাহর নামে কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(১০) এখানে নির্দেশসূচক বাক্য এসেছে জায়েয বোঝানোর জন্য, ওয়াজিব বোঝানোর জন্য নয়।

(১১) অর্থাৎ, ইহরাম বাধার পর চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি হারাম ছিল। কুরবানী করার পর সেগুলো পরিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(১২) অর্থাৎ, মান্নত করার মাধ্যমে যদি কেউ কোন নফল আমল নিজের উপর ওয়াজিব করে থাকে তবে তা পূরণ করতে বলা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হল হজ্জের দায়িত্বসমূহ। (আবুস সুউদ)

(১৩) "বাইতুল আতীক" অর্থ প্রাচীন গৃহ। অথবা ঐই গৃহ যাকে আল্লাহ জালেম ও আগ্রাসীদের আগ্রাসন ও আধিপত্য থেকে মুক্ত রেখেছেন তথা নিরাপদ রেখেছেন। এ অর্থে এটি নিরাপদ গৃহ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬নং আয়াত :

১. "ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ'র স্থান জানিয়ে দিলাম" কথা থেকে প্রমাণিত হয় বায়তুল্লাহ পূর্বেও ছিল, হযরত ইবরাহীম (আ.)ই বায়তুল্লাহর প্রথম নির্মাতা নন।

২. কাবা শরীফকে শির্ক, কুফ্‌র এবং ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র রাখা সকল মুসলমানের দায়িত্ব।

● ২৭নং আয়াত :

১. সাধ্য অনুযায়ী কাজ করলে অবশিষ্টটুকু আল্লাহই সম্পন্ন করে দেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) ঘোষণা দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা সে আওয়াজ সকলের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এক বর্ণনা মতে এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জের ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে, তাহলে হজ্জের ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ পাওয়া গেল।

২. বহুদূরের পথ অতিক্রম করে লোকদের হজ্জে আসার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে।

● ২৮নং আয়াত :

১. হজ্জের সফরে ব্যবসা করা জায়েয। (তবে এটাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।)

২. যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ আল্লাহর নামে কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. কুরবানীর গোশত আহার করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত।

৪. কুরবানীর গোশত গরীবদেরকে দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ২৯নং আয়াত :

১. কুরবানী'র পর হাজীগণ ইহরাম খুলে ফেলবে, মানত পূরা করবে এবং তওয়াফ করবে।

২. কাবাগৃহ চিরকাল কাফের, জালেমদের আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকবে।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ﴿۳۰﴾

(৩০) এই হল বিধান[১]। আর যদি কেউ আল্লাহ কর্তৃক মর্যাদাপ্রদত্ত জিনিসসমূহের মর্যাদা দেয়[২] তবে তার প্রতিপালকের কাছে এটা তার জন্য অতি উত্তম। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হয়[৩]। সুতরাং তোমরা বেঁচে থাক অপবিত্রতা অর্থাৎ, মূর্তিসমূহ থেকে এবং বেঁচে থাক মিথ্যা বলা থেকে,

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

(৩১) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে যেন আসমান থেকে পতিত হল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে দূরবর্তী কোন স্থানে নিক্ষেপ করল[৪]।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

(৩২) এই হল বিধান। আর কেউ আল্লাহ'র শাআইরকে[৫] সম্মান করলে এটা তো (তার) অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই অর্জিত[৬]।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿۳۳﴾

(৩৩) এগুলোর (চতুষ্পদ জন্তু) মধ্যে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত[৭] তোমাদের জন্য বহু উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোর যবাই হালাল হওয়ার স্থান হল নিরাপদ গৃহের নিকটে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "বিধান" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) "আল্লাহ কর্তৃক মর্যাদাপ্রদত্ত জিনিসসমূহ" বলে শরীয়তের বিধানাবলীকে বোঝানো হয়েছে। মসজিদে হারাম, হেরেম শরীফ ও সম্মানিত মাসসমূহের সম্মান করাও "আল্লাহ কর্তৃক মর্যাদাপ্রদত্ত জিনিসসমূহ"কে মর্যাদা প্রদানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৩) অর্থাৎ, যেগুলো অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মৃত জন্তু , যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি– এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম।

(৪) এই উপমা দ্বারা ধ্বংস হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ'র সাথে শরীক করবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

(৫) شعائر (শাআইর) শব্দটি شعيرة -এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত বা চিহ্ন। যেসব জিনিসকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয় সেগুলোকে "শাআইরে ইসলাম" বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ বিধান-ই এমন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীনের আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন খোদাভীতি এবং তাকওয়ার-ই লক্ষণ।

(৭) অর্থাৎ, হরম শরীফে যবেহ করার জন্য উৎসর্গ করার পূর্ব পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা সব রকম উপকার লাভ করা হালাল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০নং আয়াত :

১. "আল্লাহ কর্তৃক মর্যাদাপ্রদত্ত জিনিসসমূহ"কে মর্যাদা প্রদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ২ নং টীকা।

২. শরীয়তের বিধান পালন করার মধ্যেই রয়েছে সব রকমের সফলতা।

৩. মূর্তি পূজা হল একটি অপবিত্রতা।

৪. মূর্তি পূজা সহ সব রকম মিথ্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৩১নং আয়াত :

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. শিরকের পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

● ৩২নং আয়াত :

১. শাআইরে দ্বীন-এর সম্মান করার বিধান বর্ণিত হয়েছে।

২. শাআইরে দ্বীন-এর সম্মান করা তাকওয়া এবং খোদাভীতির পরিচয় বহন করে।

৩. তাকওয়া এবং খোদাভীতির স্থান হল মানুষের হৃদয়।

● ৩৩নং আয়াত :

১. কুরবানীর পশুকে নিয়মতান্ত্রিক হাদী বানানোর পূর্বে তার থেকে সব রকম উপকার গ্রহণ করা জায়েয। নিয়মতান্ত্রিক হাদী বানানোর পর নিতান্ত ঠেকা ছাড়া তার দুধ দহন করা, তাতে আরোহণ করা, তাতে বোঝা চড়ানো ইত্যাদি জায়েয নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. "হাদী" বা হজ্জের সময়ে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশুকে হরমের ভেতরে যবেহ করতে হবে, হরমের বাইরে তা জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানী[১] নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি তাদেরকে যে সব গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু রিযিক হিসেবে দান করেছি সেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। আর তোমাদের ইলাহ তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা তার-ই কাছে আত্মসমর্পণ কর। এবং বিনয়ীদেরকে[২] সুসংবাদ দাও।

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) যারা এমন যে, আল্লাহর যিকির করা হলে তাদের অন্তর-মন ভীত হয় এবং তাদের উপর যে বিপদ-মুসীবত আসে, তার উপর তারা ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর কুরবানীর উটকে[৩] আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর (দ্বীনের) অন্যতম নিদর্শন করেছি। তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং তোমরা সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর এমতাবস্থায় যে, (সেগুলো) সারিবদ্ধ দাঁড়ানো থাকবে[৪]। অতঃপর সেগুলো কাত হয়ে পড়ে গেলে[৫] তোমরা তা থেকে খাও এবং ধৈর্যশীল অযাচঞাকারী অভাবী ও যাচঞাকারী অভাবীকে[৬] খেতে দাও। এভাবেই আমি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) আল্লাহর কাছে কখনোই না এগুলোর গোশত পৌঁছবে আর না এগুলোর রক্ত। তবে তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্ওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমরা এই বিষয়ের উপর আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর যে তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত (তাওফীক) দিয়েছেন[৭]। আর যারা উত্তমভাবে নেক আমল সম্পন্ন করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আরবী ভাষায় منسك শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জন্তু কুরবানী করা। (দুই) হজ্জের ক্রিয়াকর্ম। (তিন) ইবাদত। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই করা যেতে পারে। তবে "কুরবানী" বেশী প্রাসঙ্গিক বিধায় সে অর্থই করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরবানী এই উম্মতের প্রতি কোন নতুন আদেশ নয় বরং পূর্ববর্তী উম্মতগণের প্রতিও কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) خبت শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। পরবর্তীতে اخبات শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিনয় এবং নম্রতা ইত্যাদি বোঝানোর জন্য।

(৩) কুরবানীর জন্য নির্ধারিত উটকে بدنة বলা হয়। আর بدن হল এরই বহুবচন।

(৪) উট দাঁড়ানো অবস্থায় কুরবানী করা সুন্নাত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) কাত হয়ে পড়ে যাওয়া বলে "প্রাণ বের হয়ে যাওয়া" বোঝানো হয়েছে।

(৬) قانع এমন দরিদ্র লোককে বলা হয়, যে কারো কাছে ভিক্ষা করে না। আর معتر হল যে অভাবের তাড়নায় অন্যের কাছে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, কুরবানী করার তাওফীক দিয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪নং আয়াত :

১. শুধু উম্মতে মুহাম্মাদী নয় বরং প্রত্যেক উম্মতের জন্যই কুরবানী'র নির্দেশ ছিল।

২. কুরবানীর নির্দেশ দেয়ার পেছনে আসল রহস্য হল আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করা। এজন্যই পশু যবাই করার সময় আল্লাহ পাকের নাম নেয়া ওয়াজিব।

৩. আল্লাহর বিধানের সামনে যারা নতি স্বীকার করে তাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

● ৩৫নং আয়াত :

"আল্লাহর বিধানের সামনে নতি স্বীকারকারী" দের পরিচয় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের যিকিরে তাদের অন্তর নরম হয়, তারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

● ৩৬নং আয়াত :

১. কুরবানীর জন্তুর মধ্যে দ্বীনের নিদর্শন রয়েছে এভাবে যে, আল্লাহর নামে সেগুলো নির্দিষ্ট করার কারণে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ পায়, ফলে তার ব্যাপারে দুনিয়ার মালিকের আর কোন ধর্তব্য থাকেনা। এভাবে ঐ মালিকের দাসত্বও প্রকাশ পায়। (বয়ানুল কুরআন)

২. কুরবানীর জন্তুর মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের ফায়দা রয়েছে।

৩. উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরবানী করা সুন্নাত।

৪. কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া এবং দরিদ্রদেরকে দেয়া উচিত তবে ওয়াজিব নয়।

৫. কুরবানীর তাওফীক লাভের কারণে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা উচিত।

● ৩৭নং আয়াত :

কুরবানী এবং অন্যান্য আমলেরও মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়া এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর আদেশ পালন করা। কুরবানীর রক্ত, গোশত, নামাযে উঠা বসা ইত্যাদি বাহ্যিক কাঠামো মূল উদ্দেশ্য

নয়। তবে শরীয়ত সম্মত বাহ্যিক কাঠামোও জরুরী। এ কারণে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

إِنَّ اللَّهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝

(৩৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের থেকে (কাফেরদের প্রভাব[১]) পুরোপুরি[২] হটিয়ে দিবেন। আল্লাহ তো কোন খেয়ানতকারী, অকৃতজ্ঞকে[৩] ভালবাসেন না।

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُۨ ۝

(৩৯) যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি দেয়া যাচ্ছে[৪]। কেননা, তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। এবং আল্লাহ তো তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম[৫]।

اِلَّا الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۭ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

(৪০) যাদেরকে নিজ ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে[৬] শুধু তাদের একথা বলার কারণে যে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ"। আর যদি আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির একদলের মাধ্যমে অপর দলকে প্রতিহত করণ (-এর পদ্ধতি না) না হত, তাহলে তো ধ্বংস হয়ে যেত সংসারত্যাগীদের আশ্রম, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয়[৭] এবং সেই মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহ'র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তার সাহায্য করেন, যে তার (দ্বীনের) সাহায্য করে[৮]। নিশ্চয় আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী, পরাক্রমশালী।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

(৪১) যারা এমন যে, আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, নেক কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে[৯]। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহর-ই ইখতিয়ারে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "কাফেরদের প্রভাব" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) এখানে তর্জমাতে "পুরোপুরি" যোগ করার কারণ হল, يدافع শব্দটি باب مفاعله থেকে আসার ফলে এতে مبالغه পাওয়া গেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, কাফের, মুশরিক যারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ এবং তার আমানতের খেয়ানাতকারী।

(৪) এই আয়াতে সর্বপ্রথম জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় যা মদীনায় হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, তারা সংখ্যায় কম-বেশি যাই হোক আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন।

(৬) অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে। এখানে যুদ্ধের অনুমতি দানের কারণ এবং পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৭) এখানে যেসব ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর ভিত্তিতে এসেছিল সেগুলোর উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, নিজ নিজ যামানায়ে সেগুলো সম্মানিত ছিল এবং তার হেফাযত করা ফরয ছিল। পরবর্তীতে অবশ্য সেসব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। صوامع শব্দটি صامعة এর বহুবচন। এটি খৃষ্টানদের সংসারত্যাগীদের বিশেষ ইবাদতখানা। بيع বহুবচন بيعة -এর। সাধারণ গীর্জাকে বলা হয়। صلوات বহুবচন صلوة -এর। ইয়াহুদীদের ইবাদতখানাকে বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(৮) এখানে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হল, ইখলাসের সাথে দ্বীনের জন্য জেহাদ করা। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) এই আয়াতে খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনে এই ভবিষ্যতদ্বাণীর সত্যতা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮নং আয়াত :

১. পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে আগেভাগেই সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ মুসলমানদের রক্ষা করবেন।

২. কাফের, মুশরিকরা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ এবং তার আমানতের খেয়ানাতকারী।

● ৩৯নং আয়াত :

১. কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর কারণ হল, কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে, জুলুম করেছে। এর অর্থ এই নয় যে, যেসব কাফের মুসলমানদের প্রতি জুলুমও করে না এবং আনুগত্যও করে না তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা যাবে না। বরং অন্যান্য আয়াতের আলোকে জানা যায়, যতদিন পর্যন্ত তারা মুসলমানদের কর্তৃত্ব মেনে না নিবে ততদিন জেহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা, এ অবস্থায় তারা তাৎক্ষণিক জুলুম না করলেও অচিরেই জুলুম শুরু করবে। (বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করতে তথা বিজয়ী করতে সক্ষম।

● ৪০নং আয়াত :

১. জেহাদের অনুমতি প্রদানের কারণ এবং হেকমত জানা যায়। তাহল, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আ.)-এর আমলে صلوات, ঈসা (আ.)-এর আমলে صوامع ও بيع এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

২. আল্লাহ'র পথের সৈনিকদের উপর জুলুম, নির্যাতন এবং ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কার নতুন বিষয় নয়। বরং সব যুগে তা চলে আসছে।

৩. যারা ইখলাসের সাথে দ্বীনের জন্য জেহাদ করবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন।

৪. "আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী, পরাক্রমশালী" এ কথা বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহ তাদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম। আল্লাহর কাছে মুসলমানদের এমনই বিশ্বাস ও আশা রাখা চাই।

● ৪১নং আয়াত :

১. খোলাফায়ে রাশেদীন যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ'র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গের মৌলিক চারটি কর্মসূচী হল (১) নামায কায়েম করা (২) যাকাত আদায় করা। (৩) নেক কাজের আদেশ করা। (৪) এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾	(৪২) আর (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে (দুঃখ করো না) তাদের পূর্বেও তো নূহ, আদ ও ছামূদের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল[১]।
وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾	(৪৩) এবং ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায়-ও;
وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾	(৪৪) এবং মাদয়ানবাসীরা-ও।[২] মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। আর কাফেরদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম। অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। তো, কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি।
فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾	(৪৫) মোটকথা, কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তা (-র অধিবাসীরা) ছিল জালেম। ফলে সেগুলো তাদের ছাদ-সমূহের উপর পড়ে আছে[৩]। আর (কত) কূপ হয়েছে পরিত্যক্ত এবং কত সুউচ্চ প্রাসাদ-ও।
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾	(৪৬) তবে কি তারা দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের অন্তর-মন এমন হত, যার দ্বারা তারা বিবেচনা করতে পারত। কিংবা কর্ণসমূহ এমন হত যার দ্বারা তারা শ্রবণ করতে পারত। বস্তুত (নির্বোধদের) চোখগুলো তো অন্ধ হয় না বরং অন্ধ হয় অন্তর-মন যা বক্ষের ভেতর আছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, নিজ নিজ নবীদেরকে।

(২) মাদয়ানবাসীর জন্য প্রেরিত নবী ছিলেন হযরত শোআইব (আ.)।

(৩) অর্থাৎ, বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে। কেননা, বিধ্বস্ত হতে হলে স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ছাদ মাটিতে পড়ে যায়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪২-৪৪নং আয়াতসমূহ :

১. রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

২. এসব আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, যুগে যুগে সত্যের সৈনিকদেরকে মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছে। কাজেই এখন কাউকে এ অপবাদ দেয়া হলে আশ্চর্যের কিছুই নয়।

৩. কাফেরদেরকে আল্লাহ অবকাশ দেন। অবকাশের মেয়াদে তারা সঠিক পথে না এলে তাদেরকে যখন পাকড়াও করেন, কঠিনভাবে পাকড়াও করেন।

● ৪৫নং আয়াত :

১. নাফরমানীর কারণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন জনপদগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

২. অতএব এসব জনপদ দেখার উদ্দেশ্যে সফরের বৈধতাও প্রমাণিত হয়।

● ৪৬নং আয়াত :

১. অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরে যমীনে দেখলে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, বিবেক শক্তি জাগ্রত হয়। তবে শর্ত হল, কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয় বরং শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মানুষের অন্তরেরও চোখ ও কান আছে। সেগুলো দিয়েই সত্যকে গ্রহণ করতে হয়।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) আর তারা তোমার কাছে শাস্তির তাগাদা করছে। অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আর নিশ্চিত জেনে রেখ তোমার প্রতিপালকের নিকট এক দিন তোমাদের হিসাবের এক হাজার বছরের সমান[১]।
وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর বহু জনপদ এমন ছিল যা (-র অধিবাসীদের)কে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম এমতাবস্থায় যে, তা (-র অধিবাসীরা) জালেম ছিল। তারপর তা (-র অধিবাসীদের)কে পাকড়াও করেছি। আর ফিরে আসার স্থান তো আমার-ই কাছে।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾

(৪৯) বল, হে লোকসকল, আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾

(৫০) সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

(৫১) আর যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে (মিথ্যা প্রমাণের) চেষ্টা করে, ব্যর্থ করার জন্য[১] তারাই জাহান্নামবাসী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা শাস্তি তাড়াতাড়ি এনে দিতে বলছে? অথচ তাদের শাস্তির দিন এত ভয়াবহ হবে যে, এক দিন হাজার দিনের সমান মনে হবে। এর দ্বারা কেয়ামতের দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এরূপ পার্থক্য ব্যক্তির আমল হিসেবে হবে। যে যত বেশী গোনাহগার তার কাছে কেয়ামতের দিন তত দীর্ঘ বলে মনে হবে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) নবী এবং তাঁর অনুসারীদেরকে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭নং আয়াত :

১. কাফেরদের শাস্তি অবশ্যই সময় মত দেয়া হবে। এতে তাড়াহুড়ার অবকাশ নেই।

২. আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

৩. কেয়ামতের দিন মানুষের বদ আমল হিসেবে দীর্ঘ মনে হবে। এক দিন কারো কাছে এক হাজার বছর এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

● ৪৮নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের স্বাভাবিক নিয়ম হল নাফরমানদেরকে তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন, নাফরমানীর সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না। বহু জনপদবাসীর সাথে তিনি এরূপ করেছেন।

২. শেষ পর্যন্ত সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর কাছে সবকিছুর হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

● ৪৯নং আয়াত :

১. হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। তাহল, তিনি মানুষদেরকে আযাব থেকে সতর্ক করেন। অন্য আয়াতে আছে, তিনি মানুষদেরকে সুসংবাদ দেন। আর ওয়ারিছে নবীগণের দায়িত্বও তা-ই।

● ৫০-৫১নং আয়াতদ্বয় :

আয়াতদ্বয়ে মুমিন এবং নেককারদের পুরস্কার এবং কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি'র কথা ব্যক্ত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

(৫২) আর তোমার পূর্বে যেসব রসূল ও নবীকে আমি পাঠিয়েছি তারা যখনই (কিছু) পাঠ করেছে তখনই শয়তান তাদের পঠিত বিষয়ে (কাফেরদের অন্তরে কিছু সন্দেহ) ঢেলে দিয়েছে[১]। তো শয়তান যা ঢেলে দেয় আল্লাহ তা বাতিল করে দেন। তারপর আল্লাহ মজবূত করে দেন তাঁর আয়াতসমূহকে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহা হেকমতওয়ালা।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

(৫৩) যেন[২] শয়তান যা ঢেলে দেয় তাকে তিনি পরীক্ষাস্বরূপ করেন সেসব লোকদের জন্য যাদের অন্তর-মনে রোগ[৩] আছে এবং যাদের হৃদয়-মন পাষাণ। আর বাস্তবিক এই জালেমরা তো চরম বিরোধিতায়[৪] লিপ্ত আছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾

(৫৪) আর যাদেরকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় যে, নিশ্চয় এটা[৫] তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। অতঃপর তারা যেন এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর মন এর দিকে ঝুকে যায়। আর নিশ্চয় যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনাকারী।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾

(৫৫) আর কাফেররা এ ব্যাপারে[৬] সর্বদাই সন্দেহের মধ্যে থাকবে যে যাবৎ না তাদের উপর অকস্মাৎ কেয়ামত উপস্থিত হয় অথবা তাদের উপর এসে পড়ে এক বন্ধ্যা[৭] অশুভ দিনের শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تمنى শব্দের অর্থ পাঠ করে আর امنية শব্দের অর্থ পাঠকৃত। অর্থাৎ, ওহী অবতীর্ণ হলে শয়তান কাফেরদের মনে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এবং সন্দেহ ঢেলে দেয়। কাফেররা ঐসব সন্দেহ এবং প্রশ্ন নিয়েই নবীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, উল্টো-সিধা প্রশ্ন করে এবং নবীদেরকে অস্বীকার করে। আর "আল্লাহ বাতিল করে দেন" অর্থ হল, তিনি এর জবাব দিয়ে দেন। আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর-ই গ্রহণযোগ্য। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে জালালাইন ইত্যাদি কিতাবে "গারানিক" সংক্রান্ত যে রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন বলে মুহাদ্দিছীনে কেরাম মত প্রকাশ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) ৫২নং আয়াতে বর্ণিত শয়তানের সন্দেহ ঢেলে দেয়া এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জবাব আসা ও সন্দেহ দূর করার হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে এসব আয়াতে।

(৩) অর্থাৎ, নিফাক, কুফ্‌র ও সন্দেহের রোগ।

(৪) অর্থাৎ, রসূল ও মুমিনদের সঙ্গে বিরোধিতায়। (জালালাইন)

(৫) এটা অর্থাৎ, কুরআন। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ, কুরআনের ব্যাপারে বা রসূলের ব্যাপারে বা শয়তান তাদের মনে যে সন্দেহ ঢেলে দিয়েছিল সে ব্যাপারে। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৭) عقيم শব্দের অর্থ বন্ধ্যা বা বাঁজা। এখানে উদ্দেশ্য হল এমন দিন, যে দিনে কাফেরদের জন্য কোনই কল্যাণ নেই। এর দ্বারা হাশরের দিন অথবা বদরের যুদ্ধের দিনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫২নং আয়াত :

১. নবী এবং রসূল-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, দুটো শব্দই পৃথক আনা হয়েছে।

২. প্রত্যেক নবী রসূলের আমলেই শয়তান মানুষের মনে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তার কিতাব এবং নবীর স্বপক্ষে উপযুক্ত জবাব দিয়ে তাকে মজবূত করে দিয়েছেন।

৩. আল্লাহর সব কাজেই হেকমত নিহিত রয়েছে।

● ৫৩-৫৫নং আয়াতসমূহ :

১. শয়তান কাফেরদের মনে যে প্রশ্ন এবং সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ পাক তার জবাব দিয়ে দেন, এর হেকমত হল মুমিনদের ঈমানকে আরো শক্তিশালী করা। পক্ষান্তরে কাফেররা প্রশ্ন এবং সন্দেহের অন্ধকারেই ডুবে থাকে।

২. ঈমানের দাবি হল কুরআনের সব কথাতেই বিশ্বাস করা এবং তার প্রতি মন ঝুকে পড়া।

৩. কেয়ামতের আগমন ঘটবে হঠাৎ, অর্থাৎ, তার আগমনের নির্দিষ্ট সময় পূর্ব থেকে কারও জানা নেই, জানা থাকবে না।

৪. কাফেরদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যদি মক্কার কুরায়শরা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এই শাস্তির প্রকাশ ঘটেছে বদরের যুদ্ধে।

(৫৬) রাজত্ব সেদিন হবে আল্লাহরই। তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। অতএব, যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে তারা থাকবে নেয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতসমূহে।	اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾
(৫৭) আর যারা কুফ্‌রী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের-ই জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

www.maktabatulabrar.com

(৫৮) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে, অতঃপর তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে কিংবা তারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উত্তম রিযিক[১] দান করবেন। আর আল্লাহ-ই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা।	وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) তিনি তাদেরকে অবশ্যই প্রবেশ করাবেন এমন এক স্থানে[২] যা তারা পছন্দ করবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।	لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾
(৬০) (বিষয়টা) এ-ই। আর যে ব্যক্তি এই পরিমাণ জুলুমের বদলা নেয় যে পরিমাণ তার প্রতি জুলুম করা হয়েছিল, এরপর আবার তার উপর জুলুম করা হয়, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়, আল্লাহ তো অতি মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।	ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾
(৬১) এটা[৩] এ কারণে যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। এবং এ জন্য যে, আল্লাহ তো মহা শ্রবণকারী, মহাদ্রষ্টা।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾
(৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ-ই তো সত্য। আর তার পরিবর্তে যাকে তারা ডাকে তা অবশ্যই মিথ্যা। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ-ই সমুচ্চ, সুমহান।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, জান্নাতের নেয়ামতরাজি এবং আল্লাহ পাকের দীদার। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, জান্নাতে।

(৩) এটা অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের সাহায্য করা। এই সাহায্য খুবই স্বাভাবিক কারণ, যিনি রাতকে দিন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন তিনি এই সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬-৫৭নং আয়াতদ্বয় :

১. কেয়ামতের দিন বাহ্যিকভাবেও আর কারও রাজত্ব থাকবে না। সেদিন আল্লাহই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তারই হাতে থাকবে সকলের বিচার।

২. সেদিন ঈমানদার এবং নেক আমলকারীরা নেয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতে থাকবে।

৩. এর বিপরীত যারা কাফের তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

● ৫৮নং আয়াত :

১. হিজরত তথা আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যারা নিজ বাসভূমি, ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছেন তাদের ফযীলত ও পুরস্কারের কথা আলোচিত হয়েছে।

২. হিজরতের পর কাফেরদের হাতে শহীদ হলে তো কথা-ই নেই, এমনকি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেও তাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

৩. আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা।

● ৫৯নং আয়াত :

১. মুহাজির ও শহীদদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

২. জান্নাতের নাজ–নেয়ামত পেয়ে তারা খুশী হবে।

৩. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

● ৬০নং আয়াত :

১. অত্যাচার এবং জুলুমের সমপরিমাণ বদলা নেয়া জায়েয আছে। বদলা অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা অন্যায় হবে। তবে সমতা রক্ষার এই বিধান সামাজিক লেন-দেন, আচার-বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যুদ্ধের ময়দানে নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে দুটো নাম জানা গেল। তিনি অতি মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

● ৬১নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা জানা যায়।

২. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি মহা শ্রবণকারী, মহা দর্শনকারী।

● ৬১নং আয়াত :

১. আল্লাহই একমাত্র সত্য মাবূদ, তিনি ব্যতীত কথিত অন্য সব মাবূদ হল বাতিল।

২. আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে দুটো নাম জানা গেল। তিনি সমুচ্চ, তিনি সুমহান।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝	(৬৩) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ-ই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। ফলে পৃথিবী হয়ে উঠে সবুজ-শ্যামল। আর নিশ্চয় আল্লাহ অতি মেহেরবান, সব বিষয়ে খবরদার। (৬৪) আসমানসমূহে যা আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে সব তার-ই। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ-ই তো অনপেক্ষ, প্রশংসার উপযুক্ত।

www.maktabatulabrar.com

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۭ وَيُمْسِكُ السَّمَاۗءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ۣ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝	(৬৫) তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত[১] করেছেন পৃথিবীতে যা আছে তা এবং নৌযানসমূহকে, যা তার আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এবং তিনিই আকাশকে পৃথিবীর উপর তার অনুমতি ব্যতীত পড়ে যাওয়া থেকে প্রতিরোধ করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অতি মমতাপূর্ণ, পরম দয়ালু। (৬৬) এবং তিনিই তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। সত্যিই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تسخير শব্দের অর্থ অধীন করা। এখানে অধীন করার দ্বারা কল্যাণে নিয়োজিত করা বুঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের এসব ক্ষমতা এবং নেয়ামত দেখার পর সকলেরই উচিত ছিল আল্লাহ'র একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং শিরক না করা। অথচ এরপরও কিছু লোক কুফর, শিরকে লিপ্ত রয়েছে। এটা তো অকৃতজ্ঞতার-ই পরিচয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩নং আয়াত :

১. পৃথিবী সুজলা-সুফলা হওয়ার পেছনে বৃষ্টির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আর এই বৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ পাকই বর্ষণ করার ক্ষমতা রাখেন। কোন মাখলূক নয়।

২. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি অতি মেহেরবান, সব বিষয়ে খবরদার।

● ৬৪নং আয়াত :

১. পৃথিবীর কোন মানুষ ধন-সম্পদ বা অন্য কোন কারণে অভাবের উর্ধ্বে এবং প্রশংসার অধিকারী হতে পারে না, কারণ অসমান-যমীনে যা আছে সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কাজেই তিনিই অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার উপযুক্ত।

২. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি অনপেক্ষ, প্রশংসার উপযুক্ত।

● ৬৫নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের অসীম নেয়ামতের কথা আলোচিত হয়েছে। তা হল, পৃথিবীর সব কিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা, আসমানকে আটকে রাখা।

২. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি অতি মমতাপূর্ণ, পরম দয়ালু।

● ৬৬নং আয়াত :

১. জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে।

২. আল্লাহ পাকের এসব ক্ষমতা এবং নেয়ামত দেখার পরও যারা অবিশ্বাসী থাকে এবং শিরক করে তারা অকৃতজ্ঞতার-ই পরিচয় প্রদান করে। অনেক মানুষই এরূপ অকৃতজ্ঞ।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

(৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের পদ্ধতি[১] নির্ধারণ করে দিয়েছি, যে অনুযায়ী তারা ইবাদত করে। সুতরাং তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। আর তুমি আপন প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দিতে থাক। তুমি তো অবশ্যই সঠিক পথে আছ।

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

(৬৮) আর তারা যদি তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে বলে দিও, তোমরা যা করছ সে বিষয়ে আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন ফয়সালা করে দিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করে আসছ।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

(৭০) তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ জানেন। এগুলো তো একটি কিতাবে[২] সংরক্ষিত রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেররা বলত, কী আশ্চর্য যে, তোমরা নিজ হাতে যে প্রাণীকে হত্যা কর তা তো হালাল আর আল্লাহ যে প্রাণীকে সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ, মৃত জানোয়ার তা হারাম। তাদের এরূপ বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। منسك শব্দের অর্থ ইবাদত পদ্ধতি। অন্যান্য অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়।

(২) অর্থাৎ, লওহে মাহফূজে। (আবুস সুউদ) আমলনামায়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৭নং আয়াত :

১. প্রত্যেক উম্মতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইবাদতের পদ্ধতি রয়েছে। কাজেই এক উম্মতের বিধানের উপর নির্ভর করে অন্য উম্মতের বিধানের বিরোধিতা করা সঠিক নয়।

২. প্রকাশ্য বিষয়ে অযথা বিতর্ক না করাই উত্তম।

৩. দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ৬৮-৬৯নং আয়াতদ্বয় :

১. শরীয়তে মুহাম্মাদী নাযেল হওয়ার পর পূর্ববর্তী দ্বীন মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন-ই অবকাশ নেই। এরপরও যদি ইয়াহুদী-নাসারা-মুশরিকরা বিতর্ক করতে চায় তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাই এসব বিতর্কের মীমাংসা করে দিবেন।

২. কেয়ামত হল ফয়সালার দিন।

● ৭০নং আয়াত :

১. সব বিষয়ের ইল্‌ম লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত আছে।

২. আল্লাহর পক্ষে হিসাব করা সহজ। কেননা, একেতো তিনি সব বিষয়ের ইল্‌ম রাখেন, তদুপরি সবকিছু লওহে মাহফূজে লিখিত আছে, মানুষের আমলনামায়ও তাদের সকল আমল লিখিত থাকে।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾

(৭১) আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর[১] ইবাদত করে যার ব্যাপারে তিনি কোন সনদ নাযেল করেননি এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানও নেই। আর ঐ জালেমদের পক্ষে কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

(৭২) এবং তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের মুখমণ্ডলে দেখবে খারাপ লক্ষণ। যেন তারা এখনই আক্রমণ করে বসবে সেই লোকদের উপর, যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছে। তুমি বল, তবে কি আমি তোমাদেরকে এর[২] চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? তা হল[৩] দোযখ। আল্লাহ কাফেরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। আর এটা কত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মূর্তি ইত্যাদি।

(২) এর চেয়ে অর্থাৎ, এই কুরআনের চেয়ে। কুরআন শুনে তোমরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছ। অথচ এই অসন্তুষ্টির পরিণতিতে তোমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম যা নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আরো বেশী কষ্টের কারণ হবে।

(৩) এখানে "তা হল" কথাটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১নং আয়াত :

১. মূর্তিপূজার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই। মূর্তিপূজা অজ্ঞতা এবং মূর্খতার-ই নামান্তর।

২. মূর্তিপূজা করা জুলুম তথা নিজের প্রতিই অবিচার করা।

৩. কেয়ামতের দিন এরূপ জালেম তথা অবিচারকারীদের পক্ষে কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

● ৭২নং আয়াত :

১. কুরআন ও হাদীছের বাণী শুনে কিংবা হক্ব কথা শুনে মুখ কালো করে ফেলা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হক্বপন্থীদের স্বভাব নয়। বরং তা কাফেরদের-ই স্বভাব।

২. কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا۟ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

(৭৩) হে লোক সকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হল। অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর[১] তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হয়। এবং মাছি যদি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়[২] তবে তার কাছ থেকে তারা তা-ও উদ্ধার করতে পারবে না। এরূপ প্রার্থনাকারী এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হয় (উভয়েই) দুর্বল।

(৭৪) আল্লাহর যথাযোগ্য সম্মান তারা করেনি[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মূর্তি ইত্যাদি।

(২) যেমন, তাদের সামনে ফল-মূল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি প্রায়ই রাখা হয়। আর মাছি তাদের খাদ্য ছিনিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু তারা এটা প্রতিহত করতে পারে না।

(৩) শিরক এবং কুফর পরিত্যাগের মাধ্যমে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩নং আয়াত :

১. শিরক এবং মূর্তিপূজা একটি চরম বোকামী এবং নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, যেসব মূর্তিকে তারা মা'বূদ মনে করছে তারা নিজেরা নিজেদেরই আত্মরক্ষায় সক্ষম নয়। কাজেই অন্যের কী উপকারে আসবে।

www.maktabatulabrar.com

২. আয়াতে মূর্তিদের অক্ষমতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৩. উপমা পেশ করার বিধিবধ্যতা প্রমাণিত।

● ৭৪নং আয়াত :

১. আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য সম্মান দানের উপায় হল তাঁর সঙ্গে কোনো প্রকার শিরক না করা।

২. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ ۖ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

(৭৫) আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রসূল[১] মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(৭৬) তাদের সামনে যা আছে এবং পেছনে যা আছে[২] সব তিনি জানেন। আর আল্লাহর কাছেই সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৭৭) হে ঈমানদারগণ, তোমরা রুকু কর, সাজদা কর[৩], আপন প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং নেক কাজ করতে থাক যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

(৭৮) এবং তোমরা আল্লাহর কাজে[৪] পুরোপুরি চেষ্টা কর যেভাবে চেষ্টা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং দ্বীনের মধ্যে তিনি তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা[৫] আরোপ করেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের[৬] (মূলনীতির) উপর কায়েম থাক। তিনিই[৭] তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন এর পূর্বেও এবং এর (কুরআনের) মধ্যেও। যাতে এই রসূল তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হয় আর তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও।[৮] সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবূতভাবে ধারণ কর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। অতএব তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "রসূল" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শাব্দিক অর্থে। অর্থাৎ বার্তাবাহক। ফেরেশতাগণের মধ্যে বার্তাবাহক হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) সহ অসংখ্য ফেরেশতা।

(২) অর্থাৎ, অতীতে যা করেছ এবং ভবিষ্যতে যা করবে। (বয়ানুল কুআন)

(৩) রুকু কর, সাজদা কর বলে নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রুকু এবং সাজদা নামাযের দুটি গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ বিধায় এগুলোকে নামাযের পরিবর্তে আনা হয়েছে। (জালালাইন-টীকা)

(৪) "কাজ" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) যেমন উযূ করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম, সফর অবস্থায় কসর পড়া ইত্যাদি সহজ হওয়া এবং সংকীর্ণতা না হওয়ার উদাহরণ।

(৬) "মিল্লাতে ইবরাহীম" সম্বন্ধে সূরা বাকারায় আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

(৭) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৮) কেয়ামতের দিবসে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৫-৭৬নং আয়াতদ্বয় :

১. ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতা আল্লাহর বার্তা নিয়ে আসবে, মানুষের মধ্যে কাকে নবী রসূল করা হবে, তা আল্লাহই নির্ধারণ করেন।

২. আল্লাহ পাক সব শুনেন, সব দেখেন এবং মানুষের সব খবর রাখেন।

● ৭৭নং আয়াত :

১. কারো কারো মতে সাজদার আয়াত। এই আয়াত পড়লে বা শুনলে তেলাওয়াতে সাজদা করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা এবং অধিকাংশ ইমামের মতানুসারে এই আয়াত সাজদার আয়াত নয়। বরং এখানে সাজদার কথা বলে নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে।

২. নামায এবং নেক কাজের মাধ্যমে সফলতা অর্জিত হবে।

● ৭৮নং আয়াত :

১. আল্লাহর রাহে পুরোপুরি ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ রয়েছে। জেহাদ কর্মের প্রচেষ্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। আত্মশুদ্ধির জন্য কৃত সাধনাও এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত।

২. উম্মতে মুহাম্মাদী আল্লাহ পাকের নির্বাচিত উম্মত।

৩. দ্বীনে কোন সংকীর্ণতা বা কঠোরতা নেই।

৪. মিল্লাতে ইবরাহীমীকে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৫. মুসলমান নামটি সরাসরি আল্লাহর দেয়া নাম।

৬. উম্মতে মুহাম্মাদী কেয়ামতের দিবসে সব মানুষের জন্য সাক্ষী হবে।

১৭ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–১৮

(২৩) সূরা মু'মিনূন[১], মক্কী
১১৮ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١	(১) নিশ্চয়ই মু'মিনগণ সফলকাম[১] হয়ে গেছে,
الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝٢	(২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী[২],
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣	(৩) যারা অনর্থক কথা ও[৩] কাজ থেকে দূরে থাকে,
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ۝٤	(৪) যারা যাকাত[৪] দানে সক্রিয়,
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥	(৫) আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে[৫] সংযত রাখে।
اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦	(৬) নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাভুক্ত দাসীদের থেকে ব্যতিক্রম। কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না।
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧	(৭) তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে এমন লোকেরা হবে সীমালংঘনকারী।
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝٨	(৮) এবং যারা তাদের (দায়িত্ব গৃহীত) আমানত-সমূহ[৬] ও অঙ্গীকার[৭] রক্ষা করে,
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩	(৯) আর যারা নিজেদের নামাযসমূহের[৮] পাবন্দী করে,
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠	(১০) এরূপ লোকেরাই উত্তরাধিকারী।
الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١	(১১) যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সফলতা অর্থ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও সকল কষ্ট দূর হওয়া। কোন মানুষ এর চেয়ে বেশী কামনা করতে পারে না। বলাবাহুল্য যে, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও বাকী না

থাকা, এহেন পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিত হতেই পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের স্থল। এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নেই। এ অমূল্য সম্পদ কেবল জান্নাতেই পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক থেকে সাফল্য এ দুনিয়াতেও আল্লাহ তাঁর খাস বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। এ আয়াতের সারমর্ম হল খাটি মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে নিশ্চিত সফলতা লাভ করবেন।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সে সব মুমিনদেরকে সফলতা ও জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন, যারা আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীতে গুণান্বিত হবেন। প্রথম গুণ নামাযে খুশু। খুশুর অর্থ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা। নামায পড়ার সময় শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে তাঁরই দিকে মনকে নিবিষ্ট রাখা এবং অনর্থক নাড়াচাড়া না করা, অঙ্গের স্থিরতা। ফকীহগণের মতে নামায সহীহ্ হওয়ার জন্য "খুশু" ফরয নয়, তবে কবূল হওয়ার জন্য শর্ত। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) মুমিনের দ্বিতীয় গুণ হল অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। হাদীছ শরীফে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(৪) এখানে যাকাত শব্দের পারিভাষিক ও আভিধানিক উভয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। পারিভাষিক অর্থ নেয়া হলে যাকাত যে মুমিনের জন্য অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের আভিধানিক অর্থ "আত্মশুদ্ধি" নেয়া হলে তাও ফরয। কেননা, শিরক, কুফর, রিয়া, অহংকার হিংসা লোভ-লালসা ও কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফ্সকে পবিত্র রাখা ফরয।

(৫) মুমিনের চতুর্থ গুণ লজ্জাস্থানকে সংযত রাখা। অর্থৎ, যারা স্ত্রী ও শরীয়াত সম্মত দাসী ছাড়া সব পরনারী থেকে নিজেদের সংযত রাখে, এ দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধান মুতাবেক কাম-বাসনা পূর্ণ করে। অন্য কারো সাথে কোন অবৈধ সম্পর্ক রাখে না।

(৬) আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থের ব্যাপকতায় এমন সকল বিষয় শামেল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে তার উপর আস্থা স্থাপন করা হয়। এর অনেক প্রকারভেদ আছে। যেমন আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত এবং বান্দার হক সম্পর্কিত আমানত। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব আদায় করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত এটা সুবিদিত। এ ছাড়া কারো গোপন কথা ফাঁস করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময়-সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয় তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করাও আমানত। কাজ চুরি ও সময় চুরি খেয়ানত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) মুমিনের ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা। অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয় অর্থাৎ, একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেয়ার বা কোন কাজ করে দেয়ার ওয়াদা করা। এসব ওয়াদা পূরণ করাও ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর খেলাফ করা গুনাহ। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য হল প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষকে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য

www.maktabatulabrar.com

করা যায় না, ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিতে একে পূরণ করা ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর খেলাফ করা গুনাহ। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮) সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া। অর্থাৎ, নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে যথাযথভাবে আদায় করা। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, এ সাতটি গুণের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে নামায দ্বারা আবার শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা, এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কেউ যথাযথভাবে নামায আদায় করলে বাকী গুণগুলো তার মধ্যে আপনা আপনিই সৃষ্টি হতে থাকবে। এটা নামাযের বিশেষ আছর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–১১ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর দরবারে নামায কবূল হওয়ার জন্য "খুশু" শর্ত।

২. নামাযের মধ্যে অনর্থক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া চাড়া করা মাকরূহ।

৩. যে কাজে কোন ধর্মীয় উপকার নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান, তা ত্যাগ করা ওয়াজিব। আর যে, কাজে উপকার বা ক্ষতি কোনটাই নেই তা বর্জন করা উত্তম ও প্রশংসনীয়।

৪. যাকাত প্রদান করা ফরয।

৫. তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করা ফরয।

৬. فاعم غير ملومين – যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী বা দাসীর সাথে কাম-বাসনা পূরা করে তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে। জীবনের লক্ষ্য বানানো যাবে না।

৭. বিবাহিত স্ত্রী ও শরীয়াতসম্মত দাসী ছাড়া কাম-প্রবৃত্তি পূর্ণ করার আর কোন পন্থা হালাল নয়। যেমন কোন, পুরুষ বা বালক বা জীব-জন্তুর সাথে কামবাসনা পূর্ণ করা বা মুতা করা এসব সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে হস্তমৈথুনও জায়েয নেই। (আইছারুত্তাফাসীর, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি)

৮. আমানতের যথাযথ হেফাযত করা ওয়াজিব। খেয়ানত করা হারাম।

৯. অঙ্গীকার ও ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব।

১০. ওয়াক্তমত নামাযের পাবন্দী করা ওয়াজিব।

১১. উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারীগণই হলেন প্রকৃত মুমিন, যারা হবেন সফলকাম। তাদের চিরস্থায়ী আবাস হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউসে। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি)

(১২) আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ[১] থেকে সৃষ্টি করেছি।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾
(১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে রাখি।	ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) অতঃপর আমি সে শুক্রবিন্দুকে লেগে থাকা জমাট রক্তে পরিণত করি। এরপর আমি উক্ত লেগে থাকা জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি। অতঃপর সে মাংসপিণ্ডকে সংযুক্ত হাড়সমূহে রূপান্তরিত করি। পরে উক্ত হাড়গুলোকে মাংস দ্বারা আবৃত[২] করি। অবশেষে আমি তাকে গড়ে তুলি অন্য এক[৩] সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহামহিমান্বিত সে আল্লাহ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[৪] সৃষ্টিকর্তা।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٥﴾

(১৫) অনন্তর এসবের পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

(১৬) তারপর কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তদ্দারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই সৃষ্টিকে প্রথমত মাটির সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটির দ্বারা হয়েছে। অতঃপর সৃষ্টি ধারা এ মাটির সুক্ষ্ম অংশ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রের মূল খাদ্য, আর খাদ্য উৎপাদনে মাটির ভূমিকাই মুখ্য। এ হিসেবে শুক্র দ্বারা তৈরি হওয়াকে মাটি দ্বারা তৈরি বলা যায়।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম স্তর মাটির সারাংশ, দ্বিতীয়– বীর্য, তৃতীয়– জমাট রক্ত, চতুর্থ– মাংসপিণ্ড, পঞ্চম– অস্থি পিঞ্জর, ষষ্ঠ– অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করা, সপ্তম– সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ্ সঞ্চারকরণ।

(৩) অর্থাৎ, রূহ্ সঞ্চার করলাম। রূহ্ সঞ্চার করার মাধ্যমে একটা মাংসপিণ্ড সুঠাম মানুষে পরিণত হল।

(৪) কেননা, অন্যান্য নির্মাতারা খুলতে আর সংযোজন করতে সক্ষম। প্রাণ দানের ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২–১৪ নং আয়াতসমূহ :

১. মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে মানুষ তার হাকীকত অনুধাবন করতে পারে।

২. মানুষ আল্লাহর গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ। তাঁর অসীম কুদরত ও হেকমতের স্বাক্ষর। কতইনা মহান সে স্রষ্টা যিনি এক ফোটা পানিকে সুঠাম সুদর্শন বুদ্ধিমান মানুষে পরিণত করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

● ১৫–১৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. ১৫ ও ১৬নং আয়াতে মানুষের শেষ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ পৃথিবী থেকে সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। মৃত্যুর পর আবার কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করা হবে। যাতে প্রত্যেকেই তার ক্রিয়াকর্মের ফল ভোগ করতে পারে। তা চির জান্নাত বা চির জাহান্নাম।

২. আকীদায়ে আখেরাত মহাসত্য। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۚ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾

(১৭) আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাতটা পথ[১], এবং আমি[২] সৃষ্টি সম্পর্কে বে-খবর নই।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

(১৮) আর আমি আকাশ থেকে পরিমিত[৩] পানি বর্ষণ করি। অতঃপর আমি তা যমীনে সংরক্ষিত করে রাখি, এবং নিশ্চিত জেন, আমি তা বিলোপ[৪] করতেও সক্ষম।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) অতঃপর আমি তা-দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি[৫]। সে বাগানে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল থাকে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

(২০) আর (সে পানি থেকে সৃষ্টি করি) এক (প্রকার) বৃক্ষও,[৬] যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, যা ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন সহ উৎপন্ন হয়।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾

(২১) আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মাঝে অবশ্যই শিক্ষা[৭] রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থ বস্তু থেকে পান করতে[৮] দেই এবং এদের মাঝে তোমাদের জন্য আরো অনেক[৯] উপকার রয়েছে। এবং এদের মধ্যে কোন[১০] কোনগুলো তোমরা খেয়ে থাক।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

(২২) আর এদের[১১] উপর এবং নৌযানে আরোহণ করে থাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সাতটা পথ বলে সাত আসমানকে বুঝানো হয়েছে। আসমানকে পথ বলা হয় এ কারণে যে, ফেরেশতারা আসমান দিয়েই আসা যাওয়া করে।

(২) এ কারণেই সব কিছু সুন্দর সুষ্ঠভাবে সৃজিত হয়েছে। অন্যথায় সবকিছু ত্রুটিপূর্ণ ও বিনষ্ট হয়ে যেত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী নয় যে, প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। আবার এত কমও নয় যে, প্রয়োজন পূরণ হয় না, অভাব থেকে যায়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোন কারণে প্লাবন চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, আমি পানিকে বায়ুর সাথে মিশিয়ে দিতেও পারি। কিংবা যমীনের এত গভীরে নামিয়ে দিতে পারি যে, তোমরা যন্ত্র দ্বারাও বের করতে পারবে না। কিন্তু আমি তা করিনি। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) আকাশ থেকে বর্ষিত পানি দ্বারা আংগুর ও খেজুর ছাড়াও হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করি। এগুলো তোমরা মুখরোচক হিসাবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ কর।

(৬) এ আয়াতে বিশেষভাবে যয়তূন ও তার তেল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তূনের বৃক্ষ তূর পাহাড়ে উৎপন্ন হয় বিধায় এরদিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর সায়না বা সিনাই সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের নাম, যার এক প্রান্তে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তূনের তেল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়।

(৭) আল্লাহ তা'আলা জীব-জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুর মাধ্যমে মানুষকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, যেন মানুষ এতে চিন্তা করে আল্লাহর মারেফাত লাভ করে এবং তাঁর অপার কুদরত ও রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগূল হয়।

(৮) অর্থাৎ, এসব জন্তুর পেটে আমি পাক-সাফ দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য।

(৯) শুধু দুধ নয়, চিন্তা করলে দেখা যায় জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং তা দ্বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরী হয়।

(১০) এসব উপকার ছাড়া আরেকটি বড় উপকার হল হালাল জানোয়ারের গোশ্তও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

(১১) পরিশেষে জানোয়ারের আরো একটি বড় উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মাঝে জন্তুর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌযানও শরীক আছে। তাই এ আয়াতে জন্তুর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭ নং আয়াত :

১. আয়াতে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হল– আমি তোমাদেরকে অস্তিত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হইনি। বরং তোমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থাও করেছি। এ সাত আসমান সৃষ্টির মাঝেও তোমাদের বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. "আমি সৃষ্টি সম্পর্কে বে-খবর নই" বলে বুঝানো হয়েছে, কোন সৃষ্টির কী প্রয়োজন, কিভাবে সৃষ্টি করলে উপযোগী হবে সব আমার জানা আছে।

● ১৮–২২নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পানি সরবরাহ করার যে অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করেছেন এ

জন্য মানুষকে তাঁর শোকর আদায় করা উচিত। এবং নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে এর দাবী অনুযায়ী তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা আবশ্যক। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামতের কথা তুলে ধরে তাঁর শোকর আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) আর আমি[১] নূহকে পয়গম্বর হিসাবে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম। অনন্তর সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করতে থাক। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কোন মা'বূদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?
فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۚ ﴿٢٤﴾	(২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ –যারা কাফের ছিল– বলল, এ ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন[২] মানুষ ব্যতীত আর কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব[৩] প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর যদি (রসূল পাঠানোই)- আল্লাহর উদ্দেশ্য হত, তবে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এমন কথা (কখনও) শুনিনি।
اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾	(২৫) সে তো এমনই একজন মানুষ যার রয়েছে মস্তিষ্ক[৪] বিকৃতি। অতএব তোমরা এর ব্যাপারে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আরো অপেক্ষা কর।
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾	(২৬) নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য[৫] কর। কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।
فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) অতঃপর আমি তাকে আদেশ করলাম যে, তুমি আমার চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে এবং আমার ওহী অনুসারে নৌকা প্রস্তুত[৬] করে নাও। এরপর যখন আমার (শাস্তির) আদেশ এসে পৌছবে এবং উনুন[৭] উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে একটি নর ও একটি মাদী অর্থাৎ, দু'টি করে নৌকায় তুলে নিও এবং স্বীয় পরিবারবর্গকেও, তাদের মধ্য থেকে কেবল সে ব্যক্তি ছাড়া যার বিরুদ্ধে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে (যে, সে ডুবে মরবে)। আর তুমি জালেমদের (রক্ষার) ব্যাপারে আমাকে কিছু বল না, নিশ্চয় তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে[৮]।

www.maktabatulabrar.com

(২৮) অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সাথীগণ নৌকায় সমাসীন হয়ে যাবে তখন বলবে, আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়[৯] থেকে নাজাত দিয়েছেন।	فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾
(২৯) আরো বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবতারণ[১০] কর বরকতময় অবতারণ এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।	وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾
(৩০) এ ঘটনাতে অবশ্যই অনেক[১১] নিদর্শন রয়েছে এবং আমি তো পরীক্ষা করার ছিলাম।	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নৌকার আলোচনা প্রসঙ্গে এ আয়াত থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর কিস্সা আলোচিত হয়েছে। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য নবীগণের আলোচনা উল্লেখ হয়েছে। এখানে নবীদের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন মানুষের দৈহিক চাহিদা পূরণের নিমিত্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তেমনি মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্যে পৃথিবীর শুরু থেকে ওহী ও নবুয়তের ধারা কায়েম করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) সুতরাং তার নবী হওয়ার দাবী ও তাওহীদের প্রতি আহবান মিথ্যা। কেননা "এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই" এমন কথা আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকটও শুনিনি। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতে চায়, তাই এসব ঢং করে। আল্লাহ কাউকে রসূল প্রেরণের ইচ্ছা করলে সে কেন? এ কাজের জন্য ফেরেশতাগণ বিদ্যমান রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) মনে হয় লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। অন্যথায় বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ এবং গোটা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে এহেন উল্টো কথা বলবে কেন যা কেউ মেনে নিতে পারে না? কিছুদিন অপেক্ষা কর। হয়ত এর ভিতরে লোকটি চৈতন্য ফিরে পাবে বা এমনিতেই মৃত্যুবরণ করবে, ল্যাটা চুকে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) হযরত নূহ (আ.)-এর সকল চেষ্টা যখন নিষ্ফল হল, সাড়ে নয়শত বছরের লোমহর্ষক জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেও যখন তিনি তাদেরকে হেদায়েতের পথে আনতে পারলেন না, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, এ হতভাগাদের বিরুদ্ধে আমায় সাহায্য করুন। কেননা, বাহ্যত তাদের হকের পথে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। বরং তারা হকের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) কেননা, এ কাফেরদের শাস্তির জন্য অতিসত্বর মহাপ্লাবন আসবে। তুমি নৌকা প্রস্তুত কর।

(৭) وفار التنور – تنور – চুল্লি বা চুলাকে বলা হয় যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরী করা হয়। শব্দটির এ অর্থই প্রসিদ্ধ। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে এ অর্থ লিখেছেন।

আবার কেউ কেউ এখানে চুল্লি দ্বারা বিশেষ চুল্লি অর্থ নিয়েছেন, যা কুফার মসজিদের এবং কারো কারো মতে শামের কোন এক জায়গায় ছিল। এ চুল্লি উথলে উঠাকে নূহ (আ.)-এর জন্য মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল।

(৮) এঘটনা সূরা হুদ ইত্যাদিতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

(৯) অর্থাৎ, জালেমদের থেকে পৃথক করে আমাদেরকে আযাব হতে রক্ষা করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১০) অর্থাৎ, নৌকায় আমাদেরকে আরামের জায়গা দাও এবং নৌকার বাইরে যেখানে অবতারণ করাও আরামের ব্যবস্থা কর। সর্বাবস্থায়, সর্বত্র যেন তোমার রহমত আমাদের সঙ্গী থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১১) রসূল প্রেরণ, ঈমানদারদেরকে রক্ষা করা, কাফেরদেরকে ধ্বংস করা, আকস্মাৎ প্লাবন সৃষ্টি করা এবং নৌকাকে নিরাপদে রাখা ইত্যাদি আমার অপার কুদরতের নিদর্শন। এর দ্বারা আমি পরীক্ষা করি, কে উপদেশ গ্রহণ করে, উপকৃত হয়, আর কে হয় না? (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত :

১. হযরত নূহ (আ.) রসূল ছিলেন।

২. প্রত্যেক নবী রসূলের ন্যায় হযরত নূহ (আ.)ও তাওহীদের দিকে মানুষকে আহবান করেছেন।

৩. খোদাভীতির নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ২৪–২৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. ইতিহাস প্রমাণ করে যুগে যুগে গোত্রপ্রধান ও সমাজপ্রধানেরাই সর্বপ্রথম হকের দাওয়াত অগ্রাহ্য করে। এবং হককে ও হকের ধারক-বাহকদেরকে নির্মূল করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে।

২. যুগে যুগে বাতিল ও কুফ্রী শক্তি হকের আহবানকারীদেরকে পাগল ও উন্মাদ বলেও অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু এতে হকের সৈনিকগণ দমে যায়নি, কোন কিছুই তাঁদেরকে হক ও হকের দাওয়াত থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বরং তাঁরা সত্যের পথে জোর কদমে এগিয়ে গেছেন।

৩. উক্ত আয়াতসমূহ থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা একজন উম্মির পক্ষে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থ বর্ণনা ওহী ছাড়া সম্ভব নয়।

● ২৬–২৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. ঐতিহাসিকদের নিকট সুবিদিত একটি মহাপ্লাবনের সত্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

২. জুলুম ও কুফ্রের শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৮–২৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. বিপদ থেকে মুক্তি লাভ হলে আল্লাহর শোকর আদায়ের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. কোন গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পর সেখানে অবতরণকালে বরকতময় অবতরণের জন্য দুআর শিক্ষা পাওয়া যায়।

www.maktabatulabrar.com

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝	(৩১) অনন্তর তাদের (নূহ সম্প্রদায়ের) পরে আমি অন্য সম্প্রদায়[১] সৃষ্টি করলাম।
فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝	(৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করলাম, (সে বলল,) তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর। তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বূদ নেই; তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?
وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝	(৩৩) তার সম্প্রদায়ের সে সরদারগণ –যারা কুফর অবলম্বন করে ছিল, আর পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করেছিলাম, (তারা)– বলল, এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (কেননা,) সে তা-ই খেয়ে থাকে যা তোমরা খাও এবং তা-ই পান করে যা তোমরা[২] পান করে থাক।
وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝	(৩৪) আর যদি তোমরা তোমাদের মত একজন মানুষের কথা অনুসারে চলতে থাক, তবে নিশ্চিতই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত[৩] হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্বেকার আয়াতসমূহে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম উল্লেখ না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তাফসীরকারকদের মতে এখানে আ'দ, ছামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হূদকে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন হযরত সালেহ (আ.)।

(২) অর্থাৎ, নূহ এর মাঝে তোমাদের চেয়ে ভিন্ন কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্য নেই। সুতরাং তোমাদের উপর তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। না'উযুবিল্লাহ! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের আর কী হতে পারে যে, অহেতুক তোমাদের মত একজন সাধারণ মানুষকে নিজেদের অনুসৃত ব্যক্তি হিসাবে মেনে নিবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত :

আদ/ছামূদ সম্প্রদায়-এর আবির্ভাব হযরত নূহ (আ.)-এর পরে।

● ৩২ নং আয়াত :

১. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল তাদেরই গোত্রভুক্ত হয়ে থাকেন।

www.maktabatulabrar.com

২. রসূল ইবাদত ও তাওহীদের দাওয়াত দেন।

৩. খোদাভীতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

● ৩৩–৩৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. সম্পদ ও প্রাচুর্য অনেক সময় ঔদ্ধত্ব ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সাধারণ মানুষ কেন নবী হবেন– এরূপ ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে তারা নবীকে অস্বীকার করত। অথচ নবী সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই হয়ে থাকেন।

৩. নবীকে মানলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে– এমন উল্টো কথা বুঝিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত বিভ্রান্ত নেতারা এভাবেই মানুষকে উল্টো বুঝিয়ে থাকে।

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝	(৩৫) সে লোকটি কি তোমাদেরকে এরূপ ভয় দেখায় যে, যখন তোমাদের মৃত্যু ঘটবে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (পুনরায় মাটি থেকে) বের করা হবে[১]।
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝	(৩৬) তোমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখানো হচ্ছে তা বহুদূরে বহুদূরে[২] (অসম্ভব)।
اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝	(৩৭) জীবন তো কেবল আমাদের এ পার্থিব জীবনই,[৩] (এখানেই) আমরা মরি ও বাঁচি। আর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।
اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ِۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝	(৩৮) এই ব্যক্তি এমনই লোক, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ[৪] করেছে। আর আমরা তো তাকে সত্য প্রতিপন্ন করবার নই।
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝	(৩৯) সে (নবী) বলল, হে আমার রব! আমাকে সাহায্য কর। কেননা, তারা আমাকে মিথ্যুক বলেছে।
قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ۝	(৪০) তিনি (আল্লাহ) বললেন, নিশ্চয় অল্পকালের মধ্যেই তারা অনুতপ্ত হবে।
فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝	(৪১) অতঃপর সত্যি সত্যিই এক ভয়ংকর শব্দ[৫] তাদেরকে এসে ধরল (আঘাত করল)। অনন্তর আমি তাদেরকে খড়[৬]-কুটা (র ন্যায় দলিত-মথিত) করে দিলাম। সুতরাং এই জালেম সম্প্রদায় (রহমত থেকে) দূর হয়ে যাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) দেহের মাংস মাটির সহিত মিশে গেলে শুধু মাংসশূণ্য হাড় পড়ে থাকে। আবার কিছুকাল পর হাড়গুলি মাটি হয়ে যায়। তবে এই লোকটি কি বলে যে, আমরা মৃত্যুর পর এরূপ অবস্থায় উপনীত হলেও আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে? এখন ভেবে দেখ এরূপ ব্যক্তি কী কখনও অনুসরণযোগ্য হতে পারে? (বয়ানুল কুরআন)

(২) কতখানি অযৌক্তিক কথা যে, অস্থি মাংস মাটিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবার পর আবার পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে উঠানো হবে। অসম্ভব, কখনও হতে পারে না। এহেন অর্থহীন কথা কে বিশ্বাস করবে! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, কিসের আখেরাত, কোথায় আবার হিসাব-কিতাব? এ পার্থিব জগতই জগত। এ এক মৃত্যু, এক জীবন। সবকিছু আমাদের চোখের সামনে। কেউ জন্মগ্রহণ করল, কেউ মারা গেল। এই শেষ। সামনে আর কিছুই নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) কেননা সে বলে, আল্লাহ তাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। আর কেয়ামত সংঘটিত হবে। আমরা তো তাকে কখনও সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করব না। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) এ সম্প্রদায়কে এক ভয়ংকর চিৎকার (صيحة) দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা বিকট চিৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে قرنا اخرين –অন্য সম্প্রদায় বলে ছামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তবে এটাও সম্ভব যে, صيحة – শব্দের অর্থ আযাব হলে আ'দ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

(৬) অর্থাৎ, তাদেরকে ধ্বংস করে খড়-কুটার ন্যায় নিষ্পেষিত করে ফেললাম। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫–৩৮ নং আয়াতসমূহ :

১. কাফেরদের পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার চিরাচরিত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. শুধু এই জীবনকেই জীবন মনে করা, পরকালকে অস্বীকার করা কাফেরদের বিশ্বাস।

৩. নবীকে অমান্য করার জন্য কাফের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অন্যকে প্ররোচনা প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

● ৩৯–৪১ নং আয়াতসমূহ :

১. কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার নীতি প্রমাণিত।

২. আল্লাহ কর্তৃক নবীর দুআ কবূল হওয়ার ঘোষণা।

৩. যারা জুলুম তথা কুফরী করে, তাদের উপর খোদার আযাব-গযব নেমে আসার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৪. আ'দ, ছামূদসহ খোদার গযব নিপতিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা চাই।

www.maktabatulabrar.com

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) অনন্তর তাদের পরে[১] আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।
مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) কোন সম্প্রদায়ই তার (ধ্বংসের) নির্দিষ্টকাল থেকে আগেও যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না।
ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾	(৪৪) অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসূলদেরকে পাঠাই। যখনই কোন সম্প্রদায়ের নিকট তাদের রসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দিয়েছে। তাই আমিও তাদের একের পর এককে ধ্বংস করেছি। আর তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করেছি[৩]। সুতরাং (আলাহর রহমত থেকে) বিতাড়িত হোক ঐ সম্প্রদায় যারা ঈমান আনে না।
ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾	(৪৫) অতঃপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে প্রেরণ করলাম আমার নিদর্শনাবলী[৪] ও সুস্পষ্ট দলীলসহ।
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) ফিরাউন ও তার গোত্রপ্রধানদের নিকট। অতঃপর তারা অহংকার করল আর ছিলও তারা উদ্ধত জাতি[৫]।
فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) সুতরাং তারা বলাবলি করতে লাগল আমরা কি এমন দুজনের প্রতি ঈমান আনব, যারা আমাদেরই মত মনুষ? অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের[৬]আদেশানুগত।
فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) মোটকথা, তারা সে দু'জনকে মিথ্যাবাদী বলতেই থাকল, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হল।
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾	(৪৯) আর আমি মূসাকে প্রদান করেছিলাম কিতাব, যাতে তারা হেদায়েত[৭] লাভ করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, 'আদ বা ছামূদের পর।

(২) অবশেষে রসূলদেরকে অবিশ্বাস করাতে তারাও ধ্বংস হল। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে যে সময় নির্ধারিত ছিল প্রত্যেকে সে নির্ধারিত সময়ে ধ্বংস হয়েছে। কেউ তা থেকে অগ্র/পশ্চাৎ হতে পারেনি। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তাদের কাহিনী ব্যতীত কোন চিহ্নও অবশিষ্ট থাকেনি। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, মুজিযাসমূহ, যা ছিল নয়টি। (আবুস সুউদ)

(৫) শক্তি ও অহংকারের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তারা খোদায়ী পয়গামকে প্রত্যাখ্যান করল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) স্বয়ং তাদের সম্প্রদায়ের উপর তো আমাদের নেতৃত্ব বিদ্যমান। এমতাবস্থায় তাদেরই দুজনের নেতৃত্ব আমাদের উপর কী করে সম্ভব? (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে তাওরাত প্রদান করলাম, যাতে মানুষ এর উপর আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪২–৪৩ নং আয়াতদ্বয় :

১. আদ/ছামূদ সম্প্রদায়-এর পরেও বহু সম্প্রদায় এসেছে যাদেরকে কুফরীর কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

২. ব্যক্তি ও জাতি সবার জন্য সময় নির্ধারিত আছে। কেউ এর আগেও যেতে পারবে না, পশ্চাতেও থাকতে পারবে না।

● ৪৪ নং আয়াত :

১. নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ধ্বংসের কারণ।

২. বহু সম্প্রদায়-এর কাহিনী ব্যতীত কোন চিহ্নও অবশিষ্ট নেই।

● ৪৫–৪৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. তাদেরকে মুজিযা সহ পাঠানো হয়েছিল।

৩. অহংকার হক ও সত্য গ্রহণের পথে বিরাট বাধা। অহংকারী ব্যক্তি হকের সামনে নির্দ্বিধায় মাথা নত করতে পারে না।

● ৪৭–৪৮ নং আয়াতদ্বয় :

১. সাধারণ মানুষ কেন নবী হবেন– এরূপ ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে তারা নবীকে অস্বীকার করল। অথচ নবী সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই হয়ে থাকেন।

২. অধীনস্ত হলেই আদর্শের দিক থেকেও তারা নিচে থাকবে তা নাও হতে পারে। উপরস্তরা এটা বুঝতে অনেক সময়ই ভুল করে থাকে।

৩. ফিরাউনী সম্প্রদায় হযরত মূসা ও হারূন (আ.) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণেই ধ্বংস হয়।

● ৪৯ নং আয়াত :

১. হযরত মূসা (আ.) আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. আসমানী কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য থাকে মানুষের হেদায়েত।

www.maktabatulabrar.com

(৫০) আর আমি মারয়াম তনয় ও তার জননীকে বড় নিদর্শন বানালাম এবং আমি তাদেরকে এমন উচ্চ[১] ভূমিতে নিয়ে আশ্রয় দিলাম, যা বাসযোগ্য ও সুজলা ছিল।	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সম্ভবত এটা সে টিলা বা উচ্চভূমি যেখানে সন্তান প্রসবের সময় হযরত মারয়াম অবস্থান করেছিলেন। তবে অনেক তাফসীরকারকের মতে এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর শৈশবকালের ঘটনা। হিরদাউস নামক জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ জ্যোতিষীদের নিকট জানতে পারল যে, ঈসা নবুয়ত লাভ করে মানব জাতির নেতৃত্ব দিবে। অতএব উক্ত বাদশাহ শৈশবকাল হতেই ঈসার শত্রু হয়ে যায়। তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত মারয়াম শিশু ঈসাকে নিয়ে মিসর দেশে চলে যান। এটাই উচ্চভূমি, উক্ত জালেম মরার পর হযরত মারয়াম আবার শাম দেশে ফিরে আসেন। কোন কোন মুফাসসির এখানে উচ্চভূমি দ্বারা শাম বা ফিলিস্তিন বুঝিয়েছেন। অসম্ভব কিছু নয়। হতে পারে সন্তান প্রসবের সময় হযরত মারয়াম যে টিলার উপর অবস্থান করেছিলেন এ আশংকার মুহূর্তেও সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) উল্লেখ্য, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান হল বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে পূর্ব দিকে বেতেলহাম নামক একটি স্থান।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০ নং আয়াত :

পিতা ছাড়া শিশু ঈসার জন্ম আল্লাহর অপার কুদরতের বিরাট নিদর্শন। তিনি সবই করতে পারেন। কাজেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা তাঁর অসীম কুদরতের পক্ষে একেবারে সহজ। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৫১) হে রসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ[২] থেকে আহার কর এবং নেক কাজ কর, আমি তোমাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব অবগত আছি।	يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾
(৫২) এবং এটা হচ্ছে তোমাদের[২] দ্বীন, (যার উপর তোমাদের থাকা কর্তব্য) একই দ্বীন[৩]। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় করতে থাক।	وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾
(৫৩) অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে তাদের (দ্বীন-এর) বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দল তাদের নিকট যা[৪] আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট।	فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾

(৫৪) অতএব তাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল[৫] পর্যন্ত তাদের অজ্ঞানতার আবিলতায় নিমজ্জিত থাকতে দাও।	فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾
(৫৫) তারা কি এ ধারণা করছে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে আসছি,	اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾
(৫৬) তাতে দ্রুত তাদের কল্যাণই সাধন করে[৬] চলছি। বরং তারা বুঝছে না[৭]।	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) طيبت "তায়্যিবাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উৎকৃষ্ট বস্তু। ইসলামী শরীয়াত যেসব বস্তু হারাম করেছে সেগুলো পবিত্রও নয়, জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই "তায়্যিবাত" দ্বারা এখানে হালাল বস্তুসমূহই বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে নবীদেরকে দুটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, দুই নেক কাজ কর। নিষ্পাপ নবীদেরকে যখন এ আদেশ দেয়া হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এ আদেশ আরো অধিক পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা। এ দু'টি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেক কাজ সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকাজের তাওফীক আপনা আপনি হতে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) উম্মত শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ নবীর জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরীকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) মূলনীতির দিক থেকে সব দ্বীন এক। আকীদা, ইবাদত ও আখলাকের বুনিয়াদী বিষয়গুলো সকল দ্বীনে অভিন্ন। পরবর্তীতে খাহেশ তাড়িত হয়ে মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত সৃষ্টি করেছে। এবং শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তবে তাঁ স্থান কালভেদে শরীয়তের বিভিন্নতা ছিল। কাজেই মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতপার্থক্যের ফলে দ্বীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, প্রত্যেকে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের উপর সন্তুষ্ট। এবং মনে করে আমরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৫) যারা দ্বীনের মাঝে বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি করেছে। এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস আকড়ে থাকছে। তোমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও হেদায়েত গ্রহণ করছে না। তুমি তাদের ব্যাপারে অধিক চিন্তিত হয়ো না। তাদেরকে কিছুদিন অবকাশ দাও। তারা মূর্খতা ও গাফলতের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকুক, সে দিন পর্যন্ত যে দিন মৃত্যু বা আযাব তাদের চোখ খুলে দিবে। কিন্তু এ চোখ খোলা সে দিন কোন কাজে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এমনই তাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ যদি তাদের ভাল না বাসবেন, তবে ধন-সম্পদে এত প্রাচুর্য দিবেন কেন?

www.maktabatulabrar.com

(৭) কিন্তু তারা এর কারণ জানে না যে, বস্তুত এটা হল ঢিল দেওয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা তাদের মর্যাদার প্রমাণ নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৫১ নং আয়াত :

১. আহার্য বস্তু হালাল ও পবিত্র হওয়া ফরয।

২. নেক আমলের মাধ্যমে নে'য়ামতের শোকর আদায় করাও ফরয।

৩. নেক কাজ সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।) ইবাদত ও নেক আমল কবূল হওয়ার ক্ষেত্রে হালাল খাদ্যের প্রভাব অনেক বেশী। কাজেই খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দুআ কবূল হওয়ার যোগ্য হয় না। (আইছারুত্তাফাসীর ইত্যাদি)

- ৫২–৫৩ নং আয়াতদ্বয় :

১. ইসলাম মানবতার ধর্ম। এ দ্বীনের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করা হারাম!

২. মূলনীতির দিক থেকে সব দ্বীন এক। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

- ৫৪–৫৬ নং আয়াতসমূহ :

১. ধন ঐশ্বর্য, সন্তান-সন্ততি কারো প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার প্রমাণ নয়। বরং কাফেরের প্রতি আল্লাহর নাজ নে'য়ামত আযাবেরই অংশবিশেষ।

২. ধন-সম্পদ পেলে এমন ধারণা করা ভুল যে, আল্লাহ যদি ভাল না বাসবেন, তবে ধন-সম্পদে এত প্রাচুর্য দিবেন কেন?

৩. অনেক সময় দুনিয়ার কল্যাণ ও প্রাচুর্য দেয়ার উদ্দেশ্য হয় ঢিল দেওয়া।

(৫৭) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা স্বীয় রবের ভয়ে[১] ভীত থাকে।	اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾
(৫৮) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান[২] রাখে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) আর যারা আপন রবের সাথে কোন শরীক[৩] স্থির করে না।	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾
(৬০) এবং যারা দান[৪] করে যা কিছু দান করে থাকে এ অবস্থায় যে, তাদের অন্তরসমূহ এ কারণে ভীত থাকে[৫] যে, তাদেরকে স্বীয় রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾
(৬১) এরাই (নিজ) কল্যাণসমূহ দ্রুত অর্জন করছে এবং তারা তার প্রতি দ্রুত ছুটছে[৬]।	اُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾
(৬২) আর আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের[৭] দায়িত্ব দেই না। ধর আমার নিকট এক দফতর[৮] রয়েছে যা ঠিক ঠিক বলে দিবে এবং তাদের প্রতি মোটেও জুলুম করা হবে না।	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রকৃত মু'মিনগণ ঈমান ও নেক আমল সত্ত্বেও কাফের বেঈমানদের মত নির্ভিক নিরাপদ হয় না। বরং সদা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধান, উভয়ের উপর ঈমান আনে। সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, হক যথার্থ।

(৩) অর্থাৎ, নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী। এবং আমলে নিষ্ঠাবান। জলী-খফি সব ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এখানে বর্ণিত يؤتون ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল-অর্থ দেয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তাফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এখানে অর্থ যা আমল করার তা আমল করা। এতে দান-খয়রাত, নামায-রোযা সবই শামেল হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) দান-খয়রাত নামায রোযা যাবতীয় নেক কাজ করার সময় এরা শংকিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এ কাজ (আমাদের ত্রুটির কারণে) আল্লাহর দরবারে কবূল হবে না। এবং তারা আখেরাতের ফিক্‌রে সর্বদা চিন্তিত থাকে। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে।

(৬) সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ায় এবং অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তেমনি এরা ধর্মীয় কাজে সচেষ্ট থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, উপরে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এর কোনটাই মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। সাধ্যাতীত কাজের হুকুম করা আমার আদত নয়। কাজেই প্রত্যেককে সাধ্যানুযায়ী আমল করা উচিত।

(৮) আমার কাছে আমলনামায় সকলের আমল লিখা বিদ্যমান আছে। কেয়ামতের দিন সবার সামনে খুলে দেয়া হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। কারো নেক আমল থেকে বিন্দু পরিমাণ কমানো হবে না। আবার বে-কসূরের উপর অহেতুক গুনাহের বোঝা চাপানো হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৭-৬১ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর ভয়, তাওহীদ ও ঈমানের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

২. নেক আমল করার পর নির্ভীক ও অহংকারী না হওয়া চাই। বরং সদা আল্লাহর হুযূরে ভীত প্রকম্পিত ও বিনয়াবনত থাকা চাই।

৩. আখেরাতের চিন্তায় ভীত থাকা চাই।

৪. উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারীরা দ্রুত কল্যাণ লাভ করে তথা দুনিয়ার কল্যাণও লাভ করে আখেরাতের উত্তম পুরস্কারও লাভ করে। (আবুস সুউদের আলোকে)

৫. ধর্মীয় কাজে একে অপরকে পেছনে ফেলার মত প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়া একটি প্রশংসনীয় গুণ।

● ৬২ নং আয়াত :

১. ধর্মে সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব প্রদান না করার নীতি গৃহীত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. আমলনামার বিষয়টি প্রমাণিত।

৩. আখেরাতের বিচারে কারও প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হবে না।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾	(৬৩) বরং তাদের অন্তরগুলো এ (ধর্ম) সম্বন্ধে অজ্ঞতায় আছন্ন রয়েছে। আর এটা ছাড়া তাদের আরো কার্য-কলাপ[১] রয়েছে যা তারা করে থাকে।
حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ ﴿٦٤﴾	(৬৪) অবশেষে যখন আমি তাদের মধ্যকার বিলাসী লোকদেরকে আযাবে গ্রেফতার করব, তো অকস্মাৎ তারা আর্তনাদ[২] করে উঠবে।
لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾	(৬৫) (বলা হবে,) এখন আর্তনাদ কর না। আমার পক্ষ থেকে তোমরা কোন সাহায্য পাবে না।
قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾	(৬৬) তোমাদেরকে তো আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে শুনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে,
مُسْتَكْبِرِيْنَ ۚ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾	(৬৭) অহংকার করতে করতে, কুরআনকে খোশ-গল্পের উপকরণে পরিণত করতে করতে,[৩] (এর প্রতি) অযথা উক্তি করতে করতে।
اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) তবে কি তারা এ কালামে[৪] চিন্তা-ভাবনা করেনি? নাকি তাদের কাছে এসেছে এমন কিছু যা তাদের পূর্ব পিতৃপুরুষদের নিকট আসেনি[৫]?
اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾	(৬৯) না তারা তাদের রসূলকে চিনে না, ফলে তারা তাকে অস্বীকার করে?
اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) না তারা বলে যে, সে পাগল, বরং এ রসূল তাদের নিকট সত্যবাণীসহ এসেছে। আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শির্ক-কুফ্‌রই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা এতে ক্ষান্ত ছিল না। অন্যান্য কু-কর্মও তারা অনবরত করে যেত।

(২) অর্থাৎ, তারা দুনিয়া বা আখেরাতের আযাবে গ্রেফতার হয়ে চিৎকার করে বলবে আমাদেরকে রক্ষা কর, কিন্তু রক্ষাকারী কেউ হবে না। বলা হবে চিৎকার করো না। আজ এসব বেকার। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে সে আযাব বোঝানো হয়েছে, যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের

তরবারি দ্বারা কাফের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারো কারো মতে এ আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বোঝানো হয়েছে, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদ-দুআর কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে তারা মরা জন্তু, কুকুর ও অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআয় আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) سمرا -এর অর্থ করা হয়েছে খোশ-গল্পের উপকরণে পরিণত করতে করতে। এর অর্থ এরূপও হতে পারে– রাতের বেলায় গল্প করতে করতে। তারা সাধারণত রাতের বেলায় বাইতুল্লাহর কাছে সমবেত হয়ে কুরআন নিয়েই নানা বিরূপ মন্তব্য ও অপচর্চা করত। কেউবা কুরআনকে যাদু বলত, আবার কেউবা বলত কবিতা ইত্যাদি। (আবুস সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তারা কি কুরআনের ভাষাশৈলী, অলংকার ও অপরূপ বর্ণনা সৌন্দর্যের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করেনি? তবে তো তাদের সকল সন্দেহ বিদূরিত হত, তারা নিশ্চিত বুঝতে পারত কুরআন আল্লাহর কালাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অতীতে বহু নবী এসেছেন, আসমানী গ্রন্থও এসেছে অনেক। এ ধারা চলে আসছে পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে, কাজেই এটা নতুন কিছু নয় যে, পেছনে যার কোন নযীর নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩ নং আয়াত :

১. কাফেরদের অন্তর দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান থাকে, দ্বীনের ব্যাপারে তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকে।। কুফর শিরকের অপরাধ তো রয়েছেই।

২. দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব গোমরাহীর কারণ।

● ৬৪–৬৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. আয়াতে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ঐশ্বর্যশালী বিলাসীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল তারা দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আসে সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। কাজেই ধনীদের অধিক সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিৎ।

২. যখন আযাব এসে পড়ে –তা দুনিয়াতেই হোক কিংবা কবরে ও হাশরে– তখন চিৎকার কোন উপকারে আসে না, তখন কোন তওবা কবূল হয়না।

● ৬৬–৬৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. অহংকার হক থেকে বিচ্যুতির একটা কারণ।

২. কুরআন নিয়ে খোশগল্প করা, কুরআন নিয়ে বিদ্রূপ করা এবং কুরআনের শানে অযথা উক্তি করা হারাম।

● ৬৮–৭০ নং আয়াতসমূহ :

১. কুরআনের ভাষাশৈলী, অলংকার ও বর্ণনা সৌন্দর্যের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করলে কুরআন সম্পর্কিত সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়, এবং এটা যে আল্লাহর কালাম তা বুঝা সহজ হয়ে ওঠে।

২. কুরআনের পূর্বেও আসমানী কিতাব এসেছে, এটাই এ ধারার প্রথম কিতাব নয়।

www.maktabatulabrar.com

৩. রিসালাতকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তো নেই। এতদসত্ত্বেও তাদের সত্যকে অস্বীকার করার কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যসহ আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকে অপছন্দ করে।

৪. "তারা কি এ কালামে চিন্তা করে না", আয়াত থেকে নিয়ে, "না তারা বলে সে পাগল", এ আয়াত পর্যন্ত চারটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা মুশরিকদের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত তাও সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম হল, যেসব কারণ তাদের ঈমান আনার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারত তার একটিও এখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যে সব কারণ হতে পারে সেগুলো সবই বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অবিশ্বাস শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। (বয়ানুল কুরআন)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾	(৭১) আর যদি সত্যধর্ম তাদের খেয়াল- খুশির অনুগামী হত,[১] তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং যা কিছু এতে আছে সব বরবাদ হয়ে যেত[২]। বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের নসীহতের বাণী। কিন্তু তারা স্বীয় (কল্যাণ সিদ্ধির) নসীহত থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।
اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾	(৭২) নাকি তুমি তাদের নিকট কিছু প্রতিদান[৩] চাও, তবে তোমার রবের প্রতিদানই সর্বোত্তম এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম রিযিকদাতা।
وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾	(৭৩) আর তুমি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে দাওয়াত দিচ্ছ।
وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُوْنَ ﴿٧٤﴾	(৭৪) আর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তারা নিশ্চয় সরল পথ থেকে বিচ্যুত[৪]।
وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾	(৭৫) আর যদি আমি তাদের উপর মেহেরবানি করি এবং তাদের যে বিপদ আছে তা দূরও করে দেই তবুও তারা জিদ ধরে থাকবে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে।
وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾	(৭৬) আর আমি তাদেরকে আযাবে আক্রান্ত[৫] করেছিলাম তবুও তারা স্বীয় রবের সামনে নত হল না এবং কাকুতি[৬]-মিনতিও করল না।
حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾	(৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের উপর কঠিন আযাবের দ্বার খুলে দিব, তখন তারা হতাশ হয়ে[৭] পড়বে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এরা হকের অনুগামী হবে তো দূরের কথা, বরং উল্টো তারা হককে নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুগত বানাতে চায়।

(২) কেননা, সত্য ধর্মকে তাদের ইচ্ছার বশীভূত করে দিলে পৃথিবীতে কুফর, শিরক ও ধর্মহীনতা ছড়িয়ে পড়ত। ফলে আল্লাহর গযব আসত। এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমস্ত আসমান- যমীন এবং তন্মধ্যস্থিত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এটাও কি তাদের ঈমান আনার পথে একটি বাঁধা যে, তারা মনে করে তুমি হয়ত তাদের কাছে কিছু অর্থ চাইবে। এ সন্দেহ সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, তুমি ভালভাবে জান আল্লাহর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) হক হওয়া, সরল হওয়া, উপকারী ও কল্যাণকর হওয়া– ঈমান আনার সকল কারণ ও দাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন না করা মূর্খতা ও গোমরাহী বৈ কি?

(৫) শানে নযূলঃ কাফেরদের অবাধ্য আচরণের দরুন একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-দুআ করলে মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে তারা মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি পর্যন্ত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলেন যে, আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তিনি উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবও তাই। আবূ সুফিয়ান বললেন যে, আপনি স্বগোত্রীয় প্রধানদের তো বদরের যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন, এখন যারা জীবিত আছে তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন এ আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) মুশরিকরা আযাবে পতিত হল, অতঃপর হুযূরের দুআয় মুক্তি পেল, তবুও তারা স্বীয় প্রতিপালক সমীপে নত হল না। বরং পূর্ববৎ কুফর ও শিরকের উপর অটল রইল।

(৭) দুনিয়াতেও কোন অস্বাভাবিক গায়বী আযাব আসতে পারে। আর মৃত্যুর পরে তো অবশ্যই আসবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১ নং আয়াত :

১. হককে কারো খেয়াল-খুশির অনুগত বানানো হারাম। এটা যাবতীয় গোমরাহী ও দ্বীন বিকৃতির কারণ হয়।

২. খাহেশের অনুসরণ পৃথিবীতে ধ্বংস ও অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

৩. কুরআন হচ্ছে উপদেশের কিতাব।

● ৭২ নং আয়াত :

১. মুশরিকদের সামনে হক গ্রহণে এমনও কোন বাধা ছিল না যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইতেন।

www.maktabatulabrar.com

২. যার ইসলাহ ও সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে তার থেকে অর্থ চাওয়া বা গ্রহণ করা উচিৎ নয়। কারণ, এতে ইসলাহের কাজ ব্যাহত হয়। (বয়ানুল কুরআন, মাসায়েলে সুলূক)

৩. আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম। এই চিন্তা যার মধ্যে জাগ্রত থাকে, সে নেক কাজের দুনিয়াবী বদলা চাইতে পারে না।

৪. আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম রিযিকদাতা।

● ৭৩–৭৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. সরল-সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দেয়া ছিল নবীর কাজ।

২. অবিশ্বাসী কাফেররা সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

● ৭৫–৭৭ নং আয়াতসমূহ :

কাফেররা আল্লাহর দয়া পেয়েও ভাল হয় না। শাস্তি পেয়েও সঠিক পথে ফিরে আসে না। যেমন: মক্কার মুশরিকরা শাস্তি পেয়েও সঠিক পথে ফিরে আসেনি। অবশেষে যখন কঠিন শাস্তি দেয়া হয় –চাই দুনিয়াতে হোক বা মৃত্যুর পর– তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾	(৭৮) আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন। (কিন্তু) তোমরা খুব কমই শোকর[১] করে থাক।
وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۹﴾	(৭৯) আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত[২] করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।
وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۸۰﴾	(৮০) আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তারই এখতিয়ারে রাত-দিনের বিবর্তন। তবুও কি তোমরা[৩] বুঝ না?
بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿۸۱﴾	(৮১) বরং এরাও অনুরূপ কথাই বলে[৪] যেমন পূর্বকালের (কাফের) লোকেরা বলে থাকত।
قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿۸۲﴾	(৮২) তারা বলে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখন সত্যিই কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে?
لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸۳﴾	(৮৩) এটা তো আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এটা তো পূর্বপুরুষদের কল্প-কাহিনী[৫] ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহর দেয়া শক্তিসমূহকে তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করাই তদীয় নেয়ামতের শোকর আদায় করা। কান দ্বারা আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনা, চোখ দিয়ে দেখা এবং অন্তর দ্বারা বোঝার চেষ্টা করা হল এ নেয়ামতত্রয়ের শোকর আদায় করা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ শক্তিসমূহকে বিপথে ব্যয় করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহই পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বিস্তৃত করেছেন। আবার সবাইকে তাঁর নিকট একত্র করবেন। কেউ সেখানে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। যিনি বিস্তৃত করেছেন, তাঁর পক্ষে আবার সবাইকে সমবেত করা সহজ বৈকি? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) যিনি এ মহান কুদরতের অধিকারী তাঁর পক্ষে পুনরায় জীবন দান করা এমন কী কঠিন কাজ!

(৪) এদের জ্ঞান-বুদ্ধির বালাই নেই। বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণই এদের পুঁজি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এহেন কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা বিশ্লিষ্ট হাড় ও মাটির স্তূপকে মানুষ হতে দেখিনি। এগুলো পূর্ব লোকদের বানানো কাহিনী। যা আজ পর্যন্ত কথিত হয়ে আসছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭৮–৮০ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

২. চোখ, কান, অন্তর– এগুলো আল্লাহর বড় বড় নেয়ামত।

৩. হাশর-এর আকীদা প্রমাণিত।

৪. জীবন–মৃত্যু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।

৫. রাত ও দিনের পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতের এক বড় প্রমাণ।

- ৮১–৮৩ নং আয়াতসমূহ :

১. পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ গোমরাহীর কারণ।

২. কেয়ামত ও পুনর্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস করা এবং এটাকে কল্পকাহিনী বলা নতুন কোন বিষয় নয়, আগের যুগের কাফেররাও এমনই করত এবং এমনই বলত।

(৮৪) তুমি (জবাবে) বল, পৃথিবী ও পৃথিবীতে যারা (এবং যা কিছু) আছে, তারা কার মালিকানাধীন? যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে (তাহলে আমাকে বল)।	قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾
(৮৫) তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। (তখন) তুমি বল, তবে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না[১]?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾
(৮৬) তুমি (এটাও) বল যে, কে এই সপ্ত আসমানের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি?	قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾

www.maktabatulabrar.com

(৮৭) তারা অবশ্যই বলবে, (এগুলিও) আল্লাহর। তুমি (তখন) বল, তবে কেন তোমরা (আল্লাহকে) ভয়[২] কর না?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾
(৮৮) তুমি (এটাও) বল, কে তিনি, যাঁর হাতে সব কিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তিনিই (যাকে চান) আশ্রয় দেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না? যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।	قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾
(৮৯) তারা অবশ্যই বলবে যে, (এসব গুণও) আল্লাহরই। তুমি বল, তবুও তোমরা কীভাবে মোহগ্রস্ত[৩] হচ্ছ?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾
(৯০) বরং আমি তো তাদের নিকট[৪] সত্য পৌঁছিয়েছি। আর নিঃসন্দেহে এরা মিথ্যাবাদী।	بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾
(৯১) আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ[৫] করেননি। আর না তাঁর সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদ আছে। (যদি থাকত) তাহলে প্রত্যেক মা'বূদ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং অবশ্যই একে অন্যের উপর চড়াও হত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পূত পবিত্র।	مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ ۚ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾
(৯২) তিনি সকল দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।	عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু যার মালিকানায় হবে, তোমাদের এ দেহ কি তার কবজা ও মালিকানার বাইরে? তিনি কি একে যেমন ইচ্ছা পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না?

(২) যিনি সাত আসমান ও মহান আরশের একচ্ছত্র মালিক, তাঁকে সামান্য মাটির পুতুলের সামনে অক্ষম বলা কতটা জঘন্য গোস্তাখী! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) যার পক্ষে সকল ভূমিকা ও সূচনা স্বীকার কর, অথচ এর শেষ ফল ও নতীজা তাওহীদ ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার কর। তোমরা কি মোহগ্রস্ত হয়েছ? তোমাদের বুদ্ধি বিবেচনা কী লোপ পেয়ে গেছে যে, তোমরা এ মোটা কথাটুকু বুঝ না? তোমরাই যখন বলছ আসমান-যমীন সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহর। তবে কি তোমাদের দেহের হাড় মাংস তাঁর কুদরত ও আধিপত্যের বাইরে যেতে পারবে? (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, পুনরুত্থান কল্প কাহিনী নয়। বরং যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এটা মহাসত্য। তারা কেবল ভিত্তিহীন কল্পনার অনুসরণ করছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) আসমান যমীন, প্রতিটি বালুকণার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি একক অদ্বিতীয়। না তাঁর সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন, না সাহায্যকারীর। তাঁর রাজত্বে কেউ তাঁর শরীক নেই। যদি তাঁর ন্যায় আরো মা'বূদ থাকত, তাঁর ন্যায় ক্ষমতাধর এথতিয়ার সম্পন্ন আর কোন শাসক থাকত তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ বান্দাদের ও প্রজাদের নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। এবং আরো শক্তি সঞ্চয় করে অন্যের উপর আক্রমণ করত। প্রত্যেকে অন্যের অংশ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি লাগত। এভাবে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হত। প্রকৃতির এ সুদৃঢ় সুন্দর শৃংখলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু এমনটি দেখা যায় না। সুতরাং বুঝতে হবে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪–৮৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. আসমান-যমীন ও সবকিছুর নিরংকুশ মালিকানা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। প্রকৃত সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

২. আরবের মুশরিকরা স্বীকার করত সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর, তবুও তারা বহু মাবূদের পূজা করত।

৩. উপদেশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ৮৬–৮৭ নং আয়াতদ্বয় :

১. সাত আসমান প্রমাণিত, যদিও বিজ্ঞানীরা কুরআন হাদীছে বর্ণিত আসমানকে স্বীকার করে না।

২. আরশ প্রমাণিত।

৩. তাকওয়ার তথা আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৮৮–৮৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. সবকিছুর নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

২. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আযাব, দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দেন, এবং কারো সাধ্য নেই যে, তাঁর মোকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তার আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নিবে।

৩. আরবের মুশরিকরা স্বীকার করত যে, আল্লাহর উপরোক্ত গুণাবলী রয়েছে, তবুও তারা বহু মাবূদের পূজা করত।

● ৯০–৯২ নং আয়াতসমূহ :

১. কুরআন সত্য।

২. আল্লাহর কোন সন্তান নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

৩. শির্কের খণ্ডন করা হয়েছে যুক্তির মাধ্যমে। (৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।) এর দ্বারা যুক্তির মাধ্যমে ইসলামী আকীদা ও অন্যান্য বিধি–বিধানের দলীল পেশ করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হল।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾	(৯৩) তুমি বল, হে আমার রব! তাদেরকে যে বিষয়ের ধমকি দেয়া হচ্ছে তা যদি আমাকে দেখান।[১]
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾	(৯৪) তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের[২] অন্তর্ভুক্ত করবেন না।
وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾	(৯৫) আর আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ধমকি দিচ্ছি তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।[৩]
اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾	(৯৬) তুমি (তাদের) মন্দকে প্রতিহত করতে থাক এমন পন্থা[৪] দ্বারা যা উত্তম। তারা যা বলে আমি সে বিষয়ে খুব অবগত আছি।
وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾	(৯৭) আর তুমি দুআ কর[৫], হে আমার রব! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে।
وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾	(৯৮) এবং হে আমার রব! আমার নিকট শয়তানদের আগমন থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই।
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾	(৯৯) এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু আসে, তখন সে বলতে থাকে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন।[৬]
لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾	(১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি। কখনই নয়! এটা একটা কথার কথা যা সে বলছে[৭]। আর তাদের সামনে এক অন্তরায়[৮] রয়েছে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে আযাবের ধমকি দেয়া হচ্ছে তা যদি আমার চোখের সামনেই ঘটান।

(২) এ দুআ এ কারণে ছিল না যে, 'নাউযু বিল্লাহ' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডিত হওয়ার আশংকা ছিল। বরং এতে কাফেরদের প্রতি আগত শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। তাছাড়া দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সৎ লোকও এর কারণে কষ্টে নিপতিত হয়। তবে আখেরাতে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না। বরং এ পার্থিব কষ্টের কারণে তারা ছওয়াবও পাবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ বিধায় আল্লাহর আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে উক্ত দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যাতে ছওয়াব

বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন। এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। এছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে উম্মতকে সম্বোধন করা প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটা কুরআন কারীমের একটা বর্ণনাধারা। (বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) মক্কাবাসীদের দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

(৪) অর্থাৎ, আযাব না আসা পর্যন্ত তুমি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে থাক। তুমি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করতে থাক। অর্থাৎ, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নিয়ো না। বরং আমার হাওয়ালা কর। জিহাদের আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের কোন সংঘাত নেই। কেননা, এ আয়াতে হুযূরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর জিহাদের আদেশ হল দ্বীনের হক তথা ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপার। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) পূর্বের আয়াতে মানুষ শয়তানের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা বলা হয়েছে। কিন্তু জিন শয়তান এভাবে প্রভাবিত হবে না। নরম ব্যবহার বা কোন কৌশল দ্বারা এদেরকে বশীভূত করা যাবে না। কাজেই এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার একই সূরত। তা হল আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) তাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং পরকালের আযাবের পূর্বাভাষ অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে। আফসোস আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং নেক কাজ করে এ আযাব থেকে রেহাই পেতাম।

(৭) মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও পুনরায় পাঠানো হবে না। যদি তাদেরকে ফেরৎ পাঠানোও হয়, তারা মোটেও নেক কাজ করবে না। বরং আবার সে অপকর্মেই লিপ্ত হবে। মুখে যা বলছে এটা কেবল কথার কথা। অতিশয় পেরেশানী ও আফসোসের কারণে আস্থির হয়ে বলছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) برزخ -এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা বা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কেয়ামত পর্যন্ত কালকে 'বরযখ' বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। এ আয়াতের অর্থ হল মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এ কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখের জগতে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নাশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না। এটাই বিধান। আর এ বরযখই ফিরে আসার পথে বাধা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৩-৯৫ নং আয়াতসমূহ :

১. দু'আ মুমিনের সর্বোত্তম হাতিয়ার।

২. আযাব থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

৩. আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

www.maktabatulabrar.com

● ৯৬-৯৮ নং আয়াতসমূহ :

১. মন্দের জবাব মন্দ নয়। বরং উত্তম দ্বারা দেয়া উচিত। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ না নেওয়া উত্তম।

২. শয়তানের ওয়াসওয়াসা দেওয়া প্রমাণিত।

৩. শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। এবং আউযু বিল্লাহ্ পাঠ করা উচিত।

● ৯৯-১০০ নং আয়াতদ্বয় :

১. কাফেরদের দুনিয়ায় ফিরে আসার কামনা থেকে মু'মিনদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এবং সে মুহূর্তের পূর্বে আমল দুরস্ত করে নেয়া উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. বরযখের জগত প্রমাণিত।

৩. বরযখের জগত থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসবে না।

(১০১) অতঃপর যখন সিঙ্গায়[১] ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তা সেদিন থাকবে না এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾
(১০২) তখন যাদের পাল্লা[২] ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম।	فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾
(১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে। তারা জাহান্নামেই স্থায়ী হবে।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾
(১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে[৩] এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট অবস্থায়।[৪]	تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেয়ামতের দিন দুবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময় সব মৃত জীবিত হয়ে উঠবে। আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। তখন এমন সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনদের মধ্যে কারো যিম্মায় কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত হবে, সচেষ্ট থাকবে। সে মুহূর্তে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারো প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। তবে এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা

হয়েছে। মুমিনদের নয়। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে। এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) কেয়ামতের দিন একটি দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর দ্বারা আকীদা-আমল ওজন করা হবে। যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে সেই সফলকাম। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে সে নিজেই নিজের ক্ষতিসাধন করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে শুধু খাটি মুমিন ও কাফেরদের সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এবং তাঁদেরই আমল ও পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল মুমিনের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা জান্নাতে যাবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে, ফলে তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে।

(৩) জ্বলতে জ্বলতে তাদের দেহ ফুলে যাবে। নিচের ঠোঁট ঝুলে নাভী পর্যন্ত আসবে। উপরের ঠোঁট ফুলে মস্তকের উপরিভাগ পর্যন্ত পৌঁছবে এবং জিহ্বা বের হয়ে মাটির সাথে ঝুলবে। اللهم احفظنا من ومن سائر انواع العذاب (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) كلح অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলে যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে। ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে। দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াত :

১. সিঙ্গায় ফুৎকার সত্য।

২. সিঙ্গায় ফুৎকারের দিন তথা কেয়ামতের দিন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারো প্রতি রহম করবে না। (এটা হল কাফেরদের অবস্থা।)

● ১০২–১০৪ নং আয়াতসমূহ :

১. কেয়ামতের দিবসে আমল ওজন হবে এ কথা হক-সত্য।

২. যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারা জান্নাতে যাবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা জাহান্নামে যাবে।

৩. কাফেররা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

৪. জাহান্নামে তারা বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট অবস্থায় থাকবে। (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

(১০৫) (বলা হবে) তোমাদেরকে[১] কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হত না? তখন তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা বলতে।	اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾
(১০৬) তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক![২] আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।	قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾

www.maktabatulabrar.com

(১০৭) হে আমাদের প্রতিপালক! এ আগুন থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতঃপর যদি আমরা পুনরায় এরূপ করি তবে নিশ্চয় আমরা পূর্ণ অপরাধী[৩]।	رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾
(১০৮) আল্লাহ বলবেন, তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বল না।	قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾
(১০৯) নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আর তুমিই সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।	اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾
(১১০) তখন তোমরা তাদেরকে উপহাসের পাত্র[৪] করে রেখেছিলে। এমনকি এ উপহাস তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে।	فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾
(১১১) তারা যে সবর করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদেরকে এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারাই নিশ্চিত সফলকাম।[৫]	اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যে সব বিষয়কে তোমরা দুনিয়াতে মিথ্যা বলতে, এখন স্বচোখে দেখে নাও তা সত্য ছিল কি মিথ্যা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা স্বীকার করবে যে, নিশ্চয় আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করেছে। এখন আমরা সবকিছু অবলোকন করলাম। এবারের মত আমাদেরকে উদ্ধার করুন। পুনরায় যদি এমন করি তবে যা শাস্তি ইচ্ছা দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এটাই হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপর তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না। জন্তুদের ন্যায় একে অপরের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) দুনিয়াতে যখন মু'মিনগণ স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দুআ ও ইসতিগ্‌ফার করত, তখন তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে। এমনকি তোমরা এর পিছনে পড়ে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে এবং মনে করছিলে তোমাদের উপর আর কেউ নেই। সুতরাং আজকে এর স্বাদ ভোগ কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) বেচারা মুসলমানগণ তোমাদের যাবতীয় জুলুম-নির্যাতনের উপর সবর করেছে। সেহেতু আজ দেখ আমি তাদেরকে কত উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৫ নং আয়াত :

১. পরকালে কাফেরদেরকে তিরস্কারের নমুনা জানা গেল।

২. আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা কুফরী, যার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

● ১০৬–১০৮ নং আয়াতসমূহ :

১. তাকদীরের আশ্রয় গ্রহণ করা বা তাকদীরকে ওজর হিসাবে পেশ করার দ্বারা মুক্তি লাভ হবে না। কারণ, তাকদীরের উপর ভরসা করে আমল বর্জন করবে– এমন নীতি রাখা হয়নি। বরং বান্দা সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলবে এটাই নির্দেশ।

২. জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আবার দুনিয়ায় এসে সংশোধন হওয়ার সুযোগ কামনা করবে, কিন্তু তাদেরকে সে সুযোগ দেয়া হবে না।

৩. একটা পর্যায়ে জাহান্নামীদের কথা বলার সুযোগও রহিত করে দেয়া হবে।

● ১০৯–১১১ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর দরবারে দুআ করা, কান্নাকাটি করা আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের বিশেষ গুণ।

২. মুসলমানের সঙ্গে (ঈমান–ইসলাম নিয়ে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. সবরের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, তার কারণে পরকালীন সফলতা অর্জিত হবে।

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾	(১১২) তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা বৎসরের গণনা হিসাবে কত সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলে?
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾	(১১৩) তারা বলবে, আমরা অবস্থান করে ছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি গণনাকারীদেরকে[১] জিজ্ঞাসা করুন।
قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾	(১১৪) আল্লাহ বলবেন, তোমরা সামান্য সময়ই থেকেছিলে। কী ভাল হত যদি[২] তোমরা বুঝতে।
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾	(১১৫) তবে কি তোমরা মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি[৩]? এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না?
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾	(১১৬) তো আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদাবান। যিনি প্রকৃত বাদশাহ্। তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। তিনি মহান আরশের মালিক।

www.maktabatulabrar.com

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾	(১১৭) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে(ও) ডাকে, যার পক্ষে তার নিকট কোনই প্রমাণ নেই, নিশ্চয় তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾	(১১৮) আর তুমি এই বলবে, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর[৪] ও দয়া কর। দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাগণ যারা বান্দার হিসাব রাখতেন তাদের জিজ্ঞাস করুন হয়তো তারা যমীনে অবস্থানকালটাও হিসাব করে রেখেছেন। অর্থাৎ, কবরের জীবন বা দুনিয়ার জীবন– আখেরাতে এ জীবন দুটি খুবই স্বল্প মনে হবে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এটা হতে পার যে, কাফেররা দুনিয়াতে আযাব তাড়াতাড়ি কামনা করত এখন জেনে নিল যে, আযাব তাড়াতাড়িই এসেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, কী ভাল হত যদি তোমরা আগেই বুঝতে পারতে আখেরাতের তুলনায় পৃথিবীর জীবন হিসাবের যোগ্য নয়। বরং স্থায়ী বাসের জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন স্থান রয়েছে। কিন্তু তোমরা মনে করেছিলে জীবন শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। এখন তো তোমাদের ভুল প্রকাশ পেয়েছে। এবং ঠিক বুঝতে পেরেছ। কিন্তু এটা নিষ্ফল। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) দুনিয়াতে নেকী-বদী, ভাল-মন্দের পরিপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় যদি পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তো সব কিছু অর্থহীন হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ তা'আলা অর্থহীন কাজ থেকে বহু উর্ধ্বে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে রহমত ও মাগফিরাতের (দুআ) শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিৎ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১২–১১৪ নং আয়াতসমূহ :

১. জাহান্নামীদেরকে তিরস্কার করে বলা হবে তোমরা কতদিন দুনিয়াতে অবস্থান করেছিলে?

২. পরকালের শাস্তি কঠিন হওয়ার কারণে জাহান্নামীদের কাছে দুনিয়ার সুখ-শান্তি খুবই তুচ্ছ মনে হবে। ফলে তারা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ায় অবস্থানকে একদিন বা তার চেয়েও কম সময়ের মনে করবে।

৩. হিসাব সংরক্ষণকারী কিরামান কাতিবীন ফেরেশতার দিকে ইংগিত রয়েছে।

৪. দুনিয়ার জীবন যে খুবই তুচ্ছ– এই বোধ দুনিয়াতেই সৃষ্টি হলে তা ভাল পরিণতি বয়ে আনবে।

● ১১৫–১১৮ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহ তা'আলা অনর্থক ও বেহুদা কাজ থেকে উর্ধ্বে।

২. পরজগতের কথা প্রমাণিত।

৩. তাওহীদ প্রমাণিত।

৪. আরশ প্রমাণিত।

৫. আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডাকা, কুফর ও শিরক।

৬. মুমিনগণ প্রকৃত সফলকাম। কাফেররাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭. শিরক একটি দলীলহীন বিষয়। শিরকের পক্ষে কোনো দলীল নেই।

৮. প্রত্যেক মু'মিনের উচিৎ মাগফিরাত ও রহমতের (দুআ) করা ।

৯. فحسبتم থেকে এ সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো বিশেষ ফযীলতপূর্ণ। এ আয়াতসমূহ বিশ্বাসের সাথে পাঠ করলে রোগ-ব্যাধি বালা-মুসীবত দূর হয়। কাজেই এ আয়াতগুলো ওযীফা হিসাবে পাঠ করা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২৪) সূরা আন্-নূর, মক্কী
৬৪ আয়াত, ৯ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

(১) এটি একটি[১] সূরা, যা আমি নাযেল[২] করেছি এবং যা (-র বিধানাবলীও) আমিই নির্ধারিত করেছি এবং এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য : সূরার অধিকাংশ বিধান নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ ও পর্দা-পুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসাবে যিনার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। সূরা মু'মিনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গ সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারকথা। এবং এ সূরায় সতীত্বের প্রতি গুরুত্ব দানের জন্য এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এ সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সূরা যে ভাষায় শুরু করা হয়েছে এটাও এ সূরার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, এ সূরার শব্দগুলোও আমি নাযেল করেছি এবং এর মাঝে নিহিত বিধি-বিধানও আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত :

১. কুরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযেলকৃত, তেমনি কুরআনের শব্দগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

২. কুরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণই কাম্য।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

(২) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী[১], তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে[২]। আর তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখ, তবে তাদের প্রতি দয়া যেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে।[৩] আর উভয়ের শাস্তি প্রদান কালে মুমিনদের একদল যেন উপস্থিত থাকে[৪]।

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③

(৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে[৫] করে এবং ব্যভিচারিণী কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষকেই বিয়ে করে। এরূপ বিবাহ[৬] মুসলমানদের উপর হারাম করা হয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যিনার শাস্তি প্রসঙ্গে কিছু কথা: এ সূরার প্রথম আয়াতটি ভূমিকা স্বরূপ; যা দ্বারা এ সূরায় বর্ণিত বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য। বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি, যা সূরার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্য দৃষ্টির হেফাজত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে প্রবেশ না করা, পর্দা করা ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হয়েছে। সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া খোদায়ী বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নামান্তর। এ কারণেই মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে যিনার শাস্তি সবচেয়ে কঠোর। ব্যভিচার স্বয়ং একটি মারাত্মক অপরাধ। তদুপরি সে নিজের সঙ্গে আরো অনেক অপরাধ নিয়ে আসে। যা নীতি-নৈতিকতা ও মানবতার ধ্বংসের কারণ হয়। আজকাল পৃথিবীতে যত অপরাধ– হত্যা-লুণ্ঠন, মারামারি, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণের ঘটনাবলী ইত্যাদি সংঘটিত হচ্ছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এর অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী বা নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই ইসলাম এ জঘন্য অপরাধ ও নির্লজ্জতার মুলোৎপাটনের জন্য অধিক কঠোর বিধান দিয়েছে।

কুরআন কারীম ও মুতাওয়াতির হাদীছ চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে। কোন বিচারক বা শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যাস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়াতের পরিভাষায় "হুদূদ" বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা

হয়নি। বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের ধরন ও পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে সে পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়াতের পরিভাষায় "তা'যীর" বলা হয়। হুদূদ চারটি : চুরি, কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং যিনা করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক আপরাধই স্ব স্ব স্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি শৃংখলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি। কিন্তু এসবগুলোর মধ্যে ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যে মারাত্মক আঘাত হানে তা সবচেয়ে ভয়াবহ! তাই শরীয়ত এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

(২) শরীয়াতে যিনার শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, বিচারক বা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী নারী ও পুরুষকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এ বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের শাস্তি সূরা নূরের এ আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত আয়াত নাযেলের পর বর্ণনা করেছেন। তা হল অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এখানে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর ঐতিহসিক ভাষণের একটি অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত ওমর ফারুক (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেন। এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযেল করেন। কিতাবে যে সব অবতীর্ণ হয় তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল। যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন, আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ এ কথা বলতে শুরু না করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাব কুরআনে পাইনি। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ নাযেল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত নারী-পুরুষের প্রতি প্রযোজ্য, যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম) তবে হ্যাঁ, ইসলামী আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে। যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি "হদ" মাফ হয়ে অপরাধ অনুযায়ী শুধু "তাযীর" অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারো দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য আবশ্যক। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা হল, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয় তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। যদি কেউ ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তবে তাদের উপর "হদ্দে কযফ" জারী করা হবে। অর্থাৎ, আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এ সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা দুজন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধ অনুপাতে তা'যীর হিসাবে বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারী করতে পারেন।

www.maktabatulabrar.com

(৩) ব্যভিচারের শাস্তি কঠোর বিধায়, শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়া পরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, ধর্মের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীর প্রতি দয়া পরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু অপরাধীর প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ।

(৪) ইসলামী সব শাস্তি বিশেষতঃ হুদূদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য। অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ-কারবার দমনের জন্য ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করেছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখতে আদেশ দিয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সঙ্গে সঙ্গে যার মধ্যে এসব ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বোঝাবার আদেশ আছে। তবে লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। সর্বোপরি খোদাভীতি ও আখেরাতের জবাবদিহিতার সার্বক্ষণিক চেতনা জাগরুক রেখে উন্নত ও সচ্চরিত্র গঠনের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি শরীয়তের বিধানসমূহ ডিঙ্গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরীয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল। এখন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ততটুকু যত্নবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্যস্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং মুসলমানদের একটি দল তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে।

(৫) এ আয়াতে ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কিত। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহের বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াতে শরীয়তের কোন বিধান নয় বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হল ব্যভিচার একটি চারিত্রিক রোগ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভাল-মন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রের একটা মারাত্মক জীবাণু বদ্ধমূল হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়। কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্য হল সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সৎকর্ম পরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। আর যেহেতু বিবাহ এ সব লোকের উদ্দেশ্য থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে বা কোন সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়। এ বিবাহ জায়েয ও শুদ্ধ কি-না সে দিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে সে

মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে। অথবা কোন মুশরিকাকে বিয়ে করবে, যাকে বিয়ে করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্যের অর্থ। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন প্রকৃত মুমিনের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মুমিনের আসল লক্ষ্য হল বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়ত সম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন করা। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জনের আশা করা যায় না। বিশেষত যখন জানা থাকে যে, এ নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যাঁ, এরূপ নারীকে কোন ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। যদি এ ব্যভিচারিণী কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যভিচারেরই নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك এর অর্থ। উল্লেখিত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে যারা তওবা করে না এবং বদ অভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর সংসার ও সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে কোন সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী কোন সৎ পুরুষকে বিবাহ করে তবে আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরীয়তের মতে এরূপ শুদ্ধ হবে।

(৬) "এরূপ বিবাহ" বলে এখানে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যবিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ হারাম বলেও এ আয়াত থেকে জানা যায়। এ হারাম হওয়া বিশেষভাবে তখন হবে যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচার হতে বাধা না দেয়। বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। এমনিভাবে কোন সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ বা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য হবে। এবং ইহকালেও তার কাজটি অশুদ্ধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন কোন মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এ কাজের জন্য সে গোনাহগারও হবে। আবার ইহলৌকিক আইনেও এ কাজ বাতিল ও অশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। (দুই) কাজটি শাস্তিযোগ্য গোনাহ, কিন্তু দুনিয়াতে কাজটি শুদ্ধ বলে বিবেচিত। যেমন: কোন নারীকে ধোকা দিয়ে বা অপহরণ করে এনে শরীয়ত অনুযায়ী দুজন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজ অবৈধ ও গুনাহ হলেও বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং সন্তানরা পিতার সন্তান বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে বা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে বিবাহ করে এবং ব্যভিচার থেকে তওবা না করে তবে তাদের এ বিবাহ হারাম। কিন্তু পার্থিব আইনে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়।

www.maktabatulabrar.com

বিবাহের শরীয়ত আরোপিত ফলাফল যেমন– ভরণ-পোষণ মোহরানা ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে হারাম শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত :

১. বিধানাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন কারীমের সাধারণ রীতি হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল পুরুষদেরকে সম্বোধন করে বিধান দেয়া হয়। নারীরাও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এ পদ্ধতিতে কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতে নারীদেরকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ থাকে যে, আগে পুরুষদের আলোচনা পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমতঃ নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং স্পষ্ট উল্লেখ করাকেই উপযুক্ত মনে করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। নারী অবলা। তাকে সাধারণত দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না করা হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এ শাস্তির আওতাধীন নয়। আর নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এইযে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগত লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন। এবং তার হেফাযতের অনেক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিক অন্যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. স্বাধীন, বোধমান বয়োপ্রাপ্ত, অবিবাহিত অথবা বিবাহান্তে স্ত্রী সহবাস করেনি এরূপ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি। ক্রীতদাস হলে তার শাস্তি পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। কিন্তু বিবাহান্তে স্ত্রী সহবাসকারী ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা। অসুস্থ হলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. ব্যভিচারের হদ মুসলমানদের এক জামাআতের সামনে কার্যকর করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩ নং আয়াত :

১. মুসলমান পুরুষের জন্য মুশরিকা নারীকে বিবাহ করা এবং মুসলমান নারীর পক্ষে কোন মুশরিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম।

২. কোন সৎপুরুষের জন্য ব্যভিচারিণী নারীকে এবং সতী-সাধ্বী নারীর জন্য ব্যভিচারী পুরুষকে বিয়ে করা হারাম। এখানে "হারাম" অর্থ কী তার জন্য ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ﴿٤﴾

(৪) আর যারা[১] কোন সতী রমণীকে[২] অপবাদ দেয়, অতঃপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাদেরকে আশিটি চাবুক[৩] মারবে এবং তাদের সাক্ষ্য[৪] কখনও গ্রহণ করবে না। আর ওরাই ফাসেক।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

(৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহ অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[৫]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾

(৬) আর যারা[৬] নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি (যিনার) অপবাদ আরোপ করে[৭] এবং তাদের নিকট নিজেদের (দাবী) ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, তবে এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, চারবার আল্লাহর নামে শপথ[৮] করে বলবে, নিশ্চয় সে (স্ত্রীকে দেওয়া অভিযোগের ব্যাপারে) সত্যবাদী।

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾

(৭) এবং পঞ্চমবারে (বলবে), যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তার উপর নির্ঘাত আল্লাহর লা'নত।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾

(৮) আর নারীটি থেকে শাস্তি রহিত হবে, যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, সে (তার স্বামী অভিযোগের ব্যাপারে) অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾

(৯) এবং পঞ্চমবারে (বলবে), যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয় তবে তার (নিজের) উপর আল্লাহর গযব হোক।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

(১০) আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ[৯] ও দয়া না হত, আর যদি একথা না হত যে, আল্লাহ বড় তওবা কবূলকারী, হেকমতওয়ালা, তবে তোমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে।[১০]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ব্যভিচার যেহেতু অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে, তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চেয়ে বেশী কঠোর রেখেছে। আবার কেউ যেন কোন পুরুষ বা নারীর

www.maktabatulabrar.com

প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্বদান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবী। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন প্রত্যক্ষদর্শী ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। সুতরাং এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এ অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। এবং শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে কোন ব্যক্তি কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার সাহস তখনই পাবে, যখন সে নিজ চোখে এরূপ কর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তা–ই নয় বরং সে দৃঢ় বিশ্বাসও করবে যে, তার সঙ্গে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে। এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চেয়ে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্য দানে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে আপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থায়ই পছন্দ করবে না।

(২) আলোচ্য আয়াতে মুহসিন সতী-সাধ্বী ও সৎ বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত মুসলমান এবং পাকদামান। "পাকদামান" বলে বোঝানো হয়েছে যার পূর্বে কখনও যিনা করাটা কোন দলীল বা শরীয়তসম্মত আলামত দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে কুরআনে বর্ণিত فاجلدوا অর্থ চাবুক মার। শব্দটি جلد (অর্থ চামড়া) থেকে উদ্ভূত। কারণ, চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরী করা হয়। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে চামড়া শব্দ দ্বারা ব্যাক্ত করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) যার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবীর কারণে হদ (শাস্তি) কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়িত হয়। তাহল আশিটি বেত্রাঘাত করা। দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারী থাকবে। তা এই যে, কোন মোকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবূল করা হবে না।

(৫) অর্থাৎ, যাদের উপর অপবাদের হদ (শাস্তি) কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরে নেয়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবরাহীম নাখ্‌য়ী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, ইকরামা এবং ইমাম আবূ হানীফা প্রমূখ ফেকাহবিদদের মতে الا الذين تابوا (কিন্তু যারা তওবা করে,) বাক্যের ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের কেবল শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থাৎ, اولئك هم الفسقون (তারাই ফাসেক তথা না-ফরমান) বাক্যের সাথে। অতএব এ ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য হল যার উপর অপবাদের হদ জারী করা হয় সে ফাসেক। কিন্তু সে যদি খাঁটি মনে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয় তবে সে ফাসেক থাকবে না। পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে, দুটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, আশিটি বেত্রাঘাত করা এবং আজীবন সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া– এ শাস্তি দুটি তওবা সত্ত্বেও বহাল থাকবে।

(৬) এ আয়াতে ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধানের আলোচনা করা হয়েছে। এ বিধানটিকে শরীয়তের পরিভাষায় "লি'আন" বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর লানত ও গযবের বদ-দুআ করা। শরীয়তের পরিভাষায় অপবাদ আরোপকারী স্বামীও অপবাদ আরোপিতা স্ত্রীকে বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ করানোর নাম লি'আন।

(৭) যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়।

(৮) স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে, তখন সর্বপ্রথম স্বামীকে তার সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি যিনার "হদ" প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লি'আন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে, সে কুরআনে উল্লেখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। স্বামী যদি এরূপ শপথ করা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের "হদ" প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার শপথ নেয়া হবে। যদি স্ত্রী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে এরূপ স্বীকারোক্তি দিলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লি'আন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়ে বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন কে মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতে যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লি'আন হয়ে গেল, তখন স্বামীর জন্য এ স্ত্রী ব্যবহার করা হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিৎ হবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া। সে তালাক না দিলে কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। অর্থাৎ, কাজী মুখে বলবে আমি এদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিলাম। আর এটা তালাকে বায়েনের অনুরূপ হবে। এখন আর তাদের মাঝে পূণর্বিবাহও হতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৯) অর্থাৎ, লি'আন বৈধ হওয়াটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। অন্যথায় যদি কেবল স্বামীর কসম খাওয়ার দ্বারা যিনা প্রমাণিত হয়ে যেত, তাহলে স্ত্রী মুসীবতে নিপতিত হত। কেননা, স্ত্রীর সত্যবাদী হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান আছে। আবার যদি কেবল স্ত্রীর কসম খাওয়ার দ্বারা নিশ্চিতভাবে তাকে অপবাদ মুক্ত মনে করা হয়, তবে স্বামীর উপর অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যেত। অথচ স্বামী সত্যবাদী হওয়ার সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় লি'আন বৈধ করণের মাধ্যমে সকলের রেয়াত করা হল। এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং হেকমত। কেননা, উভয়ের মাঝে যে সত্যবাদী সে অহেতুক শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। আর মিথ্যাবাদীকে দুনিয়াতে তার অপরাধ ঢেকে রাখার সুযোগ

www.maktabatulabrar.com

দেওয়া হল, যেন সে তওবা করে নেয়। আল্লাহ বড় তওবা কবূলকারী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১০) 'তবে তোমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে।' কথাটি উহ্য আছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত :

১. কোন মহিলা যদি কাউকে যিনার অপবাদ আরোপ করে এমনিভাবে কেউ যদি কোন পুরুষের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, এ উভয় সূরতে অপবাদ আরোপের হদ প্রযোজ্য হবে। আয়াতে যে, অপবাদ আরোপকারী পুরুষ এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি মহিলা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল শানে নুযূলের বিশেষত্বের কারণে হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. অপবাদ আরোপকারী যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তো সে ফাসেক অবশ্যই। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবুও সে গুনাহগার ফাসেক। কেননা, সে বিনা প্রয়োজনে কারো ইজ্জত বিনষ্ট করল। এর প্রয়োজন হয় হদ জারী করার ক্ষেত্রে। আর চারজন সাক্ষী ছাড়া হদ জারী হয় না। আর এখানে অপবাদ আরোপকারীর নিকট সাক্ষী নেই। এমতাবস্থায় এহেন দাবী কারো ইজ্জত নষ্ট করা ছাড়া আর কি? এবং কোন শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো ইজ্জত নষ্ট করা ফিস্ক তথা কবীরা গুনাহ। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

* মাসআলা : অপবাদের হদ জারী হওয়ার জন্য অপবাদকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হদ জারীর দাবী আবশ্যক। আর যদি মাকযূফ (অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি) অপবাদকারীকে মাফ করে দেয়, তাহলে হদ্দে কযফ (অপবাদের হদ) রহিত হয়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫ নং আয়াত :

১. খাটি মনে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর দুটি গুণ জানা গেল। তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

● ৬–৯ নং আয়াতসমূহ :

১. লি'আনের বৈধতা জানা গেল। লি'আন ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণতা, ভারসাম্য ও পরম সৌন্দর্যের পরিচায়ক। আর এ ধরনের সুষম বিধান কেবল ওয়াহীর মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের সত্যতার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

* মাসআলা : লি'আনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

* মাসআলা : লি'আনের পর যে মিথ্যাবাদী তার পরকালীন আযাব আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিস্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারয সন্তান বলাও জায়েয হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

২. লি'আনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

৩. লি'আন ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহর দয়া ও হেকমত নিহিত রয়েছে। দেখুন টীকা নং ৯।

৪. আল্লাহর দুটি গুণ জানা গেল– তিনি তওবা কবূলকারী, হেকমতওয়ালা।

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ
لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ
وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ⑪

(১১) নিশ্চয় যারা এই অপবাদ নিয়ে এসেছে[১], তারা তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল[২]। তোমরা একে নিজেদের জন্য মন্দ বলে মনে কর না[৩]। বরং এটা তোমাদের জন্য উত্তম। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে যা পাপ সে উপার্জন করেছে।[৪] আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা[৫] নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ
بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ⑫

(১২) তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ কেন আপন লোকদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করল না এবং বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ![৬]

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا
بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ⑬

(১৩) কেন এই লোকগুলো এ বিষয়ে চারজন সাক্ষী[৭] আনল না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী আনেনি, তখন তারাই আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ⑭

(১৪) আর যদি তোমাদের[৮] প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া[৯] না হত, তবে যে প্রবাহে তোমরা ছুটেছিলে তার কারণে তোমাদেরকে গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করত,

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا
لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ
عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ⑮

(১৫) যখন তোমরা সেই অপবাদকে নিজেদের রসনা যোগে একে অপর থেকে সাগ্রহে লুফে নিচ্ছিলে[১০] এবং নিজেদের মুখে এমন বিষয় বলছিলে, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। আর তোমরা একে হালকা ব্যাপার মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর।

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ
بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ⑯

(১৬) আর যখন তোমরা একথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, আমাদের জন্য শোভনীয় নয় এমন কথা মুখ[১১] দিয়ে বের করা। (হে আল্লাহ!) তুমি পবিত্র! এটা তো গুরুতর অপবাদ।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ⑰
وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ⑱

(১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ[১২] দিচ্ছেন, পুনরায় কখনও এরূপ কর না, যদি তোমরা ঈমানদার হও।
(১৮) আর আল্লাহ তোমাদের নিকট আহকামসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ মহা জ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ৬ষ্ট হিজরীতে কতিপয় মুনাফেক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। তাদের ব্যাপক অপপ্রচারের শিকার হয়ে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িয়ে পড়ে। তাই কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ আয়াত থেকে নিয়ে পরবর্তী দশটি আয়াত নাযেল করেন। এ সব আয়াতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করত তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ অপবাদ রটনার ঘটনাটি " ইফ্কের ঘটনা" নামে খ্যাত।

ইফ্কের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এ ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ৬ষ্ট হিজরীতে সংঘটিত বনূ মুস্তালেকের যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করে। শেষ রাতে প্রস্থানের কিছুক্ষণ পূর্বে সবাইকে নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.) তখন ইসতিনজা সারার প্রয়োজনে জঙ্গলে গমন করেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হারটি ছিঁড়ে হারিয়ে যায়। সেখানে হার তালাশ করতে করতে বেশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা রাঃ)-এর পর্দাবিশিষ্ট হাওদাটি যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করে দেয়া হয়। এবং বাহকেরা মনে করে তিনি ভিতরেই আছেন। হাওদা উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, হযরত আয়েশা (রা.) তখনও অল্প বয়স্কা কৃষকায় ছিলেন। ফলে হাওদা যে শূন্য এ ধারণাটিও কারো মনে উদয় হল না। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে কাফেলাকে না পেয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা বা এদিক-সেদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত। তাই তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েন।

অপর দিকে হযরত সাফওয়ান ইব্নে মুয়াত্তাল (রা.) কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন। এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন।

www.maktabatulabrar.com

তখন প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি কেবল একজন মানুষকে নিদ্রা মগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দার বিধান নাযেল হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" উচ্চারিত হল। এ বাক্য হযরত আয়েশা (রা.)-এর কানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান (রা.) নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং হযরত সাফওয়ান নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেক, সে যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেল। সে হতভাগা অপপ্রচারে লিপ্ত হল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও সে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাস্সান, মিস্তাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ ছিলেন এ শ্রেণীভুক্ত। যখন এ মুনাফেক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুবই দুঃখিত হলেন। আর হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় সূরা নূরের দশটি আয়াত নাযেল করেন। অতপর বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের নিকট সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এ ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনজন মুসলমান– হাস্সান, মিসতাহ ও হামনার প্রতিও হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসল অপবাদ-রচয়িতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতপর মুসলমানগণ তওবা করে নেন। এবং মুনাফেকেরা তাদের অবস্থায় অটল থাকে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) "যারা অপবাদ রটনা করে তারা তোমাদেরই একটি দল।" এখানে তোমাদের বলে মুমিনদের বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন নয়, মুনাফেক ছিল। কিন্তু মুনাফেকরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রযোজ্য হত। তাই এ আয়াতে তোমাদের শব্দে তাকেও শামেল করা হয়েছে। মুমিনদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা এতে জড়িত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতগুলো নাযেল হওয়ার পর তাদেরকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করেন।

(৩) এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা, হযরত সাফওয়ান ও সকল মুমিনকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁরা সবাই এগুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থাৎ, এ গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা, এ পেরেশানীর কারণে তোমরা সবরের ছওয়াব পেয়েছ। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের দোষমুক্ততার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযেল হয়েছে। ভবিষ্যতেও মুসলমানরা এ থেকে সান্ত্বনা লাভ করবে। কাজেই তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। ক্ষতি সব অপবাদ রটনাকারীদের হল।

www.maktabatulabrar.com

(৪) অর্থাৎ, যতটুকু এ অপবাদে অংশ নিয়েছে সে পরিমাণে তার গোনাহ লিখিত হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এ খবর রচনা করে চালু করেছে সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে সে তদপেক্ষা কম, যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে। অর্থাৎ, একে রচনা করে চালু করেছে তার জন্য গুরুতর আযাব রয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি ছিল মুনাফেক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। মুনাফেকির কারণে সে তো আগ থেকে দোযখী। এখন অপবাদের কারণে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, তোমরা যখন এ অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারীরা নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ, মুসলমান ভাই-বোনদের সম্পর্কে সু-ধারণা করলে না কেন এবং বললে না কেন এটা প্রকাশ্য মিথ্যা। অর্থাৎ, পবিত্রতাই প্রত্যেক ব্যক্তির মূল ব্যাপার, যে পর্যন্ত না কোন বিরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে পবিত্রতার বিশ্বাস করা ওয়াজিব। সুতরাং অপবাদের মোকাবিলায় হযরত আয়েশার পবিত্রতায় বিশ্বাস ও তা প্রকাশ করা ওয়াজিব ছিল। কেননা, বিপরীত কোন দলীল ছিল না। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবী করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। উপরের বাক্যে বলা হয়েছে যে, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

(৮) 'তোমাদের প্রতি' বলতে এখানে অপবাদে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণই উদ্দেশ্য, মুনাফেকেরা নয়। কেননা, অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে– তাদের বাসস্থান দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। অতএব তাদের প্রতি অনুগ্রহ নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) যে সব মুসলমান ভুলক্রমে কোন-না-কোন রূপে এ অপবাদে অংশগ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এ আয়াতে তাদের সবাইকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হত। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আল্লাহর আচরণ ইহকাল ও পরকালে অনুগ্রহমূলক হওয়ার কারণে এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন। অতপর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এবং কৃত গোনাহের জন্য সত্যিকার তওবা করার তাওফীক দিয়েছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ হল তিনি মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(১০) তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হবে না কেন, যখন তোমরা ভিত্তিহীন কথা রটনা করেছ। অধিকন্তু এ মারাত্মক অপবাদকে তোমরা হালকা জ্ঞান করছ! এটা মূল অপরাধ থেকে আরো মারাত্মক! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১১) অর্থাৎ, প্রথমত তোমাদের অন্তরে এ ধরনের কোন কল্পনা আসাই উচিৎ ছিল না। আর যদি শয়তানের প্ররোচনায় এ ধরনের কল্পনা এসে থাকে, তবে এহেন জঘন্য কথা মুখে উচ্চরণ করা জায়েয ছিল না। তোমরা পরিষ্কার বলে দিতে, এহেন নাপাক কথা উচ্চারণ করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১২) অর্থাৎ, মুমিনদের সদা সতর্ক-সাবধান থাকা চাই। কোন মুনাফেক পাপাত্মা যেন তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এবং নবী ও নবী-পরিবারের সুউচ্চ মর্যাদা লক্ষ রেখে সে অনুপাতে আচার-আচরণ করা উচিৎ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার বিরাট মর্যাদা প্রমাণিত হয় যে, তিনি চিরন্তন কিতাব কুরআনে হযরত আয়েশার দোষ মুক্ততায় দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

২. মুমিনের জন্য আল্লাহ যে ফয়সালা করেন তাতে কল্যাণ নিহিত থাকে।

৩. কারোর উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো হারাম।

৪. অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি কম-বেশ হয়ে থাকে।

● ১২ নং আয়াত :

১. পবিত্রতা প্রত্যেক মুমিনের আসল অবস্থা। কাজেই দলীল-প্রমাণ দ্বারা এর বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মু'মিনের পবিত্রতায় বিশ্বাস রাখা এবং সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

২. নিশ্চিত ইল্‌ম ও দলীল-প্রমাণ ছাড়া কিছু বলা ঠিক নয়।

৩. মুমিনগণ সবাই এক-অভিন্ন। ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم এ আয়াতের بانفسهم শব্দে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যে অন্য মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম রটনা করে সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ, সব মুসলমান এক।

● ১৩ নং আয়াত :

যেনার অপবাদ আরোপ করলে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে, নতুবা অপবাদ আরোপকারী মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে।

● ১৪ নং আয়াত :

১. যারা অপবাদে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন। ৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়াপ্রাপ্ত।

● ১৫–১৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. নিশ্চিত ইল্‌ম ও দলীল-প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষারোপ করা, কারোর উপর অপবাদ লাগানো হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অপরাধকে হালকা মনে করা মূল অপরাধ থেকে আরো মারাত্মক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. অপবাদ আরোপ করা এত জঘন্য যে, এজাতীয় কথা মুখে আনাও যেতে পারে না।

● ১৭–১৮ নং আয়াতদ্বয় :

১. ঈমানের দাবি হল মুমিন কারও উপর অপবাদ করবে না।

২. হেদায়েতের বাণী অত্যন্ত পরিষ্কার।

৩. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি মহা জ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।

www.maktabatulabrar.com

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

(১৯) যারা চায় যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা[১] প্রসার পাক, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দুনিয়াতে ও আখেরাতে। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

(২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ অতি মমতাশীল, অতি মেহেরবান না হতেন, তবে তোমরাও রক্ষা পেতে না।[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

(২১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক[৩] অনুসরণ কর না। আর কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললে সে (শয়তান) তো নির্লজ্জ ও মন্দ কাজ করার জন্যই আদেশ করবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না[৪]। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

(২২) তোমাদের মধ্যে যারা (দ্বীনী) মর্যাদা ও (আর্থিক) প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ করে না বসে যে, আত্মীয়-স্বজনকে, দরিদ্রদেরকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদেরকে কিছুই দিবে না[৫]। তারা যেন তাদেরকে মাফ করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন[৬]? আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক বা ব্যভিচারের সংবাদ ও অশ্লীল কথাবার্তা চর্চা হোক। আর এ ইচ্ছা পোষণকারীরা মুনাফেক ছিল। দুনিয়ার শাস্তি আশিটি কষাঘাত। আর আখেরাতের শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। এ আয়াতে মুসলমানদেরকেও সাবধান করা হয়েছে যে, যদি অন্তরে কোন খারাপ ধারণা এসে যায় এবং এ ব্যাপারে মুখে কোন শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় তবে এ খারাপ কথার চর্চা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। স্মর্তব্য যে, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ইজ্জত নষ্ট করবে তার ইজ্জতও রক্ষিত হবে না। আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) "তবে তোমরাও রক্ষা পেতে না" কথাটা উহ্য আছে। (আবুস সুউদ) বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় তোমাদের তওবা কবূল করেছেন। আর কতককে শাস্তি দিয়ে পাক করেছেন। এবং সবচেয়ে বড় খবীছটাকে কিছু দিনের জন্য সুযোগ দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, শয়তানের চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকবে। মুসলমান কখনও মানব ও জিন শয়তানের অনুসরণ করে চলতে পারে না। এই অভিশপ্তদের মিশনই হল মানুষকে মন্দ ও বেহায়াপনার দিকে ধাবিত করা। তোমরা জেনেশুনে কেন শয়তানের ফাঁদে পাঁ দাও। তোমরা কি দেখনি সে অপবাদের ঘটনায় শয়তান কীভাবে কয়েকজন সরল মুসলমানকে বিচ্যুৎ করেছিল?
(ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত যে, তিনি তার মুখলিস বান্দাদের অনেককে শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন। আবার কাউকে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তওবার তাওফীক দিয়ে পরিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ প্রদান করেন।। এটা একমাত্র তাঁরই এখতিয়ারে। তিনিই জানেন কে পরিশুদ্ধ হওয়ার যোগ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) সংশ্লিষ্ট ঘটনা : হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে হযরত হাসসান ও মিসতাহ জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দ্বারা উক্ত ভুল সংঘটিত হয়ে যায় এবং তাঁরা খাটি তওবার তাওফীক লাভ করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততায় আয়াত নাযেল করেন, এমনিভাবে এ মুসলমানদের তওবা কবূল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করেন।

মিসতাহ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দরিদ্র আত্মীয় ছিলেন। হযরত অবূ বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। উক্ত অপবাদের ঘটনার সাথে মিসতাহের জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলে হযরত আবূ বকর স্বীয় কন্যাকে এমন কষ্ট দানের কারণে স্বাভাবিকভাবে মিসতাহের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। এবং তিনি কসম খেয়ে বসেন, ভবিষ্যতে তাঁকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না।

উল্লেখ্য যে, কোন বিশেষ ফকীরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কাউকে আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয় তবে গুনাহের কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের জামাআতকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ জামাআত হিসাবে গঠন করতে ইচ্ছুক। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদের খাঁটি তওবার নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন, অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছেন তাঁদেরকেও আলোচ্য আয়াতে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা দান করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে গরীবদেরকে আর্থিক সাহায্য দান থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিৎ। হযরত মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য দান করা হযরত আবূ বকরের উপর যেহেতু ওয়াজিব ছিল না, তাই আল্লাহ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন যে, যাদেরকে আল্লাহ ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিৎ নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এ বাক্যে বলা হয়েছে তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন? এ আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন– আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি"। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)

www.maktabatulabrar.com

মিসতাহের সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন, এ সাহায্য কোনোদিন বন্ধ হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯–২০ নং আয়াতদ্বয় :

১. অশ্লীল কথাবার্তা চর্চা করা হারাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. অযথা কারো আবরু-ইজ্জত নষ্ট করা হারাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. মুমিনের শান হল গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করা। এবং খাটি মনে তওবা করা।

৪. আল্লাহর দুটো গুণের কথা জানা গেল। তিনি অতি মমতাশীল, অতি মেহেরবান।

● ২১ নং আয়াত :

১. শয়তানের অনুসরণ করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং তওবার তাওফীক নসীব হওয়া- এটা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ। কাজেই নেক কাজের উপর অহংকার না করা চাই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২২ নং আয়াত :

১. যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করা না করার শপথ করে, পরে সে শপথকারী অন্যটাকে শ্রেয় মনে করে, তবে সে কসম ভেঙ্গে কাফফারা দিবে। এবং যা শ্রেয় তা সম্পন্ন করবে। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ক্ষমা ও দান মহৎ চরিত্রের লক্ষণ। মহৎ হতে চাইলে এ গুণে গুণান্বিত হওয়া চাই। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহ তা'আলার দুটো গুণের কথা জানা গেল। তিনি পরম ক্ষমাশীল (غَفُوْرٌ), অতি দয়ালু (رَحِيْمٌ)।

(২৩) যারা সতী-সাধ্বী, সরলমতি ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অবশ্যই তারা দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত থেকে বঞ্চিত[১]। এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি!	اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾
(২৪) যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা[২] তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।	يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের যথাযথ প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহই সঠিক (ফয়সালাকারী), স্পষ্ট ব্যক্তকারী।	يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

(২৬) দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযোগী। আর সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযোগী। এরা যা বলে তারা তা থেকে পবিত্র[৩], তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাতটা ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহর সাথে শরীক করা থেকে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী সরলমতি ঈমানদার মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা থেকে। এতে প্রতিভাত হয় যে, সতী-সাধ্বী রমণীর উপর অপবাদ লাগানো কতখানি ভয়াবহ ব্যাপার। আর উম্মুল মুমিনীনের প্রতি মিথ্যারোপ করা আরো কতখানি জঘন্য অপরাধ তা সহজে অনুমেয়। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর এখন কেউ যদি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিশ্চিত কাফের– ইসলাম বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহবা-হস্ত–পদাদি কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দিবে। হাদীছ শরীফে আছে– কেয়ামতের দিন যে গুনাহগার তার গুনাহ স্বীকার করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং তার গুনাহ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে, আমি এ কাজ করিনি; পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। اليوم نختم -আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহবা সাক্ষ্য দিবে। এ উভয় আয়াতের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। اليوم نختم আয়াতের অর্থ হল তারা তাদের জিহবাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্য মিথ্যা যা ইচ্ছা বলবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, দুশ্চরিত্র লোকেরা যা বলে বেড়ায় চরিত্রবান মানুষগুলো তা থেকে পবিত্র। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তাদের খারাপ বলার দ্বারা চরিত্রবান মানুষগুলো খারাপ হয়ে যাবে না। বরং এর উপর সবর করার ফলে তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ হবে। এবং আখেরাতে ইজ্জতের জীবিকা লাভ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত :

১. নারীদের প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করা গোনাহে কাবীরা, বিশেষত সতী-সাধ্বী রমণীর উপর অপবাদ লাগানো আরও গুরুতর অপরাধ।

২. যারা সতী-সাধ্বী রমণীর উপর অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

● ২৪ নং আয়াত :

কেয়ামতের দিন জিহবা-হস্ত–পদাদি কথা বলবে এবং অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দিবে।

● ২৫ নং আয়াত :

১. কেয়ামতের দিন সকলকে প্রাপ্য পুরস্কার পুরোপুরি দেয়া হবে।

২. কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহ সঠিক ফয়সালাকারী, স্পষ্ট ব্যাক্তকারী।

● ২৬ নং আয়াত :

১. পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্রা নারী উপযোগী আর দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য দুশ্চরিত্রা নারী উপযুক্ত। রসূল (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এ নীতি নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করেছেন। অন্যদের বেলায় কোন না কোন হেকমতের প্রেক্ষিতে এ নীতির অনুসরণ আবশ্যকীয় নয়। কাজেই এ নীতির উল্টো নযীর পাওয়া গেলে কোন প্রশ্ন আরোপিত হবে না। (বয়ানুল কুরআন-টীকা)

২. সব নবীদের স্ত্রী সতী-সাধ্বী ছিলেন। হযরত নূহ ও হযরত লূতের স্ত্রী কাফের ছিল। কিন্তু কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। নবীর স্ত্রী কাফের হবে, এটা সম্ভব, কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে, এটা সম্ভব নয়। (বয়ানুল কুরআন)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

(২৭) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং তার অধিবাসীদের সালাম দাও[১]। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আশা করা যায় তোমরা লক্ষ রাখবে।

(২৮) অতঃপর যদি সে গৃহে কাউকে না পাও[২], তাহলে তোমরা তাতে প্রবেশ কর না, যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলে দেয়া হয় ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে আস, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম[৩]। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীর বিষয়ে সম্যক অবগত।

(২৯) যেসব গৃহে কেউ বাস[৪] করে না, যাতে তোমাদের ভোগাধিকার[৫] আছে, এমন সকল গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ[৬] কর এবং যা গোপন কর।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রথমেই সালাম করে অনুমতি প্রার্থনা করবে যে, অমুক আসতে পারে কি? অমনি ঢুকে পড়ো না। কেউ কেউ অনুমতি গ্রহণ করাকে মানহানীকর ও লজ্জাজনক মনে করে অনুমতি না নেয়াকে ভাল মনে করে। প্রকৃতপক্ষে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করাই উত্তম। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "কাউকে না পাও" অর্থ কেউ আছে বলে জানতে না পার। বোঝানো হয়েছে যে, গৃহে কেউ আছে বলে যদি তোমরা জানতে না পার –বাস্তবে সেখানে কেউ থাকুক বা না থাকুক– তবুও সে ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। কেননা, হতে পারে গৃহে কেউ বিদ্যমান আছে, তবে তো অনুমতি প্রার্থনা করার কারণ এখানেও পাওয়া যাবে। আর যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, কেউ নেই, তাহলেও অন্যের ঘরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয হবে না। যেহেতু, অন্যের মালিকানায় মালিকের অনুমতি ছাড়া তাসাররুফ করা হারাম। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) দোর-গোড়ায় বসে থাকার চেয়ে ফিরে আসাই উত্তম। কারণ, এতে অহেতুক নিজেকে অপমানিত করা হয়। তা ছাড়া অন্যকেও কষ্ট দেয়া হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, এমন গৃহ যেটা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্টির বাসগৃহ নয়। বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার সবার আছে। যেমন এ উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ, মসজিদ, খানকাহ, মাদরাসা, পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এসব স্থানে প্রত্যেকে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু এসব স্থানে সবার জন্য প্রবেশ করার অনুমতি থাকে। সুতরাং কারো ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তার জন্য এমন স্থানেও প্রবেশ করা জায়েয হবে না।

(৫) অর্থাৎ, যে গৃহের সঙ্গে সর্ব সাধারণের স্বার্থ জড়িত আছে এবং তাতে নির্দিষ্ট কেউ বসবাস করে না, এরূপ স্থলে প্রত্যেকের জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অধিকার থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে বিধি-বিধান দান করেছেন যাতে ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও অশান্তির পথ বন্ধ হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭ নং আয়াত :

১. অনুমতি প্রার্থনার মাসআলায় আয়াতে يا ايها الذين امنوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মাহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারীপুরুষ, মাহরাম গায়র-মাহরাম সবাই শামেল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্য অনুমতি চাওয়া জরুরী। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা-বোন অথবা যে কোন মাহরাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে "তোমাদের নিজেদের গৃহ" বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে। পিতা-মাতা ভাই-বোন প্রমুখ থাকে না। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

২. অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। এবং অনুমতি চাওয়ার পূর্বে সালাম দেয়া সুন্নাত। কেননা, সংশ্লিষ্ট আয়াতে বর্ণিত و অক্ষরটি বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। অনুমতি চাওয়ার কথা অগ্রে বলা হয়েছে যেহেতু অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। সালাম দেয়া সুন্নাত। (বয়ানুল কুরআন)

৩. যে গৃহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একাই থাকে। অন্য কেউ আসার কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

মাসআলা : যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাতে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাওয়া যদিও ওয়াজিব নয় কিন্তু মুস্তাহাব। সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিৎ নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনী দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুশিয়ার করা দরকার। কারণ স্ত্রী কোন অপছন্দনীয় অবস্থায় থাকতে পারে। (বয়ানুল কুরআন)

মাসআলা : অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত তরীকা হল- প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে। অতপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়। যেমন বলবে, السلام عليكم ايدخل (আসসালামু আলাইকুম, ওমর প্রবেশ করতে চায়।) এভাবে প্রয়োজনে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। তৃতীয়বারেও কোন জবাব না আসলে ফিরে আসবে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

ফায়দা : অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাওয়ার মাঝে অনেক হেকমত ও উপকারিতা রয়েছে। এর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্নসৃষ্টি ও কষ্টদান হতে বিরত থাকা। দ্বিতীয় উপকার হল স্বয়ং সাক্ষাৎপ্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে প্রবেশ করবে, তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্ন সহকারে শুনবে। তৃতীয় উপকারিতা, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে গায়রে মাহরামের উপর দৃষ্টি পড়তে পারে, এতে অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। বা মাহরামের উপর এমতাবস্থায় দৃষ্টি পড়তে পারে যে অবস্থায় দেখা পছন্দনীয় নয়। চতুর্থ উপকারিতা হল, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। এমতাবস্থায় যদি কেউ অনুমতি ব্যতীত ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। আর কারো গোপন বিষয় জবরদস্তি জানার চেষ্টা করা গোনাহ এবং অপরের জন্য কষ্টের কারণ। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৮ নং আয়াত :

১. যে গৃহে কেউ আছে বলে জানা না যায় –বাস্তবে সেখানে কেউ থাকুক বা না থাকুক– এরূপ সে গৃহেও অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না।

২. গৃহকর্তা অনুমতি না দিলে ফিরে আসতে হবে। কোনরূপ গোঁ ধরা ঠিক নয়।

● ২৯ নং আয়াত :

১. যে গৃহের সঙ্গে সর্ব সাধারণের স্বার্থ জড়িত আছে এবং তাতে নির্দিষ্ট কেউ বসবাস করে না, এরূপ স্থলে প্রত্যেকের জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অধিকার থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে বিধি-বিধান প্রদান করেছেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

(৩০) তুমি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে[১] এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।[২] এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা। নিশ্চয় আল্লাহ সবই জানেন তারা যা কিছু করে থাকে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(৩১) আর মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজ নিজ দৃষ্টিকে অবনত রাখে[৩] এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন যা (সাধারণত) প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য[৪] প্রকাশ না করে। আর যেন তাদের ঘোমটা[৫] নিজেদের বক্ষের উপর নামিয়ে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা,[৬] শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন (স্বধর্মী)[৭] নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা[৮] রহিত খেদমতগার এবং নারীদের গোপন অঙ্গ[৯] সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের ভূষণ প্রকাশ না করে। আর যেন তারা সজোরে পদচারণা[১০] না করে, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ উপলব্ধি করা যায়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা[১১] কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করা একেবারেই নিষিদ্ধ সে দিকে মোটেই দৃষ্টি না করা এবং এমন বস্তু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি দেখা শরীয়তে অবৈধ। আর যাকে দেখা জায়েয, যেমন মাহরাম নারী, তার প্রতি কামভাব নিয়ে দৃষ্টি না করা। এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত হারামপন্থা আছে সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত করা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ –যাতে কামভাব পূর্ণ হয়– এবং হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হল অবৈধ ও হারাম পন্থায়

কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তার মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এদুয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ –যেমন কথা-বার্তা বলা, শোনা ও স্পর্শ করা ইত্যাদি– প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু অধিক জোর দেয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল মাহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি করা নারীদের জন্য হারাম।

(৪) আয়াতে "যীনাত" (সৌন্দর্য) বলে এমন বস্তুকে বোঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ নিজেকে সজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। যেমন অলংকারাদি বা যেকোন উৎকৃষ্ট বস্তু। এসব বস্তু যদি নারীদেহ থেকে পৃথক থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো পুরুষদের জন্য দেখা জায়েয আছে। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ আয়াতে যীনাত ও সৌন্দর্য বলতে সাজ-সজ্জার স্থান অর্থাৎ, যে সব অঙ্গে সাজ-সজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়, অর্থ গ্রহণ করেছেন। আয়াতের অর্থ হল সাজ-সজ্জার অঙ্গসমূহ হাত, পা, বাহু, ঘাড়, মাথা ও কান ইত্যাদি প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে নারীর এ বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। একটি যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তার হিসাবে, অপরটি যে দৃষ্টি দেয় তার হিসাবে। প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে ما ظهر منها অর্থাৎ, নারীর কোন সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতিক্রম যেগুলো আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কাজকর্ম ও চলা-ফেরার সময় যে সব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গুনাহ নেই। এ স্থানগুলো হল মুখমণ্ডল, দুই হাতের কবজি পর্যন্ত, এবং পায়ের পাতা। অর্থাৎ, এ অঙ্গগুলো সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু হিযাব তথা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বিনা প্রয়োজনে বে-গানা পুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া এবং এ অঙ্গসমূহ প্রর্দশন করা জায়েয নেই। এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হল নারী তার রূপ-সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার কিছুই প্রকাশ করবে না। তবে প্রয়োজনীয় চলা-ফেরা ও কাজ-কর্মে যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারে। যেমন বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পায়ের পাতা। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর, ওড়না ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটা ক্ষমার্হ্য, গুনাহ নয়। কিন্তু এ আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষের জন্য জায়েয। বরং পুরুষের জন্য দৃষ্টি অবনত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে দৃষ্টি দেয়া পুরুষের জন্য জায়েয নয়। যে সব ফেকাহবিদের মতে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয, তারাও এ বিষয়ে একমত যে, কোন ফিতনা ও অনর্থ দেখা দেয়ার আশংকা থাকলে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও নাজায়েয। এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করা নাজায়েয। বলা বাহুল্য যে, মানুষের মুখমণ্ডলা সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। আর বর্তমান যুগ ফিতনা-ফ্যাসাদ, অনর্থ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই তীব্র প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা বা তীব্র বিপদাশংকা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল

www.maktabatulabrar.com

খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ। এবং বিনা প্রয়োজনে তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও পুরুষের জন্য জায়েয নয়। ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানানারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টি মাফ। দ্বিতীয় দৃষ্টি গোনাহ। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৫) আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ বাক্যে সাজ-সজ্জা গোপন রাখার তাগিদ এবং একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ জাহিলী যুগের একটা প্রথার বিলোপসাধন করা। সে যুগের নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠ দেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বুক ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে। বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এটা হল পর্দার বিধান থেকে দ্বিতীয় ব্যতিক্রম। এখানে এমন পুরুষদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাদের কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এ পর্দা না থাকার কারণ দু'টি। (১) যে সব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে অনর্থের আশংকা নেই, তারা মাহরাম। তারা স্বভাবগতভাবে এসব নারীর সতীত্ব রক্ষা করে। (২) সদা-সর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম। সতর বা গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহরামের জন্যও জায়েয নয়। আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষ এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে।

(৭) সহীহ হাদীছসমূহে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিদের সামনে কাফের নারীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মত। তাদের সঙ্গেও পর্দা ওয়াজিব। কেউ কেউ এ ব্যাপারে কাফের মুসলমান উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন। অর্থাৎ, তাদের সঙ্গে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী বলেন, মুসলমান-কাফের সব নারীই نسائهن শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের থেকে পর্দার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মুস্তাহাব আদেশ। আল্লামা আলূসী এ মত অবলম্বন করে বলেছেন, এ উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশী খাপ খায়। কেননা আজকাল মুসলমান নারীদের কাফের নারীদের সঙ্গে পর্দা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, নারীর এ ব্যতিক্রম পর্দার হুকুম থেকে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়।

(৮) অর্থাৎ, যাদের মধ্যে নারীর প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতি কোন ঔৎসুক্য নেই, এমন লোকদের সঙ্গে দেখা দেয়া জায়েয হবে। যাদের মাঝে নারীর প্রতি ঔৎসুক্য থাকে, তারা নপুঃষক, পুরুষত্বহীন, লিঙ্গ কর্তিত বা খুব বেশী বৃদ্ধ হলেও তারা غير اولى الاربة শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাদের সঙ্গে পর্দা করা ওয়াজিব। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৯) এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যে, নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে বে-খবর, তার সাথে পর্দা করা ওয়াজিব নয়। আর যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মুরাহিক (সাবালকত্বের নিকটবর্তী)। তার সঙ্গে পর্দা করা ওয়াজিব।

www.maktabatulabrar.com

(১০) অর্থাৎ, নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে যদ্দরুণ অলংকারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

(১১) আলোচ্য বাক্যে নারী পুরুষ সবাইকে তওবার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, কাম-প্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সুক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন। কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারো দ্বারা ত্রুটি হয়ে যায় তবে তার জন্য তওবা করা অত্যন্ত জরুরী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত :

১. নারী-পুরুষ সবার জন্য পর্দা করা ফরয। পর্দা ব্যবস্থা ফরয পর্যায়ের বিধান।

২. পুরুষের জন্য স্বীয় স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া আর কারোর প্রতি কামভাব নিয়ে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। আর স্বাভাবিক অবস্থায় মাহরাম নারীদের চেহারা, মাথা, বক্ষ, বাহু, হাতের গোছা, হাতের তালু, পায়ের গোছা ও পায়ের পাতার দিকে তাকানো জায়েয আছে। বেগানা নারীর চেহারা, হাত ও পা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ছাড়া এ অঙ্গগুলোও দেখা জায়েয নয়। (বয়ানুল কুরআন)

৩. সতীত্ব রক্ষা করা ফরয।

৪. সতীত্ব রক্ষা করার নির্দেশ প্রদানের পূর্বে পর্দা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, পর্দা ব্যবস্থা সতীত্ব রক্ষা করার প্রতিভূ। তদুপরি স্পষ্টভাবেও বলা হয়েছে যে, এটা (পর্দা ব্যবস্থা) তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা।

মাসআলা : এক পুরুষ অপর পুরুষকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর দেখাতে পারবে না।

মাসআলা : নারীর জন্য স্বামী ছাড়া আর কারোর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো জায়েয নেই। আর স্বাভাবিক অবস্থার তফসীল হল– এক নারী অপর নারীর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর বাদ দিয়ে বাকী টুকু দেখতে পারবে। নারীর জন্য স্বামী ব্যতিরেকে অন্য যে কোন পুরুষের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর দেখা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। শাফেয়ী মতে অন্যান্য অঙ্গ দেখাও হারাম। হানাফী মতে কামভাব ছাড়া তাকানো হারাম না হলেও অনুত্তম অবশ্যই। (বয়ানুল কুরআন)

মাসআলা : যে সব অলংকার নিজে নিজে আওয়াজ করে হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী মহিলাদের জন্য এগুলো ব্যবহার করা নিষেধ। আর যে সব অলংকার নিজে নিজে বাজে না সেগুলো মহিলার জন্য পরিধান করা জায়েয আছে। কিন্তু সজোরে পা রেখে এগুলো প্রকাশ করা নিষেধ। এ আয়াতে দ্বিতীয়, প্রকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৩০ নং আয়াত :

১. আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হল নারী তার রূপ-সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার কিছুই প্রকাশ করবে না। নারীকে পর্দা করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয় চলা-ফেরা ও কাজ-কর্মে যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারে।

২. আয়াতে কাদের সাথে পর্দা করা ফরয নয় তার বিস্তারিত তালিকা রয়েছে।

(৩২) আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত[১] তোমরা তাদের বিবাহ সম্পন্ন করে দাও এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা (বিবাহের) উপযুক্ত[২], তাদেরও। যদি তারা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন[৩]। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।	وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾
(৩৩) আর যারা বিবাহ করতে অসমর্থ তারা যেন সংযমী হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুকাতাব[৪] (অর্থাৎ বিনিময়ের শর্তে মুক্তিপত্র প্রাপ্ত) হতে চায়, তবে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও (অর্থাৎ, তোমরা তাদের সাথে লিখিত চুক্তি কর) যদি তাদের মাঝে মঙ্গল দেখতে পাও[৫]। এবং আল্লাহর সে সম্পদ হতে তাদেরকে দাও[৬] যা তিনি তোমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। আর তোমরা শুধু পার্থিব জীবনে তোমাদের কিছু সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় ক্রীতদাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কর না, যখন তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায়[৭]। আর কেউ তাদেরকে বাধ্য করলে তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ অবশ্যই (তাদের প্রতি) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।	وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) الايم। الايامى – এর বহুবচন; অর্থ যে পুরুষের স্ত্রী নেই, অথবা যে নারীর স্বামী নেই। তারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা যাই হোক না কেন।

(২) অর্থাৎ, দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, দাম্পত্য জীবনের দাবী-দাওয়া আদায় করতে সক্ষম। তাদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেবল নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে তাদেরকে বিবাহের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করো না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) যে সব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম-কর্মের হেফাজতের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; এ আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন নিজের ঈমান-আমলের হেফাজত ও সুন্নাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনের সুউদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, তখন আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

তাদেরকে আর্থিক সচ্ছলতাও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায় আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণে বিবাহে আস্বীকৃতি না জানায়। যদি তাদের মাঝে উপার্জন ক্ষমতা ও পরিবারের হক আদায় করার সামর্থ থাকে, তবে বিবাহে অস্বীকৃতি জানানো উচিৎ নয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) মালিক গোলামকে বলল, তুমি আমাকে এত টাকা উপার্জন করে দিতে পারলে মুক্ত এবং ক্রীতদাস তা স্বীকার করে নেয়– এই পারস্পরিক চুক্তিকে "মুকাতাবাত চুক্তি" তথা মুক্তির চুক্তি বলা হয়। এর হুকুম হল, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দিতে পারলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) মঙ্গল ও সদ্ভাব বলতে উপার্জনের ক্ষমতা। অপচয় না করা, মুক্ত হয়ে কাউকে কষ্ট না দেয়া ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, গোলামকে তার মুক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করা উচিৎ। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকেও উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তাদেরকে সাহায্য করে। কিংবা চুক্তির বিনিময় কিছুটা হ্রাস করে দেয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, নিজেদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে না। বিশেষতঃ যখন তারা পবিত্র থাকতে চায়। তাও আবার দুনিয়ার হীন স্বার্থে। জাহিলিয়াতের যুগে কতিপয় লোক এ উপায়ে অর্থ উপার্জন করত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তার দুজন ক্রীতদাসীকে এ কাজে বাধ্য করেছিল। সে সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযেল হয়েছে। আয়াতে যে, কয়েদ ও শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে "যখন তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায়"– এটা বাস্তবতার ও তখনকার প্রচলিত নিয়মের বর্ণনা মাত্র। অন্যথায় যে কোন অবস্থায় কাউকে যিনার জন্য বাধ্য করা অবৈধ। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২ নং আয়াত :

১. نكحوا لايامى (তোমরা তাদের বিবাহ সম্পন্ন করে দাও) আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্যে কোন নারী বা পুরুষের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই উত্তম।

মাসআলা : যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয় যে, সে বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এবং তার আর্থিক সামর্থ্যও আছে- এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। তাঁর যদি বিবাহের উপায়-উপকরণ না থাকে, যেমন উপযুক্ত নারী না পাওয়া গেলে কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য না থাকলে, এ ব্যক্তি উপায়-উপকরণ সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যার প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিয়ে করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, যথা দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করতে পারবে না, তার জন্য বিয়ে করা মাকরূহ। স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করা সুন্নাত, উত্তম। (মাআরিফুল কুরআন)

২. যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম-কর্মের হেফাজতের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, এ আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি যেমন আল্লাহর সিফাত তথা গুণ, তেমনি নূর-জ্যোতিও আল্লাহর গুণ। তাঁর অন্যান্য গুণের ন্যায় "নূরের" হাকীকত, প্রকৃতি, ধরন ও অবস্থা বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। তিনিই নূরের উৎস। আসমান-যমীন, পৃথিবীর সবকিছু অস্তিত্বের আলো তাঁর থেকেই লাভ করেছে। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা, ফেরেশতাকুল, নবী-ওলীগণ হেদায়েত ও মা'রেফাতের যে আলো পেয়েছেন তা সেই নূরের আধার থেকেই উৎসারিত। সৃষ্টির সবকিছু তাঁর আলোতেই আলোকিত। এ জগতে যা কিছু সৌন্দর্য, রূপলাবন্য, যোগ্যতা, গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে তা তাঁরই গুণসম্পন্ন সত্তার জামালের প্রতিবিম্ব মাত্র। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে আল্লাহর সত্তার জন্য ব্যবহৃত নূর শব্দটা নূরদাতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝে বসবাসকারী সব সৃষ্টিজীবের নূরদাতা। এ নূর বলে হেদায়েতের নূর বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীর করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনের অধিবাসীদের হেদায়েত প্রদানকারী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) مثل نوره (তার নূরের দৃষ্টান্ত)-এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের দু'রকমের উক্তি আছে। (এক) সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহর নূরে হেদায়েত যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত। (দুই) সর্বনাম দ্বারা মুমিনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মু'মিনের অন্তরে স্থাপিত নূরের দৃষ্টান্ত। এ দৃষ্টান্তের সারমর্ম হল মুমিনের বক্ষ একটি কুলুঙ্গি (তাক)-এর মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে, স্বচ্ছ যায়তূন তেলের কথা বলা হয়েছে এটা নূরে হেদায়েতের দৃষ্টান্ত যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যায়তূন তৈল অগ্নি স্পর্শে প্রজ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে, তেমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূরে-হেদায়েত যখন খোদায়ী ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। অন্যথায় এ সৃষ্টিগত নূরে-হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না। বরং প্রত্যেক মানুষের স্বভাব ও মজ্জায় এ নূরে-হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি ধর্মাবলম্বীর মাঝে পরিদৃষ্ট হয়। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যায় যতই ভুল করুক, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সবাই সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী। তবে কিছু সংখ্যক নাস্তিক যাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে তাদের কথা ভিন্ন। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডলে সবাই শামেল। কিন্তু আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে يهدى الله لنوره من يشاء – আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সে সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক পায় তারাই এ নূর লাভ করে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) যায়তূন ও যায়তূনবৃক্ষ বরকতময় ও উপকারী। এতে আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। যেমন একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তেলের আলোর চেয়ে

● ৩২ নং আয়াত :

১. যারা অর্থ-সম্পদের দিক থেকে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না। এবং বিবাহ করলে আশংকা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীছে একটি কৌশলও বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা বেশী বেশী পরিমাণ রোযা রাখবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মুকাতাব বানানো বিষয়ক বিধান বলা হয়।

৩. মুকাতাব গোলামের মুক্তির বিষয়ে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

৪. দুনিয়ার হীনস্বার্থে দাসীদেরকে অবৈধ কাজে বাধ্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৫. আল্লাহর দুটো গুণ জানা গেল। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝	(৩৪ ক্ব আর আমি তো তোমাদের নিকট নাযেল করেছি স্পষ্ট বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের (কতক) দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।
اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝	(৩৫) আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (অধিবাসীদের হেদায়েতের) নূর[১](প্রদানকারী) তাঁর[২] নূরের (বিস্ময়কর) অবস্থা এরূপ যেমন একটি প্রদীপ-আধার (ঢাকা) যাতে আছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাঁচের পাত্রে স্থাপিত। কাঁচপাত্রটি (এরূপ স্বচ্ছ) যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করা হয় বরকতময় যায়তূন[৩] বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা, যা পূর্বমুখীও নয় এবং পশ্চিমমুখীও[৪] নয়। সেই বৃক্ষের তৈল (এমন স্বচ্ছ যে,) যদিও তাকে আগুন স্পর্শ না করে, তবুও যেন স্বয়ংই জ্বলে উঠবে (আগুনও যদি স্পর্শ করে তবে তো) আলোর উপর আলো হয়ে যায়। আল্লাহ যাকে চান স্বীয় আলো পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ মানুষের (হেদায়েত-তর) জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে খুব অবগত আছেন।

www.maktabatulabrar.com

অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সঙ্গে ব্যাঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও খাওয়া হয়। এর প তেল বের করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াই কলের প্রয়োজন হয় না, আপনা আপনি ফল থেকে তেল বের হয়ে আসে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যায়তূনের তেল খাও এবং শরীরে মালিশ কর। কেননা, এটা বরকতময় বৃক্ষ।

(৪) অর্থাৎ, এর পূর্ব বা পশ্চিম দিকে কোন পাহাড় বা বৃক্ষ নেই। যদ্দরুন দিনের প্রথমভাগে বা শেষভাগে এর উপর সূর্যের কিরণ পড়তে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। মোটকথা, বৃক্ষটি মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত। সারাদিন এর উপর সূর্যের কিরণ পতিত হয়। এরূপ বৃক্ষের তৈল অত্যন্ত সুস্বাদু, স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪ নং আয়াত :

১. কুরআনে প্রয়োজনীয় সববিষয়ের বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. কুরআনে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

● ৩৫ নং আয়াত :

১. প্রত্যেক নূর, হেদায়েত, আলো, সৌন্দর্য ও যাবতীয় রূপ-গুণ এবং কল্যাণের আধার হলেন আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং সকল কল্যাণের প্রার্থনা তাঁর কাছেই করা উচিৎ।

২. মিছাল-উপমার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে পেশ করা ভাল। (আইছারুত্তাফাসীর)

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾

(৩৬) তারা এমন[১] গৃহসমূহে (গিয়ে ইবাদত করে) যে গৃহ সম্পর্কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তার সম্মান করা হোক[২] এবং সেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হোক[৩], সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় এমন সব লোক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে,

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

(৩৭) যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য[৪] গাফেল করে রাখতে পারে না আল্লাহর যিক্‌র থেকে, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়া থেকে। তারা সেই দিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন বহু অন্তর ও চক্ষু উল্টে যাবে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

(৩৮) (তাদের পরিণাম এরূপ হবে যে,) আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের জন্য অতি উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রদান করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত দান করেন।

www.maktabatulabrar.com

টীকা আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অবস্থা ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধায় অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় মসজিদে গিয়ে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। দুনিয়ার কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর যিকির ও তাঁর বিধি-বিধান পালন থেকে বিরত রাখতে পারে না। এবং তারা আখেরাতকে ভয় করে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) মসজিদের সম্মান হল সেখানে নাপাক, জানাবাত, হায়েয ও নেফাস অবস্থায় প্রবেশ না করা। এবং সকল নাপাকী ও নোংরামী হতে মসজিদকে পবিত্র রাখা। সেখানে হট্টগোল না করা, দুনিয়ার কাজ ও কথা-বার্তা বলার জন্য না বসা। দূর্গন্ধযুক্তবস্তু যথা পিঁয়াজ, রসুন, সিগারেট, হুক্কা ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে প্রবেশ না করা ইত্যাদি। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে যিকির তথা আল্লাহর নাম স্মরণ করা বলতে নামায, তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, দীনী শিক্ষা ও সর্বপ্রকার যিকির বোঝানো হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, জীবন ও জীবিকার ধান্ধা তাদেরকে আল্লাহর যিকির ও তাঁর হুকুম পালন থেকে বিরত রাখতে পারে না। তাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট থাকেন। সাহাবায়ে কেরামের শান এমনই ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত :

১. মসজিদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা ওয়াজিব।

২. যে সব গৃহ আল্লাহর যিকির, কুরআন শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, যেমন মাদরাসা, মক্তব, খানকা ইত্যাদির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য । কারণ, কুরআন কারীমে উল্লেখিত بيوت (গৃহসমূহ) শব্দটি ব্যাপক।

● ৩৭ নং আয়াত :

১. মুমিনের গুণাবলী হল সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকির করা, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান ইত্যাদি আল্লাহ তাআলার হুকুম–আহকাম মেনে চলা এবং অন্তরে আখেরাতের ভয় পোষণ করা। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

২. কেয়ামতের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন বহু অন্তর ও চক্ষু উল্টে যাবে। ভয়াবহতার ফলেই এরূপ হবে।

● ৩৮ নং আয়াত :

১. আল্লাহ নেক কাজের যথাযথ পুরস্কার দান করবেন।

২. কুরআন-হাদীছে নেক আমলের যেসব পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পুরস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আল্লাহ তাআলা তার বাইরেও আরও অনেক পুরস্কার দান করবেন। এটা হবে আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে।

৩. আল্লাহর দান অপরিমিত।

৪. আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

(৩৯) যারা কাফের তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা[১] সদৃশ। যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছল, তখন সেটাকে কিছুই পেল না। সেখানে (পানির পরিবর্তে) আল্লাহ(-র নির্ধারিত ফয়সালা-মৃত্যু)কে পেল। সুতরাং আল্লাহ তার (আয়ুর) হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

(৪০) অথবা (সে আমলসমূহ)[২] এরূপ, যেমন গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারপুঞ্জ, যে সমুদ্রকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যে তরঙ্গের উপর মেঘমালা। অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর। যখন (সমুদ্রের ঐ গভীরে থেকে) সে তার হাত বের করলে তা দৃষ্টিগোচর না হওয়ার উপক্রম। আর আল্লাহ যাকে নূর[৩] দান না করেন তার জন্য নূর নেই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম হল- এই পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকাকে পানি মনে করেছিল, তদ্রূপ কাফেররাও নিজের আমলকে ভাল এবং পরকালে হিতকর মনে করেছিল। মরীচিকা যেমন পানি নয়, তেমনি ঈমানের অভাবে এদের আমলও পরকালে কোন কাজে আসবে না। আর পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকার স্থানে গিয়ে হাকীকত জানতে পারল, তেমনি কাফেররাও আখেরাতে গিয়ে বাস্তব অবস্থা জানতে পারবে। এবং পিপাসা কাতর ব্যক্তি যেমন নিরাশ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, তেমনি কাফেররাও পরকালে নিরাশ হবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিপতিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) পূর্বের আয়াতে সেসব কাফেরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে যারা নিজ ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদেরকে নেক কাজে লিপ্ত মনে করত। এবং এর বিনিময়ে আখেরাতে ছওয়াবের আশা করত। আলোচ্য আয়াতে সেসব কাফেরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে যারা আপাদ-মস্তক পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল এবং কুফর ও পাপের অথৈ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। দৃষ্টান্তের সারমর্ম হল, মরীচিকায় ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তি যতটুকু কাল্পনিক আলো অবলোকন করে, এ ব্যক্তির সামনে আলোর সেটুকু চমকও বিদ্যমান নেই। এরা থরে থরে সাজানো নিরেট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কোন দিক থেকে তাদের পর্যন্ত আলো পৌঁছে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, কাফেররা নূরে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তারা খোদায়ী বিধি-বিধান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে হেদায়েত গ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতা ও নূরকে বিলীন করে দিয়েছে। কাজেই আল্লাহ তাদেরকে

www.maktabatulabrar.com

নেক কাজের তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর নূর তথা হেদায়েত কোথা থেকে পাবে?

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৯ নং আয়াত :

১. যে কোন তত্ত্বকথা উপমার মাধ্যমে করে পেশ করার বিধিবধ্যতা প্রমাণিত হয়।

২. কাফেররা আখেরাতে গিয়ে তাদের কার্যাবলীর বাস্তব অবস্থা জানতে পারবে যে, তাদের সব আমলই ব্যর্থ।

৩. ঈমান না থাকলে কোন আমলের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

৪. পিপাসাকাতর ব্যক্তি যেমন নিরাশ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তেমনি কাফেররাও পরকালে নিরাশ হবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিপতিত হবে।

৫. আল্লাহ অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

● ৪০ নং আয়াত :

১. কাফেররা পর্থিব জীবনে মূর্খতা, কুফর ও পাপের সমূহঅন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হেদায়েত আল্লাহর হাতে, আল্লাহ কাউকে হেদায়েত না করলে তার হেদায়েত নসীব হয় না। তাই আল্লাহর কাছে হেদায়েত লাভের জন্য এবং হেদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য দুআ করা চাই।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾

(৪১) তুমি কি জান না আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, যা কিছু আছে আসমানসমূহে[১] ও যমীনে এবং (বিশেষত) পক্ষীকুল, যারা পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায়। প্রত্যেকেই তার যোগ্য[২] দুআ (ইবাদত) ও তাসবীহ (পবিত্রতা ও মাহিমা ঘোষণার) পদ্ধতি জানে। আর[৩] তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ পরিপূর্ণ অবগত আছেন।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

(৪২) আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই সমীপে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাদের কতক মুখের ভাষায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। যেমন কতক প্রাণীর মাঝে চাক্ষুষ দেখা যায়। আবার কতক হালত তথা অবস্থার মাধ্যমে স্রষ্টার গুণগান করে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কতিপয় তাফসীরবিদের মতে এখানে ইবাদত ও তাসবীহের অর্থ হল আল্লাহ সৃষ্টি জগতের যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপৃত আছে এবং সামান্যও বিরোধিতা

করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের ইবাদত ও পবিত্রতা ঘোষণা করা বলা হয়েছে। সারকথা, তাদের এ আনুগত্য ভাষা ও উক্তিগত নয়, অবস্থাগত। তাদের দেখেই মনে হয় তারা আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত রয়েছে। যেমন আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি যাকে আল্লাহ যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, সে সে কাজেই ব্যাপৃত আছে তার অন্যথা করে না। তবে মুহাক্কিক তাফসীরবিদদের মতে এটা অবান্তর নয় যে, প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শিখানো হয়েছে, যাতে তারা মশগুল থাকে।

(৩) অর্থাৎ, তাওহীদের এতসব নিদর্শন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছেন। যথাসময়ে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত :

১. শুধু মানুষ নয় বরং সমস্ত সৃষ্টি জগতই আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও ইবাদতে ব্যাপৃত। তবে হ্যাঁ প্রত্যেকের তাসবীহ, নামায ও ইবাদতের পদ্ধতি ও আকার বিভিন্নরূপ। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহ সকলের সব কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

● ৪২ নং আয়াত :

১. আসমান-যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

২. পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের আকীদা প্রমাণিত।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۭ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

(৪৩) তুমি কি দেখনি[১] আল্লাহ মেঘমালাকে চালিত করেন। অতপর সে মেঘমালাকে পরস্পর জুড়ে দেন। তারপর তাকে একের উপর এক স্তূপিকৃত করেন। অনন্তর তুমি তার (সে মেঘের) ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হতে দেখ। আর তিনি আকাশ থেকে অর্থাৎ, তার মধ্যস্ত পর্বতমালা (সদৃশ মেঘমালা) থেকে শিলা বর্ষণ করে থাকেন।[২] অতঃপর তাকে যার উপর ইচ্ছা পৌছান। আর যার থেকে ইচ্ছা তাকে দূরে সরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করে।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

(৪৪) আল্লাহ রাত ও দিনকে পরিবর্তিত করেন।[৩] নিশ্চয় এতে চক্ষুষ্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَاۗبَّةٍ مِّنْ مَّاۗءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓي اَرْبَعٍ ۭ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

(৪৫) আর আল্লাহ পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রত্যেক জীবকে (বিশেষ) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাদের কতক এমন, যারা পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক এমন, যারা দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে, আর কতক এমন, যারা চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি কি জান না?

(২) আয়াতে আকাশ বলে মেঘ এবং মেঘের বড় বড় খণ্ডগুলোকে পর্বতমালা বলা হয়েছে। কেননা, যে মেঘমালা থেকে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে, তা পর্বতের মত বিরাট ও পুরু হয়ে থাকে। যেহেতু শৈত্যের কারণে শিলার উৎপত্তি হয়। তদ্দরুন মেঘ অধিক আদ্র হয়ে ভারী হয়ে পড়ে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) দিনের পর রাত, রাতের পর দিন তাঁরই কুদরতে পরিবর্তিত হয়। তিনিই কখনও রাতকে আবার কখনও দিনকে হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩ নং আয়াত :

১. আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টি রহস্য বর্ণিত হয়েছে, যা ঈমানী চেতনা জাগ্রত করে।

২. বৃষ্টি ও শিলা অবতরণের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

৩. কতক লোকের ক্ষেত ও পশুকে শিলা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে তাদের প্রতি নেয়ামতের বর্ণনা।

● ৪৪ নং আয়াত :

১. রাত-দিনের পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতের এক সাক্ষ্য।

৩. রাত-দিনের পরিবর্তনে আল্লাহর কুদরত ও তাওহীদের শিক্ষা রয়েছে।

● ৪৫ নং আয়াত :

১. বিভিন্ন রকম প্রাণীর বর্ণনা, যা আল্লাহর কুদরতের সাক্ষ্য।

২. আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

(৪৬) আমি তো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ[১] নাযিল করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন।

www.maktabatulabrar.com

(৪৭) আর তারা (এ মুনাফেকরা[২]) দাবী করে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং অনুগত হয়েছি। আবার এরপর তাদের মধ্যকার একদল[৩] মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এরা মোটেও মুমিন নয়।	وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾
(৪৮) আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে এই জন্য ডাকা হয় যে, তিনি (রসূল) তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন, তখন সহসা তাদের মধ্যকার একটা দল বিমুখ হয়ে যায়।	وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۴۸﴾
(৪৯) আর যদি তাদের হক (প্রাপ্য)[৪] হয় তবে তারা একান্ত অনুগত হয়ে তার নিকট চলে আসে।	وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿۴۹﴾
(৫০) তাদের অন্তরে কি কোন ব্যাধি রয়েছে, না কি তারা (নবুয়ত সম্পর্কে) সন্দেহে রয়েছে, না কি তারা এ আশংকা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন। বরং এরাই অত্যাচারোন্মুখ লোক[৫]।	اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۵۰﴾
(৫১) আর যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আহ্বান করা হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য, তখন তাদের বক্তব্য কেবল এ-ই হয় যে, তারা বলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম।	اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵۱﴾
(৫২) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম।	وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۵۲﴾
(৫৩) আর তারা (মুনাফেকরা) দৃঢ়ভাবে[৬] আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে যে, যদি তুমি তাদেরকে আদেশ কর তবে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। তুমি বলে দাও, তোমরা কসম খেয়ো না, (তোমাদের) আনুগত্য জানা আছে। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۳﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলী এত অধিক পরিমাণ বিদ্যমান রয়েছে যা দৃষ্টে কারো গোমরাহ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সরল পথে কেবল সেই চলে যাকে আল্লাহ তাওফীক দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) শানে নুযূল : বিশ্‌র নামক জনৈক মুনাফেক ও এক ইয়াহুদীর মাঝে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইয়াহুদী তাকে বলল, চল তোমাদের রসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফেক বিশ্‌র ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত রসূলের দরবারে মোকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহুদীর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

(৩) অর্থাৎ, প্রকৃত ঈমান তো কোন মুনাফেকের অন্তরেই নেই। কিন্তু এ শ্রেণীর মুনাফেকদের তো বাহ্যিক ঈমানও নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তারা দেনাদার হলে তো দেনা সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে হুযূরের দরবারে যেতে অস্বীকার করে। কিন্তু নিজেরা প্রাপক হলে তাদের দাবী সংরক্ষিত হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে হুযূরের দরবারে চলে আসে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) সুতরাং হেরে যাওয়ার আশংকায় তারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মোকদ্দমা পেশ করার পক্ষপাতী নয়। কেননা, মুনাফেকরা অত্যাচারী অর্থাৎ প্রাপকের পাওনা দিতে অনিচ্ছুক। বস্তুত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও ন্যায়বিচারে তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। কাজেই তারা দেনাদার হলে হুযূরের দরবারে বিচারের সম্মুখীন হতে চেত না। প্রাপক হলে সাগ্রহে প্রস্তুত থাকত। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, মুনাফেকরা শপথ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বোঝাতে চেষ্টা করত যে, তারা হুযূরের একান্ত অনুগত। তিনি তাদেরকে জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘর-সংসার ত্যাগের আদেশ দিলেও তারা সানন্দে ত্যাগ করবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪৬ নং আয়াত :

১. কুরআনের আয়াতসমূহ সত্য বর্ণনাকারী।

২. হেদায়েত আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান হেদায়েত করেন।

- ৪৭–৪৯ নং আয়াতসমূহ :

১. মুখে ঈমানের কথা স্বীকার করলেও কার্যত আল্লাহ আল্লাহর রসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ মুনাফেকদের নীতি।

২. মুনাফেকরা প্রকৃত মুমিন নয়।

৩. স্বার্থের অনুকূল হলে আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নির্দেশ মানা, অন্যথায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মুনাফেকদের নীতি।

৪. কুরআন-সুন্নাহর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন মুনাফেকের আলামত।

৫. কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত মানব রচিত আইনের দ্বারস্থ হওয়া নেফাকের পরিচায়ক।

৬. কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা ওয়াজিব।

● ৫০ নং আয়াত :

১. মুনাফেকদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।

২. আল্লাহ আল্লাহর রসূল জুলুম করেন না।

● ৫১–৫২ নং আয়াতদ্বয় :

১. আয়াতদ্বয়ে সাফল্য লাভের চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

(১) আল্লাহর আনুগত্য,

(২) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ,

(৩) অতীতের গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা ও

(৪) ভবিষ্যতে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকা।

যে ব্যক্তি এ চারটি বিষয় পালন করবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. অন্যের হক ও পাওনা আদায় না করা জুলুম ও হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৩ নং আয়াত :

১. মুনাফেকদের মিথ্যাচারের বর্ণনা।

২. মুনাফেকদের শাসানো হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহ তাদের সব কাজের বিষয়ে অবগত আছেন, সেমতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾	(৫৪) তুমি বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ রসূলের কর্তব্য[১] তো তা-ই যার ভার তাকে দেওয়া হয়েছে। আর তোমাদের কর্তব্য তা-ই যার ভার তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তার অনুগত থাক তবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪	(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজসমূহ করবে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি[২] দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে শাসন-কর্তৃত্ব দান করেছিলেন।

www.maktabatulabrar.com

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۭ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ۭ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾	এবং তিনি তাদের জন্য সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবেন যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের এই ভয়-ভীতির পর অবশ্যই এটাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিবেন (এই শর্তে যে,) তারা আমার ইবাদত করতে থাকবে, আমার সঙ্গে কোন ধরনের শিরক করবে না। আর এরপরও কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে তারা তো নাফরমানই[৩]।
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾	(৫৬) আর[৪] তোমরা নামাযের পাবন্দী কর এবং যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, যেন তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ করা যায়।
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾	(৫৭) তোমরা কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা কর না যে, তারা (পৃথিবীর কোন অংশে পালিয়ে গিয়ে আমাকে) হারিয়ে দিবে। আর তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হবে দোযখ এবং সেটা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব হল তাবলীগ করা তিনি তা পরিপূর্ণভাবে করেছেন। আর তোমাদের দায়িত্ব হল নবীর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আমল করা। যদি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব অনুধাবন কর এবং নবীর দেওয়া বিধি-বিধান মেনে চল, তবে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে কৃতকার্য হবে। অন্যথায় নবীর কোন ক্ষতি হবে না। তোমাদের কর্মের ফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এ প্রতিশ্রুতির সারমর্ম হল ঈমান, নেক আমল ও খাঁটি ইবাদত সমষ্টিগতভাবে যারা করবে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে এই তিনটি বস্তু প্রদান করা হবে। কর্তৃত্ব ও রাজত্ব, ধর্মের দৃঢ়তা সাধন এবং ভয়কে অভয়ে রূপান্তরিত করা। অতএব সময় সময় কোন ফাসেক নেতৃত্ব লাভ করে বলে এরূপ প্রশ্ন হতে পারে না যে, এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বিপরীত। কেননা এদেরকে উক্ত তিনটি বস্তু এক সঙ্গে প্রদান করা হয় না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ যখন মুসলমানদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ, ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে এরূপ লোকেরা সীমালংঘনকারী। এবং ইসলামের শৌর্য-বীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে দাড়ায়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! তোমরা যখন ঈমান ও আমলে সালেহার এ ফলাফল শুনতে পেলে তবে নামাযের পাবন্দী কর, যাকাত প্রদান কর এবং অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ কর তখন তোমরা আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমতপ্রাপ্ত হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৪ নং আয়াত :

১. আল্লাহর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

২. রসূলের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

৩. রসূলের আনুগত্যের নির্দেশকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর আনুগত্যের উপর সংযোগ অব্যয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করে এভাবে বলা হয়নি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলের আনুগত্যও স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব। রসূল কর্তৃক কুরআনের বর্ণনার বাইরে কোন স্বতন্ত্র বিধানও প্রবর্তিত হতে পারে।

৪. রসূলের দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া, মানানো তার দায়িত্ব নয়।

৫. দ্বীনের বিষয় স্পষ্টরূপে প্রচার করা চাই।

● ৫৫ নং আয়াত :

১. ঈমান ও আমলে সালেহার বরকতে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে জান্নাত তো দিবেনই, দুনিয়াতেও মু'মিনদেরকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং প্রতিষ্ঠা দান করবেন।

২. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি মুমিন ও দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসারীদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে তাদের পরিপূর্ণ ইত্তেবার বরকতে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন এদের পূর্বে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে কিবতীদের উপর জয়ী করেছেন। অতঃপর তাদেরকে আমালেকা সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দান করে মিসর ও শাম দেশের রাজত্বের অধিকারী করেছিলেন। এ কর্তৃত্ব দানের উদ্দেশ্য হবে আখেরাতের কল্যাণের নিমিত্ত তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করা। এবং ঈমান ও আমলের ফলশ্রুতিতে শত্রুর প্রতি তাদের স্বাভাবিক ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তবে শর্ত হল আল্লাহর ইবাদতের উপর অটল থাকা এবং জলী, খফী (যথা রিয়া ইত্যাদি) যাবতীয় শিরক থেকে মুক্ত থাকা। (বয়ানুল কুরআন)

৩. মু'মিনদের সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদা আল্লাহ তাআলা পালন করেছেন, এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতেও ঈমান ও আমলের সে পূর্ণতা পাওয়া গেলে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

৪. এ আয়াত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর কাছে মকবূল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রসূল ও মু'মিনদেরকে দিয়েছেন তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। ঈমান ও সৎকর্মের যে শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে সর্বাধিক পারিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহর ওয়াদাও তাঁদের আমলে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয়েছে। এবং পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময় নেককার খলীফাদের আমলে এর বাস্তবায়ন

www.maktabatulabrar.com

হতে থাকে। ভবিষ্যতেও ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে হতে থাকবে। বর্তমানে ঈমান ও আমলের সে মাপকাঠি বিদ্যমান নেই বলে খেলাফত ও রাজত্বের সে গাম্ভীর্যও প্রতিষ্ঠিত নেই। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

৪. আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

৫. আল্লাহর নে'য়ামতের অকৃতজ্ঞতা করা গুনাহ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (আইছারুত্তাফাসীর ইত্যাদি)

● ৫৬ নং আয়াত :

আল্লাহর রহমত পাওয়ার বিশেষভাবে তিনটি আমলের কথা বলা হয়েছে। (১) নামায কায়েম করা, (২) যাকাত প্রদান করা ও (৩) রসূলের আনুগত্য করা।

● ৫৭ নং আয়াত :

১. আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ পালিয়ে রক্ষা পাবে না।

২. কাফেরদের ঠিকানা জাহান্নাম।

(৫৮) হে মু'মিনগণ[১] তোমাদের দাস-দাসীরা[২] এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের নিকট (আসার জন্য) তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ৩করে– ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা নিজ নিজ পোষাক খুলে রাখ– এবং এশার নামাযের পর। (কেননা) এ তিনটি সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। উক্ত সময়সমূহ ব্যতীত তোমাদের উপরও কোনো দোষ নেই এবং তাদের উপরও কোনো দোষ নেই। (কেননা) তারা তোমাদের নিকট সচরাচর আসা যাওয়া করে থাকে একে অন্যের নিকট। এভাবেই আল্লাহ আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পরিষ্কার করে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ সূরার ২৭, ২৮, ২৯,নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করা নিষেধ। গৃহ পুরুষের হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী সবার জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহরামের সঙ্গে যারা সাধারণত এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে। আর তাদের কাছে নারীর

পর্দাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে স্ব-শব্দে পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয় মুস্তাহাব। এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময় আরো এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং ইশার নামাযের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহরাম আত্মীয়-স্বজন এমনকি সমঝদার ও প্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরও আদেশ করা হয়েছে তারা যেন কারো নির্জনকক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কারণ এ সময়গুলোতে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়। অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এ সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী বা নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভিতরে প্রবেশ করলে, প্রায় লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়, অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) ক্রীতদাস যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তবে সে মাহরাম নয়, সে অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী মালিককেও তার সঙ্গে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাস যারা সর্বদা গৃহে যাতায়াত করে।

(৩) প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন দাস-দাসী ও বালকদের বুঝিয়ে দেয় যে, এই সময়ে জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসো না। এমনিভাবে প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৮ নং আয়াত :

১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক সমঝদার বালক-বালিকাকে উক্ত তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা করার তালীম দেওয়া পিতা মাতার উপর ওয়াজিব।

২. এ বিশেষ অনুমতি গ্রহণ মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের জন্যও ওয়াজিব।

৩. উক্ত তিন সময়ে অপরিণত সমঝদার বালক-বালিকার উপরও কারো নির্জনকক্ষে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾

(৫৯) আর যখন তোমাদের শিশুরা (সন্তান -সন্ততি) সাবালেগের সীমায় উপনীত হয়, তখন তাদেরও তদ্রূপ অনুমতি নেওয়া উচিৎ যেমন তাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) ব্যক্তিগণ অনুমতি গ্রহণ করে থাকে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন। এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

www.maktabatulabrar.com

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

(৬০) আর বয়স্কা বৃদ্ধা[১] নারীরা –যারা বিবাহের আশা রাখে না– তাদের এতে কোনো অপরাধ নেই যে, তারা তাদের অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখে, যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর যদি তারা এটা[১] থেকেও বিরত থাকে তবে তাদের পক্ষে আরও অধিক উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা পরিজ্ঞাত

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

(৬১) অন্ধের[৩] উপর কোনো দোষ নেই, খঞ্জ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই এবং রুগ্নব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই, স্বয়ং তোমাদের[৪] জন্যও কোনো দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতার গৃহে অথবা তোমাদের মাতার গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই[৫]। অতঃপর তোমরা যখন গৃহসমূহে প্রবেশ করতে উদ্যত হও তখন আপন লোকদেরকে (মু'মিনদেরকে) সালাম বলবে দুআ স্বরূপ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, বরকতময়, উত্তম বস্তু। এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট হুকুমসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে, বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয় এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, সে যদি মাহরাম নয় এরূপ ব্যক্তির সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে তবে এটা তার জন্য উত্তম। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) শানে নুযূল : কয়েকটা ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়। ঘটনাবলী নিম্নরূপঃ (১) অনেক মানুষের স্বভাব এই যে, তারা খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির সঙ্গে বসে খেতে ঘৃণাবোধ করে। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তারা মনে করলেন আমরা কারো সঙ্গে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে আহারে যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তি চিন্তা করল আমি অন্ধ, অনুমান করতে পারি না, সম্ভবত অন্যের চেয়ে বেশী খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল আমি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় বসতে পারি না। দুজনের জায়গা নিয়ে ফেলি, আহারে অন্যের সঙ্গে বসলে তার কষ্ট হবে। তাঁদের এ চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তাঁরাই অসুবিধা ও কষ্টের সন্মুখীন হতেন। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করার অনুমতি প্রদান করা হয় এবং এমন চুলচেরা সাবধনতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়। (২) কুরআন কারীমে لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل -তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আহার করো না, আয়াতটি নাযেল হওয়ার পর সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তির সঙ্গে বসে আহার করতে ইতস্তত করতে লাগলেন। তারা ভাবলেন, রুগ্নব্যক্তি তো স্বভাবত কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোনটি তা জানতে পারে না, খঞ্জ ঠিকভাবে বসতে অক্ষম হওয়ায় খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবত কম আহার করবে এবং আমরা বেশী খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিৎ। এর প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযেল হয়। এতে এ ধরনের সুক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে সবাই একত্রে আহার কর। মামূলী কম-বেশী হওয়ায় চিন্তা করো না। (৩) মুসলমানগণ জিহাদে যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত গৃহে যা কিছু আছে তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বস্তুত এ ঘটনাবলীর সমষ্টি আয়াতের শানে নুযূল।

(৪) অর্থাৎ, যদি তোমরা স্বয়ং অথবা কোন অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে নিজগৃহে বা তোমাদের কোন অত্মীয়-স্বজনের গৃহে গৃহস্বামীর অনুমতিক্রমে কিছু আহার কর তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, এরূপ দুর্বল ওয়াসওয়াসা আমি বেশী খেলে পরের হক খেলাম। অপর ব্যক্তি কম খেলে তার হক বাকী থাকল শরীয়তের লক্ষ্যস্থল নয়। যৌথ পানাহারের ক্ষেত্রে এমন চুলচেরা সাবধানতা গ্রহণ আবশ্যক নয়। এ ক্ষেত্রে গৃহস্বামীর সম্মতি যথেষ্ট। সম্মতি প্রকাশ না পেলে খাওয়া অবৈধ। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯ নং আয়াত :

সন্তান-সন্ততিকেও পিতা-মাতার গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

● ৬০ নং আয়াত :

যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। (দেখুন ১ ও ২ নং টীকা।)

● ৬১ নং আয়াত :

১. একা এবং যৌথভাবে পানাহার করার অনুমতি আছে।

২. গৃহে প্রবেশ করার সময় সবাইকে সালাম দেয়া উচিৎ। হাদীছে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

(৬২) মু'মিন তো[১] কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে। আর যখন রসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত কোন কাজে রত থাকে তখন তার নিকট থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত চলে যায় না। যারা তোমার নিকট অনুমতি চায় কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সত্যিকারভাবে মানে। অতএব যখন এ সকল লোক নিজেদের কোন কাজে তোমার নিকট অনুমতি চায় তখন তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিয়ে দাও এবং তুমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের[২] দু'আ কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

(৬৩) (হে লোকেরা,) তোমরা নিজেদের মাঝে রসূলের ডাককে[৩] এমন মনে কর না যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যকে ডেকে থাক। আল্লাহ সেসব লোকদেরকে অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্য থেকে যারা চুপিসারে সরে পড়ে। সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে। কিংবা তাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযেল[৪] হয়ে পড়ে।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

(৬৪) মনে রেখো সবই আল্লাহর যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে রয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই সে অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আছেন যাতে তোমরা আছ এবং যেদিন সকলকে তাঁর সমীপে আনা হবে, তখন তিনি তাদেরকে সবই জানিয়ে দিবেন যা কিছু তারা করেছিল। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অত্যন্তপরিজ্ঞাত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল : আহ্যাব যুদ্ধের সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এবং সাহাবায়ে কেরাম পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফেকরা প্রথমত আসতেই চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্য সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীত মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেতেন এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করতেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়।

(২) কেননা তারা ওজরের কারণে অনুমতি নিলেও এতে ধর্মীয় কাজের উপর পার্থিব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেহেতু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ডাকেন তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন। বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরয হয়ে যায়। এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের অন্য একটি অর্থ করেছেন যে, যখন তোমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো প্রয়োজনে আহবান কর অথবা সম্বোধন কর তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর নাম নিয়ে " ইয়া মুহাম্মাদ" বলবে না। এটা বে-আদবী। বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা " ইয়া রসূলাল্লাহ" বলবে।

(৪) এ কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা হয় ইহলোকে, না হয় পরলোকে শাস্তি ভোগ করবে। বরং উভয়কালে তাদের শাস্তি ভোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২ নং আয়াত :

১. আজও মুসলমানদের ইমাম তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার যদি কাউকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন তাহলে তার জন্য কর্ণধারের সে নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব এবং বিনা অনুমতিতে প্রস্থান করা নাজায়েয।

২. সাধারণ মজলিস থেকেও চলে যেতে হলে সভাপতি তথা মজলিস প্রধানের অনুমতি নেওয়া উচিৎ।

● ৬৩ নং আয়াত :

১. হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আদবের ব্যবহার করা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

২. জীবিত বা মৃত যেকোনো অবস্থায় হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বে-আদবী করা হারাম।

৩. যে ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বে-আদবী করবে তার বে-ঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার প্রবল আশংকা রয়েছে।

৪. বড় ও মুরব্বীদের নাম নিয়ে ডাকা বে-আদবী। তাদেরকে সম্মানসূচক উপাধিতে আহবান করা উচিৎ। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(২৫) সূরা ফুরক্বান, মক্কী
৭৭ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ﴿۱﴾

(১) মহিমান্বিত[১] সেই সত্তা যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দার প্রতি এই মীমাংসার[২] গ্রন্থটি নাযেল করেছেন, যাতে সে সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হয়।

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿۲﴾

(২) তিনি এমন সত্তা, যাঁর জন্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। এবং তিনি না কোন সন্তান গ্রহণ করেছেন। আর না রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার আছে। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে দান করেছেন এক সুনির্দিষ্ট পরিমিতি[৩]।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿۳﴾

(৩) আর তারা (সে মুশরিকরা) আল্লাহকে ছেড়ে এমন বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং না তারা নিজেদের কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে আর না কোন উপকার করার। আর কারো মৃত্যুর উপরও তাদের অধিকার নেই এবং জীবন দানের উপরও না এবং (কাউকে) পূনর্বার জীবিত করারও না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই সূরার সারমর্ম হল আল্লাহর অপার কুদরত, কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা করা। এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা।

(২) এখানে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য বর্ণনা করা। কুরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মুজিযার মাধ্যমে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের পার্থক্য ফুটিয়ে তোলে, তাই কুরআনকে 'ফুরক্বান' বলা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সে কাজের উপযোগী করেছেন যে কাজের

জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। যেমন ভূপৃষ্ঠ ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেক বস্তুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি কোমলতা ও কঠোরতা সে কাজের উপযোগী, যে কাজের জন্য এগুলি সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপর কিছু রাখলে ডুবে যায় আবার পাথর ও লোহার ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে খনন করা অসম্ভব হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত :

১. ليكون للعلمين نذيرا –যাতে তিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য সতর্ককারী হন। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত ও রেসালাত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী নবীগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত বিশেষ দল, বিশেষ স্থান ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল। সুতরাং এ আয়াত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী হওয়ার দলীল।

২. কুরআনের এক নাম "আল-ফুরকান" তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বর্ণনাকারী। কাজেই সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য বর্ণনা করে উম্মতকে সতর্ক করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব।

● ২ নং আয়াত :

১. আল্লাহ আসমান-জমিনের সার্বভৌমত্বের মালিক।

২. আয়াতে শিরকের খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৩. আল্লাহর সৃষ্টির কুশলতা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সবকিছুকে পরিমিতি দান করেছেন।

● ৩ নং আয়াত :

আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য মিথ্যা মাবূদদের অসারতা বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۞	(৪) আর কাফেররা[১] বলে থাকে এ (কুরআন)টা মিথ্যা বৈ কিছু নয় যা এই ব্যক্তি রচনা করেছে এবং অন্য এক গোষ্টি[২] এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং এ লোকেরা ভয়াবহ মিথ্যা ও অবিচারে লিপ্ত হয়েছে।
وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۞	(৫) আর তারা বলে থাকে যে, এ (কুরআন) তো ভিত্তিহীন কথাসমূহ যা পূর্ববর্তী লোকদের থেকে কথিত হয়ে আসছে যা এই ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে। অতঃপর সেটাই তার সামনে সকাল-সন্ধ্যা পঠিত হয়।
قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞	(৬) তুমি বলে দাও[৩] এ কালাম তিনিই নাযেল করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য জানেন। নিশ্চয় তিনি হলেন অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

www.maktabatulabrar.com

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۞	(৭) আর তারা বলে এই রসূলের কী হল যে, সে খাদ্য[৪] খায় এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করে। এই ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা কেন পাঠানো হয়নি যে, তার সঙ্গে সতর্ককারী হয়ে থাকত।
اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۞	(৮) অথবা তাকে কোন ধনভাণ্ডার দেওয়া হত কিংবা তার জন্য কোন বাগান থাকত যেখান থেকে সে আহার করত। আর এই জালেমরা (মুসলমানদেরকে) এরূপও বলে থাকে যে, তোমরা একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।
اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۞	(৯) দেখ তো, এরা তোমার সম্পর্কে কেমন বিস্ময়কর[৫] উক্তি করে! অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এখন তারা আর পথ পেতে পারে না।
تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَاۗءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۞	(১০) সেই সত্তা অতি মহান, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে তার চেয়ে[৬] উৎকৃষ্ট বস্তু দিতে পারেন। (একটি নয়) এমন বহু বাগান যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থেকে থাকবে এবং তোমার জন্য করে দিতে পারে বহু বালাখানা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখান থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাবের বর্ণনা শুরু হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, মুশরিকরা বলে এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তা রচনা করেছেন। এবং ইয়াহুদী-নাসারাদের থেকে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারী মুসলমানগণ কিংবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যাতায়াতকারী ইয়াহুদী-নাসারারা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করে। আর যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর –লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না– তাই ইয়াহুদী-নাসারাদের থেকে শোনা পূর্বকালের উপকথাসমূহ সঙ্গীদের দিয়ে লিখিয়ে নেন এবং সকাল-সন্ধা তা শ্রবণ করেন। যাতে তা মুখস্থ হয়ে যায়। অতঃপর মানুষের কাছে গিয়ে বলেন, এটা আল্লাহর কালাম।

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের প্রথম আপত্তির জবাব দিলেন যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাযেলকারী আল্লাহ তাআলা। তিনি সেই পবিত্র সত্তা যিনি আসমান-জমিনের যাবতীয় রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। এ কারণেই তিনি এ কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম

করেছেন। এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, তোমরা যদি একে আল্লাহর কালাম বলে অস্বীকার কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ, কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা বরং একটি আয়াত রচনা করে দেখাও। কিন্তু তারা সুবিশুদ্ধ প্রাঞ্জল আরবীভাষী হওয়া সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি, কুরআনের অনুরূপ একটি আয়াতও আনতে সক্ষম হয়নি। অথচ তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধিতায় সর্বস্ব বিলীন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এটা এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, কুরআন কোন মানব রচিত কালাম নয়।

(৪) মুশরিকদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল যদি তিনি রসূল হতেন তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না বরং ফেরেশতার ন্যায় পানাহারমুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তার কাছে ধন-সম্পদ বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার চিন্তা করতে হত না। হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হত না। তদুপরি তিনি যে আল্লাহর রসূল আমরা তা কী করে মানতে পারি? প্রথমত তিনি ফেরেশতাও নন, দ্বিতীয়ত কোন ফেরেশতা তার সাথে থাকেও না যে, তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় মুহাম্মাদ যাদুগ্রস্ত, ফলে তার মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে।

(৫) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বিতীয় আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন যে, এরা তোমার সম্পর্কে এসব উদ্ভট কথা-বার্তা বলে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার উপায় নেই।

(৬) অর্থাৎ, আখেরাতে তো অবশ্যই দিবেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেও দিতে পারেন। তবে না দেওয়ার মাঝে অনেক হেকমত নিহিত রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪-৫ নং আয়াতদ্বয় :

১. কুরআন মুহাম্মাদের রচিত- কাফের মুশরিকদের এ বক্তব্যের খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

২. কুরআন মুহাম্মাদের রচিত- এটা স্পষ্ট মিথ্যাচার ও অন্যায় কথা।

৩. কাফেরদের চিরাচরিত অভ্যাস হল মিথ্যারোপের মাধ্যমে আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দেয়া।

- ৬ নং আয়াত :

১. আল্লাহ আসমান-জমিনের যাবতীয় রহস্য সম্বন্ধে অবগত।

২. আল্লাহর দুটো গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

- ৭-৮ নং আয়াতদ্বয় :

১. খানা-পিনা ও মানবিক চাহিদা নবী বা মহৎ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

২. ধন-সম্পদের মালিক হওয়া মহৎ হওয়ার কোন দলীল নয়।

৩. প্রয়োজনে বাজারে যাওয়া নিষেধ নয়। তবে বিনা প্রয়োজনে বাজারে যাওয়া হাদীছ থেকে মাকরূহ প্রমাণিত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

- ৯-১০ নং আয়াতদ্বয় :

১. নবী সম্বন্ধে কোন উদ্ভট কথা বলা চরম গোমরাহী।

২. আল্লাহ ইচ্ছা করলে নবী বা তার খাস লোকদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিতে পারেন কিন্তু বিশেষ হেকমতে তা করেন না।

www.maktabatulabrar.com

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾	(১১) বরং এরা কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করেছে। আর যারা কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করে আমি তাদের জন্য প্রজ্জলিত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।
اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾	(১২) যখন দোযখ তাদেরকে দূর থেকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে তার তর্জন-গর্জন।
وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾	(১৩) আর যখন তাদেরকে হাত পা বেঁধে তার (জাহান্নামের) কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে (কেবল) মৃত্যুকেই ডাকবে।
لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾	(১৪) (তখন তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমরা একটা ধ্বংসকে ডেকো না, বরং বহু ধ্বংসকে[১] ডাক।
قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾	(১৫) তুমি বল, এটা (এই পরিণাম) উত্তম না সেই চিরকাল বসবাসের জান্নাত, মুত্তাকীদেরকে যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে।[২] সেটি তাদের জন্য (আনুগত্যের) প্রতিদান এবং তাদের শেষ পরিণাম।
لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ﴿١٦﴾	(১৬) আর সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসরত থেকে যা চাবে সবই পাবে। এটা হল তোমার প্রতিপালকের যিম্মায় অবধারিত[৩] ওয়াদা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মৃত্যুকে ডাক। মৃত্যুকে ডাকার কারণ হল বিপদ এবং বিপদ তোমাদের অপরিসীম। প্রত্যেক বিপদে মৃত্যুকে ডাকা হলে বহুবার ডাকা হয়। তাই এক মৃত্যুকে বহুবার ডাকাকে বহু মৃত্যুকে ডাকা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাস কর কুফরের দরুন তোমরা যে শাস্তির যোগ্য সেটা উত্তম না সেই অনন্তকাল অবস্থানের জান্নাত। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহপূর্বক এটা তার দায়িত্বে অপরিহার্য করে নিয়েছেন। অন্যথায় আল্লাহর উপর অপরিহার্য কর্তব্য কিছু নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ১১ নং আয়াত :

১. কেয়ামতে বিশ্বাস ঈমানের জন্য জরুরি।

২. কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

৩. প্রস্তুত করে রেখেছি কথাটি দ্বারা বুঝা যায় জাহান্নাম এখনই তৈরী অবস্থায় রয়েছে, এমন নয় যে, পরে তা তৈরি করা হবে।

● ১২–১৪ নং আয়াতসমূহ :

১. আয়াতদ্বয়ে জাহান্নামের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে।

২. জাহান্নামবাসীরা শাস্তির তীব্রতায় মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না, তারা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে না।

● ১৫–১৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. জাহান্নামীদের তিরস্কারের বর্ণনা।

২. জান্নাতীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন।

৩. আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক মুমিনদেরকে জান্নাত দান করা নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾	(১৭) আর (স্মরণ কর সেদিন) যেদিন আল্লাহ সে লোকদেরকে, আর আল্লাহ ছাড়া তারা যাদেরকে পূজা করত তাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে বলবেন,[১] তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না কি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?
قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾	(১৮) তারা বলবে, সুবহানাল্লাহ! আমাদের কি সাধ্য[২] ছিল যে, আপনাকে ছাড়া অন্য কোন কার্যনির্বাহক গ্রহণ করি। বরং আপনি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে এত ভোগসম্ভার[৩] দিয়েছিলেন যে, তারা আপনার স্মরণই ভুলে গিয়েছিল এবং তারা নিজেরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধ্বংসোন্মুখ জাতি।
فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾	(১৯) (আল্লাহ মুশরিকদের বলবেন,) তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে তো তারা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। অতএব তোমরা নিজেরাও শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং (কারো পক্ষ থেকে) সাহায্যও পাবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে জালেম আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾	(২০) আর আমি তোমার পূর্বে যত রসূলই[৪] প্রেরণ করেছি তারা সবাই খাদ্যও গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরাও করত। আর আমি তোমাদের এককে অপরের জন্য পরীক্ষা[৫]স্বরূপ (সৃষ্টি) করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার প্রতিপালক হলেন সবকিছুর দ্রষ্টা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পূজারীদের শুনিয়ে মাবূদ তথা প্রতিমা ইত্যাদিকে জিজ্ঞাস করা হবে তোমরা কি তাদেরকে শির্‌কে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলে? না তারা নিজেরাই মূর্খতা বশত গোমরাহ হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা বলবে আমাদের কি সাধ্য যে, আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমাদের কর্মবিধায়ক ও সাহায্যকারী নির্ধারণ করব। সুতরাং যখন আমরা নিজেদের জন্য আপনি ভিন্ন আর কোন আশ্রয়দাতা বিশ্বাস করি না, তখন অন্যকে কীকরে আমরা আমাদেরে তাদের মা'বূদ নির্ধারণ করতে বলব? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, হতভাগারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। তারা আপনার দেওয়া নায-নেয়ামতে বিভোর হয়ে আপনাকে বে-মালূম ভুলে গিয়েছিল। উচিৎ ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে আপনার শোকর করবে। কিন্তু না, নবীদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা ভোগ-বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে আত্মবিস্মৃত ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের পূর্ব উল্লেখিত দ্বিতীয় আপত্তির পরিষ্কার জবাব বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেসব নবী-রসূলকে তোমরা সত্যবাদী বলে স্বীকার কর তাঁরাও তো মানুষ ছিলেন। মানুষের মত পানাহার করতেন। প্রয়োজনে হাটে-বাজারে যেতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিৎ ছিল যে, পানাহার করা ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, পয়গম্বরদের মাধ্যমে কাফেরদের ঈমানের পরীক্ষা। আর কাফেরদের মাধ্যমে নবীদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে থাকি। কিংবা এ আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ সবাইকে সমান ধন-সম্পদ সমান মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেননি। কারণ, শ্রেণী, জাতি ও অবস্থার এ বিভেদের মাঝে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭–১৯ নং আয়াতসমূহ :

১. হাশর–নশর প্রমাণিত।

২. ভ্রান্ত মাবূদরা তাদের পূজারীদেরকে ভ্রান্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

www.maktabatulabrar.com

৩. দীর্ঘ জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেক সময় আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণ হয়। সুতরাং সতর্ক থাকা চাই। এবং নায-নে'য়ামত পেয়ে আল্লাহর শোকর ও তাঁর অনুগত্যে নিয়োজিত থাকা চাই। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. কাফেররা নিজেরাও শাস্তি প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না, এ ব্যাপারে অন্য কারও থেকেও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

● ২০ নং আয়াত :

১. পানাহার করা ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. পয়গম্বরদের মাধ্যমে কাফেরদের ঈমানের পরীক্ষা হয়। আর কাফেরদের মাধ্যমে নবীদের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়।

৩. সবরের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

১৮ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–১৯

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

(২১) আর যারা আমার সাক্ষাৎ আশা[১] করে না, তারা বলে আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন[২]? অথবা আমরা দেখে নিতাম আমাদের প্রতিপালককে[৩]? নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে[৪] খুব বড় মনে করেছে এবং আনুগত্যের সীমা থেকে বহু দূরে চলে[৫] গেছে।

(২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে পানাহ, পানাহ[৬]।

(২৩) আর আমি তাদের ঐ সমস্ত (নেক) কাজের প্রতি যা তারা (পৃথিবীতে) করেছিল মনোনিবেশ[৭] করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপ করে দেব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) رجاء শব্দের সাধারণ অর্থ কোন প্রিয় ও কাম্যবস্তুর আশা করা। যেহেতু কাম্যবস্তু লাভ করা সুনিশ্চিত হয় না বরং লাভ না হওয়ারও আশংকা থাকে, তাই এর অর্থ 'আশংকা'ও করা হয়ে থাকে। (টীকা-জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তারা এসে তোমার নবুয়তকে সত্যায়ন ও সমর্থন করত।

(৩) অর্থাৎ, তিনি সরাসরি আমাদেরকে বলে দিতেন যে, ইনি আমার নবী।

(৪) فى انفسهم এখানে فى شأن أنفسهم-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৫) ইমাম রাগেব (র.) বলেছেন, العتو অর্থ النبو عن الطاعة আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া। সে হিসাবেই উক্ত অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। (মুফরাদাত)

(৬) জালালাইন শরীফে এর অর্থ করা হয়েছে عوذا معاذا অর্থাৎ পানাহ, পানাহ। আরবী বাচনভঙ্গী-তে শব্দটি তখন বলা হয় যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাচাঁর জন্য মানুষকে বলা হয় আশ্রয় চাই আশ্রয় চাই। (জালালাইন)

(৭) قدوم শব্দের মূল অর্থ আগমন করা। যেহেতু এই অর্থ আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা অসম্ভব, তাই এর লাযেমী অর্থ নেওয়া হয়েছে قصد – عمد (ইচ্ছা করা, মনোনিবেশ করা। আল্লাহ তাদের আমল বিচার করার প্রতি মনোনিবেশ করবেন)। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ইচ্ছা ও মনোনিবেশ করার অর্থ হবে তাঁর ইচ্ছা-ইরাদা কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। (টীকা, জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১–২২নং আয়াতদ্বয় :

১. যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় তারাই মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস করতে পারে। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, এ ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না।

২. রূহ কবজ করার সময় এবং কেয়ামতের দিন মানুষ ফেরেশতাগণকে দেখবে।

৩. অপরাধীরা সেদিন কোন সুসংবাদ লাভ করবে না। পক্ষান্তরে মু'মিন-মুত্তাকীগণ সুসংবাদ লাভ করবে।

● ২৩নং আয়াত :

১. আখেরাতের বিচার প্রমাণিত।

২. কাফের-মুশরিকদের সমুদয় নেক আমল বিফল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

(২৪) সেদিন জান্নাতবাসীদের আবাসস্থলও খুব উত্তম হবে এবং বিশ্রামাগারও হবে অতি মনোরম।	اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾
(২৫) আর সেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে (তা থেকে) মেঘমালা (প্রকাশ হওয়া)-র কারণে[১]। এবং সেদিন ফেরেশতাদেরকে আশ্চর্যরূপে[২] অবতীর্ণ করা হবে।	وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾
(২৬) সেদিন সত্যিকারের রাজত্ব হবে অতিশয় দয়াময় আল্লাহর এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটা হবে বড়ই কঠিন।	اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾
(২৭) এবং সেদিন জালেম ব্যক্তি (চরম দুঃখে) আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে থাকবে, বলবে, হায়! যদি আমি রসূলের সঙ্গে (ধর্মের) পথ অনুসরণ করতাম!	وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾
(২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য! কী উত্তম হত, যদি আমি অমুককে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!	يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾
(২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর যে আমাকে তা থেকে নিশ্চিত[৩] বিভ্রান্ত করেছে। আর শয়তানও (সময়কালে) মানুষের সাহায্য পরিত্যাগকারী[৪]।	لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে بالغمام এর ب বর্ণটি سببيه বা হেতুবোধক। রূহুল মাআনী ও আবুস-সুউদে এটাকেই পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ ب কে সহ (ملابسة) অর্থে বা عن অর্থেও গ্রহণ করেছেন। (রূহুল-মাআনী)

(২) "আশ্চর্যরূপে" এই জন্য যোগ করা হয়েছে যে, আবুস সুউদ ও রূহুল মাআনী উভয় তাফসীরে تنزيلا عجيبا –এভাবে অর্থ করা হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(৩) যেহেতু لقد এর لام টি قسم এর জন্য, তাই অনুবাদে নিশ্চিত কথাটি যোগ করা হল।

(৪) خذلانا – خذول থেকে উদগত, এটি صيغه مبالغه। এর মূল অর্থ যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার ধারণা করা হয় যথাসময়ে সেই ব্যক্তির সাহায্য না করা। (মুফরাদাত)

শানে নুযূল : ইবনে জারীর, কুরতুবী স্ব স্ব তাফসীরগ্রন্থে এবং সুয়ূতী স্বীয় আদ্-দুরুল মানছূরে বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। যার সংক্ষেপ এই যে, উকবা ইবনে আবী মুআয়ত একদা এক দাওয়াতের মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করল। তিনি বললেন, তুমি ইসলাম কবূল না করা পর্যন্ত আমি দাওয়াত গ্রহণ করব না। এতে সে কালেমা পাঠ করল। তিনি দাওয়াতে শরীক হলেন। উকবার বন্ধু উবাই ইবনে খালফ এই সংবাদ পেয়ে উকবাকে ভর্ৎসনা করল। সে বলল, আমি তার চিত্তরঞ্জনের জন্য কালেমা পাঠ করেছি মাত্র, অন্তরে আস্থা স্থাপন করিনি। এ শানে নুযূল হিসাবে الظالم বলে উকবাকে এবং فلان বা অমুক বলে উবাইকে বোঝানো হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪নং আয়াত :

১. হিসাব-দিবসে –যার পরিমাণ হল দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর– দ্বিপ্রহরের মধ্যেই মুমিনদের হিসাব সমাপ্ত হয়ে যাবে। কারণ مقيل বলা হয় সেই স্থানকে যেখানে দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইবনুল মুবারক (র.) কিতাবুয-যুহ্দে, এবং আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও হাকিম –যিনি হাদীছটিকে সাহীহও বলেছেন– প্রমুখ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এ মর্মে একটি হাদীছও বর্ণনা করেছেন।

● ২৫–২৬নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে আগমন করবেন। তবে সে আগমনের স্বরূপ অজানা।

২. তখন অসংখ্য ফেরেশতাও আগমন করবে।

৩. কেয়ামতের দিন আল্লাহ ব্যতীত কারও কোন ক্ষমতা থাকবে না।

৪. কাফেরদের জন্য কেয়ামতের দিন হবে এক কঠিন দিন।

● ২৭নং আয়াত :

১. ঈমান ও আমলে সালেহ বর্জন করার কারণে কেয়ামতের দিন জালেম ও কাফেররা আক্ষেপ ও অনুশোচনা করতে থাকবে।

২. ইয়াহুদ, নাসারা, হিন্দু বৌদ্ধরা যতই ভাল কাজ করুক না কেন তারা সকলে জালেম। কারণ ظلم শব্দের মূল অর্থ হল وضع الشئ فى غير محله তথা কোন বস্তুকে যথা-পাত্রে না রেখে অপাত্রে রাখা। তাই আকীদা ও আমলকে যথা-নিয়মে ব্যবহার না করার কারণে তারা সকলেই জালেম।

● ২৮–২৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. শয়তান ও শয়তানের দোসরদের বন্ধু বানানোর পরিণতি হবে আক্ষেপ ও অনুশোচনা।

২. শয়তান ও শয়তানের দোসর জ্বিন ও মানুষরা ফাঁকিবাজ। প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা সহযোগিতার হাত সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নেয়। সুতরাং তাদের অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা উচিত।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾	(৩০) আর রসূল অভিযোগ করল[১], হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত বানিয়ে রেখেছে।
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾	(৩১) আর এইরূপে আমি সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্যই অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু। পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾	(৩২) কাফেররা বলে যে, তাঁর প্রতি এই কুরআন এক দফায় অবতীর্ণ হল না কেন? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ[২] করেছি এবং (আয়াতের পর আয়াত করে) অভিনবরূপে[৩] এটাকে ভিন্ন ভিন্ন করেছি[৪] এর মাধ্যমে তোমার অন্তঃকরণকে মজবূত করার জন্যে।
وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾	(৩৩) আর তারা তোমার নিকট কোন বিস্ময়কর প্রশ্ন উত্থাপন করলেই আমি তোমাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।
اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾	(৩৪) যাদেরকে[৫] মুখের উপর ভর করিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারাই আবাসস্থলেও নিকৃষ্টতর এবং মতবাদেও অতিশয় বিভ্রান্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কুরাইশদের অবাধ্যতা এবং চরম সীমালঙ্ঘন প্রত্যক্ষ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযোগস্বরূপ বললেন...। তাফসীরে রূহুল-মাআনী, আবুস সাউদ ও ফাওয়াইদে উছমানী প্রভৃতিতে এই অর্থই অবলম্বিত হয়েছে। (রূহুল মাআনী, আবুস-সুউদ)

(২) 'অবতীর্ণ করেছি' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য রয়েছে। (রূহুল-মাআনী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, ترتيلا এর তানবীন تفخيم এর জন্য। রূহুল-মাআনী ও আবুস সুউদে এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- ترتيلا بديعا لا بقادر قدره (প্রাগুক্ত)

(৪) এই বাক্যটি পূর্বোক্ত "অবতীর্ণ করেছি" (মূল আরবীতে উহ্য)-এর উপর عطف হয়েছে। ইব্রাহীম নাখয়ী, হাসান বসরী ও কাতাদা প্রমুখ ترتيل القران শব্দের অর্থ করেছেন تفريقة اية بعد اية। অনুবাদে এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বর্ণিত অর্থ جعلنا بعضه اثر بعد অনেকটা উপরোক্ত অর্থেরই কাছাকাছি। (আবুস-সুউদ)

(৫) রূহুল মাআনী গ্রন্থকারের পছন্দনীয় মত অনুসারে এখানে الذين يحشرون কে مبتدا বা উদ্দেশ্য এবং اولئك شر الخ কে خبر বা বিধেয় ধরে অনুবাদ করা হয়েছে। (রূহুল-মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০নং আয়াত :

কুরআনকে অস্বীকার করা যেমন কুফ্‌রী তেমনি একে বিশ্বাস করে কার্যত পরিত্যাগ করাও মহাপাপ, যদি তাতে কুরআনের সম্মানহানী ও এর প্রতি গুরুত্ব প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। (রূহুল-মাআনী)

● ৩১নং আয়াত :

১. পৃথিবীতে প্রত্যেক নবীর পেছনেই শত্রু লাগা ছিল। কারণ পৃথিবী হল হক বাতিলের লীলাক্ষেত্র। তাই এখানে হকের সঙ্গে বাতিলের সংঘর্ষ লাগা স্বাভাবিক। সুতরাং খোদার পথের পথিকদের কর্তব্য হল বিচলিত না হয়ে সবর করা।

২. খোদার পথের পথিকদের পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে খোদাই যথেষ্ট।

● ৩২নং আয়াত :

১. কুরআনকে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীর ন্যায় এক দফায় নাযেল না করে ক্রমে ক্রমে ২৩ বছরে নাযেল করার অন্যতম একটি কারণ এটাও যে, এর মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তঃকরণ মজবূত রাখা হয়। কারণ, প্রথমত এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়েছে। দ্বিতীয়ত কাফেররা যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তুলত, অথবা তাঁর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্য কুরআনের আয়াত নাযেল হত। সমগ্র কুরআন এক দফায় নাযেল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনাবাণী কুরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত। আর সর্বদা খুজে পাওয়াও জরুরী ছিল না। তৃতীয়ত আল্লাহ সঙ্গে আছেন এ অনুভূতিই অন্তর মজবূত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি সঙ্গে আছেন। (বয়ানুল কুরআন)

● ৩৪নং আয়াত :

১. কাফেরদের হাশর করা হবে মুখের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় এবং সেই অবস্থায়ই তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

২. কাফেরদের থাকার জায়গাও হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

৩. কুফরী মতবাদ অতিশয় বিভ্রান্ত মতবাদ।

(৩৫) নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা হারূনকে সহযোগী বানিয়ে দিয়েছিলাম।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۚ﴿۳۵﴾
(৩৬) অতঃপর আমি (উভয়কে) নির্দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার প্রমাণসমূহকে[১] মিথ্যা বলেছে। ফলে অমি তাদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দিলাম।	فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿۳۶﴾
(৩৭) আর আমি নূহ এর সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দিলাম[২], যখন তারা রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল। আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম৩। এবং তাদের (নিমজ্জন বা ঘটনা) কে আমি মানবমণ্ডলীর জন্য মহা[৪] নিদর্শন করে দিলাম। আর ঐ সকল[৫] জালেমের জন্য আমি যন্ত্রণাকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۳۷﴾
(৩৮) আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি আদ, ছামূদ, আসহাবে রাস্স[৬] এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে।	وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿۳۸﴾
(৩৯) আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য (শিক্ষামূলক) আশ্চর্য ঘটনাবলী[৭] বর্ণনা করেছি এবং আমি সকলকে মারাত্মকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি।	وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿۳۹﴾
(৪০) তারা তো অবশ্যই সেই জনপদ অতিক্রম করেছে যার ওপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ (অর্থাৎ, পাথরের) বৃষ্টি। তবুও কি তারা তা প্রত্যক্ষ করছে না? আসলে তারা পুনরুজ্জীবনকে বিশ্বাসই করে না।	وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْۤ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿۴۰﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে তাওহীদের প্রমাণসমূহকে বোঝানো হয়েছে। এসব প্রমাণ عقلي বা যুক্তি ভিত্তিকও হতে পারে। আর ঐসব প্রমাণ বুঝে নেওয়ার পরও তা অস্বীকার করাতে অবশ্যই তারা ধমকের পাত্র হয়েছে। আবার প্রমাণগুলো نقلي বা বর্ণনাভিত্তিকও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী নবীগণ থেকে বর্ণিত হয়ে তাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এসবকে অস্বীকার করাও যে অন্যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, قوم نوح একটি উহ্য ক্রিয়া কর্তৃক منصوب হয়েছে, সেই ক্রিয়াটি হল دمرنا (আমি ধ্বংস করে দিলাম), পূর্ববর্তী دمرناهم শব্দটি এটা জ্ঞাপন করছে। (রূহুল মাআনী)

(৩) এটা جملة استئنافية বা নতুন বাক্য। এতে যেন একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হল তাদেরকে কীভাবে ধ্বংস করা হল। (রূহুল মাআনী)

(৪) آية -এর তানবীন تفخيم -এর জন্য তাই অনুবাদে "মহা" শব্দটি যোগ করা হল। (আবুস-সুউদ)

(৫) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে ضمير কে اسم ظاهر -এর স্থলে রাখা হয়েছে।

(৬) الرس শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। আসহাবে রাস বা কূপবাসী সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ হাদীছে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। তাফসীর রূহুল মাআনীতে বিভিন্ন মনীষীর বহু উক্তি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, وملخص الاقوال انهم قوم اهلكهم الله بتكذيب من ارسل اليهم অর্থাৎ সবগুলো উক্তির সার এটাই যে, এরা এমন এক সম্প্রদায় ছিল যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদের প্রতি প্রেরিত রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে। (রূহুল-মাআনী)

(৭) তাফসীর রূহুল মাআনী ও আবুস-সুউদে الامثال এর অর্থ করা হয়েছে "এমন আশ্চর্য ঘটনাবলী যা তাদেরকে তাদের কুফর ও অবাধ্যাচার পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে।" (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। সমূলে ধ্বংস করে দেওয়াই হল এর পরিণতি।

● ৩৭–৩৮নং আয়াতদ্বয় :

১. ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরেরই অভিন্ন। তাই একজনের প্রতি মিথ্যারোপ সবার প্রতি মিথ্যারোপ করার নামান্তর।

২. নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনাকে আল্লাহ পৃথিবীবাসীদের জন্য এক মহা নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহ ও রসূল নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা আবশ্যক।

৩. রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নিশ্চিত পরিণতি হল ধ্বংস।

● ৩৯নং আয়াত :

আল্লাহ তাআলা প্রথমত তার বান্দাকে উপদেশ দিতে থাকেন এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় আশ্চর্য ঘটনা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে থাকেন। অবশেষে যখন তা চূড়ান্তে পৌঁছে যায় এবং এতেও তারা বিশ্বাস করে না তখন তাদেরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন।

● ৪০নং আয়াত :

পরকালকে বিশ্বাস না করার কারণেই কাফেররা দুনিয়ার এই সব শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

(৪১) তারা যখন তোমাকে দেখতে পায়, তখন তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নেয়। বলে, এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রসূল করে প্রেরণ করেছেন ?	وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾
(৪২) এই ব্যক্তি তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের উপর (দৃঢ়তার সঙ্গে) কায়েম থাকতাম। আর যখন আযাব স্বচক্ষে দর্শন করবে তখন সত্বরই তারা জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট ছিল।	اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَاۤ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾
(৪৩) তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ[১], যে তার প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?	اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿٤٣﴾
(৪৪) না কি তুমি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশই শোনে বা উপলব্ধি করে? তারা তো নিছক চতুষ্পদ জন্তু তুল্য। বরং (সেগুলো অপেক্ষা) আরও বিপথগামী।	اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থ এরূপও হতে পারে– 'আচ্ছা বল দেখি', কিংবা 'তুমি ভেবে দেখেছ কি?'

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১নং আয়াত :

নবী–রসূলকে নিয়ে উপহাস করা কাফেরদের কাজ।

● ৪২নং আয়াত :

১. দাওয়াতের কাজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ়তা ও জোর তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। (আবুস-সুউদ)

২. দুনিয়ায় প্রত্যেক পক্ষ হক হওয়ার দাবি করলেও পরকালে প্রমাণিত হবে কে আসলে হক।

● ৪৩নং আয়াত :

১. শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি মূলত প্রবৃত্তি পূজারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি যার পূজা করা হয়। এ কথার প্রমাণস্বরূপ তিনি অত্র আয়াত পাঠ করেন।

২. প্রবৃত্তি পূজার কারণে হক থেকে দূরে সরে যেতে হয়।

৩. যারা মানত না, তাদের কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোকষ্ট হত বিধায় আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ৪৪নং আয়াত :

কাফের, মুশরিক ও শরীয়ত বিরোধীগণ চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধম ও বিপথগামী। কারণ পশুও তার ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি বুঝতে পারে, এরা তাও পারে না। তাছাড়া পশুরা শরীয়তের বিধানের অধীন নয়। কাজেই তাদের না শোনা না বুঝা দোষণীয় নয়। পক্ষান্তরে কাফেররা ধর্মীয় বিধানে আদিষ্ট হয়েও বোঝে না, মানে না।

(৪৫) তুমি কি তোমার প্রতিপালকের (কুদরতের) প্রতি লক্ষ করনি যে, তিনি ছায়াকে কিরূপে বিস্তৃত করেন? আর তিনি ইচ্ছা করলে একে অবশ্যই স্থির রাখতে পারতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে বানিয়েছি এর নির্দেশক।	اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿٤٥﴾
(৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।	ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٦﴾
(৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন বিশ্রামের উপকরণ এবং দিবসকে করেছেন (কাজে-কর্মে) ছড়িয়ে পড়ার সময়[১]।	وَهُوَالَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾
(৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে বায়ুপুঞ্জকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন এবং আমি বর্ষণ করি আসমান থেকে পানি, যা পাক-পবিত্র করার উপকরণ[২]।	وَهُوَالَّذِىْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾
(৪৯) যেন তা দ্বারা মৃত (শুষ্ক) ভূমিকে সঞ্জীবিত করি আর আমার সৃষ্ট জগতের বহু চতুষ্পদ জন্তু ও বহু মানুষের পিপাসা নিবারণ করি।	لِّنُحْىِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾
(৫০) আর আমি সেই পানি[৩] তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যেন তারা ভেবে দেখে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ব্যতীত কিছুই করল না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾
(৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন সতর্ককারী (নবী) প্রেরণ করতে পারতাম।	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾
(৫২) সুতরাং তুমি কাফেরদের কথা মেন না বরং কুরআন দ্বারা[৪] তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।	فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) نشور শব্দের অর্থ এখানে ذا نشور ينشر فيه الناس لطلب المعاش অর্থাৎ এমন সময়, যখন জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। (রূহুল মাআনী)

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, পানি পবিত্রকরণের মাধ্যম মাত্র, আসল পবিত্রকারী হলেন আল্লাহ, পানি নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, صرفناه এর ضمير বা সর্বনামটি ماء এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা প্রমুখ থেকে এ মতই বর্ণিত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৪) "কুরআন দ্বারা" বলতে এর মধ্যে যে যুক্তি প্রমাণ, উপদেশ ও পূর্ববর্তী মিথ্যা আরোপকারী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কাহিনী তেলাওয়াত করে শোনাতে বলা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫নং আয়াত :

ছায়ার বিস্তার একান্ত আল্লাহর কুদরতেই হয়ে থাকে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে ছায়া বলতে সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের ছায়াকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

● ৪৬নং আয়াত :

১. ছায়া সংকুচিত হয়ে পরিশেষে বিলীন হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাধীন। আর তা বাহ্যিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেও আল্লাহ পাকের জ্ঞান থেকে অদৃশ্য হতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. দুনিয়ার অস্তিত্বও ছায়ার মত। প্রথমে কিছুই ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে, একদিন আবার খতম হয়ে যাবে। রূহানী আলো-আধারের অবস্থাও তদ্রূপ। কুফর ও অবাধ্যতার ঘন অন্ধকারে আল্লাহ তাআলা যদি নবুয়তের সূর্যালোক না পাঠাতেন তবে কেউ-ই সহীহ্ মারেফাতের পথ পেত না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৪৭নং আয়াত :

আল্লাহ তাআলার মহান এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত এই যে, তিনি নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন। অন্ধকারের চাদর সকলের উপর আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তিনি স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা সারা বিশ্বের মানুষ ও জীব-জন্তুর নিদ্রা একই সময় রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে বিরাট অসুবিধা সৃষ্টি হত। অন্ধকার ঘনিয়ে আসলে মানুষ নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। আবার দিনের আলো ফুটে উঠলে মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। একইভাবে মৃত্যুর নিদ্রা শেষে যখন কেয়ামতের প্রভাত আসবে, তখন সারা মাখলূক দ্বিতীয়বার উঠে দাঁড়াবে। আর এই অবস্থা তখনও দেখা যায় যখন নবী-রসূলগণ ওহী ও ইলহামের আলোকে জগতকে উদ্ভাসিত করেন তখনও মূর্খতা ও অলসতার ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিরা চক্ষু মেলে একদম সজাগ হয়ে যায়।

● ৪৮নং আয়াত :

বৃষ্টি আল্লাহ তাআলার এক মহা নেয়ামত। যার দ্বারা মৃত জমি পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে, তাতে জীবন-স্পন্দন সৃষ্টি হয়। ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিন এমন গায়বী বৃষ্টির মাধ্যমে মৃতদেহসমূহকে

www.maktabatulabrar.com

–যা মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে– জীবিত করে দেয়ওা হবে। একইভাবে ওহীয়ে ইলাহীর আসমানী বৃষ্টি কুফর, মূর্খতা ও অবাধ্যতায় মৃত প্রাণগুলোতে জীবন সঞ্চার করে তোলে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৫০নং আয়াত :

আল্লাহর নির্দেশেই বৃষ্টির পানি বিভিন্ন জনপদে বিভিন্নভাবে বর্ষিত হয়। কোন জনপদে বেশী দেওয়া হয়, কোন জনপদে কম। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কখনও অতিবৃষ্টি বিপদ ও আযাব হয়ে দাঁড়ায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আযাব ও শস্তি বানিয়ে দেওয়া হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৫১নং আয়াত :

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহা মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা তাঁর যুগে অন্য কোনো জনপদে কোনো নবী-রসূল প্রেরণ করেননি। বরং তাঁকেই সারা বিশ্বের রসূলরূপে পাঠানো হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِیْ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿۵۳﴾	(৫৩) আর তিনিই সেই সত্তা যিনি দুটি সাগরকে সম্মিলিত[১] করেছেন। এর একটি তো মিষ্ট, তৃষ্ণানিবারক, আর অপরটি অত্যন্ত লোনা। আর উভয়ের মাঝখানে তিনি রেখে দিয়েছেন বিশেষ আড়াল ও শক্তিশালী অন্তরায়।
وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیْرًا ﴿۵۴﴾	(৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে[২]। অতঃপর তাকে বংশগত সম্পর্কীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কীয় করেছেন। আর তোমার রব বড়ই ক্ষমতাবান।
وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُهُمْ وَلَا یَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰی رَبِّهٖ ظَهِیْرًا ﴿۵۵﴾	(৫৫) আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। আর কাফের তো হল স্বীয় রবের বিপক্ষে (শয়তানের) সহযোগী[৩]।
وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا ﴿۵۶﴾	(৫৬) আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।
قُلْ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ یَّتَّخِذَ اِلٰی رَبِّهٖ سَبِیْلًا ﴿۵۷﴾	(৫৭) তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদের কাছে এর (এই তাবলীগের) কোনো বিনিময় চাই না। তবে যে[৪] ব্যক্তি তার প্রতিপালকের (রহমত ও সন্তুষ্টির) পথ অবলম্বন করতে চায় (সে যেন তা-ই করে)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) مرج শব্দের মূল অর্থ خلط। তথা সম্মিলিত করা বা দুটোকে সমান্তরালে প্রবাহিত করা। (মুফরা-দাত)। এখানে "দুটো সাগর" বলতে সেই দুই সাগর বা দুই নদীকে বোঝানো হয়েছে, যে দুটো একই সাথে বয়ে চলছে, একটার পানি মিষ্ট, অপরটার পানি লোনা। কিন্তু একটার পানি অপরটার সঙ্গে মিশছে না। বরং দুটোই আপন আপন গতিতে বয়ে চলছে। আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত, এমন দুটো নদীর সন্ধান পাওয়া গেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে পানি বলতে শুক্র কিংবা সেই পানিকে বোঝানো হয়েছে যা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রত্যেক প্রাণীর মূলকে। (তাফসীরে কাবীর)

(৩) হাসান বসরী, মুজাহিদ ও ইবনে যায়েদ প্রমুখের মতে এখানে ظهير অর্থ مظاهر বা সহযোগী। অর্থাৎ কাফেররা শিরক ও শত্রুতা দ্বারা আল্লাহর বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করে চলছে।

(৪) তাফসীর রূহুল-মাআনীতে অধিকাংশ তাফসীরকারকের মত উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এখানে لا দ্বারা যে استثناء করা হয়েছে তা منقطع বা ছিন্ন ব্যত্যয়। সে মতে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় আমি দ্বীন প্রচার করে এর কোনো বিনিময় তোমাদের নিকট চাই না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আল্লাহর পথে ব্যয় করত তাঁর নৈকট্য লাভ করতে চায়, তাহলে সে যেন তা-ই করে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩নং আয়াত :

পরস্পর মিলিত হয়ে প্রবাহিত দুটো নদী বা সাগরের মধ্যস্থানে আল্লাহই আপন কুদরতী অন্তরায় রেখে দিয়েছেন। ফলে একটির পানি অন্যটির সঙ্গে মিশে না। এটা আল্লাহর অপার নেয়ামত।

● ৫৪নং আয়াত :

১. মানব সৃষ্টির মূলে রয়েছে পানি।

২. আল্লাহই অনুগ্রহ করে মানুষকে দু' ধরনের সম্পর্কে সম্পর্কিত করেছেন (ক) বংশগত, (খ) বৈবাহিক, যা স্ত্রীলোকের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

● ৫৫নং আয়াত :

১. ইবাদত কেবল সেই সত্তারই করা উচিৎ যিনি উপকার করা বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। আর আল্লাহ ব্যতীত এই কুদরত অন্য কারো নেই, তাই একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য।

২. ভ্রান্ত মাবূদদের অসারতা প্রমাণিত।

● ৫৫নং আয়াত :

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রেসালাত প্রমাণিত।

২. নবীর কাজ আনুগত্যকারীদের সু-সংবাদ প্রদান করা ও অমান্যমারীদের সতর্ক করা।

● ৫৭নং আয়াত :

১. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ অন্যান্য নবীর তরীকা।

২. নবী-রসূলগণ অন্যের উপকারকেই নিজের উপকার বলে মনে করেন। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرَا ۚ ﴿۵۸﴾	(৫৮) তুমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর ভরসা কর, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর সুপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর। তিনি নিজ বান্দাদের পাপরাশি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত আছেন।
الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۛ الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿۵۹﴾	(৫৯) যিনি[১] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি অতিশয় দয়ালু। অতএব[২] এ বিষয়ে[৩] যিনি সবিশেষ অবহিত তাকেই জিজ্ঞাসা কর।
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ �ؗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿۶۰﴾ السجدة	(৬০) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রহমানকে সাজদা কর। তখন তারা বলে, রহমান আবার কে? তুমি যে কাউকে সাজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সাজদা করব? আর এই (সাজদার আদেশ)[৪] তাদের পলায়নপরতাকেই বৃদ্ধি করে।
تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿۶۱﴾	(৬১) ঐ সত্তা কল্যাণের অধিকারী[৫] যিনি আসমানে বুরূজ[৬] সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে এক প্রদীপ (সূর্য) ও দীপ্তিময় চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন।
وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿۶۲﴾	(৬২) আর তিনিই এমন সত্তা যিনি রাত-দিনকে একে অন্যের পেছনে গমনাগমনকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন, সেই ব্যক্তির জন্য যে স্মরণ[৭] করতে চায়, অথবা শোকর করতে ইচ্ছা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) الذى এখানে الحى শব্দের صفت হয়েছে।

(২) "فسأل" এর " ف " এখানে " فصيحه " তাই অনুবাদে "অতএব" যোগ করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৩) অর্থাৎ আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থ সবকিছু সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর যিনি এ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বলা বাহুল্য এমন সত্তা কেবল আল্লাহরই। (রূহুল মাআনী)

(৪) ইশারা করা হল যে, زادهم শব্দের فاعل বা কর্তা হল الامر بالسجود। তথা সাজদার নির্দেশ। (রূহুল মাআনী)

২. ভাল কথায় মন্দ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ কাফেরদের নীতি।

● ৬১নং আয়াত :

বরকত ও কল্যাণময় সত্তা আল্লাহ তাআলাই মানুষের কল্যাণার্থে এসব রাশিচক্র ও নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদতে লিপ্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। (৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ৬২নং আয়াত :

আল্লাহর যিকির, শোকর এবং ইবাদত ও আনুগত্যের সুযোগ সন্ধান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾	(৬৩) আর রহমানের বান্দা তারাই, যারা যমীনের উপর বিনীতভাবে[১] চলাফেরা করে, আর যখন অজ্ঞ লোকেরা তাদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তারা বলে সালাম।[২]
وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾	(৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে[৩]।
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾	(৬৫) এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। এর আযাব তো একেবারে অবিচ্ছিন[৪]।
اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾	(৬৬) নিশ্চয় ঐ দোযখ নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল ও নিকৃষ্ট বাসস্থান।
وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾	(৬৭) আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না। তাদের ব্যয় হয় এতদুভয়ের মাঝামাঝি।
وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾	(৬৮) এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবূদের ইবাদত করে না। আল্লাহ যার হত্যা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হত্যা করে না শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এবং তারা ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে সে মহাশাস্তির[৫] সম্মুখীন হবে।
يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾	(৬৯) কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে তথায়[৬] লাঞ্ছিত অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থান করবে।

(৫) تبارك শব্দটি بركة থেকে উদগত بركة অর্থ ثبوت الخير الالهى فى الشئ কোন কিছুতে ইলাহী কল্যাণ লেগে যাওয়া। তাই تبارك الذى বলে যেন এই কথাই বোঝানো হচ্ছে যে, বরকত ও কল্যাণের অধিকারী খোদা তাআলাই এসব বুরূজের মাধ্যমে বান্দাদের নিকট প্রভূত কল্যাণ পৌছে দিয়েছেন। (মুফরাদাতে রাগেব)

(৬) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনানুসারে বুরূজ অর্থ হল বড় বড় নক্ষত্র, আবূ সালিহ (র.)-এর মতও তাই। মুজাহিদ ও কাতাদা প্রমুখও এর অর্থ তারকা গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাসের অপর বর্ণনামতে বুরূজ অর্থ হল প্রসিদ্ধ বারটি রাশি-চক্র তথা মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। গ্রীক বিজ্ঞান অনুসারে এইগুলি প্রধান সাতটি গ্রহ-নক্ষত্রের মানযিল বা অবস্থানস্থল। মঙ্গলের জন্য মেষ ও বৃশ্চিক, শুক্রের জন্য বৃষ ও তুলা, বুধের জন্য মিথুন ও কন্যা, চন্দ্রের জন্য কর্কট, সূর্যের জন্য সিংহ, বৃহস্পতির জন্য ধনু ও মীন, শনির জন্য মকর ও কুম্ভ। রাগেব ইস্ফাহানী, ইমাম রাযী, রূহুল মাআনী গ্রন্থকার আল্লামা আলূসী, আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ও সুয়ূতী প্রমুখ এ দ্বিতীয় অর্থকেই পছন্দ করেছেন। (মুফরাদাত ও রূহুল মাআনী, কাবীর)

(৭) এখানে 'স্মরণ করে' বলে বোঝানো হচ্ছে যে, রাত্রে বা দিনে যাদের নিয়মিত আদায়কৃত ইবাদত ছুটে যায় তা স্মরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সময় আদায় করে ফেলে। হযরত ওমর (রা.) ও অপর এক জামাত পূর্বসূরী থেকে আয়াতের এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৮নং আয়াত :

১. নশ্বর কোন কিছুর উপর ভরসা করা ঠিক নয়। কারণ যে নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম নয়, সে অপরের ভরসার পাত্র হবে কীকরে। তাই একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করাই বাঞ্ছনীয়।

২. আল্লাহর তাসবীহ পাঠ, যিকির ও ইবাদত করা জরুরী। বান্দার পাথেয় ও সম্বল এটাই।

৩. আল্লাহ বান্দাদের যাবতীয় পাপের ব্যাপারে সম্যক অবগত। অতএব সাবধান।

● ৫৯নং আয়াত :

১. আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু সাত দিনে সৃষ্টি হয়েছে।

২. "আরশে সমাসীন হওয়া" (استواء على العرش) আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত বা গুণ। সুতরাং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে যেভাবে এই গুণ আল্লাহর জন্য উপযুক্ত হয় সেভাবেই একে বিশ্বাস করতে হবে।

৩. যার যে বিষয় জানা নেই সে বিষয়ের জান্তাদের কাছ থেকে তা জেনে নেওয়ার নীতি বর্ণিত হয়েছে।

● ৬০নং আয়াত :

১. " زادهم نفورا " পাঠ করার পর পাঠক ও শ্রোতার উপর সাজদা করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ৭০নং আয়াত :

উপরোক্ত কঠোর অপরাধী কাফের যদি তওবা করে এবং ঈমান আনয়ন করত নেক কাজ করতে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের মন্দকর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আর্থাৎ, তওবার পর তাদের আমলনামায় কেবল নেকী থেকে যাবে।

● ৭১নং আয়াত :

যে মুসলমান অসাবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয় অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে যদ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তাদের তওবা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে এবং তারাও পূর্বে বর্ণিত পন্থায় পুণ্য লাভ করবে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾	(৭২) এবং যারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। আর যখন অসার ক্রিয়া কর্মের সম্মুখীন হয় তখন সম্মান বাঁচিয়ে চলে যায়।
وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾	(৭৩) আর তারা এমন, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ[১] দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা এর উপর বধির ও অন্ধরূপে পতিত হয় না।
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾	(৭৪) আর যারা দুআ করতে থাকে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির দিক[২] থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা৩ দান কর এবং আমাদেরকে বানিয়ে দাও মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ[৪]।
اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾	(৭৫) এসব লোককে সুউচ্চ প্রাসাদ দেওয়া হবে তাদের দৃঢ় থাকার কারণে এবং সেখানে শুভেচ্ছা ও সালামের সাথে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে।
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾	(৭৬) সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করতে থাকবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম।
قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾	(৭৭) তুমি বলে দাও, আমার রব তোমাদের একটুও পরোয়া করবেন না, যদি তোমরা (তাঁর) ইবাদত না কর। তোমরা তো (আল্লাহর আদেশসমূহকে) মিথ্যা মনে করছ। সুতরাং অচিরেই নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি[৫]।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾	(৭০) কিন্তু যারা তওবা করে নেয়, ঈমান আনয়ন করে ও নেক কাজ করতে থাকে, তবে এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যরাজি দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾	(৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে তো বিশেষভাবে[৭] আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) هونا এর অর্থ ধীর, শান্ত ও গুরু-গম্ভীরভাবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, ফুযায়ল ইবনে আয়ায প্রমুখ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের চলাফেরা কেবল তার দ্বারাই সম্ভব যার হৃদয়ে বিনয় ও নম্রতা রয়েছে। তাই কেউ কেউ এর অর্থ বিনীতভাবে গ্রহণ করেছেন।

(২) অর্থ এরূপও হতে পারে– তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে।

(৩) অর্থাৎ, নামাযে মশগুল থেকে রাত্র কাটায়।

(৪) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ لازم বা অবিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ, যতদিন জাহান্নামে থাকবে ক্ষণকালের জন্যও এর শাস্তি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। (রূহুল-মাআনী)

(৫) تنوين এখানে تفخيم এর জন্য।

(৬) অর্থাৎ, সেই বর্ধিত ও দ্বিগুণ শাস্তির ভিতর। (রূহুল-মাআনী)

(৭) ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, متاب শব্দটি এখানে مفعول مطلق হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩নং আয়াত :

১. বান্দার কর্তব্য হল অহংকার না দেখিয়ে নম্র ও গাম্ভীর্যের সাথে বিনীতভাবে চলাফেরা করা এবং মূর্খদের সঙ্গে বিতর্কে না জড়ানো।

২. আল্লাহর খাঁটি বান্দারা অজ্ঞ লোকদের কটু কথা ও গালিগালাজের জবাবে মন্দ কথা না বলে ভদ্রভাষায় জবাব দিয়ে থাকে।

● ৬৪–৬৮পর্যন্ত আয়াতসমূহ :

আয়াতসমূহে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের নিম্নোক্ত গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে– নামাযরত হয়ে রাত্রি যাপন করা, জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া, ইবাদতের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে বসে না থাকা, মিতব্যয়ী হওয়া, শিরক না করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা এবং ব্যভিচার না করা।

● ৬৯নং আয়াত :

যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে। অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। জাহান্নামে তারা দৈহিক ও আত্মিক উভয় ধরনের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

www.maktabatulabrar.com

৩. জান্নাতীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন। ৪. জান্নাত অতি উত্তম বাসস্থান।

● ৭৭নং আয়াত :

১. আল্লাহ কারও ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। ২. মিথ্যারোপের শাস্তি অনিবার্য।

(২৬) সূরা শুআরা, মক্কী
২২৭ আয়াত, ১১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

طٰسٓمٓ ①

(১) (ত্বা-সীম-মীম)।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

(২) এগুলো[১] সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③

(৩) মনে হয় তুমি তাদের ঈমান না আনার কারণে (দুঃখে) নিজের প্রাণ নাশ করে ফেলবে[২]।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

(৪) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের প্রতি এক বড় নিদর্শন নাযেল করে দিতে পারি। অনন্তর এর সামনে তাদের গর্দানসমূহ নত হয়ে যাবে।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑤

(৫) যখনই তাদের কাছে রহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ)-এর কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

(৬) তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই। সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, তার যথার্থ পরিণাম[৩] শীঘ্রই তাদের নিকট পৌঁছবে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑦

(৭) তারা কি যমীনের প্রতি লক্ষ করে না যে, আমি তাতে সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু থেকে[৪] বিপুল পরিমাণ[৫] উৎপন্ন করেছি।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

(৮) নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এক বিরাট[৬] নিদর্শন। (কিন্তু) তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়নকারী নয়।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑨

(৯) আর নিঃসন্দেহে তোমার রব মহা পরাক্রান্ত পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ওয়াজ-নসীহত ও বিধি-নিষেধ সম্বলিত কুরআনের আয়াত।

(২) ইশারা করা হল যে, من এস্থলে ابتدائيه ।

(৩) অর্থাৎ, তাদের ঈমান ও নেক আমলের সুযোগ দিয়ে আমার চোখ শীতল করুন।

(৪) ইমাম অর্থ নেতা, অনুসৃত ও আদর্শ পুরুষ।

(৫) يكون ক্রিয়ার কর্তা عذاب কে গ্রহণ করে এ অনুবাদ করা হয়েছে। কেউ কেউ جزاء التكذيب – فاعل সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে অর্থ হবে– অচিরেই এ প্রত্যাখ্যানের শাস্তি তাদের গললগ্ন হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭২নং আয়াত :

কোনো বাতিল ও বাজে মজলিসে যোগদান করা উচিৎ নয়। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপকর্ম মিথ্যা কাজ। এতে অমুসলিমদের ঈদ মেলা কিংবা যে কোনো ধরনের গান-বাজনা, নৃত্য-সঙ্গীতের মজলিস এবং মদ্য পানের মজলিস সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. ঘটনাক্রমে কোন বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করা হলে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যাওয়া উচিৎ।

● ৭৩নং আয়াত :

১. আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের কর্তব্য যখন তাদের আল্লাহর আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ না দেওয়া। বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ও আমল করা, গাফেল ও বোকা লোকদের মত এরূপ আচরণ না করা যে, যেন তারা শোনেইনি বা দেখেইনি।

২. কুরআনের আয়াতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা হলেও তা যদি বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবিঈগণের খেলাফ নিজের মতের বা জনশ্রুত কথার অনুসরণে হয়ে থাকে তবে তাও এক প্রকার অন্ধ ও বধির হয়ে পতিত হওয়ারই নামান্তর।

● ৭৪নং আয়াত :

আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না। বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের আমল সংশোধন এবং চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করে। সে চেষ্টারই অংশ হিসাবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করে।

● ৭৫–৭৬নং আয়াতদ্বয় :

১. সবর বা দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকা আল্লাহর নিকট নেহায়েত পছন্দনীয়। এর কারণেই উল্লেখিত লোকদেরকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা ও প্রাসাদ প্রদান করা হবে। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৈকট্যপ্রাপ্তরা এমন বালাখানা বা উচ্চ প্রাসাদ লাভ করবে যে, সাধারণ জান্নাতীদের কাছে তা তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

২. জান্নাতীদের অভ্যর্থনা জানানো হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, تلك দূরবর্তী ইঙ্গিতের অর্থে ব্যবহৃত হলেও এই স্থানে সূরা-র সম্মানার্থে নিকটবর্তী নির্দেশবাচক সর্বনাম هذه এর স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল-মাআনী)

(২) باخع শব্দের অর্থ قاتل (হত্যাকারী) বা ধ্বংসকারী। যামাখশারী ও মুতরিযীর মতে এর মূল যবেহ করতে করতে বিখা (গর্দানের একটি হাড়) পর্যন্ত যাওয়া।

(৩) انباء -এর শাব্দিক অর্থ খবর। এখানে عواقب ভাবার্থ পরিণাম। (আবুস-সুউদ)

(৪) " من تبعيضية " হিসাবে এ অর্থ করা হয়েছে, কেউ কেউ من কে بيانية বা বিবরণমূলকও বলেছেন। তখন অর্থ হবে "বিপুল পরিমাণ সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু"। (রূহুল-মাআনী)

(৫) " كم " শব্দটি এখানে " تكثيرية " তাই অনুবাদে "বিপুল পরিমাণ" গ্রহণ করা হল।

(৬) اية শব্দের " تنوين " টি تفخيم এর জন্য, তাই বিরাট কথাটি যোগ করা হল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩নং আয়াত :

১. কোনো কাফের সম্পর্কে যদি একথা জানা যায় যে, তার ভাগ্যে ঈমান নেই, তবুও তার নিকট তাবলীগ বর্জন করা যাবে না।

২. ক্লেশ স্বীকারে ভারসাম্য থাকা চাই এবং যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভ না করে তার উপর অধিক চিন্তা ও দুঃখ না করা চাই।

৩. ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে একটা ব্যথা ও ব্যাকুলতা বিদ্যমান থাকা চাই।

● ৪–৭নং আয়াতসমূহ :

১. এই জগৎ যেহেতু পরীক্ষার জগৎ। এতে এমন দলীল-প্রমাণই পেশ করা হয় যারপরও ঈমান নেওয়া না নেওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে। নইলে জোরপূর্বক মু'মিন বানাতে চাইলে আল্লাহর নিকট এর উপায় আছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. মিথ্যারোপকারীদেরকে শাসানো হয়েছে।

৩. আল্লাহ বহুবিধ জীবনোপকরণ দান করেছেন, এ দেখেও শোকর স্বরূপ ঈমান আনা উচিত এবং তাঁর অনুগত হওয়া উচিত। কিন্তু বহুলোকই তা করে না।

● ৮নং আয়াত :

সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু থেকে বিপুল পরিমাণ উৎপন্ন করার মধ্যে মানুষ বিশেষ করে কাফেরদের জন্য মহা নিদর্শন রয়েছে। আর তা হল আল্লাহর সত্তা ও কুদরতের উপর ঈমান, সৃষ্টির সূচনা ও পরিণাম সম্বন্ধে অবগতির উপায়। সুতরাং আয়াতে তাকবীনিয়া (সৃষ্টি সম্পর্কিত নিদর্শন) কে বুঝে নেওয়ার পর আয়াতে তানযীলিয়া (অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত)-এর বিশ্বাসে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকতে পারে না। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

● ৯নং আয়াত :

আল্লাহ তাআলা এতই প্রবল ও পরাক্রমশালী যে, অস্বীকারকারীদের উপর তৎক্ষণাৎ আযাব নাযেল করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজ অনুগ্রহে আযাব নাযেলে দেরী করেন যে, হয়তো তারা এখনও মেনে নিতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

(১০) (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, তুমি পাপিষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট যাও;	وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠
(১১) ফেরআউন সম্প্রদায়ের নিকট, তারা কি ভয় করবে না?	قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝١١
(১২) সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে।	قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝١٢
(১৩) এবং আমার মন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আমার জিহ্বাও স্বচ্ছন্দে চলে না। অতএব হারূনের প্রতি ওহী প্রেরণ করুন।	وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝١٣
(১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের (অপরাধের) একটা অভিযোগও আছে। তাই আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।	وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝١٤
(১৫) আল্লাহ বললেন, কখনই নয়। তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। নিশ্চিত থেক আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সবকিছু শুনতে থাকব।	قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝١٥
(১৬) সুতরাং তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসূল।	فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦
(১৭) যাতে তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।	اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝١٧

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০–১১নং আয়াতদ্বয় :

১. মূসা (আ.) জালেম (পাপিষ্ট) সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা হল ফেরআউনী সম্প্রদায়।

২. তাদেরকে খোদাভীতি অর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

● ১৩নং আয়াত :

কোন আদেশ পালন করার জন্য কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বৈধ। যেমন মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। (মাআরিফুল-কুরআন)

● ১৪নং আয়াত :

কোন কঠিন কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ভয়-ভীতি প্রকাশ করা দোষণীয় নয়। এটা ঈমান ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থীও নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৫–১৭নং আয়াতসমূহ :

১. হযরত মূসা ও হারুন (আ.)কে মুজিযা দান করা হয়েছিল।

২. আল্লাহ তাদেরকে তাদের আশংকার ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন।

৩. তাদেরকে দাওয়াতের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৪. বনী ইসরাঈল ফেরআউনীদের হাতে অসহায় অবস্থায় ছিল, তাদেরকে উদ্ধারের নির্দেশ উক্ত নবীদ্বয়কে দেওয়া হয়েছিল।

(১৮) ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? আর তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ।	قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾
(১৯) এবং তুমি তোমার সেই কাণ্ড যা করবার করেছ[১], তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ[২]।	وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾
(২০) সে (মূসা) বলল, আমি সে কাজটা করেছি এমন অবস্থায় যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ[৩]।	قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾
(২১) অতঃপর যখন আমার ভয় হল, তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম, এরপর আমার রব আমাকে প্রজ্ঞা দান করলেন এবং আমাকে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾
(২২) আর ঐ লালন-পালন[৪] একটি নেয়ামত যার খোঁটা আমায় দিচ্ছ। আসলে তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ।	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এক কিবতীকে হত্যা করেছ।

(২) কারণ নুন খেয়ে গুণ না গেয়ে অনুগ্রহকারীর বংশীয় লোককে হত্যা করেছ।

(৩) অর্থাৎ, আমি তাকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করিনি। তার অপরাধের জন্য তাকে শাসন করেছিলাম। হঠাৎ সে মরে যায়।

(৪) এখানে تلك সর্বনাম দ্বারা التربية الم نربك শব্দের মূল এর দিকেই ইশারা করা হয়েছে, এটি এখানে مبتدا হয়েছে, نعمة তার خبر বা বিধেয়। আর ان عبدت الخ একটি উহ্য مبتدا এর خبر। সেই উহ্য وهي في الحقيقة হল مبتدا। একথা বোঝাবার জন্য আমরা অনুবাদ করেছি "আসলে তা তো এই যে, ..."

www.maktabatulabrar.com

। হযরত মূসা (আ.) বলতে চাচ্ছেন ঐ প্রতিপালন বাহ্যিকভাবে একটি নেয়ামত হলেও প্রকৃত অর্থে একে নেয়ামত বলা বোকামী বৈ নয়। কারণ বনী-ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করা, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করাই তো তোমার এখানে আমার প্রতিপালনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮–২০নং আয়াতসমূহ :

১. ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)-এর দোষ (ফেরআউনের ধারণা মোতাবেক) উল্লেখ করে এবং তাকে খোঁটা দিয়ে দাওয়াত থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল।

২. অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি নবীদের থেকে প্রকাশ পাওয়াটা তাদের ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

● ২১নং আয়াত :

১. দেশে ন্যায় বিচার না থাকলে ভয়ে পলায়ন করা জায়েয আছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নবুয়তের দাবীর উল্লেখ।

● ২২নং আয়াত :

কাফের ব্যক্তির কুফর অন্যের প্রতি তার কৃত অনুগ্রহ এবং অনুগ্রহের প্রকাশকে বাতিল করে দেয় না। (কাবীর)

(২৩) ফেরআউন বলল, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কী?	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) সে (মূসা) বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও।	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) সে (সেরাউন) তার আশপাশের লোকদেরকে (পারিষদবর্গকে) বলল, তোমরা কি শুনছ না?	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾
(২৬) সে (মূসা) বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা।	قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾
(২৭) সে (ফেরাউন) বলল, তোমাদের নিকট প্রেরিত তোমাদের রসূলটা একটা বদ্ধ পাগল।	قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾
(২৮) সে (মূসা) বলল, তিনি পূর্ব-পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুদ্ধি রাখ।	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

(৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা সময় দিন এবং শহরে শহরে সংগ্রহকারীদেরকে পাঠিয়ে দিন।	قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾
(৩৭) যেন তারা সমস্ত অভিজ্ঞ যাদুকরকে আপনার নিকট উপস্থিত করে।	يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯নং আয়াত :

যুগে যুগে বাতিলপন্থীরা যখনই যুক্তি-তর্কে হকের সামনে হার মেনেছে তখনই হুমকি-ধমকির পথ বেছে নিয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩০নং আয়াত :

নবী-রসূলগণ সত্যকে পরিস্ফুট করে তুলে ধরেন।

● ৩১–৩৩নং আয়াতসমূহ :

১. যুগে যুগে নবী-রসূলগণকে আল্লাহ তাআলা মুজিযা দ্বারা সাহায্য করেছেন। মুজিযা একদিকে যেমন আল্লাহ তাআলার একত্বের প্রমাণ জ্ঞাপন করে, তেমনি নবী-রসূলগণের সত্যতারও জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. মূসা (আ.)-এর লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া এবং বগলের নিচ থেকে হাত বের করলে তা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার মুজিযা বর্ণিত হয়েছে।

● ৩৪–৩৬নং আয়াতসমূহ :

১. বাতিলপন্থীগণ সত্যের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে অপ-প্রচারের পথ অবলম্বন করে থাকে।

২. ফেরআউন ও সভাসদ কর্তৃক হযরত মূসা (আ.)-এর মুজিযার মোকাবেলা করার পদক্ষেপ সম্পর্কিত বর্ণনা।

(৩৮) অতঃপর এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল।	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾
(৩৯) এবং লোকদেরকে বলা হল, তোমরা সমবেত হচ্ছ তো?	وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾
(৪০) যাতে আমরা যাদুকরদের অনুগামী হতে পারি, যদি তারাই বিজয়ী হয়।	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾
(৪১) অতঃপর যখন যাদুকরেরা আগমন করল, তখন ফেরআউনকে বলল, এটা কি নিশ্চিত যে, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্য কোন বিরাট[২] প্রতিদান থাকবে?	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলার সত্তা ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা মানুষের জন্য সম্ভব নয়। কারণ ফেরআউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা।

২. এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শরীরী নন। কারণ তার যদি শরীর ও আকৃতি থাকত, তবে তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে জবাব দেয়া সম্ভব হত। (কাবীর)

● ২৬–২৮নং আয়াতসমূহ :

১. জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিজ প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে এক দৃষ্টান্ত থেকে অধিক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারে। এটাকে প্রসঙ্গ ছিন্ন করা বলা যায় না। (কাবীর)

২. হকপন্থীদেরকে পাগল, নির্বোধ ইত্যাদি বলা কাফেরদের পুরাতন অভ্যাস।

৩. আল্লাহ যে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা তা সামান্য বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই অনুধাবন করা যায়।

(২৯) ফেরআউন বলল, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে যারা কারাগারে পড়ে আছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করব।	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾
(৩০) সে (মূসা) বলল, আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট বিষয় উপস্থাপন করলেও কি?	قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾
(৩১) সে বলল, আচ্ছা তবে সেই বিষয় উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾
(৩২) অতঃপর সে স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করল, সঙ্গে সঙ্গেই তা সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল।	فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾
(৩৩) আর সে নিজ হাত টেনে বের করল, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের সামনে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেল।	وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾
(৩৪) ফেরাউন তার আশপাশের সভাসদদেরকে বলল, নিশ্চয়ই এ একজন বড় অভিজ্ঞ যাদুকর।	قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾
(৩৫) তার উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় যাদু বলে সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। অতএব তোমরা কী অভিমত দিচ্ছ?	يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

www.maktabatulabrar.com

(৪২) সে বলল, হ্যাঁ এবং অবশ্যই তখন তোমরা আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾
(৪৩) সে (মূসা) তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা নিক্ষেপ করবে।	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾
(৪৪) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরআউনের শক্তির শপথ, নিশ্চয় আমরাই বিজয়ী হব।	فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾
(৪৫) অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা (অজগর হয়ে) তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে দ্রুত গ্রাস[৩] করতে লাগল।	فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾
(৪৬) তখন যাদুকরদের সাজদায় পতিত করা হল।	فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾
(৪৭) তারা বলল, আমরা রাব্বুল-আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।	قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾
(৪৮) যিনি মূসা ও হারূনের রব্ব।	رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের পন্থায় থাকতে পারি।

(২) ইশারা করা হল যে, لأجرا -এর তানবীন (تفخيم) تنوين -এর জন্য। (রূহুল মাআনী)

(৩) تلقف অর্থ দ্রুত গ্রাস করা।

আহকাম ও শিক্ষা

●য ৪১-৪২নং আয়াতদ্বয় :

বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা চিরাচরিত নিয়ম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৩নং আয়াত :

মুনাযারা বা বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষকে শুরু করতে দেওয়া বিজয়লাভের অন্যতম একটি কৌশল।

● ৪৪নং আয়াত :

যাদুকররা ফেরাউনের শক্তির শপথ করেছে, এ ধরনের শপথ কাফের সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। ইসলামে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো কিছুর কসম খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (রূহুল-মাআনী)

● ৪৫নং আয়াত :

হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি তাদের লাঠি ও রশিসমূহকে গ্রাস করেনি। বরং এর দ্বারা তারা যে

www.maktabatulabrar.com

অলীক কীর্তি তৈরী করেছে শুধু তা-ই গ্রাস করেছে এবং রশি ও লাঠিসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে। শায়খে আকবারও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

● ৪৫নং আয়াত :

১. মূসা (আ.)-এর মুজিযা এত শক্তিশালী ছিল যে, সেই মুজিযা যাদুকরদের সাজদায় পতিত হতে বাধ্য করল। তাই বলা হয়নি যে, তারা সাজদায় পতিত হয়েছে বরং তাদেরকে সাজদায় পাতিত করা হয়েছে, অর্থাৎ, তারা সাজদা করতে বাধ্য হয়েছে।

২. উক্ত যাদুকরদের ঈমান প্রমাণিত।

(৪৯) ফেরআউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা তার (মূসার) প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় (আমার মনে হয়) সেই (যাদু বিদ্যায়) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। অতএব শীঘ্রই তোমরা (পরিণাম) জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের এক পার্শ্বের হাত ও অপর পার্শ্বের পা কর্তন করব, এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾
(৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব[১]।	قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۚ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
(৫১) আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। কারণ আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি[২]।	اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি হত্যা করলে আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে গিয়ে পৌছব। সেখানে আমাদের জন্য সর্বপ্রকার নিরাপত্তা রয়েছে এবং আমরা তথায় মহাশান্তিতে থাকতে পারব। সুতরাং এরূপ মৃত্যুতে কোন ক্ষতি নেই।

(২) অর্থাৎ, কিবতীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯নং আয়াত :

ফেরআউনের হুমকি-ধমকি শোচনীয় পরাজয়ের কারণেই প্রকাশ পেয়েছে। সে বলতে চেয়েছে যে, আসলে বুঝলাম সে তোমাদের গুরু আর তোমরা তার শিষ্য। কাজেই তোমরা পরস্পর গোপনে ষড়যন্ত্র করেছ যে, তুমি এরূপ করবে আর আমরা এরূপ করব এবং এইরূপে জয়-পরাজয়ের অভিনয় করবে।

যার ফলে কিবতী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আনন্দিত মনে রাজত্ব করতে পারবে। (বয়ানুল-কুরআন)

● ৪৯নং আয়াত :

১. মুমিনদের মৃত্যুতে কোনো ক্ষতি হয় না বরং লাভ হয়। মৃত্যু হল মুমিনদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের বার্তাবহন করে আনে। এ চিন্তায় মৃত্যু তাদের জন্য আনন্দদায়ক।

২. ঈমান দ্বারা পূর্বের পাপ ক্ষমা হওয়ার দিকে ইংগিত পাওয়া যায়।

৩. কোন গোষ্ঠির মধ্যে যারা প্রথমভাগে ঈমান আনয়ন করে, তারা অন্যদের ঈমান আনয়নের অগ্রপথিক হওয়ায় এটি বিশেষ ফযীলতের বিষয়।

(৫২) আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম-আমার বান্দাদেরকে রাত্রিকালে (মিসর থেকে) বের করে নিয়ে যাও; তোমাদের কিন্তু অবশ্যই পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾
(৫৩) অতঃপর ফেরআউন শহরে শহরে (লোক) সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করল।	فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾
(৫৪) (বলা হল) নিশ্চয়ই এরা (বনী-ইসরাঈলরা) রয়ে সয়ে যাওয়া একান্তই[১] ক্ষুদ্র একটা দল।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾
(৫৫) এবং নিশ্চয় তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করছে[২]।	وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾
(৫৬) আর আমরা তো অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত[৩]একটি সম্প্রদায়।	وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾
(৫৭) অবশেষে আমি তাদেরকে (ফেরআউনী সম্প্রদায়কে) বাগ-বাগিচা, ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বের করে আনলাম।	فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾
(৫৮) এবং ধন-ভাণ্ডার ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান (উত্তম প্রাসাদ) থেকেও।	وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾
(৫৯) (আমি) এরূপই করলাম। আর (তাদের পরে) বনী-ইসরাঈলকে এ সবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম[৪]।	كَذٰلِكَ ۗ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾
(৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।	فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾
(৬১) তারপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মূসার সঙ্গীগণ বলতে লাগল, আমরা যে নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম।	فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾

www.maktabatulabrar.com

(৬২) সে (মূসা) বলল, কখনই নয়। নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার প্রতিপালক, তিনি এখনই আমাকে পথ বলে দিবেন।	قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾
(৬৩) অতঃপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল, এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।	فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾
(৬৪) আর অপর দলটিকেও ঐ স্থানের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম।	وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾
(৬৫) এবং আমি মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে উদ্ধার করে নিলাম।	وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾
(৬৬) অনন্তর অন্যদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম।	ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾
(৬৭) নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এক বিরাট নিদর্শন। অথচ তাদের অধিকাংশই মুমিন হওয়ার নয়।	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾
(৬৮) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহা-পরাক্রান্ত, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾

টীকা আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ফেরআউন প্রতিপক্ষের একান্ত স্বল্পতা বোঝানোর জন্য কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছে। (ক) لشرذمة যার অর্থ ক্ষুদ্র দল, (খ) قليل (অল্প), (গ) قليل কে আবার বহুবচন ব্যবহার করেছে, যা স্বল্পতা বোঝায়। (ঘ) বহুবচনকে جمع سالم হিসাবে উল্লেখ করেছে, যা-ও অনেক সময় স্বল্পতা বোঝায়। (কাবীর)

(২) ক্রোধের উদ্রেক করার কয়েকটা কারণ উল্লেখ করা হয়, (ক) তাদের থেকে গহনা ধার নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, (খ) বনী-ইসরাঈলদের ফেরাউনের দাসত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়া, (গ) ধর্মে-কর্মে তার বিরুদ্ধাচরণ করা, (ঘ) তাকে ইলাহ বলে স্বীকার না করা। (কাবীর)

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের ও দাহ্হাক প্রমুখ থেকে حاذرون শব্দের এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। (রূহুল-মাআনী)

(৪) এ ঘটনা কখন ঘটেছিল সে সম্পর্কে হযরত হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফেরআউনীদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরআউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ্ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবুও তাতে

আয়াতের অর্থে কোনোরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। আর ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ ওখানকার ইতিহাস ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। (মাআরিফুল কুরআন ও রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫২–৬৬নং আয়াতসমূহ :

১. বনী ইসরাঈলদের মিসর থেকে বের হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহর উপর নবীর গভীর তাওয়াক্কুলের পরিচয় পাওয়া গেল।

৩. সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে রাস্তা বের হয়ে যাওয়া ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর জ্বলন্ত এক মুজিযা।

৪. ফেরআউনীদের করুণ পরিণতির কথা জানা গেল।

৬. বনী ইসরাঈল পরবর্তীতে মিসরের সবকিছুর উত্তরাধিকারী হয়েছিল। (দেখুন ৪ নং টীকা)

●ষ ৬৭–৬৮নং আয়াতদ্বয় :

১. গযবপ্রাপ্তদের দেখে অন্যদের শিক্ষণীয় রয়েছে।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যারা এ ঘটনা শুনেছে তাদের অল্পসংখ্যক লোকই এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

৩. আল্লাহ মহা কুদরতের অধিকারী, যথাসময় শত্রুদের সমুচিত শাস্তি দিতে কোনো কিছুই তাকে ফেরাতে পারে না।

(৬৯) আর তাদের সামনে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা কর।	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾
(৭০) যখন সে তার পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের ইবাদত কর?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾
(৭১) তারা বলল, আমরা কিছু প্রতিমার ইবাদত করি এবং একনিষ্ঠ হয়ে সারাদিন এদেরকেই আঁকড়ে থাকি।	قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾
(৭২) সে (ইবরাহীম) বলল, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি?	قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٢﴾
(৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?	اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾
(৭৪) তারা বলল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি তারা এরূপই করত।	قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٤﴾
(৭৫) সে বলল, আচ্ছা, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ?	قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٥﴾
(৭৬) তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরাও?	اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٦﴾

www.maktabatulabrar.com

(৭৭) এরা তো সকলে আমার শত্রু, তবে হ্যাঁ বিশ্বপ্রতিপালক (তিনি এমন নন),	فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾
(৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন,	الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾
(৭৯) যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন।	وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾
(৮০) এবং যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য করেন।	وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾
(৮১) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন। তার পর আমাকে জীবিত করবেন।	وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾
(৮২) আর যার নিকট এই আশা করি যে, তিনি প্রতিদান দিবসে আমার সকল ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবেন।	وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৪নং আয়াত :

মুশরিক ও প্রতিমাপূজারীরাও জানে বরং স্বীকার করে যে, তারা যাদের পূজা করে তাদের মানুষের উপকার বা ক্ষতি করবার সাধ্য নেই। উপকার বা ক্ষতি তো দূরের কথা দেখা বা শ্রবণ করারও কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং এমন অসার অক্ষম ইলাহ হতে পারে না।

● ৭৮-৮২নং আয়াত :

১. সৃষ্টি করা, হেদায়েত করা, রিযিক দান করা, রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া, জীবন-মৃত্যু দান করা, গুনাহ মাফ করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ।

২. ইংগিত করা হয়েছে যে, প্রতিমাদের এসব করার ক্ষমতা নেই, অতএব তারা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।

(৮৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হেকমত (বিচার-বুদ্ধি) দান করুন এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।	رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾
(৮৪) এবং আমার কল্যাণার্থে পরবর্তীদের মধ্যে আমার উত্তম আলোচনা অব্যাহত রাখুন।	وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾
(৮৫) এবং আমাকে জান্নাতে নাঈম-এর উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।	وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾
(৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। যেহেতু তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।	وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾

وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾	(৮৭) আর পুনরুত্থান দিবসে আমাকে অপমানিত করবেন না।
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾	(৮৮) যেদিন কোনো উপকারে আসবে না ধন-সম্পদ আর না সন্তান-সন্ততি ।
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾	(৮৯) তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ আত্মা নিয়ে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪নং আয়াত :

যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয। ইমাম গাযালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তে বৈধ। (১) যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়। বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। (২) মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। (৩) তা অর্জন করতে কোনো গুনাহ না হওয়া চাই।

● ৮৮নং আয়াত :

সহায়-সম্পদ ও ছেলে-সন্তান একমাত্র মু'মিন ব্যক্তির জন্যই কাজে আসবে। অন্য কারো জন্য নয়। মু'মিনের জন্য এভাবে কাজে আসবে যে, যদি সে স্বীয় অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করে বা সদকায়ে জারিয়ার কাজ করে যায়, কিংবা সন্তান-সন্ততিকে নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বানিয়ে যায়, তবে এর ফায়দা সে পরকালে লাভ করবে। কোন কোন হাদীছে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ মা-বাবার জন্য কবূল হওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾	(৯০) মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾	(৯১) আর পথভ্রষ্টদের জন্য দোযখকে সামনে প্রকাশ করা হবে।
وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾	(৯২) এবং তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে?
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾	(৯৩) আল্লাহকে ছেড়ে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারবে?
فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾	(৯৪) অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।
وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾	(৯৫) এবং ইবলীস-বাহিনীর সকলকে[১]।

www.maktabatulabrar.com

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾	(৯৬) তারা তথায় বাক-বিতণ্ডা করতে করতে বলবে,
تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾	(৯৭) আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম।
اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾	(৯৮) যখন তোমাদেরকে বিশ্বপ্রতিপালকের সমতুল্য (মনে) করতাম।
وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾	(৯৯) আর আমাদেরকে তো এই২ অপরাধীরাই বিভ্রান্ত করেছে।
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾	(১০০) ফলে আমাদের কোন সুপারিশকারীও নেই।
وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾	(১০১) এবং কোনো খাঁটি বন্ধুও নেই।
فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾	(১০২) হায়, যদি কোনোরূপে আমাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হত, তবে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾	(১০৩) নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এক বিরাট নিদর্শন। অথচ তাদের অধিকাংশই মুমিন হওয়ার নয়।
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾	(১০৪) তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) 'ইবলীস বাহিনী' বলে ব্যভিচারী, মদ্যপানকারী ও অন্যান্য অনাচারী অবাধ্যাচারীকে বোঝানো হয়েছে।

(২) এখানে الجرمون শব্দ وضع الظاهر موضع المضمر হয়েছে, তাই "এই" কথাটা যোগ করা হল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯০–৯১নং আয়াতদ্বয় :

১. জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই তৈরী অবস্থায় রয়েছে।

২. জান্নাতের অধিকারী হবেন মুত্তাকীগণ। পক্ষান্তরে পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নাম।

● ৯২–৯৩নং আয়াতদ্বয় :

১. কাফেরদের তিরস্কারের বর্ণনা।

২. ভ্রান্ত মাবূদরা তাদের পূজারীদের কোনোই উপকার করতে পারবে না। এমনকি তারা নিজেদেরও রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

● ৯৪–৯৫নং আয়াতদ্বয় :

১. জাহান্নামীদের অধমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপের বর্ণনা।

২. পূজারীদের সঙ্গে তাদের ভ্রান্ত মাবূদদেরও সঙ্গে রাখা হবে, যাতে ঐ পূজারীদের মনঃকষ্ট বৃদ্ধি পায়।

● ৯৬–১০১নং আয়াতসমূহ :

১. আয়াতসমূহে জাহান্নামে কাফেরদের অনুতাপের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

২. গায়রুল্লাহর অনুসারীরা কেয়ামত দিবসে অনুসৃত ও পূজিতদের সঙ্গে বিতর্ক ও বিতণ্ডা করবে এবং তাদেরকে দোষারোপ করবে।

৩. কাফেরদের পক্ষে কোনো সুপারিশকারী বা সহযোগী বন্ধু থাকবে না।

৪. দুনিয়ায় পুনর্বার কাউকে ফেরত পাঠানো হবে না।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾	(১০৫) নূহের সম্প্রদায় রসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾	(১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না?
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾	(১০৭) অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾	(১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾	(১০৯) আমি তোমাদের নিকট এর কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো কেবল বিশ্বপ্রতিপালকের যিম্মায় রয়েছে।
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾	(১১০) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার আনুগত্য কর।
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾	(১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব? অথচ নিম্নস্তরের লোকেরা তোমার সহচর হয়েছে।
قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾	(১১২) সে (নূহ) বলল, তারা কী কাজ করে সে সম্পর্কে আমার জানার দরকার কি?
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾	(১১৩) তাদের হিসাব নেওয়া আমার প্রতিপালকেরই কাজ। যদি তোমরা বুঝতে।
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾	(১১৪) আর আমি মু'মিনদেরকে বিতাড়িত করতে পারি না।
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾	(১১৫) আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

www.maktabatulabrar.com

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾	(১১৬) তারা বলল, "হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে নিশ্চিতই তুমি হবে ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়"।
قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾	(১১৭) সে (নূহ) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।
فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾	(১১৮) অতএব আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও। এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মু'মিনগণকে রক্ষা কর।
فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾	(১১৯) তখন আমি তাকে, এবং তাঁর সঙ্গে যারা বোঝাইপূর্ণ নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম।
ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾	(১২০) অনন্তর তাদেরকে রক্ষা করার পর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾	(১২১) নিশ্চয় এতে রয়েছে বিরাট শিক্ষা। অথচ তাদের অধিকাংশই মুমিন হওয়ার নয়।
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾	(১২২) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহা-পরাক্রান্ত, পরম দয়ালু।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৫নং আয়াত :

একজন রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা সকল রসূলকে মিথ্যাবাদী বলার সমতুল্য। কারণ তাদের দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন।

● ১০৭নং আয়াত :

আল্লাহকে ভয় করা ও রসূলের আনুগত্য করা ফরয।

● ১০৯নং আয়াত :

নবী-রসূলগণের উসূলে দাওয়াতের বুনিয়াদী জিনিস এই যে, তারা নিজ কাজের উপর মাখলূক থেকে কোনো বিনিময় বা প্রতিদান চান না। তাঁদের চাওয়া-পাওয়া সবই আল্লাহ তাআলা থেকে।

● ১১১নং আয়াত :

অহংকারই মানুষকে অনেক ভাল ও কল্যাণের কাজ থেকে বিরত রাখে।

● ১১২–১১৩নং আয়াতদ্বয় :

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি হল কর্ম ও চরিত্র; পরিবারিক ভদ্রতা বা ধন-সম্পদ এবং সম্মান-প্রতিপত্তি ও জাঁক-জমক এর ভিত্তি নয়।

● ১১৫নং আয়াত :

নবী-রসূলগণের কাজ কেবল সতর্ক করা, মানুষ মানল কি না এটা তাদের যিম্মায় নয়।

● ১১৮নং আয়াত :

যে ব্যক্তি দ্বীন-ধর্মের অনিষ্টসাধন করবে তার জন্য বদ-দুআ করা পরিপূর্ণ সবর ও সহিষ্ণুতার পরিপন্থী নয়। (টীকা-বয়ানুল কুরআন)

كَذَّبَتْ عَادُ ِالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾	(১২৩) 'আদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।
اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾	(১২৪) যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল, তোমাদের কি ভয় নেই?
اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾	(১২৫) অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾	(১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾	(১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো বিশ্বপ্রতিপালকের যিম্মায় রয়েছে।
اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾	(১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উঁচুস্থানে১ স্মৃতিস্তম্ভ২ নির্মাণের অযথা কাজ করছ?
وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾	(১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে?
وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾	(১৩০) আর তোমরা যখন আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত হান।
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾	(১৩১) অতএব, আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার আনুগত্য কর।
وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾	(১৩২) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সে সব বস্তু দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা তোমরা জান।
اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾	(১৩৩) (অর্থাৎ) তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র সন্তান দ্বারা।
وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾	(১৩৪) এবং বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ দ্বারা।
اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾	(১৩৫) আমি সত্যিই তোমাদের উপর এক কঠিন দিবসের আযাবের আশংকা করছি।

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾	(১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।
اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾	(১৩৭) এসব কথাবার্তা প্রাচীন লোকদের অভ্যাস বৈ নয়।
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾	(১৩৮) আমরা কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হব না।
فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾	(১৩৯) মোটকথা, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল। অনন্তর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এতে অবশ্যই বিরাট৩ শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন হওয়ার নয়।
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾	(১৪০) আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুজাহিদ ও অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে ريع উঁচুস্থানকে বলা হয়।
(২) اية শব্দের মূল অর্থ নিদর্শন, এখানে সুউচ্চ স্মৃতি-সৌধ বোঝানো হয়েছে।
(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, اية এর تنوين টি تفخيم এর জন্য।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৮নং আয়াত :

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনর্থক কথা বা কাজ নিন্দনীয়। (টীকা-বয়ানুল কুরআন)

● ১২৯নং আয়াত :

বনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দোষণীয়। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীছও এ মর্মে বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা এই যে, প্রয়োজনতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই।

● ১৩১নং আয়াত :

সকল নবী-রসূল একই কথার দিকে আহবান করেছেন। আর তা-এই যে, আল্লাহর হুকুম ও রসূলের আনুগত্যের মধ্যে সমস্ত সফলতা বিদ্যমান।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾	(১৪১) ছামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল।
اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾	(১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় কর না?

www.maktabatulabrar.com

اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ﴿۱۴۳﴾	(১৪৩) অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।
فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۴۴﴾	(১৪৪) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
وَمَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡہِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۴۵﴾	(১৪৫) আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাচ্ছি না। আমার বিনিময় তো বিশ্বপ্রতিপালকের যিম্মায়।
اَتُتۡرَکُوۡنَ فِیۡ مَا ہٰہُنَاۤ اٰمِنِیۡنَ ﴿۱۴۶﴾	(১৪৬) তোমাদের কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে?
فِیۡ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوۡنٍ ﴿۱۴۷﴾	(১৪৭) অর্থাৎ[১] বাগ-বাগিচা ও প্রস্রবণ-সমূহের মধ্যে?
وَّ زُرُوۡعٍ وَّ نَخۡلٍ طَلۡعُہَا ہَضِیۡمٌ ﴿۱۴۸﴾	(১৪৮) শস্যক্ষেত্র সমূহের মধ্যে এবং সেই খেজুর বৃক্ষসমূহের মধ্যে যার গুচ্ছ ঘন সন্নিবিষ্ট।
وَ تَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا فٰرِہِیۡنَ ﴿۱۴۹﴾	(১৪৯) আর তোমরা কি পাহাড় কেটে স্বগর্বে গৃহনির্মাণ করতে থাকবে?
فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۵۰﴾	(১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।
وَ لَا تُطِیۡعُوۡۤا اَمۡرَ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۵۱﴾	(১৫১) তোমরা সীমালংঘনকারীদের কার্যকলাপের অনুসরণ কর না।
الَّذِیۡنَ یُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا یُصۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۲﴾	(১৫২) যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করে থাকে, সংশোধনের কাজ করে না।
قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِیۡنَ ﴿۱۵۳﴾	(১৫৩) তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত[২]।
مَاۤ اَنۡتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ۟ فَاۡتِ بِاٰیَۃٍ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ ﴿۱۵۴﴾	(১৫৪) তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। সুতরাং কোনো নিদর্শন উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।
قَالَ ہٰذِہٖ نَاقَۃٌ لَّہَا شِرۡبٌ وَّ لَکُمۡ شِرۡبُ یَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ ﴿۱۵۵﴾	(১৫৫) সে (সালেহ) বলল, এই একটি উষ্ট্রী। এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা, নির্দিষ্ট এক-এক দিনের[৩]।
وَ لَا تَمَسُّوۡہَا بِسُوۡٓءٍ فَیَاۡخُذَکُمۡ عَذَابُ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴿۱۵۶﴾	(১৫৬) তোমরা একে অসদভিপ্রায়ে স্পর্শও কর না। অন্যথায় তোমাদেরকে এক মহা দিবসের আযাব পাকড়াও করবে।

فَعَقَرُوۡہَا فَاَصۡبَحُوۡا نٰدِمِیۡنَ ﴿۱۵۷﴾	(১৫৭) অতঃপর (এই ঘটল যে,) তারা সেই উষ্ট্রীকে পায়ের রগ কেটে মেরে ফেলল। অনন্তর তারা অনুতপ্ত হল।
فَاَخَذَہُمُ الۡعَذَابُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً ؕ وَمَا کَانَ اَکۡثَرُہُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۵۸﴾	(১৫৮) অনন্তর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন হওয়ার নয়।
وَ اِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۵۹﴾	(১৫৯) নিঃসন্দেহে তোমার রব মহা-পরাক্রান্ত পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, পরবর্তী বাক্য ما هٰهنا থেকে بدل হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, যাদুর ফলেই তোমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে, তাই তো তুমি নবুয়তের দাবী করছ।

(৩) উষ্ট্রীটি স্বীয় পালার দিন কূপের সম্পূর্ণ পানি নিঃশেষ করে ফেলত। ফলে সেদিন কারো জন্য পানি থাকত না। এ ব্যাপারটি তাদের অসহ্য হওয়ায় তারা উষ্ট্রীটির শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৬নং আয়াত :

এ শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যে নেয়ামতের মধ্যে নিমগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে আছ, তবে কি তোমরা মনে কর তোমাদেরকে এ সমস্ত পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে থাকতে দেওয়া হবে? কখনই নয়।

● ১৪৯নং আয়াত :

উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এবং তদ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যয় করা না হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৫১নং আয়াত :

অসৎ লোকদের অনুসরণ করা হারাম।

● ১৫৬নং আয়াত :

পিড়াপিড়ী করে নেওয়া মুজিযার কদর না করলে আযাব আসা অবশ্যম্ভাবী।

● ১৫৭নং আয়াত :

আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় লজ্জিত হওয়া নিস্ফল।

کَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوۡطِ ۣ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۱۶۰﴾	(১৬০) লূতের সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।
اِذۡ قَالَ لَہُمۡ اَخُوۡہُمۡ لُوۡطٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۶۱﴾	(১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় কর না?
اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ﴿۱۶۲﴾	(১৬২) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।

www.maktabatulabrar.com

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾	(১৬৩) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾	(১৬৪) এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছি না। আমার বিনিময় তো বিশ্বপ্রতিপালকের যিম্মায়।
اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾	(১৬৫) সমস্ত বিশ্ববাসীর মধ্য থেকে তোমরাই কি এমন যারা পুরুষদের কাছে উপগমন কর[১]?
وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾	(১৬৬) এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾	(১৬৭) তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।
قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾	(১৬৮) সে (লূত) বলল, আমি তোমাদের এই কাজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাপোষণ করি[২]।
رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾	(১৬৯) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে তা থেকে রক্ষা কর।
فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾	(১৭০) সুতরাং আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গ সকলকে রক্ষা করলাম।
اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾	(১৭১) এক বৃদ্ধাকে[৩] ব্যতীত, সে (আযাবে) নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾	(১৭২) অনন্তর আমি অন্যান্য সকলকেই ধ্বংস করে দিলাম।
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾	(১৭৩) অর্থাৎ তাদের উপর এক বিশেষ প্রকারের (প্রস্তর) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব, কী নিকৃষ্ট বৃষ্টি ছিল যা সেই ভয় প্রদর্শিতদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾	(১৭৪) নিশ্চয় এতে বিরাট[৪] উপদেশ রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন হওয়ার নয়।
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾	(১৭৫) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত পরম দয়ালু।

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা ব্যতীত আর কোনো মানুষ এমন জঘন্য কাজ করে না। এমনও নয় যে, এ কাজটির নিন্দনীয়তা কোনো অপ্রকাশ্য ব্যাপার। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আমি তোমাদের এই কাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করি, তাই তোমাদের এই ভীতি প্রদর্শনের কারণে আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান থেকে বিরত হব না।

(৩) বৃদ্ধা বলতে হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে লূত সম্প্রদায়ের কুকর্মে রাজী ছিল এবং কাফের ছিল।

(৪) ইশারা করা হল যে, اية এর تنوين টি تفخيم এর জন্য।

আহকাম ও শিক্ষা

- ১৬৬নং আয়াত :

সমকামিতা সম্পূর্ণ হারাম।

- ১৬৮নং আয়াত :

শরীয়ত বিরোধী কাজকে ঘৃণা করা ও শাক্তি অনুসারে তা থেকে নিষেধ করা একান্ত জরুরী।

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾	(১৭৬) আইকাহ বাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল।
اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾	(১৭৭) যখন শুআইব তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় কর না?
اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾	(১৭৮) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾	(১৭৯) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾	(১৮০) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রতিপালকের যিম্মায়।
اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾	(১৮১) তোমরা পূর্ণরূপে ওজন করবে এবং যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾	(১৮২) এবং তোমরা ওজন কর সঠিক দাড়িপাল্লায়।
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾	(১৮৩) এবং মানুষকে তাদের (প্রাপ্য) বস্তু কম দিও না। আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ[১] সৃষ্টি করে বেড়িও না।
وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾	(১৮৪)এবং কেবল তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾	(১৮৫) তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।
وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾	(১৮৬) এবং তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করছি।
فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾	(১৮৭) অতএব, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কয়েকটি টুকরা আমাদের উপর ফেলে দাও।
قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾	(১৮৮) সে (শুআইব) বলল, আমার রব তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন[২]।
فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾	(১৮৯) এরপরও তারা তাকে অবিশ্বাস করতে থাকল। ফলে তাদেরকে (মেঘের) ছায়াচ্ছন্ন দিবসের আযাব[৩] পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক কঠিন দিবসের আযাব।
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾	(১৯০) নিঃসন্দেহে এতে বড় নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন হওয়ার ছিল না।
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾	(১৯১) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপরাক্রান্ত পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও খোদার নাফরমানী করে ফিরো না।

(২) অর্থাৎ, আযাব নাযেল করা বা এর রূপ ও রকম নির্ধারণ করার আমি কে? আল্লাহ তাআলাই তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। কোন কাজের দরুণ কী আযাব হবে, কখন আযাব দিতে হবে এটাও তিনি ভাল জানেন। সবকিছু তারই ইচ্ছাধীন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এই আযাবের বিবরণ এই যে, আল্লাহ তাআলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির হয়ে তারা দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল। তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। (রূহুল-মাআনী)

'ছায়াচ্ছন্ন আযাব' না বলে 'দিবসের আযাব' বলায় এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, উল্লেখিত আযাব ছাড়াও তাদের উপর ঐদিন আরও আযাব হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৩নং আয়াত :

সমকামীকে দেয়াল চাপা দিয়ে বা উচ্চ স্থান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েয। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কারণ, লূত সম্প্রদায়কে এভাবেই ধ্বংস করা হয়েছিল যে, তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টো করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (শামী, কিতাবুল হুদূদ ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ১৮১নং আয়াত :

পরিপূর্ণরূপে ওজন করে দেওয়া জরুরী এবং মাপে কম দেওয়া হারাম।

● ১৮২নং আয়াত :

সঠিকভাবে ওজন করে দেওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন কর।

● ১৮৩নং আয়াত :

১. লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য থেকে কম দেওয়া নিষেধ। চুক্তি অনুযায়ী বা শরীয়ত মোতাবেক যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চেয়ে কম দেওয়া হারাম। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নিজ সময় চুরি করলে, কম সময় ব্যয় করলে তাও এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি, খোদার নাফরমানী ইত্যাকার যে কোনো ফ্যাসাদ সম্পূর্ণ হারাম।

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾	(১৯২) আর নিশ্চয় এই কুরআন সারা বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।
نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾	(১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নাযেল করেছে।
عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾	(১৯৪) তোমার অন্তরে, যাতে তুমি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾	(১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।
وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾	(১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাব-সমূহে।
اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾	(১৯৭) তাদের জন্য এটা কি প্রমাণ নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে।
وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾	(১৯৮) আর যদি একে কোনো অনারবীর প্রতি নাযেল করতাম।
فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾	(১৯৯) অতঃপর সে তাদের কাছে তা পাঠ করত[১], তবুও তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না।
كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾	(২০০) এভাবেই আমি নাফরমানদের অন্তরে অবিশ্বাস করাকে ঢুকিয়ে রেখেছি।
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾	(২০১) তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করবে যন্ত্রণাকর শাস্তি।

(২০২) যা হঠাৎ তাদের কাছে এসে পড়বে। অথচ তাদের খবরও হবে না।	فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾
(২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পেতে পারি?	فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাহলে কুরআনের অলৌকিকতা আরও অধিক প্রমাণিত হত। কেননা, হযরতের ভাষাজ্ঞান অলৌকিক না হলেও মূল আরবী ভাষার জ্ঞান আছে। কাজেই তার সম্বন্ধে কুরআন রচনা করার সন্দেহ হতে পারে। পক্ষান্তরে রসূল অনারবী হলে আরবী ভাষার এই কুরআনের মুজিযা আরও অধিক প্রকাশ পেত। কেননা, অনারবী ব্যক্তি আরবী কুরআন রচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯৬নং আয়াত :

কুরআনের কথা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে। বনী-ইসরাঈলের আলেমরাও এটা জানে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২০০নং আয়াত :

গুনাহ ও অপরাধের চিহ্ন যখন হৃদয়ে পর্যায়ক্রমে আপতিত হতে থাকে, তখন মানুষ তওবা ও ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকে।

● ২০৩নং আয়াত :

নাফরমানরা আযাব প্রত্যক্ষ করে তওবা করতে চাইবে কিন্তু তখন তওবা করতে সক্ষম হবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২০৪) তবে কি তারা আমার শাস্তির দ্রুত আগমন চাচ্ছে?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾
(২০৫) আচ্ছা ভেবে দেখ তো, যদি আমি তাদেরকে কয়েক বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই,	اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾
(২০৬) অতঃপর তাদের কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হচ্ছে , তা তাদের কাছে এসে পড়ে।	ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾
(২০৭) তবে কী কাজে আসবে ভোগ-বিলাসের[১] সেইসব উপকরণ যা তাদেরকে দিয়ে আসা হচ্ছে।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾
(২০৮) যে সমস্ত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, সবগুলোতেই সতর্ককারীরা এসেছিল।	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾

www.maktabatulabrar.com

(২০৯) উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে। আর আমি অবিচারী নই।	ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾
(২১০) আর এই কুরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি২।	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾
(২১১) এবং তারা এ কাজের উপযুক্তও নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না।	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾
(২১২) (কেননা) তাদেরকে তো নিশ্চিতই (ওহী) শ্রবণ করা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোনো কাজেই আসবে না।

(২) কতক কাফের হযরতকেও জ্যোতিষী বলে উক্তি করত। অর্থাৎ, জ্যোতিষীকে শয়তান এসে যেমন আসমানী সংবাদ বলে যায়, তদ্রূপ নাউযুবিল্লাহ হযরতকেও শয়তান আসমানী সংবাদ বলে যায়। অত্র আয়াতে এ কথারই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০৪নং আয়াত :

আল্লাহর আযাবের দ্রুত আগমন চাওয়া বোকামী ও বুদ্ধিহীনতা ছাড়া কিছুই নয়।

● ২০৫নং আয়াত :

দীর্ঘ ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন মানুষকে আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না।

● ২০৮নং আয়াত :

আল্লাহ তাআলা সতর্ক ও সুস্পষ্ট বর্ণনার পর-ই কোন উম্মতকে ধ্বংস করেছেন।

● ২১১নং আয়াত :

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জ্বিন-শয়তানরা আর চুরি করে ওহী শ্রবণের উদ্দেশ্যে আকাশে পৌঁছতে পারে না।

(২১৩) অতএব, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবে না। করলে শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾
(২১৪) আর তুমি (সর্বপ্রথম) তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।	وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾
(২১৫) আর তোমার অনুসরণকারী মু'মিনদের জন্য তুমি (নম্রতার) ডানা নত করে দাও।	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾

(২১৬) অনন্তর যদি তারা তোমার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিও, তোমরা যা করছ তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।	فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۱۶﴾
(২১৭) এবং তুমি মহাপরাক্রান্ত পরম দয়াময়ের উপর ভরসা রাখ।	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿۲۱۷﴾
(২১৮) যিনি তোমাকে লক্ষ করেন, যখন তুমি নামাযে দণ্ডায়মান হও।	الَّذِیْ یَرٰىكَ حِیْنَ تَقُوْمُ ﴿۲۱۸﴾
(২১৯) আর যিনি সাজদাকারী (নামাযী)দের সঙ্গে তোমার উঠা বসাকে প্রত্যক্ষ করেন।	وَتَقَلُّبَكَ فِی السّٰجِدِیْنَ ﴿۲۱۹﴾
(২২০) নিশ্চয় তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞানী।	اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۲۲۰﴾

আহকাম ও শিক্ষা

- ২১৩নং আয়াত :

১. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। গায়রুল্লাহর ইবাদত শিরক ও হারাম।

২. শিরক করা অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে অবশ্যই সে শাস্তি ভোগ করবে।

- ২১৪নং আয়াত :

১. দাওয়াতের তারতীব হল প্রথম নিকটতম আত্মীয়দের থেকে শুরু করা।

২. সব কাজ আগে নিকটতম আত্মীয়দের থেকে শুরু করতে হয়। এতে অনেক উপকার নিহিত আছে।

- ২১৫নং আয়াত :

মু'মিনদের সঙ্গে বিশেষত নও-মুসলিমদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা জরুরী।

- ২১৬নং আয়াত :

শিরক ও আহলে শিরক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

- ২১৭নং আয়াত :

আল্লাহর উপর ভরসা রাখা ও ভরসা অনুসারে জীবন যাপন করা আবশ্যক।

- ২১৮নং আয়াত :

রাতের ইবাদতের ফযীলত প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২২১) আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব যে, শয়তানরা কার নিকট অবতরণ করে[১]?	هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿۲۲۱﴾
(২২২) তারা অবতরণ করে থাকে প্রত্যেক এমন লোকের নিকট, যে চরম মিথ্যাবাদী, ঘোর পাপিষ্ঠ।	تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿۲۲۲﴾

www.maktabatulabrar.com

(২২৩) যারা (শয়তানের প্রতি) কান পেতে রাখে এবং যাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।	يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿۲۲۳﴾
(২২৪) আর কবিগণ তাদের অনুগামী হয় যতসব বিপথগামী লোক।	وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿۲۲۴﴾
(২২৫) তুমি কি অবগত নও[২] যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِیْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿۲۲۵﴾
(২২৬) এবং তারা এমন সব কথা বলে থাকে, যা তারা করে না[৩]।	وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۲۲۶﴾
(২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্মসমূহ করে এবং (স্বীয় কবিতা দ্বারা) অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর যারা নিপীড়ন করেছে তারা অচিরেই জানতে পারবে, কোন্ ফিরে যাওয়ার স্থানে তারা ফিরে যাচ্ছে।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَیَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿۲۲۷﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেননা, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন। অতএব, সেই ব্যক্তিই শয়তানের শিষ্য হবে, যে ব্যক্তি কথায় মিথ্যাবাদী, এবং কার্যত মহাপাপী, ও আন্তরিকভাবে শয়তানের প্রতি মনোযোগী।

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে "الم ترى" "الم تعلم"এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, কবিত্বের বিষয়গুলো অবাস্তব ও কাল্পনিক। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফের বিষয়গুলো কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ও বাস্তব। সুতরাং কুরআন শরীফ কোনো কবির রচনা নয়। কাজেই হযরতকে কবি বলে আখ্যা দেওয়া পাগলামী ছাড়া কিছুই নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

- ২২২নং আয়াত :

১. মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীদের সঙ্গেই শয়তানদের ভাব ও সম্পর্ক।

২. কুরআন শরীফ কোনো জ্বিন-শয়তানের নিয়ে আসা জিনিস নয়।

- ২২৪নং আয়াত :

পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোকেরাই বাতিল কবিদের অনুসরণ করে থাকে।

- ২২৭নং আয়াত :

১. যে সব কবিতা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না, যাতে অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় না এবং যে কবিতা অশ্লীলতার প্রেরণা যোগায় না, এক কথায় যেসব কবিতা গুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলো বৈধ ও প্রশংসার্হ।

২. জুলুমের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ, এটা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

(২৭) সূরা নাম্‌ল, মক্কী
৯৩ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ①

(১) طس (ত্বা-সীন); এগুলো কুরআনের ও সুস্পষ্ট মহা[১] গ্রন্থের আয়াত।

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

(২) এটা মুমিনদের জন্য মহা[২] পথ- নির্দেশকারী ও শুভসংবাদ প্রদানকারী।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③

(৩) যারা যথানিয়মে নামায পড়ে, যাকাত প্রদান করে এবং তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ④

(৪) নিশ্চয় যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের কার্যসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছি। তাই তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়[৩]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑤

(৫) তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে এবং তারা পরকালেও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ⑥

(৬) আর নিশ্চয় তোমাকে কুরআন প্রদান করা হচ্ছে প্রজ্ঞাময় মহা জ্ঞাতা (আল্লাহ)-এর কাছ থেকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) كتاب এর تنوين টি تفخيم এর জন্য, তাই "মহা" কথাটি যুক্ত করা হল। (রূহুল মাআনী)

(২) এখানেও هدى এর তানবীনটি تفخيم এর জন্য।

(৩) সুতরাং তাদের বিশ্বাসেরও সংশোধন হয় না। কর্মধারাও ঠিক পথে আসে না। কাজেই তারা কুরআনের নির্দেশগুলোও মান্য করে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত :

"طس" দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা। যার মোকাবেলা করা কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

www.maktabatulabrar.com

● ২নং আয়াত :

যেসব মুমিন ঈমানের দাবী অনুসারে চলতে চায় কুরআন তাদের জন্য মহা হেদায়েত ও সুসংবাদ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫নং আয়াত :

১. পরকালে অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

২. পরকালে অবিশ্বাসীরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

● ৬নং আয়াত :

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত প্রমাণিত।

২. আল্লাহর দুটো সিফাত বর্ণিত হয়েছে– তিনি প্রজ্ঞাময় মহা জ্ঞাতা।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ⑦

(৭) যখন মূসা স্বীয় পরিজনকে বলল, নিশ্চয় আমি অগ্নি দেখেছি[১], এখনই আমি তা থেকে কোন সন্ধান নিয়ে আসছি। অথবা তোমাদের নিকট হলকা অর্থাৎ, অগ্নিশিখা (লাকড়ি ইত্যাদিতে) ধরিয়ে আনছি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑧

(৮) অতঃপর যখন সে আগুনের কাছে আসল, তখন তাঁকে ডেকে বলা হল, যাঁরা এই আগুনের মধ্যে রয়েছে তাদের প্রতিও বরকত হোক এবং যে এর পার্শ্বে রয়েছে তাঁর প্রতিও[২]। আর বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত[৩]।

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑨

(৯) হে মূসা! ব্যাপার এই যে, আমি আল্লাহ, মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ⑩

(১০) তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর; অতঃপর যখনই সে তাকে দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র সাপের[৪] মত ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল। এবং পেছন দিকে ফিরেও তাকাল না। হে মূসা! ভয় কর না। আমার সমীপে রসূলগণ ভয় পায় না[৫]।

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑪

(১১) তবে হ্যাঁ, যদি কারও থেকে জুলুমের[৬] আকারে কিছু প্রকাশ পায়। অতঃপর সে মন্দ কাজের পর তার পরিবর্তে নেক কাজ করে, তবে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٢﴾

(১২) এবং তুমি তোমার হাত নিজ (জামার[৭]) বুকের অংশের ভিতর প্রবিষ্ট করাও। সেটা কোনো দোষ ব্যতীত শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে বের হবে। (এগুলো সেই) নয়টি মুজিযার অন্যতম, (-যা দিয়ে তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে[৮]) ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি। তারা বড়ই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾

(১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট মুজিযাগুলো পৌঁছল, তখন তারা বলল, এটা তো স্পষ্ট যাদু।

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) তারা জুলুম ও অহংকারের কারণে[৯] ঐ মুজিযাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, সেই[১০] ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই ঘটনা তখনকার যখন হযরত মূসা (আ.) সস্ত্রীক মাদয়ান থেকে মিসরাভিমুখী পথ ভুলে তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে ছিলেন।

(২) যেহেতু হযরত মূসা (আ.) সেই নূরটিকে আল্লাহর নূর বলে চিনতে না পেরে ছালাম করেননি। তাই হৃদ্যতা জমাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ছালাম করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস মুজাহিদ ও ইকরিমা থেকে বর্ণিত যে, من فى النار বলে হযরত মূসা (আ.) কে বোঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মূসা (আ.) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আ.) অগ্নির মধ্যে হলেন। আর ومن حولها বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন من فى النار বলে ফেরেশতা এং ومن حولها বলে হযরত মূসা (আ.) কে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দিক, সীমা, পরিমাণ এবং বর্ণ ইত্যাদি থেকে পবিত্র। পক্ষান্তরে এই জ্যোতিটি উক্ত গুণাবলীর অধিকারী। সুতরাং এটা আল্লাহ তায়ালার সত্তা নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) جان শব্দের অর্থ "দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র সাপ"। উদ্দেশ্য এই যে, মূসা (আ.)-এর লাঠিটি বিরাটকায় অজগরে পরিণত হলেও এর নড়াচড়া ও ছুটা-ছুটি ছিল দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র সাপের ন্যায়। (রূহুল মাআনী)

(৫) অর্থাৎ, নবুয়ত প্রদানের সময় নবুয়তেরই প্রমাণ স্বরূপ যে অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশিত হয়ে থাকে, পয়গম্বরগণ তা দেখে ভয় পান না। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৬) এখানে استثناء متصل ধরা হলে الا من ظلم অর্থ হবে لكن من صدر منهم ما هو فى صورة, অর্থাৎ, তবে যার থেকে জুলুমের আকারে কিছু কাজ প্রকাশ পেল, অতঃপর সে তওবা করল। (রূহুল মাআনী)

(৭) ইশারা করা হল যে, এখানে " ك " এর পূর্বে একটি مضاف উহ্য আছে। اى فى جيب قميصك। (রূহুল মাআনী)

(৮) কথাটি مرسلا বা مبعوثا শব্দের সঙ্গে متعلق الى فرعون তাই এই অর্থ করা হল।

(৯) আল্লামা আলূসী এই কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ظلما وعلوا শব্দদ্বয় এখানে কারণ বর্ণনার জন্য উল্লেখিত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(১০) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে وضع الظاهر موضع المضمر হিসাবে المفسدين কে উল্লেখ করা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭নং আয়াত :

১. প্রয়োজন মেটানোর জন্যে মানুষের স্বাভাবিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করতে হবে।

২. সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা। বরং ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উত্তম। কারণ, আয়াতে قال موسى لاهله বলা হয়েছে। اهل শব্দের মধ্যে স্ত্রী ও গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামেল থাকে। অথচ এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৪নং আয়াত :

১. জুলুম ও অহংকার মানুষকে হক থেকে বঞ্চিত রাখে।

২. ফ্যাসাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ ও ভয়াবহ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾

(১৫) আর আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে বিশেষ জ্ঞান[১১] দান করেছিলাম। তারা উভয়ে বলেছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

(১৬) আর সুলাইমান দাউদের স্থলাভিষিক্ত[১২] হয়েছিল এবং বলেছিল-হে লোকসকল! আমাকে পাখীর বুলি (বুঝবার) শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবং আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু প্রদান করা হয়েছে। নিশ্চয় এটা অত্যন্ত স্পষ্ট অনুগ্রহ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে পয়গম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝানো উদ্দেশ্য, তাই অনুবাদে 'বিশেষ' কথাটি যোগ করা হল।

(২) অর্থাৎ, নবুয়ত ও রাজত্বের ক্ষেত্রে সুলায়মান (আ.) স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫নং আয়াত :

১. হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. নেয়ামতের শোকর করা জরুরী।

● ১৬নং আয়াত :

১. পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থ-সম্পদের উত্তরাধিকার হয় না। তাই এখানে নবুয়ত ও রাজত্বের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, نحن معاشر الانبياء لا نورث অর্থাৎ, আমরা যারা নবী-রসূল তাদের কেউ উত্তরাধিকারী হয় না। যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদের ওফাতের সময় তাঁর ১৯জন পুত্র-সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে তারা সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলাইমান (আ.) কে উত্তরাধিকারী বলার কোনো অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে।

২. অহংকার বশত না হলে নিজের জন্যে বহুবচন পদ ব্যবহার করা জায়েয। হযরত সুলাইমান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও এখানে علمنا বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন রাজকীয় বাক-পদ্ধতি অনুসারে। যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সুলাইমান (আ.)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে।

৩. বিহঙ্গকুল ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও বুদ্ধি-চেতনা বিদ্যমান। তবে তাদের চেতনা এই পরিমাণ নয় যে, শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

(১৭) আর সুলাইমানের জন্য একত্র করা হল তাঁর সেনাবাহিনী– জ্বিন, মানব ও পক্ষীকুল, (চলার সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে) তাদেরকে থামিয়ে রাখতে হত।

(১৮) এমনকি, যখন তারা পিপীলিকাদের এক ময়দানে পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা বলে উঠল, হে পিপীলিকা সকল! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান ও তাঁর সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করে না ফেলে।

www.maktabatulabrar.com

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল, এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দাও। আমি যেন তোমার সেই নেয়ামতসমূহের শোকর (করা)কে ধরে রাখতে পারি, যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তোমার কাছে মকবুল হয়। এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭নং আয়াত :

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বাহিনীতে জিনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

● ১৮নং আয়াত :

পিপীলিকা বলল, "যেন সুলাইমান ও তাঁর সেনাদল অজ্ঞতাসারে তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করে না ফেলে।" এখানে উল্লেখিত 'অজ্ঞাতসারে' কথাটি লক্ষ্যণীয়। এ কথা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করেন না, নবীগণ হয়ে থাকেন নিষ্পাপ।

● ১৯নং আয়াত :

১. হযরত সুলাইমান (আ.) প্রাণীর কথাও বুঝতেন।

২. সকল সৎকর্ম মকবূল হওয়া জরুরী নয়। বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই নবী-রসূলগণ তাদের সৎকর্মসমূহ মকবূল হওয়ার জন্য দুআ করতেন।

৩. সৎকর্ম মকবূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না।

৪. আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতসমূহের শোকর দু'একবার করে ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ নয়। বরং সর্বদা এর কৃতজ্ঞতা আদায় করা কর্তব্য।

৫. নেক কাজ সম্পাদনে নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহ তাআলার তাওফীক লাভার্থে দুআ করতে থাকতে হবে।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

(২০) আর সে (সুলাইমান) পাখীদের খোঁজ-খবর নিল। অতঃপর বলল, ব্যাপার কী হুদহুদ (কাঠ-ঠোকরা পাখী) কে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?

(২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব, নতুবা অবশ্যই তাকে যবেহ করে ফেলব, না হয় অবশ্যই সে আমার সামনে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করবে।

(২২) কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ আসল এবং বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত হননি। এবং আমি আপনার নিকট সাবা[১] সম্প্রদায়ের এক সুনিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ[২] নিয়ে এসেছি।	فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾
(২৩) আমি এক নারীকে দেখলাম, যে তাদের উপর রাজত্ব করছে এবং প্রত্যেক প্রকারের সরঞ্জামই তার আয়ত্তাধীন রয়েছে। আর তার আছে একটা বিরাট সিংহাসন।	اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾
(২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদা করছে এবং শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে। তাই তারা সৎপথ পায় না।	وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) سبا (সাবা) ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ শহর।

(২) রাগেব ইসফাহানী বলেছেন, النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة অর্থাৎ, "নাবা" বলা হয় এমন খবরকে যা অত্যন্ত ফায়দামন্দ (উপকারী) যার দ্বারা ইল্‌ম বা প্রবল ধারণা লাভ হয়। এই গুণ তিনটি একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত মূলত কোন খবরকে নাবা বলা যায় না। (মুফরাদাত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০নং আয়াত :

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরীদদের খোঁজ-খবর নেওয়া জরুরী। হযরত সুলাইমান (আ.) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমনকি যে হুদহুদ পাখীর মত একটি ক্ষুদ্র ও দূর্বল প্রাণীও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি।

● ২১নং আয়াত :

১. যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে পরিমিত সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েয। তবে এটা পালিত জন্তুর ক্ষেত্রে। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর শরীয়তে বৈধ ছিল। (কুরতুবী)।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওজর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ২২নং আয়াত :

পয়গম্বরগণ আলিমুল গায়ব বা অদৃষ্ট-জান্তা নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

● ২৩নং আয়াত :

সাবার যে সম্রাজ্ঞীর কথা বলা হয়েছে, তার নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তার মাতা জ্বিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। বর্তমানে কোন জ্বিন নারীর সঙ্গে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি না, এ ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই এটাকে জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জীব-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে নিষেধ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৩নং আয়াত :

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, নারীর জন্য বাদশাহ্ হওয়া কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয। কারণ বিলকীস ছিল কাফের। আমাদের শরীয়তে এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো নারীকে শাসন কর্তৃত্ব, খেলাফত বা রাজত্ব সমর্পণ করাই যাবে না। বরং নামাযের ইমামতির মত বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন কতৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। হাদীছ শরীফে মহিলা নেতৃত্বের উপর কঠোর হুশিয়ারী উচ্চরিত হয়েছে।

(২৫) যাতে[১] তারা সাজদা না করে আল্লাহকে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত গোপন২ বস্তুকে প্রকাশ করেন। এবং যিনি জানেন যা কিছু তোমরা গোপন রাখ এবং যা কিছু প্রকাশ কর।	اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾
(২৬) আল্লাহই এমন, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি মহা আরশের মালিক[৩]।	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ السجدة
(২৭) সে (সুলায়মান) বলল, অবশ্যই[৪] আমি বিবেচনা করব[৫], তুমি সত্য বলছ, না কি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত[৬]।	قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾
(২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের সামনে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের থেকে সরে থাক এবং খেয়াল কর[৭] তারা পরস্পর কী বলাবলি করে[৮]।	اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ﴿ শব্দটি এখানে ﴿ এর অর্থ দেবে, এবং এটির সম্পর্ক (تعلق) হল زين বা صد ক্রিয়ার সঙ্গে। এ বাক্যটিও অধিকাংশের মতে হুদহুদ পাখীর আলোচনার পরিশিষ্ট। (রূহুল মাআনী)

(২) خبء শব্দটি مصدد কিন্তু এখানে مخبوء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে সর্বপ্রকার রিযিক ও ধন-দৌলত শামেল রয়েছে। এগুলোকে বৃষ্টির মাধ্যমে আকাশ থেকে এবং উদগমের মাধ্যমে যমীন থেকে প্রকাশ বা বের করা হয়। (কাবীর)

(৩) অর্থাৎ, আরশের তুলনায় বিলকীসের সিংহাসন উল্লেখেরও যোগ্য নয়।

(৪) আল্লামা আলূসী বলেছেন سننظر এর سين হরফটি তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এর অর্থ করা হল "অবশ্যই"। (রূহুল মাআনী)

(৫) ننظر শব্দটি এখানে দেখার অর্থে আসেনি। এসেছে (ভেবে দেখব বা বিবেচনা করব)-এর অর্থে। (কাবীর ও রূহুল মাআনী)

(৬) ইমাম রাযী বলেছেন, ام كذبت (না কি মিথ্যা বলেছ) এর চেয়ে ام كنت من الكاذبين এর মধ্যে مبالغه বেশী। এভাবেই অনুবাদ করা হয়েছে। (কাবীর)

(৭) এখানেও فانظر শব্দটি فتأمل (খেয়াল কর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৮) ما ذا يرد بعضهم على بعض من শব্দের অর্থ অধিকাংশ তাফসীরবিদ লিখেছেন– ما ذا يرجعون -(তারা পরস্পর কী বলাবলি বা কথা কাটাকাটি করে, ভাল করে শুনবে)। (কাবীর ও রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫নং আয়াত :

১. ইলাহ্-এর জন্য জরুরী যে, তিনি গোপন বস্তু প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন এবং সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখবেন। সূর্যের এমন কোনো গুণাবলী নেই। সুতরাং তাকে সাজদা করা বৈধ হবে না। (কাবীর)

২. এ আয়াত পাঠ করে সাজদা করা কর্তব্য। শ্রবণ করলেও তা-ই ।

৩. পশু-পাখীরও (এক পর্যায়ের) আল্লাহর মা'রেফাত রয়েছে। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

● ২৭নং আয়াত :

শাসক বা গভর্ণরের কর্তব্য হল, প্রজা-সাধারণের ওজর কবূল করা। তাদের থেকে শাস্তি হটিয়ে নেওয়া এবং তাদের ওজরকৃত বিষয়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। (রূহুল-মাআনী)

● ২৮নং আয়াত :

১. দ্বীনের তাবলীগ ও ইসলামের দাওয়াত-এর জন্য মুশরিক ও কাফেরদের নিকট পত্র লেখা জায়েয।

২. সাধারণ কাজ-কারবারে লেখা ও পত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। কারণ, হযরত সুলাইমান (আ.) সাবা সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকেই তার উপর ইতমামে হুজ্জত (প্রমাণকে চূড়ান্তকরণ)-এর জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন।

৩. মানবিক নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখা সব মজলিসেই জরুরী, যদিও তা কাফের-মুশরিকদের মজলিসই হোক না কেন। তাই তো হযরত সুলাইমান (আ.) হুদহুদকে বিলকীসের মজলিস থেকে একটু সরে থাকতে বলেছেন।

www.maktabatulabrar.com

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾

(২৯) সে (বিলকীস) বলল, হে সভাসদবৃন্দ! আমার নিকট তো একটি সম্মানিত পত্র[১] নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾

(৩০) নিশ্চয় তা সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং এতে (লিখিত) আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) আমার মোকাবেলায় বড়াই কর না। এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকট চলে এসো।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾

(৩২) সে (বিলকীস) বলল, হে পারিষদবর্গ! তোমরা এই বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও। আমি কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সামনে উপস্থিত না হও।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) তারা বলল, আমরা খুব শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা। আর (সিদ্ধান্তের) বিষয়টি আপনার উপরই ন্যস্ত। অতএব ভেবে দেখুন, কী আদেশ করতে হয়।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) সে (বিলকীস) বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে (বিজয়ীবেশে) প্রবেশ করে, তখন তা তছনছ করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদেরকে অপদস্ত করে ছাড়ে। তারাও এরূপই করবে।

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর আমি তাদের কাছে বড় ধরনের[২] উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখব প্রেরিত লোকেরা কী (উত্তর) নিয়ে আসে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পত্রখানিকে "সম্মানিত" বলার কারণ এই যে, তা শাসকসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষা ও মর্ম ছিল অতিশয় উচ্চাঙ্গের ও গুরুগম্ভীর। (বয়ানুল কুরআন) হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও যুহায়র প্রমুখ এর অর্থ করেছেন– كتاب مختوم (মোহরাঙ্কিত পত্র)। কারণ সাধারণ বাক-পদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই সম্মানিত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়।

(২) هدية এর তানবীন تفخيم -এর জন্য।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০নং আয়াত :

১. সুন্নাত ও উত্তম হল পত্র-প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে এবং পরে প্রাপকের নাম।

২. পত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখাও সুন্নাত।

● ৩২নং আয়াত :

১. গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করাও সুন্নাত।

২. পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে একমাত্র আমীর বা খলীফার।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝٣٦	(৩৬) অনন্তর যখন সুলাইমানের দরবারে দূত পৌঁছল, তখন সে বলল, তোমরা কি অর্থ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন, তা সেই বস্তু অপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট[১] যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকনে গর্বিত হয়ে থাকবে।
اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ۝٣٧	(৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছি, যাদের সঙ্গে একটুও মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্ত করে বহিষ্কৃত করব। আর তারা হয়ে যাবে বশীভূত[২]।
قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝٣٨	(৩৮) সে (সুলাইমান) বলল, হে পারিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তারা অনুগত হয়ে আমার নিকট আসার পূর্বেই তার সিংহাসনটি আমাকে এনে দেবে[৩]?
قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝٣٩	(৩৯) এক মহা বলিষ্ঠকায়[৪] জ্বিন বলল, আপনি স্বীয় আসন ত্যাগ করার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। এবং আমি এ কাজে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।
قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۙ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۭ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۝٤٠	(৪০) যার[৫] নিকট (আসমানী) কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল, আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলাইমান যখন তা নিজের সামনে উপস্থিত দেখতে পেল, তখন বলল, এটাও আমার প্রতিপালকের একটি অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শোকর করি, না না-শোকরী করি; এবং যে ব্যক্তি শোকর করে সে নিজের কল্যাণের জন্য শোকর করে। আর যদি[৬] কেউ না-শোকরী করে, তবে নিশ্চয়ই আমার রব অভাবমুক্ত, মহিমাময়।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেননা, তোমাদের আছে শুধু দুনিয়া, আর আমার নিকট ধর্মও আছে, এবং দুনিয়াও তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী আছে।

(২) আল্লামা আলূসী বলেছেন, এর অর্থ যদিও অপমান, লাঞ্ছনা, কিন্তু এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বন্দী ও দাসে পরিণত হওয়া"। (রূহুল মাআনী)

(৩) সিংহাসন আনার উদ্দেশ্য তাকে আল্লাহর কুদরত প্রদর্শনও হতে পারে। আবার সম্রাজ্ঞীর বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাও হতে পারে।

(৪) আল্লামা জালাল মাহাল্লী عفريت অর্থ করেছেন القوى الشديد (জালালাইন)

(৫) এই ব্যক্তি কে? তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম রাযী (র.) ও হযরত থানবী (র.)-এর মতানুসারী ইনি স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আ.) ছিলেন পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস, কাতাদা, য়াযীদ ইবনে রূমান, হাসান বসরী প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদের বর্ণনা এই যে, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মানের প্রধান সহচর আসেফ ইবনে বারখিয়া ছিল। কুরতুবী ও আল্লামা আলূসী এটাকেই জমহুরের মত সাব্যস্ত করেছেন। (রূহুল মাআনী)

(৬) এখানে من শব্দটি شرطيه বা শর্তবাচক। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত :

কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়। তবে এটা তখন, যখন তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোনো ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়, তবে কবূল করার অবকাশ আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফেরের উপঢৌকন কবূল করেছেন এবং কারও কারওটা প্রত্যাখ্যান করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৭ নং আয়াত :

শক্তি থাকলে শত্রুদেরকে এর ভয়-ভীতি দেখানো যায়।

● ৩৮ নং আয়াত :

হযরত সুলায়মান (আ.) কঠিন কঠিন বিষয়ে জ্বিনদেরকে কাজে লাগাতেন।

● ৪০ নং আয়াত :

১. নেয়ামতের শোকর করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. শোকরকারী শোকরের ফায়দা লাভ করে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. দয়া ও মহিমার কারণেই আল্লাহ তাআলা শোকর না করার সঙ্গে সঙ্গেই নেয়ামতকে কেড়ে নেন না। (আইছারুত্তাফাসীর)

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝٤١	(৪১) সে (সুলাইমান) বলল, তার (বিলকীসের) জন্য তার সিংহাসনটিকে অচেনা বানিয়ে দাও। দেখি, সে সঠিক চিনতে পারে, না কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা চিনতে পারে না?

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) অতঃপর যখন সে (বিলকীস) এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। এই ঘটনার পূর্বেই আমরা প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছি। আর (তখন থেকেই) আমরা অনুগত হয়েছি।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

(৪৩) আর আল্লাহর পরিবর্তে অপর বস্তুর উপাসনা তাকে (ঈমান আনা থেকে) বিরত রেখেছিল। (কারণ) সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ভুক্ত।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) তাকে (বিলকীসকে) বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর[১]। অনন্তর যখন সে তা (-র আঙ্গিনা) দেখল, তখন সেটাকে অনেক পানি মনে করল, এবং তার উভয় পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল; সে (সুলাইমান) বলল, এটা তো স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ! সে (বিলকীস) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্বপ্রতিপালকের আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সুলাইমান (আ.) বিলকীসের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার পর তাকে নিজের কিছু রাজকীয় জাঁকজমক দেখাতে ইচ্ছা করলেন। যেন পার্থিব সম্পদেও সে নিজেকে সুলাইমান (আ.)-এর চেয়ে বড় মনে না করে। সেমতে একটি কাঁচের মহল তৈরী করে এর আঙ্গিনায় একটি চৌবাচ্চা নির্মাণ করলেন, এবং এতে নানা বর্ণের মাছ জিইয়ে একখণ্ড স্বচ্ছ কাঁচের পাত দ্বারা একে আচ্ছাদিত করলেন। অতঃপর বিলকীসকে উক্ত কাঁচের প্রাসাদে প্রবেশ করতে বললেন। বুঝা গেল কাফের মুশরিককে স্বীয় জাঁকজমক ও শান-শওকত দেখানো জায়েয।

বি. দ্র. শেষে বিলকীসের বিবাহ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সঙ্গে হয়েছিল কি না, এ ব্যাপারে কুরআন নিশ্চুপ। সহীহ্ কোনো হাদীছেও এ সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। অবশ্য ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, বিবাহ হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১–৪৪ নং আয়াত :

১. কৌশলে অন্যের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার বৈধতা।

২. কাফের-মুশরিককে স্বীয় জাঁকজমক ও শান-শওকত দেখানো জায়েয।

www.maktabatulabrar.com

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) আর নিশ্চয় আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। অতঃপর হঠাৎ তারা দু'দলে বিভক্ত[১] হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) সে (সালেহ) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নেক কাজের পূর্বে শাস্তিকে কেন তাড়াতাড়ি চাচ্ছ[২]? তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা কেন চাচ্ছ না? যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আশা করা যেতে পারে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে অশুভ মনে করছি[৩]। সে (সালেহ) বলল, তোমাদের অশুভতা আল্লাহর নিকট বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একদল মুমিন, অপর দল কাফের।

(২) অর্থাৎ, আযাবের কথা শুনে তোমাদের তো ঈমান আনা উচিৎ ছিল। তা না করে তোমরা বরং উল্টো সেই আযাবেরই ফরমায়েশ করছ। এটা বড়ই নির্ভীকতার কথা। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) কেননা, যখন থেকে তুমি এই ধর্ম আবিস্কার করেছ, এবং তোমার এই দল সৃষ্ট হয়েছে, তখন থেকেই জাতির মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে। এবং অনৈক্যে যাবতীয় কুফল ফলছে। তাই এই সাকুল্য অনর্থের উৎস তোমরা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬নং আয়াত :

আল্লাহ তাআলার আযাব-গযবের কথা শুনে তার নিকট তওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

● ৪৭নং আয়াত :

১. মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছু আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। অতএব নবী ও ওলীদেরকে অমঙ্গলের উৎস মনে করা ভুল।

২. কাফের-মুশরিকরা ভাল লোকদেরকে সব অমঙ্গলের কারণ প্রতিপন্ন করে থাকে। যেমন এ ধারা এখন দেখা যায়, অতীতেও এমন ছিল।

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর সেই শহরে ছিল নয় জন[১] (দলপতি), যারা যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াত, সংশোধন করত না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৯) তারা বলল, তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে শপথ কর যে, আমরা অবশ্যই রাত্রিকালে হঠাৎ গিয়ে তাকে (সালেহকে) ও তার পরিবারকে হত্যা করব[২]। অতঃপর আমরা তার দাবীদারকে[৩] বলে দেব যে, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত-ই ছিলাম না। এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

(৫০) এবং তারা এই চাল চালল। আর আমিও এক চাল এমনভাবে চাললাম যে তারা টেরও পেল না।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

(৫১) সুতরাং লক্ষ্য কর তাদের চালের পরিণাম কেমন হল, আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৫২) ওইতো তাদের বাড়ী-ঘর, যা তাদের কুফরীর কারণে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানবানদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ নয়জন ছিল হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নেতা। তাদের প্রত্যেকের ছিল স্বতন্ত্র একেকটা দল। তারাই মুজিযা স্বরূপ বের হওয়া উটনীকে হত্যা করেছিল।

(২) بيات শব্দটির মূল হল مباغتة العدو ومفاجأته بالايقاع ليلا وهو غافل অর্থাৎ, শত্রুকে রাত্রিকালে তার গাফলতের অবস্থায় হঠাৎ করে আক্রমণ করা। (রূহুল মাআনী)

(৩) আল্লামা আলূসী বলেন, المراد به طالب تارة من ذوى قرابته اذا قتل অর্থাৎ এখানে ওলী বলতে তাঁকে বোঝানো হয়েছে তার আত্মীয়দের মধ্যে যে তাঁর নিহত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী করবে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪৮-৫২নং আয়াতসমূহ :

১. সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ফ্যাসাদ ও ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. ফ্যাসাদের পরিণাম ধ্বংস।

৩. ধ্বংস হওয়া জাতির ইতিহাস ও নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

(৫৩) এবং আমি নাজাত দিলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং (কুফর ও পাপাচার থেকে) বেঁচে থাকত।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٤﴾

(৫৪) এবং আমি লূতকে[১] পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি এই অশ্লীল কাজ করছ? অথচ তোমরা জান (যে, এটা অশ্লীল)।

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

(৫৫) তোমরা কি নারীদেরকে অতিক্রম করে কাম-তৃপ্তির জন্য পুরুষে উপগত হচ্ছ? বরং তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়[২]।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾

(৫৬) তখন এই কথা বলা ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের কোন উত্তর রইল না যে, লূত পরিবারকে তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা খুব পাক-পবিত্র থাকতে চায়।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۡ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

(৫৭) অতঃপর আমি লূত ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তার স্ত্রীকে ব্যতীত। তার জন্যও ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاۗءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾

(৫৮) আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ ধরনের[৩] বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰي عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۭ ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

(৫৯) তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর। আল্লাহ উত্তম? না কি ঐসমস্ত পদার্থ যাদেরকে তারা শরীক করছে?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) لوطا শব্দটি পূর্বোক্ত ارسلنا ক্রিয়ার কর্মপদ হিসাবে منصوب হয়েছে।

(২) অর্থাৎ এ কাজ যে, অশ্লীল তা জানা সত্ত্বেও তোমরা অজ্ঞদের মত তা করেই যাচ্ছ।

(৩) مطرا এর তানবীন تنويع এর জন্য। তাই "বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বলা" হয়েছে। এ বৃষ্টি ছিল পাথরের।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩নং আয়াত :

ঈমান ও সৎকর্ম আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম উপায়।

● ৫৪–৫৫নং আয়াতদ্বয় :

১. লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যায় জেনেও সমকামিতায় লিপ্ত ছিল।

২. সমকামিতাসহ সবই পাপই অজ্ঞতা।

● ৫৬নং আয়াত :

লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ও একথা মানতে বাধ্য ছিল যে, সমকামিতা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ। তাই কোনো সদুত্তর দিতে না পেরে উল্টো লূত (আ.)-এর বিরুদ্ধে নির্যাতন ও জুলুমের পথ অবলম্বন করে। সব যুগে পাপাচারীরা এমনই করে থাকে।

● ৫৭–৫৯নং আয়াতসমূহ :

১. লূত (আ.)-এর স্ত্রী কাফের ছিল।

২. নবীর স্ত্রীও ঈমান না থাকার কারণে রক্ষা পায়নি। অতএব শুধু আল্লার প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে বংশীয় বা অন্য কোনো রূপ সম্পর্ক থাকলেই তা নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদি নিজের ঈমান আমল সঠিক না থাকে।

৩. লূত সম্প্রদায়ের শাস্তির বিবরণ।

৪. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

১৯ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–২০

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝٦٠	(৬০) (এসব মূর্তিই উত্তম?) না কি সেই সত্তা[১], যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন? অতঃপর আমি তদ্বারা মনোরম উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করেছি। তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ স্থির করে[২]।
اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦١	(৬১) নাকি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে সৃষ্টি করেছেন নদী-নালা এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা[৩] এবং দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়[৪]; আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবূদ আছে কি? বরং তাদের অনেকে জানে না।
اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٦٢	(৬২) না কি সেই সত্তা, যিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূর করে দেন[৫]। আর তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবূদ আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।
اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٦٣	(৬৩) না কি সেই সত্তা, যিনি স্থল ও জল ভাগের অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি নিজ অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ুরাশী প্রেরণ করেন[৬]। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবূদ আছে কি? আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে, যা তারা শরীক করে।

(৬৪) না কি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির উদ্ভাবন করেন। আবার তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক প্রদান করেন। আলাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবূদ আছে কি? তুমি বলে দাও, তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৭]।	اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ام -কে متصله ধরে তরজমা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কোন কোন তাফসীরবিদ এ আয়াত ও এর পরবর্তী ৪ আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত ام - কে منقطعه ধরে তাফসীর করেছেন। منقطعه ধরা হলে তরজমা হবে, বরং তিনি উত্তম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ...।' (বয়ানুল কুরআন ও কাশশাফ)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতে সংক্ষেপে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা উত্তম, না কি সেসব দেব-দেবী উত্তম, যারেদরকে মুশরিকরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মুশরিকদেরকে শাসানো। অর্থাৎ, যেসব দেব-দেবী তাদের পূজারীদের কোনো উপকার করতে কিংবা কোনো মুসীবত দূর করতে পারে না তারা উত্তম, না কি আল্লাহ তাআলা উত্তম, যিনি পরাক্রমশালী। উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর এখান থেকে আল্লাহর একত্ববাদের কিছু প্রমাণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন যা স্বস্থানে স্থির ও অবিচল রয়েছে, যা কোন দিকে ঝুকে পড়ে না, নড়ে না এবং কম্পিত হয় না। পক্ষান্তরে পৃথিবী যদি নড়তে থাকত, তবে কোনো প্রাণী তাতে বসবাস করতে পারত না এবং জীবন-যাপন প্রীতিকর হত না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৪) অর্থাৎ, মিষ্ট পানি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে একটি ব্যবধান রেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যার ফলে একটা অন্যটার সঙ্গে মিলিত হয় না। অথচ একই সঙ্গে একই নদীতে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

(৫) অর্থাৎ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দুর্দশা আল্লাহ ব্যতীত কেউ পূরা করতে পারে না। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ও জল-স্থলে অবস্থিত কুদরতের নিদর্শনাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদের সপক্ষে দলীল পেশ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ দুঃখ-দুর্দশার সময় আল্লাহকে ডেকে থাকে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষের মন-মগজে আল্লাহর মারেফত বদ্ধমূল রয়েছে। বিপদের সময় মানুষ কেবল আল্লাহকেই ডাকে; কোনো দেব-দেবীকে ডাকে না। সুতরাং প্রকৃত মা'বূদ তিনিই, যাকে তোমরা তোমাদের বিপদ-আপদের সময় ডাক এবং যিনি তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেন। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

www.maktabatulabrar.com

(৬) এখানে رحمة তথা অনুগ্রহ দ্বারা বৃষ্টি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রবাহিত করেন। এতে বোঝা যায় যে, অব্যবহিত পরেই আল্লাহর অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে বৃষ্টি বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

(৭) অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে এসব প্রমাণাদি শুনেও তারা যদি বলে যে, অন্য মা'বূদও ইবাদতের যোগ্য রয়েছে, তবে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হলে তার সপক্ষে এমন যুক্তি প্রমাণ পেশ কর, যদ্বারা বোঝা যায় যে, তারা উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬০নং আয়াত :

যিনি সমগ্র ও সমস্ত মাখলূকের স্রষ্টা, তিনিই একমাত্র মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ত। পক্ষান্তরে যারা এর অধিকারী নয়, তারা মা'বূদ হতে পারে না।

● ৬১নং আয়াত :

মা'বূদ হওয়ার উপযুক্ত তিনিই, যিনি সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ ও ক্ষমতাবান। পক্ষান্তরে যে কোনো দুর্বল, অক্ষম মাখলূককে আল্লাহর সমকক্ষ করে মা'বূদ সাব্যস্ত করা অত্যন্ত অবিচার ও হঠকারিতারই নামান্তর। (ফাওয়ায়েয়ে উছমানী)

● ৬২নং আয়াত :

১. তিনিই একমাত্র মা'বূদ হওয়ার উপযুক্ত, যিনি আর্ত, পীড়িত ও দুঃস্থের ডাকে বিপদের সময় সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করে দেন। পক্ষান্তরে যারা মানুষের সুখে-দুঃখে কোনো উপকার করতে পারে না তারা উপাস্য হতে পারে না। (মাআরিফুল কুরআন)

২. ইখলাস ও নিষ্ঠার শর্তে অসহায় ও আর্ত-পীড়িতের দুআ কবূল হয়। (প্রাগুক্ত)

● ৬৩নং আয়াত :

জল ও স্থলের অন্ধকারে তারকারাজি ইত্যাদি দ্বারা পথ প্রদর্শন করা যেমন আল্লাহ তা'আলার একটি মহান অনুগ্রহ, তেমনি বৃষ্টি-বায়ুও তাঁরই মহান অনুগ্রহ ও অমূল্য নেয়ামত। সুতরাং তিনিই মা'বূদ হওয়ার উপযুক্ত।

(৬৫) তুমি বলে দাও, আল্লাহ ব্যতীত যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে তারা কেউই গায়েব জানে না এবং তারা অবগত নয় যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে[১]।	قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾
(৬৬) বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে[২]। বরং তারা সে সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। বরং তারা সে সম্পর্কে অন্ধ।	بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۛ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৭) আর যারা কুফ্‌রী করেছে তারা বলে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও, তখনকি নিশ্চিতই আমরা পুনরুত্থিত হব?	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾
(৬৮) অবশ্যই আমাদেরকে ও আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পূর্ব থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ তো পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসা কিস্‌সা-কাহিনী ব্যতীত কিছু নয়[৩]।	لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾
(৬৯) তুমি বলে দাও, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল[৪]।	قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপূরক ও পরবর্তী আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ। এ পারার শুরু থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও পরিব্যপ্ত অনুগ্রহ-অনুকম্পার বর্ণনা ছিল এবং একথা বোঝানো হয়েছিল যে, যিনি এসব গুণাবলীর একক অধিকারী, তিনি মা'বূদ হিসাবেও এককই হবেন। এটাই যুক্তিসঙ্গত। আলোচ্য আয়াতে ভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহ তা'আলার মা'বূদিয়াতের সপক্ষে দলীল পেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, তিনিই মা'বূদ যিনি পূর্ণ পরিব্যপ্ত ইল্‌মের অধিকারী। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও এ গুণ নেই। সুতরাং তিনিই একমাত্র মা'বূদ অর্থাৎ, উপাস্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) তাফসীরবিদগণ بل ادرك علمهم فى الاخرة আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর করেছেন। পূর্বাপর সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে অধিকাংশ তাফসীরবিদের অভিমত অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাফসীরের বড় বড় গ্রন্থরাজি দ্রষ্টব্য। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছেও এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তখন যা বলা হয়েছিল এখনও তারই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কিন্তু কতযুগ অতিবাহিত হয়ে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত দেখিনি বা শুনিনি যে, কেউ মৃত্যুবরণ করে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হয়েছে এবং সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, কত অপরাধী দুনিয়াতেই দৃষ্টান্তমূলক সাজা পেয়েছে এবং নবীদের ঘোষণা সত্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এতেই অনুমান করে নাও যে, মৃত্যুপরবর্তী জীবন ও পরকালের আযাব সম্পর্কে নবীগণ যে ঘোষণা দিয়েছেন তাও সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হবে। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৫নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউই গায়েব জানে না। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি তার বিশেষ কোন বান্দাকে বিশেষ কোন উপায়ে কোন গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন তাকে আলিমুল গায়ব অর্থাৎ, গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবগত বলা যাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৬৯নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে একবার সৃষ্টি করার পর যখন ধ্বংস করে দিয়েছেন তখন এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৭০) এবং তুমি তাদের জন্য দুঃখ কর না এবং তারা যে সব ষড়যন্ত্র করছে তাতে মনসংকীর্ণ হয়ো না।	وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
(৭১) আর তারা বলে, কখন এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[১]।	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾
(৭২) তুমি বলে দাও, সম্ভবত তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে তার কিছু অংশ, যাকে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ[২]।	قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾
(৭৩) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু তাদের অধিকাংশ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না[৩]।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾
(৭৪) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জানেন, যা তাদের অন্তর গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾
(৭৫) এবং আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন বিষয় নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।[৪]	وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কখন কেয়ামত কায়েম হবে? এবং যে আযাবের ভয় দেখানো হচ্ছে তা কখন অবতীর্ণ হবে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, বিচলিত হয়ো না। প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, আংশিক প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তীই হয়ে গেছে। (সেমতে অল্প দিনের মধ্যেই তাদেরকে বদরের শোচনীয় সাজার সম্মুখীন হতে হয়েছে।) আর কেয়ামতের অনেক লক্ষণ ও আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে যদি আযাবকে বিলম্বিত করে দেন তবে তাদের উচিত ছিল এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করা। কিন্তু তারা তার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, তোমাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কর্ম, অন্তরের ভেদ, নিয়ত, ইচ্ছা এবং আকাশ ও পৃথিবীতে লুকায়িত অতি সূক্ষ্ম রহস্যাদি সবই আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে রয়েছে এবং লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সবকিছুই যথাসময়ে বাস্তবায়িত হবে। বিলম্ব বা অস্থিরতা প্রদর্শনে কোনো ফায়দা নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১-৭৪নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ :

অপরাধের শাস্তি ও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অনিবার্য। তবে আল্লাহ তা'আলা সৎপথ অবলম্বনের জন্য অবকাশ স্বরূপ মানুষের উপর থেকে আযাব বিলম্বিত করে দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ মাত্র।

● ৭৫নং আয়াত :

আকাশ ও পৃথিবীর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন নেই। কাজেই প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলা।

(৭৬) নিশ্চয় এ কুরআন বনী ইসরাঈলদের নিকট বর্ণনা করে দেয় তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশ সম্বন্ধে।[১]	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾
(৭৭) এবং নিশ্চয়ই এটা মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।	وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾
(৭৮) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ[২]।	اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾
(৭৯) অতএব তুমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾
(৮০) নিশ্চয় তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না এবং তুমি বধিরদেরকেও (তোমার) আহ্বান শোনাতে পারবে না, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়[৩]।	اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۗءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾
(৮১) আর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের গোমরাহী থেকে ফিরিয়ে সঠিক পথে আনয়ন করতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। আর তারা আত্মসমর্পণকারী[৪]।	وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উল্লখ্য যে, বনী ইসরাঈল কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনেক ব্যবধান। যেমন একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত উযায়ের (আ.)-এর মর্যাদা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের শাস্তি দৈহিক না কি আত্মিক– এ সব বিষয়ে ছিল বিরোধ। পবিত্র কুরআন এ ক্ষেত্রে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দান করেছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, কুরআন তো অবতীর্ণ হয়েছে বোঝাবার ও অবহিত করাবার জন্য। বাকী, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন বনী ইসরাঈল ও সকলের সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও শাসকসুলভ ফয়সালা দান করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, এই কাফেরদের অন্তর মৃত। তারা তোমার কথা বুঝতে পারে না। কাজেই তোমার কথা তাদের কোনো কল্যাণে আসবে না। আর বধির ব্যক্তি যদি সামনের দিকে ফিরে থাকে তবে তাকে ইশারায় বোঝানো যায়। কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে অন্য দিকে ফিরে থাকলে তখন তাকেও বোঝানো যায় না। ঠিক তেমনি কাফেররাও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ও অমনোযোগী। সুতরাং তুমি তাদেরকে বোঝাতে পারবেন না। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৪) নসীহত কেবল তাদেরই উপকারে আসে, যারা নসীহত শুনে প্রভাবান্বিত হয়। আর প্রভাবান্বিত হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার কালামের উপর আস্থা রেখে তাঁর আনুগত্য করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০নং আয়াত :

মৃতদেরকে কোনো কথা শোনানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। তবে আল্লাহ তা'আলা কখনও কাউকে শুনবার যোগ্যতা দিলে তার পক্ষে শোনা কোনো বিচিত্র কিছু নয়। হাদীছ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণে কবর যিয়ারত সম্পর্কিত হাদীছসমূহে মৃতদের শোনার কথা বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

● ৮১নং আয়াত :

১. কাফেরদের অন্তরাত্মা মৃত। কারণ, তাদের মধ্যে ঈমান নেই। তাই হেদায়েতের কথা শুনে এবং কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখেও তাদের কোনো উপকার হয় না।

২. হেদায়েতের কথা শুনে এবং কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে উপকার কেবল তাদেরই হয়, যারা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী এবং হেদায়েতের প্রতি মনোযোগী।

(৮২) আর যখন তাদের সামনে (আমার) কথা পূর্ণ হওয়ার সময় এসে যাবে, তখন আমি তাদের জন্য ভূমি থেকে এক জন্তু বের করব, যা তাদের সঙ্গে কথা বলবে। এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না[১]।	وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاۗبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾	(৮৩) আর (স্মরণ কর) যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একেকটা দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত। অতঃপর তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে[১]।
حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾	(৮৪) অবশেষে যখন তারা সমাগত হবে, তখন তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিলে? অথচ তোমরা সেগুলোকে জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? অথবা সেটা কি, যা তোমরা করছিলে[২]?
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) আর তাদের উপর শাস্তি-বাণী এসে পড়বে এ কারণে যে, তারা সীমালংঘন করেছে। ফলে তারা কথাও বলতে পারবে না[৩]।
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾	(৮৬) তারা কি লক্ষ করে না যে, আমি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা তাতে বিশ্রাম করে এবং দিবসকে করেছি আলোকপ্রদ। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যখন আল্লাহর আযাব তাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং কেয়ামত ঘনিয়ে আসবে তখন ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পর মক্কার সাফা পর্বত থেকে এক জন্তু বের হবে। যেমন পাথর থেকে হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনী বের হয়েছিল। সে জন্তু মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। তার কাছে একটি মোহর থাকবে। সে উক্ত মোহর দ্বারা মু'মিন ও কাফেরের চেহারায় চিহ্ন এঁকে দিবে। মু'মিনের চিহ্ন হবে সাদা এবং কাফেরের চেহারার চিহ্ন হবে কালো। তখন মু'মিন ও কাফেরকে প্রকাশ্যে চেনা যাবে। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার দিন এ জন্তু পাহাড় চিরে বের হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) এখানে অধিকাংশ তাফসীরবিদের তাফসীর অনুসারে -এর তরজমা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে অস্বীকারকারীদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে শৃংখলার জন্য পশ্চাদবর্তীদেরকে অগ্রসর হতে বারণ করা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, না বুঝে না শুনেই অস্বীকার করে বসেছ? না কি তোমরা এছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে? অর্থাৎ, এ ছাড়া তোমাদের কাজই বা কি ছিল। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৪) অর্থাৎ, তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় তারা টু শব্দটিও করতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩-৮৫নং আয়াতসমূহ :

কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে সমবেত করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে পূর্ব ঘোষিত শাস্তি প্রদান করা হবে।

● ৮৬নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলা যেমন রাত্রিতে ঘুমাবার পর পুনরায় জাগ্রত করেন, তেমনি মৃত্যুর পরও পুনরায় জীবিত করবেন। এটা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾	(৮৭) আর (স্মরণ কর) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অতঃপর যারা আকাশমণ্ডলীতে রয়েছে এবং যারা পৃথিবীতে রয়েছে সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ (এ থেকে রক্ষা করার) ইচ্ছা করবেন[১]। এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়।
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۭ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾	(৮৮) আর তুমি পর্বতমালা দেখছ, তুমি এগুলোকে মনে করছ অচল, অথচ এগুলো (সেদিন) মেঘমালার ন্যায় চলতে থাকবে। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-কুশলতা, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।
مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾	(৮৯) যে ব্যক্তি নেকী নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) পাবে এবং তারা সেদিন ভীষণ আতঙ্ক থেকে নিরাপদ[২] থাকবে।
وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۭ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾	(৯০) আর যারা পাপ নিয়ে আসবে তাদেরকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে (এবং তাদেরকে বলা হবে,) তোমাদেরকে কেবল সেসব কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একটি মারফূ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, "যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন" দ্বারা ছয় ফেরেশতা– জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল, আযরাঈল ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এরা শিঙ্গার ফুৎকারে মৃত্যুবরণ করবে না। পরবর্তীতে তাদেরও মৃত্যু হয়ে যাবে।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রহ.) বলেন, এর দ্বারা শহীদদের বোঝানো হয়েছে, যারা হাশরের দিন নিজ নিজ তরবারি লাগিয়ে আরশের আশেপাশে সমবেত হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে فزع শব্দ দ্বারা ভীষণ আতঙ্ক বোঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, "মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না" (২১ : ১০৩)। সুতরাং কোনো সাধারণ আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া বিচিত্র নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কোন শাস্তি নয়। বরং যেমন কর্ম তেমন ফল। নিজ কর্মের মাশুল নিজেকেই দিতে হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৮নং আয়াত :

১. কেয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে যে, সেদিন পাহাড়-পর্বত মেঘমালার ন্যায় চলতে থাকবে।

২. আল্লাহর সৃষ্টি সুদৃঢ় ও সুষম।

● ৮৯–৯০নং আয়াতদ্বয় :

পুরস্কার ও সাজার ভিত্তি হচ্ছে নেকী ও পাপ। নেকীর সূচনা হচ্ছে তাওহীদ ও পাপের শেষ হচ্ছে শির্ক। (আইছারুত্তাফাসীর)

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَّأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾	(৯১) (তুমি বলে দাও) আমি তো কেবল আদিষ্ট হয়েছি এ (মক্কা) নগরীর প্রভূর ইবাদত করতে, যিনি এটাকে করেছেন সম্মানিত। আর সবকিছু তাঁরই। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে।
وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾	(৯২) আর (আমি আদিষ্ট হয়েছি) কুরআন তিলাওয়াত করতে[১]। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় তুমি (তাকে) বলে দাও, আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন[২]।
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾	(৯৩) আর তুমি বলে দাও সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য[৩], তিনি অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখাবেন। তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক গাফেল নন।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমার কাজ হচ্ছে নিজে আল্লাহর ইবাদত আনুগত্য করা এবং অন্যদেরকে কুরআন শুনিয়ে আল্লাহর পথ দেখানো। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, উপদেশ দিয়ে আমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছি। এখনও যদি না বুঝ তবে তোমাদেরই ক্ষতি। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহর হাজার হাজার শোকর যে, তিনি আমাকে হেদায়েতের পথপ্রদর্শক ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়েছেন। আসলে প্রশংসার উপযুক্ত তিনিই। যার যে গুণ-গরিমা রয়েছে তা তাঁরই প্রদত্ত। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯২নং আয়াত :

কর্মের প্রতিফল কর্ম সম্পাদনকারীকেই গ্রহণ করতে হবে। চাই সেটা ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৯৩নং আয়াত :

প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল নেয়ামতের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা ও শোকর আদায় করা কর্তব্য। (প্রাগুক্ত)

(২৮) সূরা ক্বাসাস, মক্কী
৮৮ আয়াত, ৯ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

طٰسٓمٓ ﴿١﴾	(১) ত্বা-সীন-মীম।
تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾	(২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।
نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَإِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾	(৩) আমি তোমার কাছে মূসা ও ফেরআউনের কিছু ঘটনা যথাযথভাবে বিবৃত করছি, এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান রাখে[২]।
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾	(৪) নিশ্চয় ফেরআউন দেশের মধ্যে খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল, তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়ে। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন।

(৫) আর আমি ইচ্ছা করছিলাম, সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে।	وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥
(৬) এবং তাদেরকে সে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে[৩]। আর ফেরআউন হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের থেকে তারা আশংকা করত[৪]।	وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "কাসাস" শব্দের অর্থ বর্ণনা করা। এ সূরায় যেহেতু প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে এবং পরে বিস্তারিতভাবে সূরার প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং আলোচ্য সূরার ২৫নং আয়াতে কাসাস শব্দটিও উল্লেখ রয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল কাসাস। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ সূরা। এ সূরা হিজরতের সময় মক্কা ও রাবেগ নামক স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে অবতীর্ণ হয়। এতে মক্কা পুনরায় বিজিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আয়ত্তে আসার সুসংবাদ প্রদান করা হয় (দ্র. ৮৫নং আয়াত ও তার তাফসীর)। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) কেননা, ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তা থেকে শিক্ষা দান এবং নবুয়তের স্বপক্ষে দলীল পেশ করা। এটা মু'মিনদের সাথেই জড়িত, চাই তাৎক্ষণিক ঈমানের অধিকারী হোক অথবা ঈমান গ্রহণের ইচ্ছা থাকুক। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, ফেরআউনের পদক্ষেপ ও সে সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার কথা তো উল্লেখিত হয়েছে। অপরদিকে আমার ইচ্ছা ছিল যাদেরকে ফেরআউন ও তার অনুসারীরা নিগৃহীত ও অবহেলিত অবস্থায় রেখেছিল তাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা। এবং জালেম ও অহংকারীদের থেকে দেশকে খালি করে মজলূম জনতাকে তাদের স্থালাভিষিক্ত করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, যে আশংকার কারণে ফেরআউন ও তার মন্ত্রী হামান বনী ইসরাঈলের হাজার হাজার শিশুকে যবাই করেছে, তাদের সেই আশংকাটা তাদের সম্মুখে বাস্তবায়িত করে দেখানো আমার ইচ্ছা ছিল। তাই যেই শিশু থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য ফেরআউন সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, আমি সেই শিশুকে তারই কোলে, তারই বিছানায় এবং তারই মহলে লালন-পালন করিয়েছি। এবং দেখিয়ে দিয়েছি যে, আমি যা করতে ইচ্ছা করি তা ঠেকাবার শক্তি কারো নেই। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩নং আয়াত :

বিশ্বাসীরাই কুরআনের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তদনুযায়ী নিজেদের আমল গড়ে তুলতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

● ৫নং আয়াত :

জুলুমের পরিণতি অনিবার্য ধ্বংস।

● ৬নং আয়াত :

আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর। তা প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই।

(৭) আর আমি মূসার মাতাকে ইলহাম করলাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশংকা করবে তখন তাকে (সিন্দুকে ভরে) নদীতে ফেলে দিও। আর তুমি ভয় কর না এবং দুঃখও কর না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাকে রসূলদের একজন বানাব[১]।	اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧
(৮) এরপর ফেরআউনের লোকজন তাকে (নদী থেকে) তুলে নিল, যেন সে (মূসা) তাদের জন্য শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়[২]। নিশ্চয় ফেরআউন হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।	فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۭ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝٨
(৯) এবং ফেরআউনের স্ত্রী বলল, (এ শিশু) আমার ও তোমার নয়নপ্রীতিকর। তোমরা একে হত্যা কর না। হয়ত সে আমাদের কোন উপকারে আসবে কিংবা আমরা তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে নেব। কিন্তু তারা (তার পরিণাম) জানত না[৩]।	وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ۭ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩
(১০) আর মূসার মাতার অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। সে তা (মূসার পরিচয়) প্রকাশ করে দেবারই উপক্রম করেছিল, যদি না আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করে দিতাম, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে[৪]।	وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۭ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰي قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠
(১১) আর সে (মূসার মাতা) তার (মূসার) বোনকে বলল, তুমি তার অনুসন্ধান কর। অতঃপর সে (রাজমহলে গিয়ে) তাকে (মূসাকে) দূর থেকে দেখতে পেল। অথচ তারা টের পেল না।	وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۭ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের অন্তরে ইলহাম হয়েছে অথবা তিনি স্বপ্ন দেখেছেন কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে পর্যন্ত শিশুর হত্যার আশংকা না থাকে সে পর্যন্ত তাকে দুধ পান করাতে থাক। যখন হত্যার আশংকা দেখা দেয়, তখন তাকে সিন্দুকে রেখে নীল নদীতে ফেলে দেবে। এজন্য কোন চিন্তা করবে না। আমি তাকে অবশ্যই তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাকে একজন রসূল বানাব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যে শিশুর জন্মের ভয়ে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে তাকেই ফেরাউন নদী থেকে তুলে নিয়ে অত্যন্ত আদর যত্নের সাথে লালন-পালন করতে লাগল। যার ফলে এই শিশু পরবর্তীতে ফেরাউনের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, তারা বুঝতে পারেনি যে, এ ছেলে বড় হয়ে কী করবে। তারা হয়ত বুঝতে পেরেছিল যে, বনী ইসরাঈলের কোন লোক ভয়ে সন্তানটিকে ফেলে দিয়েছে। তারা ভেবেছিল, একজন শিশুকে হত্যা না করা হলে কি হবে। কিন্তু এটাই যে তাদের সে আতংকের শিশু তা তারা বুঝতে পারেনি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) মূসা (আ.)-এর মাতা শিশুকে নদীতে ফেলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু মাতৃসুলভ স্নেহের কারণে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে একথা প্রকাশ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল যে, আমি আমার সন্তান নদীতে ফেলে এসেছি। কেউ পেলে নিয়ে এসো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে ধৈর্যধারণ করতেন। যার ফলে তিনি পরবর্তীতে সে প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭–৮নং আয়াতদ্বয় :

বান্দার ষড়যন্ত্রের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা রহিত হয় না।

- ৯নং আয়াত :

মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্খাই চূড়ান্ত নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত।

- ১০নং আয়াত :

বিপদের সময় ধৈর্য দান করা আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾

(১২) আর আমি পূর্ব থেকেই তার জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম ধাত্রীগণ (-এর দুগ্ধ)। সুতরাং সে (মূসার বোন) বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে আর তারা তার মঙ্গলকামী হবে[১]?

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

(১৩) সেমতে আমি তাকে (মূসাকে) তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখিত না হয়। আর যেন জেনে নেয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না[২]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১-২) অর্থাৎ, ফেরআউনের রাজমহলে সিন্দুক খোলার পর যখন সন্তানটিকে বের করা হল, তখন শহরে সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেল। তখন মূসা (আ.)-এর মাতা তার কন্যা অর্থাৎ, মূসা (আ.)-এর বোনকে তার সন্ধান নিতে পাঠালেন। মূসা (আ.)-এর বোন রাজমহলে পৌঁছে দূর থেকে অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। যেহেতু তারা তখন মূসা (আ.)-কে কারও দুধ পান করাতে পারছিল না, তাই তারা মূসা (আ.)-এর বোন (যে তখন একজন দর্শনার্থীনী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল, শিশুর বোনের পরিচয়ে নয়।)-এর পরামর্শ মোতাবেক সে ধাত্রী (মূসা [আ.]-এর মাতা)-কে ডেকে তার দুধ পান করতে দেখায় তাকে শিশুটি লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হল।

আহকাম ও শিক্ষা

- ১২–১৩ আয়াতদ্বয় :

যাকে আল্লাহ প্রাণে রক্ষা করতে চান তাকে তার শত্রুর হাতেও লালন-পালন করিয়ে রক্ষা করতে পারেন।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) আর যখন সে (মূসা) তাঁর পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল এবং (জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হল, তখন আমি তাকে হেকমত ও ইল্‌ম দান করলাম এবং এভাবেই আমি নেককারদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি[১]।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۚ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

(১৫) আর সে (মূসা) নগরীতে প্রবেশ করল, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর[২]। তখন সে সেখানে দু'জন লোককে লড়াইয়ে লিপ্ত দেখতে পেল। একজন তার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপরজন তার শত্রুদলের। অতএব যে লোকটি তার সম্প্রদায়ের ছিল সে ঐ লোকের বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইল, যে ছিল তার শত্রুদলের। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল, ফলে তার কাম তামাম করে দিল। সে (মূসা) বলল, এ তো এক শয়তানের কাণ্ড। নিশ্চয় সে বিভ্রান্তিকারী প্রকাশ্য শত্রু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন, তখন আমি তাকে বিশেষ হেকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং পরবর্তীতে তাকে নবুয়ত ও রিসালাত দানের সিদ্ধান্ত করলাম। এখানে বিশেষ হেকমত ও জ্ঞান দ্বারা নবুয়তপূর্ববর্তী হেকমত ও জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী)

(২) অর্থাৎ, তখন হয়ত দুপুরের ঘুমাবার সময় ছিল অথবা রাত্রিকাল অথবা মাগরিবের কিংবা ইশার সময় ছিল। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫নং আয়াত :

বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত। যেমন হযরত মূসা (আ.) করেছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ ظَلَمۡتُ نَفۡسِیۡ فَاغۡفِرۡ لِیۡ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۶﴾	(১৬) সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।
قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ فَلَنۡ اَکُوۡنَ ظَهِیۡرًا لِّلۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۷﴾	(১৭) সে (আরও) বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাই আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।
فَاَصۡبَحَ فِی الۡمَدِیۡنَةِ خَآئِفًا یَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِی اسۡتَنۡصَرَهٗ بِالۡاَمۡسِ یَسۡتَصۡرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوۡسٰۤی اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُّبِیۡنٌ ﴿۱۸﴾	(১৮) অতঃপর ভীত-সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ (সে দেখতে পেল) যে লোকটি পূর্বদিন তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার (সাহায্যের) জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বলল, নিশ্চয় তুমি একজন সুস্পষ্ট বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নবীদের স্বভাব এত নির্মল ও পরিচ্ছন্ন এবং তাঁদের যোগ্যতা এত উন্নত যে, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্ব থেকেই তাঁরা তাদের খুঁটি-নাটি কার্যকলাপের মুহাসাবা তথা হিসাব-নিকাশ করে থাকেন। সামান্য পদস্খলন কিংবা সিদ্ধান্তজনিত ভুল-ত্রুটির জন্যও তারা আল্লাহর কাছে কান্না-কাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেমতে হযরত মূসা (আ.)ও নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬–১৮নং আয়াতসমূহ :

১. ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে কিংবা কোনো গুনাহ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. স্বভাবগত ভয়–ভীতি নবুয়তের পরিপন্থী নয়।

www.maktabatulabrar.com

فَلَمَّاۤ اَنۡ اَرَادَ اَنۡ یَّبۡطِشَ بِالَّذِیۡ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ یٰمُوۡسٰۤی اَتُرِیۡدُ اَنۡ تَقۡتُلَنِیۡ کَمَا قَتَلۡتَ نَفۡسًۢا بِالۡاَمۡسِ ۚ اِنۡ تُرِیۡدُ اِلَّاۤ اَنۡ تَکُوۡنَ جَبَّارًا فِی الۡاَرۡضِ وَمَا تُرِیۡدُ اَنۡ تَکُوۡنَ مِنَ الۡمُصۡلِحِیۡنَ ﴿۱۹﴾	(১৯) অতঃপর যখন সে (মূসা) সেই লোকটিকে ধরতে চাইল –যে তাদের উভয়ের শত্রু– তখন সে (ইসরাঈলী) বলে উঠল, হে মূসা! তুমি কি (আজ) আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যেমন তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? তুমি তো কেবল পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ এবং তুমি শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও না[১]।
وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنۡ اَقۡصَا الۡمَدِیۡنَةِ یَسۡعٰی ۙ قَالَ یٰمُوۡسٰۤی اِنَّ الۡمَلَاَ یَاۡتَمِرُوۡنَ بِکَ لِیَقۡتُلُوۡکَ فَاخۡرُجۡ اِنِّیۡ لَکَ مِنَ النّٰصِحِیۡنَ ﴿۲۰﴾	(২০) আর এক ব্যক্তি নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটে আসল। সে বলল, হে মূসা! নিশ্চয় পারিষদবর্গ আপনার ব্যাপারে পরামর্শ করছে যে, আপনাকে হত্যা করবে। অতএব আপনি বেরিয়ে পড়ুন। নিশ্চয় আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্খী।
فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآئِفًا یَّتَرَقَّبُ ۙ قَالَ رَبِّ نَجِّنِیۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۲۱﴾	(২১) সেমতে সে সেখান থেকে ভীত-সতর্ক অবস্থায় বেরিয়ে পড়ল (এবং) বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এই জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মোটকথা, ইতিমধ্যে কিবতী হত্যার ব্যাপারটি নগরীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন উপস্থিত ইসরাঈলী লোকটি ব্যতীত কেউই মূল কথা জানত না। কেননা তাকে রক্ষা করতে গিয়েই ঘটনাটি ঘটেছিল। সুতরাং সেও কাউকে বলল না। পরদিন তাকেই আবার অন্য এক কিবতীর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখে বললেন, তুই বড় দুষ্ট। কিন্তু এর পরও কিবতীর বাড়া-বাড়ি দেখে তাকে দমন করার জন্য হাত তোলার পর ইসরাঈলী লোকটি ভাবল যে, আজ আমাকে ছাড়বে না। কাজেই সে বলে উঠল, তুমি গতকাল যেভাবে একজনকে হত্যা করেছ আজ আমাকে তেমনি হত্যা করতে ইচ্ছা করছ? বিবদমান কিবতী লোকটি এ সংবাদ ফেরআউনকে জানাল। সে পরামর্শক্রমে মূসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করল। তখন মূসার এক হিতাকাঙ্খী লোক এসে মূসাকে এ সংবাদ জানালেন। তিনি মাদয়ানে চলে গেলেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০নং আয়াত :

আয়াত এক ব্যক্তির সংবাদ (خبر واحد)ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলীল।

● ২১নং আয়াত :

স্বভাবগত ভয়ভীতি দোষণীয় নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

(২২) আর যখন সে (মূসা) মাদয়ান অভিমুখে রওয়ানা হল তখন বলল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ؕ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

(২৩) আর যখন সে মাদয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌঁছল, তখন তার কাছে একদল লোককে দেখতে পেল। তারা (তাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে পৃথক দু'জন মহিলাকে দেখতে পেল। তারা (তাদের পশুগুলোকে) আগলিয়ে রাখছে। সে (মূসা) বলল, তোমাদের কী ব্যাপার? তারা বলল, আমরা (আমাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাতে পারি না যে পর্যন্ত না এই রাখাল দল (তাদের পশুগুলোকে) সরিয়ে নেয়। আর আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ[১]।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

(২৪) তখন সে (মূসা) তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। অতঃপর সে ছায়ায় ফিরে গেল। এরপর বলল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি যে অনুগ্রহই আমার প্রতি নাযিল কর, আমি তার ভিখারী[২]।

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۖ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) অতঃপর তাদের উভয়ের একজন লজ্জাবনত অবস্থায় হেঁটে তার নিকট আসল (এবং) সে (মেয়েটি) বলল, সত্যিই আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময় আপনাকে দেওয়ার জন্য। এরপর যখন সে (মূসা) তার (শুআইবের) কাছে এল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তার কাছে বর্ণনা করল, তখন সে (শুআইব) বলল, তুমি ভয় কর না, তুমি সেই জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা পেয়েছ[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মহিলা দু'জন ছিলেন হযরত শুআইব (আ.)-এর কন্যা। বড়জনের নাম সগীরা, ছোটজনের নাম সফূরা। ভিন্ন মতে বড়জনের নাম সফূরা ও ছোটজনের নাম লাইয়া। তারা তাদের নিঃসহায়তার

www.maktabatulabrar.com

কথা বর্ণনা করলে মূসা (আ.) অগ্রসর হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের বকরীগুলোকে পান করিয়ে দেন। তারা তাদের বাড়ীতে চলে গেল। মূসা (আ.) পুনরায় ছায়ায় বসে আল্লাহর কাছে খাদ্যের প্রার্থনা করলেন। (মুযিহুল কুরআন ও তাফসীরে কাবীর)

(২) অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি কোন মাখলূকের কাছে আমার কোনো কাজের প্রতিদান চাই না। তবে আপনি আপনার পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ করলে তজ্জন্য আমি মুখাপেক্ষী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তারা তোমার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা মাদয়ান অঞ্চলটি ফেরআউনের রাজ্যসীমার বাইরে ছিল। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলার প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা এবং তাঁর অনুগ্রহের আশা রাখা কর্তব্য। যেমন হযরত মূসা (আ.) রেখেছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৪নং আয়াত :

বান্দার কোনো সমস্যা বা অভাব-অনটন দেখা দিলে আল্লাহর কাছেই তা পেশ করে তার সমাধান প্রার্থনা করা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

(২৬) তাদের (কন্যাদ্বয়ের) একজন বলল, হে আমার পিতা আপনি তাকে পরিচারক নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি যাদেরকে পরিচারক নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে উত্তম পরিচারক হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত[১]।

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) সে (শুআইব মূসাকে) বলল, আমি আমার এ কন্যা দু'টির একটিকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। তবে তুমি যদি দশ বছর পূর্ণ কর তাহলে সেটা হবে তোমার পক্ষ থেকে। আর আমি তোমার উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তুমি আমাকে একজন সদাচারী (হিসাবে) দেখতে পাবে।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

(২৮) সে (মূসা) বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এটাই স্থির হল। এ দু'টি মেয়াদের যেটিই আমি পূর্ণ করি আমার প্রতি কোন জবরদস্তি চলবে না। আর আমরা যা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা মূসা (আ.)-এর মধ্যে এদু'টি গুণ প্রত্যক্ষ করেছিল। পানির বালতি তোলার সময় কিংবা লোকের ভীড় সরিয়ে দেওয়ার সময় শক্তি এবং তাঁর আচরণ থেকে তাঁর বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া গেছে। বিশেষ করে শুআইব (আ.)-এর কাছে আসার সময় মহিলাটিকে পেছনে দিয়ে তিনি সামনে ছিলেন, যাতে ভিন্ননারীর প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। এতে তারা তাঁকে একজন চরিত্রবান লোক হিসাবে অনুমান করতে সক্ষম হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আট বছর পালন করি কিংবা দশ বছর পালন করি, এটা আমার এখতিয়ার থাকবে। মোটকথা, যে চুক্তি হয়েছে তা আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে মেনে নিলাম। তাকে সাক্ষী রেখেই বিষয়টির আলোচনা সমাপ্ত করছি। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬নং আয়াত :

দায়িত্বশীল লোকের মধ্যে দুটো গুণ থাকা আবশ্যক। এক. কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা। দুই. বিশ্বস্ততা। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

● ২৭নং আয়াত :

১. পিতা নিজ কন্যাকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করার জন্য সরাসরি পাত্রের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই; বরং মুস্তাহাব। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

২. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গবাদি পশুর রাখালিকে মহর ধার্য করা তৎকালীন শরীয়তে বৈধ ছিল। হানাফী মাযহাব মতেও এটা বৈধ। (প্রাগুক্ত)

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) অতঃপর মূসা যখন সে মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সে তাঁর পরিবার নিয়ে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে এক প্রকার আগুন (-এর মত আলো) দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এক প্রকার আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো সংবাদ অথবা আগুনের একটা জ্বলন্ত কয়লা আনতে পারি। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার[১]।
فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾	(৩০) অতঃপর যখন সে (মূসা) তার (আগুনের) কাছে পৌছল, তখন সেই উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই বরকতময় স্থানে এক বৃক্ষ থেকে আহ্বান করা হল যে, হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, সমগ্র জগতের প্রতিপালক[২]।

www.maktabatulabrar.com

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۣ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) আর এই যে, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখনই সে তাকে দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরল এবং পেছনে ফিরেও তাকাল না। (তাকে বলা হল,) হে মূসা! সামনে এসো এবং ভয় কর না। নিশ্চয় তুমি নিরাপদদের অন্তর্ভুক্ত[৩]।
اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۗءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۗءٍ ۭ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) তুমি তোমার হাত তোমার জামার সামনের ফোকড়ের মধ্যে প্রবেশ করাও, কোনো প্রকার ব্যাধি ব্যতিরেকে শুভ্রসমুজ্জ্বল হয়ে তা বেরিয়ে আসবে। এবং ভয় (দূর করা)-এর জন্য তুমি তোমার হাত (পুনরায়) তোমার (জামার মধ্য দিয়ে বগলের) সঙ্গে মিলাও। (এতে তোমার হাত পূর্বের মত হয়ে যাবে)। সুতরাং এ দু'টি হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রমাণ, ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে যাওয়ার জন্য। নিশ্চয় তারা হল পাপাচারী সম্প্রদায়।
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾	(৩৩) সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। অতএব আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে[৪]।
وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ۡ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾	(৩৪) আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বাকপটু। সুতরাং তাকে আমার সাহায্যকারী হিসাবে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি এক্ষুণি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহু শক্তিশালী করে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদেরকে এক বিশেষ প্রভাব দান করছি। ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। তোমরা আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও। তোমরা ও যারা তোমাদের অনুসরণ করবে তারা বিজয়ী হবে[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) মেয়াদ পূর্ণ করার পর শশুরের অনুমতি নিয়ে সস্ত্রীক মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন ছিল শীতকাল। রাতের অন্ধকারে তারা পথ হারিয়ে জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হন। তার স্ত্রী ছিলেন আসন্ন প্রসবা। প্রসব-বেদনা উপস্থিত হল। তখন শীত ও ব্যাথা নিবারণের জন্য স্বামীকে আগুন জ্বালাতে বললেন। কিন্তু আগুনের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখা যাওয়ায় মূসা (আ.) বললেন, আমি পর্বতের দিকে যাচ্ছি। সেখান থেকে তোমাদের জন্য আগুন কিংবা পথের সন্ধান আনতে পারব বলে আশা করি। এ বলে তিনি স্ত্রীকে সেখানে রেখে তূর পর্বতের দিকে চলে গেলেন। (মুযিহুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তুমি দূর থেকে যেটাকে আগুনরূপে দেখেছ তা প্রকৃতপক্ষে আগুন নয়। বরং এটা আমার চিরন্তন নূরের বহিঃপ্রকাশ। যা বাহ্যত দেখতে আগুনের মত মনে হয়েছে। আসলে আমিই আল্লাহ। আমিই সমগ্র জগতের প্রতিপালক। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, এ সাপ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য তোমাকে এ ভীতিকর মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই, তুমি সামনে অগ্রসর হও। এ ঘোষণা শুনে মূসা (আ.)-এর ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে গেল। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, আমাকে দেখা মাত্রই যদি আমাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে আমি কীভাবে আপনার পয়গাম তাদের কাছে পৌছাব। আল্লাহ তা'আলা তাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, এমনটা হবে না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৫) অর্থাৎ, তোমার উভয় আবেদন গৃহীত হয়েছে। হারূন তোমার বাহু শক্তিশালী করবে এবং ফেরআউনের অনুসারীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯নং আয়াত :

নির্ধারিত দায়িত্বের চেয়ে কিছু বেশি পালন করা কর্মচারীর জন্য মুস্তাহাব। (আহকামুল কুরআন থানবী)

● ৩১নং আয়াত :

১. মুসাফির বা অন্য কোনো লোকের জন্য চলাফেরার সময় প্রয়োজনে হাতে লাঠি ব্যবহার করা বৈধ। যেমন বৃদ্ধলোকেরা করে থাকেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হাতিয়ার ব্যবহার করার পূর্বে তার প্রশিক্ষণ নেয়া উচিত। (প্রাগুক্ত)

৩. কাউকে স্বভাবগত ভীরুতার জন্য দোষারোপ করা উচিত নয়। (প্রাগুক্ত)

● ৩৩নং আয়াত :

হত্যার বিচার মৃত্যুদণ্ড– এটা সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। কিন্তু বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতা এটাকে অস্বীকার করার ফলে হত্যা ও জিঘাংসাবৃত্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং এটাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা না বলে পাশ্চাত্য বর্বরতা বলাই অধিক শ্রেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ৩৪নং আয়াত :

১. একা কোনো দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হবে মনে হলে কর্তৃপক্ষ থেকে অন্য কোনো সহযোগী চেয়ে নেওয়া যায়। (প্রাগুক্ত)

২. দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য ভাষার প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা ও বাগ্মিতা থাকা অপরিহার্য। (প্রাগুক্ত)

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝٣٦	(৩৬) অতঃপর যখন মূসা তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে এল, তখন তারা বলল, এটা তো আর কিছু নয় কেবল বানোয়াট যাদু। আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে কখনও এরূপ ব্যাপার শুনিনি।
وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٣٧	(৩৭) আর মূসা বলল, আমার প্রতিপালক সে ব্যক্তি সম্পর্কে সম্যক অবগত, যে তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং যার জন্য থাকবে আখেরাতের শুভ পরিণাম। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না[১]।
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣٨	(৩৮) আর ফেরআউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য মাটি (ইট) পোড়াও। অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। যাতে আমি মূসার মা'বূদকে মাথা উঁচিয়ে দেখতে পারি। আর আমি তো তাকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করি[২]।
وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۝٣٩	(৩৯) আর সে (ফেরআউন) ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা ধারণা করেছিল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ভালভাবে জানেন যে, আমার দাবি সত্য এবং আমি তাঁরই পক্ষ থেকে হেদায়েতের বাণী নিয়ে এসেছি। সুতরাং পরকালের শুভ পরিণাম আমারই; জালেমদের নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) ফেরআউন তার মন্ত্রী হামানকে বলল, ইট প্রস্তুত কর এবং তা দিয়ে আমার জন্য একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি উপরে উঠে মূসার মা'বূদকে দেখে আসতে পারি যে, সে

কোথায় এবং কেমন। কেননা, পৃথিবীতে তো আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ হওয়ার মত দেখি না। আকাশেও সম্ভবত নেই, তবুও মূসার দাবির জবাব হয়ে যাবে। এ কথাটা ফেরআউন উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে বলেছিল। এমনও হতে পারে যে, পাগলের মত এ ধরনের হাস্যকর প্রস্তাবাদি দিতে শুরু করেছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭নং আয়াত :

সত্য ও দ্বীনের পথে আহবানকারী ব্যক্তির আচার-আচরণ ও মুখের ব্যবহার নম্র হতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৮–৩৯নং আয়াতদ্বয় :

ফেরআউন যেহেতু আল্লাহ তা'আলার একজন প্রতিপালিত, কাজেই তার পক্ষে প্রতিপালক ও উপাস্য হওয়ার দাবি ছিল অবান্তর ও হাস্যকর। কেননা, প্রতিপালক ও উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ। (আইছারুত্তাফাসীর)

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠	(৪০) সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ জালেমদের পরিণাম কেমন হল[১]।
وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝٤١	(৪১) আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা (মানুষকে) জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না[২]।
وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۝٤٢	(৪২) আর আমি এ পৃথিবীতে তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত।
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤٣	(৪৩) আর আমি অবশ্যই পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম মানুষের জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের ঘাঁড় মটকিয়ে দেওয়ার মত কেউ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অবশেষে তাদেরকে গোটা দলবল সহকারে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন। যাতে স্মরণ থাকে যে, জালেমদের পরিণাম কী হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, বিভ্রান্তি ও বিরুদ্ধাচরণে তারা দুনিয়াতে অগ্রসর ছিল। অন্যদেরকে তারা জাহান্নামের দিকে ডাকত। কেয়ামতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামীদের নেতা বানানো হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০–৪৩নং আয়াতসমূহ :

১. জালেমদের পরকালের শাস্তি তো আছেই, দুনিয়াতেও তাদের ধ্বংস অনিবার্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

৩. তাওরাত ছিল মানুষের জন্য জ্ঞান-বর্তিকা এবং হেদায়েত ও রহমত।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِىِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٤٤	(৪৪) আর (হে মুহাম্মাদ!) তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না, যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছি এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যেও ছিলে না[১]।
وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝٤٥	(৪৫) কিন্তু আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি; অতঃপর বহুকাল তাদের উপর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তুমি মাদয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনাতে। কিন্তু আমিই রসূল প্রেরণকারী[২]।
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤٦	(৪৬) আর তুমি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না, যখন আমি (মূসাকে) ডেকেছিলাম। কিন্তু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ (তোমাকে ওহী প্রদান করা হয়েছে)। যাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে[৩]।
وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤٧	(৪৭) আর যদি তাদের পূর্বকৃত কর্মের দরুন তাদের উপর কোন মুসীবত আসলে তারা একথা না বলত যে, হে আমাদের প্রতিপালক; আপনি কেন আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলেন না? তাহলে আমরা আপনার বিধি-বিধান অনুসরণ করতাম এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (তবে আমি অতি সত্বর তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতাম এবং তোমাকে তাদের কাছে রসূল হিসাবে প্রেরণ করতাম না)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি যে সেখানে উপস্থিত ছিলে না, তা তো সবার জানা। তাছাড়া সবাই জানে যে, তুমি লেখা-পড়া জান না। কোনো আলেমের সান্নিধ্যেও ছিলে না এবং মক্কায় এ ধরনের কোন অভিজ্ঞ লোকও ছিল না। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলাই ওহীর মাধ্যমে এগুলো তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(২) অর্থাৎ, তোমার এসব সঠিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় তুমি তখন উপস্থিত ছিলে, আসলে তা নয়। কথা এতটুকু যে, আমি সবকালে নবী রসূল প্রেরণ করেছি। সে হিসাবে তোমাকেও এ সময় আমি রসূলরূপে প্রেরণ করেছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, এসব ঘটনাবলী তুমি তাদেরকে শুনাচ্ছ। অথচ না তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে, না তোমাকে এসব ঘটনা পড়ে শোনানো হয়েছে। এটা কেবল এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যে, আমি নিজ অনুগ্রহে তোমাকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি এবং ওহীর মাধ্যমে এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত করেছি, যা তোমার নবুয়তের প্রমাণ। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪–৪৫নং আয়াতদ্বয় :

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

২. যারা বলে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবস্থানে হাজির-নাজির, ৪৪ নং আয়াত স্পষ্টত তাদের বক্তব্য বিরোধী।

● ৪৬নং আয়াত :

নবী হিসাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব জগদ্বাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। (আইছারুত্তাফাসীর)

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿۴۸﴾

(৪৮) অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের কাছে সত্য আসল, তখন তারা বলতে লাগল, "মূসাকে যা দেওয়া হয়েছে তদ্রূপ তাকে দেওয়া হয়নি কেন? ইতঃপূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলে, উভয়টি যাদু, যা একে অপরের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।" এবং তারা বলে, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটারই প্রত্যাখ্যানকারী[১]।

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۹﴾

(৪৯) তুমি বলে দাও, তবে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন কিতাব নিয়ে আস –যা উক্ত দু'টি থেকে উৎকৃষ্টতম পথপ্রদর্শক– আমি তার অনুসরণ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

www.maktabatulabrar.com

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۰﴾

(৫০) অতঃপর যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পথনির্দেশ ব্যতীত নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যদি এ দু'টির চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো গ্রন্থ বা কোনো ভিন্ন মুজিযা উপস্থিত করতে পার তবে আমিও তা মেনে নেব। বলা বাহুল্য যে, কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এর জবাব দিতে সক্ষম হবে না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯নং আয়াত :

কুরআন পাক যেহেতু পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থকে রহিত করে দিয়ে মানুষের হেদায়েতের আখেরী পয়গাম নিয়ে এসেছে, কাজেই জীবন-পথের দিশা লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের কোনো বিকল্প নেই।

● ৫০নং আয়াত :

জুলুম ও অত্যাচারের অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত থেকে বঞ্চনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۱﴾

(৫১) আর অবশ্যই আমি তাদের জন্য একের পর এক বাণী পৌঁছাতে থাকি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে[২]।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾

(৫২) যাদেরকে আমি এর পূর্বে কিতাব প্রদান করেছি তারা এতে বিশ্বাস করে।

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿۵۳﴾

(৫৩) আর যখন তা (কুরআন) তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, এটা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য। নিশ্চয় এর পূর্বেও আমরা আত্মসমর্পণকারী ছিলাম[২]।

(৫৪) ওইসব লোক, তাদেরকে দু'বার তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে। যেহেতু তারা অবিচল রয়েছে। আর তারা ভাল (ব্যবহার ও ধৈর্য) দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।	اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾
(৫৫) আর যখন তারা অযথা কথা শোনে, তখন তা থেকে তারা ফিরে থাকে এবং বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।	وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۡ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۡ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমার ওহীর ধারা পূর্ব থেকে একাধারে চলে আসছে। আমি এক ওহীর সমর্থনে আরেক ওহী প্রেরণ করে আসছি। তা ছাড়া কুরআনও আমি ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি। এক আয়াতের পর আরেক আয়াত এসেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তারা এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, বুঝতে চেষ্টা করে এবং স্মরণ রাখতে সহজ হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আমরা পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলার কথা মেনে আসছি এবং এখনও কবূল করছি। আসলে আমরা আজ নতুন মুসলমান নই। পূর্ব থেকেই আমরা মুসলমান ছিলাম। কেননা, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর আমাদের বিশ্বাস ছিল, যেগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১নং আয়াত :

কোন কথা বারবার শুনলে অন্তরে তার প্রভাব পড়ে। সুতরাং দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীর ভদ্রতা ও নম্রতার সঙ্গে বারবার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া কর্তব্য। এতে হেদায়েত কবূল করা সম্ভাবনা বেশি। (আহকামুল কুরআন থানবী)

● ৫৩নং আয়াত :

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারীদেরকে উপাধি হিসাবে এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবে বিশ্বাসীদেরকে বিশেষণ হিসাবে "মুসলমান" বলা যায়। (আহকামুল কুরআন থানবী)

● ৫৪নং আয়াত :

১. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা আমাদের নবী এবং এই দ্বীনের প্রতিও ঈমান এনেছে, তাদেরকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে।

২. অসৎ ব্যবহারের উত্তরে সৎব্যবহার করা এবং আল্লাহর পথে দান করা একটি মহৎ গুণ।

www.maktabatulabrar.com

● ৫৫নং আয়াত :

১. যে অজ্ঞকে বোঝাবার আশা না থাকে তার থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। (আহকামুল কুরআন থানবী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. অজ্ঞ ও বে-দ্বীনের বিতর্ক থেকে বাচার জন্য তাকে উপেক্ষামূলক সালাম দিয়ে চলে আসা চাই। তবে এটা অভিবাদনসূচক সালাম নয়। (প্রাগুক্ত)

(৫৬) নিশ্চয় তুমি তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত করতে পারবে না, যাকে তুমি চাইবে, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েতপ্রাপ্ত করেন। আর কারা হেদায়েত কবূল করবে তা তিনি ভাল জানেন[১]।	اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾
(৫৭) আর তারা বলে, "যদি আমরা আপনার সাথে হেদায়েতের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে"। আমি কি তাদেরকে নিরাপদ হরমে স্থান দেইনি, যেখানে আমার পক্ষ থেকে রিযিক স্বরূপ সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানে না[২]।	وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾
(৫৮) আর আমি এমন বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যার অধিবাসীরা তাদের ভোগ-সম্পদ নিয়ে দম্ভ করত। বস্তুত এগুলোই তাদের বাসস্থান, সেখানে তাদের পরে কোনো (স্থায়ী) বসতি হয়নি, কেবল (পর্যটকদের) সামান্য অবস্থান ব্যতীত। আর আমিই হলাম সেগুলোর অবশেষ মালিক[৩]।	وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ؕ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) আর তোমার প্রতিপালক জনপদ- সমূহের ধ্বংসকারী হন না, যে পর্যন্ত না তিনি তার কেন্দ্রস্থলে[৪] কোনো রসূল প্রেরণ করেন, যে আমার আয়াতগুলো তাদেরকে পড়ে শোনায়। আর আমি জনপদসমূহের ধ্বংসকারী হবার নই, কিন্তু যখন তার অধিবাসীরা জালেম হয় (তখন ধ্বংস করে দেই)।	وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবূ তালেবের হেদায়েতের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, যাতে অন্তত মৃত্যুর সময় হলেও কালেমা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তিনি

সামাজিকতার চাপে তা করেননি। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত হন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) হারিছ ইবনে উছমানসহ আরবের কিছু লোক বলল যে, আমরা জানি, আপনি যা বলেন তা সত্য, কিন্তু আমরা আশংকাবোধ করি যে, যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি, তবে আমরা দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়াসহ যাবতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। পবিত্র কুরআনে এখান থেকে পরবর্তী তিন আয়াতে তাদের উক্ত ওজরের তিনটি জওয়াব দেওয়া হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, তোমরা মানুষের শত্রুতার ভয় কেন করছ, আল্লাহর আযাবকে ভয় কর। দেখনা, কত সম্প্রদায় অতিবাহিত হয়েছে। তারা তাদের ভোগ-বিলাসিতার কারণে আত্মম্ভরিতায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন যে, আজ তাদের আবাসভূমিতে বসবাস করার মত কেউ নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) "কেন্দ্রস্থল" বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কেন্দ্রের প্রভাব অনেক দূর-দূরাঞ্চলের উপর পড়ে থাকে। তাছাড়া শহরের লোক তুলনামূলক শিষ্ট ও বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬নং আয়াত :

মানুষ কেবল সত্যের পথ দেখাতে পারে কিন্তু প্রকৃত হেদায়েত প্রদানের মালিক আল্লাহ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৯নং আয়াত :

শরীয়তের কোন কোন বিধানের ক্ষেত্রে গ্রাম-গঞ্জ শহরের আওতাধীন। যেমন চাঁদ দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ, শহরে রমযান বা ঈদের চাঁদ দেখা গেলে তা তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের জন্য প্রযোজ্য। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

(৬০) আর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী ও তার শোভা। আর যা আল্লাহর কাছে রয়েছে তা (তদপেক্ষা) উত্তম ও স্থায়ী। তবুও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না[১]?

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾

(৬১) তবে যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী দিয়েছি, অতঃপর সে কেয়ামতের দিন, সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে ধৃত করে আনা হবে[২] ?

www.maktabatulabrar.com

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾

(৬২) আর যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডাক দিবেন। অতঃপর বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়[৩]?

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

(৬৩) যাদের জন্য (শাস্তির) ঘোষণা অবধারিত হয়ে গেছে, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা, যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। তাদেরকে আমরা তদ্রূপ পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে (তাদের) সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করছি।[৪] তারা (কেবল) আমাদেরই দাসত্ব করত না[৫]।

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) এবং (তাদেরকে) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাক, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা (শরীকরা) তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা (আহ্বানকারীরা) আযাব প্রত্যক্ষ করবে। হায়! যদি তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হত!

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) আর যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডাক দিবেন। অতঃপর বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে[৬]?

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) বস্তুত সেদিন সকল তথ্য তাদের (অন্তর) থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আশা করা যায় যে, সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সুতরাং এ বিভীষিকাময় ও সমস্যাসঙ্কুল পার্থিব জীবনকে শান্তিময় জীবন ও স্থায়ী নেয়ামতের উপর প্রাধান্য দেওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, মু'মিন ও কাফের পরিণামের দিক থেকে কখনো সমান হতে পারে না। একজনের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি। আর অপরজনের জন্য রয়েছে ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসের পর পাকড়াও ও চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যদি পার আজ তোমাদের সাহায্যের জন্য তাদেরকে আহবান কর। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুশরিকদেরকে বলবেন, যেসব শয়তান ও দেব-দেবীকে তোমরা আমার শরীক সাব্যস্ত করতে এবং তাদের আনুগত্য করতে, আজ তারা কোথায়? তারা কি আজ তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে? তখন মুশরিক ও কাফেররা উত্তর দেওয়ার পূর্বে শয়তানরাই বলে উঠবে যে, এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম সত্য, তবে তাদের উপর আমাদের কোনো জবরদস্তি ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় আমাদের কথায় সায় দিয়েছে। যেমন আমরা কারও জবরদস্তি ব্যতিরেকে পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। মোটকথা, দুনিয়াতে কাফের ও মুশরিকরা যাদের সুপারিশের আশা করত, কেয়ামতের দিন তারা কাফের-মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, তারা শুধু আমাদেরই দাসত্ব করত না, তারা তাদের খেয়াল–খুশিরও দাসত্ব করত।

(৬) অর্থাৎ, তোমরা যাতে অজুহাত না দেখাতে পার যে, তোমাদের কাছে কোনো নবী আসেননি, তাই তোমাদের কাছে নবী প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং বল দেখি, নবীরা যখন তোমাদেরকে সত্যের পথে আহবান করেছিল, তখন তোমরা তাদেরকে কী উত্তর দিয়েছিলে? তখন তারা হতভম্ব হয়ে যাবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬০নং আয়াত :

যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী ও তার শোভা-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে পরকালের স্থায়ী জীবন ও উৎকৃষ্টতম নেয়ামতসমূহকে প্রাধান্য দেয়, সে-ই প্রকৃত ও বড় জ্ঞানী। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুর সময় তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ কোন বড় বুদ্ধিমান লোককে দান করার জন্য ওসিয়ত করে যায়, তবে যারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে নিমগ্ন তাদের কাউকে প্রদান করতে হবে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৬৩নং আয়াত :

সত্যের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বিভ্রান্তকারীদের কথায় পথভ্রষ্ট হয় তবে এতে তার কোনো ওজর সাব্যস্ত হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) আর তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং (যে বিধান ইচ্ছা) মনোনীত করেন। এতে তাদের কোনো অধিকার নেই। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তারা (আল্লাহর সঙ্গে) যা শরীক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে[১]।
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾	(৬৯) আর তোমার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা ব্যক্ত করে২।
وَهُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) এবং তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। এবং বিধান তাঁরই; আর তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেননা, তিনিই যখন যাবতীয় সৃষ্টির একক স্রষ্টা এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধানের একক বিধাতা। আর বলা বাহুল্য যে, উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করে সৃষ্টিকর্তা ও শরীয়তের বিধাতা হওয়ার উপর। অতএব, তিনিই একমাত্র উপাস্য হওয়ার যোগ্য। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তাদের অন্তরে যেসব ভ্রান্ত আকীদা কিংবা মন্দ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং মুখ, হাত, পা ইত্যাদি দ্বারা যেসব কাজ করে সবই আল্লাহ তাআলার ইল্‌মে রয়েছে এবং তিনিই প্রত্যেকের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং তিনি সে অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৮নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারও যেমন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই, কারও বিধান দানেরও ক্ষমতা নেই। (আহকামুল কুরআন, থানভী)

● ৭০নং আয়াত :

পৃথিবীতে যত প্রশংসা হয় সবই মূলত আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য। চাই একজন মানুষ অপর মানুষের প্রশংসা করুক কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির প্রশংসা করুক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾	(৭১) তুমি বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের উপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন মা'বূদ রয়েছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দেবে? তবে কি তোমরা শুনতে পাও না?
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾	(৭২) তুমি বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ দিবসকে তোমাদের উপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন মা'বূদ রয়েছে, যে তোমাদেরকে রাত এনে দেবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার ? তবে কি তোমরা দেখতে পাও না[১]?
وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾	(৭৩) আর তিনি নিজ দয়ায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে (রাতে) বিশ্রাম নিতে পার, তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা শোকর আদায় কর[২]।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾	(৭৪) আর (স্মরণ কর সেদিন) যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডাক দিবেন, অতঃপর বলবেন, কোথায় আমার শরীকগণ তোমরা যাদেরকে (আমার শরীক) মনে করতে[৩]?
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾	(৭৫) আর আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক একজন সাক্ষী বের করে আনব। অতঃপর বলব, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য কথা আল্লাহরই এবং তারা যা মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাবে[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এমন একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর না? সুতরাং যিনি দিবস রজনী তোমাদের স্বার্থে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এর নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই একমাত্র মা'বূদ হওয়ার উপযুক্ত।

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে দিবস-রজনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা রজনীর অন্ধকার ও স্তব্ধ-শীতল পরিবেশে বিশ্রাম করতে পার এবং দিবসের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে কাজ-কারবার ও আয়-উপার্জন করতে পার এবং আল্লাহ তা'আলার নানারকম অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) নবী বা তার স্থলাভিষিক্ত অথবা কোনো নেককার লোককে তাদের কর্মের সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাব। তারা সাক্ষ্য দিবে যে, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত তথা বিধি-বিধান কেমন পালন করেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, অতঃপর আমি কাফের ও মুশরিকদেরকে বলব যে, তোমরা কোন দলীলের ভিত্তিতে আমার সঙ্গে শরীক স্থির করেছ, তার প্রমাণ উপস্থাপন কর। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১নং আয়াত :

আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার মোকাবেলায় কোন ক্ষমতাই চলার মত নয়। তার সৃষ্টি-সৃঙ্খলা তাঁরই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত।

● ৭২নং আয়াত :

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্ত্রক আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কারও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭৩নং আয়াত :

দিবস-রজনীর আবর্তন মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। (প্রাগুক্ত)

● ৭৫নং আয়াত :

কেয়ামতের দিন কাফেরদের সকল মিথ্যা ও অযথা কথার অসারতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কেবল আল্লাহ তা'আলার কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۠ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾	(৭৬) নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত[১]। অনন্তর সে তাদের সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। আর আমি তাকে এ পরিমাণ ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের জন্য অবশ্যই গুরুভার হত। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, তুমি অতি উল্লসিত হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি উল্লাসীদের ভালবাসেন না।
وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾	(৭৭) আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তাতে তুমি পরকালের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার (প্রাপ্য) অংশটুকু ভুলে যেও না। আর তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমি পৃথিবীতে অনর্থ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কারূন ছিল মূসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই। সে তাওরাত পাঠ করত। দরিদ্র থাকাকালে খুব ধার্মিকও ছিল। যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-দৌলত দান করলেন, তখন সে বনী ইসরাঈলদের মোকাবেলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল। তার ইচ্ছা ছিল যে, গোটা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তার অনুগত হোক। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৬নং আয়াত :

যে উল্লাসের সঙ্গে দম্ভ ও অহংকারের আমেজ থাকে তা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। কিন্তু নেয়ামতের শুকরিয়া হিসাবে কিংবা দ্বীনী কোনো বিষয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করাতে কোনো দোষ নেই। বরং এটা পছন্দনীয়। (আহকামুল কুরআন, থানভী)

● ৭৭নং আয়াত :

১. দুনিয়ার উপার্জিত সম্পদের মধ্যে মানুষের প্রাপ্য অংশ হচ্ছে নেক আমল, যা তার পরকালে কাজে আসবে। (প্রাগুক্ত)

২. দুনিয়ার অংশ তথা দুনিয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা ও রাখাতে কোনো দোষ নেই।

৩. অন্যের প্রতি অনুগ্রহের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾

(৭৮) সে বলল, "আমি এগুলো কেবল আমার জ্ঞানবলেই প্রাপ্ত হয়েছি[১]।" সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু জনগোষ্ঠী থেকে এমন এমন লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চেয়ে প্রবল এবং (সম্পদ) সঞ্চয়ে প্রাচুর্যশালী[২]? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে (জানার জন্য) জিজ্ঞাসা করা হবে না।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾

(৭৯) অতঃপর সে তার জাঁকজমকের সঙ্গে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা, আমাদেরকে যদি তদ্রূপ দেওয়া হত, যেমন কারূনকে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই সে মহা ভাগ্যবান।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

(৮০) আর যারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, তোমাদের সর্বনাশ! যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্য আল্লাহর (দেওয়া) প্রতিদান অধিক শ্রেষ্ঠ। আর তা সবরকারীগণ ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۟ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

(৮১) পরিণামে আমি তাকে (কারূনকে) ও তার বাড়িটি ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যারা আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সেও আত্মরক্ষায় সক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না[৩]।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৮২) আর যারা গতকাল তার মর্যাদার (মত মর্যাদা লাভের) আকাঙ্খা করেছিল তারা (পরস্পরে) বলতে লাগল, তুমি কি দেখলে না, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) হ্রাস করে দেন? যদি না আল্লাহ আমাদের প্রতি কৃপা করতেন তবে আমাদেরকে তিনি (ভূগর্ভে) ধ্বসিয়ে দিতেন। তুমি কি দেখলে না যে, কাফেররা সফলকাম হয় না[৪]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলাম এবং উপার্জনের মত মেধা ও যোগ্যতা আমার ছিল। যার ফলে আমি এ সব সম্পদের মালিক হয়েছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, সে সম্পদ নিয়ে দম্ভ করছে? সে জানে না, সম্পদ উপার্জনের মেধা ও যোগ্যতা কে দিয়েছেন? তার পূর্বে তার চেয়ে বড় শক্তি ও সামর্থের অধিকারীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং তাকে ধ্বংস করতেও তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।

(৩) অর্থাৎ, না অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে, না সে কাউকে ডাকতে সুযোগ পেয়েছে। তার নিজের শক্তিও তার কাজে আসেনি এবং অন্যের শক্তিও নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে কারূনের মত বানাননি। অন্যথায় আমাদেরও এ দুরাবস্থা হত। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০নং আয়াত :

দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীর জন্য লালায়িত হওয়া এবং তাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেওয়া আলেম ও জ্ঞানীদের কাজ নয়। (আহকামুল কুরআন, থানবী ও মাআরিফুল কুরআন)

● ৮১নং আয়াত :

দাম্ভিক ও বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য দুনিয়াতেও শাস্তির সম্মুখীন হয় এবং আখেরাতেও শাস্তির সম্মুখীন হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮২নং আয়াত :

ঈমান মোটে না থাকার চেয়ে সামান্যও ভাল এবং ঈমানহীন ব্যক্তির তুলনায় ঈমানদারের পক্ষে তওবা করা সহজ। (প্রাগুক্ত)

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) এই পরলোক আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে না এবং অনর্থও নয়। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

(৮৪) যে ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) নেকী নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে উত্তম পুরস্কার। আর যে ব্যক্তি পাপ নিয়ে আসবে, তবে (এরূপ লোকদেরকে)-যারা পাপ কাজ করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না ততটুকু ব্যতীত যতটুকু তারা করত[১]।

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ

(৮৫) নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে (তোমার) প্রত্যাবর্তন স্থানে (মক্কায়) ফেরত

قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۵۰﴾	প্রদানকারী। তুমি বল, আমার প্রতিপালক তার সম্পর্কে সম্যক অবগত, যে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং তার সম্পর্কে, যে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যতটুকু নেক আমল করবে তার চেয়ে অনেক বেশি নেয়ামত পাবে। একটি নেক আমলের জন্য যতটুকু প্রতিদান পাওয়ার, তার চেয়ে দশগুণ বেশি প্রতিদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যতটুকু পাপ কাজ করবে ততটুকুই শাস্তির অধিকারী হবে। তবে নেক আমলের প্রতিদানের ব্যাপারে যেরূপ প্রতিশ্রুতি রয়েছে, পাপ কাজের শাস্তির ব্যাপারে তদ্রূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাও করে দিতে পারেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩নং আয়াত :

ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা ও অনর্থ সৃষ্টি করা জায়েয নয়। কেননা, এটা পরকালের নেয়ামত লাভের পথে অন্তরায়। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৮৫নং আয়াত :

পবিত্র কুরআন হচ্ছে শত্রুর মোকাবেলায় বিজয় ও সফলতা লাভের উপায়। (প্রাগুক্ত)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ یُّلْقٰۤی اِلَیْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِیْرًا لِّلْكٰفِرِیْنَ ﴿۸۶﴾	(৮৬) আর তুমি আশা করতে না যে, তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করা হবে। কিন্তু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ (এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে)[১]। সুতরাং তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হবে না[২]।
وَلَا یَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَیْكَ وَادْعُ اِلٰی رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۸۷﴾	(৮৭) আর তারা যেন কখনও তোমাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে নিবৃত্ত না রাখতে পারে তোমার প্রতি এগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক এবং তুমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না[৩]।
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۸﴾	(৮৮) এবং তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই। তার সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি পূর্ব থেকে নবুয়ত লাভের অপেক্ষায় ছিলে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমাকে নবুয়ত ও ওহী প্রদান করে ধন্য করেছেন। সুতরাং তিনিই তোমাকে নিজ অনুগ্রহে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম করবেন। কাজেই তুমি তারই উপর ভরসা রাখবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২ ও ৩) দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে তুমি তোমার সম্প্রদায়ের খাতির ও তোয়াক্কা করবে না এবং তারা তোমার আত্মীয় হলেও তুমি নিজেকে তাদের মধ্যে গণ্য করবে না। মু'মিনরাই তোমার আপন। তবে তুমি তাদেরকে তোমার রবের পথে ডাক এবং নিজে আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থাক। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৬নং আয়াত :

১. নবুয়ত আল্লাহর রহমত, এটি সাধনাবলে অর্জিত হওয়ার বিষয় নয়।

২. মু'মিনদের মোকাবেলায় কাফেরদের সাহায্য- সহযোগিতা করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮৭-৮৮নং আয়াতদ্বয় :

১. কুরআনের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৩. কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

(২৯) সূরা আনকাবূত[১], মক্কী
৬৯ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓمّٓ ﴿۱﴾	(১) আলিফ-লাম-মীম।
اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَكُوْۤا اَنْ یَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ﴿۲﴾	(২) মানুষ কি ধারণা করেছে যে,"আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে[২]?
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ ﴿۳﴾	(৩) আর আমি অবশ্যই তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জেনে নিবেন যারা সত্য বলেছে এবং অবশ্যই তিনি মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন[৩]।
اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاٰتِ اَنْ یَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ ﴿۴﴾	(৪) কিংবা যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি ধারণা করেছে যে, তারা আমার আওতা ডিঙিয়ে যাবে? তারা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা নিতান্ত মন্দ[৪]।

(৫) যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে (সে জেনে রাখুক যে,) নিশ্চয় আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে[৫]। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝৫
(৬) আর যে ব্যক্তি মুজাহাদা করে সে কেবল তার নিজের জন্যই মুজাহাদা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র জগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী[৬]।	وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝৬
(৭) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ তাদের থেকে মিটিয়ে দেব এবং তারা যা করত তার চেয়ে উৎকৃষ্ট-তর বিনিময় আমি অবশ্যই তাদেরকে দান করব।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝৭

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আনকাবূত" শব্দের অর্থ মাকড়সা। এ সূরার ৪১নং আয়াতে শিরকের অসারতা বোঝাবার জন্য মাকড়সার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল 'আনকাবূত। সূরাটি হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ। এতে দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার পথে যে সব অন্তরায় সৃষ্টি হয়, সেগুলো সম্পর্কে বিধি-বিধান ও সমাধান প্রদান করা হয়েছে। যেমন– কাফেরগণ কর্তৃক মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া, মুসলমানদেরকে শিরক করতে বাধ্য করা, কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করা এবং হিজরত করলে রিযিকের সংকট দেখা দেওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এ সূরার ২, ৩, ৮, ১২ ও ৫৬-৬২নং আয়াতসমূহে এসব সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে তাওহীদ ও রিসালাতের মৌলিক বিষয়াদিও এতে আলোচিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, কেবল মুখে ঈমানের দাবি করলেই শেষ হয়ে যায় না, যে দাবি করবে তাকে নানা রকম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে দেখিয়ে দেবেন যে, ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী ও কে মিথ্যাবাদী এবং সে অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) পূর্ববর্তী দু'টি আয়াত ছিল কাফেরদের নির্যাতনের শিকার মুসলমানদের সম্পর্কে। আর আলোচ্য আয়াতটি হচ্ছে নির্যাতনকারী কাফেরদের সম্পর্কে। অর্থাৎ, মু'মিনদের পরীক্ষা দেখে একথা মনে করবে না যে, তারা জুলুম করে যাবে আর তারা কোনো শাস্তির সম্মুখীন হবে না। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, তখন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এবং তার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে। আর আল্লাহর পথে নির্যাতন সহ্য করার পুরস্কার পাবে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৬) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে। এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো লাভ নেই। কেননা, তিনি কারও ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২নং আয়াত :

মু'মিনদেরকে যে কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে, "সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা হয় নবীদের, তার পর নেককারদের, তার পর একের পর এক সামঞ্জস্যশীলদের।" দ্বীন অনুপাতে মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৩নং আয়াত :

বাহ্যত আমলের দ্বারা ঈমানের সত্যতা ও অসত্যতার বিচার হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪নং আয়াত :

জালেমদের শাস্তি দুনিয়াতে বিলম্বিত হলেও তা অনিবার্য। (প্রাগুক্ত)

● ৬নং আয়াত :

দ্বীনের পথে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করার সুফল কষ্ট-ক্লেশ স্বীকারকারী নিজেই ভোগ করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৮) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে জোর নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তারা উভয়ে তোমার প্রতি চাপ সৃষ্টি করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করতে, যার সম্পর্কে তোমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য কর না[১]। আমারই কাছে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে অবহিত করে দেব সে সব বিষয়, যা তোমরা করতে।	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝৮
(৯) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে আমি অবশ্যই তাদেরকে নেককারদের মধ্যে শামেল করব।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝৯
(১০) আর কিছু মানুষ (এমন আছে), যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর পথে ক্লিষ্ট হয়, তখন তারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর আযাবের মত গণ্য করে[২]। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য আসে, তবে তারা অবশ্যই বলে যে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। তবে কি সমগ্র বিশ্ববাসীর অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত নন?	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝১০

وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾	(১১) আর অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন[৩], কারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নিবেন কারা মুনাফেক।
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۫ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾	(১২) আর যারা কাফের তারা মু'মিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, আর আমরা অবশ্যই তোমাদের পাপসমূহের বোঝা বহন করব। অথচ ওরা তদের পাপসমূহের কোনো বোঝাই বহন করবে না। নিশ্চয়ই তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।
وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۡ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾	(১৩) আর তারা অবশ্যই নিজেদের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার সঙ্গে আরও কিছু বোঝা বহন করবে[৪]। আর অবশ্যই তাদেরকে কেয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যে সব মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মুশরিক মাতা বলল যে, তুমি যে পর্যন্ত ইসলাম ত্যাগ না কর সে পর্যন্ত আমি কোনো রকম পানাহার করব না। এ সম্পর্কে আয়াতটি নাযেল হয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, যেমন মানুষ আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে ঘাবড়িয়ে প্রাণে রক্ষা পেতে চায়, নিজেদের পূর্বের কথা ও কাজ থেকে বিরত হয়ে যায় এবং অনন্যোপায় হয়ে স্বীকার করে যে, আমরা ভুলের মধ্যে ছিলাম, তদ্রূপ মুখে ঈমানের দাবিকারী দুর্বল চিত্তের লোকেরাও যখন কোনো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় তখন তারা ঈমানের দাবি ছেড়ে বসে এবং কথায় বা কাজে এ কথা বোঝাতে শুরু করে যে, আমাদের এ দাবি ভুল ছিল কিংবা আমরা এমন দাবিই করিনি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) ليعلمن -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জেনে নেওয়া, ভাবার্থ হল প্রকাশ করে দেওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় আয়াতেও এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সূরা বাকারার ১৪নং আয়াতেও এরূপ অর্থ গৃহীত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তারা মিথ্যাবাদী। তারা তোমাদের বোঝা সামান্যও হাল্কা করতে পারবে না। তবে তারা নিজেদের বোঝা ভারী করছে। এক তো তাদের নিজেদের পাপের বোঝা, দ্বিতীয়ত অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করার বোঝা। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮নং আয়াত :

১. আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো মাখলূকের আনুগত্য করা জায়েয নয়। (আহকামুল কুরআন থানবী)

www.maktabatulabrar.com

২. সৎকাজে পিতা-মাতার আদেশ পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু অসৎকাজে আনুগত্য না করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

● ৯নং আয়াত :

হাজারো বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যারা ঈমান ও নেক আমলের উপর অটল অবিচল থাকে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস নেক বান্দা অর্থাৎ, নবী ও সিদ্দীকদের সঙ্গে জান্নাতে দাখেল করবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১০নং আয়াত :

প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য কেবল মুখে ঈমানের দাবিই যথেষ্ট নয়। বরং সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নেক আমলের উপর অবিচল থাকা চাই।

● ১৩নং আয়াত :

পাপের প্রতি আহবান করাও পাপের কাজ। সুতরাং পাপকারী ব্যক্তি পাপ কাজ করে যে পাপের ভাগী হবে, পাপের প্রতি আহবানকারীও ততটুকু পাপের ভাগী হবে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۭ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾	(১৪) আর আমি অবশ্যই নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করল[১]। অনন্তর প্লাবন তাদেরকে পাকড়াও করল, আর তারা ছিল জালেম[২]।
فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾	(১৫) তখন আমি তাঁকে ও নৌকার আরোহী-দেরকে রক্ষা করলাম[৩] এবং আমি এটাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শন করলাম।
وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾	(১৬) ক্ষ আর (আমি) ইবরাহীমকে (পাঠালাম), যখন সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে!
اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾	(১৭) তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে কেবল মূর্তিসমূহের পূজা করছ এবং তোমরা মিথ্যা কথা রচনা করছ[৪], নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করছ তারা তোমদেরকে রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছেই রিযিক অন্বেষণ কর, তাঁরই ইবাদত কর, এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[৫]।

(১৮) আর যদি তোমরা (আমাকে) মিথ্যাবাদী বল, তবে (এতে আমার কোনো ক্ষতি নেই) তোমাদের পূর্বেও বহু জাতি (তাদের নবীদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল[৬]। আর সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়া ব্যতীত রসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।	وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন, নয়শত পঞ্চাশ বছর দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন। এর পর প্লাবন আসে। প্লাবনের পরে তিনি ষাট বছর জীবিত ছিলেন। এ হিসাবে তার সর্বমোট বয়স হয়েছিল এক হাজার পঞ্চাশ বছর। (ফাওয়ায়েদ উছমানী ও বয়ানুল কুরআন) আয়াতে সম্ভবত তাঁর দাওয়াতকালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, যখন তারা পাপাচার ও অসৎকাজ থেকে বিরত হল না, তখন তাদের প্রায় সবাই প্লাবনের গ্রাসে পরিণত হল। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যেসব মানুষ ও জীব-জন্তু নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরকেও নূহ (আ.)-এর সঙ্গে রক্ষণ করেছি এবং আমি এ ঘটনাটি বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষণীয় একটি বিষয় করে রেখেছি। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, মিথ্যা বিশ্বাস স্থাপন করছ এবং অযথা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছ। আর নিজেদের হাতে মূর্তি তৈরি করে তাকে খোদা বলে ডাকছ। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৫) মানুষ সাধারণত রিযিকের জন্য ঈমান খুইয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউই রিযিকের মালিক নয়। তিনিই নিজ ইচ্ছা মোতাবেক রিযিক দিয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাঁরই বন্দেগী কর। কেননা তাঁরই কাছে তোমাদের যেতে হবে। তখন তাঁকে মুখ দেখাবে কী করে? (প্রাগুক্ত)

(৬) যার ফলে তারা ধ্বংস ও আযাবের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন আদ, ছামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫নং আয়াত :

অপরাধী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনাবলী থেকে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে শিক্ষা গ্রহণের উপাত্ত করে রেখেছেন।

● ১৮নং আয়াত :

দ্বীনের পথে আহবানকারীদেরকে যদি মানুষ অবিশ্বাস করে, তাদের আহবানের প্রতি কর্ণপাত না করে এবং তাদেরকে উপেক্ষা করে, এতে তাদের কোনো ক্ষতি নেই। ক্ষতি তাদেরই হবে, যারা সে আহবানে সাড়া দিল না।

www.maktabatulabrar.com

(১৯) তারা কি লক্ষ্য করেনি, কীভাবে আল্লাহ মাখলূককে প্রথমবারে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন? নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ[১]।	اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١٩﴾
(২০) তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কীভাবে তিনি মাখলূককে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন? অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।	قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾
(২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।	يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾
(২২) আর তোমরা পৃথিবীতে (লুকিয়ে থেকে আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না এবং আকাশে (উঠে)ও নয় এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের নেই কোনো অভিভাবক আর না কোনো সাহায্যকারী[২]।	وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾
(২৩) আর যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে, তারাই আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়েছে[৩] এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾
(২৪) তখন তাঁর (ইবরাহীমের) সম্প্রদায়ের এই উক্তি করা ব্যতীত কোনো জবাব ছিল না যে, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল অথবা তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন[৪]। নিশ্চয় এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) আর সে (ইবরাহীম) বলল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিসমূহকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছ, কেবল পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের কারণে[৫]। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমাদের কতক কতককে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের কতক কতককে অভিসম্পাত দেবে এবং তোমাদের আবাসস্থল হবে একমাত্র জাহান্নাম। আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।	وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, স্বয়ং নিজেকে নিয়ে চিন্তা কর। প্রথমে তুমি কিছুই ছিলে না, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে মৃত্যুর পরও তোমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। সূচনা তো তোমরা প্রত্যক্ষ কর, তদ্রূপ পুনরাবৃত্তিকে অনুমান করে নাও। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিতে ইচ্ছা করবেন সে যমীনের কোনো গর্তে ঢুকে কিংবা আকাশে উড়ে কোনোভাবে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যেহেতু তারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয় তাই তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের আশা করতে পারে না। সুতরাং তারা পরকালেও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তারা পরামর্শ করে তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অগ্নিকে ফুলবাগানে পরিণত করে দিয়েছেন। সূরা আম্বিয়ার ৫১-৭০নং আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, কেবল জাতীয় ঐক্যের খাতিরে তোমরা কিছু শিরক ও কুসংস্কারকে ধর্ম বলে অনুসরণ করছ। নতুবা মূর্তিপূজারীর বিবেকও এ ব্যাপারে সায় দেয় যে, এটা একটা অনর্থক কাজ। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯নং আয়াত :

দৃশ্য থেকে অদৃশ্যকে এবং অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বকে বোঝার জন্য বিবেককে কাজে লাগানো উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২২নং আয়াত :

মানুষ আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও-এর সামনে অসহায় ও অক্ষম। আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করবেন, তার জন্য শাস্তি থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। (প্রাগুক্ত)

● ২৩নং আয়াত :

যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা চিরকাল জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৪নং আয়াত :

১. আল্লাহ তা'আলা তার খাঁটি বান্দাদেরকে অনেক কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের বিরোধীদেরকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে দেন। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

২. যেকোনো বস্তুর ক্রিয়াশীলতা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। তাঁর ইচ্ছা বা আদেশ না হলে আগুনও জ্বালাবার ক্ষমতা রাখে না। (প্রাগুক্ত)

● ২৫নং আয়াত :

দুনিয়াতে কোনো সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার খাতিরে শিরক ও কুফরীতে সংঘবদ্ধভাবে নিমগ্ন থাকলেও কেয়ামতের দিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে।

www.maktabatulabrar.com

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۶﴾	(২৬) অতঃপর লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং সে (ইবরাহীম) বলল, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাময়[১]।
وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَیْنٰهُ اَجْرَهٗ فِی الدُّنْیَا ۚ وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۲۷﴾	(২৭) আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকূব দান করলাম এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব (ধারাবাহিকভাবে) কায়েম রাখলাম[২], আর আমি দুনিয়াতে তাঁকে তাঁর প্রতিদান প্রদান করলাম[৩] এবং নিশ্চয়ই সে আখেরাতেও যোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত (হবে)।
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۸﴾	(২৮) আর (আমি) লূতকে (পাঠালাম), যখন সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, নিশ্চয়ই তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্য থেকে কেউই করেনি।
اَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِیْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِیْ نَادِیْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۲۹﴾	(২৯) তোমরা কি পুরুষদের সঙ্গে উপগত হও এবং তোমরা রাহাজানি করে থাক? আর তোমরা তোমাদের মজলিসে মন্দ কাজ কর? তখন এ উক্তি করা ব্যতীত তাঁর সম্প্রদায়ের কোনো জবাব ছিল না যে, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও[৪]।
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۳۰﴾	(৩০) সে (লূত) বলল, হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কোনো পুরুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। কেবল লূত (আ.) তৎক্ষণাৎ নির্দিধায় তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন। উভয়ের আবাস ছিল ইরাকের ব্যবিলন শহরে তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে দেশ ত্যাগ করে শামে গিয়ে নিজেদের আবাস গড়ে তোলেন। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(২) অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁরই বংশধর ব্যতীত কাউকে আসমানী কিতাব ও নবুয়ত দেওয়া হবে না। অতএব তাঁর পরে যত নবীর আগমন হয়েছে, সবাই তাঁরই বংশধর ছিলেন। এ কারণে তাকে "আবুল আম্বিয়া" (নবীগণের জনক) বলা হয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, দুনিয়াতে আমি তাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও মর্যাদা-সম্মান দান করেছি এবং চিরকালের জন্য তাঁর সন্তানদেরকে শাম দেশের বাসাধিকার দিয়েছি। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, হযরত লূত (আ.) বললেন, পুরুষের সঙ্গে অবৈধ যৌন কর্ম করা, রাহাজানি করা এবং প্রকাশ্যে জনসমক্ষে মন্দ কাজ করার মত জঘন্য অপরাধ করাই তোমাদের কাজ? যা সম্পূর্ণ সুস্থ স্বভাব ও শরীয়ত গর্হিত এবং যার ফলে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তখন তারা বিবেক ও শরীয়ত বর্জিত এসব কাজ থেকে বিরত থাকার মত কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে না পেরে হঠকারিতামূলক এ জবাবটিই বেছে নিল যে, সত্যই যদি আমাদের কাজ মন্দ ও তোমার বক্তব্য অনুযায়ী আমরা শাস্তির ভাগী হয়ে থাকি, তবে তুমি আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে আস। তখন হযরত লূত (আ.) আল্লাহর কাছে বদ-দুআ করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি এসব ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য কর এবং তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দাও। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭নং আয়াত :

কোন কোন আমলের কিছু কিছু বিনিময় দুনিয়াতেও প্রদান করা হয়। ভাল কাজ হলে তার পুরস্কার ও মন্দ কাজ হলে তার শাস্তি। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) দুনিয়াতেও হিজরত ও সবরের পুরস্কার পেয়েছেন। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ২৯নং আয়াত :

সমকামিতা, রাহাজানি বা পথিকের পথে সংকট সৃষ্টি করা এবং প্রকাশ্যে অন্যায়-অপকর্ম করা সম্পূর্ণ হারাম। (আহকামুল কুরআন থানবী)

● ৩০নং আয়াত :

যারা দ্বীনের শত্রু তাদের জন্য বদ-দুআ করা জয়েয। বিশেষ করে, যখন তাদের সৎপথ অবলম্বনের সম্ভাবনা আর বাকি না থাকে। এটা নৈতিকতা বিরোধী নয়। (মাসায়েলুস-সুলূক, হাশিয়ায়ে বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদ উছমানী)

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝٣١

(৩১) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসল, তখন তারা বলল যে, নিশ্চিত জেন যে, আমরা এ জনপদবাসীদের ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা হচ্ছে জালেম[১]।

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۭ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۭ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۡ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٢

(৩২) সে (ইবরাহীম) বলল, সেখানে তো লূত রয়েছে। তারা বলল, যারা সেখানে রয়েছে তাদের সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগত। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব। সে হচ্ছে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ڰ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٣

(৩৩) এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আসল, তখন সে তাদের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তাদের (রক্ষার) জন্য নিজেকে অসমর্থ মনে করল[২]। আর তারা (ফেরেশতারা) বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। নিশ্চয় আমরা আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব কেবল আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে হচ্ছে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝٣٤

(৩৪) নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীর উপর আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করব। কারণ তারা পাপাচার করে যাচ্ছে।

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٣٥

(৩৫) আর আমি অবশ্যই সে জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা বোধ রাখে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, লূত (আ.)-এর বদ-দুআর পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে সে জনপদ ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফেরেশতারা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে গেল এবং তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সুসংবাদ দিল। এর পর তাঁকে জানাল যে, আমরা এই ছামূদ জনপদ ধ্বংস করতে যাচ্ছি। কারণ তারা তাদের অপকর্ম থেকে বিরত হবে না। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সূরা আ'রাফ : ৮০-৮৪, সূরা হুদ : ৭৪-৮৩ এবং সূরা হিজর : ৫৭-৭৯ আয়াতসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট তাফসীর।

(২) কেননা, লূত (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বদ-অভ্যাস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এদিকে ফেরেশতাগণ সুশ্রী যুবকের আকৃতি ধারণ করে এসেছিল। লূত (আ.) তাদেরকে মানুষই মনে করেছিলেন। তাই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, যদি তাদেরকে আমার বাড়ীতে স্থান না দেই, তাহলে এটা মানবতা বহির্ভূত হয়। পক্ষান্তরে তাদেরকে স্থান দিলে পাপাচারী সম্প্রদায় টের পেয়ে তাদের সঙ্গে কদর্য ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং তাদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার উপায় কী! হযরত লূত (আ.)-এর মনোভাব উপলব্ধি করে ফেরেশতারা বলল যে, আপনি চিন্তিত হবেন না, আমরা মানুষ নই; বরং ফেরেশতা। আমরা তাদের ধ্বংসের জন্যই এসেছি। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২নং আয়াত :

১. কোন জনপদে আল্লাওয়ালাদের অবস্থান সেখানে আযাব আসার পক্ষে অন্তরায় হতে পারে, তাদের অনুপস্থিতিতে সেখানে আযাব আসার পথ উন্মুক্ত হয়। যেমন হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বেলায় হয়েছে। (মাসায়েলুস সুলূক, বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

২. ঈমান ব্যতীত কেবল নেককারদের সঙ্গে আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। (প্রাগুক্ত)

● ৩৩নং আয়াত :

কোন বিপদ দেখে চিন্তিত ও বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা বুযুর্গী ও পূর্ণতার পরিপন্থী নয়। (মাসায়েলুস সুলূক, বয়ানুল কুরআনের টীকা)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর (আমি) মাদয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুআইবকে (পাঠালাম)। তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং কেয়ামত দিবসকে ভয় কর আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী হয়ে বেড়িয়ো না[১]।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল আর তারা তাদের গৃহে মুখ থুবড়ে (মৃত) পড়ে থাকল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার হক ও বান্দাদের হক নষ্ট করো না। তারা কাফের এবং মুশরিক তো ছিলই, তদুপরি মাপে কম দেওয়ার অভ্যাসও তাদের ছিল। বলা বাহুল্য, ন্যায় পরায়ণতা বর্জন করলে বিবাদ-বিসংবাদ ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটে থাকে, তাই তাদেরকে এসব থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী কাতূরার গর্ভে তাঁর এক পুত্র জন্মেছিল। তাঁর নাম ছিল মাদয়ান। তিনি লোহিত সাগরের উপকূলে এক জনপদে বাস করতেন। তার নামানুসারে সে জনপদের নাম হয় মাদয়ান। হযরত শুআইব (আ.) তারই বংশধর ছিলেন এবং সেই জনপদে নবী হিসাবে প্রেরিত হন। উক্ত জনপদের অধিবাসীদেরকে তাদের শিরক, কুফর, মাপে কম দেওয়া এবং রাহাজানি করা ইত্যাদি অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য হযরত শুআইব (আ.) যতই বুঝিয়েছেন, কিন্তু তারা তা মানতে প্রস্তুত হয়নি। ফলে আল্লাহর আযাব তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬নং আয়াত :

পৃথিবীতে পাপাচার করা ও অনর্থ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৭নং আয়াত :

নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ফ্যাসাদের কারণে শুআইব (আ.)–এর কওমকে ধ্বংস করা হয়েছিল।

www.maktabatulabrar.com

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আর (আমি) আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর এটা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে তাদের আবাসস্থলসমূহ থেকে। আর শয়তান তাদের কাজ-কর্মকে তাদের জন্য শোভন করে রেখেছিল এবং তাদেরকে (সত্য) পথ থেকে প্রতিহত করেছিল, অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ[১]।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۫ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) আর (আমি) কারূন, ফেরআউন ও হামানকে (ধ্বংস করেছি)। আর মূসা তো সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে এসেছিল। কিন্তু তারা পৃথিবীতে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিল। অথচ তারা (আমার শাস্তি) ডিঙিয়ে যেতে সমর্থ ছিল না[২]।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾

(৪০) অতঃপর (তাদের) প্রত্যেককেই তার পাপের জন্য পাকড়াও করলাম। সুতরাং আমি তাদের মধ্য থেকে কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তর ঝটিকা এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট ধ্বনি। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আমি ধ্বসিয়ে দিয়েছি ভূমিতে এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে আমি করেছি নিমজ্জিত। আর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করবার ছিলেন না। কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা পাগল কিংবা বোকা ছিল না। দুনিয়ার কাজ কারবারে ছিল বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেনি। (ফাওয়ায়েদ উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেখেও তারা সত্যের সামনে মাথা নত করেনি। দম্ভ ও অহংকার তাদেরকে নতি স্বীকার করতে দেয়নি। অবশেষে তারা শাস্তি থেকে রক্ষা পায়নি। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আমি লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সমকামিতার অপরাধে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করেছি, যেমন বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ছামূদ সম্প্রদায়ের মত দুনিয়া-পাগল কুকুর-স্বভাবের লোকদেরকে বিকট ধ্বনি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। যেমন কুকুরকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মাটিতে পুঁতে রাখা ধন-ভাণ্ডার নিয়ে যার গর্ব ছিল সেই কারূনকে তার

ধন-ভাণ্ডারসহ মাটিতে পুঁতে দিয়েছি এবং মিসর রাজ্য ও তার নদ-নদী নিয়ে গর্বপূর্ণ উক্তি করত যে ফেরাউনকে তাকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি। তাদেরকে আমি যে শাস্তি দিয়েছি তাতে আমি তাদের উপর অত্যাচার করিনি এবং বিনা কারণে শাস্তি দেইনি, যদিও বিনা কারণে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও আমার রয়েছে। কিন্তু তারাই অন্যায়-অপকর্ম করে নিজেরা নিজেদের উপর অবিচার করেছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীসী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮নং আয়াত :

বিবেক-বুদ্ধি থাকার পর শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা ওজর বলে বিবেচিত নয়। (মাসায়েলুস সুলূক, বয়ানুল কুরআনের টীকা)

● ৩৯নং আয়াত :

দম্ভ ও অহংকার ধ্বংসের কারণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪০নং আয়াত :

যারাই আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করে বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের কেউই নিস্তার পায়নি। অপরাধের শাস্তি অবধারিত, দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে।

(৪১) যারা আল্লাহর পরিবর্তে (অপরকে) অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই মাকড়সার ন্যায়, যে একটি ঘর প্রস্তুত করেছে আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, ঘরের মধ্যে দুর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘরই। আহা! যদি তারা জানত[১]।	مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾
(৪২) আল্লাহ ভাল করে জানেন তারা আল্লাহর পরিবর্তে কাকে কাকে আহ্বান করে এবং তিনিই পরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাময়[২]।	اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾
(৪৩) আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) জন্য পেশ করে থাকি এবং এগুলো জ্ঞানীরা ব্যতীত অন্যেরা বুঝে না[৩]।	وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾
(৪৪) আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতেই রয়েছে এক বড় নিদর্শন ঈমানদারদের জন্য।	خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ঘর নির্মাণ করা হয় ধন-প্রাণের নিরাপত্তার জন্য, মাকড়সার জাল দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ঠিক তদ্রূপ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে নিজেদের নিরাপত্তাদাতা ও রক্ষাকর্তা

www.maktabatulabrar.com

মনে করেছে, তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইচ্ছা ছাড়া কিছুই কোনো নিরাপত্তা দিতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা যে যাই পূজা করুক, যাকে পূজা করুক, সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন। সুতরাং তন্মধ্যে কোনটারই যদি স্বতন্ত্র কোনো ক্ষমতা থাকত তবে আল্লাহ তা'আলা এক কথায় সবকিছুকে অস্বীকার করতেন না। (প্রাগুক্ত)

(৩) মক্কার মুশরিকরা বলত যে, আল্লাহ তা'আলা মাকড়সা, মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিসের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন, যা তাঁর মর্যাদার সঙ্গে খাপ খায় না। তার উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, উপমাসমূহ উপমানের হিসাবে যথার্থই হয়েছে। যাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে তারাই কেবল এটা বুঝতে পারে। যে মূর্খ বোকারাম, সে এ দৃষ্টান্ত কী বুঝবে? উপমাদাতার সঙ্গে উপমাকে তুলনা করা হয় না। বরং উপমানের সঙ্গেই উপমার তুলনা করা হয়। সুতরাং দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু দুর্বলতা বুঝাবার জন্য মাকড়সার জালের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। এতে উপমাদাতার মর্যাদার সঙ্গে কী সম্পর্ক? (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১নং আয়াত :

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত দুনিয়ার কোনো কিছুই মানুষের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না, তাই আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে দুনিয়ার কোনো কিছুর উপরই ভরসা করা উচিত নয়। কেননা দুনিয়ার কিছুর উপর ভরসা করা মানে মাকড়সার জালের উপর ভরসা করা।

● ৪৩নং আয়াত :

যারা দুনিয়ার সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তা থেকে আল্লাহর মাহাত্ম্য অনুধাবন করে ও আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। (আহকামুল কুরআন থানবী)

২০ নং পারা সমাপ্ত

পারা–২১

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ ؕ وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ ؕ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

(৪৫) তোমার প্রতি যে কিতাব ওহীরূপে পাঠানো হয়েছে তুমি তা তেলাওয়াত কর এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল[১] এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকর তো সর্বাপেক্ষা বড়। আর তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তা জানেন।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَھْلَ الْکِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْھُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْکُمْ وَاِلٰھُنَا وَاِلٰھُکُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾

(৪৬) এবং তোমরা কিতাবীদের সঙ্গে বিতর্ক কর না উত্তম[২] পন্থা ব্যতীত। তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করে (তাদের সঙ্গে করতে পার)। এবং তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা আমাদের কাছে নাযিল করা হয়েছে[৩] এবং যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে (তার প্রতিও)। এবং আমাদের মাবূদ ও তোমাদের মাবূদ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পনকারী।

وَکَذٰلِکَ اَنْزَلْنَآ اِلَیْکَ الْکِتٰبَ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰھُمُ الْکِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ ۚ وَمِنْ ھٰٓؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِہٖ ؕ وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَآ اِلَّا الْکٰفِرُوْنَ ﴿۴۷﴾

(৪৭) আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি[৪]। সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি[৫] তারা এতে (কুরআনে) ঈমান আনে এবং এদের মধ্যেও[৬] কেউ কেউ এর প্রতি ঈমান আনে। বস্তুত আমার আয়াতসমূহকে কাফেররা ব্যতীত কেউই অস্বীকার করে না।

وَمَا کُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِہٖ مِنْ کِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّہٗ بِیَمِیْنِکَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۴۸﴾

(৪৮) আর তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব তেলাওয়াত করনি এবং নিজ হাতে তা লেখওনি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ করত[৭]।

بَلْ ھُوَ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ فِیْ صُدُوْرِ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۹﴾

(৪৯) বরং এই (কুরআন) তো এমন প্রমাণসমষ্টি যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের অন্তর-মনে সুস্পষ্ট। আর কেবলমাত্র জালিমরাই আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) فحشاء এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজকে বলা হয় যেগুলোকে মুমিন-কাফের সবাই মন্দ মনে করে। যেমন, হত্যা, যেনা, চুরি ইত্যাদি। আর منكر এমন কথা ও কাজকে বলা হয় যেগুলো মন্দ হওয়ার ব্যপারে শরীয়তবিশারদগণ একমত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, নম্র ভাষায় তর্ক করা।

(৩) অর্থাৎ, এ অর্থে ঈমান এনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা এসব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন তাতে আমরা বিশ্বাস রাখি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, যেভাবে আমি তাওরাত-ইঞ্জীল নাযিল করেছিলাম সেভাবেই তোমার প্রতি আমি কুরআন নাযিল করেছি। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৫) অর্থাৎ, যাদেরকে তাওরাত দিয়েছি। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ।

(৬) অর্থাৎ, মক্কার মুশরিকদের মধ্যেও। (জালালাইন)

(৭) অর্থাৎ, মিথ্যাবাদীরা হয়তো এরূপ বলত যে, তুমি যেহেতু লোখাপড়া জান সেহেতু তুমি তাওরাত-ইঞ্জীল পাঠ করেছ। আর তার-ই উদ্ধৃতি আমাদের সামনে প্রকাশ করছ। প্রকৃত অর্থে তোমার কাছে কোনো ওহী আসেনি। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫নং আয়াত :

১. পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত, নামায এবং যিকরের ফযীলত জানা যায়।

২. যথাযথভাবে নামায আদায় করলে সেই নামায মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় থেকে বিরত রাখে। আর যদি নামায আদায়ের পরও কেউ অন্যায় করে, তাহলে বুঝতে হবে যথাযথভাবে নামায আদায় করা হয়নি। বরং নামায আদায়ে সে ত্রুটি করেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৪৬ নং আয়াত :

বিধর্মীদের সঙ্গে কিংবা যে কোনো বাতিলপন্থীর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলে নম্রভাষায় তা করতে হবে। তবে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তাদের সঙ্গে কঠোরতা অবলম্বন করা যায়।

● ৪৭নং আয়াত :

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। আর এটা ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের একটা বিরাট মুজেযা। যার ফলে কেউ এই সন্দেহ করতে পারেনি যে, পবিত্র কুরআন তিনি নিজে রচনা করেছেন। কারণ তিনি তো প্রচলিত লেখা-পড়া জানতেন না।

● ৪৭নং আয়াত :

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মী থাকা প্রমাণিত হয়, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের একটা বড় দলীল।

● ৪৯নং আয়াত :

আয়াত দ্বারা ইলমের গুরুত্ব এবং মর্য্যদা সুস্পষ্ট হয়। কারণ, যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে তারাই কুরআনের মহত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٥٠	(৫০) এবং তারা বলে, তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর নিদর্শনাবলী নাযিল করা হয়নি কেন? তুমি বল, নিদর্শনাবলী একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর আমি একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।
اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٥١	(৫১) আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি –যা তাদের কাছে তেলাওয়াত করা হয় - এটাই কি তাদের জন্য যথেষ্ঠ হয়নি? এর মধ্যে তো অবশ্যই আছে রহমত এবং উপদেশ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বিশ্বাস করে।
قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٥٢	(৫২) তুমি বল, আমার এবং তোমাদের মধ্যখানে স্বাক্ষীরূপে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। আসমানসমূহে এবং জমিনে যা আছে সব তিনি জানেন। আর যারা মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০নং আয়াত :

মুজিযা বা নিদর্শন আনয়ন করা নবীর দায়িত্ব নয়। তিনি শুধু সতর্ককারী মাত্র।

● ৫১নং আয়াত :

কুরআন-ই হল সর্বশ্রেষ্ঠ মজিযা। মুজিযা হিসেবে এটিই যথেষ্ঠ। এর দ্বারা কুরআনের মহত্বের কথা জনা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫২নং আয়াত :

সত্যের প্রচারককে সর্বদা তার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। বাতিলপন্থীরা তা অস্বীকার করলে তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ সত্যের স্বাক্ষীরূপে আল্লাহ-ই যথেষ্ঠ।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٥٣	(৫৩) আর তারা তোমার কাছে শাস্তির তাগাদা করে। বস্তুত কোন সময় যদি নির্ধারিত না হত তবে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি এসে যেত। নিশ্চয় তাদের উপর তা (শাস্তি) আসবে হঠাৎ করে এমতাবস্থায় যে তারা টেরও পাবে না।

www.maktabatulabrar.com

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۙ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝٥٤	(৫৪) তারা তোমার কাছে শাস্তির তাগাদা করে। অথচ নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করে নিবেই[১]।
يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٥٥	(৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঢেকে ফেলবে তাদের উপর দিক থেকে এবং তাদের পায়ের দিক থেকে[২]। আর তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা যা করতে তার মজা ভোগ করে নাও।

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে।

(২) যদিও আযাব চতুর্দিক থেকেই আসবে, তবুও উপর এবং পায়ের দিকের কথা উল্লেখ করার কারণ হল জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুন থেকে পৃথক করা। কারণ, দুনিয়ার আগুন উপর দিক থেকে আসে না। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩-৫৫নং আয়াতসমূহ :

১. আযাব অবশ্যই আসবে। তবে তার একটি নির্ধারিত সময় আছে। এই মুহূর্তে আযাব না আসার অর্থ আযাব না আসা নয়।

২. জাহান্নামের আগুনের ধর্ম দুনিয়ার আগুণ থেকে পৃথক। (দেখুন ২ নং টীকা)

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ۝٥٦	(৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, নিশ্চয় আমার যমিন প্রশস্ত[১]। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝٥٧	(৫৭) প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অতঃপর তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝٥٨	(৫৮) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে তাদেরকে আমি অবশ্যই জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমূহে[২] স্থান দিব, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। কতই না উত্তম পুরস্কার (নেক) আমলকারিদের-
الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٥٩	(৫৯) যারা সবর করে এবং আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾

(৬০) আর এমন কত প্রাণী আছে যারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও[৩]। এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

(৬১) আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। তখন তারা অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ"। তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাজেই দেশ এবং সমাজ আমার ইবাদতের উপযোগী না হলে সেখান থেকে হিজরত কর। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) غرفا শব্দটি غرفة এর বহুবচন। যার অর্থ প্রাসাদ, উঁচু ইমারত।

(৩) কাজেই রিযিকের ভয়ে তোমরা জিহাদ এবং হিজরত করা থেকে বিরত থেকো না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬নং আয়াত :

যে দেশে দ্বীনের উপর চলার স্বাধীনতা নেই এবং যেখানে কুফর, শিরক বা শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মীয় স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব। ধর্মীয় স্বাধীনতাহীন দেশ চাই মুসলিম দেশ হোক বা অমুসলিম। তবে হিজরতের শক্তি যার নেই তার কথা আলাদা। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৫৭নং আয়াত :

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই মৃত্যু আসবে। এবং নির্ধারিত সময়েই। আগেও নয় পরেও নয়। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ এবং হিজরত থেকে বিরত থাকা অন্যায়, অযৌক্তিক। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

● ৫৮-৫৮নং আয়াতদ্বয় :

যারা ঈমান আনবে নেক আমল করবে এবং সবর ও তাওয়াক্কুলের সঙ্গে নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে হিজরত করবে এবং জেহাদ করবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। (অনুবাদক)

● ৬০নং আয়াত :

আল্লাহই এক মাত্র রিযিকদাতা। তিনিই মানুষ এবং সকল প্রাণীকে রিযিক দিয়ে থাকেন। কাজেই রিযিক এবং জীবিকার ভয়ে হিজরত থেকে বিরত থাকা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

(আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ৬১নং আয়াত :

মুশরিকরাও একথা স্বীকার করত যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলাকে মাবূদ বা ইলাহ হিসাবে স্বীকার করেনি। কাজেই তারা কাফের। (আইছারুত্তাফাসীর)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾

(৬২) আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী[১]।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

(৬৩) আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর এর দ্বারা যমীনকে সতেজ করেন তা মৃত পড়ে থাকার পর। তখন তারা অবশ্যই বলবে "আল্লাহ"। তুমি বল, আলহামদুলিল্লাহ, বরং তাদের অধিকাংশ ই বুঝে না[২]।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) আর এই দুনিয়ার জীবন তো খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখেরাতের জীবনই হল প্রকৃত জীবন[৩]। যদি তারা জানত (তবে এরূপ করত না)।

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) আবার তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে[৪] তখন তারা আল্লাহকেই ডাকতে থাকে তার প্রতি খাঁটি বিশ্বাসী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগে উদ্ধার করে আনেন, তখনই তার শিরক করতে থাকে।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) সারকথা, আমি তাদেরকে যা (নেয়ামত) দান করেছি তারা তা অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তিনিই ভাল জানেন, কার জন্য দরিদ্রতা উত্তম এবং কার জন্য স্বচ্ছলতা।

(২) অর্থাৎ তার বুঝে না বলেই আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেও তার সঙ্গে মূর্তিকে শরীক করে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) الحيوان শব্দের অর্থ হায়াত বা জীবন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এবং ঝড়ের মুখোমুখি হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২-৬৩নং আয়াতদ্বয় :

আল্লাহ তা'আলাই রিযিকের মালিক। এবং তিনিই যমীন থেকে খাদ্য উৎপন্ন করেন। মুশরিকরাও একথা স্বীকার করে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৬৪নং আয়াত :

দুনিয়ার জীবন খেলা-ধুলার ন্যায়। এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। অল্পক্ষণ পরেই তা শেষ হয়ে যাবে। কাজেই বুদ্ধিমান লোকদের উচিত আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া।

● ৬৫নং আয়াত :

কাফেররাও যখন নিজেদেরকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে। এবং আল্লাহও তাদের দুআ কবুল করে নেন। কারণ আল্লাহ অসহায় লোকদের দুআ কবুল করার ওয়াদা করেছেন। যদিও সে কাফেরও হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬৭) তারা কি লক্ষ করেনি যে, আমি (মক্কাকে) নিরাপদ হরম বানিয়েছি[১] অথচ তাদের আশে-পাশের লোকদের প্রতি হামলা করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যার প্রতিই বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করতে থাকবে ?	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾
(৬৮) আর সেই ব্যক্তি থেকে বড় জালেম কে আছে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা সত্য তার কাছে আসলে সে তা অস্বীকার করে? এরূপ কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে হবে না[২] ?	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾
(৬৯) এবং যারা আমার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা[৩] করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখাব। আর আল্লাহ তো অবশ্যই নেক আমলকারীদের সঙ্গে আছেন।	وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোন কোন কাফেরের বক্তব্য ছিল যে, আমরা ইসলামকে সত্য বলে মানি। কিন্তু গ্রহণ করছি না এজন্য যে, তাহলে আমাদের উপর ভয় আছে। এর উত্তরে বলা হয়েছে মক্কা তো নিরাপদ নগরী। হরমের ভেতরে ঘুন-খারাবীকে সবাই হারাম মনে করে। কাজেই তাদের এই ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে استفهام ব্যবহৃত হয়েছে انكار এর অর্থে। অর্থাৎ, অবশ্যই জাহান্নামে ঠিকানা হবে। (জালালাইন-টীকা)

www.maktabatulabrar.com

(৩) جهاد শব্দটি এখানে শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, তখনও জেহাদের হুকুম নাযেল হয়নি। এখানে অর্থ হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাধনা করা, চেষ্টা-পরিশ্রম করা। (জালালাইন টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬-৬৮নং আয়াতসমূহ :

১. কাফেরদের অবস্থা, সত্য এবং আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার ও তার পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

২. আল্লাহর ব্যাপারে যারা মিথ্যা রচনা করে তারা সবচেয়ে বড় জালেম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কাফেরদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

● ৬৯নং আয়াত :

১. আল্লাহর উদ্দেশ্য যারা চেষ্টা-সাধনা করবে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে মুক্তির একাধিক পথ বাতলে দিবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ অবশ্যই নেক আমলকারীদের সঙ্গে আছেন।

বুরহানুল কুরআন–২য় খণ্ড

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

اسماء الكتب	اسماء المصنفين
❑ احكام القرآن	ابو بكر الجصاص
❑ احكام القرآن	ظفر احمد العثمانى
❑ المفردات فى غريب القران	راغب الاصفهانى
❑ تفسير الجلالين	جلال الدين السيوطى والمحلى
❑ تفسير الكشاف	العلامة الزمخشرى
❑ تفسير ابى السعود	ابو السعود العمادى الحنفى
❑ التفسير الكبير	العلامة الرازى
❑ تفسير روح المعانى	السيد محمود الآلوسى
❑ ايسر التفاسير	ابو بكر جابر الجزائرى
❑ صفوة التفاسير	محمد على الصابونى
❑ روائع البيان	محمد على الصابونى
❑ تفسير مظهرى	ثناء الله پانى پتى
❑ بيان القرآن	اشرف على تهانوى
❑ معارف القراں	مفتى محمد شفيع
❑ معارف القرآن	ادريس كاندهلوى
❑ ترجمۂ احمد على لاہورى	احمد على لاہورى
❑ موضح القرآن	شاہ عبد القادر دہلوى
❑ ترجمۂ شيخ الہند	شيخ الہند محمود الحسن
❑ تفسير عثمانى	شبير احمد عثمانى
❑ تفسير القرآن العظيم	ابن كثير
❑ التفسير المفسرون	محمد حسين الذهبى
❑ الاتقان فى علوم القرآن	جلال الدين السيوطى
❑ البرهان فى علوم القرآن	بدر الدين الزركشى
❑ البيان فى علوم القرآن	سليمان بن صالح القرعاوى
❑ علوم القرآن	تقى عثمانى
❑ التبيان فى آداب حملة القرآن	الامام النووى
❑ مناهل العرفان	محمد عبد العظيم الزرقانى
❑ كتاب الاذكار	الامام النووى

www.maktabatulabrar.com